

মহাভারত

অষ্টমশতবার্ষিক-সংস্করণ

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস-প্রণী

আদিপর্ব

৪

দর্শনাচার্য্য-

শ্রীমন্নীলকণ্ঠকৃতয়া ভারতভাবদীপ-

সমাখ্যয়া টীকয়া

মহামহোপাধ্যায়-পদ্মভূষণ-মহাকবি-ভারতচাৰ্য্যেণ

শ্রীমদ্ হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যেণ প্রণীতয়া

ভারতকৌমুদীসমাখ্যয়া টীকয়া তংকৃত-

বঙ্গানুবাদেন-চ সহিতম্

বিশ্ববাণী প্রকাশনী

কলিকাতা-৭০০০০২

ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ : ୧୭୭୪ ବର୍ଷ

ପ୍ରକାଶକ :

ବ୍ରଜକିଶୋର ମଞ୍ଜୁ

ବିଷୟାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶନୀ

୧୨/୧ବି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ରୋଡ,

କଲିକାତା-୧୦୦୦୦୨

ମୁଦ୍ରକ :

ଅନାଦିନାଥ କୁମାର

ଉତ୍କଳପୁର ପ୍ରେସ

୧୨, ଗୌରମୋହନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍,

କଲିକାତା-୧୦୦୦୦୬

ଭାଗ : ୭୦୦୦

প্রকাশকের নিবেদন

‘মহাভারতম্’ মহামহোপাধ্যায়-পদ্মভূষণ-ভারতচাৰ্য্য-মহাকবি শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়ের তপস্তালক অমৃতময় ফল। সে আশ্চৰ্য্য তপশ্চৰ্য্যার কাহিনী আজ সকলেই জানেন। প্রায় একশ বছর তিনি ছিলেন ‘মহাভারতম্’-এর তপস্তায় মগ্ন—এবং সে একক ও দুশ্চর তপস্তায় তাঁর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল অসীম ধৈৰ্য্য, অশেষ নিষ্ঠা ও অলৌকিক আয়াস। ফলে তিনি আমাদের জন্ত রেখে গেছেন তাঁর ‘মহাভারতম্’—এক আশ্চৰ্য্য ঐশ্বৰ্য্য। ‘মহাভারতম্’-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশনার মূলে আছে আমাদের সেই জাতীয় ঐশ্বৰ্য্য সংরক্ষণের এবং জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঋষি হরিদাসের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার পুণ্য প্রেরণা ও প্রয়াস। স্বধীজনের সানন্দ সমর্থনে আমাদের প্রয়াস সার্থক হোক—এইমাত্র কামনা।

ত্রিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তয়োদ্বিঃখিতয়োবাক্যমতিমাত্রং নিশম্য তু ।
ততো দুঃখপরীতাস্তৌ কণ্ঠা তাবভ্যভাষত ॥১॥
কিমেষং ভূশদ্বিঃখার্থৌ রোক্ষয়েতামনাথবৎ ।
মমাপি শ্রয়তাং বাক্যং শ্রদ্ধা চ ত্রয়তাং ক্ষমম্ ॥২॥
ধৰ্ম্মতোহহং পরিত্যজ্য যুবয়োর্নাত্র সংশয়ঃ ।
ত্যক্তব্যং মাং পরিত্যজ্য ত্রাহি সৰ্বং ময়েকয়া ॥৩॥
ইত্যর্থমিষ্যতেহপত্যং তারয়িষ্যতি মাংমতি ।
তস্মিন্মুপস্থিতে কালে তরধ্বং প্ৰববম্ভয়া ॥৪॥
ইহ বা তারয়েদুর্গাদুত বা প্রেত্য তারয়েৎ । -
সৰ্বথা তারয়েৎ পুত্রঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বৃধিঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তয়োরিতি । তয়োবাতাপিত্রোঃ । অতিমাত্রং দুঃখিতয়োরিতি সম্বন্ধঃ ॥১॥
কিমিতি । রোক্ষয়েতাম্ আৰ্ত্তনাদং কুৰ্য্যাতাম্ । ক্ষমমুচিভম্ ॥২॥
ধৰ্ম্মত ইতি । পরিত্যজ্য বরায় দেয়া । পরিত্যজ্য বক্যে দদ্যা, দানমাত্রাবিশেষাৎ ॥৩॥
ইতীতি । ইতি ইদমপত্যম্, মাং বিপদি তারয়িষ্যতি । প্ৰববং নৌকয়েব ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তয়োরিতি ॥১—২॥ ত্যক্তব্যম্ অবশ্যদেয়ম্, পরিত্যজ্য রক্ষসে দদ্যা ॥৩॥ প্ৰববং

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অত্যন্ত দুঃখিত পিতা ও মাতার কথা শুনিয়া কণ্ঠাটী
নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল—॥১॥

“আপনারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অনাথের ন্যায় কেন এ রকম আৰ্ত্তনাদ
করিতেছেন ? আমার কথাও শুনুন, শুনিয়া যাহা সম্ভব হয়, তাহা করুন ॥২॥

আপনাদের ত ধৰ্ম্মানুসারে আমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে ; এ বিষয়ে ত কোন
সন্দেহই নাই ; অতএব ত্যক্তব্য আমাকে ত্যাগ করিয়া, একা আমা দ্বারাই
সকলকে রক্ষা করুন ॥৩॥

লোকে এই জগুই সম্ভান ইচ্ছা করে যে, সম্ভান বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে ।
তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং নৌকার ন্যায় আমা দ্বারা আপনারা
বিপৎসাগর হইতে উত্তীর্ণ হউন ॥৪॥

(৫)....উত বা প্রেত্য ভারত !

আকাজকস্তু চ দৌহিত্রান্ ময়ি নিত্যং পিতামহাঃ ।
 তান্ স্বয়ং বৈ পরিত্রাশ্চ রক্ষন্তৌ জীবিতং পিতুঃ ॥৬॥
 ভ্রাতা চ মম বালোহয়ং গতে লোকমমুং স্থয়ি ।
 অচিরেণৈব কালেন বিনশ্যেত ন সংশয়ঃ ॥৭॥
 তাতেহপি হি গতে স্বর্গং বিনষ্টে চ মমানুজ্ঞে ।
 পিণ্ডঃ পিতৃণাং ব্যুচ্ছিগ্নেস্তন্তেবাং বিপ্রিয়ং ভবেৎ ॥৮॥
 পিত্রা ত্যক্তা তথা মাত্রা ভ্রাত্রা চাহমসংশয়ম্ ।
 দুঃখাদুঃখতরং প্রাপ্য ত্রিয়েহহমতথোচিতা ॥৯॥
 স্থয়ি স্থরোগে নিম্মুক্তে মাতা ভ্রাতা চ মে শিশুঃ ।
 সন্তানশ্চৈব পিণ্ডশ্চ প্রতিষ্ঠাস্ত্যত্যসংশয়ম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তর্হি অপত্যস্বাবিশেষাৎ পুত্রঃ কথং ন ত্যজ্যত ইত্যাহ—ইহেতি । প্রেত্য পরলোকে ॥৫॥
 স্বযুৎপৎসমানো দৌহিত্রোহপি পুত্রবদেবেত্যাহ—আকাজক ইতি । স্বয়মহম্ ॥৬॥
 ভ্রাতেতি । অমুং পরম্ । স্থয়ি পিতরি । বিনশ্যেত রক্ষকভাবাৎ ॥৭॥
 ভাত ইতি । ব্যুচ্ছিগ্নে লুপ্তোত, দাতুঃস্বভাবাৎ । কর্মকর্তরি পরশ্চৈব পদমার্থম্ ॥৮॥
 পিত্রেতি । ত্রিয়ে যুস্মাকং শোকেন, অতথোচিতা অশোকমরণযোগ্যা ॥৯॥
 নহু মন্যাত্মমরণে মাতৃভ্রাতোরপি কথং শোক ইত্যাহ—স্থয়ীতি । নিম্মুক্তে মৃতে ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

নৌকয়েব ময়া তরধ্বং দুঃসহদুঃখনদীমতিক্রামধ্বম্ ॥৪॥ পুত্রঃ পুন্সামো নরকাৎ জায়ত ইতি

পুত্র ইহলোকে বিপদ হইতে উদ্ধার করে এবং পরলোকে নরক হইতে উদ্ধার করে; অতএব পুত্র সর্বপ্রকারেই উদ্ধার করিয়া থাকে । এই জন্তই জ্ঞানীরা পুত্র বলিয়া থাকেন ॥৫॥

তবে, পিতৃলোকেরা আমাতেও দৌহিত্রের আশা করেন বটে; কিন্তু আমি পিতার জীবন রক্ষা করিয়া নিজেই তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিব ॥৬॥

আপনি পরলোকে চলিয়া গেলে, আমার এই বালক ভ্রাতাটি অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইবে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৭॥

পিতাও স্বর্গে গেলে এক আমার ছোট ভাইটিও মরিয়া গেলে, পিতৃলোকের পিণ্ডলোপই হইবে; তাহা তাঁহাদের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িবে ॥৮॥

শোকে আমার মৃত্যু হওয়া উচিত নহে; অথচ পিতা, মাতা এক ভ্রাতা—ইহারা সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলে, আমি নিশ্চয়ই সংসারে গুরুতর দুঃখ পাইয়া শোকেই মরিয়া যাইব ॥৯॥

আত্মা পুত্রঃ সখা ভাৰ্ঘ্যা কৃচ্ছ্ৰস্ত হুহিতা কিল ।
 স কৃচ্ছ্ৰান্মোচয়ান্মানং মাঞ্চ ধৰ্ম্মে নিযোজয় ॥১১॥
 অন্তথা কৃপণা বালা যত্র কচন গামিনৌ ।
 ভবিষ্যামি ত্বয়া তাত ! বিহীনৌ কৃপণা সদা ॥১২॥
 অথবাহং করিষ্যামি কুলস্ত্রাস্ত্র বিমোচনম্ ।
 ফলসংস্থা ভবিষ্যামি কৃচ্ছ্ৰা কৰ্ম্ম স্ত্রুতকরম্ ॥১৩॥
 অথবা যাস্ত্রসে তত্র ত্যক্ত্ৰা মাং বিজ্ঞসত্তম ! ।
 পীড়িতাহং ভবিষ্যামি তদবেক্ষস্ব মামপি ॥১৪॥
 তদস্মদর্থং ধৰ্ম্মার্থং প্রসবার্থঞ্চ সত্তম ! ।
 আত্মানং পরিরক্ষস্ব ত্যক্তব্যং মাঞ্চ সংত্যজ ।
 অবশ্যকরণীয়ে চ মা ত্বাং কালোহত্যগাদয়ম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স্বমরণে যুক্তান্তরমাহ—আত্মেতি । পুত্রঃ, আত্মা, “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইতি স্মরণাৎ ।
 ভাৰ্ঘ্যা, সখা, লতা বাহুরিত্যাদিবজ্রপকবিসয়স্মিলিঙ্গব্যত্যয়ঃ । কৃচ্ছ্ৰঃ কষ্টহেতুমাৎস্রম্ ॥১১॥
 অন্তথেতি । কৃপণা দীনী । কৃপণা কথমিত্যাহ—ত্বয়া বিহীনৌ সন্নিব কৃপণা ॥১২॥
 অথবেতি । কৰ্ম্ম রাক্ষসায়ান্মসম্পন্নরূপং কাৰ্য্যম্ । ফলসংস্থা সফলজন্ম ॥১৩॥
 অথবেতি । তন্মামপ্যবেক্ষস্ব, অহমপি ত্বয়া সাক্ষং তত্র যাস্ত্রামীতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

যোগাৎ পুত্র ইত্যর্থঃ ॥৫॥ ৩২ স্বয়মিতি দৌহিত্রাপেক্ষয়া সন্নিহিতা হুহিতৈবাহং তাংস্বা-

আপনি বিনা রোগে মরিয়া গেলে, আমার মাতা, শিশু ভ্রাতা, আপনার বংশ
 এবং পিতৃলোকের পিণ্ড—এসমস্তই নষ্ট হইবে, কোন সন্দেহ নাই ॥১০॥

পুত্র আত্মস্বরূপ এবং ভাৰ্ঘ্যা সুহৃৎস্বরূপ ; কিন্তু কষ্টা কেবল কষ্টেরই কারণ ।
 অতএব আপনি সেই কষ্ট হইতে আত্মাকে মুক্ত করুন, আনাকেই ধৰ্ম্মার্থে নিযুক্ত
 করুন ॥১১॥

না হইলে, আমি বালিকা এবং দীনী ; স্ত্রুতরাং আমার যে কোন জায়গায় যাইয়া
 আশ্রয় লইতে হইবে। কেন না, বাবা ! আপনি না থাকিলে আমি দীনাই
 হইব ॥১২॥

অথবা আমি নিজেই অত্যন্ত দুষ্কর কাৰ্য্য করিয়া এই বংশের উদ্ধার করিব এবং
 নিজের জন্মকে সফল করিব ॥১৩॥

অথবা, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া সেখানে যাইবেন,
 তাহাতে আমি বড়ই দুঃখিত হইব ; অতএব আমারও অপেক্ষা করুন ॥১৪॥

কিংদ্রতঃ পরমং দুঃখং যদ্বয়ং স্বর্গতে স্থয়ি ।
 যাচমানাঃ পরাদম্নং পরিধাবেমহি শ্ববৎ ॥১৬॥
 স্থয়ি স্থরোগে নিশ্মুস্তে ক্লেশাদম্মাং সবাক্কেবে ।
 অমৃতেন সতী লোকে ভবিষ্যামি স্তৃণান্বিতা ॥১৭॥
 ইতঃ প্রদানে দেবাশ্চ পিতরশ্চৈত নঃ শ্রুতম্ ।
 ত্বয়া দত্তেন তোয়েন ভবিষ্যন্তি হিতায় বৈ ॥১৮॥
 ইত্যেতদ্ব্যং তাত ! নিশাম্য তব যদ্বিক্তম্ ।
 তদ্ব্যবস্ত্য তথান্ময়া হিতং স্বস্ত্য স্তুতস্য চ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিক্তি । অশ্রুদর্শনং মজ্জম্মসাকল্যার্থম্ । প্রসবার্থং পুত্রার্থম্ । ষট্পদমিদং পদম্ ॥১৫॥
 কিংদ্রতি । পরাদম্মাং স্তৃণানাং । পরিধাবেমহি সর্পিজ ধাবেম । শ্ববৎ কুকুরবৎ ॥১৬॥
 স্থয়ীতি । অরোগে নিশ্পীড়ে । স্তুতাপি অমৃতেন, যশস্চিরস্থায়িত্বাদিত্যে ভাবঃ ॥১৭॥
 নহু তবার্পণে দৌহিত্রাসম্ভবাং পিতরো দেবাশ্চ মহ্যং কুপিগ্ৰস্তীত্যাহ—ইত ইতি । ইতঃ
 স্থানাং, রাক্ষসায় মম প্রদানেহপি, ত্বয়া দত্তেন তোয়েনৈব দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব তব
 হিতায়ৈব ভবিষ্যন্তি ; দৌহিত্রাপেক্ষয়া পুত্রাদেঃ প্রাধান্যাদিত্যে ভাবঃ । ইতি নোহস্মাকং
 শ্রুতমাসীৎ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

মীতৃত্বঃ ॥৬—১২॥ ফলসংস্থা সফলমরণা ॥১৩॥ তত্র রাক্ষসসমীপে ॥১৪॥ প্রসবার্থং কল্যাণার্থম্
 ॥১৫—১৬॥ অমৃতেন জীবন্তীব ইহ লোকে কীর্ত্তেঃ সত্ত্বাৎ ॥১৭॥ ইতঃ প্রদানে অশ্বিন্
 রাক্ষসাহারায় কল্যাণাদানে দুর্দানত্বাৎ পিতৃদুর্ধরণাচ্চ কল্যাণাঃ দেবাশ্চ পিতরশ্চ হিতায় নেতি

হে, সাধুশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমার জন্ম সফল করিবার জন্ত এবং ধর্ম ও পুত্র রক্ষার
 জন্ত আত্মরক্ষা করুন ; আমাকে ত ত্যাগ করিবেনই ; সুতরাং আমাকেই ত্যাগ
 করুন ; আর অবশ্যকর্তব্য বিষয়ে আপনার এই সময়টা যেন অনর্থক চলিয়া যায়
 না ॥১৫॥

বাবা ! ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখ আর কি হইতে পারে যে, আপনি স্বর্গে
 গেলে পর আমরা কুকুরের মত পরের নিকট অন্ন ভিক্ষা করিতে থাকিয়া সর্বত্র
 ধাবিত হইব ॥১৬॥

আর, আপনি বান্ধবগণের সহিত অনায়াসে এই কষ্ট হইতে নিস্তার পাইলে,
 আমি সুখী হইব এবং মরিয়াও জগতে অমৃতার মতই থাকিব ॥১৭॥

আপনি এখান হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিলেও আপনার প্রদত্ত জল
 দ্বারাই দেবগণ ও পিতৃগণ আপনার হিতকারী হইবেন, ইহা আমাদের শ্রুতি
 আছে ॥১৮॥

মাতাপিত্রোশ্চ পুত্রাশ্চ ভবিতারো গুণাশ্চিতাঃ ।

ন তু পুত্রস্য পিতরৌ পুনর্জাতু ভবিষ্যতঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং বহুবিশং তস্মা নিশম্য পরিদেবিতম্ ।

পিতা মাতা চ সা চৈব কন্যা প্রকুরুতুস্তয়ঃ ॥২১॥

ততঃ প্ররুদিতান্ সৰ্ব্বান্ নিশম্যাথ স্ততস্তদা ।

উৎফুল্লনয়নো বালঃ কলমব্যাক্তমব্রবীৎ ॥২২॥

মা পিতা রুদ মা মাতর্মা স্বসস্তিতি চাত্রবৌৎ ।

প্রহসম্ভিব সৰ্ব্বাংস্তানেকৈকমুপসর্পতি ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । উভয়ং তবাস্বদানং মম দানঞ্চ । ব্যবস্ত কৰ্হুং যতঃ । স্বস্ত স্বকীয়স্ত ॥২০॥

মমরগেহপি যুবয়োঃ কন্যাস্তরসম্ভাবনাস্তীত্যাহ—মাতেতি । পুত্রপদমুভয়তাপাত্যপরম্ ।
পিতরৌ মাতাপিতরৌ । জাতু কদাচিৎ । অতঃ সৰ্ব্বথৈব মদানং শ্রেয় ইতি ভাবঃ ॥২০॥

এবমিতি । পরিদেবিতং বিলাপোক্তিম্ । ত্রয়ো জনাঃ ॥২১॥

তত ইতি । উৎফুল্লনয়ন উৎসাহাধিষ্ণারিতেন্দ্রঃ । কলং বালবাক্যাদেব মধুরম্ ॥২২॥

বালস্বভাবঃ বর্ণয়তি—মেতি । পিতরিত্যাদিসম্বোধনত্বেয়ম্ । হে স্বসস্তিগিনি ! । একৈকং
কন্যা সৰ্ব্বানৈব তান্ পিতাদীন উপসর্পতি স্ম ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ঋতং যদপি তথাপি ত্বয়া দত্তেন তোয়েন তব মম চ হিতায় তে ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥১৮—২১॥

বাবা ! এই দুই পক্ষ শুনিয়া, আপনার নিজের, মাতৃদেবীর এবং আপন পুত্রের
সাহায্যে হিত হয়, তাহা করিবার জন্য চেষ্টা করুন ॥২০॥

মাতা-পিতার অপর গুণবান্ সম্ভবানও জন্মিতে পারে ; কিন্তু সম্ভবানের পিতা-মাতা
পুনরায় কখনও হয় না” ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কন্যাটির এইরূপ নানাবিধ বিলাপোক্তি শুনিয়া পিতা,
মাতা ও সেই কন্যাটি—ইহারা তিন জনই অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন ॥২১॥

তাহার পর, সকলকেই রোদন করিতে দেখিয়া, তাঁহাদের সেই বালক পুত্রটি
উৎফুল্লনয়ন হইয়া, মধুর ও অস্পষ্ট ভাবে বলিল—॥২২॥

“বাবা ! মা ! ভগিনি ! আপনারা কাঁদিবেন না” এই কথা বলিল এবং হাসিতে
হাসিতেই যেন এক এক করিয়া তাঁহাদের সকলের নিকট গেল ॥২৩॥

১০—২০ মোকৌ কতিপয়পুত্রকে ন দৃষ্টেতে । (২৩)....একৈকমুপসর্পতি ।

ততঃ স তৃণমাদায় প্রহৃষ্টঃ পুনরব্রবীৎ ।

অনেনাহং হনিষ্যামি রাক্ষসং পুরুষাদকম্ ॥২৪॥

তথাপি তেষাং দুঃখেন পরীতানাং নিশম্য তৎ ।

বালস্ত বাক্যমব্যক্তং হর্ষঃ সমভবদ্রহ্মহান্ ॥২৫॥

অয়ং কাল ইতি জ্ঞাত্বা কুন্তী সমুপসৃত্য তান্ ।

গতাসুনমুতেনেব জীবয়ন্তীদমব্রবীৎ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে
ব্রাহ্মণকন্যাপুত্রবাক্যং নাম ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অনেন ভুগেন । পুরুষাদকং নরভক্ষকম্ ॥২৪॥

তথ্যেতি । দুঃখেন পরীতানাং ব্যাগ্ৰহৃদয়ানামপি তেষাম্ । তথা তাদৃশম্ ॥২৫॥

অয়মিতি । অয়ং কালঃ প্রক্টং সময়ঃ, কোতুকহর্ষণেণাং শোকাশস্তরালোদয়াৎ ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচর্চা-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বকবধে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

কলং মধুরম্ ॥২২॥ হে পিতঃ ! মা রুদ রোদনং মা কুরু । এতেন বাললীলাপি ভাবিত্তাত্ত-
স্থচিকেতি স্থচিতম্ ॥২৩—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৩॥

—:~:—

তাহার পর, সেই বালক একটা তৃণ হাতে করিয়া, প্রহৃষ্ট হইয়া, পুনরায় বলিল
—“আমি ইহা দ্বারা সেই নরখাদক রাক্ষসকে বধ করিব” ॥২৪॥

ঔহাদের হৃদয় দুঃখে আকুল থাকিলেও, সেইরূপ সেই বালকের গদগদ বাক্য
শুনিয়া গুরুতর আনন্দ জন্মিল ॥২৫॥

‘জিজ্ঞাসা করিবার এই সময়’ ইহা বুঝিয়া, কুন্তী ঔহাদের নিকটে যাইয়া,
মৃতপ্রায় সেই লোক কয়টাকে অমৃত দ্বারাই যেন বাঁচাইতে থাকিয়া, এই কথা
বলিলেন ॥২৬॥

—:~:—

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঃ ধ্যায়ঃ ।

—:~:—

কুস্ত্যবাচ ।

কুতোমূলমিদং দুঃখং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

বিদিত্বা ব্যপকর্ষেয়ং শক্যঞ্জেদপকর্ষিত্বম্ ॥১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

উপপন্নং সতামেতদ্ যদব্রবীষি তপোধনে ! ।

ন তু দুঃখমিদং শক্যং মানুষেণ ব্যপোহিত্বম্ ॥২॥

তথাপি তত্ত্বমাখ্যাস্তে দুঃখশ্চৈতস্ত্য সম্ভবম্ ।

শক্যং বা যদি বাহশক্যং শৃণু ভদ্রে ! যথাতথম্ ॥৩॥

সমীপে নগরস্ত্যস্ত বকো বসতি রাক্ষসঃ ।

ঈশো জনপদস্ত্যস্ত পুরস্ত্য চ মহাবলঃ ॥৪॥

পুষ্টো মানুষমাংসেন চুবুর্দ্ধিঃ পুরুষাদকঃ ।

রক্ষত্যস্তররাড়্ নিত্যমিমং জনপদং বলৌ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কুত ইতি । কুতো মূলং যন্তেতি কুতোমূলং কিংকারণকমিতার্থঃ । কুত ইত্যব্যয়ম্ ।
ব্যপকর্ষেয়ং তদুৎখং দূরীকৰ্ণ্যাম্ । অপকর্ষিত্বং দূরীকৰ্ণ্যম্ ॥১॥

উপেতি । উপপন্নং যুক্তম্ । ব্যপোহিত্বম্ অপনেত্বম্ ॥২॥

তথেন্তি । তত্ত্বং সত্যম্ । সম্ভবম্ পত্তিকারণম্ ॥৩॥

সমীপ ইতি । বকো নাম । ঈশঃ স্বামী ॥৪॥

পুষ্ট ইতি । অস্তররাট্ স্ববিবোধিনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ ॥৫॥

কুস্তী বলিলেন—“আপনাদের এই দুঃখের কারণ কি, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি । জানিয়া, যদি তাহা দূর করিতে পারি, তবে দূর করিব” ॥১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“তপস্বিনি ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা বলা সম্ভব নহে ; তবে এ দুঃখ দূর করা মানুষের অসাধ্য ॥২॥

তথাপি এই দুঃখের কারণ যথাযথভাবে আপনাকে বলিতেছি ; ভজ্ঞে ! আপনি ইহা দূর করিতে পারুন বা না-ই পারুন, শুভুন ॥৩॥

এই নগরের নিকটে অত্যন্ত বলবান্ একটা রাক্ষস বাস করে, তাহার নাম—‘বক’, সে এই দেশের এবং এই নগরের অধীশ্বর ॥৫॥

নগরঞ্চৈব দেশঞ্চ রক্ষাবলসম্নিতম্ ।
 তৎকৃতে পরচক্রাক্ষ ভূতেভ্যশ্চ ন নো ভয়ম্ ॥৬॥
 বেতনং তস্মৈ বিহিতং শালিবাহস্য ভোজনম্ ।
 মহিষৌ পুরুষশ্চৈকো যন্তদাদায় গচ্ছতি ॥৭॥
 একৈকশ্চাপি পুরুষস্তং প্রয়চ্ছতি ভোজনম্ ।
 স বারো বহুভিবৈর্ধৈর্ভবত্যন্তরো নরৈঃ ॥৮॥
 তন্নিমোকায় যে কেচিদ্ যতন্তি পুরুষাঃ কচিৎ ।
 সপুত্রদারান্তান্ হন্বা তদ্রক্ষো ভক্ষয়ত্যুত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

নগরমিতি । বলসম্নিতং রক্ষঃ স রাক্ষসঃ পাতীতি শেষঃ । পরচক্রাক্ষং পররাজ্যাক্ষং ॥৬॥

বেতনমিতি । তস্মৈ বকরাক্ষসস্মৈ, শালীনাম্ শালিধাত্ততুলানাম্ বাহুঃ পরিমাণবিশেষস্তত্ত্ব
 অন্নমিতি শেষঃ । “দশকুস্তো বাহুঃ” ইতি স্বামী । বস্ত্তত্ব প্রচুরমন্নম্ । যৌ মহিষৌ, একশ্চ
 পুরুষঃ, এতেষাং ভোজনম্, বেতনং দেশাদিরক্ষাকর্ম্মমূল্যম্, রাজ্যং বিহিতম্ । অথ কোহসৌ পুরুষ
 ইত্যাহ—যন্তদাদাদায় তত্র গচ্ছতি ॥৭॥

একৈক ইতি । বারো নিয়মিতদিবসঃ । অন্তরঃ অনায়াসেন তরীতুমশক্যঃ ॥৮॥

তদ্বিতি । ততো বকভোজনবিপদো বিমোকায় । তদ্রক্ষঃ স বকরাক্ষসঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃত ইতি । কৃতোমূলং কৃত উখিতমিত্যর্থঃ ॥১—৬॥ শালিবাহো বিংশতিথারীপরি-
 মিতশালিততুলনোদনঃ । “বাহো বিংশতিথারীকঃ” ইত্যুক্তে ॥৭॥ বারঃ পর্য্যায়গতো দিবসঃ

সেই ছবুর্দ্ধি রাক্ষস দেববিরোধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সে মানুষের মাংস
 খাইয়া পরিপুষ্ট ও বলবান্ হইয়া সর্বদা এই দেশ রক্ষা করিতেছে ॥৫॥

সেই বলবান্ রাক্ষস দেশ ও নগর রক্ষা করে বলিয়া আমাদের অস্ত্র কোন রাজ্য
 বা প্রাণী হইতে কোন ভয় নাই ॥৬॥

প্রচুর অন্ন, দুইটা মহিষ, আর এইগুলি হইয়া যাইতে পারে এইরূপ একটা
 পুরুষ, এইগুলিকে রাজ্য সেই বকরাক্ষসের খাত্তরূপ বেতন নির্দিষ্ট করিয়া
 দিয়াছেন ॥৭॥

প্রতিদিন এই একটা পুরুষ এই খাত্ত নিয়া বকরাক্ষসকে দিয়া থাকে । বহু
 বৎসর পরে এক এক ব্যক্তির এই পালা পড়িয়া থাকে ; ইহা হইতে নিস্তার
 পাওয়া দুষ্কর ॥৮॥

যাহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করে, পুত্রকলত্রাদির সহিত
 তাহাদিগকে বধ করিয়া বকরাক্ষস ভক্ষণ করে ॥৯॥

বেত্রকীয়গৃহে রাজা নয়ং নয়ম্বিহাশ্বিতঃ ।
 উপায়ং তং ন কুরুতে যত্নাদপি স মন্দধীঃ ।
 অনাময়ং জনস্তাস্ত্র যেন স্তাদগ্ন শাস্বতম্ ॥১০॥
 এতদর্হা বয়ং নূনঃ বসামো দুর্বলস্ত্র য়ে ।
 বিষয়ে নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ কুরাজানমুপাশ্রিতাঃ ॥১১॥
 ব্রাহ্মণাঃ কস্ত বাস্তব্যাঃ কস্ত বা চন্দ্রচারিণঃ ।
 গুণৈরেতে হি বৎসস্তি কামগাঃ পক্ষিণো যথা ॥১২॥
 রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্ ।
 ত্রয়স্ত্র সঞ্চয়েনাস্ত্র স্জাতীন্ পুত্রাংশ্চ তারয়েৎ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

বেত্রোতি । বেত্রকীয়গৃহং নাম রাজধানী তত্র । নয়ং প্রজারক্ষানীতিম্, আশ্বিত আশ্রিতঃ ।
 অনাময়ং ব্রাহ্মণবিপত্তেরভাবঃ । শাস্বতং চিরস্থায়ি । যটপদং পশুমিদম্ ॥১০॥
 এতদ্বিতি । কুরাজানমুপাশ্রিতাঃ, অতএব নিত্যমুদ্বিগ্নাঃ, যে বয়ম্, দুর্বলস্ত্র তস্ত্র রাজো
 বিষয়ে দেশে বসামঃ, তে সৰ্ব্ব এব বয়ম্, এতদর্হা বক্রাক্ষসভোজনযোগ্যাঃ ॥১১॥
 ব্রাহ্মণা ইতি । কস্ত জনস্ত্র, অধীনাঃ সন্ত ইতি শেষঃ, বাস্তব্য্য বনেযুঃ, কস্তাপি নেতর্থঃ ।
 চন্দ্রেন অভিপ্রায়েণ চরন্তীতি তে, কস্তাপি নেতি তাৎপৰ্য্যম্ । এতে ব্রাহ্মণাঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

৮—১০। বেত্রকীয়গৃহে স্থানবিশেষে, ইতঃ অদূরে রাজাস্থি অয়মিহ নগরে নয়ং ন আশ্বিতঃ
 অস্ত্র নগরস্ত্রাবেক্ষাং ন করোতীত্যর্থঃ । বয়ং ব্রাহ্মণঃ ওষ্মশক্ৰদ্বাদ্ভূপায়নপাতদ্বারা ন কুরুতে,
 যতো মন্দধীঃ ॥১০॥ এতদর্হাঃ এতস্ত্র দুঃখস্ত্র যোগ্যা বয়ম্, তত্র হেতুঃ বসাম ইত্যাদিঃ । বিষয়ে
 দেশে, নিত্যবাস্তব্য্য নিত্যং বাসকর্তারঃ । নিত্যমুদ্বিগ্না ইত্যপি পঠ্যন্তি ॥১১॥ কস্ত কেন
 হেতুনা, কস্ত কেন পুংসা, বস্তব্য্য ইতো মা গচ্ছতেতি বক্তৃঃ শক্যাঃ ; কৃত্যাদিকারিদ্বা-
 ভাবাৎ । অতএব চন্দ্রচারিণঃ । গুণৈর্দৈশস্ত্র রাজো বা বৎসস্তি বাসঃ করিস্তস্তি ন তু
 নির্বন্ধেন ইত্যর্থঃ ॥১২॥ সঞ্চয়েন সমৃদ্ধ্যা, অরাজকে হি রাষ্ট্রে কৃত্তা ভার্য্যা চোরহাৰ্য্যা স্ত্রাৎ ।

বেত্রকীয়নামক রাজধানীতে এক রাজা আছেন, তিনি প্রজারক্ষার নীতি
 অনুসরণ করেন না এবং নিতান্ত্র অন্নবৃদ্ধি ; সুতরাং তিনি সেরূপ উপায় করেন না,
 যাহাতে এই সকল লোক চিরকাল নিরুপদ্রবে বাস করিতে পারে ॥১০॥

আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিয়া সেই দুর্বল নিকৃষ্ট রাজার আশ্রয়ে যাহারা বাস
 করি, তাহারা সকলেই এই বিপদ ভোগ করিবার যোগ্য ॥১১॥

ব্রাহ্মণেরা কাহার অধীন হইয়া বাস করেন ? কাহারই বা ইচ্ছানুসারে চলিয়া
 থাকেন ; (কাহারই নহে) ; ইহারা পক্ষিগণের স্তায় ইচ্ছানুসারে চলিয়া বাস
 করিবেন ॥১২॥

বিপরীতং ময়া চেদং ত্রয়ং সৰ্বমুপাৰ্জিতম্ ।
 তৰ্দিমামাপদং প্রাপ্য ভূশং তপ্যামহে বয়ম্ ॥১৪॥
 সৌহৰ্যমস্মাননুপ্রাপ্তো বারঃ কুলবিনাশনঃ ।
 ভোজনং পুরুষশৈচকঃ প্রদেয়ং বেতনং ময়া ॥১৫॥
 ন চ মে বিগ্ৰহে রিক্তং সংক্ৰেতুং পুরুষং কচিৎ ।
 হুহুজ্জনং প্রদাতুঞ্চ ন শক্যামি কদাচন ॥১৬॥
 গতিঞ্চৈব ন পশ্যামি তস্মান্মোক্যায় রক্ষসঃ ।
 সৌহৰ্যং দুঃখার্ণবে ময়ো মহত্যন্ততরে ভূশম্ ॥১৭॥
 সহৈবৈতৈর্গমিষ্যামি বান্ধবৈরগ্ন রাক্ষসম্ ।
 ততো নঃ সহিতান্ ক্রুদ্ধঃ সৰ্বানিবোপভোক্যতি ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

রাজানমিতি । বিদেং আশ্রয়ম্ভেন লভেত । সঞ্চয়েন সংগ্রহেণ অবলম্বনেত্যর্থঃ ॥১৩॥
 বিপরীতমিতি । রাজো দুৰ্ভলস্বাং, ভাৰ্য্যায়া অবশস্থিতস্বাং ধনস্ত চান্নস্বাষ্টেবপরীত্যমিতি
 ভাবঃ ॥১৪॥
 স ইতি । বারে নিয়মিতদিবসঃ ॥১৫॥
 অথ পুরুষান্তরং ক্রীড়ানীয় হুহুজ্জনো বা কশ্চিদীয়তামিত্যাহ—নেতি । বিস্তং ধনম্ ॥১৬॥
 গতিমিতি । গতিমুপায়ম্ । অহুতরে অনায়াসেন তরীতুমশক্যে ॥১৭॥
 সহেতি । এতৈঃ পুত্রকলত্রকণ্ঠারূপৈঃ । সৰ্বশোকনিবৃত্তার্থমিতি ভাবঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অভাৰ্য্যাত্যজ্ঞানো ধনং রাজহাৰ্য্যং স্ত্রাং ॥১৩॥ বিপরীতং কুরাজো ভাৰ্য্যোদ্ধনং উদ্ধাহন-
 মানুষ্য প্রথমে রাজাকে, তাহার পর ভাৰ্য্যাকে এবং তাহার পর ধন আশ্রয় করে;
 এইভাবে এই তিনের আশ্রয় করিয়া জ্ঞাতি ও সন্তানদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার
 করে ॥১৩॥

কিন্তু আমি এই তিনটাই বিপরীত পাইয়াছি । তাই, এই বিপদ উপস্থিত
 হওয়ায় আমরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতেছি ॥১৪॥

কংশনাশক সেই পালা আজ আমার উপস্থিত হইয়াছে ; সুতরাং সেই ঋণ এক
 একটা পুরুষ আজ আমাকেই দিতে হইবে ॥১৫॥

আমার এমন ধন নাই, যাহা দ্বারা একটা পুরুষ কিনিয়া দিতে পারি এবং
 কখনও কোন বন্ধুজনকেও আমি দিতে পারিব না ॥১৬॥

অথচ সেই রাক্ষসের হাত হইতে মুক্তির কোন উপায়ও দেখিতেছি না । অতএব
 আমি বিশাল ও দুস্তর দুঃখসাগরে অত্যন্ত নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি ॥১৭॥

কুন্ত্যবাচ ।

ন বিষাদস্তুয়া কার্যো ভয়াদশ্মাৎ কথঞ্চন ।

উপায়ঃ পরিদৃষ্টৌহত্র তস্মান্মোকায় রক্ষসঃ ॥১৯॥

একস্তব সূতো বালঃ কন্তা চৈকা তপস্বিনী ।

ন চৈতয়োস্তথা পত্ন্যা গমনং তব রোচয়ে ॥২০॥

মম পঞ্চ সূতা ব্রহ্মন্ ! তেষামেকো গমিষ্যতি ।

হৃদর্থং বলিদাদায় তস্য পাপস্ত রক্ষসঃ ॥২১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নাহমেতৎ করিষ্যামি জীবিতার্থী কথঞ্চন ।

ব্রাহ্মণস্তাতিথেশ্চৈব স্বার্থে প্রাণৈর্বিযোজনম্ ॥২২॥

ন হেতদকূলীনাস্ত নাধর্ম্মিষ্ঠাস্ত চ বিগতে ।

যদব্রাহ্মণার্থং বিসৃজেদাত্মানমপি চাত্মজম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । কার্য্যঃ কৰ্ত্তব্যঃ ॥১৯॥

এক ইতি । তপস্বিনী স্ত্রী । তব চ গমনং রোচয়ে ॥২০॥

মমেতি । বলিঞ্চ উক্তবিধমুপহারম্ ॥২১॥

নেতি । এতৎ প্রাণৈর্বিযোজনমিতি সৰ্ব্বত্বঃ ॥২২॥

(এখন স্থির করিয়াছি যে,) আমি আজ এই বন্ধুবর্গের সহিতই রাক্ষসের নিকট যাইব ; তাহার পর সেই নীচাশয় রাক্ষস আমাদের সকলকেই এক সঙ্গে ভোজন করিবে” ॥১৮॥

কুন্তী বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আপনি এই ভয়ে কোন রকমেই ছুঃখ করিবেন না । কারণ, সেই রাক্ষসের হাত হইতে মুক্তির জন্ত আমি একটা উপায় দেখিয়াছি ॥১৯॥

আপনার একটীমাত্র বালক পুত্র এবং একটীমাত্র স্ত্রী কন্তা, ইহাদের, বা আপনার পত্নীর, কিংবা আপনার গমন করা আমার অভিপ্রেত নহে ॥২০॥

আমার পাঁচটা পুত্র আছে ; তাহার একটা পুত্র আপনার জন্ত সেই পাপাত্মা রাক্ষসের উপহার লইয়া সেখানে যাইবে” ॥২১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“তপস্বিনি ! আমার এক আমার আত্মীয়বর্গের জীবনের জন্ত, একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আবার অতিথি, এহেন ব্যক্তির প্রাণনাশ আমি কোন রকমেই স্বীকার করিতে পারি না ॥২২॥

(২২)....প্রাণৈর্বিযোজনম্ ।

আত্মনস্ত ময়া শ্রেয়ো বোদ্ধব্যমিতি রোচয়ে ।

ব্রহ্মবধ্যাত্মবধ্য বা শ্রেয়ানাত্মবধো মম ॥২৪॥

ব্রহ্মবধ্যা পরং পাপং নিকৃতির্নাত্র বিগ্ধতে ।

অবুদ্ধিপূর্ব্বং কৃৎসাপি বরমাত্মবধো মম ॥২৫॥

ন ত্বহং বধমাকাক্ষে স্বয়মেবাশ্রয়ঃ শুভে ! ।

পরৈঃ কৃতে বধে পাপং ন কিঞ্চিন্ময়ি বিগ্ধতে ॥২৬॥

অভিসন্ধিকৃতে তস্মিন্ ব্রাহ্মণস্ত বধে ময়া ।

নিকৃতিং ন প্রপশ্যামি নৃশংসং ক্ষুদ্ৰমেব চ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । এতত্ত্বাচরণম্, অকুলীনাহ্ম অধর্ম্মিষ্ঠাহ চ ব্রীষু ন বিগ্ধতে ॥২৩॥

আত্মন ইতি । ত্বংপুত্রসমর্পণাপেক্ষয়া আত্মনঃ সমর্পণমেব ময়া শ্রেয়ো বোদ্ধব্যম্ । অতন্তদেব
রোচয়ে । ব্রহ্মবধ্যা ব্রহ্মহত্যা, আত্মবধ্যা আত্মহত্যা, এতয়োর্মধ্যে শ্রেয়ান্ ॥২৪॥

উক্তার্থে হেতুমাহ—ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মবধ্যা পরং পাপম্ । অতন্তং অবুদ্ধিপূর্ব্বং কৃৎসাপি
নিকৃতিস্ততো নিস্তারঃ, অত্র জগতি ন বিগ্ধতে । অতো মমাত্মবধ এব শ্রেয়ান্ ॥২৫॥

তর্হি কিমাত্মবধমেবাকাক্ষসীত্যাহ—ন ইতি । পরৈঃ কৃতে আত্মনো বধে ॥২৬॥

অভীতি । অভিসন্ধিনা আত্মনো বাদ্ধবান্যক রক্ষণোদ্দেশেন কৃতে । তচ্চ ব্রাহ্মণহননম্,
নৃশংসং নিষ্ঠুরাচরণম্, ক্ষুদ্ৰং ক্ষুদ্ৰজনকার্ষ্যক ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্তবঃ ধনসাতাক্ষ ॥১৪—১৩॥ ন বিবাদ ইতি ॥১৩—২২॥ এতৎ বহুতম্ অকুলীনাধর্ম্মিষ্ঠা-
ধ্বপি প্রজাহ ন বিগ্ধতে তৎ কথং মাদৃশেষু স্তাং ইত্যর্থঃ । ব্রাহ্মণার্থমাত্মাদিবিষজ্জনমেব
আত্মনঃ শ্রেয়ো ময়া বোদ্ধব্যমিতি সম্বন্ধঃ ॥২৩—২৪॥ অবুদ্ধিপূর্ব্বকব্রহ্মবধ্যং বুদ্ধিপূর্ব্বং কৃতে
আত্মবধে স্বরং পাপং তদপি মম পরেণ কৃতে বধে নাস্তীত্যাহ—সার্ধেন অবুদ্ধীত্যাদিনা

এইরূপ আচরণ অসংকুলোৎপন্ন বা পাপিষ্ঠ ব্রীলোকের হইতে পারে না-যে,
ব্রাহ্মণের জন্ত আপনাকে বা আপন পুত্রকে সমর্পণ করে ॥২৩॥

আপনার পুত্রকে সমর্পণ অপেক্ষা নিজেকে সমর্পণ করাই ভাল এক তাহাই
আমি ইচ্ছা করি । কারণ, ব্রহ্মহত্যা ও আত্মহত্যা—এই দু'য়ের মধ্যে আত্মহত্যা
ভাল ॥২৪॥

ব্রহ্মহত্যায় গুরুতর পাপ হয় ; সুতরাং তাহা না জানিয়া করিলেও তাহা হইতে
নিস্তার নাই ; অতএব আমার আত্মহত্যাই তদপেক্ষা ভাল ॥২৫॥

তবে, আমি নিজেকে নিজের মৃত্যু কামনা করিতেছি না ; অশ্বে যদি আমাকে
বধ করে, তাহাতে আমার কোন পাপ নাই ॥২৬॥

কিন্তু আপনার ও আপন লোকের জীবনের জন্ত আমি যদি ব্রহ্মহত্যা

আগতস্ত গৃহে ত্যাগস্তথৈব শরণাধিনঃ ।

যাচমানস্ত চ বধো নৃশংসো গর্হিতো বৃধৈঃ ॥২৮॥

কুর্য্যাম নিন্দিতং কশ্ম ন নৃশংসং কথঞ্চন ।

ইতি পূর্বে মহাত্মান আপদ্বর্গ্যবিদো বিদুঃ ॥২৯॥

শ্রেয়াংস্ত্ব সহদারস্ত্ব বিনাশোহস্ত্ব মম স্বয়ম্ ।

ব্রাহ্মণস্ত্ব বধং নাহমনুমংস্তে কদাচন ॥৩০॥

কুন্ত্যবাচ ।

মমাপোষ্য মতিব্রহ্মন্ ! বিপ্রা রক্ষ্যা ইতি স্থিরা ।

ন চাপ্যনিষ্টঃ পুত্রো মে যদি পুত্রশতং ভবেৎ ॥৩১॥

ন চাসৌ রাক্ষসঃ শক্তো মম পুত্রবিনাশনে ।

বীৰ্য্যবান্ মন্থসিদ্ধশ্চ তেজস্বী চ স্ততো মম ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

আগতস্তেতি । গৃহে আগতস্ত, তথা শরণাধিনো জনস্ত বধায় ত্যাগঃ ॥২৮॥

কুর্যাদিতি । পূর্বে প্রাচীনাঃ ॥২৯॥

তর্হি পুত্রাদিসহিতৈস্তব তে বিনাশো ভবিষ্যতীত্যাহ—শ্রেয়ানিতি । স্বয়মাশ্রনা ॥৩০॥

মমেতি । এতেন কত্রিগৈর্মৎপুত্রৈরেব ভবন্তো বিপ্রা রক্ষণীয়া ইতি ধ্বনিতম্ ॥৩১॥

অথ তর্হীষ্টমেব তে পুত্রং রাক্ষসো বিনাশয়েদিত্যাহ—ন চেতি । তেজস্বী উৎসাহী ॥৩২॥

করি, তবে তাহার নিষ্কৃতির উপায় দেখি না এবং তাহা নৃশংস ও ক্ষুদ্র লোকের কার্য্য ॥২৭॥

গৃহাগত ও শরণাগত ব্যক্তিকে মৃত্যুপথে সমর্পণ করা এবং প্রার্থী লোককে হত্যা করা—এই কার্য্যগুলিকে জ্ঞানীরা নৃশংস বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ॥২৮॥

মানুষ কোন কারণেই নিন্দিত বা নৃশংস কার্য্য করিবে না—ইহাই প্রাচীন ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মারা বলিয়াছেন ॥২৯॥

আজ নিজেই পত্নীর সহিত নিজের বিনাশ করান বরং ভাল ; তথাপি আমি কখনও ব্রাহ্মণবধের অনুমোদন করিতে পারিব না” ॥৩০॥

কুন্তী বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আমারও এই দৃঢ় ধারণা যে, ব্রাহ্মণগণকে রক্ষা করিতে হয় । তাঁর পর, আমার যদি একশত পুত্রও হইত, তথাপি কোন পুত্রই আমার বিচ্ছেদের পাত্র হইত না (শুভ্ররাং আমি বিচ্ছেদবশতঃ সে পুত্রকে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছি না) ॥৩১॥

(২৮) আগতস্ত গৃহং ত্যাগঃ... ।

২০৬ (৪)

রাক্ষসায় চ তৎ সর্বং প্রাপয়িষ্যতি ভোজনম্ ।
 যোক্ষয়িষ্যতি চাত্ত্বানমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥৩৩॥
 সমাগতাশ্চ বীরেণ দৃষ্টপূর্বাশ্চ রাক্ষসাঃ ।
 বলবন্তো মহাকায়া নিহতাশ্চাপ্যনেকশঃ ॥৩৪॥
 ন হৃদং কেষুচিদ্রক্ষান্ ! ব্যাহর্তব্যং কথঞ্চন ।
 বিগার্বিনো হি মে পুত্রান্ বিপ্রকুৰ্য্যঃ কুত্ৰহলাৎ ॥৩৫॥
 গুরুণা চানমুজ্জাতো গ্রাহয়েদ্যং হুতো মম ।
 ন স কুর্য্যাত্ময়া কার্য্যং বিগয়েতি সতাং মতম্ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

রাক্ষসায়েতি । প্রাপয়িষ্যতি স মম হুত ইতি শেষঃ ॥৩৩॥

নবীদৃশমতিনিশ্চয়ে কো হেতুরিত্যাহ—সমাগতা ইতি । বীরেণ মম পুত্রেণ সহ ॥৩৪॥

নেতি । ইদং মৎপুত্রস্ত মন্ত্রসিদ্ধিং তৎপ্রেরণকং, ব্যাহর্তব্যং ত্বয়া বক্তব্যম্ । হি বন্ধ্যং, বিগার্বিনস্তম্ভশিক্ষার্থিনো জনাঃ । বিপ্রকুৰ্য্যঃস্তম্ভশিক্ষয়া প্রতারয়েষুঃ ॥৩৫॥

অথাক্তাং বিপ্রকারন্তথাপি পরোপকারায়াসৌ মন্ত্রঃ পরশৈ দাতব্য এবত্যাহ—গুরুণেতি । কিঞ্চ মম হুতো গুরুণা পরশৈ তন্মন্ত্রদানে অনমুজ্জাতঃ সন, যং জনম্, গ্রাহয়েৎ, তং মন্ত্রং শিক্ষয়েৎ, স জনঃ, ত্বয়া বিগয়া মন্ত্রেণ, কিমপি কার্য্যং ন কুর্য্যৎ কৰ্ত্ত্বং ন শকুৰ্য্যৎ, গুরোরনমুজ্জানাদেবেতি ভাবঃ । ইতি সতাং মতম্ । ব্রাহ্মণজীবনার্থত্বাৎ মিথোক্ত্যপি কুন্ত্যা ন পাতকম্ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৫—২৬॥ অভিসন্ধিকৃতে বৃদ্ধিপূৰ্ণঃ কৃতে ॥২৭—৩৪॥ বিপ্রকুৰ্য্যঃ বাধেরন ॥৩৫॥ নঘয়মপি

সে রাক্ষসও আমার পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিবে না । কারণ, আমার সে পুত্র বলবান, মন্ত্রসিদ্ধ এবং তেজস্বী ॥৩২॥

সুতরাং আমার সে পুত্র রাক্ষসের নিকট তাহার সমস্ত খাণ্ড পৌছাইয়া দিবে এবং তাহার হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিবে, ইহা আমার নিশ্চয় ধারণা ॥৩৩॥

অনেক রাক্ষসই যুদ্ধের জন্ত আমার বীর পুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং বলবান ও বিশালাকৃতি অনেক রাক্ষসকে সে বিনাশও করিয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি ॥৩৪॥

তবে, ব্রাহ্মণ ! আপনি এই বিষয়টী কাহারও নিকটে কোন কারণেই বলিতে পারিবেন না । কারণ, হয়ত অনেকেই কৌতুকবশতঃ সেই মন্ত্র শিক্ষা করিয়া আমার পুত্রগণকে প্রতারিত করিবে ॥৩৫॥

আর, গুরুর অনুমতি ব্যতীত আমার পুত্র বাহাকে সেই মন্ত্র শিক্ষা দিবে,

এবমুক্তস্ত পৃথয়া স বিপ্রো ভাৰ্য্যয়া সহ ।

হৃদ্যঃ সম্পূজয়ামাস তন্মাকামমৃতোপমম্ ॥৩৭॥

ততঃ কুন্তী চ বিপ্রশ্চ সহিতাবনিলাজ্জম্ ।

তমক্ৰতাং কুরুষেতি স তথৈত্যব্রবীচ্চ তৌ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি বকবধে
ভীমবকবধাঙ্গীকারো নাম চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥ #

—:~:—

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পৃথয়া কুন্ত্যা । অমৃতোপমং স্বৰ্গজীবনহেতুত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥

তত ইতি । সহিতৌ মিলিতৌ, অনিলাজ্জং ভীমম্ । কুরুষ এতৎ কাৰ্য্যম্ । স ভীমঃ ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিদ্যচিহ্নায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বকবধে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

তান্ বাধতাং নেতাহ—গুরুণা চেতি । গ্রাহয়েৎ গ্রাহবদাচরেৎ কবলয়েৎ, স মম হৃতস্তৎ কাৰ্য্যং
তথা ন কুৰ্য্যৎ যথা বিদ্যায়া শিক্ষয়া গুরুজ্ঞয়া কুৰ্য্যাদিতি ॥৩৬—৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৪॥

—:~:—

সে ব্যক্তি সে মন্ত্ৰ দ্বারা কোন কাৰ্য্যই করিতে সমর্থ হইবে না, ইহাই সেই গুরুর
মত” ॥৩৬॥

কুন্তী এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণ আপন ভাৰ্য্যার সহিত আনন্নিত হইয়া
কুন্তীর সেই অমৃততুল্য বাক্যের অনেক প্রশংসা করিলেন ॥৩৭॥

তাহার পর, কুন্তী ও ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে যাইয়া ভীমকে বলিলেন—“ভীম !
তুমি এই কাৰ্য্য সম্পাদন কর ।” তখন ভীম তাঁহাদিগকে বলিলেন—“তাহাই
করিব” ॥৩৮॥

—:~:—

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

করিষ্য ইতি ভীমেন প্রতিজ্ঞাতেহথ ভারত ! ।

আজগ্মুস্তে ততঃ সৰ্কে ভৈক্ষ্যমাদায় পাণ্ডবাঃ ॥১॥

আকারেণৈব তং জ্ঞাত্বা পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

রহঃ সমুপবিশৌকস্ততঃ পপ্রচ্ছ মাতরম্ ॥২॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিং চিকীর্ষত্যয়ং কশ্ম ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।

ভবত্যহুমতে কচ্চিৎ স্বয়ং বা কর্তৃমিচ্ছতি ॥৩॥

কুন্ত্যুবাচ ।

মমৈব বচনাদেম করিষ্যতি পরম্পরঃ ।

ব্রাহ্মণার্থে মহৎ কৃত্যং মোক্ষায় নগরশ্চ চ ॥৪॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমিদং সাহসং তীক্ষ্ণং ভবত্যা দুষ্করং কৃতম্ ।

পরিত্যাগং হি পুত্রশ্চ ন প্রশংসন্তি সাধবঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

করিষ্য ইতি । অথৈত্যাখ্যায়ান্তরাস্তে । করিষ্যে বকবধম্ । তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ ॥১॥

আকারেণৈতি । আকারেণ প্রসন্নবদনাদিনি । যুসন্তবে ভীমশ্চ হর্ষঃ প্রসিদ্ধঃ ॥২॥

কিমিতি । ভবত্যাস্তব অহুমতে ভবত্যহুমতে । সৰ্কনাম্নো বৃষ্ঠো পুংবস্ত্বাভাব আৰ্হঃ ॥৩॥

মমেতি । কৃত্যং বকরাক্ষসবধরূপং কার্যম্ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! ‘করিব’ বলিয়া ভীম প্রতিজ্ঞা করিলে, তৎপরে যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ ভিক্ষা লইয়া উপস্থিত হইলেন ॥১॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির ভীমের আকৃতি দেখিয়াই তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, নির্জনে যাইয়া, কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মা ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিতেছে ? তাহা কি আপনার অহুমতিক্রমে ? না নিজেই করিবার ইচ্ছা করিতেছে ?” ॥৩॥

কুন্তী বলিলেন—“শত্রুসম্ভাপক ভীমসেন আমার আদেশেই ব্রাহ্মণের জীবনরক্ষার জন্ত এবং এই নগরকে মুক্ত করিবার জন্ত গুরুতর কার্য্য করিবে” ॥৪॥

কথং পরহৃতস্তার্থে স্বহৃতং ত্যক্তুমিচ্ছসি ।
 লোকবেদবিরুদ্ধং হি পুত্রত্যাগাৎ কৃতং ত্বয়া ॥৬॥
 যন্ত বাহু সমাপ্তিত্য যুধং সর্বৈ শয়ামহে ।
 রাজ্যঞ্চাপহৃতং ক্ষুদ্রৈরাজিহীষ্যামহে পুনঃ ॥৭॥
 যন্ত দুৰ্য্যোধনো বীর্য্যং চিন্তয়ন্নমিতৌজসঃ ।
 ন শেতে বজ্রনৌ সর্ব্বা দুঃখাচ্ছকুনিনা সহ ॥৮॥
 যন্ত বীরন্ত বীর্য্যেণ যুক্তা জতুগৃহাঙ্ঘ্রয়ম্ ।
 অণ্ডেভ্যশ্চৈব পাপেভ্যো নিহতশ্চ পুরোচনঃ ॥৯॥
 যন্ত বীর্য্যং সমাপ্তিত্য বহুপূর্ণাং বহুধরাম্ ।
 ইমাং মন্যামহে প্রাপ্তাং নিহত্য ধৃতরাষ্ট্রজান্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

পূৰ্ব্বান্বাদেবাবগতবকরাক্সাত্যাচারো যুধিষ্ঠিরস্তবধমেবাহুমায গৃহ্ণতি—কিমিতি । তীক্ষ্ণ দারুণম্ ॥৫॥

কথমিতি । ত্রাঙ্কণার্থ ইতি শ্রবণাদেবাহ পরহৃতস্তার্থ ইতি ॥৬॥
 যন্তেতি । বাহু বাহুবলম্ । ক্ষুদ্রঃ ক্ষুদ্রদয়েদুৰ্য্যোধনাদিভিঃ ॥৭॥
 যন্তেতি । ন শেতে নিজ্ঞাং ন লভতে, দুঃখাৎ দারুণোদ্বেগকষ্টাৎ ॥৮॥
 যন্তেতি । পাপেভ্যো হিড়িম্বরাক্সাদিভ্যঃ, যুক্তা ইতি সম্বন্ধঃ ॥৯॥
 যন্তেতি । বহুপূর্ণাং ধনপূর্ণাম্ ॥১০॥

ঈর বলিলেন—“মা ! আপনি কেন এই ছকর ভয়ঙ্কর সাহস করিলেন ? সজ্জনেরা পুত্র পরিত্যাগের প্রশংসা করেন না ॥৫॥

কেন আপনি পরের পুত্রের জন্ত নিজের পুত্রকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন ? আপনি পুত্রত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া লোকবিরুদ্ধ এবং বেদ-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন ॥৬॥

আমরা সকলেই যাহার বাহুবলের ভরসা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইয়া থাকি এবং নীচাশয় দুৰ্য্যোধনকর্তৃক অপহৃত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করি ॥৭॥

যে মহাবীরের বল চিন্তা করিয়া দুৰ্য্যোধন শকুনির সহিত দারুণ উদ্বেগে সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় না ॥৮॥

যে মহাবীরের বাহুবলে আমরা জতুগৃহ ও অজ্ঞাত পাপান্বিতদের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছি এবং পুরোচন নিহত হইয়াছে ॥৯॥

এক যাহার বাহুবলের ভরসা করিয়া আমরা দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতিকে নিহত করিয়া এই ধন-রত্ন-পূর্ণ পৃথিবীটাকে লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে করি ॥১০॥

তস্য ব্যবসিতস্ত্যাগো বুদ্ধিমান্হায় কাং স্বয়া ।
কচ্ছিন্ন, দুঃখৈর্বুদ্ধিস্তে বিনুপ্তা গতচেতসঃ ॥১১॥
কুন্ত্যবাচ ।

যুধিষ্ঠির ! ন সন্তাপস্বয়া কার্ধ্যো বৃকোদরে ।
ন চাযং বুদ্ধিদৌর্বল্যাভ্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥১২॥
ইহ বিপ্রশ্চ ভবনে বয়ং পুত্র ! স্তম্বোষিতাঃ ।
অজ্ঞাতা ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সংকৃতা বীতমন্যবঃ ॥১৩॥
তস্য প্রতিক্রিয়া পার্থ ! ময়েয়ং প্রসমীক্ষিতা ।
এতাবানেব পুরুষঃ কৃতং যশ্চিন্ম নশ্চতি ॥১৪॥
যাবচ্চ কুর্যাদন্যোহস্য কুর্যাদ্ভগুণং ততঃ ।
ব্রাহ্মণার্থে মহান্ ধর্ম্মো জানামীথং বৃকোদরে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্তেতি । ব্যবসিতঃ কৰ্ণমারকঃ । আস্থায় আশ্রিত্য । গতচেতসো নষ্টচেতস্তায়াঃ ॥১১॥
যুধীতি । ব্যবসায়ে রাক্ষসাস্তিকে প্রেরণোক্তমঃ ॥১২॥
ইহেতি । সংকৃতা অনেন ব্রাহ্মণেনৈবদ্যতাঃ, বীতমন্যবস্ত্যক্তদৈজ্ঞাশ্চ ॥১৩॥
তস্তেতি । তস্য উপকারস্য, প্রতিক্রিয়া প্রত্যাপকারঃ । প্রসমীক্ষিতা পর্যালোচিতা ॥১৪॥
যাবদ্বিতি । অত্রো জনঃ, অস্ত উপকৰ্ণঃ, যাবৎ প্রত্যাপকারং কুর্য্যাৎ, ততো বহুগুণং
প্রত্যাপকারং সম্পূৰ্ণঃ কুর্য্যাৎ । ব্রাহ্মণার্থে ইথং করণে, বৃকোদরে মহান্ ধর্ম্মো ভবিষ্যতীতি
জানামি ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

করিত্ব ইতি ॥১—৩॥ মোক্ষায় বক্তব্যাদিতি শেষঃ ॥৪—১৪॥ বিশ্বাসঃ অসাধ্যমপি

আপনি কোন বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া তাহাকে ত্যাগ করিবার উপক্রম
করিয়াছেন ! দারুণ কষ্টে আপনার কি জ্ঞান ও চৈতন্য লোপ পাইয়াছে !” ॥১১॥

কুন্তী বলিলেন “যুধিষ্ঠির ! তুমি ভীমের বিষয়ে সন্তাপ করিও না ; আমিও
বুদ্ধির দোষে এই উপক্রম করি নাই ॥১২॥

পুত্র ! আমরা এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সুখে বাস করিতেছি, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা
জানিতে পারে নাই এবং উনি আদর করিয়া থাকেন বলিয়া আমাদের কোন দৈন্ত
নাই ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির ! আমি পর্যালোচনা করিয়া সেই উপকারের এই প্রত্যাপকার
স্থির করিয়াছি । কারণ, সে-ই পুরুষ, যাহার ব্যবহারে কৃত-উপকার নষ্ট হয়
না ॥১৪॥

দৃষ্ট। ভীমস্ত বিক্রান্তঃ তদা জতুগৃহে মহৎ ।
 হিড়িম্বস্ত বধাচ্ছৈব বিশ্বাসো মে বৃকোদরে ॥১৬॥
 বাহুবলং হি ভীমস্ত নাগায়ুতসমং মহৎ ।
 যেন যুয়ং গজপ্রথ্যা বিবৃঢ়া বারণাবতাং ॥১৭॥
 বৃকোদরেণ সদৃশো বলেনাত্মো ন বিগতে ।
 যো ব্যতীয়াদযুধি শ্রেষ্ঠমপি বজ্রধরং স্বয়ম্ ॥১৮॥
 জাতমাত্রঃ পুরা চৈব মমাক্ষাং পতিতো গিরৌ ।
 শরীরগৌরবাদস্ত শিলা গাত্রৈর্বিচূর্ণিতা ॥১৯॥
 তদহং প্রভয়া ভ্রাতৃ বলং ভীমস্ত পাশুব ! ।
 প্রতিকার্যো চ বিপ্রস্ত ততঃ কৃতবতী মতিম্ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । বিক্রান্তঃ পুরোচনদাহাদিনা বিক্রমম্ । বিশ্বাসো মহাবলতয়া ॥১৬॥
 বাহুবলিতি । গজপ্রথ্যা হস্তিতুল্যাবিশালাকৃতয়োহপি যুয়ম্, নিবৃঢ়াঃ কৃতবহনাঃ ॥১৭॥
 বৃকোদরেণেতি । স্বয়ং বজ্রধরমিহমপি, ব্যতীয়াং বলেনাতিক্রামেৎ ॥১৮॥
 জাতেতি । অস্ত ভীমস্ত, শরীরগৌরবাদেহভারতং ॥১৯॥
 তদিত্তি । প্রভয়া স্থিরবৃত্তা । প্রতিকার্যো অবশ্যকর্তব্যো প্রত্যাপকারে ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সাধয়েদিতি প্রত্যয়ঃ ॥১৫—১৬॥ নিবৃঢ়াঃ স্বল্পে কৃত্বা বহিনিদ্বাশিতাঃ । “নিগূঢ়াঃ” ইতি
 পাঠে গূঢ়া রক্ষিতাঃ । বারণাবতাং বারণাবতং তাকু পঠাতি শেষঃ ॥১৭—১৯॥ প্রতিকার্যো

অপর লোক উপকারীর যতটুকু প্রত্যাপকার করে, সম্পূর্ণরূপে তদপেক্ষা বহু গুণ
 অধিক প্রত্যাপকার করিবেন ; সুতরাং ত্রাসাণের জন্ত এইরূপ করিলে, ভীমের
 গুরুতর ধর্ম হইবে বলিয়া আমি জানি ॥১৫॥

তখন জতুগৃহে ভীমের গুরুতর বিক্রম এবং হিড়িম্বরাক্ষসের বধ দেখিয়া আমার
 ভীমের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাস জন্মিয়াছে ॥১৬॥

ভীমের বাহুবল দশ হাজার হাতীর বলের মত অধিক ; যে হেতু সে বারণাবত
 হইতে হাতীর মত তোমাদের কয় জনকে বহন করিয়া আনিয়াছে ॥১৭॥

ভীমের সমান বলবান বর্তমানে অস্ত্র কেহই নাই । যে ভীম যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলবান
 স্বয়ং দেবরাজকেও অতিক্রম করিতে পারে ॥১৮॥

পূর্বে ভীম জন্মিবামাত্র আমার ক্রোড় হইতে পর্বতের উপরে পড়িয়া
 গিয়াছিল ; তখন উহার শরীরের ভারে এক অঙ্গের আঘাতে একখানা পাখর
 ভাঙ্গিয়াছিল ॥১৯॥

(২০) প্রতীকারে চ বিপ্রস্ত.

নেদং লোভান্ন চাক্ষানান্ন চ মোহাবিনিশ্চিতম্ ।
 বুদ্ধিপূর্ব্বস্ত্ব ধর্ম্মস্য ব্যবসায়ঃ কৃতো ময়া ॥২১॥
 অর্থো বাবপি নিষ্পন্নৌ যুধিষ্ঠির ! ভবিষ্যতঃ ।
 প্রতীকারশ্চ বাসস্ত্ব ধর্ম্মশ্চাচরিতো মহান্ ॥২২॥
 যো ব্রাহ্মণস্ত্ব সাহায্যং কুর্যাদর্থেষু কর্হিচিৎ ।
 ক্ষত্রিয়ঃ স শুভাল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াদিতি মে মতিঃ ॥২৩॥
 ক্ষত্রিয়শ্চৈব কুর্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো বধমোক্ষণম্ ।
 বিপুলাং কীর্ত্তিমাশ্নোতি লোকেহস্মিন্শ্চ পরত্র চ ॥২৪॥
 বৈশ্যস্তার্থে চ সাহায্যং কুর্বাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূবি ।
 স সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু প্রজা রঞ্জয়তি ধ্রুবম্ ॥২৫॥
 শূদ্রস্ত্ব মোচয়েদ্রাজা শরণার্থিনমাগতম্ ।
 প্রাপ্নোতীহ কূলে জন্ম সদ্দ্রব্যো রাজপূজিতে ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ধর্ম্মস্ত্ব ব্রাহ্মণপ্রত্যুপকারনিবন্ধনপুণ্যস্ত, ব্যবসায়ো বিধানোত্তমঃ ॥২১॥
 অর্থাবিতি । অর্থো বিধয়ো । বাসস্ত্ব অশ্রবাসদানোপকারস্ত, প্রতীকারঃ প্রত্যুপকারঃ ॥২২॥
 য ইতি । অর্থেষু প্রয়োজনেষু । মে ব্যাসস্ত, 'ব্যাসঃ প্রোবাচ' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ ॥২৩॥
 ক্ষত্রিয়শ্চেতি । কীর্ত্তিং ধর্ম্মনিবন্ধনাং প্রশংসাম্ ॥২৪॥
 নৈশ্চৈতি । প্রজা রঞ্জয়তি, অশুণপ্রদর্শনেन সর্ব্বাধর্ম্মাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভীমের সেইরূপ বল আছে ইহা আমি স্থির বুদ্ধিতে জানিয়া, তাঁর পরেই
 ব্রাহ্মণের প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ॥২০॥

আমি অজ্ঞান, লোভ বা মোহবশতঃ এই বিষয় স্থির করি নাই, জ্ঞানপূর্ব্বকই
 এই ধর্ম্মের কার্য্য করাইবার উপক্রম করিয়াছি ॥২১॥

যুধিষ্ঠির ! এই কার্য্য করিলে, দুইটী বিষয় সম্পন্ন হইবে ; এক—বাস করার
 দক্ষণ উপকারের প্রত্যুপকার ; আর, দ্বিতীয়—গুরুতর ধর্ম্ম ॥২২॥

যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের যে কোন প্রয়োজনে সাহায্য করেন, সে ক্ষত্রিয়
 সর্ব্বমঙ্গলময় স্বর্গ লাভ করেন ; ইহাই আমার ধারণা ॥২৩॥

ক্ষত্রিয়, অপর ক্ষত্রিয়কে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে
 বিশাল কীর্ত্তি লাভ করেন ॥২৪॥

ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাহায্য করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রজাবর্গকে অশ্রুরক্ত করিতে
 পারেন ॥২৫॥

এবং মাং ভগবান্ ব্যাসঃ পুরা কৌরবনন্দন ! ।

প্রোবাচাস্তকরপ্রজ্ঞস্তস্মাদেবং চিকীষিতম্ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহতয়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি বকবধে
কুন্তীযুধিষ্ঠিরসংবাদো নাম পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

:~:-

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

উপপন্নমিদং মাতঃ ! ত্বয়া যদবুদ্ধিপূৰ্ব্বকম্ ।

আৰ্ত্তস্থ ব্রাহ্মণৈশ্চ তদনুকোশাদিদং কৃতম্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতিমিতি । ইহ জগতি । সন্তি বিজ্ঞমানানি হ্রবাণি ধনানি যন্ত তস্মিন্ ॥২৬॥

এবমিতি । অস্বকরা অনায়াসেনাসাধা প্রজ্ঞা জ্ঞানং যন্ত সঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদ্বিক্ৰান্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি বকবধে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:-

উপেতি । ইদম্, উপপন্নং ভীমজ্ঞ মহাবলব্ধাভ্যুকম্ । এতদনুকোশাৎ এতদ্রুতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

শব্দৌ মতিং কৃতবতী প্রতিবর্ত্তুমিতি শেষঃ ॥২০—২১॥ প্রতীকারঃ প্রত্যুপকারঃ ॥২২—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৫॥

—:~:-

কত্রিয়, শরণাগত শত্রুকে বিপদ হইতে মুক্ত করিলে, তিনি ইহলোকে ধনসম্পন্ন
এবং রাজসম্মানিত বংশে জন্ম লাভ করেন ॥২৬॥

যুধিষ্ঠির । অসাধারণ জ্ঞানী ভগবান্ বেদবাস পূৰ্বে আমার নিকট এইরূপ
বলিয়াছিলেন । সেই জন্তই আমি এইরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি” ॥২৭॥

—:~:-

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মা ! আপনার এ কার্য্য যুক্তিসঙ্গতই হইয়াছে । কেন না,
আপনি যখন এই সমস্ত বুদ্ধিয়াই দয়াবশতঃ বিপন্ন ব্রাহ্মণের জন্ত ইহা করিয়াছেন ॥১॥

(২৭)....প্রোবাচাস্তকরপ্রজ্ঞাঃ... । • ‘...যট্টাধিক...’, ‘...ষিষট্টাধিক...’, ‘...ষট্‌সপ্ততা-
ধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ধ্রুবমেষ্যতি ভীমোহয়ং নিহত্য পুরুষাদকম্ ।
 সৰ্ব্বথা ব্রাহ্মণস্তার্থে যদমুক্ৰোশবত্যসি ॥২॥
 যথা দ্বিদং ন বিন্দেয়ুর্নরা নগরবাসিনঃ ।
 তথাহয়ং ব্রাহ্মণো বাচ্যঃ পরিগ্রহাচ্চ যত্নতঃ ॥৩॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাত্ৰ্যাং ব্যতীতায়ামন্নমাদায় পাণ্ডবঃ ।
 ভীমসেনো যযৌ তত্র যত্রাসৌ পুরুষাদকঃ ॥৪॥
 আসাণ্ডু তু বনং তস্মৈ রাক্ষসঃ পাণ্ডবো বলী ।
 আজুহাব ততো নান্মা তদন্নমুপপাদয়ন্ ॥৫॥
 ততঃ স রাক্ষসঃ শ্রুত্বা ভীমস্ত বচনং তদা ।
 আজ্জগাম হ্রসংভ্রুকৌ যত্র ভীমো ব্যবস্থিতঃ ॥৬॥
 মহাকাযো মহাবেগো দারয়ন্নিব মেদিনীম্ ।
 লোহিতাক্ষঃ করালশ্চ লোহিতশ্মশ্রুর্মূৰ্জজঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ধ্রুবমিতি । পুরুষাদকং নরখাদকং রাক্ষসম্ । অমুক্ৰোশবতী দয়াশালিনী ॥২॥
 যথেতি । ইদং ভীমস্ত পাণ্ডবম্ । বিন্দেয়ুর্জনীযুঃ । পরিগ্রাহো জ্ঞাপ্যঃ ॥৩॥
 তত ইতি । ব্যতীতায়াম্ প্রভাতায়াম্ । পুরুষাদকো নরভক্ষকো রাক্ষসঃ ॥৪॥
 আসাণ্ডেতি । পাণ্ডবো ভীমঃ । নান্মা বকেতি সম্বোধনেন । উপপাদয়ন্ ভুজানঃ ॥৫॥
 তত ইতি । বচনং সম্বোধনোক্তিম্ । দারয়ন্নিব পদভরেণ । করালো বিকটঃ ।

নিশ্চয়ই ভীম, রাক্ষস বধ করিয়া আসিবে । যে হেতু, আপনি ব্রাহ্মণের উপরে সৰ্ব্বপ্রকারে দয়াশালিনী হইয়াছেন ॥২॥

কিন্তু নগরবাসী লোকেরা যাহাতে ভীমের পরিচয় না পায়, সেইরূপ আপনি ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিবেন এবং যত্নপূর্বক বুঝাইয়া দিবেন” ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, রাত্রি প্রভাত হইলে, ভীমসেন খাড়া লইয়া সেইখানে গেলেন, যেখানে সেই রাক্ষস ছিল ॥৪॥

তৎপরে বলবান্ ভীমসেন বকরাক্ষসের বনের নিকটে যাইয়া, তাহার অন্ন খাইতে থাকিয়া, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন ॥৫॥

তাহার পর, বকরাক্ষস ভীমের উক্তি শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীম যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইল । তাহার আকৃতি বিশাল, বেগ ভয়ঙ্কর, নয়নযুগল রক্তবর্ণ, শ্মশ্রু এবং কেশও রক্তবর্ণ, বিকট

আকর্ণাভিম্ববক্তৃশ্চ শঙ্কুৰ্ণো বিভীষণঃ ।
 ত্রিশিখাং ব্রুকুটীং কৃত্বা সন্দগ্ধা দশনচ্ছদম্ ॥৮॥ (বিশেষকম্)
 ভুজ্জানমমং তং দৃষ্ট্বা ভীমসেনং স রাক্ষসঃ ।
 বিবৃত্য নয়নে ক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥৯॥
 কোহয়মম্মমিদং ভুঙ্ক্তে মদর্থমুপকল্পিতম্ ।
 পশ্যতো মম দুৰ্বুদ্ধিৰ্যিযাহুৰ্ঘমসাদনম্ ॥১০॥
 ভীমসেনস্ত তচ্ছ্রুত্বা প্রহসন্নিব ভারত ! ।
 রাক্ষসং তমনাদৃতা ভুঙ্ক্তে এব পরাশুখঃ ॥১১॥
 রবং স ভৈরবং কৃত্বা সমুত্তমা করাবুভৌ ।
 অভ্যদ্রবন্তীমসেনং জিঘাংসুঃ পুরুষাদকঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

আকর্ণাং কর্ণপর্য্যন্তম্, ভিন্নবক্ত্রে। বিবৃত্যমুখগতঃ। শঙ্কুৰ্ণঃ শঙ্কুবদেব ক্রমিকস্বাক্ষকর্ণাগ্রঃ,
 বিভীষণঃ অতিভয়ঙ্করঃ। ত্রিশিখাং রেখাঃ ত্রয়যুক্তা। দশনচ্ছদমোষ্টম্ ॥৬—৮॥

ভুজ্জানমিতি। নয়নে নয়নদ্বয়ম্, বিবৃত্য বিক্ষিপ্য ॥৯॥

ক ইতি। পশ্যতো মম পশ্যন্তং মামনাদৃতা, মনাদরে যতী ॥১০॥

ভীমেতি। প্রহসন্নিব অবজ্ঞয়া অন্তরে হাস্যং কুর্দম্নিব ॥১১॥

রবমিতি। ভৈরবং ভয়ঙ্করম্। সমুত্তমা প্রহারার্থমন্তোলা ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

উপপন্নমিতি। কৃত্বা ত্রাণমিতি শেষঃ ॥১—২॥ পরাগ্রাহঃ অগ্রগ্রাহঃ ॥৩—৭॥ ভিন্ন-
 বক্ত্রে। বিদীর্ণবক্ত্রঃ, ত্রিশিখাং ত্রি রেখাম্, ব্রুকুটিং ক্রমধ্যম্ ॥৮—৯॥ যিযাহুঃ গন্তুমিচ্ছুঃ,

মৃষ্টি, মুখবিবর কর্ণ পর্য্যন্ত এবং কর্ণযুগল শঙ্কুর আয় (পেরেকের মত) ক্রমিক
 সূক্ষ্ম। এহেন ভীষণাকৃতি বকরাক্ষস রেখাত্রয়যুক্ত ব্রুকুটী করিয়া এবং ওষ্ঠ
 দংশন করিতে থাকিয়া, পদভরে ভূতল যেন বিদীর্ণ করিতে করিতে উপাস্থিত
 হইল ॥৬—৮॥

ভীমসেন সেই অন্ন ভোজন করিতেছেন দেখিয়া, বকরাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া,
 নয়নযুগল বিস্তৃত করিয়া, এই কথা বলিল—॥৯॥

“আমি দেখিতেছি, এই অবস্থায় আমাকে অগ্রাহ করিয়া, আমারই জন্ত প্রস্তুত
 এই অন্ন কে খাইতেছে রে! কোন দুৰ্বুদ্ধি যমালায়ে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে
 রে!” ॥১০॥

ভীমসেন কিন্তু তাহা শুনিয়া, মনে মনে যেন হাসিতে থাকিয়া, সে রাক্ষসকে
 অবজ্ঞা করিয়া, মুখ কিরাইয়া, খাইতেই থাকিলেন ॥১১॥

তথাপি পরিভূয়েনং প্রেক্ষমাণো রুকোদরঃ ।
 রাক্ষসং ভুঙ্ক্ত এবামং পাণ্ডবঃ পরবীরহা ॥১৩॥
 অমর্ষণে তু সম্পূর্ণঃ কুন্তীপুত্রং রুকোদরম্ ।
 জ্বান পৃষ্ঠে পাণিভ্যামুভাভ্যাং পৃষ্ঠতঃ স্থিতঃ ॥১৪॥
 তথা বলবতা ভীমঃ পাণিভ্যাং ভৃশমাহতঃ ।
 নৈবাবলোকয়ামাস রাক্ষসং ভুঙ্ক্ত এব সঃ ॥১৫॥
 ততঃ স ভূয়ঃ সংক্রুদ্ধো রুক্ষমাদায় রাক্ষসঃ ।
 তাড়য়িষ্যংস্তদা ভীমং পুনরভ্যদ্রেক্ষতী ॥১৬॥
 ততো ভীমঃ শনৈর্ভুক্ত্বা তদমং পুরুষধ্বজঃ ।
 বায়ুপম্পৃশ্য সংহৃষ্টস্তন্থে যুধি মহবলঃ ॥১৭॥
 ক্ষিপ্তং ক্রুদ্ধেন তং রুক্ষং প্রতিজগ্ৰাহ বীৰ্য্যবান্ ।
 সর্বোদ্যমো ভীমঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তথাপীতি । পরিভূয় অবজায় । পরবীরহা শক্রবীরহস্তা ॥১৩॥
 অমর্ষণেতি । অমর্ষণে ক্রোধেন, সম্পূর্ণো ব্যাপ্তান্তঃকরণঃ । পৃষ্ঠতঃ স্থিতো বকঃ ॥১৪॥
 তথেন্তি । পরিণীতহিড়িম্বারাক্ষসীসমানজাতীয়দ্ব্যবকৃত্ত স্পর্শেহপি ভীমস্ত ভোজনম্ ॥১৫॥
 তত ইতি । হস্তাভ্যাং তাড়নেহপি ভীমবৈকল্যাদর্শনাদবুদ্ধাদানম্ ॥১৬॥
 তত ইতি । শনৈরিত্যনেন সমুদ্যমো ভীমঃ স্থিতঃ । বায়ুপম্পৃশ্য বারিণা আচম্য ॥১৭॥

তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর গর্জনে করিয়া, দুই হাত তুলিয়া, ভীমসেনকে বধ
 করিবার জন্য ধাবিত হইল ॥১২॥

তথাপি শত্রুহস্তা পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন অবজ্ঞাপূর্বক রাক্ষসের প্রতি দৃষ্টিপাত
 করিয়া, সেই অন্ন ভোজন করিতেই লাগিলেন ॥১৩॥

তখন বকরাক্ষস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, পিঠের দিকে থাকিয়া, দুই হাত দিয়াই
 ভীমের পিঠে আঘাত করিল ॥১৪॥

কিন্তু বলবান্ রাক্ষস হস্তযুগল দ্বারা সেইরূপ গুরুতর আঘাত করিলেও
 ভীমসেন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না, খাইতেই থাকিলেন ॥১৫॥

তাহার পর, বলবান্ বকরাক্ষস আবার ক্রুদ্ধ হইয়া, একটি গাছ তুলিয়া লইয়া,
 ভীমকে আঘাত করিবে বলিয়া, পুনরায় ধাবিত হইল ॥১৬॥

তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীমসেন ধীরে ধীরে সেই সমস্ত অন্ন ভোজনপূর্বক
 আচমন করিয়া, অত্যন্ত হ্রষ্ট হইয়া, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিলেন ॥১৭॥

ততঃ স পুনরুদ্যম্য বৃক্ষান্ বহুবিধান্ বলী ।

প্রাহিণোস্তীমসেনায় তস্মৈ ভীমশ্চ পাণ্ডবঃ ॥১৯॥

তদবৃক্ষযুদ্ধমভবমহীরুহবিনাশনম্ ।

বোররূপং মহারাজ ! নররাক্ষসরাজয়োঃ ॥২০॥

নাম বিপ্রাব্য তু বকঃ সমভিদ্ৰুত্য পাণ্ডবম্ ।

ভূজাভ্যাং পরিজগ্রাহ ভীমসেনং মহাবলম্ ॥২১॥

ভীমসেনোহপি তদ্রক্ষঃ পরিরজ্য মহাভূজঃ ।

বিশ্বরূপস্তং মহাবেগং বিচক্ৰ্ষ বলাবলী ॥২২॥

স কৃষ্যমাণো ভীমেন কর্ষমাণশ্চ পাণ্ডবম্ ।

সমযুজ্যত তীব্রেন ক্রমেন পুরুষাদকঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্তমিতি । ক্রুক্ষেণ রাক্ষসেন । সর্বোদ্যমেন ॥১৮॥

তত ইতি । উত্তমা উৎপাটা । প্রাহিণোঃ বাক্ষিপং । তস্মৈ রাক্ষসায়, ভীমশ্চ
প্রাহিণোঃ ॥১৯॥

তদ্বিতি । মহীকৃষ্ণাণাং বৃক্ষাণাং বিনাশনম্, উত্তোলনাদিতি ভাবঃ ॥২০॥

নামেতি । নামবিপ্রাবণং প্রসিদ্ধতাত্ত্ব্যনো ভীষণতাজ্ঞাপনার্থম্ ॥২১॥

ভীমেতি । তদ্রক্ষঃ তং রাক্ষসম্, পরিরজ্য বাহুভ্যামাবেষ্টো । বিশ্বরূপস্তং সন্দমানম্,
“স্বাক্ষিভেদে লিঙ্গং স্রাজ্জলিকমথাপি বা” ইত্যুক্তেকর্ষকস্ত পুংস্বাং পুংস্বম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

যমসাদনং যমগৃহম্ ॥১০—১৪॥ উপদেবদ্বাত্রাক্ষসস্ত তৎস্পর্শেপি দোষাভাবাৎ ভূঙ্ক

তখন বকরাক্ষস সেই বৃক্ষটা নিক্ষেপ করিল ; কিন্তু বলবান্ ভীমসেন হাসিতে
হাসিতেই যেন বাম হস্ত দ্বারা সেই বৃক্ষটা ধরিয়া ফেলিলেন ॥১৮॥

তাহার পর, বলশালী বকরাক্ষস নানাবিধ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া ভীমের উপরে
নিক্ষেপ করিল ; ভীমও তাহার উপরে সেইরূপ করিলেন ॥২১॥

মহারাজ ! মানুষ ও রাক্ষসের সেই বৃক্ষযুদ্ধ ভয়ঙ্করই হইয়াছিল এবং তাহাতে
বহুতর বৃক্ষেই ধ্বংস হইয়াছিল ॥২০॥

তাহার পর, বকরাক্ষস আপন নাম শুনাইয়া, বেগে যাইয়া, বাহুযুগল দ্বারা
পাণ্ডুনন্দন মহাবল ভীমসেনকে জড়াইয়া ধরিল ॥২১॥

মহাবাহু বলবান্ ভীমসেনও সেই রাক্ষসকে জড়াইয়া ধরিয়া বলপূর্বক আকর্ষণ
করিতে লাগিলেন ; তখন রাক্ষস মহাবেগে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে
লাগিল ॥২২॥

তয়োৰ্বেগেন মহতা পৃথিবী সমকম্পত ।
 পাদপাংশ্চ মহাকায়াংশ্চ চূর্ণয়ামাসতুস্তদা ॥২৪॥
 হীয়মানস্ত তদ্রক্ষঃ সমীক্ষ্য পুরুষাদকম্ ।
 নিম্পিয়া ভূমৌ জ্ঞানুভ্যাং সমাজ্ঞয়ে বৃকোদরঃ ॥২৫॥
 ততোহস্ম জ্ঞানুনা পৃষ্ঠমবপীড়্য বলাদিব ।
 বাহুনা পরিজগ্রাহ দক্ষিণেন শিরোধরাম্ ॥২৬॥
 সৰ্ব্যেন চ কটীদেশে গৃহ্য বাসসি পাণ্ডবঃ ।
 তদ্রক্ষো দ্বিগুণং চক্রে রুবন্তং ভৈরবং রবম্ ॥২৭॥
 ততোহস্ম রুধিরং বক্তাং প্রাদুরাসৌরিশাম্পতে ! ।
 ভজ্যমানস্ম ভীমেন তস্ম ঘোরস্ম রক্ষসঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বকবধে
 ভীমবকযুদ্ধং নাম ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কৰ্ম্মমাণঃ কৰ্ম্মন্, পাণ্ডবঃ ভীমম্ । ক্রমেন পরিশ্রমেণ ॥২৩॥
 তয়োদ্বিতী । পৃথিবী তদ্রত্যভূমিঃ । চূর্ণয়ামাসতুবভক্তভূমীমরাক্ষসৌ ॥২৪॥
 হীয়েতি । বলেন হীয়মানমত্যন্তমেবাবসন্নম্ । সমাজ্ঞয়ে আহতবান্ ॥২৫॥
 তত ইতি । ভীমঃ স্বকীয়েন জ্ঞানুনা, অস্ম বকস্ত পৃষ্ঠম্ । শিরোধরাং গ্রীবাম্ ॥২৬॥
 সৰ্ব্যোনেতি । সৰ্ব্যেন বামেন বাহুনা । বাসসি বস্ত্রপরিধানস্থানে ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

এবেতি ভাবঃ ॥১৫—২০॥ পরিজগ্রাহ আলিঙ্গিতবান্ ॥২১॥ বিষ্ণুরন্তমিতি পুংস্বং বক-

ভীম রাক্ষসকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ; রাক্ষসও ভীমকে আকর্ষণ করিতে
 লাগিল ; ক্রমে রাক্ষস অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল ॥২৩॥

তখন ভীম ও রাক্ষসের গুরুতর বেগে সেই স্থানটা কাঁপিতে লাগিল এবং
 তাঁহারা বড় বড় গাছ ভাঙিতে লাগিলেন ॥২৪॥

ভীমসেন নরখাদক সেই রাক্ষসকে ক্রমশঃ দুর্বল হইতে দেখিয়া, তাহাকে ভূতলে
 নিষ্পেষণ করিয়া, জ্ঞানু দ্বারা আঘাত করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

তাহার পর, ভীম বলপূর্ব্বক জ্ঞানু দ্বারা তাহার পৃষ্ঠদেশ চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ
 হস্ত দ্বারা তাহার গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন ॥২৬॥

এবং বাম হস্ত দ্বারা কটীদেশ ধারণ করিয়া বস্ত্রপরিধানস্থানে দ্বিগুণ (দুই ভাঁজ)
 করিতে লাগিলেন ; তখন সেই রাক্ষস ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে থাকিল ॥২৭॥

* ‘...একষষ্ঠাধিক...’, ‘ত্রিষষ্ঠাধিক...’, ‘...সপ্তসপ্ততাধিক...’ ইতি প্রার্থভেদাঃ ।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স ভগ্নপার্ব্যাক্ষো নদিত্বা ভৈরবং রবম্ ।
শৈলরাজপ্রতীকাশো গতাস্থনিগতপ্রাণঃ ॥১॥
তেন শব্দেন বিব্রন্তো জনস্তস্তাথ রক্ষসঃ ।
নিম্পপাত গৃহাদ্রাজন্ ! সত্বেব পরিচারিভিঃ ॥২॥
তান্ ভীতান্ বিগতজ্ঞানান্ ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।
সান্ত্বয়ামাস বলবান্ সময়ে চ ন্যবেশয়ৎ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রোক্তবাসীং নিঃসৃতমভবৎ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিদ্যচিহ্নায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্ব্বণি বকবধে ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:—

তত ইতি । শৈলরাজপ্রতীকাশো বৃহৎপৰ্ব্বতপ্রমাণঃ, গতাস্থনিগতপ্রাণঃ ॥১॥

ভেনেতি । তন্ত বকস্ত, জনঃ পরিজনঃ, নিম্পপাত নির্জগাম ॥২॥

তানিতি । তান্ বকপরিজনান্ । সময়ে শপথে, স্তবেশয়ৎ স্থাপিতবান্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

নামলিঙ্গাপেক্ষয়া ॥২২—২৫॥ শিরোধরাং কঙ্করাম্ ॥২৬॥ চক্রে কৃতম্, কটিকঙ্করয়োঃধোজনেন
পৃষ্ঠবংশং বভজেত্যর্থঃ । রবস্তমিতি রববৎ প্রাণং লিঙ্গম্ ॥২৭—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকম্ভীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৬॥

—:—

তৎপরে ভীমসেন সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষসকে ভগ্ন করিতে লাগিলে, তাহার মুখ
হইতে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল ॥২৮॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পৰ্ব্বতপ্রমাণ বকরাক্ষসের মেরুদণ্ড এবং অস্ত্রাণ্ড অঙ্গ ভগ্ন
হইলে, সে ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল ॥১॥

তাহার পর, সেই বকরাক্ষসের পরিজনবর্গ সেই শব্দ শুনিয়া, অত্যন্ত ভীত
হইয়া, দাস-দাসীপ্রভৃতির সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইল ॥২॥

তখন মহাবীর ভীমসেন, ভয়ে মূর্ছিতপ্রায় সেই বক-পরিজনগণকে আশ্বস্ত
করিলেন এক একটা প্রতিজ্ঞা করাইলেন ॥৩॥

ন হিংস্তা মানুষা ভূয়ো যুদ্ধাভিরিহ কর্হিচিৎ ।
 হিংসতাং হি বধঃ শীঘ্রমেবমেব ভবেদিতি ॥৪॥
 তস্ম তদ্বচনং শ্রুত্বা তানি রক্ষাংসি ভারত ! ।
 এবমস্তিতি তং প্রাহুর্জগৃহঃ সময়ঞ্চ তম্ ॥৫॥
 ততঃ প্রভৃতি রক্ষাংসি তত্র সৌম্যানি ভারত ! ।
 নগরে প্রত্যদৃশ্যন্ত নরৈর্নগরবাসিভিঃ ॥৬॥
 ততো ভীমস্তমাদায় গতাস্থং পুরুষাদকম্ ।
 দ্বারদেশে বিনিক্ষিপ্য জগামানুপলক্ষিতঃ ॥৭॥
 দৃষ্ট্বা ভীমবলোদ্ধৃতং বকং বিনিহতং তদা ।
 জ্ঞাতয়োহস্ম ভয়োদ্বিগ্নাঃ প্রতিজ্ঞাস্ততস্ততঃ ॥৮॥
 ততঃ স ভীমস্তং হত্বা গত্বা ব্রাহ্মণবেশ্য তং ।
 আচচক্ষে যথা বৃত্তং রাজ্ঞঃ সর্বমশেষতঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ কোহসৌ সময় ইত্যাহ—নেতি । ন হিংস্তা ন বিনাশনীয়াঃ ॥৪॥
 তস্মেতি । তস্ম ভীমস্ত । ওং ভীমোক্তম্, সময়ং শপথঞ্চ, জগৃহঃ স্বীকৃতবস্তুঃ ॥৫॥
 তত ইতি । সৌম্যানি হিংসাপরিত্যাগেন শাস্ত্রস্বভাবানি ॥৬॥
 তত ইতি । গতাস্থং মৃতম্ । দ্বারদেশে নগরস্ত । অনুপলক্ষিতঃ অস্ত্রৈরজ্ঞাতঃ ॥৭॥
 দৃষ্টেতি । ভীমস্ত বলেন উদ্ধৃতং দ্বারদেশে নিক্ষিপ্তম্ । ভয়েন উদ্বিগ্না ব্যস্তচিত্তাঃ ॥৮॥
 তত ইতি । রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্ত সমীপে । অশেষতঃ শেষমরক্ষিত্বা ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । ভয়ানি পার্থানি পর্শবঃ অঙ্গানি চ হস্তপাদাদীনি চ যস্ত স তথা ॥১—৮॥

“তোমরা আর কখনও মানুষের হিংসা করিতে পারিবে না ; যদি কর, তবে এইরূপই তোমাদের সমস্ত প্রাণবিনাশ হইবে” ॥৪॥

মহারাজ ! ভীমের সেই কথা শুনিয়া সেই রাক্ষসেরা “ইহাই হউক” এই কথা ভীমকে বলিল এবং সেই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল ॥৫॥

তদবধি নগরবাসী লোকেরা সেই রাক্ষসগণকে শাস্ত্রমুর্খিই দেখিতে লাগিল ॥৬॥

তাহার পর, ভীমসেন বকরাক্ষসের সেই শরীরটাকে নিয়া নগরের দ্বারদেশে নিক্ষেপ করিয়া, অস্ত্রের অজ্ঞাতভাবে চলিয়া গেলেন ॥৭॥

তখন বকরাক্ষসের জ্ঞাতিরা বকরাক্ষসকে ভীমকর্তৃক নিহত ও নিক্ষিপ্ত দেখিয়া, ভয়ে অস্থির হইয়া সেই সেই স্থানে চলিয়া গেল ॥৮॥

ততো নরা বিনিষ্ক্রান্তা নগরাং কল্যষেব তু ।
 দদৃশুর্নিহতং ভূমৌ রাক্ষসং রুধিরোক্ষিতম্ ॥১০॥
 তমদ্রিকূটসদৃশং বিনিকীর্ণং ভয়ানকম্ ।
 দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টরোমাণো বভূবুস্তত্র নাগরাঃ ॥১১॥
 একচক্রাং ততো গচ্ছা প্রবৃন্তিঃ প্রদদুঃ পুরে ।
 ততঃ সহস্রশো রাজন্ ! নরা নগরবাসিনঃ ।
 তত্রাজগ্মুর্বকং দ্রষ্টুং সত্রৌরুদ্ধকুমারকাঃ ॥১২॥
 ততস্তে বিস্মিতাঃ সর্কৈ কণ্ম দৃষ্ট্বাতিমানুষম্ ।
 দৈবতাশ্চর্চয়াক্রুরুঃ সর্ক এব বিশাংপতে ! ॥১৩॥
 ততঃ প্রগণয়ামাসুঃ কশ্য বারোহিত্য ভোজনে ।
 জ্ঞাত্বা চাগম্য তং বিপ্রং পপ্রচ্ছুঃ সর্ক এব তে ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কল্য প্রভাতং প্রাপ্যৈব । “প্রভাতোহহমুখং কল্যম্” ইত্যমরঃ ॥১০॥
 তমিতি । অদ্রিকূটসদৃশং পর্বতশৃঙ্গতুল্যম্, বিনিকীর্ণং নগরদ্বারে নিক্ষিপ্তম্ ॥১১॥
 একেতি । প্রবৃন্তিঃ বকবদ্বৃন্তাস্তম্ । পুরে একচক্রায়ামেব । ষট্পদমিদং পঞ্চম্ ॥১২॥
 তত ইতি । সর্কৈ বিস্মিতাঃ, সর্ক এব চ দৈবতাশ্চর্চয়াক্রুরিতি সর্কশব্দতাপোন-
 ক্ত্যম্ ॥১৩॥

তত ইতি । ভোজনে রাক্ষসায় ভোজনান্বপণে । বারং জ্ঞাত্বা ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছা গতবান্, “অন্ত্রেভ্যোহপি দশ্যন্তে” ইতি গমেঃ কনিপ্, ততোহহমুখাসিকলোপে তুগাগমে
 এদিকে ভীমসেন বকরাক্ষসকে বধ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ী যাইয়া
 যুধিষ্ঠিরের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥২॥

তাহার পর, প্রভাতকালেই বহুতর লোক নগর হইতে নির্গত হইয়া ভূতলে
 বকরাক্ষসকে নিহত ও রুধিরালিপ্ত অবস্থায় দর্শন করিল ॥১০॥

তখন নগরবাসী লোকেরা পর্বতশৃঙ্গতুল্য সেই ভয়ঙ্কর বকরাক্ষসকে নগরদ্বারে
 নিক্ষিপ্ত দেখিয়া বিস্ময়ে রোনাঙ্কিত হইল ॥১১॥

তাহার পর, তাহারা একচক্রাপুরীতে যাইয়া সেই সংবাদ জানাইল । তদনন্তর,
 বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকের সহিত সেই সহস্র সহস্র নগরবাসী লোক বকরাক্ষসকে
 দেখিবার জন্ত সেই নগরদ্বারে উপস্থিত হইল ॥১২॥

তৎপরে, তাহারা সকলে মানুষের অসাধ্য কার্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল এবং
 সকলে মিলিয়াই দেবার্চনা করিল ॥১৩॥

এবং পৃষ্ঠঃ স বহুশো রক্ষমাণশ্চ পাণ্ডবান্ ।
 উবাচ নাগরান্ সৰ্বানিদং বিপ্রর্ষভস্তদা ॥১৫॥
 আজ্ঞাপিতং মামশনে রুদন্তং সহ বন্ধুভিঃ ।
 দদর্শ ব্রাহ্মণঃ কশ্চিন্মন্ত্রসিন্ধো মহামনাঃ ॥১৬॥
 পরিপৃচ্ছ্য স মাং পূৰ্ব্বং পরিক্লেশং পুরস্ত চ ।
 অত্রবীদ্ভ্রাহ্মণশ্চেষ্ঠো বিশ্বাস্ত প্রহসমিব ॥১৭॥
 প্রাপয়িষ্যাম্যহং তস্যা অন্নমেতদুহরাত্মনে ।
 মম্মিমিত্তং ভয়ঞ্চাপি ন কার্য্যমিতি চাত্রবৌ ॥১৮॥
 স তদন্নমুপাদায় গতো বকবনং প্রতি ।
 তেন নৃনং ভবেদেতৎ কস্ম লোকহিতং কৃতম্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । রক্ষমাণো লোকেভ্যো গোপয়ন্ ॥১৫॥
 আজ্ঞাপিতমিতি । অশনে রাক্ষসভোজনবিষয়ে, রাজা আজ্ঞাপিতম্ ॥১৬॥
 পরীতি । পরিক্লেশং রাক্ষসকৃতং কষ্টম্ । বিশ্বাস্ত রাক্ষসাবধাত্তবিশ্বাসমুৎপাত্ত ॥১৭॥
 প্রাপয়িষ্যামিতি । তস্মৈ বকরাক্ষসায় । ন কার্য্যং যুযাভিন্ন কর্তব্যম্ ॥১৮॥
 স ইতি । স মন্ত্রসিন্ধো ব্রাহ্মণঃ । নৃনং নিশ্চিতম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

চৈতদ্রূপম্ । আচচক্ষে ব্রাহ্মণ ইতি শেষঃ ॥২॥ কল্যাং প্রাতঃকালে ॥১০—১৫॥ আজ্ঞা-

তাহার পর, তাহার সকলেই হিসাব করিতে লাগিল যে, আজ রাক্ষসকে খাত্ত দিবার পালা কাহার ছিল ; তৎপরে তাহা ঠিক্ করিয়া আসিয়া তাহার সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল ॥১৪॥

তখন বহু লোকেই এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণকে গোপন রাখিয়া সমস্ত নগরবাসীকে এই কথা বলিলেন—৥১৫॥

“রাক্ষসের খাত্ত সম্পাদন করিবার নিমিত্ত রাজা আমাকে আদেশ করিলে, আমি বন্ধুবর্গের সহিত রোদন করিতেছিলাম ; তখন মন্ত্রসিন্ধু এবং উদারচেতা কোন ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়াছিলেন ॥১৬॥

তখন তিনি প্রথমে আমার নিকট এই নগরের উৎপাতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, নিজের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মাইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন বলিলেন—৥১৭॥

‘আমি এই অন্ন সেই ছুরাত্মা রাক্ষসের নিকট লইয়া যাইব ; আপনারা আমার জন্ত কোন ভয় করিবেন না’ একথাও বলিলেন ॥১৮॥

ততন্তে ব্রাহ্মণাঃ সৰ্বৈ ক্ৰত্ৰিয়াশ্চ স্থবিৰ্ম্মিতাঃ ।

বৈশ্ণাঃ শূদ্ৰাশ্চ মুদিতাশ্চকুৰ্ব্বন্ধমহং তদা ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো জ্ঞানপদাঃ সৰ্বা আঞ্জগ্যূৰ্ণগরং প্রতি ।

তদধ্বুততমং দৃষ্ট্ৱা পার্থাস্তত্ৰৈব চাবসন্ ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

বকবধে বকবধো নাম সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—ঃঃঃ—

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ব্রহ্মহং বকরাক্ষসঘাতিব্রাহ্মণোদ্দেশে তৎসম্মানায়োৎসবম্ ॥২০॥

তত ইতি । পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ, তত্ৰৈব তদব্রাহ্মণগৃহ এব ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বকবধে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—ঃঃঃ—

ভারতভাবদীপঃ

পিতং রাজকীয়ৈরিতি শেষঃ । অশনে ব্রাহ্মসম্ভ ভোজনার্থম্ ॥১৬—১৯॥ ব্রহ্মহং ব্রাহ্মণেন

ব্রাহ্মসো হত ইতি শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং স্থার্থং মহমুৎসবং ব্রাহ্মণপূজনাদিকং চক্ৰুঃ ॥২০—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫৭॥

তিনি সেই অন্ন লইয়া বকবনে গিয়াছিলেন ; নিশ্চয়ই তিনি এই লোকহিতকর কার্য্য করিয়া থাকিবেন” ॥১৯॥

তাহার পর, সেই সকল ব্রাহ্মণ, ক্ৰত্ৰিয়, বৈশ্য ও শূদ্ৰেরা অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া তখনই সেই ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব করিলেন ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, দেশবাসীরা সকলে সেই বিশেষ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া নগরে আসিল ; আর, পাণ্ডবেরা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥২১॥

—ঃঃঃ—

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

তে তথা পুরুষব্যাভ্রা নিহত্য বকরাক্ষসম্ ।

অত উৰ্দ্ধং ততো ব্রহ্মন্ ! কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথৈব শ্রাবসন্ রাজন্ ! নিহত্য বকরাক্ষসম্ ।

অধীয়ানাঃ পরং ব্রহ্ম ব্রাহ্মণশ্চ নিবেশনে ॥২॥

ততঃ কতিপয়াহশ্চ ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।

প্রতিশ্রয়ার্থী তদ্বেশ্য ব্রাহ্মণস্ত্যাজগাম হ ॥৩॥

স সম্যক্ পূজয়িত্বা তং বিপ্রং বিপ্রর্ষভস্তদা ।

দর্দৌ প্রতিশ্রয়ং তস্মৈ সদা সর্ব্বাতিথিব্রতঃ ॥৪॥

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সর্ব্বৈ সহ কুন্ত্যা নরর্ষভাঃ ।

উপাসাংক্রিরে বিপ্রং কথয়ন্তং কথাঃ শুভাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । শাক্ষাভ্যোমেন হননেহপি কৌশলোপদেশাধার্য সর্ব্বেষামেব তৎকর্তৃত্বম্ ॥১॥

তথেষতি । ব্রহ্ম বেদম্ । “বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ” ইত্যমরঃ ॥২॥

তত ইতি । কতিপয়াহশ্চ অতিক্রমে । ব্রাহ্মণঃ অগ্নিঃ কশিৎ । প্রতিশ্রয়ার্থী বাসার্থী ॥৩॥

স ইতি । স গৃহস্থামী । সর্ব্বেষেব জনেষু অতিথিব্রতং যন্ত সঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তে তথা পুরুষব্যাভ্রা ইতি ॥১॥ ব্রহ্ম উপনিষদং পরমত্যন্তমধীয়ানা ইতি সঙ্কটঃ ॥২॥

জনমেজয় বলিলেন—“মহর্ষি বৈশম্পায়ন । পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেইভাবে বকরাক্ষসকে বধ করিয়া, তাহার পর সেখানে কি করিলেন ?” ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ । পাণ্ডবগণ সেইভাবে বকরাক্ষসকে বধ করিয়া বিশেষভাবে বেদ অধ্যয়ন করিতে থাকিয়া, সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই বাস করিতে লাগিলেন ॥২॥

তাহার পর, কয়েক দিন অতীত হইলে, ব্রতচারী অপর কোন ব্রাহ্মণ কয়েকদিন অতিথিরূপে বাস করিবার জন্ত সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আসিলেন ॥৩॥

তখন সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার অতিথিরই আশ্রয়দাতা গৃহস্থামী সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ আগন্তুক ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন ॥৪॥

কথয়ামাস দেশাংশ্চ তীর্থানি সরিতন্তথা ।
 রাজ্যশ্চ বিবিধাশ্চর্য্যান্ দেশাংশ্চৈব পুরাণি চ ॥৬॥
 স তত্রাকথয়ন্নিপ্রঃ কথাস্তে জনমেজয় ! ।
 পাঞ্চালেষুদুতাকারং যাজ্ঞসেন্যঃ স্বয়ংবরম্ ॥৭॥
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চোৎপত্তিমুৎপত্তিঞ্চ শিখণ্ডিনঃ ।
 অযোনিজন্তুং কৃষ্ণায়া দ্রুপদস্য মহামথৈ ॥৮॥
 তদদুততমং শ্রুত্বা লোকে তস্য মহাত্মনঃ ।
 বিস্তরৈগৈব পপ্রচ্ছুঃ কথাস্তে পুরুষর্ষভাঃ ॥৯॥
 পাণ্ডবা উচুঃ ।
 কথং দ্রুপদপুত্রস্য ধৃষ্টদ্যুম্নস্য পাবকাং ।
 বেদিমধ্যাক্ষ কৃষ্ণায়াঃ সম্ভবঃ কথমদুতঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । উপাসাঞ্চক্রে শুক্রযিতবন্তঃ, বিপ্রম্ অতিথিভূতম্ ॥১॥
 কথয়ামাসেতি । বিবিধানি আশ্চর্যানি চরিত্রেষু যেষাং তান্ । দেশান্ তেষাং
 রাজ্যানি ॥৬॥

স ইতি । কথাস্তে কথামথো । পাঞ্চালেষু পাঞ্চালদেশে । যাজ্ঞসেন্যো দ্রৌপত্যাঃ ॥৭॥

গৃষ্টেতি । কৃষ্ণায়া দ্রৌপত্যাঃ । মহামথৈ মহাযজ্ঞে । অকথয়দিত্যদ্ব্যকং ॥৮॥

তদিতি । তস্য দ্রুপদস্য । পুরুষর্ষভাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্ৰুতিভ্রাত ইতি তালবাদিদন্ত্যমধ্যাপার্ষে শংসা প্রশংসা সম্ভাভা যন্ত তচ্ছংসিতং ত্রুতং যন্ত সঃ
 প্রশস্তত্রুত ইত্যর্থঃ । প্রতিশ্রুতার্থী বাসার্থী ॥৩॥ অতিথিযতোহতিথিপূজনৈকনিষ্ঠঃ ॥৪—৬॥

তদনন্তর, কুন্তীর সহিত পাণ্ডবেরা সকলেই সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণের পরিচর্যা
 করিতে লাগিলেন ; সে ব্রাহ্মণও নানাবিধ উপাখ্যান বলিতে থাকিলেন ॥৫॥

সেই আগন্তুক ব্রাহ্মণ অনেক দেশ, তীর্থ, নদী, নানাবিধ আশ্চর্য্য চরিত্রসম্পন্ন
 রাজগণ, তাঁহাদের রাজ্য ও রাজধানীর বিষয় বলিতে থাকিলেন ॥৬॥

মহারাজ ! তখন সেই ব্রাহ্মণ উপাখ্যানের মধ্যেই পাঞ্চালদেশে দ্রৌপদীর অদুত
 স্বয়ংবরবৃত্তান্ত বলিলেন ॥৭॥

আর, তিনি দ্রুপদ রাজার মহাযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর উৎপত্তি এবং দ্রৌপদীর
 অযোনি-জন্মের কথাও বলিলেন ॥৮॥

মহাত্মা দ্রুপদরাজার জগতের মধ্যে সেই অদুত যজ্ঞের বৃত্তান্ত শুনিয়া পাণ্ডবগণ
 কথার অবসরে বিস্তরক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৯॥

কথং দ্রোণাশ্মহেষাসাং সৰ্ব্বাণ্যস্ত্রাণ্যশিকৃত ।

কথং বিপ্র ! সখায়ৌ তৌ ভিন্নৌ কস্ত কৃতেন বা ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তৈশ্চোদিতো রাজন্ ! স বিপ্রঃ পুরুষৰ্ষভৈঃ ।

কথয়ামাস তং সৰ্বং দ্রৌপদীসম্ভবং তদা ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

চৈত্ৰরথে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । পাবকাদয়েঃ । এষাং নামানি পাণ্ডবৈঃ শতানীতি প্রশ্নসম্ভবঃ ॥১০॥

কথমিতি । তৌ দ্রোণদ্রুপদৌ, ভিন্নৌ বৈরং প্রাপ্তৌ, কস্ত কতরস্ত, কৃতেন কৰ্মণা ॥১১॥

এবমিতি । তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, চোদিতো বক্তুং প্রণোদিতঃ ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায় ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদিক্কাঙ্কবাগীশচট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ৰরথে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

যাজ্ঞসেন্য দ্রৌপত্যাঃ ॥৭—১০॥ হে বিপ্র ! তৌ দ্রোণদ্রুপদৌ ভিন্নৌ বৈরং প্রাপ্তৌ ॥১১—১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮॥

—:~:—

পাণ্ডবগণ বলিলেন—“দ্রুপদরাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের যজ্ঞাগ্নি হইতে এবং দ্রৌপদীর যজ্ঞবেদি হইতে কি প্রকারে সেই অদ্ভুত উৎপত্তি হইয়াছিল ? ॥১০॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কি প্রকারে মহাধনুর্ধর দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিলেন ? কি প্রকারেই বা দ্রোণ ও দ্রুপদ পরস্পর সখা হইয়াছিলেন ? আবার কাহার দোষেই বা তাঁহারা পরস্পর শত্রু হইলেন ?” ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! পাণ্ডবগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই ব্রাহ্মণ সেই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং দ্রৌপদীর উৎপত্তির বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥১২॥

—:~:—

উনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গঙ্গাদ্বারং প্রতি মহান্ বভূবর্ষির্মহাতপাঃ ।

ভরদ্বাজো মহা প্রাজ্ঞঃ সততং সংশিতব্রতঃ ॥১॥

সোহভিষেক্তুং গতো গঙ্গাং পূর্বমেবাগতাং নদীম্ ।

দদর্শাপ্সরসং তত্র ঘৃতাচীমাণু তাম্বিঃ ॥২॥

তস্মা বায়ুর্নদীতীরে বসনং ব্যহরতদা ।

অপকৃষ্টান্ধরাং দৃষ্ট্বা তাম্বিশ্চকমে তদা ॥৩॥

তস্মাং সংসক্তমনসঃ কোমারব্রহ্মচারিণঃ ।

চিরস্থ রেতশ্চক্ৰন্দ তদৃষির্দোণ আদধে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

গঙ্গেন্দিতি । গঙ্গাদ্বারং প্রতি গঙ্গায় নির্গমস্থানে ॥১॥

স ইতি । পূর্বং ভরদ্বাজাগমনাং প্রাক্, অভিষেক্তুং স্নাত্ত্বমেবাগতাম্ । আগ্নতাং স্নাতাম্ ॥২॥

তস্মা ইতি । ব্যহরং অপহরং । ঋষিভরদ্বাজঃ ॥৩॥

তস্মামিতি । কোমারাদ্বয়স আরভৈভ্যব ব্রহ্মচারিণঃ । রেতঃ শুক্রং ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

গঙ্গাদ্বারমিতি ॥১॥ “ততো গঙ্গাম্” ইতি পাঠে তু গঙ্গাং ততঃ পূর্বং ভরদ্বাজাগমনাং পূর্বমভিষেক্তুমাগতামিত্যর্থঃ ॥২॥ ব্যহরং বিশেষণেণ হৃতবান্ । চকমে কামিতবান্ ॥৩॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“গঙ্গার নির্গমস্থানে সর্বদা ব্রতপরায়ণ এবং অগ্ন্যস্ত তপস্বী ও বিদ্বান্ ভরদ্বাজনামে এক মহর্ষি ছিলেন ॥১॥

তিনি একদা গঙ্গায় গিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার পূর্বেই ঘৃতাচীনামে এক অম্বরা গঙ্গায় আসিয়া স্নান করিয়া উঠিয়াছিল, ঋষি তাহাকে দেখিলেন ॥২॥

তখন নদীতীরের উন্মুক্ত বায়ু ঘৃতাচীর বস্ত্র অপহরণ করিল ; সেই অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া ঋষি কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥৩॥

তিনি কোমার বয়স হইতেই ব্রহ্মচারী ছিলেন, তথাপি ঘৃতাচীর প্রতি চিত্ত আসক্ত হওয়ায় তাঁহার শুক্রস্বলন হইল, তাহা তিনি একটা কলসীতে রাখিলেন ॥৪॥

ততঃ সমভবদ্রোণঃ কুমারস্তস্মৈ ধীমতঃ ।
 অধ্যাগীষ্ট স বেদাংশ্চ বেদাঙ্গানি চ সৰ্ব্বশঃ ॥৫॥
 ভরদ্বাজস্ত তু সখা পৃষতো নাম পার্থিবঃ ।
 তস্মাপি দ্রুপদো নাম তদা সমভবৎ সূতঃ ॥৬॥
 স নিত্যমাশ্রমং গত্বা দ্রোণেন সহ পার্শ্বতঃ ।
 চিক্রীড়াধ্যয়নকৈব চকার ক্ষত্রিয়র্বভঃ ॥৭॥
 ততস্তু পৃষতেহতীতে স রাজা দ্রুপদোহভবৎ ।
 দ্রোণোহপি রামং শুশ্রাব দিৎসন্তঃ বহু সৰ্ব্বশঃ ॥৮॥
 বনস্তু প্রস্থিতং রামং ভরদ্বাজস্ততোহব্রবীৎ ।
 আগতং বিস্তকামং মাং বিদ্ধি দ্রোণং দ্বিজোত্তম ! ॥৯॥

রাম উবাচ ।

শরীরমাত্রমেবাগ্ন ময়েদমবশেষিতম্ ।
 অস্ত্রাণি বা শরীরং বা ব্রহ্মক্ষেতরং বণু ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তস্মৈ ভরদ্বাজস্ত । অধ্যাগীষ্ট অধীতবান্ ॥৫॥
 ভরেতি । তস্মৈ পৃষতস্মাপি । তদা ভরদ্বাজপুত্রজন্মকালে ॥৬॥
 স ইতি । স দ্রুপদঃ । দ্রোণে জাততয়া দ্রোণাথেন ভরদ্বাজপুত্রেণ ॥৭॥
 তত ইতি । অতীতে মূতে । সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বম্, বহু ধনম্, দিৎসন্তঃ দাতুমিচ্ছন্তম্ ॥৮॥
 বনমিতি । বিস্তকামং ধনার্থিনম্ ॥৯॥

তাহা হইতেই ভরদ্বাজের দ্রোণনামে একটা পুত্র জন্মিল ; সেই দ্রোণ সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৫॥

এ দিকে ভরদ্বাজের সখা পৃষতনামে এক রাজা ছিলেন ; তাঁহারও দ্রুপদ নামে একটা পুত্র সেই সময়েই জন্মিয়াছিল ॥৬॥

সেই দ্রুপদ প্রত্যহই ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া দ্রোণের সহিত খেলা করিতেন এবং অধ্যয়ন করিতেন ॥৭॥

তাহার পর, পৃষত পরলোকে গমন করিলে, দ্রুপদ রাজা হইলেন ; দ্রোণও শুনিলেন যে, পরশুরাম নিজের সমস্ত সম্পত্তি দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন ॥৮॥

পরশুরাম বনে প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে যাইয়া দ্রোণ তাঁহাকে বলিলেন —“হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি ধনার্থী হইয়া আসিয়াছি ; আমার নাম—‘দ্রোণ’ ” ॥৯॥

দ্রোণ উবাচ ।

অস্ত্রাণি চৈব সর্বানি তেষাং সংহারমেব চ ।

প্রয়োগক্লেব সর্কেষাং দাতুমর্হতি মে ভবান্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

তথেষুত্বাং ততস্তস্মৈ প্রদদৌ ভৃগুনন্দনঃ ।

পরিগৃহ্য তদা দ্রেণঃ কৃতকৃত্যোহভবত্তদা ॥১২॥

সম্প্রহৃষ্টমনা দ্রোণো রামাং পরমসম্মতম্ ।

ব্রহ্মাস্ত্রং সমনুপ্রাপ্য নরেষভ্যাধিকোহভবৎ ॥১৩॥

ততো দ্রুপদমাসাগ ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ।

অব্রবীৎ পুরুষব্যান্ ! সখ্যায়ং বিদ্ধি মামিতি ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

শরীরমিতি । অবশেষিতম্, অস্ত্রং সর্বমেব দত্তমিতি ভাবঃ ॥১০॥

অস্ত্রাণীতি । সংহারং নিবৰ্জনম্ । প্রয়োগং লক্ষ্যে ব্যাপারণম্ ॥১১॥

তথেষিতি । তস্মৈ দ্রোণায় । ভৃগুনন্দনো রামঃ ॥১২॥

সমিতি । পরমসম্মতম্ অতীবাভীষ্টম্ । অভ্যাধিকঃ সর্বপ্রধানো যোদ্ধা ॥১৩॥

তত ইতি । ভারদ্বাজো দ্রোণঃ, প্রতাপবান সর্বাশ্রমভাভাবেনিতি ভাবঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

কুমারিণাং সনৎকুমারাদীনাম্ সমূহঃ কৌমারঃ তদ্ব্যাসস্ত ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪—২॥ একতমমেক-
তরম্ । অস্ত্রসমুদায়স্তাবিবক্ষিত্বাচ্চ তমপ্ ॥১০—১২॥ তমস্তত্ত্বা নিশমা, “মারগতোষণ-
নিশামনেষু জা” ইতি শিষ্টাং হৃষ্যঃ । জ্ঞাপোতাপপাঠঃ । প্রাপোতাপি পরশ্চি ॥১৩—১৪॥

পরশুরাম বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আমি এখন কেবল এই শরীরটাকেই অবশিষ্ট
রাখিয়াছি । অতএব অস্ত্র বা শরীর, ইহার একটাই নিতে পারেন” ॥১০॥

দ্রোণ বলিলেন—“সমস্ত অস্ত্র এবং তাহার প্রয়োগ ও উপসংহার আপনি আমাকে
দান করুন” ॥১১॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া পরশুরাম দ্রোণকে সেই
সমস্ত দান করিলেন ; দ্রোণও তাহা পাইয়া কৃতকার্য হইলেন ॥১২॥

দ্রোণ পরশুরামের নিকট একান্ত অভীষ্ট ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত
হইলেন এবং মনুষ্যের মধ্যে সর্বপ্রধান যোদ্ধা হইলেন ॥১৩॥

তাহার পর, প্রতাপশালী দ্রোণ দ্রুপদ রাজার নিকট যাইয়া বলিলেন—“হে
পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি আমাকে সখা বলিয়া মনে করুন” ॥১৪॥

দ্রুপদ উবাচ ।

নাশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়স্য নারথী রথিনঃ সখা ।

নারাজা পার্থিবস্ত্যাপি সখিপূর্বং কিমিচ্ছতে ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

স বিনিশ্চিত্য মনসা পাঞ্চালাং প্রতি বুদ্ধিমান্ ।

জগাম কুরুমুখ্যানাং নগরং নাগসাহস্রয়ম্ ॥১৬॥

তস্মৈ পৌত্রান্ সমাদায় বহুনি বিবিধানি চ ।

প্রাপ্তায় প্রদদৌ ভীষ্মঃ শিষ্যান্ দ্রোণায় ধীমতে ॥১৭॥

দ্রোণঃ শিষ্যাংস্ততঃ সৰ্বানিদং বচনমব্রবীৎ ।

সমানীয় তু তান্ শিষ্যান্ দ্রুপদস্ত্যাস্থথায় বৈ ॥১৮॥

আচার্য্যবেতনং কিঞ্চিদ্ধৃদি যদ্বর্ততে মম ।

কৃতাত্মৈস্তুং প্রদেয়ং স্মাত্তদৃতং বদতানবাঃ ! ।

সৌহৰ্দ্ধুন প্রমুখৈরুক্তস্তথাস্থিতি গুরুস্তদা ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । শ্রোত্রিয়স্য বেদজ্ঞব্রাহ্মণস্য । সখিপূর্বং সখিস্থনিবন্ধনম্ ॥১৫॥

স ইতি । পাঞ্চালাং দ্রুপদং প্রতি, কর্তব্যং বিনিশ্চিত্য ॥১৬॥

তস্মা ইতি । বহুনি ধনানি । প্রাপ্তায় উপস্থিতায় ॥১৭॥

দ্রোণ ইতি । অস্থথায় জয়েন দুঃখোৎপাদনায় ॥১৮॥

আচার্য্যেতি । আচার্য্যবেতনং শিক্ষকস্য শিক্ষাস্তদ্বম্ । কৃতাত্মৈরুৎসাহিঃ । স্মাতং সত্যম্ ।

যট্টপাদমিদং পঞ্চম্ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পূর্বং সখা ইতি সখিপূর্বম্, বাণো কৃতং সখ্যং কিং কথমিচ্ছতে প্রাজ্ঞৈঃ ? ন কথমপীত্যর্থঃ ।
বালো হি মৌঢ্যাদতুল্যোনাপি সখ্যমিচ্ছতি, ন তু প্রাজ্ঞ ইতি ভাবঃ ॥১৫—১৬॥ সমাদায়

দ্রুপদ বলিলেন—“অশ্রোত্রিয় শ্রোত্রিয়ের, অরথী রথীর এবং অশ্রাজা রাজার
সখা হয় না । (সে যাহা হউক), আপনি সখিস্থনিবন্ধন কি চাহিতেছেন ?” ॥১৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“বুদ্ধিমান্ দ্রোণ মনে মনে দ্রুপদের প্রতি কর্তব্যনিশ্চয় করিয়া
কৌরবদিগের রাজধানী হস্তিনায় গমন করিলেন ॥১৬॥

বুদ্ধিমান্ দ্রোণ উপস্থিত হইলে, ভীষ্ম তাঁহাকে নানাবিধ ধন দান করিয়া, তাঁহার
নিকট আপন পৌত্রগণকে শিষ্যরূপে সমর্পণ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, দ্রোণ সেই সকল শিষ্যকে নিকটে আনিয়া, দ্রুপদরাজার দুঃখ
উৎপাদনের জন্য এই কথা বলিলেন—॥১৮॥

যদা চ পাণ্ডবাঃ সৰ্বৈ কৃতান্ধাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ।
 ততো দ্রোণোহব্রবীদ্ভূয়ো বেতনার্থমিদং বচঃ ॥২০॥
 পার্বতো দ্রুপদো নাম চ্ছত্রবত্যাং নরেশ্বরঃ ।
 তস্মাদাকৃষ্য তদ্রাজ্যং মম শীঘ্রং প্রদীয়তাম্ ॥২১॥
 ততঃ পাণ্ডুস্ততাঃ পঞ্চ নিজিত্য দ্রুপদং যুধি ।
 দ্রোণায় দর্শয়ামাস্বর্বজ্ঞা সমচিবং তদা ॥২২॥

দ্রোণ উবাচ ।

প্রার্থয়ামি ত্বয়া সখ্যং পুনরেব নরাধিপ ! ।
 অরাজা কিল নো রাজ্ঞঃ সখা ভবিতুমহতি ॥২৩॥
 অতঃ প্রযতিতং রাজ্যে যজ্ঞসেন ! ত্বয়া সহ ।
 রাজ্যাসি দক্ষিণে কূলে ভাগীরথ্যাহমভবে ॥২৪॥

ভারতকৌমদী

যদেতি । কৃতনিশ্চয়া দ্রোণাভীষ্টসম্পাদনে । ততস্তদা । বেতনার্থঃ শুদ্ধার্থম্ ॥২০॥
 পার্বত ইতি । পার্বতঃ পৃথতপুত্রঃ । চ্ছত্রবত্যাং তদাখ্যায়ানংগম্যাম্ ॥২১॥
 তত ইতি । ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং তত্র পরাজিতভার তেষামুপাদানম্ ॥২২॥
 প্রেতি । ত্বয়া সাক্ষিম্ । অরাজেতি ত্বয়তাস্মদারাদেবেতি ভাবঃ ॥২৩॥
 অত ইতি । রাজ্যে রাজত্বকরণে । ভাগীরথ্যাহমিতি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরাগঃ ॥২৪॥

ভারতভাবদাপঃ

হস্তে গৃহীত্বা প্রদদৌ ॥১৭—২০॥ চ্ছত্রবত্যাংহিচ্ছত্রে ॥২১—২৩॥ রাজ্যে রাজ্যার্থম্, ত্বয়া

“হে নিষ্পাপ শিষ্যগণ ! আমার মনে যে শিক্ষকের বেতনের বিষয় রহিয়াছে, তোমরা অস্ত্রশিক্ষা করিয়া তাহা আমাকে দিবে, সত্য বল ।” তখন অর্জুনপ্রভৃতি শিষ্যগণ দ্রোণকে বলিলেন—“তাহাই হইবে” ॥১৯॥

তাহার পর, পাণ্ডবপ্রভৃতি শিষ্যগণ অস্ত্রশিক্ষা করিয়া যখন দ্রোণের অভীষ্ট পূরণের জন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন ; তখন দ্রোণ আবার এই কথা বলিলেন— ॥২০॥

“পৃষতের পুত্র দ্রুপদনামে এক ব্যক্তি চ্ছত্রবতীর রাজা ; তোমরা সহর তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার রাজ্য আনিয়া আমাকে দান কর” ॥২১॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয় করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত দ্রুপদকে বাঁধিয়া আনিয়া দ্রোণকে দেখাইলেন ॥২২॥

দ্রোণ বলিলেন—“রাজা ! আমি পুনরায় আপনাকে সখিহ প্রার্থনা করি ; অথচ (আপনার মতে) অরাজা রাজার সখা হইতে পারে না ॥২৩॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবমুক্তো হি পাঞ্চাল্যো ভারত্বাজেন ধীমতা ।

উবাচান্ধবিদাং শ্রেষ্ঠং দ্রোণং ব্রাহ্মণসন্তমম্ ॥২৫॥

এবং ভবতু তদ্রং তে ভারত্বাজ ! মহামতে ! ।

সখ্যং তদেব ভবতু শশ্বদ্যদভিমন্যসে ॥২৬॥

এবমন্তোন্মুক্তা তৌ কৃতা সখ্যমনুত্তমম্ ।

জগ্মতুর্দ্রোণপাঞ্চাল্যো যথাগতমরিন্দমৌ ॥২৭॥

অসংকারঃ স তু মহান্ মুহূর্তমপি তস্মৈ তু ।

নাপৈতি হৃদয়াদ্রোণো দুর্শ্বনাঃ স কৃশোহভবৎ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
চৈত্ররথে দ্রোপদীসম্ভবে উনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ । ভারত্বাজেন দ্রোণেন ॥২৫॥

এবমিতি । শশ্বৎ চিরস্থায়ী ॥২৬॥

এবমিতি । অনুত্তমং সৌজন্যালিঙ্গনাদিনা সর্বোৎকৃষ্টম্ ॥২৭॥

অসদिति । অসংকারো রাজ্যহরণাদিনা দ্রোণরুতোহপকারঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাখ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে উনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সহ সংমোতি শেষঃ । ভাগীরথ্যাহমিতি সন্ধিরাধঃ ॥২৪—২৬॥ উক্তা বচনেনৈব সখ্যং কৃতা ন
তু মনসা, ব্রাহ্মণস্তাদ্রোহিত্বেহপি ক্ষত্রিয়স্ত দীৰ্ঘদ্রোহিত্বাং ॥২৭॥ তদেবাহ—অসংকার ইতি ॥২৮॥
ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৫২॥

অতএব আমি আপনার সহিত একত্র রাজত্ব করিবার জন্যই এই যত্ন করিয়াছি ।
আপনি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে রাজা হইলেন ; আর আমি তাহার উত্তর তীরে রাজা
হইলাম” ॥২৪॥

ব্রাহ্মণ কহিলেন—“বুদ্ধিমান্ দ্রোণ এইরূপ বলিলে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ অস্ত্রজ্ঞ-
শ্রেষ্ঠ অথচ ব্রাহ্মণপ্রধান দ্রোণকে বলিলেন—” ॥২৫॥

“মহামতি দ্রোণ ! আপনার মঙ্গল হউক, এইরূপই হউক ; আপনার সহিত
সেই সখিত্বই চিরস্থায়ী হউক, আপনি যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন” ॥২৬॥

শক্রজ্ঞেতা দ্রোণ ও দ্রুপদ পরস্পর এইরূপ বলিয়া, উৎকৃষ্ট সখিত্ব স্থাপন করিয়া,
যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

* ‘...চতুঃষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...অষ্টাষ্ট্যধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

অমৰ্বাদ্ৰূপদো রাজা কৰ্ম্মসিদ্ধান্ দ্বিজৰ্ষভান্ ।
 অগ্নিচ্ছন্ পরিচক্রাম ব্রাহ্মণাবসথান্ বহুন্ ॥১॥
 পুত্রজন্ম পরীপ্সন্ বৈ শোকোপহতচেতনঃ ।
 নাস্তি শ্রেষ্ঠমপত্যং মে ইতি নিত্যমচিন্তয়ৎ ॥২॥
 জাতান্ পুত্রান্ স নির্বেদাদ্বিগ্ভবন্ধূনিতি চাত্রবৌৎ ।
 নিশ্বাসপরমশ্চাসীদ্দ্রোণং প্রতি চিকীৰ্ষয়া ॥৩॥
 প্রভাবং বিনয়ং শিক্ষাং দ্রোণস্ত চরিতানি চ ।
 ক্ষাত্রেণ চ বলেনাস্ত চিন্তয়মাধ্যগচ্ছত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

অমৰ্বাদিতি । অমৰ্বাং দ্রোণং প্রতি সঙ্কিতক্রোধাৎ । কৰ্ম্মহু প্রত্যক্ষফলসাধকযাগাদি-
 কার্যেযু সিদ্ধান্ প্রসিদ্ধান্ । অগ্নিচ্ছন্ মার্গয়ন্ । ব্রাহ্মণানাম্ আবসথান্ আবাসান্ ॥১॥
 পুত্রেতি । পরীপ্সন্ লক্ষু মিচ্ছন্ । শ্রেষ্ঠমপত্যং দ্রোণপ্রতীকারসমর্থ উৎকৃষ্টপুত্রঃ ॥২॥
 জাতানিতি । জাতান্ পূৰ্ব্বোৎপন্নান্ । চিকীৰ্ষয়া প্রতাপকারকরণেচ্ছয়া ॥৩॥
 প্রভাবমিতি । ক্ষাত্রেণ বলেন, নাধ্যগচ্ছত পরাভবসম্ভাবনাং নাকরোৎ ॥৪॥

কিন্তু দ্রোণকৃত সেই গুরুতর অপকার মুহূর্ত্ত কালের জন্যও দ্রুপদ রাজার চিন্ত
 হইতে গেল না এবং তিনি বিষমচিন্ত থাকিয়া ক্রমে ক্রম হইতে লাগিলেন” ॥২৮॥

—:~:—

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“দ্রুপদ রাজা দ্রোণের প্রতিও ক্রোধবশতঃ যাগাদিকার্যে প্রসিদ্ধ
 ব্রাহ্মণগণের অধেষণ করিতে থাকিয়া বহুতর ব্রাহ্মণের বসতিস্থানে ভ্রমণ করিতে
 লাগিলেন ॥১॥

‘আমার উৎকৃষ্ট পুত্র নাই’ এইরূপ চিন্তা সৰ্ব্বদাই করিতে লাগিলেন এবং সেই
 শোকেই মুগ্ধপ্রায় হইয়া উৎকৃষ্ট পুত্র ইচ্ছা করিতে থাকিলেন ॥২॥

নির্বেদবশতঃ পূৰ্ব্বজাত পুত্রগণকে এবং বন্ধুবর্গকে বিহার দিতে লাগিলেন এবং
 দ্রোণের প্রতীকার করিবার ইচ্ছায় সৰ্ব্বদাই নিশ্বাসত্যাগ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

(১) অমৰ্বাদ্ৰূপদো রাজা-

প্রতিকর্ত্তং নরশ্রেষ্ঠো যতমানোহপি ভারত ! ।

অভিতঃ সোহথ কল্যাণীং গঙ্গাকূলে পরিভ্রমন্ ॥৫॥

ব্রাহ্মণাবসথং পুণ্যমাসাদ মহৌপতিঃ ।

তত্র নাস্রাতকঃ কশ্চিন্ন চাসৌদ্রতৌ দ্বিজঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তথৈব চ মহাভাগঃ সোহপশ্যং সংশিতব্রতৌ ।

যাজ্ঞোপযাজৌ ব্রহ্মর্ষৌ শাম্যন্তৌ পরমেষ্ঠিনৌ ॥৭॥

তারণে যুক্তরূপৌ তৌ ব্রাহ্মণাবধিসত্তমৌ ।

স তাবামনুয়ামাস সর্বকামৈরতন্ত্রিতঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

বুদ্ধা বলং তয়োস্তত্র কনীয়াংসমুপহ্বরে ।

প্রপেদে চন্দ্রয়ন্ কামৈরুপযাজং ধৃতব্রতম্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । কল্যাণীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনাম্, অভিতঃ সমীপে, গঙ্গাকূলে চ । অস্রাতকঃ অনিত্যস্বামী অব্রহ্মচারী বা ॥৫—৬॥

তপেতি । যাজ্ঞোপযাজৌ তদাখ্যো । শাম্যন্তৌ শমগুণাঘিতৌ, পরমেষ্ঠিনৌ সাক্ষাদ-ব্রাহ্মণাবিব । তারণে লোকানাং বিপদ উদ্ধারণে । সর্বকামৈঃ সর্বাভীষ্টদানাক্ষৌকারৈঃ ॥৭—৮॥

বুদ্ধেতি । উপহ্বরে নিৰ্জ্জনে । কামৈরভীষ্টদানাক্ষৌকারৈঃ, চন্দ্রয়ন্ প্রলোভয়ন্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অমর্যীতি ॥১—২॥ পুত্রান্ বঙ্কুংশ্চ যিগিত্যব্রবীদিত্যম্বয়ঃ ॥৩—৪॥ কল্যাণীং কৃষ্ণবর্ণাং যমুনামভিতঃ গঙ্গাকূলে চ পরিভ্রমন্ ; কল্যাণপাদস্তা পুরীং কল্যাণীমভিতঃ সমীপে ইত্যন্তে ॥৫—৬॥ পরমে ব্রহ্মণি বেদে বা স্বাতুং শীলং যয়োন্তৌ ॥৭॥ তারণেযৌ কুমারীপ্রভবৌ কর্ণবৎ কানীনৌ “তরণিহু্যমণৌ পুংসি কুমারীনৌকয়োঃ দ্বিয়াম্” ইতি মেদিনী । সূর্য্যভক্তৌ বা,

কিস্ত্রুদ্রোণের প্রভাব, বিনয়, শিক্ষা এবং চরিত্র চিন্তা করিয়া, ক্ষত্রিয়শক্তি দ্বারা তাঁহার পরাভবের সম্ভাবনা করিতে পারিলেন না ॥৪॥

তাঁহার পর, দ্রুপদ রাজা দ্রোণের প্রতীকার করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে থাকিয়া, গঙ্গা ও যমুনার উভয় তীরেই বিচরণ করতঃ একটী পবিত্র ব্রাহ্মণবসতি পাইলেন ; সেখানে কোন ব্রাহ্মণই অব্রহ্মচারী বা অব্রতী ছিলেন না ॥৫—৬॥

দ্রুপদ রাজা সেখানে বিচরণ করিতে থাকিয়া যাজ্ঞ ও উপযাজনামে দুইটী ব্রহ্মণিকে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহারা ব্রতচারী, শমগুণাঘিত, ব্রহ্মার তুল্য প্রভাব-শালী এবং লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ ছিলেন । আলস্তুহীন দ্রুপদ রাজা সমস্ত অভীষ্ট দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া যজ্ঞ করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥৭—৮॥

পাদশুশ্রূষণে যুক্তঃ প্রিয়বাক্ সৰ্বকামদঃ ।

অৰ্চয়িত্বা যথান্যায়মুপযাজমুবাচ সঃ ॥১০॥

যেন মে কৰ্ম্মণা ব্রহ্মন্ ! পুত্রঃ স্মাদ্ভোগমুত্যাবে ।

উপযাজ ! কৃতে তস্মিন্ গবাং দাতাস্মি তেহৰ্ব্বদম্ ॥১১॥

যদ্বা তেহন্যদ্বিজশ্ৰেষ্ঠ ! মনসঃ স্তুপ্রিয়ং ভবেৎ ।

সৰ্বং তত্তে প্রদাতাহং নহি মেহত্রাস্তি সংশয়ঃ ॥১২॥

ইত্যুক্তো নার্মিত্যেবং তমুষিঃ প্রত্যভাষত ।

আরাধয়িত্বান্ দ্রুপদঃ স তং পর্যাচরৎ পুনঃ ॥১৩॥

ততঃ সংবৎসরস্তান্তে দ্রুপদং স দ্বিজোত্তমঃ ।

উপযাজোহব্রবীৎ কালে রাজন্ ! মধুরয়া গিরা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পাদেতি । যুক্তো নিরতঃ । সৰ্বকামদঃ সৰ্বাভীষ্টদানাক্ষৌকারী । স দ্রুপদঃ ॥১০॥

যেনেতি । তস্মিন্ কৰ্ম্মণি । অৰ্ব্বদং দশকোটিঃ । অধিকসংখ্যাপরমিদম্ ॥১১॥

যদিতি । স্তুপ্রিয়ম্ অতীবাভীষ্টম্ । প্রদাতেতি ত্বন্ ॥১২॥

ইতীতি । অহং ন তং কদিক্ৰাস্মিতি শেষঃ । আরাধয়িত্বান্ সম্ভোষয়িত্বান্ ॥১৩॥

তত ইতি । সংবৎসরস্তান্তে কাল ইতি সম্বন্ধঃ । হে রাজন্ ! রাজকুলানুকূলে ! ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিদো । ঋষিসকলমো মনুপ্রহ্ম যু শ্রেষ্ঠো ॥৮॥ উপহস্রণে একান্তে । প্রপেদে

সেখানে তাঁহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে পারিয়া, সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার অঙ্গীকারে প্রলোভন দেখাইয়া, ব্রতচারী কনিষ্ঠ উপযাজের শরণাপন্ন হইলেন ॥৯॥

তখন তিনি উপযাজের পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইয়া, প্রিয় বাক্য বলিতে থাকিয়া সমস্ত অভীষ্ট বস্তু দান করিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং যথানিয়মে সম্মান দেখাইয়া, উপযাজকে বলিলেন— ॥১০॥

“ব্রহ্মর্ষি ! যে কার্য্য দ্বারা ভোগবধের ভ্রান্ত আনার পুত্র জন্মে, আপনি সেই কার্য্য করিলে, আপনাকে আমি বহুতর গরু দান করিব ॥১১॥

অথবা, হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! অশ্ব যে সকল বস্তু আপনার অত্যন্ত অভীষ্ট হইবে, সেই সকল বস্তুই আমি আপনাকে দান করিব ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥১২॥

দ্রুপদ এইরূপ বলিলে, উপযাজ তাঁহাকে বলিলেন—“আমি উহা করিব না” । তাহার পর, উপযাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দ্রুপদ পুনরায় তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর, এক বৎসর অতীত হইলে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উপযাজ মধুর বাক্যে দ্রুপদকে বলিলেন— ॥১৪॥

জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা ময়াগৃহ্মাষিচরন্ গহনে বনে ।

অপরিজ্ঞাতশৌচায়াং ভূমৌ নিপতিতং ফলম্ ॥১৫॥

তদপশ্যমহং ভ্রাতুরসাম্প্রতমনুব্রজন্ ।

বিমর্শং সঙ্করাদানে নাযং কুর্য্যাৎ কদাচন ॥১৬॥

দৃষ্ট্বা ফলস্ত্য নাপশ্যদোষান্ পাপানুবন্ধকান্ ।

বিবিনক্তি ন শৌচং যঃ সোহনৃত্তাপি কথং ভবেৎ ॥১৭॥

সংহিতাধ্যয়নং কুর্ষ্বন বসন্ গুরুকূলে চ যঃ ।

ভৈক্ষ্যমুৎসৃষ্টমন্তোষাং ভুঙক্তে স্য চ যদা তদা ॥১৮॥

কীর্তয়ন্ গুণমন্নানামঘৃণী চ পুনঃ পুনঃ ।

তং বৈ ফলার্থিনং মন্তো ভ্রাতরং তর্কচক্ষুষা ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

জ্যেষ্ঠ ইতি । ন পরিজ্ঞাতং শৌচং পবিত্রতা যস্তাস্তত্ত্বাম্ ॥১৫॥

তদ্বিত্তি । অনুব্রজন্নহম্, ভ্রাতৃত্বং অসাম্প্রতং শৌচাশৌচপরিজ্ঞানভাবাদযুক্তং ফলগ্রহণম্, অপশ্যম্ । অতএবাযং মম জ্যেষ্ঠভ্রাতা, কদাচনাপি, সঙ্করস্ত শৌচাশৌচসন্ধীর্ণবস্ত্রন আদানে, বিমর্শং বিচারং ন কুর্য্যাৎ । “যুক্তে ধ্ব সাম্প্রতং স্থানে” ইত্যমরঃ ॥১৬॥

তত্র হেতুমাহ—দৃষ্টেতি । পাপানুবন্ধকান্ পাপজনকান্, দোষান্ অশৌচরূপান্ । বিবিনক্তি বিচারয়তি কথং ভবেৎ শৌচবিবেকীতি শেষঃ ॥১৭॥

হেতুস্তরমাহ—সংহিতেনি । উৎসৃষ্টং পরিত্যক্তং ভুক্তাবশিষ্টমিত্যর্থঃ । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষা-লক্ষণম্ । অঘৃণী উৎসৃষ্টং হেপি ঘৃণারহিতঃ । ফলার্থিনং যাজ্ঞানাদিনা ধনার্থিনম্ ॥১৮—১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

শরণং গতবান্ ॥২—১০॥ তস্মিন্ কার্যে কৃতে সতি অর্কদুঃ দশকোটিঃ দাতাম্মি দাতাম্মি ॥১১—১৫॥ অসাম্প্রতম্ অযুক্তম্ । অনুব্রজন্ অপশ্যম্, বিমর্শং বিচারম্, সঙ্করাদানে সঙ্করো দোষসম্পর্কঃ তদযুক্তবসাদানে ॥১৬—১৭॥ উৎসৃষ্টম্ উচ্ছিষ্টম্ ॥১৮॥ অঘৃণী লজ্জাহীনঃ ॥১৯॥

“একদা আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিবিড় বনে বিচরণ করিতে থাকিয়া, ভূমির পবিত্রতা না জানিয়াই তাহাতে নিপতিত একটি ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥১৫॥

আমি পিছনে যাইতে যাইতে ভ্রাতার সেই অসঙ্গত কার্য দেখিয়াছিলাম ; সুতরাং উনি কখনও পবিত্রতা বা অপবিত্রায়ুক্ত বস্তু গ্রহণ করিতে বিবেচনা করিবেন না ॥১৬॥

যিনি ফলটি দেখিয়াই তাহার পাপজনক দোষের কোন পর্যালোচনা করিয়া-ছিলেন না এবং তাহার পবিত্রতার বিষয়েও কোন বিবেচনা করিয়াছিলেন না, তিনি অজ্ঞ স্থানেই বা কেন তাহা করিবেন ॥১৭॥

আর যিনি গুরুগৃহে বাস করিবার সময়ে বেদপাঠ করিতেন, অথচ যখন

তং বৈ গচ্ছস্ব নৃপতে ! স হ্যং সংযাজয়িষ্যতি ।
 জুগুপ্সমানো নৃপতিৰ্মনসেদং বিচিন্তয়ন্ ॥২০॥
 উপযাজবচঃ শ্রুত্বা যাজ্ঞশ্চাশ্রমমভ্যগাৎ ।
 অভিসম্পূজ্য পূজার্নমথ যাজ্ঞমুবাচ হ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 অযুতানি দদাম্যকৌ গবাং যাজয় মাং বিভো ! ।
 দ্রোণবৈরাভিসমুপ্তং প্রহ্লাদয়িতুমর্হসি ॥২২॥
 স হি ব্রহ্মবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্রহ্মান্দ্রে চাপ্যনুত্তমঃ ।
 তস্মাদ্দ্রোণঃ পরািজৈষ্ঠ মাং বৈ স সধিবিগ্রহে ॥২৩॥
 ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তস্মাস্মাং পৃথিব্যাং কশ্চিদগ্ৰণীঃ ।
 কৌরবাচার্যমুখ্যস্ত ভারতাজস্ত ধীমতঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । উপযাজবচঃ শ্রুত্বা, ইদং যাজ্ঞকাৰ্য্যং বিচিন্তয়ন্, মনসা জুগুপ্সমানো যাজ্ঞং নিশ্চিন্ ।
 পূজার্নং মনিষ্যং পূজাযোগ্যম্ ॥২০—২১॥
 অযুতানীতি । অজ্ঞাপাযুতানীতি বহুসংখ্যাপরম্ । প্রহ্লাদয়িতুমানন্দয়িতুম্ ॥২২॥
 স ইতি । পরািজৈষ্ঠ পরাজিতবান্ । সখ্যোরাবয়োগবিগ্রহে যুদ্ধে ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

হে নৃপতে ! তং গচ্ছ, হে স্ব ! হে আশ্বায় ! মনসা ইদং যাজ্ঞচরিতং জুগুপ্সমানো নিশ্চিন্, বিচিন্তয়ন্ স্বকাৰ্য্যক্ষেতি শেষঃ ॥২০—২১॥ অষ্টাবযুতানি দদানি “ব্রহ্মপাণিনি পশ্চোত্ত রাজানং দেবতাং গুরুম্” ইতি স্মৃতেরূপায়নমাত্মমেতৎ, ন দক্ষিণা, অর্কদুপ্রতিজ্ঞানাং ॥২২॥ পরািজৈষ্ঠ তখন অশ্বের উচ্ছিষ্ট ভিক্ষায় ভোজন করিতেন এবং ঘৃণাগুণ্ড ইইয়া বার বার সেই অশ্বের প্রশংসা করিতেন, সেই ভ্রাতাকে আমি তর্ক দ্বারা ধনলোভী বলিয়া মনে করি ॥১৮—১৯॥

অতএব রাজা ! আপনি আমার সেই ভ্রাতার নিকট গমন করুন, তিনিই আপনাকে পুত্রার্থে যজ্ঞ করাইবেন ।” দ্রুপদরাজা উপযাজের সেই কথা শুনিয়া যাজ্ঞের কার্য্যের পর্যালোচনা করিয়া, মনে মনে তাঁহাকে নিন্দা করিতে থাকিয়া, তাঁহারই আশ্রমে গেলেন, তৎপরে তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন— ॥২০—২১॥

“মহর্ষি ! আপনি আমার যজ্ঞ করুন ; আমি আপনাকে বহুতর গরু দান করিব । আমি দ্রোণের শত্রুতাচরণে বড়ই সমুপ ইইয়াছি ; আপনি আমাকে আনন্দিত করুন ॥২২॥

তিনি বেদজ্ঞের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মান্দ্রেও সর্বপ্রধান ; তাহাতেই তিনি আমাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন ॥২৩॥

দ্রোণস্ত শরজালানি প্রাণিদেহহরাণি চ ।
 ষড়্রতি ধনুশ্চাস্ত দৃশ্যতে পরমং মহৎ ॥২৫॥
 স হি ব্রাহ্মণবেশেন ক্রাত্বং বেগমসংশয়ম্ ।
 প্রতিহস্তি মহেষ্वासো ভারদ্বাজো মহামনাঃ ॥২৬॥
 ক্রত্বোচ্ছেদয় বিহিতো জামদগ্ন্য ইব স্থিতঃ ।
 তস্ত হৃদ্রবলং ঘোরমপ্রধৃগ্ন্যং নরৈর্ভুবি ॥২৭॥
 ব্রাহ্মং সন্ধারয়ন্তেজো হুতাহুতিরিবানলঃ ।
 সমেত্য সংদহত্যাজো ক্রাত্বং ব্রহ্মপুরঃসরঃ ॥২৮॥
 ব্রহ্মক্রত্রে চ বিহিতে ব্রাহ্মং তেজো বিশিষ্যতে ।
 সোহহং ক্রত্ববলান্দ্রীতো ব্রাহ্মং তেজঃ প্রপেদিবান্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

কত্রিয় ইতি । ভারদ্বাজস্ত ভারদ্বাজাং, অগ্রণীঃ প্রধানঃ ॥২৪॥
 দ্রোণস্তেতি । ষট্ অরত্বয়ো নিষ্কনিষ্ঠমুণ্ডয়ঃ প্রমাণমস্তেতি ষড়্রতি ॥২৫॥
 স ইতি । ব্রাহ্মণবেশেন ব্রাহ্মতেজসী । বেগং শক্তিবিবন্ধনম্ ॥২৬॥
 ক্রত্রেতি । বিহিতো বিধাতা । অপ্রধৃগ্ন্যম্ অজয়াম্ ॥২৭॥
 ব্রাহ্মমিতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মং তেজঃ পুরঃসরং যস্ত তৎ ক্রাত্বং তেজঃ, সমেত্য প্রাপ্য ॥২৮॥
 ব্রহ্মেতি । ব্রহ্মক্রত্রে তয়োন্তেজসী, বিহিতে বিধাতা । প্রপেদিবান্ আশ্রিতবান্ ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

পরাজিতবান্, “বিপরিত্যাং জেঃ” ইতি তঙ্ ॥২৩॥ তস্ত তস্মাৎ । অগ্রণীঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২৪—২৮॥
 ব্রহ্মক্রত্রে ইতি সাক্ষিঃ শ্লোকঃ, চোহপার্থে, ব্রহ্মতেজঃসহিতক্রত্রেতেজসি দ্রোণগতে বিহিতে
 শ্রেষ্ঠে সতাপি কেবলং ব্রাহ্মং তদীয়ং বিশিষ্যতে ক্রাত্বাঙ্কলাং, অহং তু হীনো ব্রাহ্মবলেন ।

কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষক ও বুদ্ধিমান সেই দ্রোণ অপেক্ষা প্রধান যোদ্ধা এই
 পৃথিবীতে কোন কত্রিয়ই নাই ॥২৪॥

দ্রোণের বাণসমূহ প্রাণিগণের দেহ হইতে প্রাণ হরণ করে এবং তাঁহার ধনু-
 খানা ছয় অরতি প্রমাণ সুবৃহৎ ॥২৫॥

মহাধনুর্ধর ও মহামনা সেই দ্রোণ নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম তেজে ক্রাত্র তেজ প্রতিহত
 করেন ॥২৬॥

বিধাতা তাঁহাকে পরশুরামের শ্রায় কত্রিয়ধ্বংসের জন্তই নির্মাণ করিয়াছেন ।
 সেই জন্তই তাঁহার অস্ত্রবল ভয়ঙ্কর এবং জগতে মনুষ্যের অজেয় ॥২৭॥

আহুতিপ্রাপ্ত অগ্নির শ্রায় তিনি ব্রাহ্ম তেজ ধারণ করেন এবং সেই ব্রাহ্মতেজকে
 অগ্রবর্তী করিয়া, ক্রাত্র তেজ ধারণপূর্বক যুদ্ধে বিপক্ষ দিগকে দক্ষ করেন ॥২৮॥

দ্রোণাশিশিষ্ঠমাসাগ্ৰ ভবন্তু ব্রহ্মবিত্তমম্ ।
 দ্রোণাস্তকমহং পুত্রং লভেয়ং যুধি দুর্জয়ম্ ॥৩০॥
 তৎ কৰ্ম্ম কুরু মে যাজ্ঞ ! বিতরাম্যবুদ্ং গবাম্ ।
 তথেষুত্ব্যক্তা তু তং যাজ্ঞো যাজ্ঞার্থমুপকল্পয়ৎ ॥৩১॥
 গুৰ্ব্বর্থ ইতি চাকামমুপযাজ্ঞমচোদয়ৎ ।
 যাজ্ঞো দ্রোণবিনাশায় প্রতিজ্ঞে তথা চ সঃ ॥৩২॥
 ততস্তস্মৈ নরেন্দ্রস্মৈ উপযাজ্ঞো মহাতপাঃ ।
 আচথ্যো কৰ্ম্ম বৈতানং তদা পুত্রফলায় বৈ ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

দ্রোণাদিতি । বিশিষ্টং প্রধানম্, ব্রহ্মবিত্তমং বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠম্ ॥৩০॥

তদিতি । যাজ্ঞো এবার্থো বিষয়ন্তম্, উপকল্পয়ৎ অঙ্গীকৃতবান্ । অড়ভাব অর্থঃ ॥৩১॥

গুৰ্ব্বর্থি । গুৰ্ব্বর্থঃ পুত্রফলকযোগো দুৰ্ভরঃ, ইতি হেতোঃ, অকামং তদ্রানিচ্ছ্যমপি, উপযাজ্ঞং তদাখ্যমহুজম্, অচোদয়ৎ তদ্যাগস্ত ব্রব্যাসস্তারং বক্তুং প্রেরয়ৎ স্বয়মসকলজ্ঞঃ ॥৩২॥

তত ইতি । বৈতানং শ্রৌতহোমং তদীয়ব্রব্যাসস্তারমিতার্থঃ ॥৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীত ইতি পাঠে ব্রাহ্মদ্বন্দ্ব্যং ভীতো ব্রাহ্মঃ তেজঃ অপেদিবান্ শরণং কৃতবান্ ॥২২—২৩॥
 যেন পুত্রং লভেয়ং তৎকৰ্ম্ম কুরু, যাজ্ঞার্থং কপদন্তেষ্টমাদনং যাগমুপকল্পয়ৎ মনসা তৎপ্রয়োগং
 স্বতবান্, অড়ভাব অর্থঃ ॥৩১॥ গুৰ্ব্বর্থো গুরুশাস্তাবর্থশ্চেতি, অতিভারোহতঃ যৎ দ্রোণহন্তঃ
 পুত্রস্বোৎপাদনম্, ইতি হেতোঃ উপযাজ্ঞমকামমপ্যচোদয়ৎ উৎকল্পনে প্রেরিতবান্ । “আত্মজ-
 প্রত্যয়ং চেতঃ” ইতি ত্রায়েন উপযাজ্ঞমপি নিশ্চয়ার্থঃ সংবাদিতবান্ ॥৩২॥ বৈতানং শ্রৌতানি

বিধাতা ব্রাহ্ম ও ক্লাত্র—এই দুইটী তেজ সৃষ্টি করিয়াছেন ; তাহার মধ্যে ব্রাহ্ম
 তেজই শ্রেষ্ঠ । সেই জগুই আমি ক্লাত্র তেজ থাকিতেও ভীত হইয়াই ব্রাহ্ম তেজের
 আশ্রয় লইয়াছি ॥২২॥

দ্রোণ অপেক্ষা প্রধান বেদজ্ঞ আপনাকে পাইয়া আমি, যুদ্ধে দুর্জয় ও দ্রোণহন্তা
 পুত্র লাভ করিব ॥৩০॥

মহর্ষি যাজ্ঞ ! আপনি আমার সেই যজ্ঞ করুন ; আমি বহুতর গুরু দক্ষিণা
 দিব।” “তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া যাজ্ঞ ক্রপদকে যজ্ঞমান বলিয়া স্বীকার
 করিয়াছিলেন ॥৩১॥

পুত্রবাগ অত্যন্ত দুৰ্ভর এইজগু যাজ্ঞ তাহার ব্রব্যাসস্তারের কথা বলিয়া দিবার
 জন্ত উপযাজ্ঞকে বলিলেন এবং দ্রোণবিনাশার্থ যজ্ঞ করিতে প্রতিজ্ঞিত হইলেন ॥৩২॥

স চ পুত্রো মহাবীর্যো মহাতেজা মহাবলঃ ।

ইয়তে যদিধো রাজন্ ! ভবিতা তে তথাবিধঃ ॥৩৪॥

ভারবাজস্তু হস্তারং সোহভিসন্ধায় ভূপতিঃ ।

আজহ্রে তন্তথা সর্বং দ্রুপদঃ কশ্ম সিদ্ধয়ে ॥৩৫॥

বাজস্তু হবনস্তান্তে দেবীমাজ্ঞাপয়ন্তদা ।

প্রৈহি মাং রাজ্জি ! পৃথি ! মিথুনং হ্যমুপস্থিতম্ ॥৩৬॥

রাজ্যুবাচ ।

অবলিপ্তং মুখং ব্রহ্মন্ ! দিব্যান্ গন্ধান্ বিভন্নি চ ।

স্বতর্থে নোপলব্ধানি তিষ্ঠ যাজ্জ ! মম প্রিয়ে ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

উপযাজ্যক্রিমত্ববদতি—স ইতি । সযজ্ঞদগ্ধেন ভাদী ॥৩৪॥

ভারেতি । হস্তারং পুত্রম্ । আজহ্রে অহুদ্রিতবান্ । সিদ্ধয়ে তাদৃশপুত্রনিষ্পত্তয়ে ॥৩৫॥

যাজ্জ ইতি । হবনস্ত হোমস্ত । দেবীং দ্রুপদমহিষীম্ । হে পৃথি ! তদাখ্যে ! ॥৩৬॥

অবেতি । অবলিপ্তং লালাদিদূষিতম্ । বিভন্নি আধুনাপি ধারয়ামি । উভয়জাপি

ভারতভাবদীপঃ

সাধাম্ । আচখ্যো আখ্যাতবান্ ॥৩৩॥ স চেতি উপযাজ্জ উবাচ ॥৩৪॥ বৈশম্পায়ন উবাচ ।
ভারবাজস্তুতি । আজহ্রে কৃতবান্ , কশ্মসিদ্ধয়ে কশ্মফলসিদ্ধার্থম্ ॥৩৫॥ প্রৈহি প্রকর্ষণ
নীঘ্রমেহি, হবিগ্রহীতুমিতি শেদঃ । পৃথি পুত্ৰতন্মুখে ! ইত এব সম্বন্ধাৎ পুংযোগে ভীষ্ম ।
অন্তে তু পাষাণীতি পাঠঃ কল্পয়ন্তি ॥৩৬॥ অবলিপ্তং দূষিতং লালাদিনা অপ্ৰকালিতত্বাদিতি
ভাবঃ । “অবলিপ্তং গর্গে স্নানপনে দূষণেহপি চ” ইতি মেদিনী । গন্ধান্ অঙ্গরাগাদিগন্ধান্ ।
অম্বাতাম্বীতি ভাবঃ । “যা দত্তো ধাবতে তস্মৈ স্তাবদন্ যা স্নাতি তস্তা অপ্পু মা ক্ক”
ইত্যাহ্বান্ । “হিস্রো রাজীব্রতং চরেৎ” ইতি বিহিতৌ অস্পৃশ্যৌ অধম্যাবেতৌ । তদেবাহ—
নোপলব্ধানি উপলব্ধং স্ত্রীং যোগ্যানি । তস্মায়নববাসসা ন সংবদেতেতি তস্মৈ সহ
সংবাদস্তাপি নিষেধাৎ, অতো হেতোঃ হে যাজ্জ ! মম প্রিয়ে ইষ্টে স্বতর্থে স্বতরূপে প্রয়ো-

তাহার পর, তখনই অত্যন্ত তপস্বী উপযাজ পুত্রলাভের জন্য দ্রুপদ রাজার
নিকট পুত্রযোগের সমস্ত দ্রব্যের কথা বলিলেন (আরও বলিলেন যে,)—॥৩৪॥

“মহারাজ ! আপনি যে প্রকার মহোৎসাহী, মহাপ্রতাপ ও মহাবল পুত্র লাভ
করিবার ইচ্ছা করিতেছেন, আপনার সেই প্রকার পুত্রই হইবে” ॥৩৫॥

তদনন্তর, দ্রুপদ রাজা, দ্রোণহস্তা পুত্র লাভ করিবার ইচ্ছায় এবং তাহার সিদ্ধির
জন্য যাজ্জ ও উপযাজের উপদেশক্রমে সেই পুত্রযোগ সম্পন্ন করিলেন ॥৩৬॥

যাগ হইয়া গেলে, তখন যাজ্জ দ্রুপদের মহিষীকে বলিলেন—“রাজ্জি ! পৃথি !
আপনি আনুন, আপনার দুইটা সন্তান উপস্থিত হইয়াছে” ॥৩৬॥

যাজ্ঞ উবাচ ।

যাজ্ঞেন শ্রুপিতং হব্যমুপযাজ্যভিমন্ত্রিতম্ ।

কথং কামং ন সন্দধ্যাৎ সা জং বিপ্রৈহি তিষ্ঠ বা ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

এবমুক্ত্বা তু যাজ্ঞেন হুতে হবিষি সংকৃতে ।

উক্তশ্চৌ পাবকাত্মাৎ কুমারো দেবসম্মিতঃ ॥৩৯॥

জ্বালাবর্ণো ঘোররূপঃ কিরীটী বশ্ম চোত্তমম্ ।

বিভ্রৎ সখড়গঃ সশরো ধনুয়ান্ বিনদন্ মুহুঃ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

সোহধ্যারোহদ্রথবরং তেন চ প্রযযৌ তদা ।

ততঃ প্রণেতুঃ পাক্ষালাঃ প্রহৃষ্টাঃ সাধু সাক্ষিতি ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

অন্নাতদ্ধাদিতি ভাবঃ । অতএব মম প্রিয়েহপি স্বগণে পুত্রবিষয়ে, ন উপসকামি হব্যং ন গ্রহীত্বামি ॥৩৭॥

যাজ্ঞেনেতি । শ্রুপিতং পকম্ । কামম্ অভিষ্টম্ । সন্দধ্যাৎ জনয়েৎ ॥৩৮॥

এবমিতি । সংকৃতে অভিমন্ত্রিতে । জ্বালাবর্ণঃ অগ্নিশিখাবর্ণঃ ॥৩৯—৪০॥

স ইতি । স কুমারঃ । প্রণেতুঃ কোলাহলং চক্ৰঃ ॥৪১॥

ভারতভাবদীপঃ

জনে তিষ্ঠ শুদ্ধিকালং প্রতীক্শ্বেত্যর্থঃ ॥৩৭॥ শ্রুপিতং পকম্, ফেব্রাঃ রেতঃসেকক বিনা আবয়োঃ সামর্থ্যান্মিথুনমুৎপৎসত ইত্যর্থঃ । বিপ্রৈহি দ্রবং বা গচ্ছ তিষ্ঠ বা । প্রণেতুঃ বিদিশ

রাণী বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আমি এখনও মুগ্ধ প্রাকালন করি নাই এবং স্নান না করায় এখনও অঙ্গে তৈলের সুন্দর সৌরভ রহিয়াছে ; অতএব যাজ্ঞ : একটু অপেক্ষা করুন ; পুত্র আমার প্রিয় হইলেও এখনই আমি হব্য গ্রহণ করিতে পারি না” ॥৩৭॥

যাজ্ঞ বলিলেন—“যাজ্ঞ পাক করিয়াছেন, উপযাজ্ঞ অভিমন্ত্রিত করিয়াছেন ; সুতরাং এই হবি কেন অভিষ্ট ফল জন্মাইবে না ? । অতএব রাণি ! আপনি আসুন বা থাকুন” ॥৩৮॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“যাজ্ঞ এইরূপ বলিয়া অভিমন্ত্রিত হবি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ অগ্নির গ্নায় উজ্জ্বলবর্ণ, ভয়ঙ্করাকৃতি এবং কিরীট, উত্তম বশ্ম, তরবারি, বাণ ও কাম্বুকধারী, দেবতার তুল্য একটা কুমার গর্জ্জন করিতে করিতে সেই অগ্নি হইতে উৎখিত হইল ॥৩৯—৪০॥

এবং তখনই সেই কুমার উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া গমন করিল । তাহাতে পাক্ষালগণ আনন্দিত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া কোলাহল করিল ॥৪১॥

হর্ষাবিষ্টাংস্ততশ্চৈতান্ নেয়ং সেহে বহুধ্বরা ।

ভয়াপহো রাজপুত্রঃ পাঞ্চালানাং যশস্করঃ ॥৪২॥

রাজ্ঞঃ শোকাপহো জাত এষ দ্রোণবধায় বৈ ।

ইতু্যবাচ মহম্ভূতমদৃশ্যং ধ্বজরং তদা ॥৪৩॥ (যুগ্মকম্)

কুমারী চাপি পাঞ্চালী বেদিমধ্যাং সমুখিতা ।

সুভগা দর্শনীয়াক্ষী স্বসিতায়তলোচনা ॥৪৪॥

শ্রামা পদ্মপলাশাক্ষী নীলকুঞ্চিতমূৰ্দ্ধজা ।

তাত্র-ভুঙ্গ-নখী স্ত্রজাশ্চাক্ষরী নপয়োধরা ॥৪৫॥

মানুষং বিগ্রহং কৃত্বা সাক্ষাদমরবর্ণিনী ।

নীলোৎপলসমো গন্ধো যন্তাঃ ক্রোশাং প্রধাবিতঃ ॥৪৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

হর্ষেতি । এতান্ পাঞ্চালান্ । ন সেহে ধারয়িতুং ন শশাক । রাজ্ঞো দ্রুপদস্ত ।
ভূতং প্রাণী । তচ্চ স্বরগাষ্ঠীধ্যাদমুখিতমিতি বোধাম্ ॥৪২—৪৩॥

কুমারীতি । কুমারী কাচিং কৃত্বা । সুভগা হস্তীকা । শোভনে অসিতে কৃষ্ণে আয়তে
দীর্ঘে চ লোচনে যন্তাঃ সা । শ্রামা শ্রামবর্ণা । তাত্রানি ভুঙ্গানি উন্নতানি চ নখানি যন্তাঃ সা ।
বিগ্রহমাকৃতিম্ । অমরবর্ণিনী দেবী ॥৪৪—৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ন বিলম্বং সহতে ইত্যর্থঃ ॥৪০—৪১॥ নেয়ং সেহে ন মোচবতী, অযোনিজন্ত ধুত্বেদ্যন্ত

তখন এই পৃথিবী হর্ষাবিষ্ট পাঞ্চালগণকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া উঠিলেন ।
আর, সেই সময়ে গগনচর অদৃশ্য এক মহাপ্রাণী এই কথা বলিল যে, “দ্রোণবধের
জন্ত উৎপন্ন এই রাজপুত্র পাঞ্চালগণের ভয় দূর করিবে এবং যশ জন্মাইবে, আবার
রাজারও শোক নষ্ট করিবে” ॥৪২—৪৩॥

আর, যজ্ঞবেদির মধ্য হইতে একটা কন্যা উখিত হইল; তাহার নাম--‘পাঞ্চালী’,
দেহের কান্তি মনোহর, অঙ্গ সকল সুদৃশ্য, নয়নমুগল সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ এবং সুদীর্ঘ,
শরীরের বর্ণ শ্রাম, নয়নমুগল পদ্মপত্রের শ্রায়, কেশকলাপ কুঞ্চিত ও কৃষ্ণবর্ণ, নখসমূহ
তাত্রবর্ণ ও উন্নত, ভ্রুযুগল মনোহর, আর স্তন দুইটা সুন্দর ও স্থূল; স্তন্য কোন
দেবী যেন মানুষের আকৃতি ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন; আর তাহার অঙ্গের
নীলোৎপলতুল্য গন্ধ এক ফ্রোশের উপরেও যাইতেছিল ॥৪৪—৪৬॥

যা বিভর্তি পরং রূপং যন্তা নাস্ত্যপমা ভুবি ।
 দেবদানবযক্ষাণামৌপিতা দেবরূপিণী ॥৪৭॥
 তাক্ষাপি জাতাং হুশ্রোগীং বাণুবাচাশরীরিণী ।
 সৰ্ব্বযোষিধরা কৃষ্ণা নিনীষুঃ কৃত্রিয়ান্ কয়ম্ ॥৪৮॥
 হ্রস্বকার্যমিয়ং কালে করিষ্যতি স্তমধ্যমা ।
 অস্তা হেতোঃ কৌরবাণাং মহদুৎপৎস্রতে ভয়ম্ ॥৪৯॥
 তচ্ শ্রদ্ধা সৰ্ব্বপাক্ষালাঃ প্রণেতুঃ সিংহসংঘবৎ ।
 ন চৈতান্ হর্ষসম্পূর্ণানিয়ং সেহে বস্কররা ॥৫০॥
 তৌ দৃষ্ট্বা পার্শ্বতী যাজ্ঞং প্রপেদে বৈ হুতার্থিনী ।
 ন বৈ মদন্ত্যাং জননীং জানীয়াতামিমাংসি ॥৫১॥
 তথৈতু্যবাচ তাং যাজ্ঞো রাজ্ঞঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
 তয়োশ্চ নামনৌ চক্রুর্বিজ্ঞাঃ সম্পূর্ণমানসাঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

যেতি । পরমুৎকৃষ্টম্ । ইপ্সিতা হুত্যা । অতএব দেবেত্যাদৌ ষষ্ঠী ॥৪৭॥
 তামিতি । হুশ্রোগীং শোভননিত্যম্ । নিনীষুর্নৈমিষুঃ ॥৪৮॥
 হুৱেতি । হ্রস্বকার্যং দুৰ্য্যোধনাদিধ্বংসরূপং দেবকার্যম্ ॥৪৯॥
 তদ্বিতি । প্রণেতুৱানন্দকোলাহলং চক্রুঃ । সেহে দারিদ্র্যভূঃ শশাক ॥৫০॥
 তাংসিতি । পার্শ্বতী পুততপুত্রপদমহিষী । প্রপেদে প্রাপ্য । ইতি বদন্তী সন্তী ॥৫১॥

আর, যে মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছিল এবং জগতে যাহার উপমা ছিল না ;
 হুতরাং সেই দেবরূপিণী কন্তাটী দেব, দানব ও যক্ষগণেরও অতীষ্ট ছিল ॥৪৭॥

সুন্দরনিতম্বা সেই কন্তাটী জন্মিলে পরও দৈববাণী হইয়াছিল যে, “এই কন্তাটির
 নাম—‘কৃষ্ণা’ এবং এ সকল স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠা আর এ ক্ষত্রিয়দিগের ধ্বংসের কারণ
 হইবে ॥৪৮॥

এই সুন্দরী যথাকালে দেবকার্য্য সম্পাদন করিবে : আর ইহার জন্তই কুরুবংশের
 গুরুতর ভয় আসিবে” ॥৪৯॥

সেই দৈববাণী শুনিয়া পাক্ষালগণ সিংহসমূহের ন্যায় কোলাহল করিতে লাগিল ।
 তখন এই পৃথিবী সেই আনন্দপূর্ণ পাক্ষালগণকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতে-
 ছিলেন না ॥৫০॥

এদিকে ক্রপদরাজার মহিষী সেই কুমার ও কুমারীকে দেখিয়া, তাহাদিগকে পুত্র
 ও কন্তা করিবার ইচ্ছায় যাজ্ঞের নিকট যাইয়া বলিলেন যে, “ইহারা যেন আমাকে
 ছাড়া অন্যকে জননী বলিয়া না জানে” ॥৫১॥

ধৃষ্টদ্যাদতিধৃষ্টাচ্চ ধর্মাচ্ছ্যম্মতরাদপি ।

ধৃষ্টদ্যম্নঃ কুমারোহয়ং দ্রুপদস্ত ভবন্তি ॥৫৩॥

কৃষ্ণেত্যেকবান্ কৃষ্ণাং কৃষ্ণাভূং সা হি বর্ণতঃ ।

তথা তন্মিথুনং জজ্ঞে দ্রুপদস্ত মহামথৈ ॥৫৪॥

ধৃষ্টদ্যম্নস্ত পাঞ্চাল্যমানীয় স্তং নিবেশনম্ ।

উপাকরোদব্রহ্মহেতোভারত্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥৫৫॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । তয়োৰূপময়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ । সম্পূর্ণমানসাঃ সফলমনোরথাঃ ॥৫২॥

ধৃষ্টদ্যাদিতি । অতিধৃষ্টাৎ অত্যন্তাৎ, ধৃষ্টদ্যং ধর্মাৎ প্রগল্ভস্বরূপগুণাৎ, দ্যম্নতরাৎ প্রচুর-
ধনগভাকবচকুণ্ডলাদিসাহিত্যেনৈবোৎপত্তেরপি চ হেতোঃ, অয়ং দ্রুপদস্ত কুমারঃ, নাম্না ধৃষ্টদ্যম্নো
ভবতু, ইতি তে দ্বিজা উক্তবন্ত ইত্যর্থঃ । “হিরণ্যং ত্রিবিণং দ্যম্নমর্থ-বৈ-বিভবা অপি” ইত্যমরঃ ॥৫৩॥

কৃষ্ণেতি । কৃষ্ণাং শ্যামবর্ণামিমাং কন্তাম্, কৃষ্ণা ইত্যেব পূৰ্ণং দেবা অকুবন্, তথা বর্ণতঃ সা
কৃষ্ণা, ইত্যেব হেতোঃ, সা নাম্নাপি কৃষ্ণাভূৎ । তৎ কৃষ্ণাধৃষ্টদ্যম্নরূপম্ ॥৫৪॥

ধৃষ্টেতি । অস্ত্রহেতোঃ অস্ত্রশিক্ষাদানেনেত্যর্থঃ, উপাকরোৎ উপকৃতবান্ ॥৫৫॥

ভারতভাবদীপঃ

দুঃসহদ্যাদিতি ভাবঃ ॥৫২—৫৫॥ অমরবর্ণিনী দেবকুমারী দুষ্টবধ্যযোগ্যতা দুর্গেত্যর্থঃ
॥৫৬—৫২॥ ধৃষ্টদ্যং প্রগল্ভদ্যং, “ধৃষ্টদ্যং” ইতি পাঠে পালনে শক্তদ্যং, অত্যন্তমমর্থঃ
শক্তকৰ্ণাসহিস্কৃৎ তদ্বদ্যং । দ্যম্নং বিত্তং তচ্চ রাজ্যং বলমেব কবচকুণ্ডলাদিকং বা সহোৎ-
পন্নং তদাদির্নিত্য শাস্ত্রশিক্ষার্থোৎসাহাদেঃ তৎ দ্যম্নাদি, তন্তোৎসস্ববাৎ উৎকর্ষণোৎপত্তেষ্চ
॥৫৩—৫৪॥ উপাকরোদুপকৃতবান্, অস্ত্রহেতোঃ অস্ত্রদানেন হেতুনা, রাজ্যাদিন্ত হতদ্যং

যাজ্ঞ ও রাজার সন্তোষ জন্মাইবার ইচ্ছায় মহিষীকে বলিলেন যে, “তাহাই
হইবে ।” তৎপরে পূৰ্ণমনোরথ ব্রাহ্মণগণ তাহাদের নাম করণ করিলেন—॥৫২॥

“অত্যন্ত প্রগল্ভ হইয়াছে বলিয়া এবং বহুমূল্য কবচ ও কুণ্ডলপ্রভৃতির সহিতই
উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া এই দ্রুপদরাজার পুত্রটার নাম হউক—‘ধৃষ্টদ্যম্ন’” ॥৫৩॥

আর, দৈববাণী এই শ্রামাঙ্গীকে কৃষ্ণা বলিয়াছে এবং বর্ণেও এ শ্রামাই
হইয়াছে ; সুতরাং ইহার নাম হইল—‘কৃষ্ণা’ । দ্রুপদরাজার মহাযজ্ঞে সেই ভাবে
সেই কুমার ও কুমারী জন্মিয়াছিল ॥৫৪॥

তাহার পর, প্রতাপশালী দ্রোণ দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যম্নকে আপন ভবনে আনয়ন
করিয়া, অস্ত্রশিক্ষা দিয়া তাহার উপকার করিলেন ॥৫৫॥

অমোক্ষণীয়ং দৈবং হি ভাবি মত্তা মহামতিঃ ।

তথা তৎ কৃতবান্ দ্রোণ আত্মকীর্ত্যমুরক্ষণাৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি
চৈত্ৰপৰ্বে দ্রোণদ্বীপসম্বোধো নাম ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥*

—:~:—

একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ শ্রুত্বা তু কৌন্তেয়াঃ শল্যাবিক্ষা ইবাভবন্ ।

সৰ্ব্বৈ চান্ধস্থমনসো বভূবুস্তে মহাবলাঃ ॥১॥

ততঃ কুন্তী স্মৃতান্ দৃষ্ট্ৱা সৰ্ব্বাংস্তদ্যতচেতসঃ ।

যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং বচনং সত্যবাদিনী ॥২॥

ভারতকৌমুদী

নবাস্ত্রবিনাশার্থমেব জাতস্ত তথাহেন জাতস্ত চ গৃষ্টজ্ঞাস্ত কথমঙ্গলশিক্ষাদানেনোপকারণ-
কৃতবানিত্যাহ—অমোক্ষণীয়মিতি । অমোক্ষণীয়ম্ অনিবারণীয়ম্ । আত্মকীর্ত্যমুরক্ষণাৎ
তদভিপ্রেতোত্যর্থঃ । অত্থা ভয়েন নিযুক্তিরিতি লোকাপবাদঃ আদিতি ভাবঃ ॥৫৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসমিদ্ধাস্বামীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি চৈত্ৰপৰ্বে ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এতদিতি । শল্যাবিক্ষা ইবাভবন্, দ্রোণবধসম্ভাবনয়া উদ্বেগাতিশয়াদিতি ভাবঃ ॥১॥

তত ইতি । তদগতচেতসো দ্রোণবধাদিবিষয়কমনোবৃত্তীন ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভাববৈতৰ্য্যোপকরণোৎ ॥৫৫॥ কীর্ত্যমুরক্ষণাৎ অত্থা দ্রোণো ধৈৰ্য্যং তয়াচ ন বিজ্ঞাং দৃষ্টব-
নিত্যকীর্তিঃ স্তাৎ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬০॥

—:~:—

কারণ, অনিবার্য্য দৈব অবশ্যই হইবে ইহা ভাবিয়াই মহামতি দ্রোণ আপনার
যশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত সেই ভাবে তাহা করিয়াছিলেন ॥১৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই উপাখ্যান শুনিয়া সেই মহাবীর পাণ্ডবেরা সকলেই
শল্যাবিক্ষের শ্রায় হইলেন এবং অস্থস্থচিন্ত হইয়া পড়িলেন ॥১॥

* ‘...পঞ্চষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...সপ্তষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...একাদশীত্যাধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

কুন্ত্যবাচ ।

চিররাত্রোষিতাঃ স্নেহ ত্রাঙ্কণশ্চ নিবেশন ।

রমমাণাঃ পুরে রম্যে লক্শ্মীভৈক্ষা মহাত্মনঃ ॥৩॥

যানীহ রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ।

সৰ্ব্বাণি তানি দৃষ্টানি পুনঃ পুনররিন্দম ! ॥৪॥

পুনর্দৃষ্টিং হি তানীহ শ্রীণয়ন্তি ন নন্তথা ।

ভৈক্ষ্যঞ্চ ন তথা বীর ! লভ্যতে কুরুনন্দন ! ॥৫॥

তে বয়ং সাধু পঞ্চালান্ গচ্ছামো যদি মনুসে ।

অপূৰ্ণদর্শনং বীর ! রমণীয়ং ভবিষ্যতি ॥৬॥

ত্ৰিভিঙ্গাশ্চৈব পাঞ্চালাঃ শ্রায়ন্তে শত্রুর্ধ্বণ ! ।

যজ্ঞসেনশ্চ রাজাসৌ ব্রহ্মণ্য ইতি শুশ্রাম ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

চিরেতি । চিররাত্রোষিতাশ্চিরস্থিতাঃ, “চিরায় চিররাত্রায়” ইত্যাত্মরঃ ॥৩॥

যানীতি । ইহ নগরে ॥৪॥

পুনরিতি । পুনর্দৃষ্টিং প্রবৃত্তানিতি শেষঃ । নঃ অস্মান্ । তথা পূৰ্ণবৎ ॥৫॥

ত ইতি । অপূৰ্ণাণাং পূৰ্ণমদৃষ্টানাং বনাদীনাম্ দর্শনম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এতদ্বিতি । “এতচ্ছূদ্না তু কোন্তেয়া” ইতি স্পষ্টার্থোহধ্যায়ঃ ॥১—১১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বাণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬১॥

—:~:—

তাহার পর, সত্যবাদিনী কুন্তী সকল পুত্রকেই সেই বিষয় ভাবিতে দেখিয়া
টরকে এই কথা বলিলেন ॥২॥

কুন্তী বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! আমরা এই মনোহর নগরে আনন্দে বিচরণ করতঃ
ভিক্ষা লাভ করিতে থাকিয়া এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দীর্ঘকাল থাকিলাম ॥:~:॥

এখানে মনোহর যত বন বা উপবন আছে, সে সমস্তই আমরা বার বার
দেখিয়াছি ॥৪॥

এখন আবার তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেগুলি আমাদের সেরূপ
সম্ভষ্ট করিতে পারিবে না ; বিশেষতঃ, এখন ভিক্ষাও সেরূপ পাওয়া যাইতেছে
না ॥৫॥

অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে চল, আমরা পঞ্চালদেশে যাই ; সেখানে
নূতন বস্ত্র দেখা ভালই হইবে ॥৬॥

একত্র চিরবাসশ্চ ক্ষমো ন চ মতো মম ।

তে তত্র সাধু গচ্ছামো যদি ত্বাং পুত্র ! মন্যসে ॥৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভবত্যা যশ্মতং কার্য্যং তদস্ম্যকং পরং হিতম্ ।

অনুজ্ঞাংস্ত্ব ন জানামি গচ্ছেয়ুর্নেতি বা পুনঃ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কুন্তী ভীমসেনমর্জ্জুনং যমজৌ তথা ।

উবাচ গমনং তে চ তথ্যেত্যবাক্রবৎস্তদা ॥১০॥

তত আমন্ত্র্য তং বিপ্রং কুন্তী রাজন্ ! স্নুতৈঃ সহ ।

প্রতস্থে নগরীং রম্যাং দ্রুপদস্য মহাত্মনঃ ॥১১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যামাদিপর্দনি চৈত্ররপে
পাঞ্চালযাত্রা নামৈকষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥*

ভারতকৌমুদী

যুধিষ্ঠি ইতি । ব্রহ্মভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো হিত ইতি ব্রহ্মণ্যঃ ॥৭॥

একত্রৈতি । ন ক্ষম উচিতঃ, তত্র প্রণয়াক্ষণেন কৃপমণ্ডুকত্বপাতাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

ভবত্যা ইতি । যৎ কাৰ্য্যং মতং কর্তৃমভিপ্রেতম্ । গচ্ছেয়ুর্গচ্ছমিচ্ছেয়ুঃ ॥৯॥

তত ইতি । যমজৌ নকুলসহদেবৌ ॥১০॥

তত ইতি । তং গৃহস্থামিনম্ । প্রতস্থে প্রস্থানারোদ্গমোগং কৃতবর্তী ॥১১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিদচিত্রায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্দনি চৈত্ররপে একষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

যুধিষ্ঠির ! শুনিতে পাই যে, পাঞ্চালদেশে অনায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যায় এবং সেই দ্রুপদ রাজা ব্রাহ্মণদের বিশেষ হিতকারী ॥৭॥

আর, এক জায়গায়ও দীর্ঘকাল থাকা উচিত বলিয়া আমি মনে করি না । অতএব আমরা সেই খানেই যাই, যদি তোমার মত হয়” ॥৮॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মা ! আপনি যে কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমাদের অত্যন্ত হিতকর ; কিন্তু কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যাইতে ইচ্ছা করিবে কি না জানি না” ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কুন্তী ভীম, মর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের নিকটেও পাঞ্চালদেশে যাইবার কথা বলিলেন ; তখন তাঁহারাও বলিলেন—“তাহাই হউক” ॥১০॥

* ‘...ষট্‌ষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...অষ্টষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...ত্ৰ্যশতষষ্ঠ্যধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

দ্বিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বসংস্থ তেষু প্রচ্ছন্নং পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।
ব্রাহ্মণাণাং তান্ দ্রুপদং ব্যাসঃ সত্যবতীশ্বতঃ ॥১॥
তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য প্রত্যাঙ্গম্য পরশুপাঃ ।
প্রণিপত্যাভিবাহনং তসুঃ প্রাঞ্জলয়ন্তদা ॥২॥
সমমুজ্জাপ্য তান্ সর্দানাসীনান্ মুনিব্রবীৎ ।
প্রসন্নঃ পূজিতঃ পার্থৈঃ শ্রীতিপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥৩॥
অয়ি ! ধর্ম্মেণ বর্ত্তধ্বং শাস্ত্রেণ চ পরশুপাঃ ।
অয়ি ! বিপ্রেযু পূজ্য বঃ পূজ্যার্হেযু ন হীয়তে ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

বসংস্থিতি । বসংস্থ তদব্রাহ্মণাবসথ এব ; অগ্ন্যথা পূর্ব্বোক্তবাসাগমনপ্রতীক্ষাভঙ্গঃ স্তাৎ ॥১॥
তমিতি । পরশুপাঃ পাণ্ডবাঃ । প্রণিপত্য ভূমৌ পতিষ্যেতি নার্যপোনরুক্ত্যম্ ॥২॥
সমিতি । সমমুজ্জাপ্য উপবেষ্টুমিতি শেষঃ ॥৩॥
অয়ীতি । অয়ীতি সন্তোষস্বোধনে । বর্ত্তধ্বং তিষ্ঠৎ ॥৪॥

মহারাজ ! তৎপরে কুম্ভীদেবী পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই গৃহস্থামী
ব্রাহ্মণের নিকট অমুমতি লইয়া, মহাত্মা দ্রুপদের মনোহার রাজধানীতে যাইবার
উপক্রম করিলেন ॥১১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গুপ্তভাবে
থাকিতে থাকিতেই সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিলেন ॥১॥

তিনি আসিয়াছেন দেখিয়া পাণ্ডবগণ প্রত্যাঙ্গমনপূর্ব্বক ভূতলে লুপ্তিত হইয়া,
নমস্কার করিয়া, তাঁহার সম্মুখে কৃতাজ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন ॥২॥

তখন বেদব্যাস তাঁহাদিগকে উপবেশন করিবার আদেশ করিলে, তাঁহারা
উপবেশন করিলেন : পরে বেদব্যাস পাণ্ডবগণের পূজায় প্রসন্ন হইয়া শ্রীতিপূর্ব্বক
এই কথা বলিলেন—॥৩॥

“বৎসগণ ! তোমরা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র অনুসারে চলিতেছ ত ? এক পূজনীয়
ব্রাহ্মণগণের পূজার ব্যতিক্রম হয় নাই ত ?” ॥৪॥

অথ ধর্ম্মার্থবন্ধাক্যমুক্ত্বা স ভগবানুষিঃ ।
 বিচিত্রাশ্চ কথাস্তান্তাঃ পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥৫॥
 আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কণ্ঠা মহাত্মনঃ ।
 বিলগ্নমধ্যা স্ত্রশ্রোণী স্ত্রজঃ সর্বগুণান্বিতা ॥৬॥
 কৰ্ম্মভিঃ স্বকৃতৈঃ সা তু দুর্ভগা সমপগত ।
 নাধ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কণ্ঠা রূপবতী সতী ॥৭॥
 তপস্তপ্তুমথারেভে পত্যর্থমস্বখা ততঃ ।
 তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্রেন শঙ্করম্ ॥৮॥
 তস্তাঃ স ভগবাংস্তুক্স্তামুবাচ যশস্বিনীম্ ।
 বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোহস্মীতি শঙ্করঃ ॥৯॥
 অথেশ্বরমুবাচেদমাত্মনঃ সা বচো হিতম্ ।
 পতিং সর্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । তাস্তা উপাখ্যানান্তরাণি ॥৫॥
 আসীদिति । বিলগ্নঃ পিপীলিকা তদ্রম্ভাঃ কটীদেশো যস্তাঃ সা ক্লশকটীদেশোক্তাথঃ ॥৬॥
 কৰ্ম্মভিরिति । দুর্ভগা অচরিতার্থকামা । তত্র হেতুমাং - নাশাগচ্ছদিত্যাदि ॥৭॥
 তপ ইতি । অস্বখা পতলাভাং স্বখহীনী । উগ্রেন ভয়ঙ্করেন ॥৮॥
 তস্তা ইতি । ভদ্রম্ আশ্বনো মঙ্গলভূতং বরম্, বরয় প্রার্থয় ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বসংস্রিতি । প্রত্যহে ইত্যুক্তং ততঃ প্রাগেবাজগামেত্যর্থঃ ॥১—৩॥ অস্মীতি কোমলা-
 তাহার পর, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত কথা বলিয়া এবং আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বস্ত্র
 উপাখ্যান বলিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন—॥৫॥

“এক তপোবনে এক মহর্ষির একটা কণ্ঠা ছিল ; তাহার কটীদেশ পিপীলিকার
 গ্ৰাসে ক্লশ এবং নিতম্বযুগল ও জ্রুযুগল সুন্দর ছিল, আর তাহাতে সমস্ত গুণই
 ছিল ॥৬॥

সে আপন কৰ্ম্মের ফলে দুর্ভগা হইয়াছিল । কেন না, সে সুন্দরী হইয়াও
 উপযুক্ত পতি পাইয়াছিল না ॥৭॥

তাহার পর, সেই দুঃখিনী কণ্ঠাটী উপযুক্ত পতি লাভ করিবার জন্ত তপস্তা
 করিতে আরম্ভ করিল, ক্রমে সে ভয়ঙ্কর তপস্তা দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল ॥৮॥

মহাদেব সেই কণ্ঠাটীর উপরে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন—“আনি তোমাকে
 বর দিব ; সুতরাং তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর” ॥৯॥

তামথ প্রত্যাচেষদমীশানো বদতাং বরঃ ।
 পঞ্চ তে পত্যো ভদ্রে ! ভবিষ্যন্তীতি ভারতাঃ ॥১১॥
 এবমুক্তা ততঃ কন্যা দেবং বরদমব্রবীৎ ।
 একমিচ্ছাম্যহং দেব ! স্বং প্রসাদাৎ পতিং প্রভো ! ॥১২॥
 পুনরেবাব্রবীদেব ইদং বচনমুত্তমম্ ।
 পঞ্চকৃৎস্নয়া হ্যুক্তঃ পতিং দেহীত্যহং পুনঃ ।
 দেহমন্যং গতায়ান্তে যথোক্তং তদ্বিষ্যতি ॥১৩॥
 দ্রুপদস্ত্র কূলে জজ্ঞে সা কন্যা দেবরূপিণী ।
 নির্দিষ্টা ভবতাং পত্নী কৃষ্ণা পার্শ্বত্যনিন্দিতা ॥১৪॥
 পাঞ্চালনগরে তস্মাঙ্গিবসধ্বং মহাবলাঃ ! ।
 স্তম্বিনস্তামনু প্রাপ্য ভবিষ্যত্ব ন সংশয়ঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । সা কন্যা । পুনঃ পুনঃ পঞ্চকৃৎস্ন ইত্যর্থঃ ॥১০॥
 তামিতি । ভারতা ভারতবংশীয়াঃ ॥১১॥
 এবমিতি । বরদং দেবং মহাদেবম্ ॥১২॥
 পুনরिति । হি যস্মাৎ, তস্মাৎ অহম্, পতিং দেহীতি পঞ্চকৃৎস্ন উক্তঃ । যটপদমিদং পঞ্চম্ ॥১৩॥
 দ্রুপদস্তেতি । নির্দিষ্টা তেনৈশ্বরেণৈব । পৃথতজাপতাং পৌত্রীতি পার্শ্বতী ॥১৪॥
 পাঞ্চালেতি । হে মহাবলাঃ ! । তাং কৃষ্ণম্ ॥১৫॥

তাহার পর, “সর্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি” এই আপন হিতকর বাক্যটি পাঁচ বার মহাদেবের নিকট সেই কন্যাটি বলিল ॥১০॥

তখন মহাদেব তাহাকে বলিলেন—“ভদ্রে ! তোমার ভারতবংশীয় পাঁচটি পতি হইবে” ॥১১॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, সেই কন্যাটি বরদাতা মহাদেবকে বলিল—“দেব ! প্রভো ! আপনার অমুগ্রহে আমি একটি পতি লাভ করিতে ইচ্ছা করি” ॥১২॥

তখন মহাদেব পুনরায় এই উত্তম কথা বলিলেন যে, “‘পতি দান করুন’ এই কথাটি তুমি আমাকে পাঁচ বার বলিয়াছ ; সুতরাং জন্মান্তরে তোমার পাঁচটি পতিই হইবে” ॥১৩॥

সেই দেবরূপিণী কন্যাটি দ্রুপদের বংশে জন্মিয়াছে ; সুতরাং পৃথতপৌত্রী অনিন্দ্যসুন্দরী সেই কৃষ্ণানামী কন্যাটিকে মহাদেবই তোমাদের পত্নী বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন ॥১৪॥

অতএব বীরগণ ! তোমরা পাঞ্চালনগরে যাইয়াই বাস কর ; পরে সেই কন্যাটিকে লাভ করিয়া স্ত্রী হইতে পারিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥১৫॥

এবমুক্তা মহাভাগঃ পাণ্ডবান্ স পিতামহঃ ।

পাৰ্থানামন্ত্য কুন্তীক প্রাতিষ্ঠত মহাতপাঃ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্য্যাদিপৰ্ব্বনি চৈত্বরথে
দ্রৌপদৌজস্মাস্তরকথনং নাম দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতে ভগবতি ব্যাসে পাণ্ডবা হৃষ্টমানসাঃ ।

আমন্ত্য ব্রাহ্মণং পূৰ্ব্বমভিবাগ্যভিমাণ্য চ ॥১॥

তে প্রতপ্তুঃ পুরস্কৃত্য মাতরং পুরুষৰ্ষভাঃ ।

সমৈরুদয়ুধৈর্মার্গৈর্ঘথোদ্দিষ্টং পরন্তপাঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পিতামহঃ পাণ্ডবানামেব । আমন্ত্য প্রস্থানায় সম্বোধ্য ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচাৰ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বনি চৈত্বরথে দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

গত ইতি । ব্রাহ্মণং গৃহস্বামিনম্ । অভিমাণ্য অভিবাদনেনৈব সম্পূজ্য সমৈঃ সরলৈঃ ।
ঘথোদ্দিষ্টং পাকালদেশম্ ॥১—২॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্ত্রণে ॥০—১॥ বিলম্বমধ্যা কৃশমধ্যা ॥৬—১০॥ পার্শ্বতী পার্শ্বতদ্বহিতা ॥১৪—১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬২॥

—:~:—

পাণ্ডবগণকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাদের পিতামহ মহাতপা বেদব্যাস তাঁহাদের
নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন ॥১৬॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বেদব্যাস চলিয়া গেলে, পুরুষজ্যেষ্ঠ ও শত্রুদমনকারী
পাণ্ডবগণ হুটুচিহ্ন হইয়া, গৃহস্বামী ব্রাহ্মণকে অভিবাদনপূৰ্ব্ব সম্মানিত করিয়া এক
তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, মাতা কুন্তীকে সম্মুখে রাখিয়া, উত্তরমুখ সরল পথে
পাকালদেশে যাত্রা করিলেন ॥১—২॥

* ‘...সপ্তষষ্ঠ্যধিক...’, ‘...উনসপ্তত্যধিক...’, ‘...চতুঃশত্যাধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

(২) শনৈরুদয়ুধৈঃ... ।

তে স্বর্গচ্ছমহোরাত্রাভীর্ধং সোমাশ্রয়ায়ণম্ ।
 আসেদুঃ পুরুষব্যাত্রা গঙ্গায়াং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৩॥
 উল্লুকস্ত সমুদ্রম্য তেষামগ্রে ধনঞ্জয়ঃ ।
 প্রকাশার্থং যযৌ তত্র রক্ষার্থঞ্চ মহারথঃ ॥৪॥
 তত্র গঙ্গাজলে রম্যে বিবিক্তে ক্রৌড়য়ন্ দ্বিয়ঃ ।
 ঈষুর্গন্ধর্ষরাজো বৈ জলক্রৌড়ামুপাগতঃ ॥৫॥
 শব্দং তেষাং স শুশ্রাব নদীং সমুপসর্পতাম্ ।
 তেন শব্দেন চাবিক্টশ্চুক্রোধ বলবদ্বলী ॥৬॥
 স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাংস্তত্র মাত্রা সহ পরন্তপান্ ।
 বিস্ফারয়ন্ ধনুর্ঘোরমিদং বচনমব্রবীৎ ॥৭॥
 সক্ষ্যা সংরজ্যতে ঘোরা পূর্বরাত্রাগমেসু যা ।
 অশীলিভিনরৈর্হীনং তন্মুহূর্তং প্রচক্ষতে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । সোমাশ্রয়ায়ণং নাম তীর্থম্ । আসেদুঃগতাঃ ॥৩॥
 উল্লুকমিতি । উল্লুকং প্রজ্জলিতায়িকং কাষ্ঠম্ । প্রকাশার্থম্ আলোকার্থম্ ॥৪॥
 তন্মেতি । বিবিক্তে নির্জনে । ঈষুঃ পরদর্শনাদিকমসহিষ্ণুঃ ॥৫॥
 শব্দমিতি । স মুপসর্পতামাগচ্ছতাম্, তেষাং পাণ্ডবানাম্, শব্দং কর্ণস্বরম্ ॥৬॥
 স ইতি । স গন্ধর্ষরাজঃ । বিস্ফারয়ন্ আকর্ষণেন বিস্তারয়ন্ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

গতে ইতি ॥১—২॥ সোমাশ্রয়শ্চন্দ্রধরো রত্নস্তম্ভ স্থানং সোমাশ্রয়ায়ণম্ ॥৩॥ উল্লুকং

সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এক অহোরাত্রের পর সোমাশ্রয়ায়ণনামক তীর্থে গমন করিলেন এবং গঙ্গাতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৩॥

মহারথ অর্জুন পথ দেখিবার জন্ত এবং আত্মরক্ষার জন্ত একখানা জলং কাষ্ঠ তুলিয়া ধরিয়া সকলের আগে আগে গঙ্গার দিকে যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

এদিকে কোপনস্বভাব গন্ধর্ষরাজ সেই মনোহর অথচ নির্জন গঙ্গাজলে জীলোকদের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন ॥৫॥

তিনি গঙ্গায় যাইবার সময়ে পাণ্ডবগণের কর্ণস্বর শুনিতে পাইলেন এবং সেই কর্ণস্বর শুনিয়াই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৬॥

তাহার পর, তিনি মাতার সহিত পাণ্ডবগণকে সেখানে দেখিয়াই ভয়ঙ্কর ধনু বিস্ফারিত করিয়া এই কথা বলিলেন—॥৭॥

বিহিতং কামচারাণাং যক্ষগন্ধর্বরক্ষসাম্ ।
 শেষমন্ত্রানুষ্ঠাণাং কামচারেষু বৈ স্মৃতম্ ॥১০॥
 লোভাৎ প্রচারং চরতস্তাহ বেলান্ন বৈ নরান্ ।
 উপক্রান্তান্ নিগৃহীমো রাক্ষসৈঃ সহ বালিশান্ ॥১১॥
 অতো রাত্রৌ প্রাপ্নুবতো জলং ব্রহ্মবিদো জনাঃ ।
 গর্হয়ন্তি নরান্ সর্বান্ বলস্থান্ নৃপতীনপি ॥১২॥
 আরান্তিষ্ঠত মা মহ্যঃ সমীপমুপসর্পত ।
 কস্মান্মাং নাভিজানীত প্রাপ্তং ভাগীরথীজলম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সঙ্ঘোতি । পূর্বরাত্রাগমেষু রাত্রে: পূর্বভাগোপস্থিতিসু, যা ঘোরা সঙ্ঘা, সংরজাতে রক্ষা ভবতি ; তন্মুহূর্তম্, অশীতিভিরসচ্চরিত্রৈর্নরৈঃ, হীনং বর্জিতম্, প্রচকতে ক্রবন্তি মনসাঃ । সচ্চরিত্রৈঃ মূর্তাদিতিল্প নরৈঃ সঙ্ঘাবন্ধনান্তঃ মেবিতমেবেতি ভাবঃ । “সায়াক্ষস্মির্মুহূর্তঃ স্মাৎ শ্রাঙ্কং তত্র ন কারয়েৎ । রাক্ষসী নাম সা বেলঃ গহিতা সর্ববদ্যহঃ” ইতি ত্রিখিত্ত্বপুতবচনমপ্যত্র প্রমাণম্ ॥৮॥

বিহিতমিতি । বিহিতং তন্মুহূর্তং বিধাত্রেতি শেষঃ । কামচারেষু ইচ্ছাবিহারেষু ॥১০॥
 লোভাদিতি । প্রচারং চরতো গমনং কুর্কতঃ । উপক্রান্তান্ উপস্থিতান্ ॥১১॥
 অত ইতি । বলস্থান্ সেনামধ্যস্থান্ । অস্ত্রেষু কা কথ্যেতি ভাবঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

জলং কাঠম্ ॥৪—৫॥ বলবৎ অতিশয়িতম্ ॥৬—৭॥ পূর্বরাত্রাগমেষু, পশ্চিমায়াঃ দিশি অঙ্ঘান্তমিতাকর্মণরূপা যা সঙ্ঘা সংরজাতে রক্ষা ভবতি তস্যাং মুহূর্তং প্রস্থানকালমশীতিভি-
 র্গর্ভৈর্নৈমেষাঈহীনং প্রচকতে ॥৮॥ তদেব মুহূর্তং যক্ষাদীনাং কামচারেষু বিহিতম্ ।
 অন্ত্রমুজ্ঞাণাং কর্মচারেষু স্মৃতমিত্যধঃ । সঙ্ঘায়াশীতিলবোপরি রাত্রে যক্ষাদীনামেব

“প্রথম রাত্রি উপস্থিত হইলে, যে সঙ্ঘা ভয়ঙ্কর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সেই মুহূর্তটাকে মুনরা অসচ্চরিত্র লোকের বর্জিত বলিয়া কহিয়া থাকেন ॥৮॥

এবং সেই মুহূর্তটা কামচারী যক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসদিগের জন্ত নির্দিষ্ট রহিয়াছে ; অবশিষ্ট অন্ত্র মুহূর্তগুলিই মনুষ্যদিগের ইচ্ছাবিহারের সময় ॥৯॥

সেই সময়ে মনুষ্যেরা লোভবশতঃ বিচরণ করিতে থাকিয়া উপস্থিত হইলে, আমরা রাক্ষসদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া থাকি ॥১০॥

অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্য, এমন কি সৈন্যবেষ্টিত রাজারাও যদি রাত্রিতে নদীর জলে উপস্থিত হন, তবে ব্রহ্মজ্ঞ লোকেরা তাহাদের নিন্দা করেন ॥১১॥

(৯)...কামচারেষু বৈ স্মৃতম্ । (১১) “...বলস্থান্ নৃপতীনপি” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বো-
 নন্দনবৃত্তঃ পাঠঃ । (১২)...সমীপমুপসর্পিতঃ ।

অঙ্গারপৰ্ণং গন্ধৰ্বং বিভ মাং স্ববলাশ্রয়ম্ ।
 অহং হি মানী চেবুর্শচ কুবেরস্ত প্রিয়ঃ সখা ॥১৩॥
 অঙ্গারপৰ্ণমিত্যেবং খ্যাতক্ষেদং বনং মম ।
 অনুগঙ্গং চরন্ কামাংশ্চিত্রং যত্র রমাম্যাহম্ ॥১৪॥
 ন কোণপাঃ শৃঙ্গিণো বা ন দেবা ন চ মানুষাঃ ।
 ইদং সমুপসর্পস্তু তং কিং সমুপসর্পথ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

আরাদিত। আর্য্যে দূরে। মহ্যং মম। ন অভিজানীত ন অবগচ্ছত ॥১২॥
 অঙ্গারেতি। অঙ্গারপৰ্ণং তদাখ্যাম্। বিভ জানীত। স্ববলাশ্রয়ম্ অগ্রবলনিরপেক্ষম্ ॥১৩॥
 অঙ্গারেতি। ইদং দৃশ্যমানম্। অনুগঙ্গং গঙ্গাসমীপে। কামান চরন্। যত্র বনে ॥১৪॥
 নেতি। কোণপা রাক্ষসাঃ; শৃঙ্গিণো গবাদয়ঃ। সমুপসর্পস্তু মন্দিহারকালে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্করকালঃ, অগ্নদহ্মত্বস্থাপনমিত্যর্থঃ ॥২—১০॥ জলং প্রাপ্নুবতে। নরান ॥১১—১৪॥ “ন
 নংহমাঃ শৃঙ্গিণো বা ন চ দেবাজনস্রজঃ। কুবেরস্ত যথোক্ষীৎ কিং মাং সমুপসর্পথ ॥” ইতি
 প্রাচীনঃ পাঠো দেববোধাদিত্যিবাখ্যাতত্বাৎ প্রামাণিকঃ। অঙ্গারপৰ্ণঃ—হসন্তি বিকসন্তি তে
 হমাঃ নমস্তো হমা যেষাং তে নংহমাঃ ভক্ষ্যগ্রাহকা দেবাঃ সর্বত্রাপ্রতিহতগত্যস্তে ভবন্তো
 ন ভূচরত্বাৎ, “কোণপাঃ” ইতি পাঠে তু রাক্ষসাঃ করানাকৃতয়ো দ্বয়ং ন রম্যাকৃতিত্বাৎ, “ন
 কুলমাঃ” ইতি পাঠেহপি স এবার্থঃ; কুলং স্তম্ভি অস্ত্যং নয়স্তু তে কুলমাঃ কুলকটকা ইত্যর্থঃ।
 শৃঙ্গিণঃ কাপালিকা আভিচারিকা বীরসাধনাদিপরাঃ, তেহপি নিশীথে জলপ্রবেশার্থাঃ, ন চ
 শৃঙ্গকপালাদিতচ্ছিন্নং যুযাস্ত দৃশ্যতে, ন চ দেবাজনস্রজঃ দেবানাং সঘঙ্কীকৃতানাঙ্গীনি দিব্যদৃষ্টি-
 প্রদানি স্রজশ্চ আকাশাদিগতিপ্রদা যেষু সন্তি তে গন্ধৰ্ব্বযক্ষাদয়ঃ উল্লুকধারিত্বাৎ জলে লব-
 করত্বাচ্চ যক্ষাদিসত্ত্ববিদ্যামপ্যজ্ঞাতত্বাৎ। যত্র কুবেরস্তোক্ষীষমিবোক্ষীৎ শিরোমণ্ডনভূতঃ
 সন্ত্য মাং কিং সমুপসর্পথ হেলয়া উপযাথ? যত্র কুবেরস্ত কুংসিতশরীরস্ত হীনশক্তেঃ যত্র

সুতরাং, তোমরা দূরে থাক, আমার নিকটে আসিও না। আমি যে গঙ্গার জলে
 বিহার করিতেছি, তাহা তোমরা বুঝিতেছ না কেন? ॥১২॥

আমি গন্ধৰ্ব্ব, আমার নাম অঙ্গারপৰ্ণ এবং আমি আপন শক্তি অনুসারেই চলিয়া
 থাকি ইহা জানিও, আর আমি অভিমানী, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কুবেরের প্রিয় সখা ॥১৩॥

‘অঙ্গারপৰ্ণ’—নামে বিখ্যাত এই বন আমার; আমি গঙ্গার নিকটে ইচ্ছানুসারে
 বিচরণ করিয়া যে বনে নানাপ্রকার বিহার করিয়া থাকি ॥১৪॥

(১৪)....অহু গঙ্গাঞ্চ রাক্ষীক চিত্রং যত্র রমাম্যাহম্। (১৫) ননংহমাঃ শৃঙ্গিণো বা ন চ
 দেবাজনস্রজঃ। কুবেরস্ত যথোক্ষীৎ কিং মাং সমুপসর্পথ ॥ ঐদৃশঃ পাঠঃ কচিং।

অর্জুন উবাচ ।

সমুদ্রে হিমবৎপার্শ্বে নগামস্ত্যাক লুপ্ততে ! ।

রাত্রাবহনি সঙ্কায়্যাং কস্তা গুপ্তঃ পরিগ্রহঃ ॥১৬॥

ভুক্তো বাপ্যথবাহভুক্তো রাত্রাবহনি খেচর ! ।

ন কালনিয়মো হস্তি গঙ্গাং প্রাপ্য সরিহরাম্ ॥১৭॥

বয়স শক্তিসম্পন্ন্য অকালে হ্যমধুযুগম ।

অশক্তা হি রণে কুর ! যুগ্মানষ্ঠান্তি মানবাঃ ॥১৮॥

পুরা হিমবতশ্চৈব হৈমশৃঙ্গাদিনিঃসৃত্য ।

গঙ্গা গঙ্গা সনুদ্রাস্তঃ সপ্তধা সমগচ্ছত ॥১৯॥

গঙ্গাং যদুনাকৈব প্লক্ষজাতাং সরস্বতীন্ ।

রথস্তাং সরযুকৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা ।

অপর্যুমিতপাপান্তে নদীঃ সপ্ত পির্বান্তি যে ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

সমুদ্র ইতি । কস্তা পরিগ্রহো জনগ্রহণম্, উপোঃ বারিহঃ, কস্তাপ নেত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভুক্ত ইতি । ভুক্তাদীনং কস্তাপি জনগ্রহণে কালনিয়মো নাস্তীত্যর্থঃ ॥১৭॥

বয়মিতি । অকালে হৃদিহারসময় ইত্যর্থঃ, অধুযুগম প্রাপ্তভয়া বাসঃ অনিচ্ছাম । “গ্রিহা পৃথ্য প্রাগলভ্যে” ইতি স্থাদিপূর্বধাতোঃ স্যন্তক্কা উদমপূর্বস্ববচনেন কৃৎসম্ ॥১৮॥

পূর্বোক্তি । সপ্তধা গঙ্গাদিভিঃ সপ্তভিঃ প্রকটৈঃ, সনুদ্রাস্তা সমগচ্ছ ৷ ১৯ ॥

ভারতভাবদীপঃ

উনবীষা যঃ কশিং হেতুয়া উপসর্পতি তবং মাং কথং ভবেন্নেত্যর্থঃ ॥১৬॥ যং ভু বাত্রো জনং ন স্ত্রিবাষিভ্যাকং তত্রাত—সমুদ্রে ইতি ॥১৭-১৭॥ যতঃ হি মানীভ্যাকং তত্রাত—বয়-

সেবতা, রাজস, মানুষ বা পশু—কোন প্রাণীই আমার জলবিহারের সময়ে এখানে আসে না ; সুতরাং তোমরা আসিয়াছ কেন ?” ॥১৭॥

অর্জুন বলিলেন—“হৃদয়তি ! সমুদ্রে, হিমালয়ের পার্শ্বে এবং এই গঙ্গানদীতে দিনে, রাত্রে বা সঙ্কাকালে জলগ্রহণ করিতে কাহার বাধা আছে ? ॥১৭॥

ভুক্তই হউক, আর অভুক্তই হউক, দিন হউক, বা রাত্রি হউক, নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গার জল গ্রহণ করিতে কাহারও কোন কালনিয়ম নাই ॥১৭॥

আমরা শক্তিশালী বলিয়াই তোমাকে তিরস্কার করিলাম ; আর যুদ্ধে অসমর্থ মানুষেরাই তোমাদের পূজা করিয়া থাকে ॥১৮॥

এই গঙ্গা পূর্বকালে হিমালয়ের হৈমশৃঙ্গ হইতে নির্গত হইয়া যাইয়া সপ্তপ্রকারে সমুদ্রের ভলে মিশিয়াছে ॥১৯॥

ইয়ং ভূয়া চৈকবপ্রা শুচিরাকাশগা পুনঃ ।

দেবেষু গঙ্গা গন্ধর্ব ! প্রাপ্নোত্যলকনন্দতাম্ ॥২১॥

তথা পিতৃন্ বৈতরণী ছন্তরা পাপকর্ম্মভিঃ ।

গঙ্গা ভবতি বৈ প্রাপ্য কৃষ্ণদ্বৈপায়নোহরবীং ॥২২॥

অসংবাধা দেবনদী স্বর্গসম্পাদনৌ শুভা ।

কথমিচ্ছসি তাং রোদ্ধুং নৈষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২৩॥

অনিবার্য্যমসংবাধং তব বাচা কথং বয়ম্ ।

ন স্পৃশেম যথাকামং পুণ্যং ভাগীরথীজলম্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

অথ কে তে সপ্ত প্রকারা ইতাহ—গঙ্গামিতি । রথস্থং রথবহ্নতগিরিশৃঙ্গনির্গতামিতি সরস্ব-
বিশেষণম্, অতো নাষ্টপ্রকারাপত্তিঃ । ন পর্য্যুযিতং পরদিনেহপি স্থিতং পাপং যেবাং তে সপ্ত এব
নষ্টপাপা ইত্যর্থঃ । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২০॥

ইয়মিতি । ইয়ং শুচিঃ পবিত্রা গঙ্গা, একমাকাশমাত্রং বপ্রং তটং যন্তাঃ সা তাদৃশী আকাশগা
সতী, দেবেষু দেবলোকেষু, অলকনন্দতাম্ অলকনন্দেতি নাম প্রাপ্নোতি । সংজ্ঞায়ামপি ব্রহ্মত্বমর্থম্ ।
“পিতৃকেদারয়োর্বপ্রো বপ্রঃ প্রোকাররোধসোঃ” ইতি বিধিঃ ॥২১॥

তথেন্তি । গঙ্গা পিতৃন্ পিতৃলোকান্ প্রাপ্য পাপকর্ম্মভির্জনৈছন্তরা বৈতরণী ভবতী-
তাশ্বয়ঃ ॥২২॥

অসমিতি । অসংবাধা কেনাপাবাধনীয় ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি । অগ্নয়ম্ ধষিতবস্তুঃ ॥১৮॥ সপ্তধা—বসৌকসারা নলিনী পাবনী সীতা চক্ষুঃ সিদ্ধ-
রলকনন্দেতি সপ্তধা । গঙ্গা সমুদ্রাস্তঃ সমপচ্ছতেতি যোজনা । অপৰ্য্যুযিতপাপা নিঃশেষিত-
পাপাঃ ॥১৯—২০॥ একমাকাশরূপং বপ্রং তটং যন্তাঃ সা, “তটং বপ্রম্” ইতি মেদিনী
॥২১—২২॥ অসংবাধা নিঃসঙ্কটা, ইতরনদীবৎ প্রাবৃষি রজস্বলাস্তেন ক্ষণমপ্যস্পৃশস্বং ন

গঙ্গা, যমুনা, প্লক্ষজাতা, সরস্বতী, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী—এই সাতটি নদীর
জল যাহারা পান করে, তৎক্ষণাৎ তাহাদের পাপ নষ্ট হয় ॥২০॥

এই পবিত্র গঙ্গা আকাশপথে যাইয়া দেবলোকে ‘অলকনন্দা’—নাম ধারণ
করিয়াছে ॥২১॥

আবার এই গঙ্গাই পিতৃলোকে যাইয়া পাপিষ্ঠ লোকের ছন্তরগীয়া বৈতরণী নদী
হইয়াছে ; এই সকল কথা শ্রবণ বেদব্যাস বলিয়াছেন ॥২২॥

অতএব স্বর্গ ও সর্বপ্রকার মঙ্গলজনিকা এই গঙ্গার জল ব্যবহার করিতে কেহই
বাধা দিতে পারে না : তুমি বাধা দিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন ? ইহা ত সনাতন
ধর্ম্ম নহে ! ॥২৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অঙ্গারপৰ্ণস্তচ্ছূত্বা ক্লৃদ্ধ আয়ম্য কাম্মুকম্ ।

মুমোচ বাণাম্লিশিতানহীনানীবিষানিব ॥২৫॥

উল্লুকং ভ্রাময়ন্তুর্গং পাণ্ডবশ্চক্ষ্ম চোত্তমম্ ।

ব্যপোবাহ শরাংস্তস্মৈ সর্বানেব ধনঞ্জয়ঃ ॥২৬॥

অৰ্জুন উবাচ ।

বিভীষিকা বৈ গন্ধৰ্ব ! নাত্তজ্জেষু প্রযজ্যতে ।

অত্তজ্জেষু প্রযুক্তেন্যং কেনবৎ প্রবিলীয়তে ॥২৭॥

মানুষ্যমানতিগন্ধৰ্বান্ সর্বান্ গন্ধৰ্ব ! লক্ষয়ে ।

তস্মাদভ্ৰেণ দিব্যেন যোংস্তোহহং ন তু মায়য়া ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

অনিবাধ্যমিতি । কেনাপানিবাধ্যম, অসংবাধ্য শাস্ত্রনিষেধবহিঃক ॥২৫॥

অঙ্গারেতি । আনীবিষান্ তীক্ষ্ণবিষান্, অহীন সর্পানিব ॥২৬॥

উল্লুকমিতি । উল্লুকং হস্তদন্তং জলংকাঠম্ । ব্যপোবাহ নিবারয়ামাস ॥২৬॥

নিভীষিকেতি । বিভীষিকা ভয়প্রদর্শনম্ । ইয়ং বিভীষিকা ॥২৭॥

মানুষ্যমানিতি । সর্বান্ গন্ধৰ্বান্, মানুষান্, অতি বহেনাতিজ্ঞাত্বান্ । দিব্যেন স্বগীয়েণ ॥২৮॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ ॥২৫—২৬॥ অহীন সর্পান্, আনীবিষান্ বিধদন্তান্ ॥২৬॥ চক্ষ্ম চ্ছূত্বাৎ—

যাহাতে কেহ বাধ্য দিতে পারে না, শাস্ত্রীয় কোন নিষেধ নাই ; কেবল তোমার কথায় আমরা সেই পবিত্র গঙ্গাজল ইচ্ছানুসারে কেন স্পর্শ করিব না ?” ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অঙ্গারপর্ণ অৰ্জুনের উক্তি শুনিয়া, ক্লৃদ্ধ হইয়া, ধস্ত আয়ত করিয়া, তীক্ষ্ণবিষ সর্পের জ্বায় অনেক নিশিত বাণ নিক্ষেপ করিল ॥২৬॥

তখন অৰ্জুন হস্তস্থিত জলংকাঠ এবং উৎকৃষ্ট চক্ষ্ম (ঢাল) ঘুরাইতে থাকিয়া সম্বরই অঙ্গারপর্ণের সমস্ত বাণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন ॥২৬॥

পরে, অৰ্জুন বলিলেন—“গন্ধৰ্ব ! অস্ত্রজদিগের প্রতি তোমাদের এই ভয়প্রদর্শন সকল হয় না ; কেন না, অস্ত্রজদিগের প্রতি এইরূপ ভয়প্রদর্শন করিলে, তাহা কেনের জ্বায় লয় পাইয়া যায় ॥২৭॥

গন্ধৰ্ব ! সকল গন্ধৰ্বকেই মানুষ অপেক্ষা প্রবল দেখিতে পাই । অতএব আমি তোমার সহিত স্বর্গীয় অস্ত্র দ্বারাই যুদ্ধ করিব, কিন্তু মায়া দ্বারা নহে ॥২৮॥

পূবান্নমিদমাগ্নেয়ং প্রাদাৎ কিল বৃহস্পতিঃ ।

ভরদ্বাজায় গন্ধর্ব ! গুরুর্মান্যঃ শতক্রতোঃ ॥২৯॥

ভরদ্বাজাদগ্নিবেশ্যো হগ্নিবেশ্যাদ্গুরুর্মম ।

সাক্ষিদং মহ্যমদদদ্রোণো ব্রাহ্মণসত্তমঃ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতু্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ ক্রুদ্ধো গন্ধর্বায় নমোচ হ ।

প্রদৌপ্তমদ্রমাগ্নেয়ং দদাহাস্ত রথস্থ তং ॥৩১॥

বিরথং বিপ্লুতং তস্ত স গন্ধর্বং মহাবলম্ ।

অদ্রতেজঃপ্রমুঢ়ং প্রপতন্তমবাগ্মথম্ ॥৩২॥

শিরোরুহেষু জগ্রাহ মাল্যবৎস্থ ধনঞ্জয়ঃ ।

ভ্রাতৃন্ প্রতি চকর্বাণ সোহদ্রপাতাদচৈতসম্ ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । শতক্রতোঃস্রুস্ত গুরুঃ, অতএব তস্মাপি মান্যঃ । ততশ্চাত্ত্বার্থভ্রম ॥২৯॥

ভরেতি । প্রথমার্ধে প্রাপ্তবানিতি শেষঃ । সাধু সম্যক ॥৩০॥

ইতীতি । পাণ্ডবোহজ্জুনঃ । তদাগ্নেয়মহং কর্ত্ব । অস্ত্র অস্ত্রাপর্ণস্বা ॥৩১॥

বিরথমিতি । বিপ্লুতং বিহ্বলম্ । স ধনঞ্জয়ঃ । অদ্রতেজসা প্রমুঢ়ং মুচ্ছিতম্ । মাল্যবৎস্থ
পুষ্পমালাশোভিতেষু, শিরোরুহেষু কেশেষু । অচৈতসং সংজাহীনম্ ॥৩২—৩৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মায়ুধপাতভ্রাণম্ । বাপোহত অপসারিতবান্ ॥২৬॥ মাতৃপানতি মাতৃষাধিকান্ লক্ষ্যে

গন্ধর্ব ! দেবরাজের গুরু ও মাননীয় স্বয়ং বৃহস্পতি পূর্বকালে এই আগ্নেয়
অস্ত্র মহর্ষি ভরদ্বাজকে দিয়াছিলেন ॥২৯॥

ভরদ্বাজ হইতে অগ্নিবেশ্য এবং অগ্নিবেশ্য হইতে আমার গুরু দ্রোণ ইহা পাইয়া-
ছিলেন ; সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দ্রোণ আবার আমাকে ইহা দান করিয়াছেন” ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অজ্জুন এই কথা বলিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, সেই প্রজ্জ্বলিত
আগ্নেয় অস্ত্র গন্ধর্বের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ; সেই অস্ত্র গন্ধর্বের রথখানা দহ
করিল ॥৩১॥

তখন মহাবলশালা সেই গন্ধর্ব রথহীন, বিহ্বল এবং অস্ত্রের তেজে অচৈতন্ত
হইয়া অধোমুখে পড়িতে লাগিল ; সেই সময়ে অজ্জুন যাইয়া তাহার পুষ্পমালা-
শোভিত কেশকলাপ ধারণ করিলেন এবং অস্ত্রাঘাতে অচৈতন্ত সেই গন্ধর্বকে ভ্রাতৃ-
গণের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনিতে লাগিলেন ॥৩২—৩৩॥

যুধিষ্ঠিরং তস্য ভাৰ্য্যা প্রপেদে শরণার্থিনী ।
নাম্না কুন্তীনসৌ নাম পতিব্রাণমভীপ্সতী ॥৩৪॥

গন্ধৰ্ব্বাচ ।

ত্ৰায়স্ব মাং মহাভাগ ! পতিক্লেমং বিমুক্ত মে ।
গন্ধৰ্ব্বাং শরণং প্রাপ্তাং নাম্না কুন্তীনসৌং প্রভো ! ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যুদ্ধে জিতং যশোহীনং দ্রুপদাথমপরাক্রমম্ ।
কো নিহন্তাদ্রিপুং তাত ! যুদ্ধেমাং বিপুসুদন ! ॥৩৬॥

অৰ্জুন উবাচ ।

জীবিতং প্রতিপন্নম্ গচ্ছ গন্ধৰ্ব ! মা শুচ্যঃ ।
প্রদিশত্যভয়ং তেহগ কুরুরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৭॥

গন্ধৰ্ব্ব উবাচ ।

জিতোহহং পান্দবকং নাম দ্রুপদাম্যঙ্গারপণ তাম্ ।
ন চ দ্বাঘে বলেনাস্ত ! ন নাম্না জনসংসদি ॥৩৮॥

ভারবকৌমুদী

যুধিষ্ঠি । প্রপেদে প্রাপ্তাঃ নাম প্রসিক্তাঃ যত্রীপাতী ইচ্ছন্তাঃ । ননোপ আশঃ ॥৩৪॥

ত্ৰায়ষেতি । পত্ন্যমোচনেনৈব মম যুধিষ্ঠির ভাবঃ ॥৩৫॥

যুদ্ধ ইতি । স্ত্রী ভাট্ট্যাব ন্যপে রক্ষিতং যস্য তম্ ॥৩৬॥

জীবিতমিতি । প্রতিপন্নম্ ভবত্ব । মা শুচ্যঃ পরাভবদশায় শোকঃ ন বৃদ্ধ ॥৩৭॥

তখন কুন্তীনসোনাম্নী সেই গন্ধৰ্ব্বের ভাৰ্য্যা পতির প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায়
তৎক্ষণাৎ যাইয়া যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল ॥৩৪॥

গন্ধৰ্ব্বী বলিল—“হে প্রভো ! হে মহাশয় ! আপনি আমাকে রক্ষা করুন,
আমার এই পতিকে ছাড়িয়া দিন ; আমিও গন্ধৰ্ব্বী, আমার নাম কুন্তীনসী, আমি
আপনার শরণাগত” ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“যুদ্ধে জয় করায় যাহার যশ নাই, পরাক্রম নাই এবং
দ্রুপদাই রক্ষক, সে শত্রুকে কোন্ ব্যক্তি বধ করে ? অতএব অৰ্জুন ইহাকে তুমি
ছাড়িয়া দাও” ॥৩৬॥

অৰ্জুন বলিলেন—“গন্ধৰ্ব্ব ! জীবন লাভ কর এবং চলিয়া যাও, শোক করিও
না । কুরুরাজ যুধিষ্ঠির আজ তোমাকে অভয় দিয়াছেন” ॥৩৭॥

(৩৫) ইতঃ পরম্ ‘দ্রুপদাচ মহাবাহুঃ কান্দনং বৈ যুধিষ্ঠিরঃ’ ইত্যধিক্যং কচিং ।

(৩৬) ...ন চ দ্বাঘে বলে... ৩৬... ।

সাক্ষিমং লক্ষবাল্লভং যোহহং দিব্যাস্ত্রধারিণম্ ।
 গান্ধর্ব্যা মায়েচ্ছামি সংযোজয়িতুমর্জুনম্ ॥৩৯॥
 অস্ত্রাঘ্নিনা বিচিত্রোহয়ং দন্ধো মে রথ উত্তমঃ ।
 সোহহং চিত্ররথো ভূত্বা নান্না দন্ধরথোহভবম্ ॥৪০॥
 সম্ভূতা চৈব বিদেয়ং তপসেহ ময়া পুরা ।
 নিবেদয়িষ্যে তামগ্ন প্রাণদায় মহাত্মনে ॥৪১॥
 সংস্তুম্ভয়িত্বা তরসা জিতং শরণমাগতম্ ।
 যো রিপুং যোজয়েৎ প্রাণৈঃ কল্যাণঃ কিং ন সোহর্হতি ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

জিত ইতি । অঙ্গারো জনংকাষ্ঠং তথঃ পূর্ণং বাহনং রথো যস্ত সঃ অঙ্গারপর্ণস্তস্তাং তজ্জপ-
 মিতার্থঃ, পূর্ণকং পূর্ণবত্তি । ভ্রাত্রে আশ্বগৌরবং করোমি । অজ্ঞেতি সম্বোধনে ॥৩৮॥
 সাক্ষিতি । লাভং লাভবদেব স্তম্ভম্ । যুদ্ধিষ্ঠিরঃ প্রদিশতীত্যনেনাত্মনাদর্জুনমিত্যুক্তম্ ॥৩৯॥
 অস্ত্রোতি । দন্ধরথো ভূত্বা, নান্না চিত্ররথঃ অভবমিত্যর্থঃ ॥৪০॥
 সম্ভূতেতি । সম্ভূতা প্রাপ্তা । নিবেদয়িষ্যে জ্ঞাপয়িষ্যামি ॥৪১॥
 সমিতি । তরসা বলেন, সংস্তুম্ভয়িত্বা সংজ্ঞালোপেন স্তকীকৃত্য ॥৪২॥

ভারতভাবদীপঃ

অতো দিব্যেনাস্ত্রে যোঃস্তে ॥২৭-৩১॥ বিপ্রতঃ রথচ্যুতম্, অতএব প্রমুগম্ ॥৩২-৩৫॥
 স্ত্রী নাথো বক্ষিতা যস্তা তম্ ॥৩৬-৩৭॥ অঙ্গারবৎ ভাস্বরং দুঃস্পর্শঞ্চ পূর্ণং বাহনং রথো যস্ত
 সোহঙ্গারপর্ণস্তস্তা ভাবস্তম্ভম্ ॥৩৮॥ লাভঃ লাভবৎস্থদং সথায়ম্ ॥৩৯-৪০॥ সংভূতা

গান্ধর্ব বলিল—“আমি পরাজিত হইয়াছি বলিয়া পূর্বের ‘অঙ্গারপর্ণ’ নাম
 পরিত্যাগ করিলাম ; আর লোকসভায় শক্তি বা নাম দ্বারা আত্মপ্রশংসা করিব
 না ॥৩৮॥

আমি এটা ভাল লাভ করিলাম যে, আমি দিব্যাস্ত্রধারী অর্জুনকে গান্ধর্বী
 মায়ায় সংযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিতে পারিতেছি ॥৩৯॥

অস্ত্রাঘ্নি আমার এই বিচিত্র উত্তম রথখানিকে দন্ধ করিয়া দিয়াছে ; সুতরাং
 আমি দন্ধরথ হইয়া নামতঃ ‘চিত্ররথ’ হইলাম ॥৪০॥

আমি পূর্বের তপস্যা দ্বারা এই বিজ্ঞাটী লাভ করিয়াছিলাম ; আজ তাহা
 প্রাণদাতা মহাত্মাকে দান করিব ॥৪১॥

যিনি আপন শক্তিতে জয় করিয়া শত্রুকে স্তম্ভ করিয়াছিলেন, পরে আবার

চাক্ষুষী নাম বিদ্যেয়ং যাং সোমায় দদৌ মনুঃ ।

দদৌ স বিশ্বাবসবে যম বিশ্বাবসুর্দদৌ ॥৪৩॥

সেয়ং কাপুরুষপ্রাপ্তা গুরুদত্তা প্রণশ্চতি ।

আগমোহস্তা ময়া প্রোক্তো বীৰ্য্যং প্রতিনিবোধ মে ॥৪৪॥

যচ্চক্ষুষা দ্রষ্টুমিচ্ছেত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।

তং পশ্যেদ্যাদৃশক্ষেচ্ছেদাদৃশং দ্রষ্টুমর্হতি ॥৪৫॥

একপাদেন যথাসান্ স্থিতো বিচাং লভেদমিমাং ।

অনুনেম্যাম্যহং বিচাং স্বয়ং তুভ্যং ত্রতেংকৃতে ॥৪৬॥

বিদ্যায়া হনয়া রাজন্ ! বয়ং নৃত্যো বিশেষিতাঃ ।

অবিশিষ্টাশ্চ দেবানামনুভাবপ্রদর্শিনঃ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

চাক্ষুষীতি । সোমায় চক্রায় । বিশ্বাবসুর্নাম গন্ধর্ব্বঃ ॥৪৩॥

সেতি । প্রণশ্চতি নিফলা ভবতি । আগমঃ পরম্পরয়া প্রাপ্তিঃ । বীৰ্য্যং শক্তিম্ ॥৪৪॥

যদिति । যাদৃশং যদ্যদ্ব্যবশিষ্টম্ । তাদৃশং তত্তদ্ব্যবশিষ্টম্ ॥৪৫॥

একেতি । ত্রতে একপাদেন যথাস্থিতিক্রমে নিয়মে, ত্রয়া অকৃতংহপি, স্বয়মেবাহম্, তুভ্যাম্, অনুনেম্যামি প্রাপয়িষ্যামি দাস্তামীত্যর্থঃ ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অজিতা তপসা ॥৪১॥ প্রাণৈর্ধোজয়েৎ ন হন্যৎ ॥৪২—৪৪॥ যদिति । তৎ যদ্বিশ্বরূপং পশ্যেৎ, যাদৃশং যদ্ব্যবশিষ্টম্ সামান্যতো বিশেষতশ্চ সর্বং সর্বাবস্থং বস্তু সর্বদা সমকল্লান্ত-সংরেণ পজেদিত্যর্থঃ ॥৪৫॥ অন্বনেম্যামি পশ্যাৎ প্রাপয়িষ্যামি ॥৪৬॥ বিশেষিতাঃ বিশিষ্টাঃ, সেই শত্রু পরগণগত হইলে তাহাকে প্রাণ দান করিয়াছেন, তিনি কোন মঙ্গলকর বস্তু না পাইতে পারেন ? ॥৪৭॥

এই বিজ্ঞার নাম—‘চাক্ষুষী’, যাহা মনু চন্দ্রকে দিয়াছিলেন, চন্দ্র বিশ্বাবসুকে দিয়াছিলেন, বিশ্বাবসু আবার আমাকে দিয়াছেন ॥৪৩॥

গুরুপ্রদত্ত এই বিজ্ঞা কাপুরুষের নিকট গেলে বিনষ্ট হইয়া যায় । ইহার প্রাপ্তির বিষয় আমি বলিলাম ; এখন শক্তির বিষয় শ্রবণ করুন ॥৪৪॥

লোক ত্রিভুবনের মধ্যে যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা করিবে, এই বিজ্ঞার প্রভাবে তাহাই দেখিতে পাইবে এবং যে-রকম দেখিতে ইচ্ছা করিবে, সেই রকমই দেখিতে পারিবে ॥৪৫॥

ছয় মাস যাবৎ এক পায় ঢাড়াইয়া থাকিয়া এই বিজ্ঞা লাভ করিতে পারে ; কিন্তু আপনি এ ব্রত না করিয়া থাকিলেও আমি নিজেই আপনাকে এই বিজ্ঞা দিব ॥৪৬॥

গন্ধৰ্বজানামগ্ধানামহং পুরুষসত্তম ! ।

ভ্রাতৃত্বাস্তব তুভ্যঞ্চ পৃথগ্ দাতা শতং শতম্ ॥৪৮॥

দেব ! গন্ধৰ্ববাহাস্তে দিব্যবর্ণা মনোজবাঃ ।

ক্ষীণাক্ষীণা ভবন্ত্যেতে ন হীয়ন্তে চ রংহসঃ ॥৪৯॥

পুরা রুতং মহেন্দ্রস্য বজ্রং বৃহ্ননিবহ্ণম্ ।

দশধা শতধা চৈব তচ্ছীর্ণং বৃহ্ননৃদ্ধনি ॥৫০॥

ততো ভাগীকৃতো দৌৰ্বৈৰ্জজ্ঞভাগ উপাস্মতে ।

লোকে বশোধনং কিঞ্চিৎ সা বৈ বজ্রতনুঃ স্মৃতা ॥৫১॥

ভারতকৌমুদী

নিজয়েতি । ভূভ্যো মনুষ্যভ্যঃ, বিশেষিতা অধিকীকৃত্যঃ । অবশিষ্টাঃ সমানাঃ, অল্প-
ভাবপ্রদর্শিনাঃ প্রভাবপ্রদর্শনক্ষমাঃ । “অমৃত্যবঃ প্রভাবেহপি” ইত্যমরঃ ॥৪৭॥

গন্ধৰ্বৈহি । গন্ধৰ্বজানাং তদ্বংশজাতানাম্ । দাতা দাতামি । তনুপ্রত্যয়ঃ ॥৪৮॥

দেবেতি । হে দেব ! রাজন্ ! রাজপুত্রোতি যাবৎ, গন্ধৰ্বানাং বাহা অশ্বাঃ । ক্ষীণাক্ষীণাঃ
প্রয়োজনানুসারেণ কৃশা অকৃশাশ্চ । রংহসো বেগাৎ, ক্ষীণভ্বেহপি ন হীয়ন্তে ॥৪৯॥

তদন্বাৎকসং বজ্রনুপক্রমতে—পুৱেতি । বৃহ্ননিবহ্ণং বৃহ্নাস্থরনাশকম্ । দশধা শতধা
দশগুণিতশতধা সহস্রধেতাৎ, শীর্ণং ভয়ম্ ॥৫০॥

ভারতভাবদীপঃ

অবশিষ্টাঙ্গুলাঃ, অমৃত্যবস্তে আকাশগমনাদৃশ্যভাৱেঃ প্রদর্শিনো দর্শনশীলাঃ ॥৪৭--৪৮॥ ক্ষীণাশ্চ
অক্ষীণাশ্চ ক্ষীণাক্ষীণাঃ পৃকা অক্ষীণাস্থকৃশা বা এতৎ ন ভবন্তি, রংহসো বেগাচ্চ ন হীয়ন্তে
ইতি নকারাত্মবদেব মোক্ষম্ । “ক্ষীণাঃ ক্ষীণাঃ” ইতি পাঠে সমথাঃ অসমর্থ্য ইত্যর্থঃ,
ঐশ্বর্যার্থস্তু ক্ষমতেঃ কৰ্ত্তরি নিষ্ঠায়াঃ দৈৰ্ঘ্যঃ পক্ষক । এতে রংহসো বেগাতিশয়াৎ ন হীয়ন্তে
অপি তু অধিকমধিকং সমথা ভবন্তীত্যর্থঃ । রংহসো বেগাৎ ॥৪৯॥ অন্বাৎপত্তিমাহ—চতুর্ভিঃ
পুৱেতি ॥৫০॥ ভাগীকৃতঃ শীর্ণবাদনেকধাতুতো বজ্রভাগঃ তেষু তেষু স্থানেষু দৌৰ্বৈকপাস্মতে ।

রাজপুত্র ! আমরা এই বিচার গুণেই মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছি এবং দেব-
গণের সমানই প্রভাব দেখাইতে পারি ॥৪৭॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার ভ্রাতৃগণকে এবং আপনাকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে
এক শত করিয়া গন্ধৰ্বদেবীয়া অশ্ব দান করিব ॥৪৮॥

রাজপুত্র ! গন্ধৰ্বদেবীয়া সেই অশ্বগুলি সুন্দরবর্ণ, মনের ত্রায় বেগবান্ এবং
প্রয়োজন অনুসারে ক্ষীণ ও অক্ষীণ হইতে পারে, আর কখনও বেগভ্রষ্ট হয় না ॥৪৯॥

পূৰ্বকালে বৃহ্নাস্থরবধের জন্তে ইন্দ্রের বজ্র নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল ; পরে তাহা
বৃহ্নাস্থরেরই মস্তকে পতিত হইয়া সহস্রভাগে বিভক্ত হইয়াছিল ॥৫০॥

বজ্রপাণির্ব্রাহ্মণঃ স্মৃতাং কত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্ ।

বৈশ্ণা বৈ দানবজ্রাশ্চ কশ্যবজ্রা যবীয়সঃ ॥৫২॥

কত্রবজ্র স্ম ভাগেন অবধ্যা বাজিনং স্মৃতাঃ ।

রথাস্তং বড়বা স্মৃতে শুরাশ্চাশ্বেষু যে মতাঃ ॥৫৩॥

কামবর্ণাঃ কামজবাঃ কামতঃ সমুপস্থিতাঃ ।

ইতি গন্ধর্ব্বজাঃ কামং পুরয়িষ্যান্তি মে হয়াঃ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ভাগীকৃতো বজ্রমুদৈব খণ্ডখণ্ডীকৃতঃ । যশোধনমুক্তম্ ॥৫১॥

বজ্রেতি । বজ্রমুক্তো হবিঃ পাণৌ যশ্চ মঃ । বজ্রং তদ্বজ্রসাধকো রথো যশ্চ তৎ । দানবৈব
বজ্রমুক্তো যেষাং তে । যবীয়সো যবীয়াসঃ কনিষ্ঠাঃ শূদ্রাঃ, কশ্য বিজ্ঞসৈবৈব বজ্রমুক্তো যেষাং
তে । হবিঃপ্রদানাদিনা পাণাদয় এব ব্রাহ্মণাদীনাং বজ্রা বা ॥৫২॥

কত্রেতি । উক্তদ্বিতীয়া কত্রস্ত বজ্রং প্রথমস্ত ভাগেন চালকতয়া অংশভূতয়েন হেতুনা,
বাজিনোহযাঃ, অবধ্যা অনায়াসেন হস্তমশক্যাঃ । কে তে ইত্যাহ—বড়বা অথা ন পুনরশ্বতের প্রার্থাঃ,
যাঃ রথাক্রমথম, অশ্বে, অশ্বেষু মধ্যে যে চ শূদ্রাঃ ॥৫৩॥

কামেতি । কামবর্ণা ইচ্ছাক্রমারেণ বর্ণধারিণ ইত্যর্থঃ । এবমজ্ঞতাপি । গন্ধর্ব্বজা গন্ধর্ব্ব-
দেবজাভাঃ, মে মম, হয়া অযাঃ, ইতি পুরোক্তভো হেতুভাঃ, তব কামং পুরয়িষ্যান্তি ॥৫৪॥

ভারতাবদীপঃ

স্বানাজেব সামাজ্যতো বিশেষতচ্চাহ—লোকে ইতি । যশোধনম্ উৎকৃষ্টাঃ স্পৃহণীয়ম্ ; সৈব
বজ্রস্ত্যঃ বজ্রস্ত স্বরূপম্ । সৈবোতি বিশেষনিজ্ঞাপেকয়া শ্রীতম্ । “তপে পয়সি দদ্যানয়তি সা
স্বানেষু বৈশ্বদেব্যামিহ” ইতিবৎ ॥৫১॥ ব্রাহ্মণস্ত পাণিঃ হবিঃপ্রদাতাঃ বজ্রাঃ, ইত্যেযাঃ
মার্ত্তিজাত্যেনে হবিঃপ্রক্ষেপানহিহাঃ ; অঃ ম দেবৈকপদান্তে । রথো তি দেবব্রাহ্মণাধিপা
নাশহেতুহাঃ বজ্রাঃ দেবোপাত্তম্ । দানকশ্যগোরপি ব্রহ্মকত্রপ্লীতিকরহাঃ বজ্রম্ । তেন
বজ্রবস্তো ব্রাহ্মণদয়ো দেবৈকপদীযান্ত ইত্যর্থঃ ॥৫২॥ প্রকৃতে কিমায়াতঃ তদাহ—কত্রেতি ।
কত্রবজ্রং প্রথমস্ত ভাগেন অংশয়েন অবধ্যা অবধিভূতাঃ বাজিনো বেগবন্তঃ । প্রথম বজ্রে
অযোৎকষ এব মুখ্য কারণং ন ক্ষজাদিকমিত্যর্থঃ । রথাস্তং প্রচালকম্ । বড়বা অযা ।
যে শূদ্রাস্তে চ রথাস্তম্ । রথিনা তুল্যোহশ্ব ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ স্বীয়শ্বেষু বিশেষমাহ—কামেতি ।

তদবধি দেবতারা সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বজ্রখণ্ডগুলির আদর করিয়া আসিতেছেন ।
জগতে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট আছে, সে সমস্তই বজ্রের অংশ ॥৫১॥

ব্রাহ্মণের হাত বজ্র, ক্ষত্রিয়ের রথ বজ্র, বৈজ্ঞের দান বজ্র এবং শূদ্রের সেবা
বজ্র ॥৫১॥

অর্থাৎ যে অশ্বকে প্রসব করে, কিংবা অশ্বের মধ্যে যেগুলি দীর্ঘ, সেগুলি
ক্ষত্রিয়ের বজ্রস্বরূপ রথের অংশ ; সুতরাং সেগুলিকে অনায়াসে বধ করা যায় না ॥৫৩॥

অৰ্জুন উবাচ ।

যদি প্রীতেন মে দত্তং সংশয়ে জীবিতস্ত বা ।

বিত্তা ধনং শ্রুতং বাপি ন তদগন্ধৰ্ব ! রোচয়ে ॥৫৫॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

সংযোগো বৈ প্রীতিকরো মহৎসু প্রতিদৃশ্যতে ।

জীবিতস্য প্রদানেন প্রীতো বিত্তাং দদামি তে ॥৫৬॥

ত্বতোহপ্যহং গ্রহীষ্যামি অস্ত্রমাগ্নেয়মুত্তমম্ ।

তথৈব সখ্যং বীভৎসো ! চিরায় ভরতর্ষভ ! ॥৫৭॥

অৰ্জুন উবাচ ।

ত্বতোহস্ত্রেণ রণোন্মথান্ সংযোগঃ শাস্ততোহস্তু নৌ ।

সখে ! তদক্রহি গন্ধৰ্ব ! যুগ্মদ্যো যদুয়ং ভবেৎ ॥৫৮॥

ভারতকৌমদী

যদীতি । জীবিতস্য সংশয়ে স্থিতেন বেতনঃ । বিত্তা উক্তরূপা, শ্রুতং ধনম্ উক্তরূপা অশ্বাঃ, শ্রুতং শাস্ত্রং বা । তৎ সৰ্বমহং নেতুং ন রোচয়ে, প্রতিদানশক্ত্বাদিতি ভাবঃ ॥৫৫॥

সংযোগ ইতি । অস্মা মহং জীবনং দত্তম্, অহমপি তুভ্যং বিত্তাদিকং দদামীতি ভাবঃ ॥৫৬॥

অথ সতো জীবনস্য ময়া কথং দানং সম্ভবতীত্যাহ—অন্ত ইতি । চিরায় সখ্যম্ ॥৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

গন্ধৰ্বজাঃ গন্ধৰ্বপোকজাঃ ॥৫৫॥ প্রীতেন দত্তমপি প্রতিপ্রদানমন্তরেণ ন রোচয়ে । “দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গৃহ্মমাখ্যাতি পৃচ্ছতি । তুঙ্ক্রে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতিসঙ্কণম্”

আমাদের গন্ধৰ্বদেবীয়া অশ্বগুলি ইচ্ছানুসারে রূপ ধরিতে পারে, ইচ্ছানুসারে বেগবান্ হইতে পারে এবং ইচ্ছানুসারে উপস্থিত হইতে পারে ; অতএব অবশ্যই সেগুলি আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিবে” ॥৫৪॥

অৰ্জুন বলিলেন—“গন্ধৰ্ব ! আপনি সন্তুষ্ট হইয়া, অথবা জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়া আমাকে যে বিত্তা, ধন এবং উপদেশ দিতে উত্তত হইয়াছেন, তাহার প্রতিদান করিতে পারিব না বলিয়া তাহা আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না” ॥৫৫॥

গন্ধৰ্ব বলিল—“প্রধান লোকের সংসর্গই সন্তোষজনক হয়, ইহা দেখা যায় । সে যাহা হউক, আপনি আমাকে জীবন দিয়াছেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পরিবর্তে চাক্ষুশী বিত্তা দিতেছি ॥৫৬॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন ! আমিও আপনার নিকট হইতে উত্তম আগ্নেয় অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী সখিও গ্রহণ করিব” ॥৫৭॥

(৫৭)....তথৈব যোগ্যং বীভৎসো !...

কাৰণং ক্ৰহি গন্ধৰ্ব ! কিং তদ্যেন স্ম ধৰ্মিতাঃ ।

যাস্তো বেদবিদঃ সৰ্কে সন্তো রাত্ৰাবরিন্দমাঃ ॥৫৯॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

অনয়য়োহনাহুতয়ো ন চ বিপ্রপুৰুষতাঃ ।

যুয়ং ততো ধৰ্মিতাঃ স্ম ময়া বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬০॥

যক্ষরাক্ষসগন্ধৰ্বাঃ পিশাচোরগদানবাঃ ।

বিস্তরং কুরুবংশস্ত ধীমন্তঃ কথয়ান্তি তে ॥৬১॥

নারদপ্রভৃতীনাস্ত দেবর্ষীণাং ময়া শ্রুতম্ ।

গুণান্ কথয়তাং বীর ! পূৰ্বেষাং তব ধীমতাম্ ॥৬২॥

ভারতকৌমুদী

যন্ত ইতি । অস্ত্রেণ আয়েয়াস্তদানেন । বৃণেমি গৃহ্মামি । সংযোগঃ সথাম্, শাস্তত্চিহ্নস্থায়ী, নৌ আবয়োঃ । যুযন্তো যুযন্তঃ । অদাদেশোভাব আৰ্হিঃ ॥৫৮॥

কাৰণমিতি । বয়ং সৰ্ব্ব এব বেদবিদঃ অরিন্দমাশ্চ সন্তঃ, রাত্ৰৌ যাস্ত এব যেন জয়া ধৰ্মিতা আক্রান্তাঃ, তন্তদীয়াং কাৰণং ক্ৰহি ॥৫৯॥

অনেনি । অনয়য়ো বিবাহাকরণান্তত্ৰাপাশ্চাপিতায়ঃ, অনাহুতয়ঃ অজ্ঞাপাদসাক্ষতঃ, বিপ্রঃ পুৰুষঃ অগ্রগামীকৃতো যৈস্তে তাদৃশাশ্চ ন ॥৬০॥

যজ্ঞেতি । বিস্তরম্ অনন্তসাধারণকক্ষণাং তৎকৌন্তীনাঞ্চ বাহনাম্ ॥৬১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইত্যুক্তেঃ । অস্ত্রথামম ঋণিষ্যং স্ফাদিত্তি ভাবঃ । পক্ষান্তরে তু মম যশোভানিঃ ॥৫৫॥ আত্মং পক্ষমাদন্তে সংযোগ ইত্যাদিনা ॥৫৬—৫৭॥ যুযন্তো যুযন্তঃ, যং যশ্যাক্ষেতোঃ ॥৫৮—৫৯॥

অৰ্জুন বলিলেন—“গন্ধৰ্ব ! আমি তোমাকে অস্ত্র দান করিয়া তোমার নিকট হইতে অশ্ব গ্রহণ করিব, আর আমাদের চিরস্থায়ী সখ্য হউক । কিন্তু সখে ! তোমাদের নিকট হইতে নাহুকের যে ভয় হয়, তাহার কাৰণ কি বল ॥৫৮॥

গন্ধৰ্ব ! আমরা সকলেই বেদজ্ঞ ও শত্ৰুদমনকারী হইয়াও রাষ্ট্রিতে চলিতে থাকিয়াই তোমাকর্তৃক যে আক্রান্ত হইলাম, তাহার কাৰণ কি, বল” ॥৫৯॥

গন্ধৰ্ব বলিল—“পাণ্ডবগণ ! তোমরা অগ্নি স্থাপন কর নাই, বা অস্ত্র অগ্নিঃ ৫৫ আহুতি দাও নাই, কিংবা ব্রাহ্মণকেও সম্মুখে করিয়া চল নাই, তাহাতেই আমাকর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলে ॥৬০॥

সখে ! বৃদ্ধিমান্ যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধৰ্ব, পিশাচ, নাগ ও দানবগণ তোমার কুরু-বংশের বহু বৃত্তান্ত বলিয়া থাকে ॥৬১॥

স্বয়ংকাপি ময়া দৃষ্টচরতা সাগরান্বয়াম্ ।
 ইমাং বহুমতীং কুংস্রাং প্রভাবঃ স্বকুলস্ত তে ॥৬৩॥
 বেদে ধনুৰি চাচার্য্যমভিজ্ঞানামি তেহজ্জ্বন ! ।
 বিপ্রতং ত্রিষু লোকেষু ভারদ্বাজং যশস্বিনম্ ॥৬৪॥
 ধৰ্ম্মং বারুণঃ শক্রঃ বিজ্ঞানাম্যশ্বিনৌ তথা ।
 পাণ্ডুঃ কুরুশাৰ্দূল ! যড়েতান্ কুরুবর্দ্ধনান্ ।
 পিতৃনেতানহং পার্থ ! দেবমানুষসন্তমান্ ॥৬৫॥
 বিজ্ঞাত্বানো মহাত্মানঃ সৰ্ব্বশত্রুভ্যং বরাঃ ।
 ভবন্তো ভ্রাতরঃ শূরাঃ সৰ্ব্বে সূচরিতব্রতাঃ ॥৬৬॥
 উত্তমাপঃ মনোবুদ্ধিং ভবতাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
 জ্ঞানমপি চ বঃ পার্থ ! কৃতবানিহ ধৰ্ম্মগান্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

নারদেতি । তব পূৰ্বেষাং পূৰ্ব্বপুরুষাণাম্ ॥৬৩॥
 স্বয়মিতি । স্বকুলস্ত সৎশস্ত তদ্রোংপন্নপূৰ্ব্বপুরুষগণাস্তেত্যর্থঃ ॥৬৪॥
 বেদ ইতি । আচার্য্যঃ শিক্ষকম্ । বিপ্রতং বিখ্যাতম্ । ভারদ্বাজং দ্রোণম্ ॥৬৪॥
 ধৰ্ম্মমিতি । শক্রমিহুম্ । দেবসন্তমা ধৰ্ম্মাদয়ঃ পক্ষঃ, মানুসসন্তমশ্চ পাণ্ডুঃ । বিজ্ঞানামি লোক-
 পরম্পরয়া শ্রবণাদিতি ভাবঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৬৫॥
 বিজ্ঞেতি । বিজ্ঞা আত্মনি যেধাং তে । সূচরিতং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং যৈস্তে ॥৬৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অনয়য়ো দারহীনভ্যঃ । অনাহতয়ঃ সমাবৃতভ্যঃ । আশ্রমবিশেষহীনঃ অত্রাক্ষণো ধৰ্ম্মবীৰ্য্য

বীর ! জ্ঞানী নারদপ্রভৃতি দেবর্ষিগণ যখন তোমার পূৰ্ব্বপুরুষগণের গুণকীর্তন করেন, তখন আমি তাহা শুনিয়াছি ॥৬৩॥

আর, আমি নিজেও এই সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতে থাকিয়া তোমার বংশজাত পূৰ্ব্বপুরুষগণের প্রভাব দেখিয়াছি ॥৬৪॥

অৰ্জ্জুন ! ত্রিভুবনবিখ্যাত ও যশস্বী দ্রোণ তোমাকে বেদ ও ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা আমি জানি ॥৬৪॥

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ! ধৰ্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই পাঁচ জন দেবশ্রেষ্ঠ, আর মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু, এই কুরুবংশবর্দ্ধক ছয় জন তোমাদের পিতা ইহাও আমি জানি ॥৬৫॥

আর, তোমরা সব কয়টি ভাইই যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিয়াছ, বিদ্বান্ হইয়াছ এবং উদারচেতা ও সকল অন্তঃকরের মধ্যে প্রধান বীর হইয়াছ ॥৬৬॥

দ্রৌসকাশে চ কৌরব্য ! ন পুমান্ কস্তমহতি ।
 ধৰ্মণামাত্মনঃ পশ্যন্ বাহুদ্রবিণমাশ্রিতঃ ॥৬৮॥
 নক্তঞ্চ বলমস্মাকং ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে ।
 যতন্ততো মাং কৌন্তেয় ! সদারং মন্যরাবিশং ॥৬৯॥
 সোহহং ভূয়েহ বিজিতঃ সংখ্যে তাপত্যবৰ্দ্ধন ! ।
 যেন তেনেহ বিধিনা কৌন্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৭০॥
 ব্রহ্মচর্য্যং পরে ধন্যঃ স চাপি নিয়তস্তুয়ি ।
 বস্মাত্তস্মাদহং পাথ ! রণেহস্মি বিজিতস্তুয়া ॥৭১॥
 বস্তু স্ম্যং ক্ষত্রিয়ঃ কশ্চিৎ কামবৃত্তঃ পরব্রুপ ! ।
 নক্তঞ্চ যধি যুধোত ন স জীবৎ কথঞ্চন ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

উক্তমামিতি । মনোযুকা বুদ্ধিরিতি মনোবুদ্ধিস্থাম্ । মধ্যপদলোপী সমাসঃ ॥৬৭॥

জীতি । ধৰ্মণামদমাননাম্ । বাহুদ্রবিণং বাহুবলম্ ॥৬৮॥

নক্তমিতি । নক্তং রাহৌ । মন্যঃ কোষঃ ॥৬৯॥

স ইতি । সংখ্যে যুদ্ধে । তেন তদ্বিন্যাসেন ॥৭০॥

ব্রহ্মচর্য্যঃ । নিয়তো নিয়মেন স্থিঃ ॥৭১॥

য ইতি । কাম এব বৃত্তং বারহাঙ্গো যস্য সং । নক্তং রাহৌ ॥৭২॥

ভারতভাবদীপঃ

হৃতার্থঃ ॥৬০—৬৯॥ মনোবুদ্ধিঃ মনঃসহিত্য বুদ্ধিঃ সত্ত্বনিষ্ঠয়ো, তাবিপ্রাশ্রয়না শোদিত

অৰ্জুন ! তোমাদের মন ও বুদ্ধি ভাল এক শিক্ষা দ্বারা আত্মাও বিশুদ্ধ হইয়াছে ; ইহা আমি জানিয়াও তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলাম ॥৬৭॥

তাহার কারণ এই যে, বাহুবলসম্পন্ন পুরুষ দ্বীর সাক্ষাতে নিভের অপমান দেখিয়া সহ্য করিতে পারে না ॥৬৮॥

বিশেষতঃ, রাহিতে আমাদের বল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । সেই জন্যই আমার ও আমার দ্বীর ক্রোধ জন্মিয়াছিল ॥৬৯॥

তথাপি তুমি আমাকে যে কারণে যুদ্ধে জয় করিয়াছ, তাহা আমি যথানিয়মে বলিতেছি, শোন ॥৭০॥

অৰ্জুন ! ব্রহ্মচর্য্যই উৎকৃষ্ট ধর্ম ; তাহাও যেহেতু নিয়তভাবে তোমাতে রহিয়াছে, সেই হেতুই তুমি আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে পারিয়াছ ॥৭১॥

অৰ্জুন ! যে ক্ষত্রিয় কামপরায়ণ হয়, সে যদি রাহিতে যুদ্ধ করে, তবে সে কোন প্রকারেই জীবিত থাকে না ॥৭২॥

যন্ত স্মাৎ কামব্রতোহপি স্মাচ্চ ব্রহ্মপুরস্কৃতঃ ।
 জয়েন্নক্ৰুরান্ সৰ্বান্ স ধূৰ্ত্তপুৰোহিতঃ ॥৭৩॥
 তস্মাত্তাপত্য ! যৎকিঞ্চিৎ গাং শ্রেয় ইহেপ্সিতম্ ।
 তস্মিন্ কৰ্ম্মাণি যোক্তব্যান্ দান্তান্নানঃ পুরোহিতাঃ ॥৭৪॥
 বেদে ষড়্ভঙ্গে নিরতাঃ শুচয়ঃ সত্যবাদিনঃ ।
 ধৰ্ম্মান্নানঃ কৃতান্নানঃ স্মার্পণাং পুরোহিতাঃ ॥৭৫॥
 জয়শ্চ নিয়তো রাজ্ঞঃ স্বৰ্গশ্চ তদনন্তরম্ ।
 যন্ত স্মাদ্ধৰ্ম্মবিদ্বাংসী পুরোধাঃ শীলবান্ শুচিঃ ॥৭৬॥
 লাভং লক্ষ্মণলক্ষং বা লক্ষং বা পরিরক্ষিতুম্ ।
 পুরোহিতং প্রকুবোত রাজা গুণসমপ্নিতম্ ॥৭৭॥
 পুরোহিতমতে তিষ্ঠেদ ন ইচ্ছেদ্ভূতিমান্ননঃ ।
 প্রাপ্তং বহুমতীং সৰ্বাং সৰ্বশঃ সাগরান্ধরাম্ ॥৭৮॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । ব্রহ্মা ব্রাহ্মণঃ পুরস্কৃতো যেন সঃ । নক্ৰুরান্ রাত্রিচরান্ গন্ধৰ্ব্বরাক্ষসাদীন্ । ধুরং
 কৌশলাদ্রূপদেশদানভারং গতঃ প্রাপ্তঃ পুরোহিতো যন্ত সঃ ॥৭৩॥
 তস্মাদিতি । দান্তান্নানঃ কামবিষয়ান্নিব্যাহিতচিত্তাঃ ॥৭৪॥
 বেদ ইতি । শুচয়ঃ পবিত্রাঃ । কৃতান্নানঃ সৰ্ববিষয়েষু শিক্ষিতাঃ ॥৭৫॥
 জয় ইতি । স্বৰ্গশ্চ নিয়ত ইতি সধ্বকঃ । পুরোধাঃ পুরোহিতাঃ ॥৭৬॥
 লাভমিতি । লভ্যত ইতি লাভো ধনং তম্ । প্রকুবোত তদ্রূপদেশাদিলাভায় ॥৭৭॥

কিন্তু যে ক্ষত্রিয় কামপরায়াণ হইয়াও ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়া যুদ্ধ করে, সে
 সেই পুরোহিত-ব্রাহ্মণের উপদেশেই সমস্ত রাত্রিচরকে জয় করিতে পারে ॥৭৩॥

অতএব হে তাপত্য ! এই জগতে মনুষ্যদিগের যে কিছু মাল্লিক বিষয় অভীষ্ট
 আছে, তাহাতেই সংযতচিত্ত পুরোহিত নিযুক্ত করিতে হইবে ॥৭৪॥

রাজাদের এমন পুরোহিত হওয়া চাই, যাহারা ষড়্ভঙ্গ বেদে নিরত থাকেন এবং
 পবিত্র, সত্যবাদী, ধৰ্ম্মান্না ও শিক্ষিত হন ॥৭৫॥

যে রাজার ধৰ্ম্মজ্ঞ, বাগ্মী, সংস্খভাব ও পবিত্র পুরোহিত থাকেন, সে রাজার
 ইহকালেও জয় নিশ্চিত, পরকালেও স্বৰ্গ নিশ্চিত ॥৭৬॥

রাজা অলক্ষ্য ধন লাভ করিবার জন্ত, কিংবা লক্ষ্য ধন রক্ষা করিবার জন্ত গুণবান্
 পুরোহিত নিযুক্ত করিবেন ॥৭৭॥

নহি কেবলশৌৰ্য্যেণ তাপত্যাভিজ্ঞেনেচ ।

অয়েদব্রাহ্মণঃ কশ্চিদভূমিং ভূমিপতিঃ কচিৎ ॥৭৯॥

তস্মাদেবং বিজানৌহি কুরুণাং বংশবৰ্দ্ধন ! ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখং রাজ্যং শক্যং পালয়িতুং চিরম্ ॥৮০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বনি চৈত্ৰরথে

গন্ধৰ্ব্বপরাভবো নাম ত্রিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥ *

—ঃঃ—

ভারতকৌমুদী

পুরোহিতেতি । ভূতিং সম্পদম্ । সৰ্ব্বণঃ সৰ্বৈঃ প্রকাটৈঃ ॥৭৮॥

নহীতি । অভিজ্ঞেনেচ কুলেন । অব্রাহ্মণঃ পুরোহিতব্রাহ্মণরহিতঃ ॥৭৯॥

তস্মাদিতি । ব্রাহ্মণ এব প্রমুখম্ উপদেশাদিনানায় অগ্রবর্তী যশ্চিস্তুং ॥৮০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিৰচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বনি চৈত্ৰরথে ত্রিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

—ঃঃ—

ভারতভাবদীপঃ

চিত্তানাম্ ॥৭৭॥ বাহুবলিং বাহুবলম্ ॥৭৮—৭৯॥ কামবৃত্তঃ কৃতদারঃ ॥৭৯—৭৯॥ লাভঃ

লক্ষ্যং ধনম্ ॥৭৭—৮০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে ত্রিষষ্ঠাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৮১॥

—ঃঃ—

যে রাজা নিজের সম্পদ ইচ্ছা করেন এবং সৰ্ব্বপ্রকারে সমুদ্রবেষ্টিত সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পুরোহিতের মতে চলিবেন ॥৭৮॥

অৰ্জুন ! কোন রাজাই পুরোহিত না রাখিয়া কেবল বীরবে বা কেবল কোলাহলে কখনও রাজ্য জয় করিতে পারেন না ॥৭৯॥

অতএব সখে ! ইহা জানিও যে, ব্রাহ্মণকে সম্মুখে রাখিয়াই চিরকাল রাজ্য পালন করিতে পারা যায়” ॥৮০॥

—ঃঃ—

* ‘...অষ্টষষ্ঠাধিক...’, ‘...সপ্তত্যাধিক...’, ‘...দ্বাদশত্যাধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

ঃঃ—

অৰ্জুন উবাচ ।

তাপত্য ইতি যদ্বাক্যমুক্তবানসি মামিহ ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি তাপত্যার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥১॥
তপতী নাম কা চৈষা তাপত্যা যৎকৃতে বয়ম্ ।
কৌন্তেয়া হি বয়ং সাধো ! তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিহুম্ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স গন্ধৰ্বঃ কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ।
বিশ্রুতাংষ্ট্রিংশ লোকেষু শ্রাবয়ামাস বৈ কথাম্ ॥৩॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

হস্ত ! তে কথয়িষ্যামি কথামেতাং মনোরমাম্ ।
যথাবদধিলাং পার্থ ! সৰ্ববুদ্ধিমতাং বর ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তাপত্যসম্বোধনহেতুঃ স্তম্ভাসভে—তাপত্য ইতি । তাপত্যার্থস্তাপত্যস্বার্থো বিনিশ্চীয়তে
অনেনেতি তম্ অস্মাহ তাপত্যশব্দপ্রয়োগহেতুমিতার্থঃ ॥১॥

তাপত্য ইত্যপত্যার্থপ্রত্যয়ান্তাবগমাত্তত্র চ পূৰ্বেষাং পুংসাং নামজানাং স্ত্রীণাঞ্চ তদজানাং
স্ত্রীষ্ণেণ পৃচ্ছতি—তপতীতি । যৎকৃতে যন্নিমিত্তে । তত্ত্বম্ অস্মাহ তাপত্যম্ ॥২॥

এবমিতি । বিশ্রুতাং বিখ্যাতাম্ । কথামুপাখ্যানম্ ॥৩॥

হস্তেতি । হৰ্ষস্তোতকমিদম্ । হৰ্ষন্ত মনোরমকথাকথনারম্ভাদেব ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুরোহিতপ্রসাদাদেব তাপত্যং খ্যাপয়িতুং “তাপত্য” ইতি সম্বোধনং কৃতম্ ; তদৰ্থং

অৰ্জুন বলিলেন—“সখে ! তুমি আমার প্রতি যে ‘তাপত্য’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ
করিয়াছ, আমি তাহার কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

তপতী নামে ইনি কে ? যাহার জন্ম আমরা ‘তাপত্য’ হইয়াছি ; বস্তুতঃ আমরা
ত ‘কৌন্তেয়’ । অতএব ইহার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি” ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অৰ্জুন এইরূপ বলিলে, সেই গন্ধৰ্ব্ব অৰ্জুনকে ত্রিভুবন-
বিখ্যাত উপাখ্যান শুনাইতে লাগিল ॥৩॥

গন্ধৰ্ব্ব বলিল—“অৰ্জুন ! তোমার নিকট এই মনোহর উপাখ্যানটী যথাযথভাবে
সম্পূর্ণ হই বলিব ॥৪॥

উক্তবানস্মি যেন হ্যং তাপত্য ইতি যদ্বচঃ ।
 তত্তেহহং কথয়িষ্যামি শৃণু মৈকমনা ভব ॥৫॥
 য এষ দিবি ধিক্ষ্যে নাকং ব্যাপ্পোতি তেজসা ।
 এতস্ম তপতী নাম বভূব সদৃশী সূতা ॥৬॥
 বিবস্বতো বৈ দেবস্ম সাবিত্র্যবরজা বিভো ! ।
 বিশ্রুতা ত্রিষু লোকেষু তপতী তপসা যুতা ॥৭॥
 ন দেবী নানুরী চৈব ন যক্ষী ন চ রাক্ষসী ।
 নাপ্সরা ন চ গন্ধর্ব্বা তথা রূপেণ কাচন ॥৮॥
 হ্রুবিভক্তানবগ্যাস্তৌ স্বসিতায়তলোচনা ।
 স্বাচারা চৈব সাধবী চ হ্রবেশা চৈব ভাবিনী ॥৯॥
 ন তস্তাঃ সদৃশং কক্ষিভ্রুযু লোকেষু ভারত ! ।
 ভর্তারং সবিতা মেনে রূপশীলগুণপ্রসূতৈঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

উক্তবানিতি । একমনা মনস্কবো একাগ্রচিত্তঃ ॥৫॥

য ইতি । ধিক্ষেণ শুভেন অগ্নিময়েন বা, “ধিক্ষাঃ শুভে চ পাবকে” ইত্যাক্ষপদন্তঃ ॥৬॥

বিবস্বত ইতি । সাবিত্র্যাবরজা সাবিত্রীতঃ কনিষ্ঠা ॥৭॥

নেতি । তথা তাদৃশী তপতীসদৃশীত্যাঃ ॥৮॥

স্বিতি । হ্রুবিভক্তানি বিধাতা হ্রু বিভজা নিশ্চিতানি অনবজানি অনিলনীরানি অজানি
 যস্তাঃ সা, হ্রু অসিতে রূক্ষে আয়তে চ লোচনে যস্তাঃ সা । ভাবিনী শৃঙ্গারভাবাধিতা ॥৯॥

আমি তোমার প্রতি যে কারণে ‘তাপত্য’ এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা
 বলিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্ত হইয়া শোন ॥৫॥

যিনি এই আকাশে থাকিয়া অগ্নিময় তেজ দ্বারা সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন,
 ইহারই ‘তপতী’ নামে নিজের অমুরূপ একটা কন্যা হইয়াছিল ॥৬॥

এই সূর্য্যদেবেরই কন্যা সাবিত্রী অপেক্ষা তপতী কনিষ্ঠা ছিলেন এবং তিনি
 ত্রিভুবনবিখ্যাত তপস্বিনী হইয়াছিলেন ॥৭॥

দেবী, অনুরী, যক্ষা, রাক্ষসী, অপ্সরা কিংবা গন্ধর্ব্বা—ইহাদের মধ্যে কোন
 রমণীই রূপে তপতীর তুল্য ছিলেন না ॥৮॥

তাহার সকল অঙ্গই সুগঠিত ও অনিন্দিত ছিল এবং নয়নযুগল দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ
 ছিল ; আর তিনি সদাচারসম্পন্ন, সচ্চরিত্রা, সুবেশা ও হাবভাবযুক্তা ছিলেন ॥৯॥

সম্প্রাপ্তযৌবনাং পশ্যন্ দেয়াং দুহিতরঞ্চ তাম্ ।
 নোপলেভে ততঃ শাস্তিঃ সম্প্রদানং বিচিস্তয়ন্ ॥১১॥
 অৰ্দ্ধপুত্রঃ কৌন্তেয় ! কুরুণামৃষভে বলৌ ।
 সূর্য্যমারাদয়ামাস নৃপঃ সম্বরগস্তদা ॥১২॥
 অর্য্যমাল্যোপহারাদ্ধৈর্গন্ধৈশ্চ নিয়তঃ শুচিঃ ।
 নিয়মৈরুপবাসৈশ্চ তপোভির্বিবিধৈরপি ॥১৩॥
 শুক্রমুরনহংবাদৌ শুচিঃ পৌরবনন্দনঃ ।
 অংশুমন্তং সমুত্তমং পূজয়ামাস ভক্তিমান্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 ততঃ কৃতজ্ঞঃ ধর্ম্মজ্ঞঃ রূপেণাসদৃশং ভূবি ।
 তপত্যাঃ সদৃশং যেনে সূর্য্যঃ সম্বরগং পতিম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । সবিভা তপত্যাঃ পিতা সূর্য্যঃ । ত্রুতং শাস্ত্রজ্ঞানম্ ॥১০॥
 সম্প্রাপ্তোতি । সম্প্রদীয়তে যস্মৈ ইতি সম্প্রদানং বরম্ ॥১১॥
 অর্থোতি । ঋক্ষ ঋকবংশীয়ঃ অজমীঢ়স্তস্য পুত্রঃ, কুরুণাং তৎপূর্ব্বপুরুষাণাং মধ্যে ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ ।
 উদশব্যাখ্যানাভাবে পূর্ব্বোক্তবিরোধাপত্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ ॥১২॥
 অর্থোতি । নিয়তো নিতাপ্রবৃত্তঃ । অনহংবাদৌ অহঙ্কারনৃত্যঃ । অংশুমন্তং সূর্য্যম্ ॥১৩—১৪॥
 তত ইতি । তপত্যাঃ সদৃশমল্পরূপং পতিম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পৃচ্ছতি—তাপত্য ইতি । তাপত্যাং তাপতাপদার্থম্ ॥১—৫॥ বিক্ষোণ মণ্ডলেন ॥৬—১০॥

রূপ, গুণ, স্বভাব ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ত্রিভুবনের মধ্যে কোন পুরুষকেই তপতীর
 অল্পরূপ বর বলিয়া সূর্য্য মনে করিতে পারিয়াছিলেন না ॥১০॥

অর্ধচ তপতীর যৌবন উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে দান করা আবশ্যক হইয়া
 পড়িল ; কিন্তু তাঁহার বরের বিষয় চিন্তা করিয়া সূর্য্য শাস্তি পাইতে লাগিলেন
 না ॥১১॥

অর্জুন ! সেই সময় ঋকবংশীয় অজমীঢ়ের পুত্র এবং কুরুবংশের মধ্যে প্রধান
 বলবান্ সম্বরগরাজা সূর্য্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥১২॥

তিনি প্রত্যহ পবিত্র হইয়া, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া এক শুক্রবায় প্রবৃত্ত
 থাকিয়া, অর্ঘ্য, মালা ও গন্ধপ্রভৃতি উপহার, ব্রত, উপবাস ও নানাপ্রকার তপস্তা
 দ্বারা ভক্তিসহকারে উদয়কালে সূর্য্যের পূজা করিতে লাগিলেন ॥১৩—১৪॥

তাঁহার পর, কৃতজ্ঞ, ধার্ম্মিক এবং জগতে অতুলনীয় রূপবান্ সম্বরগকেই তপতীর
 অল্পরূপ বর বলিয়া সূর্য্যদেব মনে করিলেন ॥১৫॥

দাতুমৈচ্ছন্ততঃ কন্যাং তস্মৈ সম্বরণায় তাম্ ।

নৃপোত্তমায় কৌরব্য ! বিশ্রুতাভিজনায় চ ॥১৬॥

যথা হি দিবি দৌপ্তাংস্তঃ প্রভাসয়তি তেজসা ।

তথা ভুবি মহীপালো দৌপ্ত্যা সম্বরণোহভবৎ ॥১৭॥

যথার্চয়ন্তি চাদিত্যমুগন্তং ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তথা সম্বরণং পার্থ ! ব্রাহ্মণাবরজাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥

স সোমমতি কাস্তৃহাদাদিত্যমতি তেজসা ।

বভূব নৃপতিঃ শ্রীমান্ হৃদ্ধদাং তুর্হদামপি ॥১৯॥

এবংগুণস্য নৃপতেস্তথারুতস্য কৌরব ! ।

তস্মৈ দাতুং মনশ্চক্রে তপতীং তপনঃ স্বয়ম্ ॥২০॥

স কদাচিদগো রাজা শ্রীমানমিতবিক্রমঃ ।

চচাৰ নৃগয়াং পার্থ ! পৰ্বতোপবনে কিল ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

দাতুমিতি । বিশ্রুতাভিজনায় বিখ্যাতবংশায় ॥১৬॥

যথেনিতি । দৌপ্তাংস্তঃ সূর্যাঃ । অন্তবৎ প্রভাসক ইতি শেষঃ ॥১৭॥

যথেনিতি । ব্রাহ্মণাবরজাঃ পরজাতাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ ॥১৮॥

স ইতি । শ্রীমান্ কাস্তৃহান্ স নৃপতিঃ সম্বরণঃ, কাস্তৃহাৎ কমনীয়গুণশালিত্বাৎ, হৃদ্ধদাং পক্ষে সোমঃ চন্দ্রম্, অতি অতিক্রান্তঃ অত্যন্তসম্ভ্রামক ইত্যর্থঃ, তথা তেজসা তুর্হদাং পক্ষেওপি চ আদিত্যম্ অতি অতিক্রান্তঃ অতীবতাপক ইতি ত্র্যম্বদ্যম্, বভূব । ইহ যথাসংখ্যামলকারঃ ॥১৯॥
এবমিতি । নৃপতে: স্থিতহাদিতি শেষঃ ॥২০॥

তাহার পর সূর্য্য, রাজশ্রেষ্ঠ এবং বিখ্যাত বংশসম্বৃত সেই সম্বরণকেই সেই কন্যাটী দান করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১৬॥

কারণ, সূর্য্য যেমন আপন তেজে আকাশে আলোক বিস্তার করেন, সম্বরণ-রাজাও তেমনই আপন তেজে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১৭॥

ব্রহ্মজ্ঞেরা যেমন উদয়কালীন সূর্য্যের অর্চনা করেন, তেমন ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠিত প্রজারা সম্বরণরাজার অর্চনা করিত ॥১৮॥

মনোহর মুক্তি সম্বরণরাজা কমনীয়তা গুণে বহুবর্গের পক্ষে চন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছিলেন; আবার আপন প্রতাপে শত্রুবর্গের পক্ষে সূর্য্যকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥১৯॥

অর্জন ! সম্বরণরাজা এইরূপ গুণবান্ ও আচারবান্ ছিলেন বলিয়া স্বয়ং সূর্য্য-দেবই তাঁহার হস্তে তপতীকে দান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ॥২০॥

চরতো যুগয়াং তন্তু ক্ষুণ্ণিপাসাসমগ্নিতঃ ।
 মমার রাজ্যঃ কৌন্তেয় ! গিরাবপ্রতিমো হয়ঃ ॥২২॥
 স যুতান্ধচরন্ পার্থ ! পদ্ম্যামেব গিরৌ নৃপঃ ।
 দদর্শাসদৃশীং লোকে কন্যামায়তলোচনাম্ ॥২৩॥
 স এক একামাসাগ কন্যাং পরবলার্দনঃ ।
 তন্তৌ নৃপতিশার্দূলঃ পশ্চান্নবিচলেক্ষণঃ ॥২৪॥
 স হি তাং তর্কয়ামাস রূপতো নৃপতিঃ শ্রিয়ম্ ।
 পুনঃ স তর্কয়ামাস রবেভ্রক্টামিব প্রভাম্ ॥২৫॥
 বপুষা বর্জসা চৈব শিখামিব বিভাবসোঃ ।
 প্রসন্নহে চ কাস্ত্যা চ চন্দ্ররেখামিবামলাম্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । পর্বতোপবনে পর্বতসমীপবন্তিবনে ॥২১॥
 চরত ইতি । অপ্ৰতিমঃ অশেষ নিরূপমঃ, হয়ঃ অথঃ ॥২২॥
 স ইতি । যুতঃ অশ্বো যন্ত সঃ, অতএব পদ্ম্যাং চরন্ ॥২৩॥
 স ইতি । পরবলার্দনঃ শত্রুসৈন্যবিজ্ঞতা । অবিচলেক্ষণো নির্নিমেধনয়নঃ ॥২৪॥
 স ইতি । রূপতো রূপদর্শনাৎ । শ্রিয়ং লক্ষ্মীদেবীম্ । প্রভাং ক্রীমুর্জিধারিণীম্ ॥২৫॥
 বপুশ্বেতি । বপুষা উজ্জলেন, বর্জসা তেজসা । তর্কয়ামাসেতি পূর্বাহ্নকথঃ ॥২৬॥

তাহার পর, মনোহর মুক্তি ও অসাধারণবিক্রমশালী সম্বরণরাজ্য কোন সময়ে পর্বতের নিকটবর্তী বনমধ্যে যুগয়া করিতে গমন করেন ॥২১॥

তিনি যুগয়া করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার নিরূপম অশ্বটি ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া সেই পর্বতেই প্রাণত্যাগ করিল ॥২২॥

তখন সেই রাজা চরণযুগল দ্বারাই সেই পর্বতে বিচরণ করিতে থাকিয়া জগতে অতুলনীয় দীর্ঘনয়না একটা কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥২৩॥

শত্রুসৈন্যবিজয়ী একাকী সম্বরণরাজ্য একাকিনী সেই কন্যাটী দেখিয়া নির্নিমেধ-নয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

এং তিনি তাহার রূপ দেখিয়া, তাহাকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী বলিয়া এক সূর্য্য-মণ্ডল হইতে বিচ্যুতা ক্রীমুর্জিধারিণী সূর্য্যপ্রভার দ্বায় মনে করিতে থাকিলেন ॥২৫॥

আবার, তাহার উজ্জল আকৃতি ও উজ্জল তেজ দেখিয়া অগ্নিশিখার দ্বায় এক নির্ঝলতা ও মনোহরতা দেখিয়া তাহাকে চন্দ্রকলার দ্বায় ধারণা করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

গিরিপৃষ্ঠে চ সা তস্মিন্ স্থিতা স্বসিতলোচনা ।
 বিভ্রাজমানা শুশুভে প্রতিমেব হিরণ্যয়ী ॥২৭॥
 তস্তা রূপেণ স গিরির্বেশেন চ বিশেষতঃ ।
 সমরুক্ষক্ষুপলতো হিরণ্যয় ইবাভবৎ ॥২৮॥
 অবমেনে চ তাং দৃষ্ট্বা সৰ্বলোকেষু যোষিতঃ ।
 অবাণ্ডং চাত্মনো মেনে স রাজা চক্ষুষঃ ফলম্ ॥২৯॥
 জ্ঞান্য প্রভৃতি যৎ কিঞ্চিদদৃষ্টবান্ স মহোপতিঃ ।
 রূপং ন সদৃশং তস্তাস্তৰ্কয়ামাস কিঞ্চন ॥৩০॥
 তয়া বন্ধমনশ্চক্ষুঃ পাশৈশ্চ গময়েন্তদা ।
 ন চচাল ততো দেশাদববুধে ন চ কিঞ্চন ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

গিরীতি । হুই অসিতে কক্ষবর্ণে লোচনে যন্তাঃ সা, হিরণ্যয়ী স্বর্ণনির্মিতা ॥২৭॥
 তস্তা ইতি । রূপেণ উজ্জ্বলতেজসা । সমা তেজসৈবাবকাশপূরণাৎ সমান্য বৃক্ষাঃ ক্ষুপা
 হৃষশাখা বৃক্ষা লতাশ্চ যস্মিন্ সঃ, হিরণ্যয়ঃ স্বর্ণময়ঃ ॥২৮॥
 অবতি । অবমেনে রূপতো নিবৰ্ণাদবজ্রজ্ঞে । অবাণ্ডঃ গন্ধম্ ॥২৯॥
 জ্ঞয়েতি । তস্তাঃ কস্তায়া রূপেণ সদৃশং কিঞ্চন ন তৰ্কয়ামাস ॥৩০॥
 ভয়েতি । তয়া কস্তয়া কস্ত্রীয়া, গুণমঠৈ রূপাদিশুণম্বত্ৰৈঃ পাশৈঃ করণৈর্বন্ধমনশ্চক্ষুঃ
 সযরণঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্প্রদানং দানমাজ্ঞম্ ॥১১—১৮॥ হৃদয়ং হৃদয়ামপি মধ্যে সীমান্ ॥১৯—২৭॥ ক্ষুপঃ শুষ্কঃ ।

সেই নীলনয়না কস্তাটী পৰ্ব্বতের উপরে থাকিয়া স্বর্ণময়ী প্রতিমার স্তায় শোভা
 পাইতেছিল ॥২৭॥

তাহার রূপের ও পরিচ্ছদের কারণে সেই পৰ্ব্বতের উচ্চ বৃক্ষ, ক্ষুদ্র বৃক্ষ এক
 লতা সকল যেন সমান হইয়া গিয়াছিল এক পৰ্ব্বতটাই যেন স্বর্ণময় হইয়াছিল ॥২৮॥

সমরুপরাজা সেই কস্তাটীকে দেখিয়া ত্রিভুবনের সকল রমণীকেই অবজ্ঞা করিতে
 লাগিলেন এক নিজের চোখের ফল পাইয়াছেন বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥২৯॥

আর, তিনি জ্ঞানাবধি যত কিছু রূপ দেখিয়াছিলেন, তাহার কোন রূপই সেই
 কস্তাটীর রূপের তুল্য নহে বলিয়া ধারণা করিতে লাগিলেন ॥৩০॥

তখন সেই কস্তাটী নিজের গুণরূপ রক্ষা দ্বারা রাজার মন ও চক্ষু বন্ধন

অস্তা নৃনং বিশালাক্ষ্যাঃ সদেবাস্তরমাস্থম্ ।
 লোকং নিশ্চ্যুত্যা ধাত্রেদং রূপমাবিকৃতং কৃতম্ ॥৩২॥
 এবং সম্বর্তয়ামাস রূপদ্রবিশমস্পদা ।
 কন্যামসদৃশীং লোকে নৃপঃ সম্বরণস্তদা ॥৩৩॥
 তাক্ষ দৃষ্টেইব কল্যাণীং কল্যাণাভিজনো নৃপঃ ।
 জগাম মনসা চিন্তাং কামবাণেন পীড়িতঃ ॥৩৪॥
 দহমানঃ স তীত্রেণ নৃপতির্নগ্নথাগ্নিনা ।
 অপ্রগল্ভাং প্রগল্ভস্থং তদোবাচ মনোহরাম্ ॥৩৫॥
 কাসি কস্তাসি রম্ভোরু ! কিমর্থকেহ তিষ্ঠসি ।
 কথঞ্চ নির্জ্জনেহরণ্যে চরন্তেকা শ্চিচিস্মিতে ! ॥৩৬॥
 ত্বং হি সর্দানবগ্ৰাস্ত্রী সর্বাভরণভূষিতা ।
 বিভূষণমিবৈতেমাং ভূষণানামভীপ্সিতম্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

অস্তা ইতি । দেবাস্ত্রপাভ্যাং লোকাভ্যাং স্বর্গপাতালাভ্যাং সংহতি সদেবাস্থরো মাস্থবো
 লোকস্তম্ ॥৩২॥

এবমিতি । রূপমেব দ্রবিশম্ আদরণীয়ত্বাৎকনং তৎসম্পদা, অসদৃশীমতুলনীয়াম্ ॥৩৩॥

তামিতি । কল্যাণাভিজনো মঙ্গলময়বংশঃ ॥৩৪॥

দহমান ইতি । প্রগল্ভে প্রগল্ভতাযোগ্যে যৌবনে বয়সি তিষ্ঠতীতি তামপি ॥৩৫॥

কাস্মীতি । কস্তা কস্তা ভাষ্যা বা চরন্তেকা একাকিনী ॥৩৬॥

করিয়া ফেলিল বলিয়া তিনি সে স্থান হইতে যাইতে বা অথ কিছু জানিতে
 পারিলেন না ॥৩১॥

বিধাতা নিশ্চয়ই দেবলোক, অমুরলোক ও মনুষ্যলোক মন্বন করিয়া এই
 বিশালময়নার এই মনোহর রূপ বাহির করিয়াছিলেন ॥৩২॥

সম্বরণরাজা উক্তরূপ ধারণা করিলেন এবং তাহার রূপরাশি দেখিয়া তাহাকে
 জগতে অতুলনীয় বলিয়া মনে করিলেন ॥৩৩॥

সেই শুল্করীকে দেখিয়াই সঙ্কশজাত সম্বরণরাজা কামবাণে পীড়িত হইয়া মনে
 মনে অনেক বিষয় চিন্তা করিলেন ॥৩৪॥

সম্বরণরাজা তখন দারুণ কামানলে দহ হইতে থাকিয়া সেই সরলা শুল্করী
 যুবতিকে বলিলেন— ॥৩৫॥

“শুল্করি ! তুমি কে ? কাহার কস্তা বা ভাষ্যা ? কি জন্তই বা এখানে অবস্থান
 করিতেছ ? একাকিনীই বা কেন নির্জ্জন বনে বিচরণ করিতেছ ? ॥৩৬॥

ন দেবীঃ নাস্তরীকৈব ন যক্ষীং ন চ রাক্ষসীম্ ।
 ন চ ভোগবতীং মন্ত্রে ন গন্ধৰ্বীং ন মানুষ্যীম্ ॥৩৮॥
 যা হি দৃষ্টা মহা কাশ্চিচ্চৈব বাপি বরাগ্গনাঃ ।
 ন তাসাং সন্দর্শীং মন্ত্রে হ্যমহং মন্ত্রকাশিনি ! ॥৩৯॥
 দৃষ্টৌ চ চারুবদনে ! চন্দ্রাং কাস্তুরং তব ।
 বদনং পদ্মপত্রাকং মাং মণ্ডিতীম্ মন্যতঃ ॥৪০॥
 এবং তাং স মহাপালো বভাসে ন তু সা তদা ।
 কামার্ভং নির্জ্বলেনহরণো প্রাত্যভাসত কিঞ্চন ॥৪১॥
 ততো লালপ্যমানস্যা পাণ্ডিবস্ত্রায়তেক্ষণা ।
 সৌদামিনী চাভ্যেসু ততৈবাস্তুরধীয়ত ॥৪২॥

ভারতকৌমুদী

বসিতি । বিভূষণম্ অলঙ্করণমিব, শোভাহিণ্যজননাদিতি ভাবঃ ॥৩৭॥

নেতি । ভোগবতীং নাস্তীম্ । ন মন্ত্রে হুংসন্দর্শমিতি শেখঃ ॥৩৮॥

যাইতি । যৌবনমদেন মহা সতী কাশতে শোভত ইতি হুংসন্দর্শনম্ ॥৩৯॥

দৃষ্টৌ চ । কাস্তুরং সুন্দরং তব । পদ্মপত্রে হব অক্ষিপী যস্য ৩২ ১৮০ ॥

বসিতি । কামার্ভং রাজানম্ । কিঞ্চন কিঞ্চিদপি ৩৭১ ৮

৩৮ ইতি । লালপ্যমানস্য পুরোক্তবদেন পুনঃ পুনঃ পদ্যোক্তো ভবঃ । অস্ত্রেসু মেঘেষু ৪২২

ভারতভাবদীপ্য

“হৃদয়াখা শিফাঃ স্তবঃ” ইত্যমঃ ॥৩২—৩৮। ৩৮এব কাশ্চিচ্চৈব ইতি মন্ত্রকাশিনি ॥৩৯—৪২॥

তোমার সকল অঙ্গই সুন্দর : সুন্দর : তুমি সকল অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া
 এই অলঙ্কারগুলিরই যেন অভীষ্ট বিশেষ অলঙ্কার হইয়াছ ॥৩৭॥

তোমার তুল্য রূপবতী কোন দেবী, অম্বরী, যক্ষী, রাক্ষসী, নাস্তী, গন্ধৰ্বী বা
 মানুষ্যী আছে বলিয়া আমি মনে করি না ॥৩৮॥

হে যৌবনমন্ত্রে ! আমি যত কিছু সুন্দরী রমণী দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি,
 তোমাকে তাহাদের তুল্য বলিয়া মনে করিতে পারি না ॥৩৯॥

চাকুবদনে ! পদ্মদলতুল্য-নয়নযুক্ত তোমার মুখখানিকে চন্দ্র অপেক্ষাও সুন্দর
 দেখিয়াই কামদেব যেন আমাকে মগ্ন করিতেছেন ॥৪০॥

সম্বরণরাজা এইরূপ তাহাকে বলিলেন : কিন্তু সে রমণী তখন সেই নির্জ্বল
 বনমধ্যেও তাঁহার নিকট কোন প্রভাস্তরই করিল না ॥৪১॥

তথাপি রাজা বার বারই সেইরূপ বলিতে লাগিলে, বিস্তাৎ যেমন মেঘের ভিতরে
 অস্তহিত হয়, তেমনই সেই দীর্ঘনয়না সেইখানেই অস্তহিত হইল ॥৪২॥

তামস্বেকুং স নৃপতিঃ পরিচক্রাম সৰ্বতঃ ।

বনং বনজপত্রাক্ষীং ব্রহ্মস্মৃন্তবন্তদা ॥৪৩॥

অপশ্যমানঃ স তু তাং বহু তত্র বিলপ্য চ ।

নিশ্চেক্তঃ পার্শ্ববিশ্রেষ্ঠো মুহূৰ্ত্তং স ব্যতিষ্ঠত ॥৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াক্ষিক্যাদিপৰ্বণি চৈত্ৰবধে
তপত্ব্যপাধ্যানে চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ #

—:~:—

পঞ্চষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

অথ তন্ত্ৰামদৃশ্যায়াং নৃপতিঃ কামমোহিতঃ ।

পাতনঃ শত্রুসংঘানাং পপাত ধরণীতলে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তামিতি । বনজপত্রাক্ষীং পদ্মদলতুল্যানয়নাম্ । “বনে সলিলকাননে” ইত্যমরঃ ॥৪৩॥

অপশ্যমান ইতি । আত্মনেপদবিষয় আনশ্চ প্রত্যয় আৰ্ঘ্যঃ ॥৪৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ৰবধে চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তথেষি । পাতয়তীতি পাতনঃ সংহৰ্জ । নন্দ্যাদিহ্মাং কৰ্ত্তরি যুঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

বনজপত্রাক্ষীং জলজপত্রাক্ষীম্ ॥৪৩—৪৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৪॥

—:~:—

তখন রাজা সেই পদ্মনয়না রমণীকে অন্বেষণ করিবার জন্য উদ্ভাসের স্থায় ভ্রমণ
করিতে থাকিয়া সমস্ত বন বিচরণ করিলেন ॥৪৩॥

কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া আবার সেইখানে আসিয়া বহু বিলাপ করিয়া
রাজশ্রেষ্ঠ সন্ধরণ নিশ্চেষ্ট হইয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিলেন ॥৪৪॥

—:~:—

গন্ধৰ্ব বলিল—“সেই কন্তাটী অদৃশ্য হইলে, শত্রুবিজয়ী সন্ধরণরাজা কামপীড়নে
মোহিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন ॥১॥

* ‘...একোনসপ্তত্যধিক...’, ‘...একসপ্তত্যধিক...’, ‘...সপ্তাশীত্যধিক...’ ইতি
পাঠভেদাঃ ।

তস্মিন্ নিপতিতে ভূমাবথ সা চারুহাসিনী ।
 পুনঃ পীনায়তশ্রোণী দৰ্শয়ামাস তং নৃপম্ ॥২॥
 তং কুরুণাং কুলকরং কামাভিহতচেতসম্ ।
 উবাচ মধুরং বাক্যং তপতী প্রহসন্ত্যপি ॥৩॥
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রং তে ন হুমহন্তারিন্দম্ ! ।
 মোহং নৃপতিশার্দূল ! গম্ভুর্মাভিক্কৃতঃ ক্রিতৌ ॥৪॥
 এবমুক্তোহথ নৃপতির্বাচা মধুরয়া তদা ।
 দদর্শ বিপুলশ্রোণীং তামেবাভিমুখে স্থিতাম্ ॥৫॥
 অথ তামসিতাপান্নৌমাবভাসে স পার্থিবঃ ।
 মন্থথাগ্নিপরীতায়া সন্দিগ্ধাক্ষরয়া গিরা ॥৬॥
 সাধু হুমসিতাপান্নি ! কামার্ভং মন্তকাশিনি ! ।
 ভজস্ব ভজমানং মাং প্রাণা হি প্রজহন্ত মানু ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্মিন্নিতি । দৰ্শয়ামাস আত্মানমিতি শেষঃ ॥২॥

নৃপমিতি । কুলকরম্ অবিচ্ছিন্নবংশপ্রবর্তকম্ । প্রহসন্তী অহমানী ॥৩॥

উত্তিষ্ঠেতি । তে তব ভদ্রমস্ত । অবিচ্ছিত্তে বিধাতা অবিভাবিতঃ ॥৪॥

এবমিতি । বাচা উক্তরূপয়া ॥৫॥

অথেতি । মন্থথাগ্নিপরীতায়া কামানলব্যাপ্তচিত্তঃ । সন্দিগ্ধাক্ষরয়া অস্পষ্টয়া ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

অথেতি ॥১-২॥ প্রহসন্ অস্ত হব ॥৩॥ অবিচ্ছিত্তঃ প্রখ্যাতঃ । স্তম্ভিতপাঠে ৩

তিনি ভূতলে পতিত হইলে, মধুরহাসিনী ও মুনিত্বা সেই কস্তাটি আসিয়া
 পুনরায় রাজাকে দেখা দিল ॥২॥

এং বৃহ হাশু করিতে করিতে কুরুবংশরক্ষক কামার্ভ রাজাকে এই মধুর বাক্য
 বলিল— ॥৩॥

“হে শক্রবিজয়ী রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি উঠুন উঠুন ; আপনার মঙ্গল হউক ;
 বিধাতা আপনাকে রাজা করিয়া ভূতলে পাঠাইয়াছেন ; সুতরাং আপনি অগ্র কারণে
 মুচ্ছিত হইতে পারেন না” ॥৪॥

রাজা মধুর বাক্যে এইরূপ অভিহিত হইয়া তখনই সম্মুখস্থিত সেই বিশাল-
 নিতম্বা কস্তাটিকে দেখিতে পাইলেন ॥৫॥

তাহার পর, কামাকুলহৃদয় সম্বরণরাজা অস্পষ্ট বাক্যে সেই মূলোচনা
 কস্তাটিকে বলিতে লাগিলেন— ॥৬॥

(৩)...ভপতী প্রহসরিব, ...ভপতী হসতীব সা ।

হৃদযং হি বিশালাক্ষি ! মাময়ং নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
 কামঃ কমলগর্ভাতে ! প্রতিবিধ্যন্ ন শাম্যতি ॥৮॥
 দষ্টমেবমনাক্রন্দে ! ভদ্রে ! কামমহাহিনা ।
 সা ত্বং পীনায়তশ্রোণি ! মামাপ্তুং হি বরাননে ! ॥৯॥
 হৃদধোনা হি মে প্রাণাঃ কিমরোদগীতভাষিণি ! ।
 চারুসর্ববানবগ্যাপ্তি ! পদোন্দু প্রতিমাননে ! ॥১০॥
 নহুহং হৃদৃতে ভীরু ! শক্ষ্যামি থন্ জীবিতুন্ ।
 কামঃ কমলপত্রাক্ষি ! প্রতিবিধ্যতি মাময়ন্ ॥১১॥
 তস্মাৎ কুরূ বিশালাক্ষি ! ময়ানুক্ৰোশমঙ্গনে ! ।
 তন্তুং মামসিতাপাপ্তি ! ন পরিত্যক্তমর্হসি ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

সাদ্বিত্তি । প্রজহন্তি পরিত্যজন্তি । নকারলোপাতাব অর্থঃ ॥৭॥
 অদ্বিত্তি । কমলগর্ভস্ত পদ্মকোষস্ত আভা ইব আভা যস্মাস্তৎসম্বোধনম্ ॥৮॥
 দষ্টমিত্তি । কাম এব মহাহির্মহাসর্পস্তেন দষ্টং মাম্ । ন বিজ্ঞতে আক্রন্দো মদাশ্বাসনশব্দো
 যস্মাস্তৎসম্বোধনম্ । “আরাবে কুদ্বিতে জাতর্থাক্রন্দো দাক্ষেণে রণে” ইত্যমরঃ ॥৯॥
 অদ্বিত্তি । কিম্বরস্ত উদগীতবদ্বৎকুটীগানবৎ ভাষত ইতি তৎসম্বোধনম্ ॥১০॥
 নহীতি । হৃদৃতে বিনা । প্রতিবিধ্যতি শরৈরিত্তি শেষঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

‘আবিভূতান্মি ॥৪—৬॥ প্রজহন্তি প্রজহতি ॥৮॥ অনাক্রন্দে অত্রাতরি কালে । “আক্রন্দঃ

“ভাল ; হে সুলোচনে ! হে যৌবনমন্তে ! আমি কামার্জ হইয়া তোমাতে
 আসক্ত হইয়াছি, তুমিও আমাতে আসক্ত হও ; না হইলে প্রাণ আমাকে পরিত্যাগ
 করিবে ॥৭॥

হে বিশালনয়নে ! হে পদ্মকোষবর্ণে ! তোমার জন্তই কাম আমাকে নিশিত শর
 দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকিয়া কিছুতেই নিবৃতি পাইতেছে না ॥৮॥

ভদ্রে ! কামরূপ মহাসর্প আমাকে দংশন করিয়াছে ; কিন্তু সুন্দরি ! তুমি
 আমার প্রতি আশ্বাসবাক্যও বলিতেছ না, সত্ত্বর আসিয়া আমাকে রক্ষা কর ॥৯॥

হে অনিন্দ্যসুন্দরি ! তোমার কণ্ঠস্বর কিম্বরের উৎকৃষ্ট গানের স্থায় এবং
 তোমার মুখখানি পদ্ম ও চন্দ্রের তুল্য ; সুতরাং আমার প্রাণ তোমারই অধীন
 হইয়াছে ॥১০॥

সুন্দরি ! তোমাকে ছাড়িয়া আমি জীবিত থাকিতে পারিব না । কারণ, এই
 কাম আমাকে অনবরত বিদ্ধ করিতেছে ॥১১॥

স্বং হি মাং প্রীতিযোগেন ত্রাতুমর্হসি ভাবিনি ! ।
 স্বদর্শনকৃতস্নেহং মনশ্চলতি মে ভৃশম্ ॥১৩॥
 ন স্বাং দৃষ্ট্বা পুনশ্চাশ্রাং দ্রষ্টুং কল্যাণি ! রেচতে ।
 প্রসীদ বশগোহহং তে ভক্তং মাং ভজ্য ভাবিনি ! ॥১৪॥
 দৃষ্টৌ ব স্বাং বরারোহে ! মন্থথো ভৃশমঙ্গনে ! ।
 অন্তর্গতং বিশালাক্ষি ! বিধতি স্ম পতন্ত্রিভিঃ ॥১৫॥
 মন্থথ্যগ্নিসমুদ্ভুতং দাহং কমললোচনে ! ।
 প্রীতিসংযোগবৃত্তাভিরম্ভিঃ প্রহ্লাদয়স্ব মে ॥১৬॥
 পুষ্পায়ুধং তুরাধবাং প্রচণ্ডশরকাম্মুকম্ ।
 স্বদর্শনসমুদ্ভুতং বিধাতুং তুঃসহৈঃ শরৈঃ ।
 উপশাময় কল্যাণি ! অত্যাশ্রদানেন ভাবিনি ! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তস্মাদিতি । অতুক্রোশং দয়াম্ । হে অঙ্গনে ! উগ্রমস্তি ! ॥১২॥
 স্বমিতি । প্রীত্যা যোগো রমনায় সংযোগস্তেন । চলতি অধীরং ভবতি ॥১৩॥
 নেতি । অশ্রাং রমণীম্ । এতেন সপত্নীসম্ভাবনাপি তে নাস্তীতি স্মৃতিতম্ ॥১৪॥
 দৃষ্টৌতি । অন্তর্গতং যথা স্নাতক্য বিধতি । স্মৃতি পাদপুরণে । পতন্ত্রিভির্বাণৈঃ ॥১৫॥
 মন্থথেনিতি । প্রীত্যা সংযোগে যুকাঃ সজতাঃ প্রীতিসংযোগরূপাভিরিভাষাঃ, অস্ত্রিভিঃ, প্রহ্লাদয়স্ব প্রহ্লাদনপূর্বকঃ শময়স্ব ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

কন্দনে স্থানে মিত্রদাক্ষয়ক্করোঃ । ভ্রাতৃধাপি চ পুংসি আং" ইতি মেদিনী ৥২—১৩॥

অতএব বিশালনয়নে ! তুমি আমার প্রতি দয়া কর ; আমি তোমার ভক্ত ; সুতরাং তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না ॥১৩॥

সুন্দরি ! তুমি প্রীতিপূর্বক সংযোগ ঘটাইয়া আমাকে রক্ষা কর ; তোমাকে দেখার পরে আমার মনে অনুরাগ জন্মিয়াছে, তাহা সে মন অত্যন্ত অস্তির হইয়া পড়িয়াছে ॥১৪॥

কল্যাণি ! তোমাকে দেখিয়া আর আমার অল্প রমণীকে দেখিবারও ইচ্ছা হইতেছে না, তুমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার অধীন এবং ভক্ত ; অতএব আমাকে তজন কর ॥১৪॥

সুন্দরি ! তোমাকে দেখার পরেই কামদেব বাণ দ্বারা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত বিদ্ধ করিতেছেন ॥১৫॥

কমলনয়নে ! কামানল হইতে আমার যে দাহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তুমি নিজের প্রণয়সংযোগরূপ জল দ্বারা নিবারিত কর ॥১৬॥

গান্ধর্বেণ বিবাহেন যামুণৈহি বরান্ধনে ! ।

বিবাহানাং হি রস্তোরু ! গান্ধর্বঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥১৮॥

তপত্যাচ ।

নাহমীশাস্ত্রনো রাজন্ ! কন্যা পিতৃমতী হুহম্ ।

ময়ি চেষ্টন্তি তে শ্রীতির্যাচস্ব পিতরং মম ॥১৯॥

যথা হি তে ময়া প্রাণাঃ সংগৃহীতা নরেশ্বর ! ।

দর্শনাদেব ভূয়স্ত্বং তথা প্রাণান্ মমাহরঃ ॥২০॥

ন চাহমীশা দেহন্ত তস্মান্ পতিসত্তম ! ।

সমীপং নোপগচ্ছামি ন স্বতন্ত্রা হি যোষিতঃ ॥২১॥

কা হি সর্বেষু লোকেষু বিশ্রুতভিজনং নৃপম্ ।

কন্যা নাভিলম্বমাখং ভর্তারং ভক্তবৎসলম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পুষ্পতি । তব দর্শনেনৈব সমুভূতমুৎপন্নম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥

গান্ধর্বেণেতি । শ্রেষ্ঠ আহ্বায়পেক্ষয়া ॥১৮॥

নেতি । আত্মনো ন ঈশা দানাদৌ সমর্থ্য । হি যস্মাদহং পিতৃমতী ॥১৯॥

যথেতি । সংগৃহীতা আকৃষ্টাঃ । ভূয়ঃ অধিকং যথা স্রাস্তথা, অহরো হতবান্ ॥২০॥

নেতি । অহং মম দেহৈশ্চ ন ঈশা দানাদৌ সমর্থ্য । সমীপং তবৈতার্থঃ ॥২১॥

কল্যাণি ঠোমার দর্শনমাত্রেই আমার হৃদয়ে কাম জন্মিয়াছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ কাম
বিশাল বাণ ও ধনু ধারণ করিয়া দুঃসহ বাণ দ্বারা আমাকে বিদ্ধ করিতেছে ; অতএব
সুন্দরি ! তুমি আত্মসমর্পণ করিয়া তাহাকে শাস্ত কর ॥১৭॥

সুন্দরি ! তুমি গান্ধর্ব বিবাহ অনুসারে আমার সহিত মিলিত হও । রস্তোরু !
বিবাহের মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহ একটি শ্রেষ্ঠ বিবাহ” ॥১৮॥

তপতী বলিলেন—“রাজা ! আমার দেহের উপরে আমার আধিপত্য নাই ।
কারণ, আমার পিতা আছেন : সুতরাং আপনার যদি আমার উপরে প্রণয়
জন্মিয়া থাকে, তবে আমার পিতার নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥১৯॥

রাজা ! আমি যেমন দর্শনমাত্রই আপনার প্রাণ হরণ করিয়াছি, আপনিও
তেমন আমা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আমার প্রাণ হরণ করিয়াছেন ॥২০॥

কিন্তু আমি আমার দেহের প্রভু নহি ; তাই আমি আপনার নিকট যাইতেছি
না । কারণ, স্ত্রীজাতি স্বাধীন নহে ॥২১॥

ত্রিভুবনের মধ্যে কোন্ কন্যা বিখ্যাত বংশসম্মত এবং ভক্তবৎসল রাজাকে
প্রতিপালক ও পতিরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা না করে ? ॥২২॥

তস্মাদেবং গতে কালে ষাচন পিতরং যম ।

আদিত্যং প্রণিপাতেন তপসা নিয়মেন চ ॥২৩॥

স চেৎ কাময়তে দাতুং তব যামরিসূদন ! ।

ভবিত্যাম্যথ তে রাজন্ ! সততং বশবর্তিনী ॥২৪॥

অহং হি তপতী নাম সাবিত্র্যবরজা সূতা ।

অস্ম লোকপ্রদীপস্ম সবিতুঃ কৃত্রিয়র্ষভ ! ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বাণি

চৈত্ৰবধে তাপত্যে পঞ্চমষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

কেতি । বিজ্ঞতাভিজ্ঞানং বিখ্যাতবংশম্ । নাথং বক্ষ্যকম্ ॥২২॥

তস্মাদিতি । একং গতে ইবহুতে আবরোঃ পরম্পরানুসঙ্গসম্বন্ধিনীতাব্যর্থঃ ॥২৩॥

স ইতি । কাময়তে ইচ্ছতি । তব হস্তে ॥২৪॥

অহমিতি । সাবিত্রীতঃ অবরজা কনিষ্ঠা । সবিতুঃ সূর্য্যস্ত ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য শ্রীহরিদাসদিক্কাশ্যপাণীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বাণি চৈত্ৰবধে পঞ্চমষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

যোচতে স্মৃতিৰ্ভবতি ॥১৪—১৩॥ ভূয়োহধিকং অহংঃ স্ততপানসি ॥২০॥ তদ্বি ক্রিয়তাং সঙ্গ ইতি

চেৎ তদ্বাহ - ন চেতি ॥২১—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বাণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চমষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৫॥

—:~:—

অতএব আপনি এইরূপ সময়ে প্রণিপাত, তপস্তা ও ব্রত দ্বারা আমার পিতা সূর্য্যদেবের নিকট আমাকে প্রার্থনা করুন ॥২২॥

মহারাজ ! তিনি যদি আমাকে আপনার হাতে দিতে উচ্চা করেন, তবে আমি চিরকালের জন্তেই আপনার বশবর্তিনী হইব ॥২৪॥

হে কৃত্রিয়জ্যেষ্ঠ ! জগতের প্রদীপ এই সূর্য্যদেবের কন্তা সাবিত্রী ; আমি তাঁহারই কনিষ্ঠা ভগিনী ; আমার নাম—‘তপতী’ ॥২৫॥

—:~:—

* ‘...সপ্তত্যাধিক...’, ‘...দ্বিসপ্তত্যাধিক...’, ‘...অষ্টাধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

ষট্‌ষষ্ঠ্যাধকশততমোহধ্যায়ঃ ।

গঙ্কর্ব উবাচ ।

এবমুক্তা ততস্তূর্ণং জগামোদ্ধমনিন্দিতা ।
স তু রাজা পুনর্ভূমৌ তত্রৈব নিপপাত হ ॥১॥
অশ্বেষমাণঃ সবলস্তং রাজানং নৃপোত্তমম্ ।
অমাত্যঃ সান্ন্যযাত্রাশ্চ তং দদর্শ মহাবনে ॥২॥
ক্ষিতৌ নিপতিতং কালে শক্রধ্বজমিবোচ্ছিতম্ ।
তং হি দৃষ্ট্বা মহেসাসং নিরস্তং পতিতং ভূবি ॥৩॥
বভূব মোহস্য সচিবঃ সম্প্রদীপ্ত ইবাগ্নিনা ।
ত্বরয়া চোপসঙ্গম্য স্নেহাদাগতসম্ভ্রমঃ ॥৪॥
তং সমুত্থাপয়ামাস নৃপতিং কামমোহিতম্ ।
ভূতলাভুমিপালেশং পিতৈব পতিতং স্মৃতম্ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অনিন্দিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী তপতী । রাজা সম্বরণঃ ॥১॥

অশ্বেষমাণ ইতি । সবলঃ সৈন্যঃ । সান্ন্যযাত্রাঃ সান্ধ্যচরঃ ॥২॥

ক্ষিত্যবিতি । উচ্ছিতং প্রাণ্ডরোলিতম্, কালে নিপতিতং শক্রধ্বজমিব । নিরস্তঃ বাহনী-
ভূতাশ্লগম্ । সম্প্রদাপো জলিত ইব সমুত্থাপাতিরেকাং । আগতসম্ভ্রম উপস্থিতাঈধাঃ । নৃপতিং
সম্বরণম্ ॥৩ ৫॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১॥ অহুযাত্রাঃ শিবিরভাণ্ডাচ্ছাহুভিঃ সহিতঃ সান্ন্যযাত্রাঃ ॥২॥ নিরস্তঃ তপত্যা

গঙ্কর্ব বলিল—“সর্বাঙ্গসুন্দরী তপতী এইরূপ বলিয়া, তাহার পরেই উপরের
দিকে চলিয়া গেলেন; কিন্তু সম্বরণরাজা পুনরায় সেইখানেই ভূতলে পতিত
হইলেন ॥১॥

তাহার পর, সৈন্যগণ ও অনুচরগণের সহিত মন্ত্রী অশ্বেষণ করিতে করিতে সেই
মহাবনেই আসিয়া সেই অবস্থায় রাজাকে দেখিতে পাইলেন ॥২॥

এবং যথাসময়ে উত্তোলিত আবার ভূতলে পতিত ইন্দ্রধ্বজের দ্বায় মহাধর্ম্মর
রাজাকে অশ্ববিহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত দেখিয়া সেই মন্ত্রী সমুত্থাপনে
লিয়া উঠিলেন এবং সম্বরণ যাইয়া, স্নেহের বশে ব্যস্ত হইয়া, পিতা যেমন

(৩) ‘নিরস্তং পতিতং ভূবি’ নীলকণ্ঠসম্বৃতঃ পাঠঃ

প্রজয়া বয়সা চৈব বৃদ্ধঃ কৌর্ত্যা নয়েন চ ।
 অমাত্যন্তঃ সমুত্থাপ্য বভূব বিগতহরঃ ॥৬॥
 উবাচ চৈনং কল্যাণ্যা বাচা মধুরয়োস্থিতম্ ।
 মা ভৈর্মমুজ্জশাদীল ! ভদ্রমস্থ তবানঘ ! ॥৭॥
 ক্ষুৎপিপাসাপরিভ্রান্তঃ তর্কয়ামাস বৈ নৃপম্ ।
 পতিতং পাতনং সংখ্যে শাত্রবাণাং মহীতলে ॥৮॥
 বারিণা চ স্থশীতেন শিরস্ত্রস্ত্রাভ্যেষ্টয়ৎ ।
 অশ্বটুম্বুকুটং রাজ্ঞঃ পুণ্ডরীকস্থগন্ধিনা ॥৯॥
 ততঃ প্রত্যাগতপ্রাণস্তবলং বলবান্ মৃপঃ ।
 সর্করং বিসর্জয়ামাস তমেকং সচিবং বিনা ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

প্রজয়েতি । প্রজয়া বৃদ্ধা । নয়েন নীতিকােনেন চ । বিগতহরঃ সন্তাপশূন্যঃ ॥৬॥
 উবাচেতি । কল্যাণ্যা মঙ্গলজনিকয়া । ভদ্রং মঙ্গলম্ ॥৭॥
 ক্ষুদ্রিত্তি । ক্ষুৎপিপাসাপরিভ্রান্তম্, অতএব পতিতম্ । পাতনং নিপাতকম্, সংখ্যে যুদ্ধে ॥৮॥
 বারিণেতি । অশ্বটুং বারিসেকেন ধূল্যাदिমলাপগমাৎ উজ্জলমতঃ ॥৯॥
 তত ইতি । প্রত্যাগতপ্রাণ উপস্থিতচৈতন্যঃ । বলং সৈন্তম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তাক্ ॥৩॥ আগতসম্মুখো জাতভয়ঃ ॥৬ ৮॥ পুণ্ডরীকযুক্তেন স্থগন্ধিনা উল্লীমূলেন নিধিতঃ
 মুকুটং দাহাপনয়নার্থং রাজ্ঞঃ শিরসি নিধিতমাত্মদক্ষ্যৎ নিলীর্ণঃ সত্বঃ ভদ্রমভূৎ ইত্যাপঃ ।
 পুত্রকে উত্তোলন করেন, যেমনই কামমোহিত ভূতল পতিত রাজাকে ভূতল হইতে
 উত্তোলন করিলেন ॥৩—৫॥

জ্ঞানে, বয়সে, যশে ও নীতিকৌশলে বৃদ্ধ সেই মন্ত্রী রাজা সম্মুখকে উত্তোলন
 করিয়া সন্তাপশূন্য হইলেন ॥৬॥

এবং তিনি মঙ্গলময় মধুর বাক্যে সম্মুখস্থিত রাজাকে কহিলেন—“রাজশ্রেষ্ঠ !
 আপনি ভীত হইবেন না, আপনার মঙ্গল হউক” ॥৭॥

আর, মন্ত্রী মনে করিলেন—‘যুদ্ধে শত্রুনিপাতকারী রাজা ক্ষুদ্রা ও পিপাসায়
 কাতর হইয়াই ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন’ ॥৮॥

তাহার পর, তিনি পশ্চ্যসৌরভযুক্ত শীতল ভল দ্বারা রাজার মস্তক সিক্ত করিলেন,
 তাহাতে ময়লা দূর হওয়ায় রাজার মুকুটখানি আরও উজ্জল হইল ॥৯॥

(৩) অশ্বশমুকুটং রাজ্ঞঃ

ততস্তম্ভাঙ্কয়া রাজ্ঞো বিপ্রতশ্চে মহদ্বলম্ ।
 স তু রাজা গিরিপ্রশ্বে তস্মিন্ পুনরুপাধিশং ॥১১॥
 ততস্তস্মিন্ গিরিবরে শুচিভূত্বা কৃতাজ্জলিঃ ।
 আরিরাধয়িষুঃ সূর্য্যং তস্মাবর্জ্জমুখং ক্রিতৌ ॥১২॥
 জগাম মনসা চৈব বশিষ্ঠমৃষিসত্তমম্ ।
 পুরোহিতমমিত্রদ্বন্দ্বদা সম্বরণো নৃপঃ ॥১৩॥
 নক্তন্দিনমথৈকত্র স্থিতে তস্মিন্ জনাধিপে ।
 অথাজগাম বিপ্রমিত্রদা দ্বাদশমেহহনি ॥১৪॥
 স বিদিত্বৈব নৃপতিং তপত্যা হতমানসম্ ।
 দিব্যেন বিধিনা জ্ঞাত্বা ভাবিতাত্মা মহানৃষিঃ ॥১৫॥
 তথা তু নিয়তাত্মানং তং নৃপং মুনিসত্তমঃ ।
 আবভাষে স ধর্ম্মাত্মা তস্মৈবার্থচিকীর্ষয়া ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতাকৌমুদী

তত ইতি । মহদ্বলং মহতী চমুঃ । গিরিপ্রশ্বে পর্দতসানৌ ॥১১॥
 তত ইতি । আরিরাধয়িষুঃ আরাধয়িতুমিচ্ছুঃ । তশ্চৌ স রাজা ॥১২॥
 জগামেতি । জগাম সম্বার । অমিত্রঃ শত্রুহন্তা ॥১৩॥
 নক্তমিতি । নক্তন্দিনং দিবারাত্রম্ । দ্বাদশমে দ্বাদশসংখ্যাপরিমিতে ॥১৪॥
 স ইতি । দিব্যেন অলৌকিকেন বিধিনা ধ্যানেনেত্যর্থঃ, ভাবিতাত্মা জ্ঞানশোধিতচিত্তঃ ।
 তস্ম নৃপতৈব, অর্থচিকীর্ষয়া প্রয়োজনসাধনেচ্ছয়া ॥১৫—১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পাঠান্তরে স্পষ্টোহর্থঃ ॥১১॥ বলং সৈন্তম্ ॥১০॥ গিরিপ্রশ্বে শৈলশিখরে ॥১১—১৩॥ দ্বাদশমে
 পরে, রাজা চৈতন্য লাভ করিয়া, কেবল সেই মন্ত্রী ব্যতীত সমস্ত সৈন্তকেই
 বিদায় করিলেন ॥১০॥

তদনন্তর, রাজার আদেশে সেই বিশাল সৈন্ত রাজধানীর দিকে প্রস্থান করিল ;
 কিন্তু রাজা সেই পর্ব্বতের সমতল ভূমিতেই পুনরায় উপবেশন করিলেন ॥১১॥
 তাহার পর, তিনি সূর্য্যদেবের আরাধনা করিবার ইচ্ছায় সেই পর্ব্বতেই পবিত্র
 ও কৃতাজ্জলি হইয়া উর্জ্জমুখে ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১২॥

এবং মনে মনে ঋষিশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বশিষ্ঠকে স্মরণ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥
 রাজা এইভাবে সেই স্থানে দিবারাত্র অবস্থান করিতে থাকিলে, বার দিনের
 দিন ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সেখানে আগমন করিলেন ॥১৪॥

জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক মহর্ষি বশিষ্ঠ তপতীই যে সম্বরণ রাজার চিত্ত অপহরণ

স তস্মৈ মনুজৈস্তস্মৈ পশ্যতো ভগবানৃষিঃ ।
 উক্ৰমাচক্রমে দ্রুতং ভাস্করং ভাস্করদ্ব্যুতিঃ ॥১৭॥
 সহস্রাংশুং ততো বিপ্রঃ কৃতাজ্জলিরূপস্থিতঃ ।
 বশিষ্ঠোহহমি ত প্রীত্যা স চাত্মানং ন্যবেদয়ৎ ॥১৮॥
 তস্মৈ বাচ মহাতেজা বিবস্বান্ মুনিসত্তমম্ ।
 মহর্ষে ! স্বাগতং তেহস্ত কথয়স্ব যথেষ্টম্ ॥১৯॥
 যদিচ্ছসি মহাভাগ ! মন্তঃ প্রবদতাং বর ! ।
 তন্তে দগামভিপ্রেতং যতপি স্মাতং সূত্করম্ ॥২০॥
 এবমুক্তঃ স তেনর্মিবশিষ্ঠঃ প্রত্যভাসত ।
 প্রণিপত্য বিবস্বন্তং ভাস্করমন্তং মহাতপাঃ ॥২১॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।
 যেমা তে তপতী নাম সাবিত্রাবরজা স্ত্রী ।
 তাং জ্ঞানং সঙ্গরণম্ভার্গে বরয়ামি বিভাবসো ! ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তস্মৈ তমনাদিত্য । আসক্রমে জগাম ॥১৭॥
 মহাস্থিতি । সহস্রাংশুং তপ্যাম্ ॥১৮॥
 তমিতি । বিবস্বান্ সূর্য্যঃ । স্বাগতং স্বাগতপ্রদর্শন সমাদরণম্ ॥১৯॥
 যদিতি । মন্তো মম সকাশাৎ ॥২০॥
 এবমিতি । ভাস্করমন্তং প্রশস্তকিরণং সংশ্লিষ্টকিরণং বা ॥২১॥
 যেতি । বরয়ামি প্রার্থয়ামি । প্রার্থনাথস্বাদিকর্থকম্ ॥২২॥

করিয়াছেন ইহা ধ্যানে জানিয়া, তাহারই উদ্দেশ্য সাধন করিবার উচ্চায় তাহার
 সহিত কিছু আলাপ করিলেন ॥১৫—১৬॥

পরে, রাজা দেখিতেছিলেন, এই অবস্থায়ই সূর্য্যের তুল্য হেজস্বী ভগবান্
 বশিষ্ঠ সূর্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপরের দিকে চলিয়া গেলেন ॥১৭॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ কৃতাজ্জলি হইয়া সূর্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ‘আমি
 বশিষ্ঠ’ এইরূপে প্রণয়পূর্ব্বক আত্মপরিচয় দিলেন ॥১৮॥

তখন সূর্য্যদেব মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—“মহর্ষি ! আপনার উপযুক্ত
 অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনি অতীষ্ট বিষয় বলুন ॥১৯॥

মহাস্বন ! আপনি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা করিতেছেন, তাহা অতিক্রম
 হইলেও আমি আপনাকে দিব” ॥২০॥

সূর্য্যদেব এইরূপ বলিলে, বশিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥২১॥

স হি রাজা বৃহৎকৌন্তিধর্ম্মার্থবিহুদারথোঃ ।
 যুক্তঃ সম্বরণো ভর্তা দুহিতুস্তে বিহঙ্গম ! ॥২৩॥
 ইত্যুক্তঃ স তদা তেন দদানৌত্যেব নিশ্চিতঃ ।
 প্রত্যভাষত তং বিপ্রং প্রতিনন্দ্য দিবাকরঃ ॥২৪॥
 বরঃ সম্বরণো রাজ্ঞাং স্বয়মীনাং বরো যুনে ! ।
 তপতী যোষিতাং শ্রেষ্ঠা কিমন্যদপসজ্জনাং ॥২৫॥
 ততঃ সর্বানবগ্গাপ্তীং তপতীং তপনঃ স্বয়ম্ ।
 দদৌ সম্বরণস্থার্থে বশিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥২৬॥
 প্রতিজ্ঞগ্ৰাহ তাং কন্যাং মহর্ষিস্তপতীং তদা ।
 বশিষ্ঠোহথ বিস্কৃষ্টস্ত পুনরেকাজগাম হ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বিহায়সা আকাশেন গচ্ছতীতি বিহঙ্গমঃ সূর্যাস্তংসংযোজনম্ ॥২৩॥
 ইতীতি । নিশ্চিতঃ পূর্বমেব নিশ্চয়েন কৃতসঙ্কল্পঃ । প্রতিনন্দ্য আদৃত্য ॥২৪॥
 বর ইতি । বরঃ শ্রেষ্ঠঃ । অপসজ্জনাং দানাং, অন্তঃ কিং কৰ্ত্তব্যমস্তি ॥২৫॥
 তত ইতি । তপনঃ সূর্যঃ, স্বয়মাত্মনৈব ন পুনরন্যদায়া ॥২৬॥
 প্রতীতি । বিস্কৃষ্টঃ সংযোগেতি শেষঃ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

বাদশসংখ্যায়া মিতে ॥১৮॥ দিবোন বিধিনা যোগবলেন ॥১৫—১৬॥ পশুতঃ সতঃ পশুতো-

বশিষ্ঠ বলিলেন—“সূর্য্যদেব ! সাবিত্রীর কনিষ্ঠা তপতী নামে আপনার যে
 একটা কন্যা আছে, সেটাকে সম্বরণরাজার জন্ত আপনার নিকট আমি প্রার্থনা
 করি ॥২২॥

সম্বরণরাজা অত্যন্ত যশস্বী, ধর্ম্মার্থজ্ঞ এবং উদারচেতা ; সুতরাং তিনিই আপনার
 কন্যার উপযুক্ত বর” ॥২৩॥

সূর্য্যদেব পূর্বেই সম্বরণরাজাকে কন্যা দান করিবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন ;
 সুতরাং তখন বশিষ্ঠ ঐরূপ বলিলে, তাঁহাকে আদর করিয়া বলিলেন— ॥২৪॥

“মহর্ষি ! সম্বরণ, রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; আপনি মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং
 তপতীও নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ; অতএব সম্বরণের হস্তে তপতীকে দান করা ভিন্ন
 আর কি করিব” ॥২৫॥

তাহার পর, সূর্য্যদেব নিজেই সম্বরণরাজার জন্ত সর্বাক্ষয়ন্দরী তপতীকে মহাত্মা
 বশিষ্ঠের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥২৬॥

যত্র বিখ্যাতকীর্তিঃ স কুরুণামৃষভোহভবৎ ।
 স রাজা মন্থথাবিকৃত্তদগতেনাস্তরাজ্ঞানা ॥২৮॥
 দৃষ্ট্বা চ দেবকন্যাং তাং তপতীং চারুহাসিনীম্ ।
 বশিষ্ঠেন সহায়ান্তীং সংহৃষ্টোহভ্যধিকং বভৌ ॥২৯॥
 রুরুচে সাধিকং সূক্তরাপতন্তৌ নভস্তলাৎ ।
 সৌদামিনীং বিভ্রষ্টা গৌতয়ন্তৌ দিশিস্থিবা ॥৩০॥
 কৃচ্ছাদ্বাদশরাত্রে তু তস্মৈ রাজ্ঞঃ সমাহিতে ।
 আজগাম বিশুদ্ধাত্মা বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥৩১॥
 তপসারাম্য বরদং দেবং গোপতিমৌশ্বরম্ ।
 লেভে সম্বরণো ভার্য্যাং বশিষ্ঠশ্চৈব তেজসা ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞেতি । তদগতেন তপতীগতেন । মন্থথাবিকৃত্তদগতেনাস্তরাজ্ঞানা ॥২৮॥
 দৃষ্টেতি । সংহৃষ্টঃ অতীবানন্দিতঃ সমরং ইতি শেষঃ ॥২৯॥
 রুরুচ ইতি । আপতন্তৌ আগচ্ছন্তৌ । সৌদামিনী বিদ্যাৎ । ত্রিবা শরীরকান্ত্যা ॥৩০॥
 কৃচ্ছাদিতি । দ্বাদশরাত্রে, কৃচ্ছাৎ সূর্য্যত্রতাচরণকষ্টাৎ, সমাহিতে সমাধিনা অতিবাহিতে ॥৩১॥
 তপসেতি । গোপতিং তেজসাং পতিম্, ঈশ্বরং সূর্য্যম্ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

২৪র্থ বা ১১৭—২২ ॥ বিহঙ্গম ! হে খেচর ! ২৩—২৮ ॥ কিমনাক্ষেপ্তম্, অপবৰ্জনাৎ দানাৎ
 ১২৫—৩০ ॥ কৃচ্ছাৎ ক্লেশাৎ, দ্বাদশরাত্রসাধ্যো সমাহিতে সমাধৌ নিয়মে সমাপ্তে সতি ॥৩১॥

মহর্ষি বশিষ্ঠও তখন তপতীনাম্না সেই কন্যাটিকে গ্রহণ করিলেন এবং সূর্য্য-
 দেবের নিকট বিদায় লইয়া পুনরায় চলিয়া আসিলেন ॥২৭॥

বিখ্যাতকীর্তি কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বরণরাজা তপতীকে ভাবিতে থাকিয়া কামাবিষ্ট হইয়া
 যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥২৮॥

রাজা, চারুহাসিনী দেবকন্যা তপতীকে বশিষ্ঠের সহিত আসিতে দেখিয়া, অত্যন্ত
 আনন্দিত হইয়া বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥২৯॥

সুন্দরী তপতীও মেঘবিচ্যুত বিজ্ঞাতের জ্বায় আপন কান্তি দ্বারা সমস্ত দিক্
 আলোকিত করিয়া, আকাশ হইতে আসিতে থাকিয়া, অত্যন্ত শোভা পাইতে
 লাগিলেন ॥৩০॥

তখন রাজা কষ্টসাধ্য সূর্য্যোপাসনায় দ্বাদশ দিন অতিবাহিত করিলে, শুদ্ধচিত্ত
 বশিষ্ঠ তপতীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৩১॥

ততস্তস্মিন্ গিরিশ্রেষ্ঠে দেবগন্ধর্বসেবিতৈ ।
 জগ্ৰাহ বিধিবৎ পাণিঃ তপত্যাঃ স নরবভঃ ॥৩৩॥
 বশিষ্ঠেনাভ্যমুজ্জাতস্তস্মিন্নেব ধরাধরে ।
 সৌহক্যময়ত রাজর্ষির্বিহর্তুং সহ ভার্যয়া ॥৩৪॥
 ততঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ বনেষু পবনেষু চ ।
 আদিদেশ মহীপালস্তম্বেব সচিবং তদা ॥৩৫॥
 নৃপতিং হত্যমুজ্জাপ্য বশিষ্ঠোহথাপচক্রমে ।
 সৌহথ রাজা গিরৌ তস্মিন্ বিজহারামরো যথা ॥৩৬॥
 ততো দ্বাদশ বর্ষাণি কাননেষু বনেষু চ ।
 রেমে তস্মিন্ গিরৌ রাজা তয়ৈব সহ ভার্যয়া ॥৩৭॥
 তস্মৈ রাজ্ঞঃ পুরে তস্মিন্ সমা দ্বাদশ সত্তম ! ।
 ন ববর্ষ সহস্রাক্ষো রাষ্ট্রে চৈবাস্ত ভারত ! ॥৩৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । স নরবভঃ সমরণঃ ॥৩৩॥

বশিষ্ঠেনেতি । ধরাধরে পর্বতে । অকাময়ত ঐচ্ছত ॥৩৪॥

তত ইতি । আদিদেশ শাসনাদিকং বিধাতুমিতি শেষঃ ॥৩৫॥

নৃপতিমিতি । অপচক্রমে প্রহসে ॥৩৬॥

তত ইতি । কাননেষু মহারণ্যেষু, বনেষু উপবনেষু ॥৩৭॥

তস্মৈ ইতি । সমা বৎসরান্ । সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ । রাষ্ট্রে রাজ্যে ॥

সম্বরণরাজা তপস্তা দ্বারা বরদাতা জগদীশ্বর সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়া এবং
 বশিষ্ঠের প্রভাবে তপতীকে ভাষ্যাক্রমে লাভ করিলেন ॥৩২॥

তাহার পর, দেবগণ ও গন্ধর্বগণসেবিত সেই পর্বতে থাকিয়াই সম্বরণরাজা
 যথাবিধানে তপতীর পাণিগ্রহণ করিলেন ॥৩৩॥

পরে, বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে রাজা সেই পর্বতে থাকিয়াই ভার্য্যা তপতীর
 সহিত বিহার করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥৩৪॥

তৎপরে, তিনি রাজধানী, রাজ্য, বন ও উপবনপ্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্ত
 সেই মন্ত্রীকেই আদেশ করিলেন ॥৩৫॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ রাজাকে ঐরূপ অনুমতি দিয়া চলিয়া গেলেন ; রাজাও সেই
 পর্বতে থাকিয়া দেবতার স্তায় বিহার করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

তৎপরে রাজা বার বৎসরপর্য্যন্ত সেই পর্বতে থাকিয়া বনে ও উপবনে সেই
 ভার্য্যার সহিত রমণ করিলেন ॥৩৭॥

ততস্তম্ভামনারুহ্যং প্রবৃত্তায়ামরিন্দম ! ।

প্রজাঃ ক্ষয়মুপাজগ্মুঃ সর্বাঃ সম্বাণুজগমাঃ ॥৩৯॥

তস্মিন্স্থথাবিধে কালে বর্তমানে স্মদারুণে ।

নাবশ্যায়ঃ পপাতোর্ব্যাং ততঃ শস্তানি নারুহন্ ॥৪০॥

ততো বিভ্রান্তমনসো জনাঃ ক্ষুদ্রয়পীড়িতাঃ ।

গৃহানি সম্পরিত্যজ্য বভ্রমুঃ প্রদিশো দিশঃ ॥৪১॥

ততস্তস্মিন্ পুরে রাষ্ট্রে ত্যক্তদারপরিগ্রহাঃ ।

পরম্পরমর্ষাদাঃ ক্ষুধার্তা অজিহরে জনাঃ ॥৪২॥

তৎক্ষুধার্ভৈর্নিরাহারৈঃ শবভূতৈস্তথা নরৈঃ ।

অভবৎ প্রেতরাজস্য পুরং প্রেতৈরিবারতম্ ॥৪৩॥

ততস্তভাদৃশং দৃষ্ট্বা স এব ভগবানৃষিঃ ।

প্রত্যপগত ধম্মাত্মা বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রবৃত্তায়াম্ জাতায়াম্ । সম্বাণুজগমাঃ সচরাচরাঃ ॥৩৯॥

তস্মিন্নিতি । অবশ্যায়স্তবারোহপি । নারুহন্ নোৎপন্নানি ॥৪০॥

তত ইতি । বিভ্রান্তমনসঃ অস্থিরচিত্তাঃ । প্রদিশো দিগন্তরালানি ॥৪১॥

তত ইতি । পরিগ্রহাঃ পরিজনাঃ । অমর্ষাদাঃ কর্তব্যানিয়মশূন্যাঃ ॥৪২॥

তদ্বিতি । তৎ রাজপুংসম্ । শবভূতৈশ্চ মৃতপ্রায়ৈঃ । প্রেতরাজস্য যমস্য ॥৪৩॥

ভারতভাবদীপঃ

গোপতিং স্বর্ঘ্যম্ ॥৩৯—৩৭॥ ন দ্ববর্ষ রাজ্ঞঃ কামসক্যা বাধিকজ্যোতিষ্টোমাদিক্রিয়ালোপাৎ

ভরতশ্রেষ্ঠ ! সেই বার বৎসরের মধ্যে সেই রাজার রাজ্যে ও রাজধানীতে ইন্দ্র বর্ষা করিলেন না ॥৩৮॥

সেই অনাবৃষ্টি চলিতে থাকিলে স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত প্রজাই ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে লাগিল ॥৩৯॥

সেইরূপ ভয়ঙ্কর সময়ে ভূতলে হিমবিন্দুও পড়ে নাই ; তাহাতে কোন শস্তই জন্মে নাই ॥৪০॥

তাহাতে লোক সকল ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অস্থিরচিত্তে দিক্‌বিদিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৪১॥

এবং সেই রাজ্য ও রাজধানীর মানুষেরা ক্ষুধার্ত হইয়া ভাৰ্য্যা ও পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর কর্তব্যহীন হইয়া পড়িল ॥৪২॥

ক্ষুধার্ত অথচ উপবাসী মৃতপ্রায় লোকে পরিপূর্ণ সেই রাজধানীটা, প্রেতে পরিপূর্ণ যমালয়ের স্থায় হইয়া পড়িল ॥৪৩॥

তঞ্চ পার্থিবশাৰ্দ্দূলমানয়ামাস তৎ পুরম্ ।
 তপত্যা সহিতং রাজন্ ! বর্ষে দ্বাদশমে গতে ।
 ততঃ প্রবৃত্তন্তত্রাসৌদযথাপূর্বং সুরারিহা ॥৪৫॥
 তস্মিন্ নৃপতিশাৰ্দ্দূলে প্রবিষ্টে নগরং পুনঃ ।
 প্রববর্ষ সহস্রাক্ষঃ শস্ত্রানি জনয়ন্ প্রভুঃ ॥৪৬॥
 ততঃ সরাষ্ট্রং যুয়দে তৎ পুরং পরয়া মুদা ।
 তেন পার্থিবযুগ্মেন ভাবিতং ভাবিতাত্মনা ॥৪৭॥
 ততো দ্বাদশ বর্ষাণি পুনরীজে নরাধিপঃ ।
 তপত্যা সহিতং পত্ন্যা যথা শচ্যা মরুৎপতিঃ ॥৪৮॥
 এবমাসীয়াহাভাগা তপতী নাম পৌষিকী ।
 তব বৈবস্বতী পার্থ ! তাপত্যস্তুং যয়া মতঃ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তৎ রাজপুংসম্, তাদৃশং ক্লিষ্টজনাকুলম্ । প্রত্যাপত্তত্ আপচ্ছৎ ॥৪৫॥
 তমিতি । আনয়ামাস আনিয়ায় । দ্বাদশ মা মাসং পরিমাণং যত্র তস্মিন্ । সুরারিহা ইন্দ্রঃ,
 যথাপূর্বং পূর্ববদেব, তত্র দেশে, প্রবৃত্তো বর্ষণকারী । যত্ৰৈপাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥৪৬॥
 তস্মিন্মিতি । সহস্রাক্ষ ইন্দ্রঃ । জনয়ন্ জনয়িষ্যন্ ॥৪৬॥
 তত ইতি । ভাবিতং সৌভাগ্যশালীকৃতম্ । ভাবিতাত্মনা নিশ্চিনীকৃতমনসা ॥৪৭॥
 তত ইতি । ঈজে যজ্ঞঃ চকার । মরুৎপতিরিন্দ্রঃ ॥৪৮॥
 এবমিতি । পৌষিকী পূস্ময়ুঃপত্নী । বৈবস্বতী বিবস্বতঃ কন্যা ॥৪৯॥

তাহার পর, সেই রাজধানীটাকে সেইরূপ দেখিয়া, ধর্ম্মাত্মা মুনীশ্রেষ্ঠ সেই
 বশিষ্ঠই সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৪৪॥

এক তিনি বার বৎসর অতীত হইলে, তপতীর সহিত সম্বরণরাজাকে সেই
 রাজধানীতে আনয়ন করিলেন : তাহার পর, সেই দেশে দেবরাজ পূর্বের জায় বর্ষণ
 করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৪৫॥

সম্বরণরাজা রাজধানীতে প্রবেশ করিলে, দেবরাজ শস্ত্র জন্মাইবেন বলিয়া বর্ষা
 করিতে লাগিলেন ॥৪৬॥

নির্ম্মলহৃদয় সম্বরণরাজা ভাগা ফিরাইয়া আনিলে, রাজ্যের সহিত সেই
 রাজধানী অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল ॥৪৭॥

তাহার পর, শচীদেবীর সহিত মিলিত দেবরাজের জায় সম্বরণরাজা তপতীর
 সহিত মিলিত হইয়া, আবার বার বৎসর যজ্ঞ করিলেন ॥৪৮॥

তস্যাং স জনয়ামাস কুরুং সম্বরণো নৃপঃ ।

তপত্যাং তপতাং শ্রেষ্ঠ ! তাপত্যস্তং ততোহৰ্জুন ! ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি চৈত্ৰবধে
তাপত্যাং নাম ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সপ্তষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স গন্ধৰ্ববচঃ শ্রুত্বা ততদা ভরতবভ ! ।

অৰ্জুনঃ পরয়া প্রীত্যা পূৰ্ণচন্দ্র ইবাবভৌ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তস্মামিতি । তপতাং প্রাপ্তাপেন শক্রতাপিনাম্ । তপত্যা অপতামিতি তাপতাম্ ॥৫০॥

ইতি মহামহোপাধায় ভারতচাৰ্য্য শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি চৈত্ৰবধে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

স ইতি । প্রীত্যা মহাজনবংশে জনশ্রবণানন্দেন । পূৰ্ণচন্দ্র ইব উৎফুল্লকাকরত্বাৎ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৥১৮—৩২॥ অবজ্ঞায়ঃ নীহারোহপি ন পপাত কুতো বৃষ্টিবিত্তার্থঃ ॥৪০—৪২॥ ৩৭ তদা, শব্দভূতৈঃ
যুতসদৃশৈঃ ॥৪৩—৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষট্‌ষষ্ঠ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৬॥

—:—

অৰ্জুন ! তোমা হইতে পূৰ্ব্বোৎপন্ন সৃষ্টিকৰ্ত্তা তপতী এইরূপ ভাগ্যবতী ছিলেন ;
যাহার নাম অনুসারে তুমি ‘তাপতা’ হইয়াছ ॥৪২॥

হে বীরশ্রেষ্ঠ অৰ্জুন ! সেই সম্বরণরাজা সেই তপতীর গর্ভে ‘কুরু’ নামে একটা
পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন । তপতীর বংশে জন্মিয়াছ বলিয়া তুমি ‘তাপতা’ ॥৫০॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন অৰ্জুন সেই গন্ধৰ্বের কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দে
পূৰ্ণচন্দ্রের জায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥১॥

* ‘... একসপ্তত্যধিক...’, ‘...ত্রিসপ্তত্যধিক...’, ‘...একাননবত্যধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

(১)...পরয়া ভক্ত্যা... ।

উবাচ চ মহেশাসো গন্ধর্বং কুরুসতমঃ ।

জাতকৌতূহলোহতৌ বশিষ্ঠস্ত তপোবলাৎ ॥২॥

বশিষ্ঠ ইতি যশ্চৈতদধ্বন্যম স্বয়ৈরিতম্ ।

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং যথাবত্তদ্বদম্ মে ॥৩॥

য এম গন্ধর্বপতে ! পূর্বেষাং নঃ পুরোহিতঃ ।

আসৌদেতম্মমাচক্ষু ক এম ভগবানৃষিঃ ॥৪॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো বশিষ্ঠোহরুদ্রতীপতিঃ ।

তপসা নির্জিজ্ঞাতৌ শব্দদজ্জৈয়াবমরৈরপি ॥৫॥

কামক্রোধাবৃত্তৌ যস্ম চরণৌ সংববাহতুঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং বশকরৌ বশিষ্ঠ ইতি চোচ্যতে ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

যথা কামশ্চ ক্রোধশ্চ নির্জিজ্ঞাতাবজ্জিতৌ নরৈঃ ।

জিতারয়ো জিতা লোকাঃ পশ্চানশ্চ জিতা দিশঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

উবাচেতি । মহেশাসো মহাধনুর্ধরঃ । তপোবলাৎ তপোবলপ্রবলাৎ ॥২॥

বশিষ্ঠ ইতি । ঈরিতমুক্তম্ । তৎ বশিষ্ঠোপাখ্যানম্ ॥৩॥

য ইতি । নঃ অস্মাকম্, পূর্বেষাং পূর্বপুরুষাণাম্ ॥৪॥

ব্রহ্মণ ইতি । মানসো মনঃসঙ্কল্পমাত্রেণৈব জাতঃ । শব্দং সর্ষদা, অমরৈরপি অজ্ঞেয়ো কাম-
ক্রোধৌ নির্জিজ্ঞাতাবিতি সম্বন্ধঃ । তৌ চোভৌ, যস্ম চরণৌ, সংববাহতুঃ সংবাহয়ামাসতুঃ চরণ-
সংবাহকৌ ভূতাবিব বশীভূতবৃত্তিরিত্যর্থঃ । আশৌহয়ং প্রয়োগঃ ॥৫—৬॥

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ মহাধনুর্ধর অর্জুন বশিষ্ঠের তপস্তার প্রভাব শুনিয়া অত্যন্ত
কৌতূহলিত হইয়া গন্ধর্বকে বলিলেন— ॥২॥

“সখে ! তুমি যে মহর্ষির ‘বশিষ্ঠ’ এই নাম বলিলে, তাঁহার বৃত্তান্ত আমি শুনিতে
ইচ্ছা করি ; সুতরাং আমার নিকট তাহা তুমি বল ॥৩॥

গন্ধর্বরাজ ! যিনি আমাদের পূর্বপুরুষদিগের পুরোহিত ছিলেন, এই মহর্ষিকে ?
তাহা আমার নিকট বল” ॥৪॥

গন্ধর্ব বলিল—“বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং অরুদ্রতীর পতি ; ইনি তপস্তার
প্রভাবে দেবগণেরও অজ্ঞেয় কাম ও ক্রোধকে জয় করিয়াছেন ; তাই কাম ও ক্রোধ
ভূতের আয় তাঁহার বশীভূত এবং তিনি অস্ত্রাশ্র ইন্দ্রিয়কে বশ করিয়াছেন ;
তাহাভেই লোকে তাঁহাকে ‘বশিষ্ঠ’ বলে ॥৫—৬॥

(৬)...চরণৌ সংববাহতুঃ । ৭ শ্লোকঃ কুত্রচিৎ পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

যন্ত নোচ্ছেদনং চক্রে কুশিকানামুদারধীঃ ।
 বিশ্বামিত্রাপরাধেন ধারয়ন্ মন্থামুত্তমম্ ॥৮॥
 পুত্রব্যসনসম্ভুতঃ শক্তিমানপাশক্ৰবৎ ।
 বিশ্বামিত্রবিনাশায় ন চক্রে কশ্ম দারুণম্ ॥৯॥
 মৃত্যুশ্চ পুনরাহৰ্ত্তুং যঃ স পুত্রান্ যমক্ষয়াৎ ।
 কৃতাস্তং নাত্তিচক্রাম বেলামিব মহোদধিঃ ॥১০॥
 যং প্রাপ্য বিজিতাত্মানং মহাত্মানং নরাধিপাঃ ।
 ইক্ষ্বাকবো মহীপালা লেভিরে পৃথিবীমিমাম্ ॥১১॥
 পুরোহিতমিমং প্রাপ্য বশিষ্ঠম্মিমুত্তমম্ ।
 ঈজিরে ক্রতুভিঃশ্চৈব নৃপাস্তে কুরুনন্দন ! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

বশিষ্ঠনাম্মি যোগাশ্রমাহ—যথেন্টি । অরয়ো লোভাদয়োহন্তঃশত্রবঃ । জিতা ইতি বিসি-
 লোপেহপি পুনঃ সন্ধিরাধঃ । পশ্যানঃ কামাদীনামন্তঃশত্রুণাং প্রসরণমার্গাশ্চ ॥৭॥
 য ইতি । উত্তমমুৎকটম্, মহ্যং ক্রোধম্, ধারয়ন্ অস্ত্রেণৈব নিরুদ্ধম্ ॥৮॥
 পুত্রেন্টি । পুত্রব্যসনসম্ভুতঃ শতপুত্রবধেনোত্তেজিতঃ । কশ্ম অভিচারাদিকম্ ॥৯॥
 মৃত্যুনিতি । যমক্ষ ক্ষয়াস্তবনাৎ । কৃতাস্তং তমেব যমম্ । বেলাং তীৱম্ ॥১০॥
 যমিতি । বিজিতাত্মানং বশীকৃতেন্টিয়ম্ । ইক্ষ্বাকব ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ ॥১১॥
 পুরোহিতমিতি । ঈজিরে দেবান্ পূজয়ামাস্ । তে ইক্ষ্বাকুবংশীয়াঃ ॥১২॥

তিনি মানুষের অজেয় কাম ও ক্রোধকে যেমন জয় করিয়াছেন, তেমন লোভ-
 প্রভৃতি শত্রু, সমস্ত লোক, কামাদির পথ এবং সকল দিকও জয় করিয়াছেন ॥৭॥

যে মহাত্মা দারুণ ক্রোধের বেগ সংবরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের অপরাধে তাঁহার
 কুশিকবংশেরই উচ্ছেদ করেন নাই ॥৮॥

যিনি পুত্রবধে উত্তেজিত এবং প্রতিবিধানে সমর্থ হইয়াও অসমর্থেরই মত থাকিয়া
 বিশ্বামিত্রের বিনাশের জন্য কোন ভয়ঙ্কর কার্যের অনুষ্ঠান করেন নাই ॥৯॥

যিনি যমালয় হইতে মৃত পুত্রগণকে পুনরায় আনিবার জন্য, সমুদ্র যেমন তীর
 অতিক্রম করে না, সেইরূপ যমকে অতিক্রম করেন নাই ॥১০॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা যে জিতেন্দ্রিয় মহাত্মাকে পুরোহিত পাইয়া এই পৃথিবী
 লাভ করিয়া গিয়াছেন ॥১১॥

এবং সেই ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজারা ঋষিশ্রেষ্ঠ যে বশিষ্ঠকে পুরোহিত পাইয়া
 নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া গিয়াছেন ॥১২॥

স হি তান্ যা জয়ায়াস সর্বান্ নৃপতিসত্তমান্ ।

ব্রহ্মর্ষিঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ! বৃহস্পতিরিবামরান্ ॥১৩॥

তস্মাদ্ধর্ম্যপ্রধানান্না বেদধর্ম্যবিদৌপিতঃ ।

ব্রাহ্মণো গুণবান্ কশ্চিৎ পুরোধাঃ প্রতিদৃশ্যতাম্ ॥১৪॥

কত্রিয়েণাভিজাতেন পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতা ।

পূর্বেং পুরোহিতঃ কার্য্যঃ পার্থ ! রাজ্যাভিবৃদ্ধয়ে ॥১৫॥

মহীং জিগীষতা রাজ্ঞা ব্রহ্ম কার্য্যং পুরঃসরম্ ।

তস্মাৎ পুরোহিতঃ কশ্চিৎ গুণবান্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।

বিবান্ ভবতু বো বিপ্রো ধর্ম্যকামার্থতত্ত্ববিৎ ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্রবধে
বাশিষ্ঠে সপ্তমষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । তান্ ইক্ষাকুকলীয়ান্ ॥১৩॥

তস্মাদিতি । পুরোধাঃ পুরোহিতঃ, প্রতিদৃশ্যতাম্ অধিষ্ঠতামিতার্থঃ ॥১৪॥

কত্রিয়েণেতি । অভিজাতেন সংকুলোৎপন্নেন ॥১৫॥

মহীমিতি । ব্রহ্ম ব্রাহ্মণগতো বেদঃ, বেদজ্ঞো ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ । ষট্পদমিদং পঞ্চম্ ॥১৬॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতচাণ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাধ্যাক্ষিরচিতায়াং মহাভারতটীকারাং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্রবধে সপ্তমষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

স গন্ধর্বেতি ॥১ - ৭॥ অপরাধেন পুত্রশতবধরূপেণ ৮—১৫॥ প্রকরণার্থমুপসংহরতি —
তস্মাদিতি ॥১৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তমষ্টাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৭॥

বৃহস্পতি যেমন দেবগণের যাজন করেন, তেমন সেই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ সমস্ত সূর্য্য-
বংশীয় রাজাদের যাজন করিয়াছেন ॥১৩॥

অতএব সখে ! ধার্মিক, বেদজ্ঞ ও গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবার
জন্তু তোমরা অবেষণ কর ॥১৪॥

অর্জুন ! পৃথিবীজিগীষু সংকুলোৎপন্ন কত্রিয় রাজ্যবৃদ্ধির জন্তু সকল কার্য্যের
পূর্বে পুরোহিত নির্বাচন করিবেন ॥১৫॥

রাজা পৃথিবী জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে অগ্রবর্তী করিবেন ।
অতএব ধর্ম্য, অর্থ ও কামের তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, জিতেন্দ্রিয় এক গুণবান্ কোন ব্রাহ্মণ
তোমাদের পুরোহিত হউন ॥১৬॥

অষ্টষষ্ঠ্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—১৫—

অর্জুন উবাচ ।

কিংনিমিত্তমভূতৈরং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ ।

বসতোরাশ্রমে দিব্যে শংস নঃ সর্বমেব তং ॥১॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

ইদং বাশিষ্ঠমাখ্যানং পুরাণং পরিচক্ৰতে ।

পার্থ ! সর্বেষু লোকেষু যথাবত্তন্নিবোধ মে ॥২॥

কান্তকুঞ্জে মহানাসৌ পাণ্ডিবো ভরতর্ষভ ! ।

গাধীতি বিশ্রুতো লোকে কুশিকস্ত্যাস্তসম্ভবঃ ॥৩॥

তস্ত ধর্ম্মাত্মনঃ পুত্রঃ সমুদ্রবলবাহনঃ ।

বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতো বভূব রিপুমর্দনঃ ॥৪॥

স চচার সহামাত্যো যুগয়াং গহনে বনে ।

যুগান্ বিধান্ বরাহাংশ্চ রম্যেযু মরুধন্থ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আশ্রমে বসতো যেখাদিশূত্রাত্মৈরশ্রবাসস্তব ইতি ভাবঃ ॥১॥

ইদমিতি । আখ্যানং বৃত্তান্তম্, পুরাণং প্রাচীনম্ ॥২॥

কান্তেতি । কান্তকুঞ্জে তদাখ্যে দেশে । বিশ্রুতো বিখ্যাতঃ ॥৩॥

তস্তেতি । তস্ত গাধেঃ । সমুদ্রানি প্রচুরাণি বগানি সৈন্তানি বাহনানি চ যস্ত সঃ ॥৪॥

স ইতি । মরুযু নির্জলেষু ধন্থ সজলেষু চ স্থলেষু । “ধন্থ স্থলচাপয়োঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কিংনিমিত্তমিতি ॥১—৪॥ মরুধন্থ মরুসংজ্ঞকেষু অরণ্যপ্রদেশেষু । “ধন্থা তু মরুদেশে

অর্জুন বলিলেন—“বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উৎকৃষ্ট তপোবনে বাস করিতেন ; শূত্রাং তাঁহাদের পরস্পর শত্রুতা হইয়াছিল কেন ? সেই সমস্ত বৃত্তান্তই আমাদের নিকট বল” ॥১॥

গন্ধর্ব বলিল—“অর্জুন ! সমস্ত জগৎের লোকই এই বশিষ্ঠের উপাখ্যান প্রাচীন বলিয়া থাকে ; তাহা আমার নিকট যথাযথভাবে শোন ॥২॥

কান্তকুঞ্জে কুশিকরাজার পুত্র ‘গাধি’-নামে জগদ্বিখ্যাত এক মহারাজ ছিলেন ॥৩॥

সেই ধর্ম্মাত্মা গাধিরাজার ‘বিশ্বামিত্র’-নামে একটা পুত্র জন্মে ; সেই বিশ্বামিত্রের প্রচুর সৈন্ত ও বাহন ছিল এবং তিনি শত্রুবিজয়ী হইয়াছিলেন ॥৪॥

ব্যায়ামকর্ষিতঃ সোহথ যুগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ ।
 আজগাম নরশ্রেষ্ঠ ! বশিষ্ঠস্তাশ্রমং প্রতি ॥৬॥
 তমাগতমভিপ্রেক্ষ্য বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ ।
 বিশ্বামিত্রং নরশ্রেষ্ঠং প্রতিজ্ঞগ্রাহ পূজয়া ॥৭॥
 পাণ্ডার্য্যচমনীয়ৈস্ত্ব স্বাগতেন চ ভারত ! ।
 তথৈব পরিজ্ঞগ্রাহ বন্তেন হবিষা তথা ॥৮॥
 তস্তাথ কামধুগ্ধেনুর্বশিষ্ঠস্ত মহাত্মনঃ ।
 উক্তা কামান্ প্রযচ্ছতি সা কামান্ দুহুহে ততঃ ॥৯॥
 বাম্পাঢ্যশৌদনশ্চৈব রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাঃ ।
 নিষ্ঠানানি চ সুপাংশ্চ দধিকূল্যাস্তথৈব চ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ব্যায়ামেতি । ব্যায়ামেন পরিশ্রমেণ কর্ষিতঃ ক্লিষ্টঃ ॥৬॥
 তমিতি । শ্রেষ্ঠত্বক প্রধানস্বাং শ্রেষ্ঠস্থানভাগী । প্রতিজ্ঞগ্রাহ আদৃতবান্ ॥৭॥
 পাণ্ডেতি । হবিষা হোমযোগেন নীবারৌদনাদিনা ॥৮॥
 তন্তেতি । কামান্ দোদ্বীতি কামধুক্ অভীষ্টদাত্রী । কামান্ কামাবতুনি ॥৯॥
 বাম্পেতি । বাম্পাঢ্যস্ত বাম্পবৃক্ষস্ত, ওদনস্ত অন্নস্ত, রাশয়ো ধেধা দুহুহিরে ইতি বাক্য-
 ভেদঃ । নিষ্ঠানানি ব্যঞ্জনানি । “স্তান্তেনমনস্ত নিষ্ঠানম্” ইত্যমরঃ । দধঃ কুলাঃ কৃত্রিম-
 ভারতভাবনীপঃ

না ক্লীবে চাপে স্থলেহপি চ” ইতি মেদিনী ॥১০॥ ব্যায়ামকর্ষিতঃ শ্রমেণ ক্লান্তঃ ॥৬॥ শ্রেষ্ঠত্বক
 একদা সেই বিশ্বামিত্র মদ্রুগণের সহিত মিলিত হইয়া গহন বনে প্রবেশ করিয়া,
 মরুভূমিতে এবং রমা স্থানে হরিণ ও শূকরপ্রভৃতি বিদ্ধ করিতে থাকিয়া যুগয়া
 করেন ॥৭॥

তাহার পর, যুগলিপ্সু বিশ্বামিত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত এবং পিপাসার্ত হইয়া বশিষ্ঠের
 আশ্রমে গমন করেন ॥৮॥

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ নরশ্রেষ্ঠ সেই বিশ্বামিত্রকে উপস্থিত দেখিয়া যথেষ্ট আদর
 করেন ॥৯॥

এবং পাণ্ড, অর্ঘা, আচমনীয়, স্বাগতপ্রস্ন ও বস্ত্র খাণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্রের সংকার
 করেন ॥১০॥

মহাত্মা বশিষ্ঠের একটি কামধেনু ছিল ; তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া বলিলেন—
 “আমার অভীষ্ট বস্তু সকল দান কর ।” পরে সেই কামধেনু বশিষ্ঠের অভীষ্ট বস্তু
 সকল দান করিল ॥১১॥

পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ অগ্নের রাশি, নানাবিধ ব্যঞ্জন ও ডাল, দধির ক্ষুদ্র নদী,

কৃপাংশ্চ ঘৃতসম্পূর্ণান্ গোভ্যামানি সহস্রশঃ ।
 ইক্ষুন্ মধুনি লাজাংশ্চ মৈরেয়াংশ্চ বরাসবান্ ॥১১॥
 গ্রাম্যারণ্যাশ্চৌষধীশ্চ দুহুহে পয় এব চ ।
 ষড়্‌রসঞ্চামৃতনিভং রসায়নমমৃতমম্ ॥১২॥
 ভোজনীয়ানি পেয়ানি ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ।
 লেহ্যান্মৃতকল্পানি চোষ্যাণি চ তথার্জুন ! ॥১৩॥
 রত্নানি চ মহার্হাণি বাসাংসি বিবিধানি চ ।
 তৈঃ কামৈঃ সৰ্বসম্পূৰ্ণৈঃ পূজিতশ্চ মহীপতিঃ ।
 সামাত্যঃ সবলশ্চৈব তুতোম স ভূশং তদা ॥১৪॥ (কুলকম্)
 ষড়্‌মতাং স্পার্শ্বকৌরুং পৃথ্‌পঞ্চসমারুতাম্ ।
 মণ্ডুকেন্দ্ৰাং স্বাকারাং পীনোধসমনিন্দিতাম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কুঞ্জনদীঃ। গোভ্যামানি গুড়যুক্তানি। মৈরেয়ান্ বরাসবান্ ইত্যভয়মপি মধুবিশেষণম্।
 তথা চ মাধবঃ—“শীধুরিক্কুরসৈঃ পট্টকরপট্টকরাসবো ভবেৎ। মৈরেয়ঃ ধাতকীপুষ্পগুড়ধাতা-
 সংহিতম্।” অত্র মৈরেয়ানিতি পুংস্‌মার্থম্। গ্রাম্যা ওষধীৰ্বাদীঃ, আরণ্যাশ্চ নীবারাদীঃ, পয়ো
 দুহম্। ষড়্‌রসং মধুর্বাদি, রসায়নং পুষ্টিকরং ব্রবাম্। ভোজনীয়ানি পায়সাদীনি, পেয়ানি
 তরলানি, ভক্ষ্যাণি চৰ্খ্যাণি পিষ্টকাদীনি, লেহ্যানি ঘনৌকতদুহাদীনি, চোষ্যাণি পূপবিশেষান্।
 মহার্হাণি মহামূল্যানি। কামৈঃ কাম্যবস্তুভিঃ। মহীপতিবিশ্বামিত্রঃ, পূজিতো বশিষ্ঠেনেতি
 শেষঃ। সবলঃ সৈন্যস্তঃ। স বিশ্বামিত্রঃ। চতুর্দশপদ্যং ষট্‌পদম্ ॥১—১৪॥

যড়্‌তিতি। ষট্‌ শিরোগ্রীবাসক্‌থিগলকঞ্চললাঙ্গুলস্তনা উন্নতা যজ্ঞাস্তম্, শোভনৌ পার্থক্য

ভারতভাবদীপঃ

পূজ্যপূজকঃ ॥১॥ পরিজগ্রাহ নিমজ্জিতবান্ ॥৮—১১॥ গ্রাম্যা ব্রীহাদয়ঃ। আরণ্যা নীবারাদয়ঃ।
 ষড়্‌রসা মধুর্বাদয়ঃ। রসায়নং দিব্যদেহতাপাদিকম্ ॥১২॥ পেয়ানি ক্ষীরাদীনি। ভক্ষ্যাণি
 দষ্টৈরবধণীরাস্তপ্পাদীনি। লেহ্যানি পায়সাদীনি। চোষ্যাণি ইক্ষুকাণ্ডাদীনি। সবলঃ

ঘৃতপূর্ণ কূপ, সহস্রপ্রকার গুড়যুক্ত অন্ন, ইক্ষু, মধু, ঐ, মৈরেয়মত্, উৎকৃষ্ট আসবমত্,
 গ্রাম্য ও বন্য ওষধি, দুগ্ধ, অমৃততুল্য ষড়্‌বিধ রস, উৎকৃষ্ট রসায়ন, নানাবিধ খাদ্য,
 পেয়, চৰ্ক্য, অমৃতকল্প লেহ্য, চোষ্য, মহামূল্য রত্ন এবং নানাপ্রকার বস্ত্র—এই সকল
 বস্তুই কামধেনু দান করিল। তখন বশিষ্ঠ সেই অভীষ্ট বস্তুগুলি দ্বারা বিশ্বামিত্রের
 সৎকার করিলেন; তখন বিশ্বামিত্র মজ্জিগণ ও সৈন্যগণের সহিত অত্যন্ত সন্তুষ্ট
 হইলেন ॥১০—১৪॥

সুবালধিং শঙ্কুর্কর্ণাং চারুশৃঙ্গাং মনোরমাম্ ।
 পুষ্টায়তশিরোগ্রীবাং বিন্মিতঃ সোহভিবৌক্য তাম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
 অভিনন্দ্য স তাং রাজন্ ! নন্দিনীং গাধিনন্দনঃ ।
 অববৌচ্ছ ভৃশং তুষ্টঃ স রাজা তম্ভিৎ তদা ॥১৭॥
 অর্কুদেন গবাং ব্রহ্মন্ ! মম রাজ্যেন বা পুনঃ ।
 নন্দিনীং সম্প্রযচ্ছ স্ব ভুঙ্কু রাজ্যং মহামুনে ! ॥১৮॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।
 দেবতাতিথিপিত্রার্থমজ্যার্থঞ্চ পয়স্বিনী ।
 অদেয়া নন্দিনীয়ং বৈ রাজ্যেনাপি তবানব ! ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

যস্তান্তাম্, পৃথুতিবিশালৈঃ পঞ্চভিঃ ললাট-কর্ণধর-নয়নধরৈঃ সমাবৃতা সমম্বিতা তাম্, মাণ্ডুক্য
 ভেকস্তেব উচ্ছ্রেনে নেত্রে যস্তান্তাম্, শোভন আকারো যস্তান্তাম্, তথা পীনং স্থূলম্ উদো দ্বন্ধ-
 ধারণাকং যস্তান্তাম্, সুবালধিং হৃন্দরলাঙ্গুলাম্, শঙ্কুর্কর্ণাং শঙ্কুং ক্রমিকহৃন্দকর্ণাগ্রাম্, পুষ্টে স্থূলে
 আয়তে দীর্ঘে চ শিরোগ্রীবে যস্তান্তাম্ । তাং কামধেহম্ । স বিশ্বামিত্রঃ ॥১৫—১৬॥

অতীতি । অভিনন্দ্য প্রশস্ত । নন্দিনীং তদাখ্যাম্ ॥১৭॥

অর্কুদেনেতি । অর্কুদেন দশভিঃ কোটিভিঃ । অধিকসংখ্যাপরমিদম্ ॥১৮॥

দেবতেতি । ইজ্যার্থং যজ্ঞার্থম্ । পয়স্বিনী প্রচুরদুগ্ধা ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মনৈস্তঃ ॥১০—১৪॥ বড়রুতাং বড়ায়তাম্, “শিরো গ্রীবা মর্ধ্বিনী চ সান্না পুচ্ছমথ স্তনঃ ।
 ততাস্তেতানি ধেনুনাশ্রয়তানি প্রচক্ৰতে ॥” যথা পৃথুতিঃ পঞ্চভিরঙ্গৈঃ সমাবৃতাং যুক্তাম্,
 “ললাটং শ্রবণৌ চৈব নয়নষিভয়ং তথা । পৃথুস্তেতানি শস্ত্রে ধেনুনাং পঞ্চ স্বরভিঃ ॥”
 মাণ্ডুক্যেব উচ্ছ্রেনে নেত্রে যস্তাঃ পীনমুখঃ ক্ষীরাশয়ো যস্তান্তাঃ পীনোধনম্ ॥১৫॥ সুবালধিং

মস্তকপ্রভৃতি ছয়টি অঙ্গ উন্নত, ললাটপ্রভৃতি পাঁচটি অঙ্গ বিস্তৃত, নয়নযুগল
 ভেকের স্তায় ক্ষীত, পালানটি স্থূল, লাঙ্গুলটি ও শৃঙ্গ দুইটি মনোহর, কর্ণযুগল শঙ্কু
 (পেরেকের) স্তায় ক্রমিক সূক্ষ্ম এবং মস্তক ও গ্রীবা স্থূল ও বৃহৎ—এহেন অনিন্দ্য-
 সুন্দরাকৃতি কামধেয়ুটি দেখিয়া বিশ্বামিত্র বিস্মিত হইলেন ॥১৫—১৬॥

তখন বিশ্বামিত্ররাজা সেই নন্দিনীর অনেক প্রশংসা করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট
 হইয়া বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥১৭॥

“মহর্ষি ! আপনি বহুসংখ্যক ধেনু, অথবা আমার রাজ্য গ্রহণ করিয়া, এই
 নন্দিনীকে দান করুন, পরে রাজ্য ভোগ করুন” ॥১৮॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“মহারাজ ! দেবতা, অতিথি ও পিতৃলোকের কার্য্য

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

ক্ষত্রিয়োহহং ভবান্ বিপ্রস্তপঃস্বাধ্যায়সাধনঃ ।

ব্রাহ্মণেষু কুতো বীৰ্য্যং প্রশান্তেষু ধৃতাত্মহু ॥২০॥

অৰ্ক্ষুদেন গবাং বস্তুং ন দদাসি মমোপিতম্ ।

স্বধৰ্ম্মং ন প্রহাস্যামি নেগ্যামি চ বলেন গান্ ॥২১॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

বলস্বচ্চাসি রাজা চ বাহুবীৰ্য্যশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ ।

গণেচ্ছসি তথা ক্ষিপ্রং কুরু মা হুং বিচারয় ॥২২॥

গন্ধৰ্ব্ব উবাচ ।

এবমুক্তস্তদা পার্থ ! বিশ্বামিত্রো বলাদিভিঃ ।

হংসচক্রপ্রতীকাশাং নন্দিনীং তাং জহার গান্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষত্রিয় ইতি । তপঃ স্বাধ্যায়ঃ বেদপাঠক সাধয়তীতি সঃ । প্রশান্তেষু শমস্তপাথিতেষু, ধৃতাত্মহু
সংযতেন্দ্রিয়েষু । এষেব নিরতত্বাবীৰ্য্যভাব ইত্যাহ্বয়ঃ ॥২০॥

অৰ্ক্ষুদেনেতি । স্বধৰ্ম্মং প্রসহ্যহরণকপম্, ন প্রহাস্যামি ন ত্যাক্যামি ॥২১॥

বলেতি । বলস্বঃ সৈন্যবেষ্টিতঃ । বাহুবীৰ্য্যং যজ্ঞ সঃ । ক্ষিপ্রং দীপ্তম্ ॥২২॥

এবমিতি । বলাদিভিঃ বলপ্রয়োগাদেবেত্যর্থঃ । হংসচক্রপ্রতীকাশামতাস্তত্ত্বজ্ঞানম্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শোভনপুচ্ছাম্, শব্দ ইব তীক্ষ্ণাগ্রো কর্ণো যজ্ঞাঃ সা ॥১৩॥ নন্দিনীং নামতঃ ॥১৭—২৩॥

এবং যজ্ঞ সম্পাদন করিবার জন্য আপনার রাজ্য গ্রহণ করিয়াও এই দুষ্কবতী
নন্দিনীকে দেওয়া যাইতে পারে না” ॥১২॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন—“আমি ক্ষত্রিয় ; আর আপনি তপস্বী ও বেদপাঠনিরত
ব্রাহ্মণ ; সুতরাং শমস্তপাথিত ও সংযতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণের বল কোথায় ? ॥২০॥

আপনি যখন বহুসংখ্যক গরু নিয়াও আমার অভীষ্ট বস্তু দিতেছেন না, তখন
আমি ক্ষত্রিয়ের ধৰ্ম্ম ত্যাগ করিব না, বলপূর্ব্বকই গরুটী লইব” ॥২১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“আপনি সৈন্যপরিবেষ্টিত, রাজা এবং বাহুবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয় ;
সুতরাং আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই সহ্য করুন, কোন বিবেচনা করিবেন
না” ॥২২॥

গন্ধৰ্ব্ব বলিল—“অৰ্জুন ! বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, বিশ্বামিত্র তখনই বলপূর্ব্বক
হংস ও চন্দ্রের তুল্য স্তম্ভবর্ণী সেই নন্দিনীকে হরণ করিলেন ॥২৩॥

(২৩) এবমুক্তস্তদা পার্থ ! ।

২১৮ (৪)

কশাদগুপ্রতিহতা কাল্যামান্য ততন্ততঃ ।

হস্যমান্য কল্যাণী বশিষ্ঠস্ত্যাপ নন্দিনী ॥২৪॥

আগম্যভিমুখী পার্শ্ব ! তদ্বৌ ভগবত্মুখী ।

ভৃশং তাড্যমান্য বৈ ন জগামাশ্চমাত্ততঃ ॥২৫॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

শৃণোমি তে রবং ভদ্রে ! বিনদন্ত্যঃ পুনঃ পুনঃ ।

হ্রিয়সে হং বলাদুদ্রে ! বিশ্বামিত্রেন নন্দিনি ! ।

কিং কর্তব্যং ময়া তত্র ক্ষমাবান্ ব্রাহ্মণো হৃদম্ ॥২৬॥

গন্ধর্ক উবাচ ।

সা ভয়ানন্দিনী ত্রৈমাং বলানাং ভরতর্ষভ ! ।

বিশ্বামিত্রভয়োদ্বিগ্না বশিষ্ঠং সন্মুপাগমং ॥২৭॥

গৌরবাচ ।

কশাগ্রদগুভিহতাং ক্রোশন্তীং মামিনাপবং ।

বিশ্বামিত্রবলৈর্দৌরৈর্ভগবন্ ! কিমুপেক্ষসে ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কশেতি । কশৈব দগুস্তেন প্রতিহতা তাদিত্য, কাল্যামান্য চাল্যামান্য হস্যমান্য হস্যরবং কৃক্কটী । ভগবতো বশিষ্ঠস্য উগ্ৰুখী সতী ॥২৪—২৫॥

শৃণোমীতি । তত্র তব হরণবিষয়ে । হি যস্মাৎ । ষট্পাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥২৬॥

মেতি । বালানাং সৈন্তানাম্ । বিশ্বামিত্রভয়েন উদ্বিগ্না অস্থিরা ॥২৭॥

কশেতি । ক্রোশন্তীং বিলপন্তীম্ । উপেক্ষসে অন্তঃ বিশ্বামিত্রং মাধ ॥২৮॥

তিনি চাবুক দিয়া আঘাত করিয়া নন্দিনীকে এদিক্ ওদিক্ চালাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু নন্দিনী বশিষ্ঠের অভিমুখে আসিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অত্যন্ত হাড়ন করিতে থাকিলেন সে আশ্রম হইতে গেল না" ॥২৪—২৫॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“নন্দিনি ! বিশ্বামিত্র বলপূর্বক তোমাকে হরণ করিতেছেন; তাহাতে তুমি বার বার বিলাপ করিতেছ; আমিও সে রব শুনিতেছি; তথাপি আমার সে বিষয়ে কি কর্তব্য হইতে পারে? আমি ত ক্ষমালীল ব্রাহ্মণ” ॥২৬॥

গন্ধর্ব্ব বলিল—“অর্জুন ! নন্দিনী, বিশ্বামিত্র এবং তাঁহার সৈন্তগণের ভয়ে অস্থির হইয়া বশিষ্ঠের নিকট গেল ॥২৭॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

নন্দিষ্ঠামেবং ক্রন্দন্ত্যাং ধর্মিতায়াং মহামুনিঃ ।

ন চুক্ষুভে তদা ধৈর্য্যাম চচাল ধৃতব্রতঃ ॥২৯॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

কদ্রিয়াণাং বলং তেজো ব্রাহ্মণানাং কমা বলম্ ।

কমা মাং ভজতে গম্পাদ্গমাতাং যদি রোচতে ॥৩০॥

গৌরুবাচ । *

কিম্ তাক্ষাশ্চি ভগবন্ ! যদেবং হুং প্রভাগসে ।

অত্যক্তাং হুয়া ব্রহ্মন্ ! নেতুং শক্যা ন বৈ বলাৎ ॥৩১॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

ন হ্যং তাক্ষামি কল্যাণি ! স্মীয়তাং যদি শক্যতে ।

দৃঢ়েন দান্না বন্ধৈষ বৎসন্তে ত্রিয়তে বলাৎ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নন্দিষ্ঠামিতি । ধর্মিতায়াং বিশ্বামিবেণ বনাদায়কীকৃতায়াম্ । মহামুনিবশিষ্ঠঃ ॥২৯॥

কদ্রিয়াণামিতি । তেজঃ প্রতাপঃ । নন্দিনীং প্রত্যাক্রিয়ম্ ॥৩০॥

কিম্বুতি । তাক্ষা স্বয়েতি শেষঃ ॥৩১॥

নেতি । দান্না বন্ধা । ত্রিয়তে বিশ্বামিজলোকেন ॥৩২॥

এবং সে বলিল—“ভগবন্ ! বিশ্বামিত্রের নির্ধূর সৈন্তেরা চাবুক দিয়া আমাকে আঘাত করিতেছে, আর আমি অনাথার ন্যায় বিলাপ করিতেছি ; এ অবস্থায় আপনি কেন উপেক্ষা করিতেছেন ?” ॥২৮॥

গন্ধর্ব বলিল—“বিশ্বামিত্রকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া নন্দিনী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ক্রমাশীল বশিষ্ঠ ক্ষুব্ধ বা ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না” ॥২৯॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“কদ্রিয়ের বল প্রতাপ এবং ব্রাহ্মণের বল ক্রমা ; সুতরাং ক্রমা যখন আমাকে এখনও অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, তখন তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে যাইতে পার” ॥৩০॥

নন্দিনী বলিল—“ভগবন্ ! আপনি কি আমাকে ত্যাগ করিলেন যে, এইরূপ বলিতেছেন ? । যদি আপনি আমাকে ত্যাগ না করিয়া থাকেন, তবে বলপূর্বক আমাকে কেহই নিতে পারিবে না” ॥৩১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“কল্যাণি ! আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই ; সুতরাং

* নন্দিষ্ঠাবাচ ।

গন্ধর্বি উবাচ ।

স্বীয়ভামিতি তচ্ছ্রদ্ধা বশিষ্ঠস্য পয়স্বিনী ।
 উদ্ধাধিত্তিশিরো গ্রীবা প্রবভৌ বৌদ্ধদর্শনা ॥৩৩॥
 ক্রোধধরক্লেদগা মা গৌর্জনারবদনন্দনা ।
 বিশ্বামিত্রস্তা তং সৈন্যং ব্যাদ্রাবয়ত সর্বশঃ ॥৩৪॥
 কশাগ্রাদগ্ধাভিত্তা কাল্যামানা ততস্ততঃ ।
 ক্রোধধরক্লেদগা ক্রোধঃ ভূয় এব সমাদধে ॥৩৫॥
 আদিত্য ইব মধ্যাহ্নে ক্রোধদৌপ্তবপূর্বভৌ ।
 অঙ্গারবর্ণং মৃগমুখী মূর্ছদালধিতো মতং ॥৩৬॥
 অমৃজং পঙ্কজান্ পুচ্ছাং প্রস্রবাদ্দ্রবিড়াঙ্ককান্ ।
 যোনিদেশোচ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহুন্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স্বীয়ভামিতি । পয়স্বিনী গৌঃ, উদ্ধাধিত্তিশিরো নীতে শিরোগ্রীবে যতঃ সা ॥৩৩॥
 ক্রোধেতি । অশ্বতি এব এব ঘনো নিরপ্তরঃ অনঃ শকো যন্তাঃ সা ॥৩৪॥
 কশেতি । কাল্যামানা কাল্যামানাঃ । সমাদধে দৃষ্টবতী ॥৩৫॥
 আদিত্য ইতি । অঙ্গারবর্ণং জলংকাষ্ঠপুণ্ড্রম্ । বালধিতো লাল্লভ্য ॥৩৬॥
 অমৃজাদিতি । পঙ্কজাদয়ো জাতিবিশেষাঃ । প্রস্রবাদ্দ্রবিড়াঙ্ককান্ । শকৃতো গোময়াং ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কশাদগুপ্রগুদিভাং কশাঘাতেন খেদঃ প্রাপিতাম্, কাল্যামানামিতস্ততো নিরোধ্যমানাম্
 যদি পার, তবে থাক । কিন্তু দৃঢ় রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া তোমার বৎসটিকে বলপূর্বক
 নিয়া যাইতেছে” ॥৩২॥

গন্ধর্ব বলিল—“থাক’ এই কথা শুনিয়া বশিষ্ঠের কামধেনু মস্তক ও গ্রীবা
 উদ্ভালন করিয়া, ভয়ঙ্কর মুক্তি হইয়া দাড়াইল ॥৩৩॥

ক্রোধে তাহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইল : সে ঘন ঘন ‘হুয়া’ রব করিতে
 লাগিল এবং বিশ্বামিত্রের সেই সৈন্তগণকে সকল দিকে তাড়াইয়া দিল ॥৩৪॥

পরে, আবার সেই সৈন্তেরা চাবুক দ্বারা আঘাত করিয়া তাহাকে সেইসেই দিকে
 লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল : তখন নন্দিনী ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া দারুণ ক্রোধ
 প্রকাশ করিল ॥৩৫॥

নন্দিনী আপন লাল্লুল হইতে অনবরত বিশাল অগ্নিময় অঙ্গার বর্ষণ করিতে
 থাকিয়া মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের ত্রায় ক্রোধে দৌণ্ডিময়দেহ হইয়া প্রকাশ পাইতে
 লাগিল ॥৩৬॥

मूत्रतश्चासृज्जं कश्चिच्छुद्धराशेऽचव पार्श्वतः ।

পৌণ্ড্রান্ কীরাতান্ যবনান্ সিংহলান্ বঙ্গিয়ান্ শশান্ ॥৩৮॥

চিবুকাংশচ পুলিন্দাংশচ চীনান্ হুনান্ মাকেরলান্ ।

সমস্ত ফেনতঃ সা গৌরোচ্ছান্ বহুবিধানপি ॥৩৯॥

ତେବିଂସ୍ତୋକ୍ତର୍ନନ୍ଦାମାନାମାଶ୍ରୟାଣାମୁଦା ।

नानावरणसंछिन्नानाद्युधधरेस्तथा ॥४०॥

अवाकौगाह नः एतेकविधाभिदृश्या पश्यातः ।

এককশ্চ তদা (যদি) পকতি, যপ্তুভবতি ॥ ১১ ॥ যথা কন

ଅନୁବାଚନ ମହତ୍ତା ଦଧାୟନ ବଳେ ତନ ।

शुभम् । मन्त्रं तु यत् 'वन्दे' गच्छति । ॥४२॥

ন চ প্রাণৈবিকৃত্যে কচিৎকৃত্যৈনিকা ।

विश्वामित्रस्य संकल्पोद्धतः शिष्टेऽवततः ।

স্বা পৌষ্যং মকলং মৈত্র্যা কালগ্রামাস দরভঃ ॥৪৩॥

ভারত-কোয়ল

युक्त इति । काश्चित् श्रुत्वा दारुणतया । आश्चर्यं पोषुः ॥३॥

চিব্বকানিতি : ଦେନତେ ଦୁବ୍ବଦେନାଂ ସୁବ୍ବଦେନାଂ ॥ ୨୩ ॥

তৈরি। নানাবর্ণসংছিন্নেছবিনয়ং। গুণৈঃ । স । বৈক । কুণৈঃ । যো । বিশ্বানিবিশ

যোদ্ধা, পঞ্চভিঃ মপ্তভিষ্চ বশিষ্ঠায়দৈঃ, ব্রহ্মণ্যৈক্যং পাত্যবশিষ্টি ৯ ॥৪১১-১১১১৥

অন্তেতি । অল্পবয়সে চিহ্নিতমোদানামিতি ভেদঃ । প্রথম পত্রাঙ্কঃ ১৭৩।

এবং সে লাঙ্গল হইতে পড়িল, ঘণ্টা হইতে ছবিডু শু শক, সোনি হইতে যখন
এবং শকৎ (বিচ্ছা) হইতে বজ্রের শব্দ মৃদু করিল ॥৩৭॥

আর, যুদ্ধ হইতে কতকগুলি শবর প্রভৃৎ ছই পার্বদেশ হইতে পৌণ্ড্র, কিরাট,
যবন, সিংহল, বর্বর ও যশ সৃষ্টি করিল ॥২৮॥

এবং নন্দিনী মুখফেন ও ছুফফেন হইতে চিবুক, পলিন্দ, চাঁদ, হুন, কেরল ও
বহুবিধ য়েচ্চ উৎপাদন করিল ॥৩২॥

নানাবিধ আবরণে আবৃত এবং নানাবিধ অস্ত্রধারী সেই নানাবিধ যোদ্ধাসৈন্য
কুদ্ধ হইয়া, পাঁচ মাত জনে মিলিয়া, বিশ্বানিত্যের সমক্ষেই তাহান এক এক জন
সৈন্যকে পরিবেষ্টন করিল ॥৪০—৪১॥

এবং তাহাদের বিশাল অস্ত্রবৃষ্টিতে আহত ও ভীত হইয়া বিশ্বানিত্রের সম্মুখেই তাঁহার সৈন্তগণ সকল দিকেই পরাভূত হইল ॥৪২॥

(७८) मूढतन्त्राश्रयः काश्चिन्... ।

বিশ্বামিত্রস্ত তং সৈন্তং কাল্যমানং ত্রিযোজনম্ ।
 ক্রোশমানং ভয়োধ্বিগ্নং ত্রাতারং নাধ্যগচ্ছত ॥৪৪॥
 বিশ্বামিত্রস্ততো দৃষ্ট্বা ক্রোধাবিকটঃ স রোদসৌ ।
 ববর্ষ শরবর্ষাণি বশিষ্ঠে মুনিসন্তমে ॥৪৫॥
 ঘোররূপাংশ্চ নারাচান্ ক্ষুরান্ ভল্লান্ মহামুনিঃ ।
 বিশ্বামিত্রপ্রযুক্তাংস্তান্ বৈণবেন ব্যমোচয়ৎ ॥৪৬॥
 বশিষ্ঠস্ত তদা দৃষ্ট্বা কণ্মকৌশলমাহবে ।
 বিশ্বামিত্রোহপি কোপেন ভূয়ঃ শক্রনিপাতনঃ ।
 দিব্যাদ্রবর্মং তস্মৈ স প্রাহিণোগ্মুনয়ে ক্রমা ॥৪৭॥
 আগ্নেয়ং বারুণকৈন্দ্রং নাম্যং বায়ব্যমেব চ ।
 বিসমর্জ্য মহাভাগে বশিষ্ঠে ব্রহ্মণঃ স্নতে ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । বিযুক্তাঃ ইতি সৎসংস্কৃতমতীতদ্ব্যাপম্ । প্রাণবিরয়োজনে বশিষ্ঠস্ত ক্রমাত্ত্ব ইতি
 ভাবঃ । কাল্যামাস উৎপাদি ত্রয়সৈন্তৈর্দর্মময়ামাস । বটপদমিদং পঞ্চম্ ॥৪৩॥
 নিবেতি । ত্রিযোজনং ত্রিযোজনব্যাপি । ক্রোশমানং বিলপৎ ॥৪৪॥
 বিবেতি । রোদসৌ ভূম্যাকাশৌ ব্যাপ্য । বশিষ্ঠস্তৈব প্রধানশক্রস্বাদিত্যিতি ভাবঃ ॥৪৫॥
 ঘোরেতি । মহামুনিবশিষ্ঠঃ । বৈণবেন দংশদণ্ডেন । ব্যমোচয়ৎ বাথীকৃতবান্ ॥৪৬॥
 বশিষ্ঠস্তেতি । কণ্মনঃ অশ্বনিবারণশ্চ কৌশলং নৈপুণ্যম্ । কোপেন শক্রনিপাতন ইতি
 সম্বন্ধাৎ ক্বেতভানেন ন পৌনরিক্যম্ । হৃদমপি বটপদং পঞ্চম্ ॥৪৭॥
 আগ্নেয়মিতি । বিসমর্জ্য চিকৈদ বিশ্বামিত্র ইতি শেষঃ ॥৪৮॥

অর্জুন ! বশিষ্ঠের সৈন্তেরা ক্রুদ্ধ হইয়াও বিশ্বামিত্রের কোন সৈন্তেরই প্রাণ-
 বিয়োগ করিল না । নন্দিনী এইভাবে দূরে থাকিয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্তকেই
 দমন করিল ॥৪৩॥

তখন ত্রিযোজনব্যাপী বিশ্বামিত্রসৈন্ত ভয়ে অস্থির হইয়া, আন্তনাদ করিতে
 থাকিয়া, কাহাকেও রক্ষক পাইল না ॥৪৪॥

ভাহার পর, বিশ্বামিত্র তাহা দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, ভূমণ্ডল ও আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত
 করিয়া, মুনিজ্যেষ্ঠ বশিষ্ঠের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

কিন্তু মহর্ষি বশিষ্ঠ একখানি বংশদণ্ড দ্বারাই বিশ্বামিত্রনিক্রিপ্ত সেই সকল ভয়ঙ্কর
 নারাচ, ক্ষুর ও ভল্লগুলিকে ব্যর্থ করিলেন ॥৪৬॥

তখন শক্রহস্তা বিশ্বামিত্রও যুদ্ধে বশিষ্ঠের সেই কার্য্যকৌশল দেখিয়া, ক্রোধ-
 বশতঃ পুনরায় ভাহার প্রতি দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

অস্ত্রাণি সৰ্ব্বতো জ্বালাং বিসৃজন্তি প্রপেদিরে ।

যুগান্তসময়ে ঘোরাঃ পতন্ত্যস্তেব রশ্ময়ঃ ॥৪৯॥

বশিষ্ঠোহপি মহাতেজা ব্রহ্মশক্তি প্রযুক্তয়া ।

মর্ত্যা নিবারয়ামাস সৰ্বাণ্যস্ত্রাণি স শ্বয়ন্ ॥৫০॥

ততস্তে ভস্মসাদৃতাঃ পতন্তি স্য মহীতলে ।

অপোহ দিব্যান্যস্ত্রাণি বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ ॥৫১॥

নিজ্জিতোহসি মহারাজ ! ছরাস্বন্ ! গাধিনন্দন ! ।

নদি তেহন্তি পরং শৌণ্যং তদদশ্যি ময়ি স্থিতে ॥৫২॥

দৃষ্ট্ৱ তন্মহদাশ্চর্য্যং ব্রহ্মতেজোভবং তদা ।

বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রভাবান্নিবিদ্যে বাক্যমব্রবীৎ ॥৫৩॥

ধিঘলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজোবলং বলম্ ।

বলাবলং বিনিশ্চিত্য তপ এব পরং বলম্ ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

অস্ত্রাণিতি । জ্বালাম্ অগ্নিশিখাম্, বিসৃজন্তি উৎগিরন্তি । পতন্ত্য সূর্যাস্ত ॥৪৯॥

বশিষ্ঠ ইতি । ব্রহ্মশক্তিপ্রযুক্তয়া ব্রহ্মণ্যতেজঃপ্রযুক্তয়া । শ্বয়ন্ ঈষৎকসন্ ॥৫০॥

৩৩ ইতি । তে দিব্যান্মিত্রপ্রযুক্তা অদম্যমূহাঃ । অপোহ নিবাসা ॥৫১॥

নিজ্জিত ইতি । পরম্ অস্ত্রং ৫২॥

দৃষ্টেতি । ক্ষত্রভাবাদাশ্বয়নঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদেকতঃ, নির্বিদ্যে আশ্বয়ানিযুক্তঃ ॥৫৩॥

ধিগিতি । ব্রহ্মতেজোবলমেন বলম্ উৎকৃষ্টং বলমিত্যর্থঃ । বলাবলং বিনিশ্চিত্য বলাবলয়ো-

নিশ্চয়মধিকৃত্য, তপ এব পরমুৎকৃষ্টং বলং মজ্জ ইতি শেষঃ ॥৫৪॥

তিনি, ব্রহ্মার পুত্র মহাত্মা বশিষ্ঠের প্রতি আগ্রয়ে, বাকণ, ঐন্দ্র, যাম্য এবং বায়ব্য অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৪৮॥

সেই অস্ত্রগুলি সকল দিকে অগ্নিশিখা ছড়াইতে ছড়াইতে যাইয়া, যুগান্তকালীন ভয়ঙ্কর সূর্য্যরশ্মির জ্বালায় পড়িতে লাগিল ॥৪৯॥

অত্যন্ত তেজস্বী বশিষ্ঠও মৃৎ হস্ত্য করিতে করিতে ব্রহ্মতেজঃপ্রযুক্ত যষ্টি দ্বারা বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিলেন ॥৫০॥

তাহার পর, সেই অস্ত্রগুলি ভস্ম হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল । এইভাবে সমস্ত অস্ত্র নিবারণ করিয়া বশিষ্ঠ এই কথা বলিলেন—॥৫১॥

“ছরাস্বা বিশ্বামিত্র ! তুই পরাজিত হইয়াছিস্, যদি তোর অস্ত্র প্রকার বীরত্ব থাকে, তবে তাহাও দেখা ; আমি রহিলাম” ॥৫২॥

বিশ্বামিত্র তখন ব্রহ্মতেজের সেই আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া, নিজের ক্ষত্রিয়ত্ব নিবন্ধন আত্মধিকার করিয়া বলিলেন—॥৫৩॥

স রাজ্যং স্বীকৃত্বংস্বজ্য তাক দীপ্তাং নৃপশ্রিয়ম্ ।
 ভোগাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কুত্বা তপশ্চৈব মনো দধে ॥৫৫॥
 স গত্বা তপসা সিদ্ধিং লোকান্ বিক্ৰভ্য তেজসা ।
 ততাপ সৰ্দান্ দীপ্তৌজা ব্রাহ্মণহুমবাপ্তবান্ ॥৫৬॥
 অপিবচ্চ ততঃ সোমমিন্দ্রেণ সহ কৌশিকঃ ।
 এবংবীৰ্য্যাস্ত রাজর্ষির্ব্রহ্মর্ষিঃ সংবভূব হ ॥৫৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্কণি চৈত্রবর্ণে
 বাণিষ্ঠে বিশ্বামিত্রপরাভবো নামাস্তনন্ত্যাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স বিশ্বামিত্রঃ । স্বীকৃত্বংস্বজ্য । পৃষ্ঠতঃ কুত্বা পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ॥৫৫॥

স ইতি । স বিশ্বামিত্রঃ । বিক্ৰভ্য বিদ্রোহোৎপাদনেন স্বকৃত্বা ॥৫৬॥

অপিবদিত্তি । সোমঃ যজ্ঞীয়ঃ সোমরসম্ । এবংবীৰ্য্য উদলম্ভজিতকঃ ॥৫৭॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্যনির্দিষ্টায়াং মহাভারতটীকায়াং
 ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্কণি চৈত্রবর্ণে অষ্টমস্তাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

॥২৪—৩৬॥ পুরুষদ্বয়ে; যেক্ষবিশেষণঃ, প্রমথঃ উদঃপ্রদেশাৎ, শক্ৰো গোমথঃ ॥৩৭—৫৫॥ বিক্ৰভ্য
 ব্যাপা ॥৫৬—৫৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টমস্তাদিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৮॥

—:~:—

“কহ্মিয়বলে ধিক্ ব্রহ্মতেজই প্রধান বল । উৎকৃষ্ট বল এবং নিকৃষ্ট বল
 নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি ব্রহ্মতেজকেই উৎকৃষ্ট বল বলিয়া মনে
 করি” ॥৫৪॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র বিস্তুত রাজা, উজ্জল রাজলক্ষ্মী এবং সমস্ত ভোগ
 পরিভোগ করিয়া তপস্তাতেই মনোনিবেশ করিলেন ॥৫৫॥

পরে, তিনি তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এবং আপন তেজে সমস্ত জগৎকে স্তব্ধ
 করিয়া এবং ব্রাহ্মণস্ব লাভ করিয়া সকলকেই সমুপ্ত করিয়াছিলেন ॥৫৬॥

তাহার পর, বিশ্বামিত্র ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করিয়াছিলেন । এইরূপ
 শক্তিশালী বিশ্বামিত্র রাজর্ষি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন” ॥৫৭॥

—:~:—

* ‘...ত্রিসপ্তত্যাধিক...’, ‘...পঞ্চসপ্তত্যাধিক...’, ‘...একনবত্যাধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ

উনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

গন্ধর্ব উবাচ ।

কল্যাণপাদ ইত্যেবং লোকে রাজা বভূব হ ।

ইক্ষ্বাকুবংশজঃ পার্শ্ব ! তেজসাহসদৃশো ভূবি ॥১॥

স কদাচিৎকনং রাজা যুগয়াং নিগমৌ পুরাৎ ।

যুগান্ বিধান্ বরাহাংশ্চ চচার রিপুমন্দনঃ ॥২॥

তস্মিন্ বনে মহানোবে গড়গাংশ্চ বহুশোহননঃ ।

হস্তা চ স্তচিরং শ্রান্তো রাজা নিববুতে ততঃ ॥৩॥

অকাময়ন্তং রাজ্যার্থে বিশ্বামিত্রঃ প্রাপ্তপান্ ।

স তু রাজা মহাত্মানং বাশিষ্ঠমগ্নিমুদমন্ ॥৪॥

তৃণা তৃণ্ণা কুধা তৃণ্ণা একায়নগতঃ পথি ।

অপশ্যদজিতঃ সংখ্যে মূনিং প্রতিগৃহাগতম্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

কল্যাণপাদ ইতি । ভূবি লোকে ইতি মনসঃ । তেজসো প্রতাপেন, অসদৃশো নিক্রমঃ ॥১॥

স ইতি । যুগয়াং কৰ্ম্মমিতি শেষঃ ॥২॥

তস্মিন্ ইতি । গড়গান্ গড়গান্ । অহনদিত বিকরণলোপাভাব আধঃ ॥৩॥

অকাময়দিতি । রাজ্যার্থে রাজা কৰ্ম্মমিতি । বাশিষ্ঠঃ বাশিষ্ঠপুত্রম্ । একশেষ

ভারতভাবদীপঃ

কল্যাণপাদ ইতি । অসদৃশো নাস্তি সদৃশলোঃ স্তম্ভ মঃ ॥১-৩॥ রাজ্যার্থে অর্থঃ মম রাজ্যো ভবতিত্যেতদর্থঃ ॥৪॥ একায়নগতঃ একশেষ অয়নঃ গমনঃ যত্র তত্র গতঃ অতি-

গন্ধর্ব বলিল—“অজ্ঞান ! মর্ত্যলোকে অতুলনীয় প্রাপ্তপনালী ‘কল্যাণপাদ’ নামে ইক্ষ্বাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন ॥১॥

তিনি কোন সময়ে যুগয়া করিবার জন্য রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া বনে গমন করেন এবং তথায় হরিণ ও শূকরপ্রভৃতি বিদ্ধ করতঃ বিচরণ করেন ॥২॥

রাজা সেই ভয়ঙ্কর বনে বহুতর গণ্ডারও বধ করেন ; তাহার পর তিনি পরিশ্রান্ত হইয়া তথ্য হইতে ফিরিয়া আসিতে থাকেন ॥৩॥

এদিকে বিশ্বামিত্রমুনি সেই কল্যাণপাদরাজাকে যজ্ঞমান করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন । সেই সময়ে তৃণার্ঘ ও কুধার্ঘ কল্যাণপাদরাজা এমন একটা ক্ষুদ্র পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন যে, সে পথে একজন ভিন্ন যাইতে বা আসিতে পারে না । তখন মহাত্মা বাশিষ্ঠের এক শত পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র

শক্তিঃ নাম মহাভাগং বশিষ্ঠকুলবর্দ্ধনম্ ।
 জ্যেষ্ঠং পুত্রং পুত্রশতাবশিষ্ঠস্য মহাস্বনঃ ॥৬॥ (বিশেষকম্)
 অপগচ্ছ পথোহস্মাকমিত্যেবং পার্থিবোহব্রবীৎ ।
 তথা ঋষিরুবাচেনং সান্দ্রয়ন্ শ্লক্ষ্ময়া গিরা ॥৭॥
 মম পত্নী মহারাজ ! ধর্ম্য এষ সনাতনঃ ।
 রাজ্ঞা সর্কেষু ধর্ম্যেষু দেয়ঃ পত্নী দ্বিজাতয়ে ॥৮॥
 এবং পরম্পরং তৌ তু পথোহর্থং বাক্যানুচতুঃ ।
 অপসর্পাপসর্পেতি বাণ্ডুরমকুর্কৃতাম্ ॥৯॥
 ঋষিস্তু নাপচক্রাম তস্মিন্ ধর্ম্যপথে স্থিতঃ ।
 নাপি রাজ্ঞা মূনের্মানাং ক্রোধাক্রোধানুগাম ত ॥১০॥
 অমুদন্তস্তু পত্ন্যানং তস্মিৎ ন্যুপসন্তমঃ ।
 জ্বান কশয়া মোহান্তদা রাক্ষসবন্ধ্যমিন্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

জনস্র অয়নং কুহরূপবান্গমনঃ যঃ তদংশে স্থানে গতঃ । সংখ্যে যুদ্ধে । পুত্রশতাং
 জ্যেষ্ঠম্ ॥৪—৬॥

অপেতি । পথ একজনমাত্রগমনযোগ্যগার্গ্যং । শ্লক্ষ্ময়াঃ কোমলয়াঃ ॥৭॥

মমেতি । ধর্ম্য আচারঃ । ধর্ম্যেযু অবস্থাতু । দেয়ো বর্ণগুণস্বাদিহিত ভাবঃ ॥৮॥

এবমিতি । বাচা উক্তরং বাণ্ডুরম্ ॥৯॥

ঋষিরিতি । ধর্ম্যপথে আচারসিদ্ধনিয়ে । মানাদ্গৌরবাত ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কচিতমার্গে গত ইত্যর্থ ॥৫—৬॥ পথো মার্গাৎ ॥৭॥ ধর্ম্যঃ সনাতনঃ “রাজ্ঞঃ পত্নী ব্রাহ্মণেনা-
 সমেতা সমেতা তু ব্রাহ্মণস্তন পত্নীঃ” ইত্যাদিশাস্ত্রবিহিতঃ ॥৮—৯॥ মানাং ক্রোধাক্রো-
 শক্তিঃ সেই পথ দিয়াই রাজার দিকে আসিতে লাগিলেন ; সেই অবস্থায় যুদ্ধবিজয়ী
 কল্যাণপাদ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৪—৬॥

তখন রাজা তাঁহাকে বলিলেন —“তুমি আমার পথ হইতে সরিয়া যাও ।” ঋষিও
 কোমল বাক্যে রাজাকে শাস্তভাবে বলিলেন—॥৭॥

“মহারাজ ! এটা আমারই পথ । কেন না, রাজা সকল অবস্থাতেই
 ব্রাহ্মণকে পথ ছাড়িয়া দিবেন, ইহাই চিরন্তন লোকাচার” ॥৮॥

তাঁহারাই হই জনেই পথের জন্ত পরস্পর এইরূপ কথা বলিলেন এবং ‘সরিয়া
 যান’ ‘সরিয়া যান’ এইরূপও পরস্পর কহিলেন ॥৯॥

কিন্তু ঋষিও প্রাচীন আচারের অনুবর্ত্তিতা নিবন্ধন সরিয়া গেলেন না এবং
 রাজাও ক্রোধবশতঃ মুনির সম্মানার্থে অপমৃত হইলেন না ॥১০॥

কশাপ্রহারভিত্তস্ততঃ স মুনিসত্তমঃ ।

তং শশাপ নৃপশ্রেষ্ঠং বাশিষ্ঠঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ॥১২॥

হংসি রাক্ষসবদ্যস্মাদ্রাজাপসদ ! তাপসম্ ।

তস্মাক্ষমগ্ন প্রভৃতি পুরুষাদো ভবিষ্যসি ॥১৩॥

মনুষ্যপিশিতে সত্ত্বশ্চরিত্যসি মহীমিমাম্ ।

গচ্ছ রাজাধমেভ্যুক্তঃ শক্তিণা বীৰ্য্যশক্তিনা ॥১৪॥

ততো যাজ্ঞানিমিত্ত্বং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ ।

বৈরমাসৌভদা তস্ত্বং বিশ্বামিত্রোহগ্নপত্যত ॥১৫॥

তয়োবিবদতোরেবং সমীপনৃপচক্রমে ।

স্মিরুগ্রতপাঃ পার্থ ! বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

‘অমুকস্তমিতি । অধিযত্নব্রতঃ মুনিঃ স্তমনশীল ইত্যুভয়োর্মি পৌনরুক্ত্যম্ ॥১১॥

কশেতি । বাশিষ্ঠো বশিষ্ঠপুত্রঃ শক্তিঃ । ক্রোধেন মুচ্ছিতঃ কণ্ডবাজানহীনঃ ॥১২॥

হংসীতি । রাক্ষসবদবিবেকেনেতি ভাঃ । পুরুষাণে নরমাংসভোক্তা ॥১৩॥

মহ্নোতি । মহ্নস্ত্বং পিশিতে মাংসে । বীৰ্য্যং তপঃপ্রভাব এব শক্তির্গত তেন ॥১৪॥

‘তত ইতি । যাজ্ঞানিমিত্ত্বং একস্ম কল্যাণপাদস্ত যাজ্ঞানিমিত্ত্বম্ । ‘অসীৎ পূৰ্ব্বত এব’ ।

শক্তিণা সহ বিবাদকালে, তং কল্যাণপাদম্, ‘অগ্নপত্যত’ প্রাপ্তবান্ ॥১৫॥

‘তয়োবিবদ’ । এবাং পূৰ্ব্বোক্তপ্রকারম্, বিবদতোঃ, ‘তয়োঃ শক্তি কল্যাণপাদয়োঃ’ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মুনেমাগীরাপচক্রম, অথ হঠাতিশয়ানন্তরম্ ॥১০—১১॥ ‘তত ইতি । এবাং বিশ্বামিত্রঃ স্ববিজ্ঞা-
বলাৎ শক্তিনৃপয়োর্বরমুৎপাত্য তং নৃপং যাজ্ঞাং যদা বিশ্বামিত্রোহগ্নপত্যত তদা তয়োবৈর-

শক্তিমুনি যখন পথ ছাড়িলেন না, তখনই রাজা রাক্ষসের ক্রায় মোহবশতঃ কশা
(চাবুক) দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন ॥১১॥

তখন শক্তিমুনি কশার আঘাতে ক্রোধে মুচ্ছিতপ্রায় হইয়া রাজশ্রেষ্ঠ কল্যাণ-
পাদকে অভিসম্পাত করিলেন—(বলিলেন—) ॥১২॥

“রাজাধম ! তুমি যখন রাক্ষসের ক্রায় তপস্বীকে আঘাত করিলে, তখন তুমি
আজ হইতেই নরমাংসভোজী রাক্ষস হইবে ॥১৩॥

তুমি মহ্ন্যমাংসে আসক্ত থাকিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে ; যাও
রাজাধম !” তপঃপ্রভাবশালী শক্তি এইরূপ বলিলেন ॥১৪॥

কল্যাণপাদরাজাকে যজ্ঞমান করিবার জন্ত পূৰ্ব্ব হইতেই বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের
পরস্পর শত্রুতা ছিল ; সুতরাং বিশ্বামিত্র তখন সেই সুযোগ পাইয়া কল্যাণপাদের
অনুসন্ধানে উপস্থিত হইলেন ॥১৫॥

ততঃ স বৃবুধে পশ্চাত্তমসিং নৃপসত্তমঃ ।
 ধামেঃ পুত্রং বশিষ্ঠস্য বশিষ্ঠমিব তেজসা ॥১৭॥
 অন্তর্ধায় তদাত্মানং বিশ্বামিত্রোহ'প ভারত ! ।
 ভাবভাবতিচক্রাম চিকৌর্মন্মাত্মনঃ প্রিয়ম্ ॥১৮॥
 স তু শপ্তসুদা তেন শক্তিণা বৈ নৃপোত্তমঃ ।
 জগাম শরণং শক্তিং প্রসাদয়িতুমর্হস্বন ॥১৯॥
 তস্য ভাবং বিদিত্বা স নৃপতেঃ কুরুসত্তম ! ।
 বিশ্বামিত্রস্ততো রক্ষ আদিশে নৃপং প্রতি ॥২০॥
 শাপাত্ম্য তু বিপ্রার্শেবিশ্বামিত্রস্য চাক্ষুয়া ।
 রাক্ষসঃ কিঙ্করো নাম বিবেশ নৃপতিং তদা ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ততঃ পশ্চাদিত্যর্থঃ । তং শাপদাতারম্ ॥১৭॥
 অস্তরিত্বা । অতিচক্রাম রক্ষস আদেশার্থং কিঙ্করো জগাম ॥১৮॥
 স টটি । অর্হস্বন চরণধারণাদিনা পূজয়ন ॥১৯॥
 তস্যেতি । রক্ষঃ কক্ষিং রাক্ষসম্ । নৃপং প্রতি নৃপদেহমধিষ্ঠাতুম্ ॥২০॥
 শাপাদিত্বা । তস্য শব্দকুঃ । বিবেশ অধিষ্ঠিতবান্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মাসীং ইত্যর্থঃ ॥১৫॥ তয়োঃ শক্তিনৃপয়োবিবদতোঃ সতোঃ, অসৌ রাজসিঃ ॥১৬॥ পশ্চৎ
 বিশ্বামিত্রাগমনানন্তরম্, অসিঃ শক্তিম্ ॥১৭॥ ততোহ্যানং তত আত্মানম্ উভৌ শক্তি-
 রাজানৌ, অতিচক্রাম বকিতবান্ ॥১৮—১৯॥ তস্য রাজো ভাবমন্তরতিপ্রায়ং শক্তিপ্রসাদন-

অঙ্কন! ভয়ঙ্কর তপস্বী ও প্রতাপশালী বিশ্বামিত্র পূর্বোক্তপ্রকার বিবাদ
 করিবার সময়েই শক্তি ও কল্যাণপাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ॥১৬॥

তাহার পর, রাজজ্যেষ্ঠ কল্যাণপাদ সেই শাপদাতাকে বশিষ্ঠমুনির পুত্র এবং
 বশিষ্ঠেরই তুলা তেজস্বী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন ॥১৭॥

অঙ্কন! তখন বিশ্বামিত্রও নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার ইচ্ছায় নিজের
 শরীরটাকে অদৃশ্য করিয়া তাঁহাদের দুই জনকেই অতিক্রম করিলেন ॥১৮॥

এদিকে রাজা শক্তিকর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্ত তাঁহার
 শরণাপন্ন হইতে চলিলেন ॥১৯॥

তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিবার জন্ত
 একটা রাক্ষসকে আদেশ করিলেন ॥২০॥

রক্ষস! তং গৃহীতন্তু বিদিত্বা মুনিসত্তমঃ ।
 বিশ্বামিত্রোহপ্যপ্যাক্রামতস্মাদ্দেশাদবিন্দম ! ॥২২॥
 ততঃ স নৃপতিস্তেন রক্ষসানুগতেন চ ।
 বলবৎ পীড়িতঃ পার্থ ! নান্নবুধ্যত কিঞ্চন ॥২৩॥
 দদশাথ দ্বিজঃ কশ্চিদ্ভাজানং প্রস্থিতং বনম্ ।
 অগাচত ক্ষুধাপন্নঃ সমাংসং ভোজনং তদা ॥২৪॥
 তদুবাচাথ রাজষির্দ্বিজং মিত্রসহস্রদা ।
 আস্মৈ বক্ষ্যন্তুমৈত্রব মুহূর্তং প্রতীপালয়ন্ ॥২৫॥
 নিবৃত্তঃ প্রতিদাস্যামি ভোজনং তে যপোপ্সিতম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রযগৌ রাজা তস্থৌ স দ্বিজসত্তমঃ ॥২৬॥
 ততো রাজা পরিক্রম্য যথাকামং যথাস্থপম্ ।
 নিবৃত্তোহন্তঃপুরং পার্থ ! প্রবিবেশ মহামনাঃ ॥২৭॥

ভার০কৌমদী

রক্ষসেতি । অপ্যাক্রামৎ অপমৃত্যবান্ ॥২২॥
 তত ইতি । রক্ষসা রাক্ষসেন । বলবৎ একাশ্রম্ । নান্নবুধ্যত কৰ্ত্তব্যম্ ॥২৩॥
 দদশেতি । প্রস্থিতমাগতম্ । তুজাত ইতি ভোজনমন্নম্ ॥২৪॥
 তমিতি । মিত্রঃ সহত ইতি মিত্রসহঃ স্কন্ধপ্রাখিনাপুরক ইত্যর্থঃ । আস্মৈ ত্রিঃ ॥২৫॥
 নিবৃত্ত ইতি । নিবৃত্তো গৃহাৎ প্রত্যাবৃত্তঃ । প্রযগৌ স্বগৃহম্ ॥২৬॥
 তত ইতি । নিবৃত্তঃ স্বগৃহং গতঃ ॥২৭॥

সেই সময়ে শক্তি র শাপে এবং বিশ্বামিত্রের আদেশে কিঙ্করনামক সেই রাক্ষস
 কল্যাণপাদরাজার শরীরে প্রবেশ করিল ॥২১॥

রাক্ষস কল্যাণপাদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া মুনিজ্যেষ্ঠ
 বিশ্বামিত্রও সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন ॥২২॥

অর্জুন ! তাহার পর, রাজা শরীরপ্রবিষ্ট রাক্ষস দ্বারা অত্যন্ত বিকল চিত্ত হইয়া
 কোন কৰ্ত্তব্য, বিষয়ই বুঝিতে পারিলেন না ॥২৩॥

এই সময়ে ক্ষুধার্ত্ত কোন ব্রাহ্মণ রাজাকে বনের ভিতরে উপস্থিত দেখিলেন এবং
 তাঁহার নিকট মাংসযুক্ত অন্ন ভোজন করিতে চাহিলেন ॥২৪॥

তখন বদ্ধজনপ্রতিপালক রাজা সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! আপনি
 এইখানেই আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকিয়া কিছু কাল অবস্থান করুন ২৫॥

আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার অভীষ্ট অন্ন দান করিব” এই কথা বলিয়া রাজা
 আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ; ব্রাহ্মণ সেইখানেই রহিলেন ॥২৬॥

ততোহর্করাত্র উপায় সূদমানায সঙ্করম্ ।
 উবাচ রাজা সংস্কৃত্য ব্রাহ্মণস্য প্রতিশ্রুতম্ ॥২৮॥
 গচ্ছানুগিন্ বনোদ্দেশে ব্রাহ্মণো মাং প্রতীক্ষতে ।
 অন্নার্থী তং হমস্মৈন সমাংসেনোপপাদয় ॥২৯॥
 এবমুক্তস্ততঃ সূদঃ সোহনাসাত্যামিষং কচিৎ ।
 নিবেদয়ামাস তদা তস্মৈ রাজ্ঞে ব্যাধাশ্রিতঃ ॥৩০॥
 রাজা তু রক্ষসাবিষ্টঃ সূদমাহ গতব্যথাঃ ।
 অপ্যেতং নরমাংসেন ভোজয়েতি পুনঃ পুনঃ ॥৩১॥
 তপেহ্যুক্তা ততঃ সূদঃ সংস্থানং বধ্যবাতিনম্ ।
 গচ্ছাজহার হরিতো নরমাংসমপেতভীঃ ॥৩২॥
 স তং সংস্কৃত্য বিধিবদগোপহিতমাশু বৈ ।
 তস্মৈ প্রাদাদব্রাহ্মণায় ক্ষুধিতায় তপস্বিনে ॥৩৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । উপায় নিজাতঃ । ব্রাহ্মণাদেশাদেব চ বিশ্বব্রহ্মণে নিজা । সূদং পাচকম্ ॥২৮॥
 গচ্ছতি । অন্নার্থী ব্রাহ্মণ ইত্যাদ্যঃ । উপপাদয় ক্ষুধার্তীনং পুংস ॥২৯॥
 এবমিতি । সূদঃ স পাচকঃ । অমিষং মাংসম্, অনাসাত্য অপ্রাপা ॥৩০॥
 রাজেতি । রক্ষসা আবিষ্টবাদেব এবমাংসেভ্যশ্রুতঃ । নরমাংসেনোপীতি সপক্ষঃ ॥৩১॥
 তথ্যেতি । সংস্থানং দেশম্ । আজহার আনিয়ায় । রাজাদেশাদেবাপেতভীনির্ভয়ঃ ॥৩২॥

জাহার পর, রাজা বাড়ী যাইয়া, ইচ্ছানুসারে ও যথাস্থখে একটী বিচরণ করিয়া, অম্বুপুরে প্রবেশ করিলেন ॥২৭॥

তৎপরে তিনি রাজি দ্বিতীয় প্রহরের সময় গাত্ৰোত্থান করিয়া ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিশ্রুত বিষয় স্মরণ করিয়া, সহর পাচককে আনাইয়া বলিলেন—॥২৮॥

“পাচক ! তুমি যাও, এই বনের ভিতরে ক্ষুধার্ত্ত এক ব্রাহ্মণ আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন ; তুমি মাংসযুক্ত অন্ন দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট কর” ॥২৯॥

রাজা এই কথা বলিলে, সেই পাচক কোথাও মাংস না পাইয়া, হুঃখিত হইয়া, সে বিষয় রাজাকে জানাইল ॥৩০॥

কিন্তু রাক্ষসাবিষ্ট রাজা হুঃখিত না হইয়াই বার বার সেই পাচককে বলিলেন—
 “তুমি সেই ব্রাহ্মণকে নরমাংসও ভোজন করাত” ॥৩১॥

“তাহাই হউক” এই কথা বলিয়া সে পাচক বধ্যভূমিতে যাইয়া সঙ্করই নির্ভয়ে নরমাংস লইয়া আসিল ॥৩২॥

স সিদ্ধচক্ষুষা দৃষ্ট্৷ তদন্নং দ্বিজসত্তমঃ ।

অভোজ্যমিদমিত্যাহ ক্রোধপৰ্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

যস্মাদভোজ্যমন্নং মে দদাতি স নৃপাধমঃ ।

তস্মাভ্যশ্চৈব মুচ্যত্ব ভবিষ্যত্যত্র লোলুপা ॥৩৫॥

সন্তো মানুসমাংসেষু যথোক্তঃ শক্তিণা পুরা ।

উষেজ্যনীরো ভুতানাং চরিষ্যতি মহীমিমাম্ ॥৩৬॥

দ্বিবত্র ব্যাহতো রাজ্ঞঃ স শাপো বলবানভূত্৷ ।

রক্ষোবলসমাবিন্টো বিসংজ্ঞশ্চাভবন্নৃপঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স ত্বদঃ । সংস্কৃতা পক্ষা । অন্নোপহিতম্ অন্নযুক্তম্ ॥৩৩॥

স ইতি । সিদ্ধচক্ষুষা যোগবলাদনন্তদৃষ্টদৃষ্টিকমনয়নেন ॥৩৪॥

যস্মাদিতি । অভোজ্যং নরমাংসযুক্তমাদিতি ভাবঃ । লোলুপা লোভঃ ॥৩৫॥

সন্ত ইতি । সন্তো ভোজনবাসনী । উষেজ্যতীত্বাষেজনীরঃ, কর্তব্যানীরঃ ॥৩৬॥

দ্বিবত্রিতি । দ্বিবত্রি বাহো, ব্যাহতঃ শক্তিণা তেন ব্রাহ্মণেন চ উক্তঃ ॥৩৭॥

ভারতভাষদীপঃ

পরং জাহ্ন৷ ৩৬৩৭৭ ৭ক্ষঃ প্রবেশিতবান্ ২০—২২ ৷ বলবানভ্যন্তম্ ২৩—৩৪ ৷ অত্র নর-

এক সে তাহা যথাবিধানে পাক করিয়া, অন্নের সহিত নিয়া সহরই সেই ক্ষুধার্ত
তপস্বী ব্রাহ্মণকে সমর্পণ করিল ॥৩৩॥

তখন সেই ব্রাহ্মণ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সেই অন্ন দেখিয়া, ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া
বলিলেন—“এ অন্ন অখাণ্ড” ॥৩৪॥

ব্রাহ্মণ আরও বলিলেন—“যখন সেই রাজাপমটা আমাকে অখাণ্ড অন্ন দিয়াছে,
তখন সেই মুখের এই অন্নে লোভ হইবে ॥৩৫॥

আর, পূর্বের শক্তি, যেমন বলিয়াছেন, সেই ভাবেই সে রাজা নরমাংস ভোজনে
আসক্ত থাকিয়া, প্রাণিগণের ভয়জনক হইয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ করিবে” ॥৩৬॥

শক্তি, এবং সেই ব্রাহ্মণ একপ্রকারই দুই বার বলায় রাজার সে শাপ অত্যন্ত
প্রবল হইল ; তাহাতেই রাজা রাক্ষসাবিষ্ট হইয়া কর্তব্য জ্ঞানহীন হইলেন ॥৩৭॥

ততঃ স নৃপতিশ্রেষ্ঠো রাক্ষসোপহতেন্দ্রিয়ঃ ।
 উবাচ শক্তিঃ তং দৃষ্ট্বা ন চিরাদিব ভাবত ! ॥৩৮॥
 যস্মাদসদৃশঃ শাপঃ প্রযুক্তোহয়ং ময়ি হুয়া ।
 তস্মাদ্ভুতঃ প্রবর্তিষ্যে খাদিভুং মানুমানহন ॥৩৯॥
 এবমুক্ত্বা ততঃ সগন্তং প্রাণৈবিপ্রযুক্ত্য সঃ ।
 তং শক্তিঃ ভক্ষয়ামাস ব্যাঘ্রঃ পশুমিবেপ্সিতন ॥৪০॥
 তং শক্তিঃ নিহতং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রঃ পুনঃ পুনঃ ।
 বশিষ্ঠশ্চৈব পুত্রেষু তদ্রক্ষঃ সন্নিদেশ হ ॥৪১॥
 স তান্ শত্রুংবরান্ পুত্রান্ বশিষ্ঠস্য মহাশ্বনঃ ।
 ভক্ষয়ামাস সংক্লৃপ্তঃ সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥৪২॥
 বশিষ্ঠো বাতিতান্ শ্রদ্ধা বিশ্বামিত্রেণ তান্ স্মৃতান্ ।
 ধারয়ামাস তং শোকং মহাদ্রিবিব মেদিনীম্ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । রাক্ষসেন উপহতেন্দ্রিয়ো বিকারকৃৎচিহ্নাদিঃ সন ॥৩৮॥
 যস্মাদিতি । অসদৃশো নিক্ষেপে দেশপ্রবর্তনাদযোগ্যো । স্বতঃ স্বামারভেভাব ॥৩৯॥
 এবমিতি । বিপ্রযুক্ত্য আশ্রিতেন বিষকৌকুতা ॥৪০॥
 তমিতি । পুত্রেষু ততঃ প্রবর্তিভূমিতি শেষঃ । তদ্রক্ষঃ তং রাক্ষসম্ ॥৪১॥
 স ইতি । স রাক্ষসাবিষ্টো রাজা । শত্রুংবরান্ শক্বেঃ কনিষ্ঠান্ ॥৪২॥
 বশিষ্ঠ ইতি । বাতিতান্ রাক্ষসেন প্রযোজ্যকৃত্যঃ । ধারয়ামাস অন্তর্নিক্ষেপে ॥৪৩॥

এবং রাক্ষসের প্রভাবে রাজার সমস্ত ইন্দ্রিয়ই বিকৃত হইয়া গেল; তাহাতেই রাজা অচিরকালমধ্যে শক্তিকে দেখিয়া বলিলেন—॥৩৮॥

“যখন তুমি আমার প্রতি অসঙ্গত শাপ দিয়াছ, তখন আমি তোমা হইতে আরম্ভ করিয়াই মানুষ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইব” ॥৩৯॥

এই কথা বলিয়াই রাজা সংক্ষপ্ত শক্তির প্রাণ বিনষ্ট করিয়া, ব্যাঘ্র যেমন পশু ভক্ষণ করে, সেইরূপ শক্তিকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন ॥৪০॥

সেই শক্তিকে নিহত দেখিয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রগণকেই ভক্ষণ করিবার জন্য বার বার সেই রাক্ষসকে আদেশ করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, সিংহ ক্লৃপ্ত হইয়া যেমন ক্ষুদ্র মৃগসমূহকে ভক্ষণ করে, সেইরূপ রাজা শক্তির কনিষ্ঠ সেই বশিষ্ঠপুত্রগণকে ভক্ষণ করিলেন ॥৪২॥

চক্রে চাত্তবিনাশায় বুদ্ধিং স মুনিসত্তমঃ ।
 ন ত্বেবং কৌশিকোচ্ছেদং মেনে মতিমতাং বরঃ ॥৪৪॥
 স মেরুকূটাদাত্মানং মুমোচ ভগবানৃষিঃ ।
 গিরৈস্তৃশ্চ শিলায়াস্ত্ব তুলরাশাবিপাততং ॥৪৫॥
 ন মমার চ পাতেন স যদা তেন পাণ্ডব ! ।
 তদাগ্নিমিদ্ধং ভগবান্ সংবিশেষ মহাবনে ॥৪৬॥
 তং তদা হুসমিদ্ধোহপি ন দদাহ হুতাননঃ ।
 দীপ্যমানোহপ্যমিত্রয় ! শীতোহগ্নিরভবভূতঃ ॥৪৭॥
 স সমুদ্রমভিপ্ৰেক্ষ্য শোকাবিষ্টো মহামুনিঃ ।
 বদ্ধা কণ্ঠে শিলাং গুৰ্ব্বাং নিপপাত তদান্তুসি ।
 স সমুদ্রোন্মিবেগেন স্থলে হ্যন্তো মহামুনিঃ ॥৪৮॥

ভারতকৌমুদী

চক্র ইতি । স বশিষ্ঠঃ । কৌশিকোচ্ছেদং বিশ্বামিত্রবিনাশম্, ন মেনে কর্ত্বং নাভিপলায ।
 যতো মতিমতাং বরো জ্ঞানিশ্রেষ্ঠঃ । তবিনাশেহপি পুনঃ পুত্রপ্ৰাপ্তাসম্ভবাদিতি ভাবঃ । আমুক্তেণ-
 লবাংচ্ছিত্তবিক্ষেপো বিদ্বাংসমপি বিকলীকরোতীতি বিশ্বামিত্রস্ত ব্রহ্মহত্যায়াং ব্রাহ্মসংপ্রবর্তনা
 বশিষ্ঠস্তাপ্যাত্মহত্যায়াং প্রবৃত্তিরিতি দিক্ ॥৪৪॥

স ইতি । মেরুকূটায় হুমেকশৃঙ্গাং, আত্মানং শরীরম্, মুমোচ পাতয়ামাস ॥৪৫॥

নেতি । ইদ্ধং মহাবনে সংস্কৃত্বাদেব প্রজ্জলিতম্ ॥৪৬॥

তমিতি । হুসমিদ্ধোহপি অত্যন্তপ্রজ্জলিতোহপি, অতএব চ দীপ্যমানো দীপ্তিমান ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মাংসে লোলুপা লম্পটভূম্ ; আসক্তিরিত্যর্থঃ ॥৩৫—৪৪॥ মুমোচ পাতয়ামাস, আত্মানং দেহম্

বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মসং দ্বারা পুত্রগণকে হত্যা করা ইয়াছেন শুনিয়া, মহাপর্কত যেমন
 পৃথিবী ধারণ করে, বশিষ্ঠও তেমনই সে শোক ধারণ করিলেন ॥৪৩॥

মুনিশ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ সেই শোকে আত্মহত্যা করিবারই ইচ্ছা করিলেন,
 কিন্তু বিশ্বামিত্রকে বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন না ॥৪৪॥

তিনি হুমেকশৃঙ্গের শৃঙ্গ হইতে আপন শরীরটাকে নিপাতিত করিলেন ;
 কিন্তু সে শরীর তুলরাশির উপরে যেমন পড়ে, তেমন আসিয়া তাহার পাথরের
 উপরে পড়িল ॥৪৫॥

যখন বশিষ্ঠ সেই পতনেও মরিলেন না, তখন তিনি প্রজ্জলিত দাবাগ্নিতে যাইয়া
 প্রবেশ করিলেন ॥৪৬॥

তখন প্রজ্জলিত ও দীপ্তিশালী সেই দাবাগ্নিও তাঁহাকে দগ্ধ করিল না, কিন্তু
 তাঁহার পক্ষে শীতল হইয়া গেল ॥৪৭॥

ন মমার যদা বিপ্রঃ কথঞ্চিং সংশিতব্রতঃ ।

অগাম স ততঃ খিন্নঃ পুনরেবাত্মমং প্রতি ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে
বাশিষ্ঠে বশিষ্ঠশোকো নামোনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

গন্ধর্ব উবাচ ।

ততো দৃষ্ট্বাত্মমপদং রহিতং তৈঃ স্তৈর্মুনিঃ ।

নির্জগাম স্তুঃখার্থঃ পুনরপ্যাশ্রমাত্ততঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । গুৰ্বাং বিশালাম্ । স্তোত্রো নিক্ষিপ্তঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৪৮॥

নেতি । বিপ্রো বশিষ্ঠঃ । সংশিতব্রতো দীর্ঘজীবিত্বসম্পাদকপ্রাণায়ামাদিব্রতশালী ॥৪৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্যবিদ্যচিহ্নায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসম্মাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথে ঊনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । আশ্রমপদম্ আশ্রমরূপং স্থানম্ । মুনিবশিষ্ঠঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৪৮—৪৮। “কৌশিকঃ কৃত্রিমো বিপ্রো জগ্নেহম্ভার্থে শতং মুনিন্ । জাতিবিপ্রো বশিষ্ঠস্ত
খেদিতোহপি ক্রমাপরঃ” ॥৪৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ঊনসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬২॥

—:~:—

তখন শোকাবিষ্ট বশিষ্ঠ সমুদ্র দেখিয়া, একা বিশাল প্রস্তর কণ্ঠদেশে বন্ধন
করিয়া, জলে পতিত হইলেন ; কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে তাঁরে নিক্ষেপ
করিল ॥৪৮॥

ব্রতচারী বশিষ্ঠ যখন কোন প্রকারেই মরিতে পারিলেন না, তখন তিনি অত্যন্ত
হুঃখিত হইয়া পুনরায় আশ্রমে গেলেন ॥৪৯॥

—:~:—

গন্ধর্ব বলিল—বশিষ্ঠ আপন আশ্রমটীকে সমস্ত-পুত্র-বিহীন দেখিয়া, অত্যন্ত
হুঃখিত হইয়া, পুনরায় তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥১॥

* ‘... চতুঃসপ্তত্যাধিক...’, ‘...ষট্‌সপ্তত্যাধিক...’, ‘...ঐনবত্যাধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

সোহপশ্চৎ সরিতং পূর্ণাং প্রায়টুকালে নবাস্তসা ।
 বৃক্ষান্ বহুবিশান্ পার্থ ! হরস্তৌ তীরজান্ বহুন্ ॥২॥
 অথ চিস্তাং সমাপেদে পুনঃ কৌরবনন্দন ! ।
 অস্ত্রশস্ত্রা নিমজ্জয়মিতি দুঃখসমম্বিতঃ ॥৩॥
 ততঃ পাশৈস্তদাত্মানং গাঢ়ং বন্ধা মহামুনিঃ ।
 তস্তা জলে মহানগ্না নিমমজ্জ স্তূতঃখিতঃ ॥৪॥
 অথ চিহ্না নদৌ পাশাংস্তস্তারিবলসূদন ! ।
 স্থলস্থং তন্মুখিং কৃৎবা বিপাশং সমবাস্থজৎ ॥৫॥
 উত্ততার ততঃ পাশৈর্বিমুক্তঃ স মহানৃষিঃ ।
 বিপাশেতি চ নামাস্তা নগ্নাশ্চক্রে মহানৃষিঃ ॥৬॥
 শোকে বৃদ্ধিঃ তদা চক্রে ন চৈকত্র ব্যতিষ্ঠত ।
 সোহগচ্ছৎ পর্বতাংশৈশ্চব সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সরিতং কাক্ষিৱদীম্ । প্রায়টুকালে বর্ষাকালে ॥২॥
 অথেতি । সমাপেদে প্রাপ বশিষ্ঠ এব ॥৩॥
 তত ইতি । আত্মানম্ আত্মনো হস্তপদাভ্যঙ্গম্ ॥৪॥
 অথেতি । বেগেন বিপাশং পাশবন্ধনহীনম্, তদ্বন্ধেণ চ স্থলস্থং কৃৎবা ॥৫॥
 উত্ততাবেতি । বিগতঃ পাশো যয়েতি যোগাধিপাশেতি নাম ॥৬॥
 শোক ইতি । একত্রানবস্থানমেব দর্শয়তি সোহগচ্ছদিত্তি ॥৭॥

তিনি যাইয়া দেখিলেন—একটা নদী বর্ষাকালে নূতন জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে
 এবং তীরস্থ নানাপ্রকার বহুতর বৃক্ষ হরণ করিয়া লইয়া চলিয়াছে ॥২॥

অৰ্জুন ! তাহার পর, পুত্রশোকাক্ত বশিষ্ঠ পুনরায় চিস্তা করিলেন যে, ‘এই নদীর
 জলে নিমগ্ন হইব’ ॥৩॥

উদনস্তর তিনি লতাপ্রভৃতি দ্বারা দৃঢ়ভাবে হস্ত-পদাদি বন্ধন করিয়া সেই মহা-
 নদীর জলে নিমগ্ন হইলেন ॥৪॥

তাহার পর, নদীটা তাঁহার বন্ধন ছিন্ন করিয়া এবং তাঁহাকে পাশবিহীন অবস্থায়
 তীরে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিল ॥৫॥

তখন বশিষ্ঠ পাশমুক্ত অবস্থায় উঠিলেন এবং সেই নদীটার নাম করিলেন—
 ‘বিপাশা’ ॥৬॥

তখন তিনি কেবলই শোক প্রকাশ করিতে থাকিলেন ; কোন এক জায়গায়
 থাকিতেন না ; সর্বদা নদী, পর্বত ও হ্রদে বিচরণ করিতেন ॥৭॥

স দৃষ্ট্বা পুনরেবর্ষিনদীং হৈমবতীং তদা ।
 চণ্ডগ্রাহবতীং ভীমাং তস্তাঃ স্রোতস্বথাপতং ॥৮॥
 সা তমগ্নিসমং বিপ্রমমুচিস্ত্য সরিধরা ।
 শতধা বিক্রতা যস্মাচ্ছতদ্ররিতি বিশ্রুতা ॥৯॥
 ততঃ স্থলগতং দৃষ্ট্বা তত্রাপ্যাত্মানমাত্মনা ।
 মর্তুং ন শক্যামীতু্যক্ত্বা পুনরেবাশ্রমং যযৌ ॥১০॥
 স গত্ত্বা বিবিধান্ শৈলান্ দেশান্ বহুবিধাংস্তথা ।
 অদৃশ্যন্ত্যাখ্যায়া বধ্বাহথাশ্রমেহনুসৃতোহভবৎ ॥১১॥
 অথ শুশ্রাব সঙ্গত্যা বেদাধ্যয়ননিষ্বনম্ ।
 পৃষ্ঠতঃ পরিপূর্ণার্থং যড়্ভিরঙ্গৈরলঙ্কতম্ ॥১২॥
 অনুরজ্জতি কো মেঘ মামিত্যেবাথ সোহব্রবীৎ ।
 অদৃশ্যন্ত্যেবমুক্তা বৈ তং স্মৃণা প্রত্যভাষত ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হৈমবতীং হিমবতো নির্গতাম্, চণ্ডগ্রাহবতীম্ উগ্রজনজন্তসঙ্লানাম্ ॥৮॥
 সোতি । বিক্রতা তরঙ্গবেগেন বশিষ্ঠমুর্গায়া প্রস্থিতা ॥৯॥
 তত ইতি । আত্মনা স্বয়ং মর্তুং ন শক্যামীতু্যক্তেত্যর্থঃ । দৈবাদিকোহয়ং শকধাতুঃ ॥১০॥
 স ইতি । স বশিষ্ঠঃ । বধ্বা পুত্রবধ্বা, অনুসৃতঃ অনুগতঃ ॥১১॥
 অথোতি । সঙ্গত্যা স্বাদিসংলগ্নভাবেন । পৃষ্ঠতঃ শুশ্রাবেতি মন্থকঃ । পরিপূর্ণার্থম্
 উচ্চারণভঙ্গৈব পরিপূর্ণার্থপ্রকাশকম্ । অলঙ্কতং যড়ঙ্গসংলগ্নাধিতকম্ ॥১২॥

একদা হিমালয় হইতে নির্গত হিংস্রজলজন্তুতে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর একটা নদী
 দেখিয়া বশিষ্ঠ পুনরায় তাহার স্রোতে ঝাপাইয়া পড়িলেন ॥৮॥

কিন্তু সে নদীটা বশিষ্ঠকে অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণ ভাবিয়া, তরঙ্গের বেগে তাঁহাকে
 তীরে তুলিয়া দিয়া, শতগুণ বেগে প্রস্থান করিল ; তাহাতেই তাহার নাম হইল—
 ‘শতক্র’ ॥৯॥

তাহার পর, বশিষ্ঠ সে ঘটনাতেও আপনাকে স্থলগত দেখিয়া, ‘নিজে মরিতে
 পারিব না’ এই কথা বলিয়া পুনরায় আশ্রমের দিকে চলিলেন ॥১০॥

তিনি নানাবিধ পর্বত এবং নানাবিধ দেশ অতিক্রম করিয়া আপন আশ্রমের
 নিকটবর্তী হইলে, অদৃশ্যস্ত্রীনাগ্নী পুত্রবধূ তাঁহার অনুসরণ করিলেন ॥১১॥

তাহার পর, তিনি পিছনের দিকে বেদপাঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন ; সে

(১৩) . অহমিতাদৃষ্টতীম্ সা স্মৃণা প্রত্যভাষত ।...অহং হৃদস্তী নাম ত স্মৃণা
 প্রত্যভাষত ।

শক্তে ভাৰ্য্যা মহাভাগ ! তপোযুক্তা তপস্বিনী ।

অহমেকাকিনৌ চাপি ত্বয়া গচ্ছামি নাপরঃ ॥১৪॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

পুত্রি ! কশ্মৈষ সাক্ষস্তু বেদস্তাধ্যয়নশ্বনঃ ।

পুরা সাক্ষস্তু বেদস্তু শক্তে রিব ময়া শ্রুতঃ ॥১৫॥

অদৃশ্যস্ত্যবাচ ।

অয়ং কুল্কৌ সমুৎপন্নঃ শক্তে গৰ্ভঃ স্মৃতস্ত তে ।

সমা দ্বাদশ তস্যেহ বেদানভ্যাসতো মুনৈ ! ॥১৬॥

গন্ধৰ্ব উবাচ ।

এবমুক্তস্তয়া হ্রকৌ বশিষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠভাগৃষিঃ ।

অস্তি সন্তানমিত্যুক্তা মৃত্যোঃ পার্থ ! ন্যবর্তত ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

অস্থিতি । স বশিষ্ঠঃ । অদৃশ্যস্তী তদাখ্যা, স্মৃয়া পুত্রবধুঃ ॥১৩॥

শক্তে রিতি । তপোযুক্তা বৈধব্যব্রতশালিনী, অতএব তপস্বিনী দীনা ॥১৪॥

পুত্ৰীতি । পুরা ময়া শ্রুতঃ, শক্তে : সাক্ষস্তু বেদস্তা অধ্যয়নশ্বন ইবেতি সশব্দঃ ॥১৫॥

অয়মিতি । হে মুনৈ ! অয়ং কুল্কৌ মমোদরে সমুৎপন্নঃ, তে তব স্মৃতস্তা শক্তে গৰ্ভঃ পুত্রঃ ।

ইহ ইদানীম্, বেদানভ্যাসতস্তস্মৈ, দ্বাদশ সমা বৎসরা বর্ষস্বৈ ॥১৬॥

এবমিতি । শ্রেষ্ঠভাক্ মুনিব্ শ্রেষ্ঠস্থানবলী ! মৃত্যোর্মরণাৎ ॥১৭॥

ধ্বনি ব্যাকরণপ্রভৃতি ষড়ঙ্গবিশুদ্ধ, সম্পূর্ণ অর্থপ্রকাশক এবং উদাস্তাদিশ্বরসঙ্গত হইতেছিল ॥১২॥

তদনন্তর তিনি বলিলেন—“এ কে আমার পিছনে আসিতেছে ?” তিনি এইরূপ বলিলে, সেই অদৃশ্যস্তীনায়ী পুত্রবধু তাঁহাকে বলিলেন—॥১৩॥

“মহাত্মন ! আমি বৈধব্যব্রতচারিণী ও দীনা আপনার পুত্র শক্তির ভাৰ্য্যা ; আমি একাকিনীই আপনার সহিত যাইতেছি, অস্ত্র কেহ নহে” ॥১৪॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“তনয়ে ! আমি পূর্বে শক্তির যেমন সাক্ষ-বেদ-পাঠের ধ্বনি শুনিতাম, সেইরূপ কাহার এই সাক্ষ-বেদ-পাঠের ধ্বনি ?” ॥১৫॥

অদৃশ্যস্তী বলিলেন—“ভগবন ! আমার গর্ভে একটা পুত্র রহিয়াছে, এটা আপনার পুত্র শক্তি হইতে উৎপন্ন ; বর্তমান সময়ে ইহার বার বৎসর বয়স হইয়াছে ; এই-ই বেদপাঠ করিতেছে” ॥১৬॥

গন্ধৰ্ব বলিল—“অদৃশ্যস্তী এই কথা বলিলে, মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ অত্যন্ত

(১৪)....তপোযুক্তা তপস্বিনীম্ । কচিৎসুতরাঙ্কং নাস্তি । (১৫)....বেদাধ্যয়ননিশ্বনঃ.... ।

ততঃ প্রতিনিবৃত্তঃ স তয়া বধ্বা সহানব ! ।
 কল্মাষপাদমাসীনঃ দদর্শ বিজ্ঞানে বনে ॥১৮॥
 স তু দৃষ্টৌ ব তং রাজ্ঞা ক্রুদ্ধ উত্থায় ভারত ! ।
 তাবিষ্টো রক্ষসোগ্রৈঃ ইয়েষাভুং তদা মুনিম্ ॥১৯॥
 অদৃশ্বন্তৌ তু তং দৃষ্ট্বা ক্রুরকশ্মাণমগ্রতঃ ।
 ভয়সংবিগ্নয়া বাচা বশিষ্ঠমিদমব্রবীৎ ॥২০॥
 অসৌ মৃত্যুরিবোগ্রৈঃ দণ্ডেন ভগবন্মিতঃ ।
 প্রগৃহীতেন কাষ্ঠেন রাক্ষসোহভ্যেত্যঃ দারুণঃ ॥২১॥
 তং নিবারয়িতুং শক্তো নাত্যোহস্মি ভূবি কশ্চন ।
 ত্বদৃতেহং মহাভাগ ! সর্ববেদবিদাং বর ! ॥২২॥
 পাহি মাং ভগবন্ ! পাপাদস্মাদ্দারুণদর্শনাৎ ।
 রাক্ষসোহয়মিহাভুং বৈ নৃনমাবাং সমীহতে ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । প্রতিনিবৃত্ত আশ্রমং প্রতি গচ্ছন ॥১৮॥
 স ইতি । উগ্রৈঃ রক্ষসা রাক্ষসেনাবিষ্টঃ । অতুং ভক্ষয়িতুং ॥১৯॥
 অদৃশ্বন্তীতি । ভয়েন সংবিগ্নয়া বিকলয়া অস্পষ্টয়েতি যাবৎ ॥২০॥
 অসাবিতি । কাষ্ঠেন কাষ্ঠময়েন দণ্ডেনোপলক্ষিতঃ ॥২১॥
 তমিতি । ত্বদৃতে স্থাং দিনা ॥২২॥

আনন্দিত হইলেন এবং ‘বংশ রহিয়াছে’ এই কথা বলিয়া মৃত্যু হইতে নিবৃত্তি পাইলেন ॥১৭॥

তাহার পর তিনি পুত্রবধুর সহিত আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন, তখন নির্জন-বন-মধ্যে কল্মাষপাদ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিলেন ॥১৮॥

অর্জুন ! ভয়ঙ্কররাক্ষসাবিষ্ট সেই রাজা বশিষ্ঠকে দেখিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া, উঠিয়া, তখনই তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা করিল ॥১৯॥

তখন অদৃশ্বন্তৌ সেই হিংস্রস্বভাব রাজাকে সম্মুখে দেখিয়া ভয়বিকলবাক্যে বশিষ্ঠকে এই কথা বলিলেন— ॥২০॥

“ভগবন্ ! সাক্ষাৎ মৃত্যুর স্থায় ঐ ভয়ঙ্কর রাক্ষস কাষ্ঠময় ভয়ঙ্কর দণ্ড উত্তোলন করিয়া এই দিকেই আসিতেছে ! ॥২১॥

হে মহাশয় ! হে বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ ! আপনি ব্যতীত জগতে অন্য কোন লোকই আজ উহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥২২॥

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মা ভৈঃ পুত্রি ! ন ভেতব্যং রাক্ষসান্তু কথঞ্চন ।
নৈতদ্রক্ষো ভয়ং যশ্মাং পশ্যসি ভয়পন্থিতম্ ॥২৪॥
রাজা কল্যাণপাদোহয়ং বীৰ্য্যবান্ প্রথিতো ভুবি ।
স এষোহস্মিন্ বনোদ্দেশে নিবসত্যতিভীষণঃ ॥২৫॥

গন্ধৰ্ব্ব উবাচ ।

তমাপতন্তুং সম্প্রাক্ষ্য বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ।
বারয়ামাস তেজস্বী হৃদ্ধারেণৈব ভারত ! ॥২৬॥
মন্ত্ৰপুতেন চ পুনঃ স তমভ্যাক্ষ্য বারিণা ।
মোক্ষয়ামাস বৈ শাপান্তস্মাদ্ধোরান্নরাধিপম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাহীতি । পাপাং পাপিষ্ঠাং, অস্মাং রাক্ষসাং । অন্তঃ ভক্ষয়িতুম্ ॥২৩॥
মেতি । এতং রক্ষো রাক্ষসো ন ॥২৪॥
রাজ্ঞেতি । বীৰ্য্যবান্ প্রথিতো বীৰ্য্যবন্তয়া প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥২৫॥
তমিতি । আপতন্তুম্ আগচ্ছন্তম্ ॥২৬॥
মন্ত্ৰেতি । শাপাং শাপনিবন্ধনরাক্ষসভাবাং ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

ততো দৃষ্টেতি ॥১—১০॥ বধা সুখ্যা ॥১১—২৩॥ মা ভৈঃ মা ভৈধীঃ, গাতিশ্চেতি যজ্ঞোভা
ইতি বিভেতেরপি গ্রহণপক্ষে সিচো লুক্ ॥২৩—২৬॥ তস্মাদ্ যোগাং, অভ্যাক্ষাদ্ যোগজ-

ভগবন্ ! আপনি এই ভয়ঙ্করাকৃতি পাপিষ্ঠ রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা করুন ।
নিশ্চয়ই এই রাক্ষস এখনই আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিবে” ॥২৩॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“পুত্রি ! ভয় করিও না, এ রাক্ষস হইতে কোন প্রকারেই
ভয়ের সম্ভাবনা নাই । কারণ, এ রাক্ষস নহে, যাহা হইতে ভয় উপস্থিত হইয়াছে
বলিয়া তুমি মনে করিতেছ ॥২৪॥

ইনি জগতে বলবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ কল্যাণপাদ রাজা ; তিনিই এই ভয়ঙ্কর
আকৃতি ধারণ করিয়া এই বনে বাস করিতেছেন” ॥২৫॥

গন্ধৰ্ব্ব বলিল—“ভগবান্ ! বশিষ্ঠমুনি সেই রাক্ষসকে আসিতে দেখিয়া হৃদ্ধার
দ্বারাই বারণ করিলেন ॥২৬॥

এক তিনি মন্ত্ৰপুত জল দ্বারা অভ্যাক্ষণ করিয়া সেই রাজাকে সেই ভয়ঙ্কর শাপ
হইতে মুক্ত করিলেন ॥২৭॥

স হি দ্বাদশ বর্ষাণি বাশিষ্ঠশ্চৈব তেজসা ।
 গ্রন্থ আসৌদ্রহেণেব পর্বকালে দিবাকরঃ ॥২৮॥
 রক্ষসা বিপ্রমুক্তোহথ স নৃপস্তননং মহং ।
 তেজসা রঞ্জয়ামাস সঙ্ক্যাভ্রমিব ভাস্করঃ ॥২৯॥
 প্রতিলভ্য ততঃ সংজ্ঞামভিবাণ কৃতাজ্জলিঃ ।
 উবাচ নৃপতিঃ কালে বশিষ্ঠমুষিসত্তমম্ ॥৩০॥
 সৌদাসোহহং মহাভাগ ! যাজ্ঞ্যস্তে গুনিসত্তম ! ।
 অগ্নিন্ কালে যদিচ্ছন্তে ক্রহি তৎ করবাণি কিম্ ॥৩১॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

বৃত্তমেতদ্যথাকালং গচ্ছ রাজ্যং প্রশাধি বৈ ।
 ব্রাহ্মণাংস্তু মনুষ্যৈশ্চ ! মাবমংস্থাঃ কদাচন ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বাশিষ্ঠশ্চ শব্দে: । গ্রহেণ দ্বাদশাং । পর্বকালে অমাবস্যায়াম্ ॥২৮॥
 রক্ষসেতি । বিপ্রমুক্তস্তাক্তঃ । সঙ্ক্যাভ্রং সঙ্ক্যাকালীনং মেঘম্ ॥২৯॥
 প্রতীতি । সংজ্ঞাং পূর্বচৈতন্যম্ ॥৩০॥
 সৌদাস ইতি । কল্মাষপাদশ্চৈব সৌদাস ইতি নামান্তরম্ ॥৩১॥
 বৃত্তমিতি । বৃত্তং জাতম্, এতন্তব রাক্ষসত্বম্ । ততো ন দুঃখং কর্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

সামর্থ্যাৎ ॥২৭॥ প্রাগেবৈ৩৭ কুতো ন কৃতমিত্যত 'আহ—স ইতি । বশিষ্ঠস্ত শক্তিরূপস্ত

অমাবস্তার দিন সূর্য্য যেমন রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হন, সেইরূপ কল্মাষপাদ রাজা
 বশিষ্ঠপুত্র শক্তিরই অভিসম্পাতে বার বৎসরপর্য্যন্ত আক্রান্ত ছিলেন ॥২৮॥

রাক্ষস ছাড়িয়া গেলে, সূর্য্য যেমন আপন তেজে সঙ্ক্যাকালীন মেঘকে রঞ্জিত
 করেন, রাজাও তেমন আপন কাস্তিতে সেই বিশাল বনটাকে রঞ্জিত করিলেন ॥২৯॥

তাহার পর, রাজা পূর্ব্ব চৈতন্য লাভ করিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাজ্জলি হইয়া
 ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠকে বলিলেন—॥৩০॥

“মহাশ্বন! আমি সৌদাস, আপনার যজ্ঞমান । এখন আপনার যাহা ইচ্ছা,
 তাহা বলুন, আমি কি করিব” ॥৩১॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“তোমার এই অবস্থা যথাসময়ে ঘটিয়াছিল । এখন যাও,
 রাজ্য শাসন কর ; কিন্তু রাজা ! কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করিও না” ॥৩২॥

রাজোবাচ ।

নাবমংশ্চ মহাভাগ ! কদাচিদব্রাহ্মণর্ষভান্ ।

হ্রস্বদেশে স্থিতঃ সম্যক্ পূজয়িষ্যাম্যহং দ্বিজান্ ॥৩৩॥

ইক্ষুকৃণাক যেনাহম্ অনৃণঃ স্ম্যাং দ্বিজোত্তম ! ।

তত্ত্বভঃ প্রাপ্তুমিচ্ছামি সর্ষবেদবিদাং বর ! ॥৩৪॥

অপত্যমীপ্সিতং মহ্যং দাতুমহসি সত্তম ! ।

শীলরূপগুণোপেতমিক্ষুকুকুলরক্ষয়ে ॥৩৫॥

গন্ধর্ব উবাচ ।

দদানীত্যেব তং তত্র রাজানং প্রত্যাচ হ ।

বশিষ্ঠঃ পরমেষ্वासং সত্যশ্রদ্ধো দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৬॥

ততঃ প্রতিঘনৌ কালে বশিষ্ঠঃ সহ তেন বৈ ।

খ্যাতাং পুরীমিমাং লোকেষুযোধ্যাং মনুজেশ্বর ! ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । হ্রস্বদেশে তবাদেশস্তৈবাদীনতায়াম ॥৩৩॥

ইক্ষুকৃণামিতি । অনৃণঃ স্ম্যাং পুত্রলাভেনেত্যশয়ঃ । স্বতন্ত্ৰব সকাশাৎ ॥৩৪॥

তচ্চ কিমিত্যাহ—অপত্যমিতি । অপত্যং পুত্রম্ ॥৩৫॥

দদানীতি । পরমেষ্वासং মহাধাতুসম্ । সত্যশ্রদ্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ ॥৩৬॥

তত ইতি । তেন রাজা । হে মনুজেশ্বর ! মনুজাশ্রেষ্ঠ ! ইত্যর্জুনসম্বোধনম্ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

২৮—৩১। বৃত্তঃ নিম্পন্নম্, এতৎ যৎ স্বয়ং কৰ্ত্তব্যমস্মদিতম্, বিকল্পলক্ষণয়া ইয়মুক্তিঃ । অথৈব

রাজা বলিলেন—“মহাশয়ন ! আমি আর কখনও ব্রাহ্মণের অপমান করিব না ; বরং আপনার আদেশের অধীন থাকিয়া ব্রাহ্মণগণের সম্মানই করিব ॥৩৩॥

হে ব্রাহ্মণোত্তম ! হে বেদশ্রুশ্রেষ্ঠ ! আমি যাহা দ্বারা ইক্ষুকৃণংশীয় পূৰ্ব্ব-পুরুষগণের ঋণমুক্ত হইতে পারি, তাহা আপনার নিকট লাভ করিবার ইচ্ছা করি ॥৩৪॥

ইক্ষুকৃণংশের বৃদ্ধির জন্য রূপ, গুণ ও সংস্ৰভাবযুক্ত একটা পুত্র আমাকে দান করুন” ॥৩৫॥

গন্ধর্ব বলিল—“সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ মহাধাতুর রাজাকে কহিলেন —“তোমাকে পুত্র দান করিব” ॥৩৬॥

অর্জুন ! তাহার পর বশিষ্ঠ সেই রাজার সহিত যথাসময়ে জগদ্বিখ্যাত অযোধ্যানগরীতে গমন করিলেন ॥৩৭॥

তং প্রজ্ঞাঃ প্রতিমোদন্ত্যঃ সৰ্ব্বাঃ প্রত্যাঙ্গতান্তদা ।
 অপাণ্মানং মহাত্মানং দিবৌকস ইবেধ্বরম্ ॥৩৮॥
 স্তচিরায় মনুষ্যেভ্যো নগরীং পুণ্যলক্ষণাম্ ।
 বিবেশ সহিতস্তেন বশিষ্ঠেন মহর্ষিণা ॥৩৯॥
 দদৃশুস্তং মহৌপালমযোধ্যাবাসিনো জনাঃ ।
 পুরোহিতেন সহিতং দিবাকরমিবোদিতম্ ॥৪০॥
 স চ তাং পুরয়ামাস লক্ষ্ম্যা লক্ষ্মীবতাং বরঃ ।
 অযোধ্যাং ব্যোম শীতাংশুঃ শরৎকাল ইবোদিতঃ ॥৪১॥
 সংসিক্তমুক্তপদ্মানং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ।
 মনঃ প্রফ্লাদয়ামাস তস্মৈ তং পুরমুত্তমম্ ॥৪২॥
 তুষ্ণপুষ্পজনাকীর্ণা সা পুরী কুরুনন্দন ! ।
 অশোভত তদা তেন শক্রেণেবামরাবতৌ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । প্রতিমোদন্ত্যো রাজ্ঞো দর্শনাদেবানন্দন্ত্যাঃ । ঈশ্বরং দেবরাজম্ ॥৩৮॥
 স্তচিরায়ৈতি । মনুষ্যেভ্যঃ কল্যাণপাদঃ । নগরীমযোধ্যাম্ ॥৩৯॥
 দদৃশুরিতি । পুরোহিতেন বশিষ্ঠেন ॥৪০॥
 স ইতি । লক্ষ্ম্যা কাশ্ম্যা । লক্ষ্মীবতাং কাশ্মিমতাম্ । মোপধ্বাধ্বস্তপ্রত্যয়ঃ । ব্যোম
 আকাশমিব । শীতাংশুচন্দ্রঃ ॥৪১॥
 সংসিক্তেতি । আদৌ সংসিক্তাঃ পরঞ্চ যুগাঃ পশ্যানো যত্র তৎ । আৰ্ষমিদং পদম্ ॥৪২॥

তখন দেবতারা যেমন দেবরাজের প্রত্যাঙ্গমন করেন, তেমন সমস্ত প্রজ্ঞা
 আনন্দিত হইয়া সেই নিম্পাপ ও মহাত্মা রাজার প্রত্যাঙ্গমন করিল ॥৩৮॥

তদনন্তর, বহুকাল পরে রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া পুণ্যলক্ষণা
 অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥৩৯॥

তখন অযোধ্যাবাসী লোকেরা উদিত সূর্য্যের স্তায় বশিষ্ঠের সহিত রাজাকে
 দেখিতে লাগিল ॥৪০॥

শরৎকালোদ্ভিত চন্দ্র যেমন আপন কাস্তি দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ করেন, সুন্দর-
 শ্রেষ্ঠ রাজাও তেমন আপন কাস্তি দ্বারা অযোধ্যানগরী পরিপূর্ণ করিলেন ॥৪১॥

ভূতেরা অযোধ্যার পঞ্চগুলিকে পূর্বেই প্রাক্কালিত ও পরিমার্জিত করিয়া
 রাখিয়াছিল এবং ধ্বজপতাকা দ্বারা শোভিত করিয়াছিল ; সুতরাং সে পুরী রাজার
 মন আনন্দিত করিল ॥৪২॥

ততঃ প্রবিষ্টে রাজর্ষৌ তস্মিন্ স্তং পুরমুত্তমম্ ।

রাজস্তুস্ত্যাজ্ঞয়া দেবী বশিষ্ঠমুপচক্রমে ॥৪৪॥

মহর্ষিঃ সংবিদং কৃতা সম্ভব তয়া সহ ।

দেব্যা দিব্যেন বিধিনা বশিষ্ঠ শ্রেষ্ঠভাগৃণিঃ ॥৪৫॥

ততস্ত্য্যাং সমুৎপন্নে গর্ভে স মুনিসত্তমঃ ।

রাজ্ঞাভিবাদিতস্তেন জগাম পুনরাশ্রমম্ ॥৪৬॥

দীর্ঘকালেন সা গর্ভং স্রষুবে ন তু তং যদা ।

তদা দেব্যশ্মনা কুক্ষিং নিবিভেদ যশাস্বনৌ ॥৪৭॥

তদা দ্বাদশমে বর্ষে স জজ্ঞে পুরুষর্ষভঃ ।

অশ্বকো নাম রাজর্ষিঃ পৌদন্যং যো ন্যবেশয়ৎ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি চৈক্সরথে
বাশিষ্ঠে সৌদামন্যতোৎপত্তিনাম সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তুষ্টিতি । সা অযোধ্যা । তেন রাজা । শক্বেন ইন্দ্ৰেণ ॥৪৪॥

তত ইতি । দেবী কল্যাণপাদমহিষী । উপচক্রমে পুত্রজননাযোপগতা বভূব ॥৪৫॥

মহর্ষিরিতি । সংবিদং কৃতা ‘অস্তাং যঃ পুত্রো জায়েত স রাজা এব তবেন্’ ইত্যেবং প্রতিজ্ঞাং
বিধায় । “সংবিদাগ্ঃ প্রতিজ্ঞানম্” ইত্যমরঃ । সম্ভব রমণায় মিলিত ইতি শেষঃ । দিব্যেন
অলৌকিকেন অকামুকভাবেনৈত্যাঃ ॥৪৬॥

তত ইতি । তস্তাং মহিষ্ঠাম্ । স বশিষ্ঠঃ ॥৪৬॥

দীর্ঘেতি । দেবী মহিষী, অশ্বনা স্বধারেন প্রস্তুতেন ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রকোহভিভূতেন মম পুত্রশতং ভক্তিভরিতি ভাবঃ ॥৩২—৪১॥ পত্নানমিত্যাগং পুংস্বম
অর্জুন ! হৃষ্ট পুষ্ট লোকে পরিপূর্ণ সেই অযোধ্যানগরী, ইন্দ্র দ্বারা অমরাবতীর
শ্রায় তখন রাজা দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল ॥৩২॥

রাজর্ষি কল্যাণপাদ মনোহর অযোধ্যানগরীতে প্রবেশ করিলে, তাঁহারই আদেশ
অনুসারে তাঁহার মহিষী আসিয়া বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন ॥৪৪॥

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠও শপথ করিয়া অকামুকভাবে সেই মহিষীর সহিত রমণ
করিলেন ॥৪৫॥

তাঁহার পর, মহিষীর গর্ভ উৎপন্ন হইলে, রাজা বশিষ্ঠকে অভিবাদন করিলেন ;
পরে বশিষ্ঠ পুনরায় আশ্রমে চলিয়া গেলেন ॥৪৬॥

(৪৮) ততোহপি দ্বাদশে বর্ষে... । * ‘...পকসপ্তত্যাধিক...’, ‘...সপ্তসপ্তত্যাধিক...
‘অষ্টসপ্তত্যাধিক...’, ‘...ত্ৰিনবত্যাধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

গন্ধর্ব উবাচ ।

আশ্রমস্থা তত্র পুত্রমদৃশ্বন্তী ব্যজায়ত ।

শক্তেঃ কুলকরং রাজন্ ! দ্বিতীয়মিব শক্তিণম্ ॥১॥

জাতকৰ্ম্মাদিকান্তস্ত ক্রিয়াঃ স মুনিসত্তমঃ ।

পৌত্রস্ত ভরতশ্রেষ্ঠ ! চকার ভগবান্ স্বয়ন্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রেতি । ষাটশ মা মানং সংখ্যা যন্ত তস্মিন্ । পৌদগ্ন্যং নাম নগরম্ ॥৪৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্বরথে সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

আশ্রমেতি । অদৃশ্বন্তী তদাখ্যা সা বশিষ্ঠপুত্রবধূঃ, ব্যজায়ত অজ্ঞনয়ৎ । সৰ্ব্বকৰ্ম্মমার্গম্ ।
অন্যদেব প্রমাণাৎ শক্তি শব্দ ইকারান্তো নকারান্তঃ মন্তব্যঃ ॥১॥

জাতেতি । ক্রিয়াঃ সংস্কারকৰ্ম্মাণি । স বশিষ্ঠঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৪২—৪৪॥ সংবিদমৈকমতাম্, সম্ভব, মিথুনীবভুব, দিবোন স্বর্গোণ অলৌলোন ইত্যর্থঃ

॥৪৫—৪৭॥ পৌদগ্ন্যং পুরম্, “পৌদগ্নম্” ইতি তু পঠিতুং যুক্তম্, আদিবিকারো বা । বোদনং
নিশামনং তদর্হম্, বোদনমিতি ভাষায়াং প্রসিদ্ধম্ ॥৪৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭০॥

—:~:—

এদিকে সেই মহিষী যখন দীর্ঘকালেও সে গর্ভ প্রসব করিতে পারিলেন না,
তখন তিনি একখানি সুধার পাষণ দ্বারা উদর বিদীর্ণ করিলেন ॥৪৭॥

তখন বার বৎসরের সময়ে সেই গর্ভ নির্গত হইল, যে পুরুষশ্রেষ্ঠ পরবর্তী কালে
‘অশ্বক’—নামে রাজ্য হইয়া পৌদগ্ন্যনামক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন” ॥৪৮॥

—:~:—

গন্ধর্ব বলিল—“অৰ্জুন ! এদিকে বশিষ্ঠের পুত্রবধু অদৃশ্বন্তীদেবী সেই আশ্রমে
থাকিয়া শক্তির বংশকর দ্বিতীয় শক্তির জন্ম একটি পুত্র প্রসব করিলেন ॥১॥

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ নিজেই সেই পৌত্রটির জাতকৰ্ম্মপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারকাৰ্য্য
করিলেন ॥২॥

পরাম্ভঃ স্থাপিতস্তেন বর্শিষ্ঠঃ স যতো মুনিঃ ।
 গর্ভস্তেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতঃ ॥৩॥
 অমল্যত স ধর্ম্মাচ্ছা বর্শিষ্ঠং পিতরং মুনিম্ ।
 জন্মপ্রভৃতি তস্মিংস্ত্ব পিতরীবাশ্রবর্তত ॥৪॥
 স তাত ইতি বিপ্রাষি বর্শিষ্ঠং প্রত্যভাষত ।
 মাতুঃ সমক্ষং কৌন্তেয় ! অদৃশ্যন্ত্যাঃ পরম্প্রপ !
 তাতেতি পরিপূর্ণার্থং তস্ম্য তন্মধুরং বচঃ ।
 অদৃশ্যন্ত্যশ্রুপূর্ণাক্ষৌ শৃণ্বতী তমুবাচ হ ॥৬॥
 মা তাত তাত তাতেতি ব্রহ্মেনং পিতরং পিতুঃ ।
 বক্ষসা ভক্ষিতস্তাত ! তব তাতো বনাস্তরে ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

পরেতি । তেন গর্ভস্থেন শক্তিপুত্রেন, যতো হেতোঃ, পরাশ্ববংশলোপাশঙ্কয়া নিশ্চাণ ইব, স
 বর্শিষ্ঠো মুনিঃ, স্থাপিত আশ্রনা সবংশো বক্ষিতঃ ; ততো হেতোঃ, স শক্তিপুত্রঃ, পরাশর ইতি
 নাম্না লোকে স্মৃতঃ । তথা চ পরাশ্বং পিতামহবর্শিষ্ঠজ পরাশ্বভাবং শৃণোতি হিনস্তীতি পরাশরঃ,
 পুষোদরাদিআশ্রাধ্যবস্তিহনকলোপঃ শৃণোতেচ্চ পচাদিদ্वादচ্ ॥৩॥

অমল্যতেতি । স পরাশরঃ । অশ্রবর্তত পিতৃসম্বোধনাদিনা ॥৪॥

স ইতি । স পরাশরঃ । অদৃশ্যন্ত্যাস্তদাখ্যায়ামাতুঃ ॥৫॥

তাতেতি । পরিপূর্ণার্থং সঙ্গতার্থম্, স্বদ্বারা তেনৈব বংশতননাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

মেতি । পিতুঃ পিতরং পিতামহং বর্শিষ্ঠম্ । হে তাত ! বৎস ! ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

অশ্রমস্থেতি ॥১—২॥ পরাশ্বরিত্তি পরাসোদাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, পরা

সেই শক্তির পুত্রটি বংশরক্ষা করিয়া যে হেতু মৃতপ্রায় বর্শিষ্ঠকে আশ্রয়
 করিয়াছিলেন, সেই হেতু জগতে তাঁহার নাম হইয়াছিল—‘পরাশর’ ॥৩॥

পরাশর বর্শিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া মনে করিতেন এবং জন্মাবধি পিতার নিকট
 যেমন ভাবে চলিতে হয়, বর্শিষ্ঠের নিকট তেমন ভাবেই চলিতেন ॥৪॥

এবং তিনি মাতা অদৃশ্যস্তীদেবীর সমক্ষেই বর্শিষ্ঠকে পিতা বলিয়া ডাকিতেন ॥৫॥

একদিন বর্শিষ্ঠের প্রতি সেই পরাশরের ‘তাত !’ এইরূপ যোগার্থযুক্ত মধুর
 বাক্য শুনিয়া অদৃশ্যস্তীদেবী অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে বলিলেন— ॥৬॥

“বৎস ! তুমি তোমার এই পিতামহকে ‘তাত ! তাত !’ বলিয়া সম্বোধন করিও
 না ; এক বাক্স বনের ভিতরে তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে ॥৭॥

মন্তসে যং তু তাত্তেতি নৈষ তাত্তবানব ! ।

আর্য্য এষ পিতা তন্তু পিতৃস্তুব যশস্বিনঃ ॥৮॥

স এবমুক্তো দুঃখার্তঃ সত্যবাগৃষিসত্তমঃ ।

সর্বলোকবিনাশায় মতিং চক্রে মহামনাঃ ॥৯॥

তং তথা নিশ্চিতাত্মানং স মহাত্মা মহাতপাঃ ।

ঋষিভ্রাক্ষবিদাং শ্রেষ্ঠো মৈত্রাবরুণিরগ্রযাঃ ।

বশিষ্ঠো বারয়ামাস হেতুনা যেন তচ্ছ্ৰু ॥১০॥

বশিষ্ঠ উবাচ

কৃতবীৰ্য্য ইতি খ্যাতো বভূব পৃথিবৌপতিঃ ।

যাজ্ঞেয়া বেদবিদাং লোকে ভৃগুণাং পাথিব্যভিঃ ॥১১॥

স তানগ্রভূজস্তাত ! ধাত্মেন চ ধনেন চ ।

সোমাস্তে তর্পয়ামাস বিপুলেন বিশাংপতিঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

মন্তস ইতি । আর্য্যঃ যশস্বিনাম মাতঃ ॥৮॥

স ইতি । স পরাশর । সর্বেষাং লোকানাং রাক্ষসানাং বিনাশায় ॥৯॥

তমিতি । নিশ্চিতাত্মানং সর্বরাক্ষসবিনাশায় নির্ধারিতচিত্তম্ । মৈত্রাবরুণিমিত্রাবরুণয়োঃ
পুত্রঃ, অগ্রা শ্রেষ্ঠা ধীবৃদ্ধির্ভূত সঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১০॥

কৃতেনি । ভৃগুণাং তৎকালীনাম্ ॥১১॥

স ইতি । স কৃতবীৰ্য্যঃ । অগ্রভূজঃ পুণোহিতস্বাদগ্রে ভোক্তৃন । সোমস্ত যাগস্তাস্তে ॥১২॥

বৎস । তুমি ধীহাকে পিতা বলিয়া মনে করিয়াছ, তিনি তোমার পিতা নহেন ।
এই মাননীয় ব্যক্তি তোমার পিতার পিতা” ॥৮॥

মাতা এইরূপ বলিলে, সত্যবাদী ঋষিশ্রেষ্ঠ পরাশর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সমস্ত
রাক্ষস বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥৯॥

তিনি সেইরূপ স্থির করিলে, মিত্রাবরুণনন্দন, বুদ্ধিমান, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ এবং প্রধান
তপস্বী বশিষ্ঠ যেভাবে তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন, তাহা শোন ॥ ১০ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“বেদজ্ঞ ভৃগুবংশের যজ্ঞমান কৃতবীৰ্য্যনামে বিখ্যাত এক রাজা
ছিলেন ॥১১॥

সেই কৃতবীৰ্য্য রাজা নিজের সোমযাগ সমাপ্ত হইলে, দক্ষিণাশ্বরূপ প্রচুর ধন-ধাত্ত
দ্বারা সেই ভৃগুবংশীয়দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন ॥১২॥

(১০)....মৈত্রাবরুণিরগ্রযাঃ । (১০) বিপুলেন বিশাংপতে ! ।

তস্মিন্ নৃপতিশাদৃশে স্বর্ঘ্যতেহথ কথঞ্চন ।
 বভূব তৎকুলেয়ানাং দ্রব্যকার্য্যমুপস্থিতম্ ॥১৩॥
 ভৃগুগাস্ত্র ধনং জ্ঞাত্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।
 যাচিষ্যবোহভিজগ্মুস্তাংস্ততো ভার্গবসন্তমান্ ॥১৪॥
 ভূমৌ তু নিদধুঃ কেচিদ্ভৃগবো ধনমক্ষয়ম্ ।
 দদুঃ কেচিদ্ভিজাতিভ্যো জ্ঞাত্বা কত্রিয়তো ভয়ম্ ॥১৫॥
 ভৃগবস্ত দদুঃ কেচিভ্যো বিত্তং যথেষ্পিতম্ ।
 কত্রিয়াণাং তদা তাত ! কারণান্তরদর্শনাৎ ॥১৬॥
 ততো মহীতলং তাত ! কত্রিয়েণ যদুচ্ছয়া ।
 ধনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবৈশ্মনি ॥১৭॥
 তদ্বিত্তং দদৃশুঃ সর্ব্বে সমেতাঃ কত্রিয়র্ব্বভাঃ ।
 অবমণ্য ততঃ ক্রোধাদ্ভৃগুংস্তান্ শরণাগতান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ভস্মিতি । তৎকুলেয়ানাং তৎকুলজাতানাম্ ! দ্রব্যকার্য্যং ধনসাধ্যং কৰ্ম্ম ॥১৩॥
 ভৃগুগামিতি । ধনং ধনান্তিভ্যম্ । যাচিষ্যব ইত্যাব্ধাদিষ্ণু ॥১৪॥
 ভূমাবিতি । ভূমৌ ভূম্যভাস্তরে । অক্ষয়ং কৰ্ণুমিতি শেষঃ ॥১৫॥
 ভৃগব ইতি । কারণান্তরদর্শনাৎ কত্রিয়ৈর্কলপ্রয়োগেণ গ্রহণাত্মানাং ॥১৬॥
 তত ইতি । অধিগতং প্রাপ্তম্, বিত্তং ধনম্ । কেনচিদ্ভৃগুবৈশ্মনি ॥১৭॥
 তদ্বিতি । অবমণ্য স্থিতেহপি ধনে তদগোপনাদবজ্ঞায় ॥১৮॥

তাহার পর, কৃতবীৰ্য্য পরলোক গমন করিলে, একদা তাঁহার বংশধরদিগের ধনের প্রয়োজন উপস্থিত হইল ॥১৩॥

তাই তাঁহারা সকলেই ভৃগুবংশীয়দিগের ধন আছে জানিয়া তাহা প্রার্থনা করিবার জন্য সেই ভৃগুবংশীয়গণের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

কতকগুলি ভৃগুবংশীয় ধনকে অক্ষয় করিবার জন্য তাহা মাটির ভিতরে রাখিয়া ছিলেন, আবার কেহ কেহ কত্রিয়দের ভয়ে ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া ফেলিয়াছিলেন ॥১৫॥

এক না দিলে কত্রিয়েরা বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া অনেকে তখনই সেই কত্রিয়গণকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে ধন সমর্পণ করিলেন ॥১৬॥

বৎস ! তাহার পর কোন কত্রিয় কোন ভার্গবের ঘরের মাটি খুঁড়িতে থাকিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধন পাইলেন ॥১৭॥

তৎপরে সকল কত্রিয়ই আসিয়া, ক্রোধবশতঃ সেই শরণাগত ভার্গবদিগকে অবজ্ঞা করিয়া সেই ধন দেখিতে লাগিলেন ॥১৮॥

নিজস্বঃ পরমেধাসঃ সৰ্বাংস্তান্ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

আগর্ভাদবকৃন্তুশ্চৈরুঃ সৰ্বাং বহুধরান্ ॥১৯॥

তত উচ্ছিগ্ধমানেষু ভৃগুশ্বেবং ভয়াহুদা ।

ভৃগুপত্ন্যো গিরিং দুর্গং হিমবন্তং প্রপেদিরে ॥২০॥

তাসামন্যতমা গর্ভং ভয়াদপ্রে মহৌজসন্ ।

উরুগৈকেন বামোরুর্ভর্তুঃ কুলবিরুদ্ধয়ে ॥২১॥

তং গর্ভমুপলভ্যান্ত ব্রাহ্মণ্যোকা ভয়াদ্বিতা ।

গত্বা বৈ কথয়ামাস ক্রত্বিগাণামুপহরে ॥২২॥

ততস্তে ক্রত্বিয়া জগ্মুস্তং গর্ভং হস্তমুগতঃ ।

দদৃশুর্ব্রাহ্মণীং তেহথ দীপ্যমানাং স্বতেজসা ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

নিজস্বুরিতি । পরমেধাসা মহাধামুকাঃ ক্রত্বিয়াঃ । আগর্ভাদ্গর্ভমাত্রা ॥১৯॥

তত ইতি । দুর্গং দুর্গমম্ । প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥২০॥

তাসামিতি । বামোরুঃ হৃদরোরুধ্বা । একেন উরুণা দপ্রে উদগাদানীয় দৃতবতী ॥২১॥

তমিতি । উপলভা জ্ঞাত্বা । উপহরে নির্জনে ॥২২॥

তত ইতি । অথ গমনানন্তরম্ । তে ক্রত্বিয়াঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

আঙপূর্বাং শাসেউর্গন্ প্রত্যয়ঃ কল্যাঃ ॥১-২॥ মৈত্রাবরুণিমিত্রাবরুণয়োঃ পুত্রঃ, অস্ত্যধীঃ
অস্তে সিদ্ধান্তে সাধ্বী অস্ত্য ধীঃ যস্ত সোহস্ত্যধীঃ ॥১০-২১॥ তদ্গর্ভং তস্তা গর্ভমুপলভা
ব্রাহ্মণী যা কাচিৎ ভয়াদ্বিতা জাতস্তাপি গর্ভস্তা কিমিতি গোপনং কৃতমিতি হেতোভীতা

তদনন্তর মহাধামুর্কর ক্রত্বিয়গণ নিশিত বাণ দ্বারা সেই সকল ভার্গবকে বধ
করিলেন এবং গর্ভপর্যাস্ত নষ্ট করিতে থাকিয়া সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৯॥

এই ভাবে ভৃগুবংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে, তাঁহাদের পত্নীরা ভয়বশতঃ সেই সময়েই
দুর্গম হিমালয়পর্বতে যাইয়া আশ্রয় লইলেন ॥২০॥

তাঁহাদের মধ্যে কোন ভৃগুপত্নী ভর্তার কংশরক্ষা করিবার জন্ত ক্রত্বিয়ার ভয়ে
একখানি উরু দ্বারা গর্ভটিকে ধারণ করিলেন ॥২১॥

তখন কোন ব্রাহ্মণী সেই গর্ভের বিষয় জানিয়া, ভয়বশতঃ সত্বর যাইয়া, নির্জনে
ক্রত্বিয়ার নিকট সেই বৃত্তাস্ত বলিয়া দিলেন ॥২২॥

তাহার পর, সেই ক্রত্বিয়ারা সেই গর্ভ নষ্ট করিবার জন্ত উত্তত হইয়া উপ-

(২২)....ব্রাহ্মণী যা ভয়াদ্বিতা । গর্ভৈকা কথয়ামাস-

অথ গৰ্ভঃ স ভিৰ্ভোরুং ব্রাহ্মণ্যা নির্জগাম হ ।
 মুঞ্চন্ দৃষ্টীঃ ক্ষত্রিয়াণাং মধ্যাহ্ন ইব ভাস্করঃ ।
 ততশ্চক্ষুবিহীনাস্তে গিরিতুর্গেষু বভ্রুঃ ॥২৪॥
 ততস্তে মোঘসঙ্করা ভয়াৰ্ত্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুনঃ ।
 ব্রাহ্মণীং শরণং জগ্মুর্দৃষ্টার্থং তামনিন্দিতাম্ ॥২৫॥
 উচুশ্চৈনাং মহাভাগাং ক্ষত্রিয়াস্তে বিচেতসঃ ।
 জ্যোতিঃপ্রহীণা দুঃখাৰ্ত্তাঃ শাস্ত্যচ্চিষ ইবাশ্রয়ঃ ॥২৬॥
 ভগবত্যাঃ প্রসাদেন গচ্ছেম্ কল্পমনাময়ম্ ।
 উপারম্য চ গচ্ছেম সহিতাঃ পাপকণ্ঠাঃ ॥২৭॥
 সপুত্রা হুং প্রসাদং নঃ কৰ্ত্তুমহসি শোভনে ! ।
 পুনর্দৃষ্টিপ্রদানেন রাজ্ঞঃ সন্তাতুমহসি ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাণ্যং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বনি চৈত্বরথৈ
 ঊর্বে একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ *

ভারতকৌমুদী

অৰ্বেতি । মুঞ্চন্ হরন্ নাশয়ন্তিভার্থঃ । দৃষ্টীচ্চক্ষুঃ । “দৃগ্ দৃষ্টিঃ” ইত্যমরঃ । পূৰ্ব্বজন্মজিহ্বাঃ
 পৈতৃকো বাহয়ং তপঃপ্রভাবো গৰ্ভস্ত । অয়মপি ঘটপাদঃ শ্লোকঃ ॥২০॥
 তত ইতি । মোঘসঙ্করা হননাশকহাৰ্য্যভিলাষাঃ । দৃষ্টার্থং চক্ষুঃসংলগ্নার্থম্ ॥২১॥
 উচুরিতি । জ্যোতিঃপ্রহীণা নয়নভেজশৃঙ্গাঃ । শাস্ত্যচ্চিষো নিবৃত্তশিখাঃ ॥২২॥
 ভগবত্যা ইতি । অনাময়ং নীরোগং সম্ । পাপকণ্ঠাঃ সকাশাৎ উপারম্য নিবৃত্তা ॥২৩॥
 স্থিত হইলেন ; পরে তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণীকে আপন তেজে জাজ্ঞ্যমানা
 দেখিলেন ॥২৩॥

তদনন্তর, সেই গৰ্ভ ব্রাহ্মণীর উরুদেশ ভেদ করিয়া, মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের স্থায়
 সেই ক্ষত্রিয়দিগের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করতঃ নির্গত হইল । তৎপরে সেই ক্ষত্রিয়েরা অন্ধ
 হইয়া সেই পৰ্ব্বতেই কিছুকাল ভ্রমণ করিলেন ॥২৪॥

পরে, তাঁহারা ব্যর্থসঙ্কল্প ও ভয়াৰ্ত্ত হইয়া, পুনরায় দৃষ্টিশক্তি লাভ করিবার জন্ম
 সেই প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণীরই শরণাপন্ন হইলেন ॥২৫॥

এবং নির্বাপিতপ্রায় অগ্নির স্থায় নয়নভেজোবিহীন সেই ক্ষত্রিয়েরা ‘অ’কূল চণ্ড
 ও দুঃখাৰ্ত্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণীকে বলিলেন—॥২৬॥

(২৪) ততস্তে মোহমাপরা রাজানো নষ্টদৃষ্টয়ঃ ... । (২৭) ...গচ্ছেম্ কল্পং সচক্ষুশম্ ।

* ‘...যট্‌সপ্তত্যাধিক...’, ‘...অট্‌সপ্তত্যাধিক...’, ‘...উনাব্‌শীত্যাধিক...’, ‘...চতুর্নব্‌ত্যাধিক...’,
 ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্বিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:❧:—

ব্রাহ্মণ্যবাচ ।

নাহং গৃহ্মামি বস্ত্রাতাঃ ! দৃষ্টীর্নাস্মি রুষান্বিতা ।

অয়ন্তু ভার্গবো নৃনমুরুজঃ কুপিতোহগ্ৰ বঃ ॥১॥

তেন চক্ষুংষি বস্ত্রাতাঃ ! ব্যক্তং কোপান্মহাত্মনা ।

স্মরতা নিহতান্ বন্ধুনাদস্তানি ন সংশয়ঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

সপুত্রোতি । রাজঃ ক্ষত্রিয়ানস্মান্ । “রাজা বাহুজঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাজে” ইত্যমরঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্ররথৈ একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:❧:—

নেতি । বো যুস্মাকম্, দৃষ্টীশ্চক্ষুংষি, ন গৃহ্মামি ন নাশয়ামীত্যর্থঃ ॥১॥

তেনেতি । ব্যক্তং ধ্রুবম্ । আদস্তানি গৃহীতানি নাশিতানি ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

উপহ্বরে সমীপে ॥২১॥ “হৃক্ষবৃন্তামনিন্দিতাম্” ইতি পাঠে হস্তমিতি শেষঃ ॥২০—২৩॥ উপায়মা

পাপনিবৃত্তিঃ কৃষা, পাপকৰ্ম্মণোহপি বয়ম্ ॥২১—২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১১॥

—:❧:—

“দেবি ! অপর ক্ষত্রিয়েরা আপনার অনুগ্রহে সুস্থ হইয়া চলিয়া যাইবে এবং আমরাও এই পাপের কার্য্য হইতে নিবৃত্তি পাইয়া সম্মিলিত হইয়াই চলিয়া যাইব ॥২৭॥

অতএব আপনি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন, পুনরায় দৃষ্টিশক্তি দান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করুন” ॥২৮॥

—:❧:—

ব্রাহ্মণী বলিলেন—“বৎসগণ ! আমি কুপিত হইয়া তোমাদের দৃষ্টি হরণ করি নাই ; কিন্তু নিশ্চয় এই ঙ্করজাত ভৃগুবংশীয় বালকই তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছে ॥১॥

বৎসগণ ! তোমরা উহার বন্ধুবর্গকে বধ করিয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই সেই বালক ক্রোধবশতঃ তোমাদের দৃষ্টি হরণ করিয়াছে ॥২॥

গর্ভানপি যদা যুয়ং ভৃগুণাং স্নত পুত্রকাঃ ! ।
 তদাহয়মুরুণা গর্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ ॥৩॥
 ষড়ঙ্গচাখিলো বেদ ইমং গর্ভস্বমেব হ ।
 বিবেশ ভৃগুবংশস্য ভূয়ঃপ্রিয়চিকীর্ষয়া ॥৪॥
 সোহয়ং পিতৃবধাধ্যাক্তং ক্রোধাব্বো হস্তমিচ্ছতি ।
 তেজসা তস্য দিব্যেন চক্ষুঃষি মুষিতানি বঃ ॥৫॥
 তমেব যুয়ং যাচধ্বমৌর্ঝং মম হতোত্তমম্ ।
 অয়ং বঃ প্রণিপাতেন তুচ্ছৌ দৃষ্টীঃ প্রমোক্ষ্যতি ॥৬॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

এবমুক্তান্ততঃ সর্বৈ রাজানন্তে তমুরুজম্ ।
 উচুঃ প্রসীদেতি তদা প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

গর্ভানিতি । যদা যতঃ । স্নত বানাশয়ত । অড়াগমাতাব আর্ষঃ । তদা ততঃ ॥৩॥
 বড়িতি । বিবেশ প্রাপ । ভূয়ঃপ্রিয়াণাং প্রচুরপ্রীতিকরকার্যাণাং চিকীর্ষয়া ॥৪॥
 স ইতি । দিব্যেন অলৌকিকেন । মুষিতানি হতানি ॥৫॥
 তমিতি । উরুতো জাত ইত্যৌর্ঝন্তং তদাখ্যম্ । প্রমোক্ষ্যতি ত্যাক্ষ্যতি ॥৬॥
 এবমিতি । রাজানঃ ক্ষত্রিয়াঃ । স ঐর্ষ্যঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নাহমিতি । ভো তাতাঃ ! ॥১॥ আদত্বানি আস্তানি, দদ দানেহস্ত রূপম্ ॥২-৫॥ তাত !

পুত্রগণ ! যখন তোমরা ভৃগুপত্নীগণের গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছিলে, তখন আমি দীর্ঘকালপর্য্যন্ত উরু দ্বারা এই গর্ভ ধারণ করিয়াছিলাম ॥৩॥

ছয়টি অঙ্গের সহিত সমস্ত বেদ ভৃগুবংশের প্রীতিসম্পাদনের জন্য গর্ভস্থ অবস্থাতেই এই বালকের অন্তরে প্রকাশ পাইয়াছিল ॥৪॥

নিশ্চয়, সেই বালকই পিতৃবধনিবন্ধন ক্রোধবশতঃ তোমাদিগকেও বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং তাহার অলৌকিক তেজেই তোমাদের দৃষ্টি হরণ করিয়াছে ॥৫॥

অতএব তোমরা আমার পুত্র সেই ঐর্ষ্যের নিকটে যাইয়া প্রার্থনা কর, তোমাদের অন্তরয়ে সন্তুষ্ট হইয়া সে তোমাদের দৃষ্টি ছাড়িয়া দিবে” ॥৬॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—ব্রাহ্মণী এইরূপ কহিলে, সেই ক্ষত্রিয়েরা সকলেই যাইয়া ঐর্ষ্যকে বলিলেন যে, ‘আপনি প্রসন্ন হউন’ । তখন ঐর্ষ্য প্রসন্ন হইলেন ॥৭॥

অনেনৈব চ বিখ্যাতো নান্না লোকেষু সত্তমঃ ।
 স ঔর্ক ইতি বিপ্রধিরূপং ভিত্তা ব্যজায়ত ॥৮॥
 চক্ষুঃ প্রতিলক্ণা চ প্রতিজ্ঞা স্ততো নৃপাঃ ।
 ভার্গবস্তু মুনির্গোনে সর্বলোকপরাভবম্ ॥৯॥
 স চক্রে তাত ! লোকানাং বিনাশায় মহামনাঃ ।
 সর্বেষামেব কাংশ্চৈন মনঃ প্রবণমান্বনঃ ॥১০॥
 ইচ্ছমপচিতিং কৰ্ত্তং ভৃগুগাং ভৃগুনন্দনঃ ।
 সর্বলোকবিনাশায় তপসা মহতৈধিতঃ ॥১১॥
 তাপয়ামাস লোকান্ স স দেবান্শরমানুমান্ ।
 তপসোগ্রৈণ মহতা নন্দয়িষ্যন্ পিতামহান্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নম্ “যাচক্ষমৌর্কম্” ইত্যাক্ষৌ কো হেতুরিত্যাহ—অনেনৈতি । যত উক্ : ভিত্তা ব্যজায়ত,
 অতঃ সত্তমঃ স বিপ্রধিঃ ‘ঔর্কঃ’ ইত্যনেনৈব নান্না লোকেষু বিখ্যাতঃ ; উক্ভ্যো জাত ইতি
 যোগাৎ ॥৮॥

চক্ষুঃপ্রতি । সর্কেষু লোকেষু তেষাং প্রাধান্যাত্তৎপর্যভবেনৈব সর্বপরাভব ইতি ভাবঃ ॥৯॥

স ইতি । কাংশ্চৈন সাকল্যেন । আশ্বনো মনঃ, প্রবণমুখম্, চক্রে ॥১০॥

ইচ্ছমিতি । অপচিতিং পূজাং পূজাহেতুভূতং গৌরবমিত্যাঃ । এধিতো বদ্ধিতঃ ॥১১॥

তাপয়ামাসেতি । নন্দয়িষ্যন্ প্রমোদয়িষ্যন্, পিতামহান্ পিতৃলোকান্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

হে তাতাঃ ! সম্বোধনার্থো নিপাতো বাহয়ম্ ॥৬—৭॥ উকত উৎপন্ন ঔর্ক ইতি নিকৃতিমাহ—

যেহেতু তিনি মাতার উক্দেশ ভেদ করিয়া জন্মিয়াছিলেন, সেই হেতুই সেই
 প্রধান ব্রহ্মধি ‘ঔর্ক’ নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥৮॥

তদনন্তর, ক্ষত্রিয়েরা পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, তাহাতেই ঔর্ক-
 মুনি সমস্ত লোকের পরাভব হইল বলিয়া মনে করিলেন ॥৯॥

বৎস । তৎপরে ঔর্ক সমস্ত লোক বিনষ্ট করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১০॥

তিনি ভৃগুবংশের গৌরব বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা করিয়া সমস্ত লোক বিনাশের জন্ত
 ক্রমে গুরুতর তপস্যায় বদ্ধিত হইয়া উঠিলেন ॥১১॥

তিনি পিতৃলোককে আনন্দিত করিবেন বলিয়া ক্রমে গুরুতর ও ভয়ঙ্কর তপস্যা
 দ্বারা দেবতা, অশুর ও মানুষাদির সহিত সমস্ত লোক সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন ॥১২॥

ততস্তং পিতরস্তাত ! বিজ্ঞায় কুলনন্দনম্ ।
 পিতৃলোকাছুপাগমা সৰ্ব্ব উচুরিদং বচঃ ॥১৩॥
 ঔৰ্ব্ব ! দৃষ্টঃ প্রভাবস্তে তপসোগ্রস্ত পুত্রক ! ।
 প্রসাদং কুরু লোকানাং নিয়চ্ছ ক্রোধমাত্মনঃ ॥১৪॥
 নানীশৈহি তদা তাত ! ভৃগুভির্ভাবিতাত্মভিঃ ।
 বধো হ্যপেক্ষিতঃ সৰ্বৈঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিহিংসতাম্ ॥১৫॥
 আয়ুষা বিপ্রকৃষ্টেন যদা নঃ খেদ আবিশং ।
 তদাস্মাভির্বধস্তাত ! ক্ষত্রিয়ৈরীপ্সিতঃ স্বয়ম্ ॥১৬॥
 নিধাতং যচ্চ বৈ বিতং ভৃগুভির্ভৃগুবেশ্মনি ।
 বৈরায়ৈব তদাত্মস্তং ক্ষত্রিয়ান্ কোপয়িকৃভিঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তং সৰ্বলোকবিনাশায়োন্মুখম্, বিজ্ঞায় ॥১৩॥

ঔৰ্ব্বৈতি । তপস ইতি বিসর্গলোপেৎপি পুনঃ সন্ধিরাগঃ । নিয়চ্ছ সংযু ॥১৪॥

নেতি । হে তাত ! বৎস ! তদা ক্ষত্রিয়ৈঃ স্ববধসময়ে, ভাবিতাত্মভিস্তপসা সক্ষমী-
 রতাত্মভিঃ সৰ্বৈর্ভৃগুভিঃ, অনীশৈশ্চৈব ক্ষত্রিয়াণাং বধে অসমর্থৈঃ সন্তিঃ, বিহিংসতাং ক্ষত্রিয়াণাম্,
 বধো নোপেক্ষিতঃ, অপি তু কারণান্তরাদেবোপেক্ষিত ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

আয়ুষ্যেতি । বিপ্রকৃষ্টেন দূরবক্তিনা দীর্ঘলোপাৎ । খেদো হুংসম্ ॥১৬॥

নিধাতমিতি । আত্মস্তং ভূমৌ রোপিতম্ । কোপয়িকৃভিরিত্যাগ ইযুচ্প্রত্যয়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মনেনেতি ॥৮—৯॥ আত্মনো মনঃ সার্কসামপচিহ্নিৎ পদং প্রবণম্ উন্মুখম্, ইচ্ছন স্বমনো-

বৎস ! তাহার পর, পিতৃলোকেরা তাঁহাকে সমস্ত লোকবিনাশে উগ্ৰত জানিয়া,
 পিতৃলোক হইতে আসিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৩॥

“পুত্র ! ঔৰ্ব্ব ! তোমার দারুণ তপস্যার প্রভাব দেখিয়াছি ; তুমি জগতের
 উপরে প্রসন্ন হও, ক্রোধ সংবরণ কর ॥১৪॥

বৎস ! তখন প্রভাবশালী ভৃগুবংশীয়েরা অসমর্থ হইয়া হিংসাকারী ক্ষত্রিয়দের
 বধ উপেক্ষা করিয়াছিলেন না ॥১৫॥

বৎস ! আমাদের দীর্ঘ আয়ু আছে ভাবিয়া যখন খেদ উপস্থিত হইয়াছিল,
 তখন আমরা নিজেরাই ক্ষত্রিয় দ্বারা নিজেদের বধ ইচ্ছা করিয়াছিলাম ॥১৬॥

তা’র পর, ভৃগুবংশীয়েরা ঘরের ভিতরে যে ধন পুতিয়া রাখিয়াছিলেন,

১৩ লোকাৎ পরম্ ‘পিতর উচুঃ’ ইতি কচিং পাঠঃ । (১৬)---ক্রোধ আবিশং ।

(১৭)---কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি ।

কিং হি বিস্তেন নঃ কার্য্যং স্বর্গেঙ্গুনানং শিষ্যোত্তম ! ।

যদস্ম্যাকং ধনাধ্যক্ষঃ প্রভূতং ধনমাহরৎ ॥১৮॥

যদা তু মৃত্যুরাদাতুং ন নঃ শক্নোতি সর্ব্বশঃ ।

তদাস্ম্যভিরয়ং দৃষ্ট উপায়স্তাত ! সম্মতঃ ॥১৯॥

আত্মহা চ পুমাংস্তাত ! ন লোকান্নভতে শুভান্ ।

ততোহস্ম্যভিঃ সমীক্যৈবং নাত্মনাভ্যা নিপাতিতঃ ॥২০॥

ন চৈতন্মঃ প্রিয়ং তাত ! যদিদং কৰ্ত্তুমিচ্ছসি ।

নিয়চ্ছেদং মনঃ পাপাং সর্ব্বলোকপরাভবাং ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । বিস্তেন ধনেন । ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরঃ, আহরৎ আনীয় দত্তবান্ ॥১৮॥

যদেতি । অয়ং ক্ষত্রিয়কৰ্ত্তৃকবধরূপঃ । সম্মতঃ সৰ্ব্বাভিপ্রেতঃ ॥১৯॥

অথ ক্ষত্রিয়ৈরাশ্ববধং কলঙ্কজনকমকারয়িত্বা কথং স্বয়মেব তং ন কৃতবন্ত ইত্যাহ—আত্মহেতি ।
আত্মহা আত্মঘাতী । সমীক্য পর্যালোচ্য । নিপাতিতো বিনাশিতঃ ॥২০॥

অথ ময়া সর্ব্বলোকবিনাশে যুগ্মকং কা কতিরিত্যাহ—নেতি । নিয়চ্ছ নিবৰ্ত্তয় ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইপচিতিং কৰ্ত্তুং যোজয়তীত্যর্থঃ ॥১০—১৫॥ বিপ্রকুণ্টেন অতিদূরগেণ বহুনা, ক্ষত্রিয়ৈঃ
নিমিস্তমাত্রৈঃ ॥১৬—১৯॥ আত্মহেতি । এতেন ভৃগুপতনাদিনা মরণং ব্রাহ্মণেতরবিধয়ং

তাহা ক্ষত্রিয়গণকে ক্রুদ্ধ করিয়া তাহাদের সহিত শত্রুতা জন্মাইবার জন্তই করিয়া-
ছিলেন ॥১৭॥

কেন না, আমরা স্বর্গলিপ্সু ছিলাম ; সুতরাং আমাদের ধন দ্বারা কি প্রয়োজন
ছিল ? বিশেষতঃ, কুবেরই আমাদের প্রচুর ধন আনিয়া দিতেন ॥১৮॥

বৎস ! যম যখন আমাদের প্রহণ করিতে পারিতেছিলেন না, তখনই
আমরা সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই উপায় পর্যালোচনা করিয়াছিলাম ॥১৯॥

বৎস ! আত্মঘাতী লোক স্বর্গে যাইতে পারে না ; এইরূপ পর্যালোচনা
করিয়াই আমরা আত্মঘাতী হই নাই ॥২০॥

বৎস ! তুমি এই যাহা করিবার ইচ্ছা করিতেছ, ইহা আমাদের শ্রীতিকর নহে ;
সুতরাং তুমি সমস্ত লোকবিনাশরূপ পাপকার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত কর ॥২১॥

মা বধীঃ ক্ৰত্ৰিয়াংস্তাত ! ন লোকান্ সপ্ত পুত্রক ! ।

দুষয়ন্তঃ তপন্তেজঃ ক্ৰোধমুৎপতিতং জহি ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি চৈত্ৰরথে
ঔৰ্বে ঔৰ্ব্ববারণং নাম ত্ৰিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ত্ৰিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

ঔৰ্ব্ব উবাচ ।

উক্তবানস্মি যাং ক্ৰোধাং প্রতিজ্ঞাং পিতরস্তদা ।

সৰ্বলোকবিনাশায় ন সা মে বিতথা ভবেৎ ॥১॥

বৃথা-রোষ-প্রতিজ্ঞো বৈ নাহং ভবিতুংসহে ।

অনিস্তৌর্ণো হি মাং রোষো দহেদগ্নিবিবারণম্ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । তপন্তেজো দুষয়ন্তম্, উৎপতিতম্ আত্মহাংপরং ক্ৰোধম্, জহি নাশয় ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি চৈত্ৰরথে ত্ৰিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

উক্তবানিতি । হে পিতরঃ ! । বিতথা মিথ্যা ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

দশিতম্ ॥২০—২১॥ মা বধীরিতি ক্ৰত্ৰিয়ান্ তদনিয়ন্ত্বেন অনপরাধিনঃ সপ্ত লোকান্ ভূবানীংশ্চ

মা বধীঃ, কিন্তু তপঃসন্তুতং তেজো দুষয়ন্তঃ ক্ৰোধং জহি । পাঠান্তরমুপেক্ষাম্ ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্ৰিসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭২॥

—:~:—

বৎস ! পুত্র ! তুমি সপ্ত লোককে বা ক্ৰত্ৰিয়গণকে বিনষ্ট করিও না । ক্ৰোধ
তপস্তার প্রভাবকে দূষিত করে ; সুতরাং সে ক্ৰোধ জন্মিয়া থাকিলেও তাহা রুদ্ধ
কর' ॥২২॥

—:~:—

ঔৰ্ব্ব বলিলেন—“পিতৃগণ ! আমি ক্ৰোধবশতঃ সমস্ত লোক বিনাশ করিবার
জন্ত তখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না ॥১॥

* ‘...সপ্তসপ্তত্যাধিক’ ‘...ঊনাবীত্যধিক...’, ‘...অষ্টাত্যাধিক...’, ‘...পঞ্চনবত্যাধিক’

ইতি পাঠান্তরানি ।

যো হি কারণতঃ ক্রোধঃ সজ্জাতং ক্ষন্তুমর্হতি ।
 নালং স মনুষ্যঃ সম্যক্ ত্রিবর্গং পরিরক্ষিতুম্ ॥৩॥
 অশিষ্টানাং নিয়ন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা ।
 স্থানে রোষঃ প্রযুক্তঃ শ্বাষ্পৈঃ সর্বজিগীষুভিঃ ॥৪॥
 অশ্রৌষমহমুক্শো গর্ভশয্যাগতস্তদা ।
 আরাবং মাতৃবর্গস্য ভৃগুণাং ক্ষত্রিয়ের্বধে ॥৫॥
 সংহারো হি যদা লোকে ভৃগুণাং ক্ষত্রিয়াধমৈঃ ।
 আগর্ভোচ্ছেদনাং ক্রান্তস্তদা মাং মন্যুরাবিশং ॥৬॥
 প্রকৌর্গকেশাঃ কিল মে মাতরঃ পিতরস্তথা ।
 ভয়াং সর্বেষু লোকেষু নাধিজগ্মুঃ পরায়ণম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

বুধেতি । অনিস্তীর্ণঃ তাং প্রতিজ্ঞামন্বতীর্ণঃ । অরণিম্ অগ্ন্যুৎপাদনকারিত্বম্ ॥২॥
 য ইতি । কারণতো গ্ৰাযাপর্ধ্যাপকারণাং সজ্জাতম্ । ক্ষন্তুঃ সোচুঃ সংবরীভূমিতার্থঃ । অলং
 সমর্থঃ । এতেনাগ্ৰাযাপর্ধ্যাপকারণজাত এব ক্রোধঃ সংবরণীয় ইতি স্থচিতম্ ॥৩॥
 ন্যাযাপর্ধ্যাপক্ৰোধাসংবরণে দৃষ্টান্তমাহ—অশিষ্টানামিতি । স্থানে উপযুক্তবিষয়ে ॥৪॥
 আত্মনঃ ক্রোধস্ত গ্ৰাযাপর্ধ্যাপকারণজন্মমাহ—অশ্রৌষমিতি । আরাবং বিলাপম্ ॥৫॥
 সংহার ইতি । আগর্ভোচ্ছেদনাং সংহারঃ, ক্রান্ত অারব্ধঃ । মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবানিতি ॥১॥ অনিস্তীর্ণঃ অকৃতকার্যঃ ॥২॥ বুধোৎপন্নঃ ক্রোধো জেতব্যো ন তু
 সকারণক ইত্যাহ—যো ইতি ॥৩॥ ক্রোধকারণগ্ৰাহ—অশিষ্টানামিতি । স্থানে যুক্তম্ ॥৪॥

আমি আমার ক্রোধ ও প্রতিজ্ঞাকে নিষ্ফল করিতে পারিব না । কেন না, আমি
 প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, অগ্নি যেমন অরণিকার্ত্তকে দহন করে,
 তেমন ক্রোধ আমাকে দহন করিবে ॥২॥

যে মানুষ কারণসজ্জত ক্রোধ সংবরণ করে, সে মানুষ সম্যক্ভাবে ত্রিবর্গ (ধর্ম, অর্থ ও কাম-) রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ॥৩॥

সমস্ত বিজয়াভিলাষী রাজারা অশিষ্টদিগের নিয়ামক ও শিষ্টদিগের রক্ষক
 ক্রোধকে উপযুক্ত স্থানে প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥৪॥

ক্ষত্রিয়েরা যখন ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করে, আমি তখন মাতার উরুদেশে গর্ভে
 থাকিয়া মাতৃবর্গের সেই বিলাপ শুনিয়াছিলাম ॥৫॥

ক্ষত্রিয়াধমেরা যে পর্য্যন্ত ভৃগুবংশীয়গণকে বধ করিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত আমি সন্ত
 করিয়াছিলাম ; তা'র পর, যখন গর্ভপর্য্যন্ত নষ্ট করিতে লাগিল, তখন আমার ক্রোধ
 জন্মিল ॥৬॥

তান্ ভৃগুণাং যদা দারান্ কশ্চিদ্ভ্যাপপত্তে ।
 মাতা তদা দধারেয়মূৰ্ণৈকেন মাং শুভা ॥৮॥
 প্রতিষেদ্ধা হি পাপস্ত যদা লোকেষু বিগতে ।
 তদা লোকেষু সৰ্ব্বেষু পাপকৃন্মোপপত্তে ॥৯॥
 যদা তু প্রতিষেদ্ধারং পাপো ন লভতে কচিৎ ।
 তিষ্ঠন্তি বহবো লোকাস্তদা পাপেষু কন্মত্ব ॥১০॥
 জ্ঞানমপি চ যঃ পাপং শক্তিমান্ ন নিয়চ্ছতি ।
 ঈশঃ সন্ সোহপি তেনৈব কন্মণা সম্প্রযুজ্যতে ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

প্রকীর্তেতি । পরায়ণঃ বিশেষাশ্রয়ং রক্ষকমিতি যাবৎ । নাধিভগ্নম্ প্রাপ্তবন্তঃ ॥৭॥
 তানিতি । নাত্মাপপত্ততে রক্ষিতুং নাশ্রয়তি ॥৮॥
 প্রতীতি । নোপপত্ততে ন ভবতি ॥৯॥
 যদেতি । পাপঃ পাপকারী । তিষ্ঠন্তি প্রবৃত্তা ইতি শেষঃ ॥১০॥
 জ্ঞানমিতি । শক্তিমান্ অস্ত্রাদিনা সমর্থঃ । ঈশত্বপদা সমর্থো বা ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্বিপরীতং ক্ষত্রিয়াক্কুরিতাহ—অশৌষমিতি ॥১॥ ক্রান্ত উপক্রান্তঃ ॥৬॥ তহি ক্ষত্রিয়া
 এব বধ্যা ন তু লোকা ইত্যত আহ—সম্পূর্ণেতি দ্বাভ্যাম্ । কেশো জরাযুকৃপা মাংসপেশী,
 সম্পূর্ণঃ কোশো যাসাং তাঃ পরিপক্কতা ইত্যর্থঃ । “কোশোহর্ধসকয়ে মাংসপেশ্যাম্” ইতি
 বিশ্বঃ । “সম্পূর্ণশোকো” ইত্যপি পঠন্তি, লোঠকঃ সত্যপি সামর্থ্যে মন্বাতৃণাং ত্রাণং ন কৃত-
 মতন্তেহপি বধ্যা এবত্যর্থঃ ॥৭—৮॥ এতদেবোপপাদয়তি—প্রতিষেদ্ধেতি । প্রতিষেদ্ধরি
 সতি পাপকৃদেব নোপলভ্যতে, অসতি তু সর্বোহপি পাপ এব প্রবর্তত ইতি শ্লোকস্বার্থঃ

আমার মাতৃগণ ও পিতৃগণ ভয়ে মুক্তকেশ হইয়া সমস্ত জগতেই রক্ষক পাইয়া-
 ছিলেন না ॥৭॥

যখন কোন লোকই ভৃগুপত্নীদিগকে রক্ষা করিল না, তখন আমার কল্যাণার্থিনী
 এই মাতা একখানি উরুতে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥৮॥

যদি জগতে পাপের প্রতিষেদ্ধা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত জগতে কেহই
 পাপকারী হয় না ॥৯॥

আর, যদি পাপকারী কোথাও প্রতিষেদ্ধা না পায়, তবে বহু লোকই পাপকার্য্যে
 প্রবৃত্ত থাকে ॥১০॥

এবং দৈহিকশক্তিশালী কিংবা তপঃশক্তিশালী যে লোক জানিয়াও পাপকার্য্যের
 নিষেধ না করে, সেও সেই পাপে লিপ্ত হয় ॥১১॥

রাজভিষ্ণেচথরৈশ্চৈব যদি বৈ পিতরো মম ।
 শতৈর্ন শকিতাদ্ভাতুমিকং মহেহ জীবিতম্ ॥১২॥
 অত এবামহং ক্রুদ্ধো লোকানামৌধরো হৃদম্ ।
 ভবতাক্ষ বচো নালমহং সমভিবর্তিতুম্ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)
 মমাপি চেদ্ভবেদেবমৌধরস্য সতো মহৎ ।
 উপেক্ষমাণস্য পুনর্লোকানাং কিম্বিধান্তয়ম্ ॥১৪॥
 যশ্চাযং মন্যুজো মেহগ্নিলোকানাদ্ভাতুমিচ্ছতি ।
 দহেদেষ চ মামেব নিগৃহীতঃ স্বতেজসা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 ভবতাক্ষ বিজানামি সর্বলোকহিতেপ্সুতাম্ ।
 তস্মাদ্বিধধ্বং যচ্ছেয়ো লোকানাং মম চেধ্বরাঃ ! ॥১৬॥
 পিতর উচুঃ ।
 য এষ মন্যুজস্তেহগ্নিলোকানাদ্ভাতুমিচ্ছতি ।
 অপ্সুং তং মুঞ্চ ভদ্রঃ তে লোকা হ্যপ্সু প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

রাজভিরিতি । ঈশ্বরৈরন্তপঃশক্তিশালিভিঃ । যদি যতঃ । ইহ জীবিতমিষ্টং মম জীবননাশ-
 শঙ্কয়েত্যর্থঃ । ঈশ্বরন্তপঃশক্তিশালী । সমভিবর্তিতুম্ অমুসর্গুম্, নালং ন সমর্থঃ ॥১২—১৩॥
 মমেতি । লোকানাং নাশজনিতাদিতি শেষঃ । তদেতি পূরণীয়ম্ । আদাতুং নাশয়িতু-
 মিত্যর্থঃ । নিগৃহীতো নিরুদ্ধঃ, স্বতেজসা নিজসংযমপ্রভাবেণ ॥১৪—১৫॥
 ভবতামিতি । বিধধ্বং কৃত্বত । হে ঈশ্বরাঃ ! শক্তিমন্তঃ পিতরঃ ! ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

১২—১৩। পাপং পাপকারিণম্ ॥১১—১৩॥ কিম্বিধং অশাসনজাৎ ॥১৪—১৬॥ আদাতু-

রাজারা ও তপস্বীরা সমর্থ থাকিয়াও আপনাদের জীবন পরম প্রিয়তম মনে
 করিয়া যখন আমার পিতৃগণকে রক্ষা করেন নাই, তখন আমি তপঃশক্তিশালী এবং
 ক্রুদ্ধ হইয়াও এই জনসাধারণের ও আপনাদের কথার অমুসরণ করিতে পারিব
 না ॥১২—১৩॥

আমি তপঃশক্তিশালী ; এ অবস্থাতেও আমি যদি এই লোকসংহার উপেক্ষা
 করি, কিংবা আমারও লোকসংহারপাপের ভয় হয়, তবে আমার এই যে কোপানল
 লোকসংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছে, এই কোপানল নিজসংযমে নিরুদ্ধ হইয়া
 আমাকেই দগ্ধ করিবে ॥১৪—১৫॥

আবার আমি আপনাদেরও সর্বলোক-হিতৈষিতা জানি ; অতএব হে ঈশ্বরগণ !
 বাহাতে জগতের ও আমার মঙ্গল হয়, তাহা আপনারা করুন ॥১৬॥

আপোময়াঃ সৰ্ব্ববসাঃ সৰ্ব্বমাপোময়ং জগৎ ।
 তস্মাদপ্সু বিমুক্তেমং ক্রোধায়িং দ্বিজসত্তম ! ॥১৮॥
 অয়ং তিষ্ঠতু তে বিপ্র ! যদৌচ্ছসি মহোদধৌ ।
 মন্যুজোহগ্নির্দহম্মাপো লোকা হ্যাপোময়াঃ স্মৃতাঃ ॥১৯॥
 এবং প্রতিজ্ঞা সত্যেয়ং তবানঘ ! ভবিষ্যতি ।
 ন চৈবং সামরা লোকা গমিষ্যন্তি পরাভবম্ ॥২০॥
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

ততস্তং ক্রোধজং তাত ! ঔর্কোহগ্নিং বরুণালয়ে ।
 উৎসসজ্জ স চৈবাপ উপযুক্তে মহোদধৌ ॥২১॥
 মহাক্ষয়শিরো ভূত্বা যন্তদেদবিদৌ বিদুঃ ।
 তমগ্নিমুর্দগরবস্ত্রাং পিবত্যাপো মহোদধৌ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । মন্যাজঃ ক্রোধজাতঃ । আদাতুং নাশয়িতুম্ । অপ্সু জলে ॥১৭॥
 জলে ক্লেপণে হেতুস্তরমাহ—আপ ইতি । আপঃশব্দঃ সকারান্তোহপি ॥১৮॥
 অয়মিতি । অয়ং মন্যুজোহগ্নিরিতি সঘট্টঃ । আপো জলম্ ॥১৯॥
 এবমিতি । এবমিচ্ছং করণে । সামরাঃ সদেবাঃ । পরাভবং নাশম্ ॥২০॥
 তত ইতি । বরুণালয়ে সমুদ্রে । স চাগ্নিঃ । উপযুক্তে ভক্ষয়তি ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

মুচ্ছন্তুম্ ॥১৭॥ আপোময়া ইতি । কারণীভূতাস্থ অপ্সু দগ্ধাস্থ লোকা অপি দগ্ধপ্রায়া ইত্যর্থঃ

পিতৃলোকেবা বলিলেন—“ঔৰ্ব্ব ! তোমার মঙ্গল হউক ; তোমার যে ক্রোধানল জগৎ নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছে, তাহা তুমি জলে নিক্ষেপ কর । কেন না, জলেই ত জগৎ রহিয়াছে ॥১৭॥

সমস্ত রস জলময় এবং সমস্ত জগৎ জলময় । অতএব হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তোমার এই ক্রোধানল জলে নিক্ষেপ কর ॥১৮॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে তোমার এই ক্রোধানল জল দগ্ধ করিতে থাকিয়া সমুদ্রেই অবস্থান করুক । কারণ, লোক সকল জলময় ॥১৯॥

হে নিম্পাপ ঔৰ্ব্ব ! এইরূপ করিলে, তোমার এই প্রতিজ্ঞাও সত্য হইবে, দেবতাদের সহিত সমস্ত জগৎও নষ্ট হইবে না” ॥২০॥

বশিষ্ঠ বলিলেন—“বৎস ! পরাশর ! তাহার পর ঔৰ্ব্ব সেই ক্রোধানলকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন ; সেই ক্রোধানলই সমুদ্রে থাকিয়া তাহার জল পান করে ॥২১॥

তস্মাদ্ভমপি ভদ্রং তে ন লোকান্ হস্তমর্হসি ।

পরশর ! পরাল্লোকান্ জ্ঞানন্ জ্ঞানবতাং বর ! ॥২৩॥

ই'ত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্বরথে

ঔর্বে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

গন্ধর্ব উবাচ ।

এবমুক্তঃ স বিপ্রর্ষির্বাশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।

শ্রুযচ্ছদাত্মনঃ ক্রোধং সর্বলোকপরাতবাং ॥১॥

ভারতকৌমুদী

মহদ্বিত্তি । হয়শিরো বড়বামস্তকম্ । তম্ ঔর্বক্রোধজম্ । আপো জলম্ ॥২২॥

তস্মাদ্বিত্তি । লোকান্, পরান্ উৎকৃষ্টান্ জ্ঞানন্, তান্ লোকান্, হস্তং নাইসি ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি চৈত্বরথে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

এবম্বিত্তি । স পরশরঃ । শ্রুযচ্ছৎ নিবর্তিতবান্ । সর্বেষাং লোকানাং পরাতবা-
বিনাশাং ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৮—২০॥ উপশ্লুঙ্কে ভক্ষয়তি ॥২১॥ হয়শিরঃ বড়বামুখম্ ॥২২—২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭০॥

—:~:—

বেদভেত্তরা বলিয়া থাকেন—ঔর্বের ক্রোধ বিশাল বড়বামস্তক হইয়া, তাহার মুখ
হইতে সেই অগ্নি উদ্গিরণ করিতে থাকিয়া, সমুদ্রের জল পান করে ॥২২॥

অতএব হে জ্ঞানিভ্রেষ্ট পরাশর ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমিও জগৎকে
উৎকৃষ্ট জানিয়া তাহা নষ্ট করিতে পার না” ॥২৩॥

—:~:—

গন্ধর্ব বলিল—“মহাত্মা বাশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, পরাশর সমস্ত জগৎ বিনাশ
বিষয় হইতে আপন ক্রোধকে নিবর্তিত করিলেন ॥১॥

ঈজে চ স মহাতেজাঃ সৰ্ববেদবিদাং বরঃ ।
 ঋষী রাক্ষসসত্ত্বেণ শাক্তে য়োহথ পরাশরঃ ॥২॥
 ততো বৃদ্ধাংশ্চ বালাংশ্চ রাক্ষসান্ স মহামুনিঃ ।
 দদাহ বিততে যজে শক্তে বধমনুস্মরন্ ॥৩॥
 নহি তং বারয়ামাস বশিষ্ঠো রক্ষসাং বধাৎ ।
 দ্বিতীয়ামশ্রু মা ভাজ্জং প্রতিজ্জামিতি নিশ্চিয়াৎ ॥৪॥
 ত্রয়াণাং পাবকানাং স সত্ত্বে তস্মিন্ মহামুনিঃ ।
 আসীৎ পুরস্তাদৌপ্তানাং চতুর্থ ইব পাবকঃ ॥৫॥
 তেন যজ্ঞেন শুভ্রেণ হুয়মানেন শক্তিতঃ ।
 তন্ধি দৌপিতমাকাশং সূর্য্যেণেব ঘনাত্যয়ে ॥৬॥
 তং বশিষ্ঠাদয়ঃ সৰ্ব্বে মুনয়স্তত্র মেনিরে ।
 তেজসা দৌপ্যমানং তং দ্বিতীয়মিব ভাস্করম্ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ঈজ ইতি । রাক্ষসসত্ত্বেণ ঈজে রাক্ষসসত্ত্বাখ্যং যজ্ঞং কৃতবান্ । শাক্তেয়ঃ শক্তিপুত্রঃ ॥২॥
 তত ইতি । বিততে অজ্ঞাঘৃষ্টানাদিনা বিস্তারিতে ॥৩॥
 নহীতি । অশ্রু পরাশরশ্রু । মা ভাজ্জং ন নিবর্তয়েয়ম্ ॥৪॥
 ত্রয়াণামিতি । ত্রয়াণাং দক্ষিণায়ি-গার্হপত্যাহবনীয়াখ্যানাম্ ॥৫॥
 তেনেতি । শুভ্রেণ জ্যায়াজ্জিতহাঙ্গির্দোষণে ঘৃতাদিনা দ্রব্যেণ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৩॥ মা ভাজ্জং ন নশয়েয়ম্ ॥৪—৫॥ শুভ্রেণ পাপিনাং নিগ্রহাৎ নিশ্চলেন

তাহার পর, অত্যন্ত তেজস্বী সকল বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ শক্তিপুত্র পরাশরমুনি রাক্ষসসত্ত্ব-
 নামক যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥২॥

তদনন্তর তিনি পিতৃহত্যা স্মরণ করিয়া সেই যজ্ঞে বালক ও বৃদ্ধ সকল রাক্ষসকেই
 দহন করিতে থাকিলেন ॥৩॥

কিন্তু পরাশরের দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা আর ভঙ্গ করিব না—এইরূপ স্থির করিয়া
 বশিষ্ঠ তাঁহাকে রাক্ষসবধ হইতে নিবারণ করিলেন না ॥৪॥

সুতরাং পরাশর সেই যজ্ঞে সম্মুখে দৌপ্যমান তিনটি অগ্নির চতুর্থ অগ্নির জ্বায়
 হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥৫॥

বর্ষাকাল অতীত হইলে সূর্য্য দ্বারা আকাশ যেমন উজ্জ্বলিত হয়, তেমন শক্তি
 অমুসারে উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহৃত হইতে থাকিলে সেই যজ্ঞদ্বারাও আকাশ উজ্জ্বলিত
 হইতে লাগিল ॥৬॥

ততঃ পরমদুঃশ্রাপ্যমন্যৈ ঋষিরন্দারবীঃ ।
 সমাপিপয়িষুঃ সত্রং তমত্রিঃ সমুপাগমৎ ॥৮॥
 তথা পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুশ্চৈব মহাক্রতুঃ ।
 তত্রাজ্ঞাং রমিত্রয় ! রক্ষসাং জীবিতেন্দ্রিয়া ॥৯॥
 পুলস্ত্যস্ত বধাত্তেষাং রক্ষসাং ভরতর্ষভ ! ।
 উবাচেদং বচঃ পার্থ ! পরাশরমরিন্দমম্ ॥১০॥
 কচ্ছিত্তাপবিস্নং তে কচ্ছিন্নন্দসি পুত্রক ! ।
 অজানতামদোষণাং সর্বেষাং রক্ষসাং বধাত্ ॥১১॥
 প্রজোচ্ছেদমিমং মহ্যং নহি কৰ্ত্তুং ভ্রমহসি ।
 নৈষ তাত ! ঋষিজাতীনাং ধর্মো দৃষ্টস্তপস্বিনাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । তং প্রসিদ্ধম্ । তং প্রক্রান্তং পরাশরম্ ॥৭॥

তত ইতি । অন্যৈ ঋষিভিঃ, পরমদুঃশ্রাপ্যম্ অতীবদুঃসম্ ॥৮॥

তথ্যেতি । জীবিতেন্দ্রিয়া জীবনরঞ্জেচ্ছয়া ॥৯॥

পুলস্ত্য ইতি । বধাত্তেষাং । অরিন্দমং রাক্ষসরূপশক্রনাশকম্ ॥১০॥

কচ্ছিদিতি । অপবিস্নং নির্বিস্নং কার্যম্ । অজানতাং স্বপিতৃবধবৃত্তান্তমপি অনবগচ্ছতাম্,
 অতএব অদোষণাম্, রক্ষসাম্, বধাত্, নন্দসি আনন্দমহুভবসি ॥১১॥

প্রজ্যেতি । প্রজোচ্ছেদং সন্তানবিলোপম্ । মহ্যং মম ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তেন যজ্ঞেন যজ্ঞিয়েন দ্রবোণ হুয়মানেন ॥৮—১০॥ অপবিস্নং তে সত্রমিতি শেষঃ, অজানতা-

বশিষ্ঠপ্রভৃতি সমস্ত মুনিরাই সেই যজ্ঞে পরাশরকে দ্বিতীয় সূর্য্যের জ্বায় তেজ
 দ্বারা দীপ্তিমান্ মনে করিতে লাগিলেন ॥৭॥

তাহার পর, অন্তের ছুঁর সেই যজ্ঞ সমাপ্ত করিবার ইচ্ছায় উদারবুদ্ধি অত্রিমুনি
 পরাশরের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥৮॥

অর্জুন ! পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং মহাক্রতু—ইহারাও রাক্ষসগণের জীবন রক্ষা
 করিবার ইচ্ছায় সেখানে আসিলেন ॥৯॥

কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পুলস্ত্য রাক্ষসগণের হত্যা চলিতেছিল বলিয়া শক্রহস্তা
 পরাশরকে এই কথা বলিলেন—॥১০॥

“বৎস ! তোমার কার্য্য নির্বিস্নে সম্পন্ন হইয়াছে ত ? পুত্র ! বাহারা তোমার
 পিতৃবধের বৃত্তান্তও জানে না, সেই নির্দোষ রাক্ষসগণকে বধ করিয়া তুমি আনন্দ
 লাভ করিতেছ ত ? ॥১১॥

শম এব পরো ধৰ্ম্মস্তমাচর পরাশর ! ।
 অধৰ্ম্মিষ্ঠং বরিষ্ঠং সন্ কুরুষে ত্বং পরাশর ! ॥১৩॥
 শক্তি কাপি হি ধৰ্ম্মজ্ঞঃ নাতিক্রান্তমিহাৰ্হসি ।
 প্রজায়াশ্চ মমোচ্ছেদং ন চৈবং কৰ্ত্তুমৰ্হসি ॥১৪॥
 শাপাক্ষি শস্ত্রে বাশিষ্ঠ ! তদা তদুপপাদিতম্ ।
 আত্মজেন স দোষেণ শক্তির্নাত ইতো দিবম্ ॥১৫॥
 নহি তং রাক্ষসঃ কশ্চিচ্ছক্তো ভক্ষয়িতুং যুনে ! ।
 আত্মনৈবাত্মনস্তেন সৃষ্টো যত্ন্যস্তদাভবৎ ॥১৬॥
 নিমিত্তভূতস্তদ্রাসৌৰিখামিত্রঃ পরাশর ! ।
 রাজা কল্মাষপাদশ্চ দিবমারুহ যোদতে ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শম ইতি । শমঃ কামক্ৰোধাদিনিবৃত্তিঃ । অধৰ্ম্মিষ্ঠম্ অধৰ্ম্ম্যমিদং হিংসনম্ ॥১৩॥
 শক্তির্মিতি । নাতিক্রান্তং পাপাহুষ্ঠানেন লজ্যয়িতুম্ । প্রজায়াঃ সন্তানস্ত ॥১৪॥
 শাপাদিতি । তৎ শস্ত্রেবেব হননম্, উপপাদিতং রক্ষসা কৃতম্ ॥১৫॥
 নহীতি । নহি শক্তঃ, প্রভাবাতিরেকাদিতি ভাবঃ । তেন শক্তির্গা ॥১৬॥
 নিমিত্তেতি । তত্র শক্তিবধে, বিশ্বামিত্রো রাজা কল্মাষপাদশ্চ নিমিত্তভূত আসীৎ, একেন
 কল্মাষপাদশরীরে রাক্ষসপ্রবেশনাৎ অপরেণ চ শরীরে রাক্ষসধারণাদিতি ভাবঃ । তেন চ শক্তি-
 দিবমারুহ যোদতে । অতএবাজ রাক্ষসস্ত নাধিকোহপরাধ ইত্যশয়ঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মিতি পাপমপি কৃষা নন্দসীতি সাধিক্ষেপঃ প্রথঃ ॥১১॥ মমং মম ॥১২—১৩॥ শক্তি-
 কেতি পুত্রদোষেণ পিতা নস্ততীত্বাক্রম ॥১৪॥ শাপাৎ শক্তির্গা শপ্তো রাজা শক্তিমেব

বৎস ! তুমি আমার বংশনাশ করিতে পারিবে না ; কারণ, তপস্বী ব্রাহ্মণদের
 এক্লপ ধৰ্ম্ম আমরা কখনও দেখি নাই ॥১২॥

পরাশর ! শাস্তিই ব্রাহ্মণদের পরম ধৰ্ম্ম ; তুমি তাহাই অবলম্বন কর ; কিন্তু
 তুমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া এটা অধৰ্ম্মের কার্য্য করিতেছ ॥১৩॥

তোমার পিতা শক্তি ধৰ্ম্মজ্ঞ ছিলেন ; সুতরাং তুমি পাপাহুষ্ঠান করিয়া তাঁহার
 পথ অতিক্রম করিও না ; তুমি আমার বংশনাশ করিও না ॥১৪॥

পরাশর ! শক্তির শাপেই তখন সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল ; সুতরাং শক্তি নিজের
 দোষেই স্বর্গে গিয়াছেন ॥১৫॥

শক্তি তখন নিজেই নিজের যত্ন্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন ; না হইলে কোন রাক্ষসই
 তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইত না ॥১৬॥

যে চ শক্ত্যবরাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য মহামুনেঃ ।
 তে চ সর্কৈ যুদা যুক্তা মোদন্তে সহিতাঃ স্তরৈঃ ॥১৮॥
 সর্কমেতবশিষ্ঠস্য বিদিতং বৈ মহামুনে ! ।
 রক্ষসাক্ষ সমুচ্ছেদ এষ তাত ! তপস্বিনাম্ ॥১৯॥
 নিমিত্তভূতস্বকাত্ত ক্রতো বশিষ্ঠনন্দন ! ।
 তং সত্রং যুগ্ধ ভদ্রং তে সমাপ্তমিদমস্ত তে ॥২০॥
 গন্ধর্ক উবাচ ।
 এবমুক্তঃ পুলস্ত্যেন বশিষ্ঠেন চ ধীমতা ।
 তদা সমাপয়ামাস সত্রং শাক্তে মহামুনিঃ ॥২১॥
 সর্কব্রাক্ষসসত্রায় সম্ভূতং পাবকং তদা ।
 উত্তরে হিমবৎপার্শ্বে উৎসসজ্জ মহাবনে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । শক্ত্যবরাঃ শক্তিতঃ কনিষ্ঠাঃ । তত্রাপি তাবেব নিমিত্তভূতাবিতার্থঃ ॥১৮॥
 সর্কমিতি । সমুচ্ছেদো জাত ইতি শেষঃ । তপস্বিনাং শোচানাম্ ॥১৯॥
 নিমিত্তেতি । বশিষ্ঠঃ শক্তিস্তস্য নন্দন ! পুত্র ! । যুগ্ধ তাজ ॥২০॥
 এবমিতি । শাক্ত্যঃ শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ ॥২১॥
 সর্কেতি । সর্কৈবাং ব্রাক্ষসানাং সত্রায় বধার্থকয়জ্ঞায়, সম্ভূতং সংগৃহীতম্ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

ভক্তিবান্, অতঃ শাক্ত্রেবেব অয়মপরাধো ন ব্রক্ষসামিতার্থঃ ॥১৫—১৬॥ মোদতে শক্তি:

সুতরাং পরাশর ! তাহাতে বিশ্বামিত্র এবং কল্যাণপাদরাজ্য নিমিত্ত ছিলেন ;
 এখন শক্তি স্বর্গে আরোহণ করিয়া আনন্দলাভ করিতেছেন ॥১৭॥

আর, শক্তির কনিষ্ঠ যে সকল বশিষ্ঠপুত্র ছিলেন, তাঁহারাও এখন সেই কারণেই
 আনন্দিত হইয়া দেবগণের সহিত বিচরণ করিতেছেন ॥১৮॥

বৎস পরাশর ! এ সমস্তই মহর্ষি বশিষ্ঠের বিদিত আছে । আর, এখন
 শোচনীয় ব্রাক্ষসগণের এই উচ্ছেদ হইল ॥১৯॥

শক্তিনন্দন ! এ যজ্ঞও তুমি নিমিত্ত ; অতএব তুমি এ যজ্ঞ ত্যাগ কর, তোমার
 মঙ্গল হউক, তোমার এ যজ্ঞ এইখানেই সমাপ্ত হউক ॥২০॥

গন্ধর্ক বলিল—“জ্ঞানী পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এইরূপ বলিলে, মহর্ষি পরাশর তখনই
 যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন ॥২১॥

এবং তিনি ব্রাক্ষসসত্রের জন্ত সংগৃহীত অগ্নিকে হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে গহন
 বনমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন ॥২২॥

স তত্রাষ্ট্রাপি বক্ষাসি বৃক্ষানশ্বান এব চ ।

ভক্ষয়ন্ দৃশ্যতে বহিঃ সদা পৰ্ৱণি পৰ্ৱণি ॥২৩॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ৱণি চৈত্ৰবৰ্ণে

চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

পঞ্চসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অৰ্জুন উবাচ ।

রাজা কল্মাষপাদেন গুরৌ ব্রহ্মবিদাং বরে ।

কারণং কিং পুরস্কৃত্য ভাৰ্য্যা বৈ সন্নিযোজিতা ॥১॥

জানতা বৈ পরং ধৰ্ম্মং বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ।

অগম্যাগমনং কস্ম্যাং কৃতং তেন মহর্ষিণা ॥২॥

অধৰ্ম্মিষ্ঠং বশিষ্ঠেন কৃতঞ্চাপি পুরা সখে ! ।

এতস্মৈ সংশয়ং সৰ্ব্বং ছেত্তুর্মহিসি পৃচ্ছতঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । অশ্বানঃ পাৰাণান্ । পৰ্ৱণি পৰ্ৱণি প্রত্যেকচতুর্দশাদৌ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্ৰীহরিদাসদিক্কাঙ্কবাগীশভট্টাচার্যবিদিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ৱণি চৈত্ৰবৰ্ণে চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

রাজ্যেতি । পুরস্কৃত্য আশ্রিত্যেত্যর্থঃ । সন্নিযোজিতা ব্রমণায়েতি শেষঃ ॥১॥

জানতেতি । পরভাৰ্য্যাং পুত্রবধূত্ৱান্ৱাচ্চ অগম্যাবমিতি ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

১১—১৮॥ সমুচ্ছেদে এষ ঋঃ নিমিত্তভূত ইতি যোজনা ॥১২॥ মুঞ্চ ত্যজ ॥২০—২৩॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে আদিপৰ্ৱণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুঃসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৪॥

অষ্টাপি সেখানে প্রত্যেক পৰ্ৱেই সেই অগ্নি ৰাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর দক্ষ করিয়া থাকে দেখা যায় ॥২০॥

—:~:—

অৰ্জুন বলিলেন—“সখে ! গুরু এবং বেদজ্ঞশ্ৰেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকটে কল্মাষপাদ-রাজা কি কারণে আপন ভাৰ্য্যাটিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ? ॥১॥

আবার, মহাত্মা ও মহর্ষি বশিষ্ঠই বা কেন ধৰ্ম্মের পরম তত্ত্ব জানিয়াও অগম্যাগমন করিয়াছিলেন ? ॥২॥

* ‘...একোনীত্যধিক...’, ‘...একানীত্যধিক...’, ‘...দ্বানীত্যধিক...’, ‘...সপ্তনব-অধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

গন্ধর্ব উবাচ ।

ধনঞ্জয় ! নিবোধেদং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
 বশিষ্ঠং প্রতি তুর্দ্ধব ! তথা মিত্রসহং নৃপম্ ॥৪॥
 কথিতং তে ময়া সর্বং যথা শপ্তঃ স পার্শ্বিবঃ ।
 শক্তি-গা ভরতশ্চেষ্ঠ ! বাশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥৫॥
 স তু শাপবশং প্রাপ্তঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ।
 নির্জগাম পুরাদ্রাজ্য সহদারঃ পরশুপঃ ॥৬॥
 অরণ্যং নির্জ্ঞনং গত্বা সদারঃ পরিচক্রমে ।
 নানামৃগগণাকীর্ণং নানাসত্ত্বসমাকুলম্ ॥৭॥
 নানাশূলতালচক্ষুঃ নানাশ্রমসমাবৃতম্ ।
 অরণ্যং ঘোরসম্মদং শাপগ্রস্তঃ পরিভ্রমন্ ॥৮॥
 স কদাচিৎ ক্ষুধাবিষ্টো মৃগয়ন্ ভক্ষ্যমাত্মনঃ ।
 দদর্শ সুপরিপ্লবিতঃ কশ্মিংশ্চিমির্জ্ঞানে বনে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অধমিষ্টমিতি । এতৎ পৃচ্ছতো মে ইতি সম্বাদেতদিত্যন্ত ক্লীবত্বম্ ॥৩॥

ধনেতি । মিত্রসহং কল্যাণপাদম্ । তয়োক্তভয়োবিষয় ইত্যর্থঃ ॥৪॥

কথিতমিতি । স পার্শ্বিবঃ কল্যাণপাদঃ ॥৫॥

স ইতি । ক্রোধেন পর্য্যাকুলেক্ষণঃ অস্থিরনয়নঃ ॥৬॥

অরণ্যমিতি । পরিচক্রমে বিচচাৰ । নানা সৰ্বৈৰ্জন্তুভিঃ সমাকুলং পূৰ্ণম্ ॥৭॥

বশিষ্ঠ কেন এমন অধর্মের কার্য্য করিয়াছিলেন ? ইহা আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তুমি আমার সকল সংশয় দূর কর” ॥৩॥

গন্ধর্ব বলিল—“মহাবীর অর্জুন ! বশিষ্ঠ ও কল্যাণপাদরাজার বিষয়ে তুমি বাহা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা শোন ॥৪॥

হে ভরতশ্চেষ্ঠ ! মহাত্মা শক্তি, যে কল্যাণপাদরাজাকে অভিসম্পাত করিয়া-
 ছিলেন, তাহা আমি তোমার নিকট সমস্তই বলিয়াছি ॥৫॥

কল্যাণপাদরাজা অভিশপ্ত হইয়া ক্রোধবশতঃ আবৃণ্ণিত নয়নে ভাৰ্য্যার সহিত
 রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ॥৬॥

নানাবিধ পশু ও প্রাণিগণে পরিপূর্ণ নির্জন বনে বাইয়া তিনি ভাৰ্য্যার সহিত
 বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৭॥

শাপগ্রস্ত সেই রাজা কোন সময়ে নানাবিধ বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে সমাচ্ছন্ন এবং
 হিংস্রজন্তুর ভয়ঙ্কর গর্জনে মুখরিত সেই বনমধ্যে বিচরণ করিতে থাকিয়া, ক্ষুধায়

ব্রাহ্মণীং ব্রাহ্মণৈশ্চৈব মৈথুনায়োপসঙ্গতো ।
 তৌ তং বীক্ষ্য হ্রবিত্তস্তাবকৃতার্থো প্রধাবিতৌ ॥১০॥ (বিশেষকম্)
 তয়োৰ্বিদ্রবতোৰ্বিপ্রং জগ্ৰাহ নৃপতিৰ্বলাং ।
 দৃষ্ট্বা গৃহীতং ভৰ্ত্তারমথ ব্রাহ্মণ্যভাষত ॥১১॥
 শৃণু রাজন্ ! মম বচো যন্তাং বক্ষ্যামি সূত্রত ! ।
 আদিত্যবংশপ্রভবন্তুং হি লোকে পরিশ্রুতঃ ॥১২॥
 অপ্রমত্তঃ স্থিতো ধৰ্ম্মে গুরুশুশ্রবণে রতঃ ।
 শাপোপহত ! দুর্দ্ধৰ্ষ ! ন পাপং কৰ্ত্তুমহিসি ॥১৩॥
 ঋতুকালে তু সম্প্রাপ্তে ভৰ্ত্তব্যসনকর্ষিতা ।
 অকৃতার্থা হুহং ভৰ্ত্তা প্রসবার্থং সমাগতা ।
 প্রসাদ নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! ভৰ্ত্তাহয়ং মে বিস্বজ্যাতাম্ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

নানেতি । ঘোরাঃ সন্নাদা হিংস্রজন্তুনাং এবা যত্র তং । যুগয়ন্ অধিগম্য । অকৃতার্থো
 রাজো দর্শনাদেব অসম্পাদিতরমণৌ, প্রধাবিতৌ দ্রুতং পলায়িতুমারম্ভরন্তৌ ॥৮—১০॥
 তয়োৰ্বিতি । বিদ্রবতোদ্রুতং পলায়মানয়োস্তয়োৰ্বশো ॥১১॥
 শৃণুতি । আদিত্যবংশপ্রভবঃ সূর্য্যবংশোৎপন্নঃ ॥১২॥
 অপ্রমত্ত ইতি । অপ্রমত্তঃ সাবধানঃ ॥১৩॥
 ঋতি । ভৰ্ত্তব্যাসনে কোপজদোষেণ মানেনেতার্থঃ, কষিতা ক্রিষ্টা । প্রসবার্থং পুত্রাপন্ম ।
 বিস্বজ্যাতাং পরিত্যজ্যাতাম্ । নটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৪॥

কাতর হইয়া, খাড়া অবস্থেণ করতঃ, কোন নির্জন স্থানে মৈথুনের জন্ত উপস্থিত এক
 ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীকে দেখিতে পাইলেন । সে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রাজাকে দেখিয়াই
 অত্যন্ত ভীত হইয়া অর্পূর্ণ মনোরথে দ্রুত পলায়ন করিতে লাগিলেন ॥৮—১০॥

তাহারা পলায়ন করিতে লাগিলে, রাজা বলপূর্বক ব্রাহ্মণকে ধরিয়া ফেলিলেন
 এক ব্রাহ্মণ ধৃত হইয়াছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন— ॥১১॥

“রাজা ! আমি আপনাকে যে কথা বলিব, তাহা শ্রবণ করুন । আপনি
 সূর্য্যবংশোৎপন্ন বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ ॥১২॥

এক অবহিত হইয়া ধৰ্ম্মে অবস্থান করিতেছেন ও গুরুশুশ্রূষায় রত আছেন ;
 অতএব হে শাপগ্রস্ত মহাবীর ! আপনি পাপ করিবেন না ॥১৩॥

আমার ঋতুকাল উপস্থিত, অথচ গৃহে ভৰ্ত্তার দোষে চুঃখভোগ করিয়াছি ; তাই
 তথায় অকৃতার্থ হইয়া পুত্রোৎপাদনের জন্ত তাহারই সহিত এইখানে আসিয়াছি ।

এবং বিক্রোশমানায়াস্তস্তাস্থ স নৃশংসবৎ ।
 ভর্তারং ভক্ষয়ামাস ব্যাত্তো মৃগমিবেপ্লিতম্ ॥১৫॥
 তস্তাঃ ক্রোধাভিভূতায়্য যান্ত্রশ্রণ্যপতন্ ভূবি ।
 সোহয়িঃ সম্ভবদৌপ্তস্তঞ্চ দেশং ব্যদৌপয়ৎ ॥১৬॥
 ততঃ সা শোকসন্তপ্তা ভৰ্ভব্যসনকৰ্ষিতা ।
 কল্যাণপাদং রাজমিমশপদব্রাহ্মণী রুমা ॥১৭॥
 যস্মাশ্মমাকৃতার্থায়াস্ত্বয়া ক্ষুদ্র ! নৃশংসবৎ ।
 প্রেক্ষন্ত্যা ভক্ষিতো মেহগ্ প্রিয়ো ভৰ্ত্তা মহাযশাঃ ॥১৮॥
 তস্মাত্তমপি ছবুন্ধে ! মচ্ছাপপরিবিক্ষতঃ ।
 পত্নীমুতাবনুপ্রাপ্য সত্ত্বন্ত্যক্যসি জীবিতম্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)
 যস্য চৰ্বেবশিষ্ঠস্য ত্বয়া পুত্রো বিনাশিতাঃ ।
 তেন সঙ্গম্য তে ভার্য্যা তনয়ং জনয়িষ্যতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । বিক্রোশমানায়া বিলপন্ত্যাঃ, তস্তা ব্রাহ্মণ্যাঃ ॥১৫॥
 তস্তা ইতি । অগ্নিঃ অগ্নিরিব । ব্যদৌপয়ৎ প্রাজলয়দিব, তদ্বদনিষ্টসাধনাৎ ॥১৬॥
 তত ইতি । ভৰ্ভব্যাসনেন বিপদা মরণেনেত্যর্থঃ, কৰ্ষিতা ক্লিষ্টা ॥১৭॥
 যস্মাদিতি । অকৃতার্থায়া ইদানীমপি পুত্রানুৎপত্তেরিতি ভাবঃ । সম শাপেন পরিবিক্ষতো
 নষ্টবৃদ্ধিঃ । ঋতৌ ঋতুকালে, অমুপ্রাপ্য মৈথুনাৎ লব্ধ্বা ॥১৮—১৯॥

অতএব হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমার ভৰ্ত্তাকে ছাড়িয়া দিন” ॥১৪॥
 ব্রাহ্মণী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলেও ব্যাত্ত যেমন হরিণ ভক্ষণ করে,
 তেমনই রাজা নৃশংসের স্থায় তাঁহার ভৰ্ত্তাকে ভক্ষণ করিলেন ॥১৫॥
 তখন ব্রাহ্মণী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার যে সকল অশ্রুবিন্দু পতিত হইল,
 তাহা অগ্নির স্থায় হইয়া সে দেশটাকেই যেন জ্বালাইয়া দিতে লাগিল ॥১৬॥
 তাহার পর, ভৰ্ত্তার মৃত্যুতে দুঃখিতা ও শোকাভূরা সেই ব্রাহ্মণী ক্রোধবশতঃ
 কল্যাণপাদরাজাকে অভিসম্পাত করিলেন— ॥১৭॥
 “হে ক্ষুদ্রহৃদয় ছবুন্ধি রাজা ! অত্থাপি আমার পুত্র হয় নাই, এই অবস্থায়
 আমার সমক্ষেই নৃশংসের স্থায় তুমি যখন আমার প্রিয়তম ভৰ্ত্তাকে ভক্ষণ করিলে,
 তখন তুমিও আমার শাপে নষ্টজ্ঞান হইয়া, ঋতুকালে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া,
 তখনই জীবন ত্যাগ করিবে ॥১৮—১৯॥

স তে বংশকরঃ পুত্রো ভবিষ্যতি নৃপাধম ! ।
 এবং শপ্ত। তু রাজানং সা তমাক্সিরসী শুভা ॥২১॥
 তস্মৈব সন্নিধৌ দীপ্তং প্রবিবেশ ছত্ৰাশনম্ ।
 বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগঃ সৰ্ব্বমেতদবৈক্যত ॥২২॥ (যুগ্মকম্)
 জ্ঞানযোগেন মহতা তপসা স পরমুপ ! ।
 মুক্তশাপশ্চ রাজষিঃ কালেন মহতা ততঃ ॥২৩॥
 ঋতুকালেহভিপতিতো মদয়ন্ত্যা নিবারিতঃ ।
 নহি সন্মার স নৃপস্তং শাপং কামমোহিতঃ ॥২৪॥
 দেব্যাঃ সোহথ বচঃ শ্রুত্বা সম্ভ্রান্তো নৃপসন্তমঃ ।
 তং শাপমমুসংস্মৃত্য পর্য্যতপ্যদভ্ৰুশং তদা ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

যন্তেতি । তেন বশিষ্ঠেন সহ ॥২০॥
 স ইতি । আক্সিরসী অক্সিরোগোদ্রোণপন্ন। দীপ্তং প্রজ্বলিতম্ । অবৈক্যত ধ্যানমহিমা
 অবগতবান্ ॥২১—২২॥
 জ্ঞানেনতি । শাপেন শক্বে রভিসম্পাতেন মুক্তঃ চকারাধশিষ্ঠাভুগ্রহেণ চ ॥২৩॥
 ঋত্বিতি । অভিপতিতো রক্তমুক্ততঃ । মদয়ন্ত্যা তদাখ্যাতা ভাৰ্গৱা ॥২৪॥
 দেব্যা ইতি । দেব্যা মহিষ্ঠাঃ । সম্ভ্রান্তশ্চকিতঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাজ্ঞেতি ॥১॥ অগম্যা স্মৃতাভ্যুদয়ঃ ॥২—৩॥ অকৃতার্থো অকৃতপুত্রত্বাৎ ॥১০—১৩॥
 মদয়ন্ত্যা মহিষ্ঠা ॥২৪—২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ৱণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৫॥

তা'র পর, যে বশিষ্ঠমুনির পুত্রগণকে তুমি বিনাশ করিয়াছ, সেই বশিষ্ঠের সহিত
 সঙ্গম করিয়াই তোমার স্ত্রী পুত্র জন্মাইবে ॥২০॥

এবং সেই পুত্রই তোমার বংশকর হইবে।” অক্সিরার গোত্রসম্প্রদায় সেই
 ব্রাহ্মণী রাজাকে এই অভিসম্পাত করিয়া তাঁহার সমক্ষেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে
 প্রবেশ করিলেন । মহাত্মা বশিষ্ঠ এসমস্ত বিষয়ই ধ্যানে জানিতে পারিয়া-
 ছিলেন ॥২১—২২॥

তাঁহার বহুকাল পরে জ্ঞান, যোগ, গুরুতর তপস্বী এবং বশিষ্ঠের অনুরোধে
 রাজষি কল্যাণশাপ সেই ঋত্বিকের শাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন ॥২৩॥

তাঁহার পর, মহিষীর ঋতুসময়ে রাজা তাঁহার সহিত রমণ করিতে উদ্ভূত হন,
 তখন মহিষী রাবণ করেন, তথাপি কামমোহিত রাজা সে শাপ শ্রবণ করিলেন
 না ॥২৪॥

এতস্মাৎ কারণাদ্রাজা বশিষ্ঠঃ সম্মাযোজয়ৎ ।

স্বদারেষু নরশ্রেষ্ঠ ! শাপদোষসম্মিতঃ ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথে
বশিষ্ঠঃ সমাপ্তং নাম পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

অৰ্জুন উবাচ ।

অস্মাকমমুরূপো বৈ যঃ স্মাদৃগঙ্কৰ্ব ! বেদবিৎ ।

পুরোহিতস্তম্ভাচক্ষু সৰ্ব্বং হি বিদিতং তব ॥১॥

গঙ্কৰ্ব উবাচ ।

যবীয়ান্ দেবলশ্ৰেষ্ঠ বনে ভ্রাতা তপস্মতি ।

ধোম্য উৎকোচকে তীৰ্থে তং বৃণুধ্বং যদীচ্ছথ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতস্মাদিতি । শাপদোষসম্মিতো ব্রাহ্মণীশাপগ্রস্ত এব ॥২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি চৈত্ররথে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

অস্মাকমিতি । অমুরূপঃ শুচিষ্মাদিনা যোগ্যঃ । আচক্ষু ক্রহি ॥১॥

যবীয়ানিতি । যবীয়ান্ কনিষ্ঠঃ । উৎকোচকে তদাথে ॥২॥

তদনন্তর মহিষীর কথা শুনিয়া রাজা চকিত হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণীর শাপ
স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিলেন ॥২৫॥

অৰ্জুন ! এই কারণেই সেই ব্রাহ্মণীর শাপগ্রস্ত রাজা আপন ভাৰ্য্যার সহিত
সঙ্গত হইবার ক্ষমতা বশিষ্ঠকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন” ॥২৬॥

—:~:—

অৰ্জুন বলিলেন—“গঙ্কৰ্বরাজ ! যিনি আমাদের উপযুক্ত পুরোহিত হইতে
পারেন, তাঁহার বিষয় তুমি বল । কেন না, তোমারও সমস্তই জানা আছে ॥১॥”

গঙ্কৰ্ব কহিল—“অৰ্জুন ! দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধোম্য উৎকোচকতীৰ্থে
তপোবনে থাকিয়া তপস্বী করিতেছেন ; যদি তোমরা ইচ্ছা কর, তবে তাঁহাকেই
যাইয়া পৌরোহিত্যে বরণ কর” ॥২॥

* ‘...অশীত্যধিক...’, ‘...দ্বাশীত্যধিক...’, ‘...ত্রাশীত্যধিক...’, ‘অষ্টনবত্যধিক...’ ইতি
পাঠান্তরাণি ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহৰ্জুনোহস্ত্রমায়েয়ং প্রদদৌ তদ্যথাবিধি ।
 গন্ধৰ্ব্যায় তদা শ্রীতো বচনক্ষেদমব্রবীৎ ॥৩॥
 ত্বয্যেব তাবন্তিষ্ঠন্তু ইয়া গন্ধৰ্বসন্তম ! ।
 কার্যকালে গ্রহীণ্যামঃ স্বস্তি তেহস্ত্রিতি চাত্রবীৎ ॥৪॥
 তেহন্যোন্মভিসম্পূজ্য গন্ধৰ্বঃ পাণ্ডবাশ্চ হ ।
 রম্যাস্তাংগীরণীতীরাদ্যথাকামঃ প্রতিস্থিরে ॥৫॥
 তত উৎকোচকং তীর্থং গতা ধোম্যাশ্রমন্তু তে ।
 তং বক্রঃ পাণ্ডবা ধোম্যং পৌরোহিত্যয় ভারত ! ॥৬॥
 তান্ ধোম্যঃ প্রতিজ্জগ্রাহ সৰ্ববেদবিদাং বরঃ ।
 বনেন ফলমূলেন পৌরোহিত্যেন চৈব হ ॥৭॥
 তে সমাশংসিরে লক্কাং শ্রিয়ং রাজ্যঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
 ব্রাহ্মণং তং পুরস্কৃত্য পাক্কাণীঞ্চ স্বয়ংবরে ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তং গন্ধৰ্বজয়হেতুভূতম্ ॥৩॥

ত্বয়ীতি । ইয়াঃ ত্বয়া মহং দাতুমিষ্টা অবাঃ । স্বস্তি মঙ্গলম্ ॥৪॥

ত ইতি । অভিসম্পূজ্য নমস্কারাদিনা সম্মান্য ॥৫॥

তত ইতি । তীর্থং তত্রতাং ধোম্যাশ্রমঞ্চ গন্তেত্যর্থঃ ॥৬॥

তানিতি । বনেন ফলমূলেনাতিথিতয়া প্রতিজ্জগ্রাহ আদত্রে ; পৌরোহিত্যেন তদঙ্গীকারেণ চ
 প্রতিজ্জগ্রাহ স্বীচকার আত্মস্বীচকারেত্যর্থঃ ॥৭॥

ত ইতি । রাজ্যঞ্চ লক্কাং, পাক্কাণীঞ্চ লক্কাং, সমাশংসিরে আশাবিশয়ীচকুঃ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অৰ্জুন গন্ধৰ্বকে যথাবিধানে সেই আগ্নেয়
 অস্ত্র দান করিলেন এবং সন্তুষ্টচিন্তে এই কথা कहিলেন—॥৩॥

“গন্ধৰ্বরাজ ! সেই ষোড়ালি তোমার কাছেই থাক্, আমরা যথাসময়ে
 সেগুলি লইব । তোমার মঙ্গল হউক” একথাও বলিলেন ॥৪॥

তাহার পর, গন্ধৰ্ব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সম্মান দেখাইয়া সেই মনোহর
 গঙ্গাতীর হইতে ইচ্ছামুসারে প্রস্থান করিলেন ॥৫॥

তদনন্তর পাণ্ডবেরা উৎকোচকতীর্থে ধোম্যের আশ্রমে যাইয়া সেই ধোম্যকেই
 পৌরোহিত্যে বরণ করিলেন ॥৬॥

সর্ববেদজ্ঞজ্যেষ্ঠ ধোম্যও বন্য ফল-মূল দ্বারা তাঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ
 করিলেন এক পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিলেন ॥৭॥

পুরোহিতেন তেনাথ গুরুণা সঙ্গতাস্তদা ।

नाथवस्तुमिवास्थानं मेनिरे भवतर्षभाः ॥२॥

स हि वेदार्थतत्त्वज्ञानेष्ट्याः गुरुकृदाग्रधीः ।

तेन धर्मविदा पार्था याज्ञ्या धर्मविदः कृताः ॥१०॥

বৌরাংস্থ স হি তান্ মেনে প্রাপ্তব্রাহ্ম্যান্ স্বধৰ্ম্মতঃ ।

बुद्धि-वैर्या-बलोऽसाहैयुक्तान् देवानिव विजः ॥११॥

कृतश्चस्ययनास्तुन ततस्ते मनुजाधिपाः ।

মেনিরে সহিতা গন্তুং পাঞ্চাল্যাস্তুং স্বয়ংবরম্ ॥১২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি চৈত্ররথে
ধৌম্যপুরোহিতকরণং নাম ষট্শপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকোমুদী

পুরোहितেনেति । सङ्गताः सम्मिलिताः । नाथबन्धम् अतिभावकबन्धम् ॥२॥

স ইতি । গুরু: অভূৎ । পরঞ্চ তেন গুরুণা ধোমোন ॥১০॥

वीरानिति । वीर्यं दैहिकं सामर्थ्यम्, बलक मानसं सामर्थ्यम् ॥११॥

কৃতেন্তি । কৃতং বন্তায়নং মঙ্গলসাধকং দেবপূজাদি যৈন্তে । যেনিরে ঈষুঃ ॥১২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাণীশশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভরতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি চৈত্রধে বটসপ্তত্মিকশততমোহধ্যায়ঃ ১০৯

ভারতভাবদীপঃ

অশ্বাকমিতি ॥১-৬॥ প্রতিজ্ঞগ্রাহ অঙ্গীচকার ॥৭॥ পাৰ্শ্বলীক লক্ষ্যমাশংসিবে ॥৮-১২॥

ইতি ক্রীমছান্ডায়তে আদিপর্বণি নৈলকঙ্কিয়ে ভারতভাবদীপে ষট্শপ্তত্যাধিকশততমোধ্যায়ঃ ॥১৭৬॥

পাণ্ডবগণ সেই ব্রাহ্মণকে পুরোহিত পাইয়া রাজ্য, রাজলক্ষ্মী এবং স্বয়ংবরে দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন বলিয়া আশা করিতে লাগিলেন ॥৩॥

এবং তাঁহারা তখন উপদেষ্টা ধোয়া পুরোহিতের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগকে অভিভাবকশালী বলিয়া মনে করিতে থাকিলেন ॥২॥

বেদজ্ঞ এবং উদারবুদ্ধি শোমা পাণ্ডবদের পুরোহিত হইয়া তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ ধর্মজ্ঞ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥১০॥

আর, দেবতার গ্ৰায় দৈহিক বল, মানসিক বল ও উৎসাহশালী মহাবীর পাণ্ডবগণ
ধর্ম অমুসারেই রাজ্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া ধোঁয়া মনে করিতে
থাকিলেন ॥১১॥

তাঁহার পর, পাণ্ডবগণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া ধোম্য পুরোহিতের সহিতই ত্রৌপদীর
স্বয়ংবরে বাইবার ইচ্ছা করিলেন ॥১২॥

• 'একাদশীতামিক...', '...দ্বাদশীতামিক...', '...চতুর্দশীতামিক...', '...একোদ-
 শিততম...' ইতি পাঠ্যভাষা।

সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে নরশার্দূলা ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
 প্রযযুর্দ্রৌপদীং দ্রষ্টুং তঞ্চ দেশং মহোৎসবম্ ॥১॥
 তে প্রয়াতা নরব্যাত্রা সহ মাত্রা পরস্তুপাঃ ।
 ব্রাহ্মণান্ দদৃশুর্মার্গে গচ্ছতঃ সঙ্গতান্ বহুন্ ॥২॥
 ত উচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্ ! পাণ্ডবান্ ব্রহ্মচারিণঃ ।
 ক ভবন্তো গমিষ্যন্তি কুতো বাভ্যাগতা ইহ ॥৩॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

আগতানেকচক্রায়াঃ সোদর্য্যানেকচারিণঃ ।
 ভবন্তো বৈ বিজ্ঞানন্তু সহ মাত্রা দ্বিজর্ষভাঃ ! ॥৪॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

গচ্ছতাগৌব পাঞ্চালান্ দ্রুপদস্ত নিবেশনে ।
 স্বয়ংবরো মহাংস্তত্র ভবিতা স্তমহাধনঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । মহান্ উৎসবো যত্র তম্, তং দ্রৌপদীসম্বন্ধিনং দেশঞ্চ দ্রষ্টুন্ ॥১॥
 ত ইতি । প্রয়াতাঃ প্রয়াস্ত ইত্যর্থঃ । সঙ্গতান্ সম্মিলিতান্ ॥২॥
 ত ইতি । ব্রহ্মচারিণো ব্রহ্মচারিবেশধরান্ ॥৩॥
 আগতানিতি । সোদর্য্যান্ ভ্রাতৃনিত্যর্থঃ । একং সহিতং চরন্তীতি তান্ ॥৪॥
 গচ্ছতেতি । স্তমহাধি রাশীভূতানি ধনানি ব্যয়োগুণানি যত্র সং ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে এক মহোৎসবসম্পন্ন সেই দেশটিকে দেখিবার জন্য প্রস্থান করিলেন ॥১॥

মহাশ্রেষ্ঠ মহাবীর পাণ্ডবগণ কুন্তীর সহিত যাইতে থাকিরা; পথে সম্মিলিত অবস্থায় বহু ব্রাহ্মণকে বাইতে দেখিলেন ॥২॥

মহারাজ । তখন সেই ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচারিবেশধারী পাণ্ডবগণকে বলিলেন—
 “আপনারা কোথায় আইবেন ? কোথা হইতেই বা আসিলেন ?” ॥৩॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ । আপনারা ইহাই জানুন যে, আমরা পাঁচ ভাই মাত্র সহিত এক সঙ্গে একচক্রানগরী হইতে আসিয়াছি” ॥৪॥

একসার্থং প্রয়াতাঃ স্য বয়ং তত্রৈব গামিনঃ ।
 তত্র হৃদুতসন্ধাশো ভবিতা স্মহোৎসবঃ ॥৬॥
 যজ্ঞসেনস্ত দুহিতা দ্রুপদস্ত মহাত্মনঃ ।
 বেদীমধ্যাৎ সমুৎপন্ন পদ্মপত্রনিভেক্ষণা ॥৭॥
 দর্শনীয়াহনবগ্ভাক্ষী স্কুমারী মনস্বিনী ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত ভগিনী দ্রোণশত্রোঃ প্রতাপিনঃ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)
 যো জাতঃ কবচী ধৃগী সশরঃ সশরাসনঃ ।
 স্তসমিদ্ধে মহাবাহুঃ পাবকে পাবকোপমঃ ॥৯॥
 স্বসা তস্তানবগ্ভাক্ষী দ্রৌপদী তনুমধ্যমা ।
 নীলোৎপলসমো গন্ধো যস্তাঃ ক্রোশাৎ প্রবাতি বৈ ॥১০॥
 যজ্ঞসেনস্ত চ সূতাং স্বয়ংবরকৃতক্ষণাম্ ।
 গচ্ছামো বৈ বয়ং দ্রুতং তঞ্চ দিব্যং মহোৎসবম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । একে একত্র মিলিতাঃ সার্থাঃ সমানপ্রয়োজনা যস্মিন্ কর্মণি তদ্যথা তথা ॥৬॥

যজ্ঞেতি । বেদীমধ্যাৎ যজ্ঞীয়বেদীতঃ । অনবগ্ভাক্ষী অনিন্দ্যসর্কবয়বা ॥৭—৮॥

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিশিনষ্টি—য ইতি । স্তসমিদ্ধে প্রজ্জলিতে । পাবকে বর্হো ॥৯॥

স্বসেতি । স্বসা একায়িতো জাতস্বাস্তগিনী । তনুমধ্যমা কৃশকটীদেশা ॥১০॥

যজ্ঞেতি । স্বয়মাত্মনৈব বরে বরনিষ্ঠারণে কৃতঃ ক্ষণ ঔৎসুক্যং যয়া তাম্ ॥১১॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—“আপনারা অজ্ঞাই পাঞ্চালদেশে গমন করুন ; সেখানে দ্রুপদরাজার বাড়ীতে বহুব্যায়ে বিশাল একটা স্বয়ংবরসভা হইবে ॥৫॥

আমরাও এক সঙ্গে মিলিয়া সেইখানেই যাইতেছি । কেন না, সেখানে একটা অদ্ভুত মহোৎসব হইবে ॥৬॥

মহাত্মা দ্রুপদরাজার কন্যা পদ্মনয়না দ্রৌপদী যজ্ঞবেদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ; তাঁহার কোন অঙ্গই নিন্দনীয় নহে, অতিসুদৃশ্য এবং সুকোমল ; আর তিনি প্রশস্তদ্বন্দ্বা এবং দ্রোণশত্রু প্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী ॥৭—৮॥

যে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন কবচ, তরবারি, ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্জলিত যজ্ঞাগ্নি হইতে অগ্নির তুল্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন—॥৯॥

অনিন্দ্যসুন্দরী ক্ষীণমধ্যা দ্রৌপদী সেই ধৃষ্টদ্যুম্নেরই ভগিনী, তাঁহার নীলোৎপলতুল্য শরীরের গন্ধ একক্রোশ দূর হইতে বহিত হইয়া থাকে ॥১০॥

সেই দ্রুপদকন্যা নিজেই বর নির্বাচনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন ; তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক সেই মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আমরা যাইতেছি ॥১১॥

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ।

স্বাধ্যায়বস্তুঃ শুচয়ো মহাত্মানো যতব্রতাঃ ॥১২॥

তরুণা দর্শনীয়শ্চ নানাদেশসমাগতাঃ ।

মহারথাঃ কৃতাদ্রাশ্চ সমুপৈয়াস্তি ভূমিপাঃ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

তে তত্র বিবিধান দায়ান্ বিজয়াথং নরেশ্বরাঃ ।

প্রদাস্তান্তি ধনং গাশ্চ ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ সর্ববশঃ ॥১৪॥

প্রতিগৃহ্য চ তং সর্বং দৃষ্ট্বা চৈব স্বয়ংবরম্ ।

অনুভূয়োৎসবকৈব গমিষ্যামো যথেষ্পিতম্ ॥১৫॥

নট্য বৈতালিকাস্তত্র নর্তকাঃ সূতমাগধাঃ ।

নিযোধকাশ্চ দেশেভ্যঃ সমেয়াস্তি মহাবলাঃ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

রাজান ইতি । যজ্ঞানো বিধিনেষ্টবস্তুঃ । স্বাধ্যায়বস্তো বেদপাঠিনঃ, শুচয়ঃ পবিত্রাঃ, যতব্রতা
নিয়তব্রতচারিণঃ । কৃতাদ্রাঃ শিক্ষিতাদ্রাঃ ॥১২—১৩॥

ত ইতি । দীয়াস্ত ইতি দায়্যাদীনি অব্যাপি তান্ । ভক্ষ্যং পেষম্ ॥১৪॥

প্রতীতি । স্বয়ংবরং স্বয়ংবরণব্যাপারম্ । যথেষ্পিতং যথা স্তান্তথা ॥১৫॥

নট্য ইতি । নট্য অভিনয়ব্যবসায়ঃ, বৈতালিকাঃ স্ততিপাঠকাঃ, নর্তকা নৃত্যকারকাঃ, সূতাঃ
পুরাণপাঠকাঃ, মাগধা বংশপরিচায়কাঃ, নিযোধকা বাহুযোদ্ধারশ্চ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি ॥১—১৩॥ দায়ান্ দেয়ানি, তান্বেহ—ধনমিত্যাदि ॥১৪—১৫॥ নট্য
বেশভেদকারিণঃ । বৈতালিকা মঙ্গলপাঠকারিণঃ । নর্তকাঃ প্রসিদ্ধাঃ । সূতাঃ পৌরা-

যাঁহারা প্রচুর দক্ষিণা দিয়া যথাবিধানে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন, বেদপাঠ
করিয়াছেন, যথানিয়মে ব্রত করিয়াছেন এবং সমস্ত অন্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, সেই
সকল পবিত্র, মহাত্মা ও মহারথ রাজারা এবং মনোহরাকৃতি যুবক রাজপুত্রেরা
নানাদেশ হইতে সেখানে আগমন করিবেন ॥১২—১৩॥

তাঁহারা জয়লাভ করিবার জন্ত সেখানে নানাবিধ জব্য, ধন, গরু এবং সর্ব-
প্রকার খাদ্য ও পেষ দান করিবেন ॥১৪॥

আমরা সেই সকল গ্রহণ করিয়া, স্বয়ংবর দেখিয়া এবং মহোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া
ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাইব ॥১৫॥

স্ততিপাঠক, পুরাণপাঠক, বংশপরিচায়ক, নট, নর্তক এবং মহাবলশালী
বাহুযোদ্ধারা নানাদেশ হইতে সেখানে আসিবে ॥১৬॥

এবং কৌতূহলং কৃৎস্না দৃষ্ট্ৱ। চ প্রতিগৃহ্ চ ।
 সহস্রাভির্মহাস্থানঃ পুনঃ প্রতিনিবৎ স্তথ ॥১৭॥
 দর্শনীয়াংশ্চ বঃ সর্বান্ দেবরূপানবস্থিতান্ ।
 সমীক্ষ্য কৃষ্ণা বরয়েৎ সঙ্গতৈকতমং বরম্ ॥১৮॥
 অয়ং ভ্রাতা তব শ্রীমান্ দর্শনীয়ো মহাভূজঃ ।
 নিযুক্ত্যমানো বিজয়েৎ সঙ্গত্যা দ্রুবিণং বহু ॥১৯॥
 যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পরমং ভো গমিষ্যামো দ্রুতুর্কৈব মহোৎসবম্ ।
 ভবন্তিঃ সহিতাঃ সর্বে কন্যায়াস্তং স্বয়ংবরম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে
 পাণ্ডবগমনং নাম সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । কৃৎস্না পূরয়িত্বা । প্রতিনিবৎ স্তথ প্রতিনিবৃত্তা ভবিষ্য ॥১৭॥
 দর্শনীয়ানিতি । দর্শনীয়ান্ হৃদয়ান্ । কৃষ্ণা দ্রৌপদী । সঙ্গত্যা ভাগ্যযোগেন ॥১৮॥
 অয়মিতি । নিযুক্ত্যমানস্তরোতি শেষঃ । সঙ্গত্যা ভাগ্যযোগেন । দ্রুবিণং ধনম্ ॥১৯॥
 পরমমিতি । ভো ব্রাহ্মণাঃ ! । মহাভূৎসবো যত্র তম্ ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিকাসিনীকান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
 ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শিকাঃ । মাগধা বংশস্থচক। । নিযোধকাঃ মন্তাঃ ॥১৬—১৭॥ সঙ্গত্যা দৈবযোগেন ॥১৮—১৯॥
 পরমং যথেষ্টম্ ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তসপ্তত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৭॥

আপনারা এই সকল দেখিয়া, কৌতুক পূর্ণ করিয়া এবং নানাবিধ বস্তু গ্রহণ
 করিয়া, আবার আমাদের সঙ্গেই ফিরিয়া আসিবেন ॥১৭॥

তার পর, দেবতাদের দ্বারা সুন্দর যুষ্টি আপনাদের সকলকে দেখিয়া হয়ত
 দ্রৌপদী একজনকে বররূপে বরণও করিতে পারেন ॥১৮॥

আর, সুন্দর যুষ্টি ও মহাবাহু আপনার এই ভাইটি আপনার আদেশে হয়ত
 বহুতর ধন জয় করিয়াও আনিতে পারেন” ॥১৯॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহাশয়গণ ! আমরা সকলেই আপনাদের সঙ্গে মহোৎসব-
 সঙ্গম সেই দ্রৌপদীর স্বয়ংবর দেখিতে যাইব” ॥২০॥

(২০) পরমং ভোগমিচ্ছামো দ্রুতুর্কৈব... । * ‘...দ্যবীত্যধিক...’, ‘...চতুর্দশীত্যধিক...’,
 ‘...পঞ্চদশীত্যধিক...’, ‘...ষোল্লক্ষীত্যধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টমপ্ৰত্যয়িকশততমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তাঃ প্রয়াতাস্তে পাণ্ডবা জনমেজয় ! ।
রাজ্ঞা দক্ষিণপাঞ্চালান্ দ্রুপদেনাভিরক্ষিতান্ ॥১॥
ততস্তে তু মহাত্মানং শুদ্ধাত্মানমকল্মষম্ ।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা বীরা মুনিং বৈশম্পায়নং তদা ॥২॥
তস্মৈ যথাবৎ সংকারং কৃত্বা তেন চ সংকৃতাঃ ।
কথাস্তে চাত্মনুজ্ঞাতাঃ প্রযযুর্দ্রুপদক্ষয়ম্ ॥৩॥
পশ্যন্তো রমণীয়ানি বনানি চ সরাংসি চ ।
তত্র তত্র বসন্তশ্চ শনৈর্জগ্মুর্মহারথাঃ ॥৪॥
স্বাধ্যায়বন্তুঃ শুচয়ো মধুরাঃ প্রিয়বাদিনঃ ।
আনুপূর্ব্যেণ সম্প্রাপ্তাঃ পাঞ্চালান্ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ব্রাহ্মণৈরেবমুক্তাঃ । প্রয়াতাঃ প্রস্থিতাঃ ॥১॥
তত ইতি । শুদ্ধাত্মানং পবিত্রচিন্তম্, অকল্মষং তপসা নিধৃতপাপম্ ॥২॥
তদ্বা ইতি । সংকারং নমস্কারম্ । সংকৃতা আদৃতাঃ । দ্রুপদস্ত কয়ং ভবনম্ ॥৩॥
পশ্যন্ত ইতি । তত্র তত্র বনেষু সরেষু চ । মহারথাঃ পাণ্ডবাঃ ॥৪॥
স্বেতি । স্বাধ্যায়বন্তুঃ কৃতবেদপাঠাঃ । মধুরা মনোহরাকৃতয়ঃ । আনুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, পাণ্ডবগণ
দ্রুপদরক্ষিত দক্ষিণ পাঞ্চালদেশের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥১॥

তাহার পর, তাঁহারা পবিত্র চিন্ত ও নিষ্পাপ মহাত্মা বেদব্যাসকে দেখিতে
পাইলেন ॥২॥

তখন পাণ্ডবেরা বেদব্যাসকে নমস্কার করিলে, তিনিও তাঁহাদের আদর করিলেন ।
তৎপরে ছই চারিটা কথার পর বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে পাণ্ডবেরা দ্রুপদনগরের
দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৩॥

তাঁহারা পথে মনোহর বন ও সরোবর দেখিতে থাকিয়া এবং সেই সেই স্থানে
কিছুকাল কিছুকাল অবস্থান করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

বেদপাঠী, পবিত্র চিন্ত, মনোহরাকৃতি এবং প্রিয়বাদী পাণ্ডবগণ ক্রমে পাঞ্চালদেশে
যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥৫॥

তে তু দৃষ্টা পুরং তচ্চ স্বদ্ধাবারঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
 কুন্তকারস্ত শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা ॥৬॥
 তত্র ভৈরব্যং সমাজহু ব্রাহ্মণীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ ।
 তান্ সম্প্রাপ্তাংস্তথা বীরান্ জিজ্ঞিরে ন নরাঃ কচিৎ ॥৭॥
 যজ্ঞসেনস্ত কামস্ত পাণ্ডবায় কিরীটিনে ।
 কৃষ্ণাং দগ্ধামিতি সদা ন চৈতদ্বিব্রণোতি সঃ ॥৮॥
 সোহপ্নেবমাণঃ কৌন্তেয়ং পাঞ্চাল্যো জনমেজয় ! ।
 দৃঢ়ং ধনুৰনানম্যং কারয়ামাস ভারত ! ॥৯॥
 যজ্ঞং বৈহায়সঞ্চাপি কারয়ামাস কৃত্রিমম্ ।
 তেন যজ্ঞেণ সমিতং রাজা লক্ষ্যং চকার সঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । স্বদ্ধং সৈন্যবাহম্ আব্রণোতীতি স্বদ্ধাবারঃ সেনানিবাসস্তম্ ॥৬॥
 তত্রোতি । ব্রাহ্মণীং বৃত্তিমাশ্রিতাঃ, আপদি সর্কেষামেব বৃত্তান্তরবিধানাং ॥৭॥
 যজ্ঞোতি । কিরীটিনে অর্জুনায় । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । বিব্রণোতি লোকায় প্রকাশয়তি স্ম ॥৮॥
 স ইতি । স দ্রুপদঃ, কৌন্তেয়ং দ্রোণেনাঅপরাজয়কালে পরীক্ষিতশক্তিকমর্জুনম্ । অনানম্যম্
 অস্ত্রানাময়িতুমশক্যম্ । অর্জুনসদৃশপুরুষস্ত গৃহদাহেন দাহঃ খণ্ডসম্ভব এব । তেন চাসৌ
 কৃত্রাপি প্রচ্ছন্নস্তিষ্ঠেৎ ইমং স্বয়ংবরবৃত্তান্তং শ্রদ্ধা চাগচ্ছেৎ স এব চেদং ধনুৰানময়েৎ লক্ষ্যঞ্চ
 বিধোৎ । এবঞ্চাৰ্জুনায় কৃষ্ণাদানং সিধ্যাতীতি বিভাব্য দ্রুপদেদেদং কৃতমিতি বোধাম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—৫॥ স্বদ্ধাবারং রাজগৃহপ্রাকারম্, লোকসমূহস্থানং বা । “স্বদ্ধঃ স্তান্ন-
 পতাবসে সাম্পরায়সমূহয়োঃ” ইতি মেদিনী ॥৬॥ ন জিজ্ঞিরে ন জাতবন্তঃ ॥৭—৮॥ অনানম্যং
 নময়িতুমশক্যম্ ॥৯॥ বৈহায়সমন্তরিক্ষগতম্ । যজ্ঞঃ তীরবেগবন্তয়া ভ্রমণেন লক্ষ্যমার্গ-

ক্রমে তাঁহারা রাজধানী এবং সেনানিবাস সকল দেখিয়া কোন কুন্তকারের
 বাড়ী যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥৬॥

সেখানে তাঁহারা ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে
 লাগিলেন; সুতরাং তত্রত্য লোকেরা কখনও তাঁহাদিগকে চিনিতে
 পারিল না ॥৭॥

দ্রুপদরাজার সর্বদাই এইরূপ ইচ্ছা ছিল যে, ‘পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের হস্তে
 দ্রৌপদীকে দান করিব’; কিন্তু তিনি এ ইচ্ছা ব্যক্ত করেন নাই ॥৮॥

সেই নিমিত্তই তিনি অর্জুনকে অমুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য এমন
 একখানি ধনু নির্মাণ করাইলেন, যাহা অস্ত্রে নোয়াইতে পারিবে না ॥৯॥

দ্রুপদ উবাচ ।

ইদং সজ্যং ধনুঃ কৃৎস্না সজ্জৈরোভিষ্চ সায়কৈঃ ।

অতীত্য লক্ষ্যং যো বেদ্ধা স লক্ষ্যমস্থতামিতি ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি স দ্রুপদো রাজা স্বয়ংবরমঘোষয়ৎ ।

তচ্শ্রুত্বা পার্থিবাঃ সৰ্ব্বে সমীযুক্তত্র ভারত ! ॥১২॥

ঋষয়শ্চ মহাত্মানঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষবঃ ।

দুর্যোধনপুরোগাশ্চ সকর্ণাঃ কুরবো নৃপ ! ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

ব্রাহ্মণাশ্চ মহাভাগা দেশেভ্যঃ সমুপাগমন্ ।

ততোহর্জিতা রাজগণা দ্রুপদেন মহাত্মনা ॥১৪॥

উপোপবিষ্টা মঞ্চেষু দ্রষ্টুকামাঃ স্বয়ংবরম্ ।

ততঃ পৌরজনাঃ সৰ্ব্বে সাগরোদ্ধৃতনিম্বনাঃ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞমিতি । বিহায়সি আকাশে স্থিতমিতি বৈহায়সম্ । সমিতং সংলগ্নম্ ॥১০॥

ইদমিতি । সজ্যম্ আরোপিতগুণকম্ । অতীত্য অধঃস্থিতং যজ্ঞমতিক্রম্য ॥১১॥

ইতীতি । স্বয়ংবরং স্বয়ংবরে কণ্ঠার্থিভিঃ কর্তব্যম্ । কর্ণেন সহেতি সকর্ণাঃ ॥১২—১৩॥

ব্রাহ্মণা ইতি । অর্জিতা অন্নপানাত্যৈঃ সংকৃতাঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

সঙ্কোচকমস্তরাবদ্ধম্ । সমিতং যজ্ঞচ্ছিন্নবারোপলক্ষিতম্, লক্ষ্যমপি বৈহায়সমিত্যর্থঃ । অস্ত্র-
শিক্ষায়ামেকেনার্জুনেনৈব চললক্ষ্যপাতনং কৃতম্, অতঃ স এব চলযজ্ঞায়া লক্ষ্যং তেৎস্তুতি
নাক্ত ইতি তদবধেণায়ায় যন্তো দ্রুপদেন কৃতঃ । যন্তপি কর্ণস্তাপোত্যং স্বকরং তথাপি
হীনকূলহাৎ স সুপরিহর ইতি ভাবঃ ॥১০॥ সজ্যং ধনুঃ কৃৎস্না ইদং যজ্ঞমতীত্য লক্ষ্যং যো
বেদ্ধা বেঙ্কুং সমর্থঃ ॥১১—১৪॥ উপোপবিষ্টাঃ পাদপূরণার্থা উপেত্যাত্তাবুত্তিঃ, “প্রসমুপোদঃ

আর, তিনি আকাশে একটি কৃত্রিম যজ্ঞ নির্মাণ করাইলেন এবং তাহার উপরি-
ভাগে তৎসংলগ্নভাবে একটী লক্ষ্যও তৈয়ারি করাইলেন ॥১০॥

তাহার পর দ্রুপদ বলিলেন—“যিনি এই ধনুতে গুলারোপণ করিয়া এই বাণ
কয়টা দ্বারা যজ্ঞ অতিক্রমপূর্বক এই লক্ষ্য বেধ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার
কণ্ঠা লাভ করিবেন” ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদরাজা এইভাবে স্বয়ংবরে কণ্ঠাপ্রার্থীদের কর্তব্য
ঘোষণা করিলেন ; তাহা শুনিয়া অগ্ন্যগ্ন রাজারা, কর্ণের সহিত দুর্যোধনপ্রভৃতি
কুরুবংশীয়েরা এবং স্বয়ংবরদর্শনার্থী ঋষিরা সেখানে আসিলেন ॥১২—১৩॥

শিশুমারশিরঃ প্রাপ্য শ্রবসংস্তু চ পার্ধিবাঃ ।

প্রাপ্তস্তরেণ নগরাদুম্বিভাগে সমে শুভে ॥১৬॥

সমাজবাটঃ শুশুভে ভবনৈঃ সৰ্বতো বৃতঃ ।

প্রাকারপরিধোপেতো দ্বারতোরণমণ্ডিতঃ ॥১৭॥

বিতানেন বিচিত্রেণ সৰ্বতঃ সমলঙ্কৃতঃ ।

তুর্য্যোবশতসঙ্কীর্ণঃ পরাঙ্ক্যাগুরুধূপিতঃ ॥১৮॥

চন্দনোদকসিস্কৃচ্চ মাল্যদামোপশোভিতঃ ।

কৈলাসশিখরপ্রাথ্যৈর্ভস্মলবিলেখিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

উপেতি । উপোপবিষ্টাঃ সমীপে সমীপে স্থিতাঃ । “উপ ত্রাদধিকার্থে চ হীনার্থাসন্নয়োরপি” ইতি মেদিনী । সাগরেণেব উক্ত উত্তোলিতো নিম্ননঃ কোলাহলো যৈন্তে ॥১৫॥

শিখিতি । শিশুমারো নক্ষত্রসমূহাঙ্ককো নারায়ণস্তস্ত শিরঃপ্রানী দিক্ তাং প্রাপ্য । “শিশুমারস্ত যঃ প্রোক্তঃ স এবো যত্র তিষ্ঠতি” ইত্যাদিনা বিষ্ণুপুরাণে ত্রিভীয়াংশে দ্বাদশাধ্যায়ে “কেচিদেতজ্জ্যোতিরনীকং শিশুমারসংস্থানেন ভগবতো বাসুদেবস্ত যোগধারণায়ানুবর্ণয়ন্তি” ইত্যাদিনা ত্রীমঙ্গাগবতে পঞ্চমঙ্কে ত্রয়োবিংশতিতমাধ্যায়ে চ শিশুমারো বর্ণিতঃ । অতএবাহ—নগরাং প্রাপ্তস্তরেণ পূর্বোক্তরকোণে ॥১৬॥

সভাস্থানং বড়্ভিঃ কুলকেন বর্ণয়তি—সমাজেতি । সমাজস্ত আগন্তুকলোকসমূহস্ত বাটো বাসস্থানম্ । “বাটো মার্গে বৃত্তিস্থানে স্তাং কূটীবাঙ্কনোঃ স্ত্রিয়াম্” ইতি মেদিনী । পরাঙ্ক্য-কংকটৈরগুরুভিধূপিতঃ সস্তাপ্য সুরভীকৃতঃ । কৈলাসস্ত গিরেঃ শিখরপ্রাথ্যৈঃ শৃঙ্গতুল্যৈঃ

ভারতভাবদীপঃ

পাদপূর্ণে’ ইতি ॥১৫॥ শিশুমারো জনজঙ্ঘঃ, তদাকারস্তারাসমূহাঙ্ককো বিষ্ণুঃ, তস্ত শিরঃ-

নানাদেশ হইতে ব্রাহ্মণেরাও দেখিতে আসিলেন । তাহার পর দ্রুপদরাজা অন্নপানাদি দ্বারা আগন্তুক রাজাদের সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥১৪॥

তদনন্তর, পুরবাসী লোকেরা স্বয়ংবর দেখিবার ইচ্ছায় সমুদ্রের ত্রায় কোলাহল করিতে থাকিয়া মন্দের উপরে নিকটে নিকটে উপবেশন করিল ॥১৫॥

রাজধানীর পূর্বোত্তরকোণে সমতল ও সুন্দর স্থানে সেই রাজারা নক্ষত্র-সমূহাঙ্কক নারায়ণের মস্তকের দিকে উপবেশন করিলেন ॥১৬॥

মধ্যে বিশাল সভামণ্ডপ, তাহার সকল দিকে অট্টালিকা, তাহার বাহিরে প্রাচীর ও পরিধা এবং দ্বারে দ্বারে তোরণ ছিল ; উপরে বিচিত্র চন্দ্রাতপ দ্বারা আবরণ করা হইয়াছিল ; কোন স্থানে বহুতর ভেরী ছিল ; উৎকৃষ্ট অগুরুর সৌরভ বাহির হইতেছিল ; সকল স্থানই চন্দনের জলে সিক্ত ছিল এবং পুষ্প-

সৰ্ব্বতঃ সংবৃতঃ শুভ্রৈঃ প্রাসাদৈঃ স্কৃতোচ্ছ্রৈঃ ।

স্বৰ্ণজালসংবীতৈর্মণিকুট্টিমভূষিতৈঃ ॥২০॥

সুধারোহণসোপানৈর্মহাসনপরিচ্ছদৈঃ ।

অগ্দ্ৰামসমবচ্ছন্নৈরগুরুভূমবাসিতৈঃ ॥২১॥

হংসাচ্ছবর্ণৈর্বহুভিরাযোজনমুগন্ধিভিঃ ।

অসংবোধনতর্য্যৈঃ শয়নাসনশোভিতৈঃ ।

বহুধাতুপিন্ধাক্ষৈর্মবচ্ছিন্নৈরৈব ॥২২॥ (কুলকম্)

তত্র নানাপ্রকারেষু বিমানেষু স্থলক্লৃতাঃ ।

স্পর্দ্ধমানাস্তদান্যোন্মাত্ম নিবেহুঃ সৰ্ব্বপার্শ্বিবাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

শুভ্রভাং । স্কৃত কৃত উক্লয় শুভ্রতাং যেথাং তৈঃ । স্বৰ্ণজালেন সংবীতৈবেষ্টিতৈঃ । কুট্টিমানি বন্ধুভূময়ঃ । অগুরুভিক্তমং যথা স্তাস্থা বাসিতৈঃ । হংসবৎ অচ্ছবর্ণৈঃ শুভ্রবর্ণৈঃ । অসংবোধানি বিশালবাদসকীর্ণানি শতদ্বারানি যেথাং তৈঃ । বহুভির্ধাতুভিঃ পিন্ধকানি বন্ধানি অঙ্গানি যেথাং তৈঃ । দ্বাবিশপঞ্চাৎ ষট্‌পদম্ ॥১৭—২২॥

তজ্জৈতি । বিমানেষু সপ্ততলভবনেষু । নিবেহুরুপবিষ্টাঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রদেশে ঐশাণ্ড্যং দিশি, অতএব সা অপরাজিতা দিক্, তাং দিশঃ প্রাপ্য চাবিশন্, তামেব দিশমাহ—প্রাগিতি । প্রাক্তন্তরেণ প্রাক্তদীচ্যোরন্তরালে নগরাং সমীপে । “এবমন্ততঃস্মামদূরে পঞ্চম্যা” ইত্যেনবস্তমিদম্ ॥১৬—২২॥ বিমানেষু সপ্তভূমিগৃহেষু, “বিমানো বোমযানে

মালা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছিল । কৈলাসপর্ব্বতের শৃঙ্গতুল্য উচ্চ ও শুভ্রবর্ণ বহুতর প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল ; সেগুলির ভিতরে মণি দ্বারা বহুতর বেদী নির্মাণ করিয়া সেগুলিকে আবার সোণার ঝালরযুক্ত বস্ত্রে আবৃত করা হইয়াছিল ; সুখে আরোহণ করা যায় এইরূপ সোপান ছিল ; সেগুলিকেও মালা দ্বারা আবৃত করিয়া অগুরু দ্বারা সুবাসিত করা হইয়াছিল ; সেই প্রাসাদসমূহের ভিত্তি সকল হংসের দ্বারা শুভ্রবর্ণ ছিল, তাহার সৌরভ বহু দূরে যাইতেছিল ; নানাবিধ ধাতু দ্বারা চিত্রিত থাকায় সে প্রাসাদগুলি হিমালয়ের শৃঙ্গের দ্বারা শোভা পাইতেছিল ; আর তাহার ভিতরে মহামূল্য আসন, শয্যা ও পরিচ্ছদ ছিল ॥১৭—২২॥

সেইখানে নানাবিধ সপ্ততল অট্টালিকাতে রাজারা অলঙ্কৃত হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥২৩॥

(২২) হংসাংসবর্ণৈঃ...

২২৬ (৪)

তত্রোপবিষ্টান্ দদৃশুমহাসত্ত্বপরাক্রমান্ ।
 রাজসিংহান্ মহাভাগান্ কৃষ্ণাঙ্কুরবিভূষিতান্ ॥২৪॥
 মহাপ্রসাদান্ ব্রহ্মণ্যান্ স্বরাষ্ট্রপরিরক্ষিণঃ ।
 প্রিয়ান্ সৰ্বশ্চ লোকশ্চ স্বকৃতে: কৰ্ম্মভি: শুভৈ: ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)
 মঞ্চেষু চ পরাক্ষ্যেযু পৌরজানপদা জনা: ।
 কৃষ্ণাদর্শনসিদ্ধার্থং সৰ্বত: সমুপাविशन् ॥২৬॥
 ব্রাহ্মণৈস্তে চ সহিতা: পাণ্ডবা: সমুপাविशन् ।
 ঋদ্ধিং পাঞ্চালরাজশ্চ পশ্যন্তস্তামনুভবাম্ ॥২৭॥
 তত: সমাজো ববুধে স রাজন্ ! দিবসান্ বহুন্ ।
 রত্নপ্রদানবহুলং শোভিতো নটনর্তকৈ: ॥২৮॥
 বর্তমানে সমাজে তু রমণীয়েহহি যোড়শে ।
 আপ্ন্যতাস্মৈ স্তবসনা সৰ্বভরণভূষিতা ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তজ্জেতি । মহাস্তো সত্ত্বপরাক্রমো অধ্যবসায়বিক্রমো যेषাং তান্, রাজসিংহান্ রাজশ্রেষ্ঠান্,
 মহাপ্রসাদান্ প্রজাবতীবপ্রসন্নান্, ব্রহ্মণ্যান্ ব্রাহ্মণহিতান্ ॥২৪—২৫॥
 মঞ্চেষু । পরাক্ষ্যেযু উৎকৃষ্টেষু । কৃষ্ণায়্য্য ত্রৌপত্য্য দর্শনশ্চ সিদ্ধার্থং লাভার্থম্ ॥২৬॥
 ব্রাহ্মণৈরিতি । ঋদ্ধিং সম্পদম্ । অনুভবাম্ সর্বোৎকৃষ্টাম্ ॥২৭॥
 তত ইতি । সমাজো লোকসংঘ: । রত্নপ্রদানি বহুলানি যত্র স: ॥২৮॥

উপস্থিত লোকেরা দেখিতে লাগিল যে, অসাধারণ অধ্যবসায়ী, পরাক্রমশালী,
 প্রজাবর্গের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন, ব্রাহ্মণহিতৈষী, স্ব স্ব রাজ্যরক্ষক এবং আপন আপন
 লোকহিতকর কার্য দ্বারা সমস্ত লোকের প্রিয় রাজারা অশুরপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যে
 অলঙ্কৃত হইয়া সেই সকল স্থানে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥২৪—২৫॥

নগরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা ত্রৌপদীকে দেখিবার জন্য সকল দিকে উৎকৃষ্ট
 উৎকৃষ্ট মঞ্চের উপরে উপবেশন করিল ॥২৬॥

আর, পাণ্ডবেরা ক্রপদরাজার সেই অসাধারণ সম্পদ দেখিতে থাকিয়া ব্রাহ্মণ-
 দের সঙ্গেই উপবেশন করিলেন ॥২৭॥

মহারাজ ! তাহার পর, অনেক দিন ধরিয়া সেই লোকসমাজ বৃদ্ধি পাইল,
 প্রচুর ধনরত্ন দান চলিতেলাগিল এবং নট ও নর্তকগণ অভিনয় ও নৃত্য করিতে
 থাকিল ॥২৮॥

এইরূপ সমাজ সন্নিবিষ্ট হইলে, ষোল দিনের দিন ত্রৌপদী স্নান ও স্নান

মালাঞ্চ সমুপাদায় কাঞ্চনীং সমলঙ্কৃতাম্ ।
 অবতীর্ণা ততো রঙ্গং দ্রৌপদী ভরতৰ্ষভ ! ॥৩০॥ (যুগ্মকম্)
 পুরোহিতঃ সোমকানাং মন্ত্রবিদব্রাহ্মণঃ শুচিঃ ।
 পরিস্তীৰ্য্য জুহাবাগ্নিমাংসেন বিধিবত্তদা ॥৩১॥
 স তপস্বিত্বা জলনং ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ ।
 বারয়ামাস সৰ্ব্বাণি বাদিত্বাণি সমন্ততঃ ॥৩২॥
 নিঃশব্দে তু কৃতে তস্মিন্ ধৃক্চুত্মনো বিশাংপতে ! ।
 কৃষ্ণামাদায় বিধিবশ্বেষদ্বন্দ্বুভিনিষনঃ ॥৩৩॥
 রঙ্গমধ্যে গতস্তত্র মেঘগন্তীরয়া গিরা ।
 বাক্যমুচ্চৈর্জগাদেদং শ্লোকমর্থবদুত্তমম্ ॥৩৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমদী

বর্তমান ইতি । আগ্নুতাকী গচ্ছ্যন্দনাদিভিঃ সিক্তাবয়বা । কাঞ্চনীং সৌবর্ণীম্, সমলঙ্কৃতাং
 গীরকাশিভিঃ শোভিতাম্ ॥২২—৩০॥

পুরোহিত ইতি । সোমকানাং ঋগদবংশীয়ানাং । পরিস্তীৰ্য্য প্রণীয় ॥৩১॥

স ইতি । জলনমগ্নিম্ । বারয়ামাস, অন্তথা গৃষ্টদ্রাব্যোক্তিন্ ক্রয়েতেতি ভাবঃ ॥৩২॥

নিঃশব্দ ইতি । তস্মিন্ সমাজে । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । মেঘদ্বন্দ্বুভোরিব নিষনঃ স্বরো যস্য
 সঃ । শ্লোকং কোমলম্, অর্থবৎ সঙ্গতার্থকম্ ॥৩৩—৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

চ সপ্তভূমিগৃহেহপি চ" ইতি মেদিনী ॥২৩—৩০॥ পরিস্তীৰ্য্য দঠৈঃ পরিতঃ স্তীৰ্ণা ॥৩১—৩২॥

বস্ত্র পরিধান করিয়া সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া এবং মণিখচিত সুবর্ণমালা ধারণ
 করিয়া সেই রঙ্গস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥২২—৩০॥

তখন মন্ত্রজ্ঞ ও পবিত্র সোমকবংশীয়দিগের পুরোহিত অগ্নি স্থাপন করিয়া
 তাহাতে ঘৃত দ্বারা যথাবিধানে হোম করিলেন ॥৩১॥

তিনি হোম করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবচন পাঠ করাইয়া, সকল দিকের
 সকল বাস্ত নিবারণ করিলেন ॥৩২॥

মহারাজ ! সেই রঙ্গস্থানটিকে নীরব করা হইলে, মেঘ ও চন্দ্রুভির স্তায় গম্ভীর
 কর্ণধ্বনিসম্পন্ন গৃষ্টদ্রাব্য যথানিয়মে দ্রৌপদীকে লইয়া, সেই রঙ্গমধ্যে ঘাইয়া, মেঘের
 স্তায় গম্ভীরভাবে উচ্চ স্বরে কোমল, সঙ্গত এবং মনোহর এই কথা কয়টী
 বলিলেন—॥৩৩॥

ইদং ধনুর্লক্ষ্যমিমে চ বাণাঃ শৃঙ্খল মে ভূপতয়ঃ সমেতাঃ ।

হিদ্বেণ যন্তস্য সমর্পয়ধ্বং লক্ষ্যং শিতৈর্ব্যোমচরৈর্দশাঈকৈঃ ॥৩৫॥

এতশ্চহং কৰ্ম করোতি যো বৈ কুলেন রূপেণ বলেন যুক্তঃ ।

তস্মাচ্চ ভার্য্যা ভগিনী মমেয়ং কৃষ্ণা ভবিত্রী ন যুষ্মা ভবীমি ॥৩৬॥

তানৈবযুক্ত্যু দ্রুপদস্য পুত্রঃ পশ্চাদিদং তাং ভগিনীমুবাচ ।

নান্মা চ গোত্রেণ চ কৰ্ম্মণা চ সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ ভূমিপতীন্ সমেতান্ ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি স্বয়ংবরে
ধৃষ্টদ্যুম্নবাক্যে অষ্টসপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

ইদমিতি । সমর্পয়ধ্বং বিধাত । ব্যোমচরৈর্বাণৈঃ, দশাঈকৈঃ পঞ্চাতিঃ ॥৩৫॥

এতদ্বিতি । করোতি কৰ্ত্ত্বং শক্নোতি । কুলেনেতি হতপুত্রকর্ণাদিব্যবচ্ছেদার্থম্ ॥৩৬॥

তানিতি । সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ পরিচয়ার্থং বর্ণয়ন্ । সমেতান্ সমাগতান্ ॥৩৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপর্বণি স্বয়ংবরে অষ্টসপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

ইদং ধনুঃ, ইদঞ্চ লক্ষ্যম্, ইমে চ বাণাঃ, চলয়চ্ছিত্রদ্বারা যুগপৎ পঞ্চ বাণান্ লক্ষ্যে যঃ সমর্পয়তি
তস্মাচ্চ ভার্য্যা ভগিনী মমেয়মিতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ । ব্যোমচরৈঃ বাণৈঃ ॥৩৫—৩৬॥ তান্ নৃপান্
প্রতি ॥৩৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টসপ্তাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৭৮॥

—:~:—

“সমবেত রাজগণ আমার কথা শ্রবণ করুন—এই ধনু, এই বাণ এবং ঐ লক্ষ্য
—আপনারা এই সুধার পাঁচটা বাণ দ্বারা ঐ যন্তুর হিদ্বেণ মধ্য দিয়া ঐ লক্ষ্যটাকে
বিক্ত করুন ॥৩৫॥

উচ্চ বংশ, মনোহর রূপ এবং অসাধারণ বলশালী যে রাজপুত্র এই গুরুতর কার্য্য
সম্পন্ন করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী এই দ্রৌপদী আজ তাঁহারই ভার্য্যা হইবেন ।
ইহা আমি মিথ্যা বলিতেছি না” ॥৩৬॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজগণকে এইরূপ বলিয়া, নাম, গোত্র ও কার্য্য দ্বারা উপস্থিত রাজগণের
পরিচয় দিবার জন্ত ভগিনী দ্রৌপদীর প্রতি এই কথা বলিলেন ॥৩৭॥

—:~:—

* ‘...জ্যেষ্ঠাধিক...’, ‘...পঞ্চাশীত্যাধিক...’, ‘...ষড়শীত্যাধিক...’, ‘...ষণ্মততম...’, ইতি
পাঠান্তরাণি ।

উনাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ

—:—

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

দুর্যোধনো দুবিবহো দুস্মৃধো দুপ্রধৰ্ষণঃ ।
 বিবিশতিবিবর্কশ্চ সহো দুঃশাসনস্তথা ॥১॥
 যুযুৎসুর্বাযুবেগশ্চ ভীমবেগরবস্তথা ।
 উগ্রাযুধো বলাকৌ চ কনকায়ুর্বিরোচনঃ ॥২॥
 কুন্তজশ্চিত্রসেনশ্চ সুবর্চাঃ কনকধ্বজঃ ।
 নন্দকো বহুশালী চ তুহগো বিকটস্তথা ॥৩॥
 এতে চান্যে চ বহবো ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ ।
 কর্ণেন সহিতা বীরাস্তদর্থং সগুপাগতাঃ ॥৪॥ (কলাপকন্)
 অসংখ্যাতা মহাত্মানঃ পার্থিবাঃ ক্ষত্রিয়বভাঃ ।
 শকুনিঃ সৌবলশ্চৈব বৃষকোহথ বৃহদ্বলঃ ॥৫॥
 এতে গান্ধাররাজস্ত স্ত্রীভ্যাঃ সর্বৈ সমাগতাঃ ।
 অশ্বখামা চ ভোজশ্চ সর্বশস্ত্রভূতাং বরৌ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

দুর্যোধন ইতি । বিকটাস্তানি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রনামানি ॥১—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

দুর্যোধন ইত্যাদিঃ স্পষ্টার্থো গ্রন্থঃ ॥১—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উনাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১২॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—“জ্যৈষ্ঠপদ ! দুর্যোধন, দুবিবহ, দুস্মৃধ, দুপ্রধৰ্ষণ, বিবিশতি, বিবর্ক, সহ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বাযুবেগ, ভীমবেগ, উগ্রাযুধ, বলাকৌ, কনকায়ু, বিরোচন, কুন্তজ, চিত্রসেন, সুবর্চা, কনকধ্বজ, নন্দক, বাহুশালী, তুহগু এবং বিকট—এই সকল ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র এবং বলবান্ অস্ত্রাশ্র ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরাও কর্ণের সহিত তোমার জন্ত আসিয়াছেন ॥১—৪॥

উদারচেতা এবং ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অস্ত্রাশ্র অসংখ্য রাজাও আসিয়াছেন । শকুনি, সৌবল, বৃষক এবং বৃহদ্বল—এই চারি জন গান্ধাররাজের পুত্র আসিয়াছেন ; তাঁর পর অস্ত্রাশ্র শ্রেষ্ঠ অশ্বখামা ও ভোজরাজ—ইহারা দুই জনও অলঙ্কৃত

সমবেতো মহাত্মানো বৃদ্ধার্থে সমলঙ্কৃতৌ ।
 বৃহন্তো মণিমাংশ্চৈব দণ্ডধারশ্চ পার্শ্বিবঃ ॥৭॥ (বিশেষকম)
 নহদেবজয়ৎসেনৌ মেঘসন্ধিশ্চ মাগধঃ ।
 বিরাটঃ সহ পুত্রাভ্যাং শশ্বেনৈবোত্তরেণ চ ॥৮॥
 বার্কক্ষেমিঃ সুবর্চ্চাশ্চ সেনাবিন্দুশ্চ পার্শ্বিবঃ ।
 শূক্রেতুঃ সহ পুত্রেন শুনাম্না চ সুবর্চ্চসা ॥৯॥
 হুচিত্রঃ শূকুমারশ্চ বৃকঃ সত্যধৃতিস্তথা ।
 সূর্যধ্বজো রোচমানো নীলশ্চিত্রায়ুধস্তথা ॥১০॥
 অংশুমাংশ্চেকিতানশ্চ শ্রেণিমাংশ্চ মহাবলঃ ।
 সমুদ্রসেনপুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্ ॥১১॥
 জলসন্ধঃ পিতা পুত্রৌ বিদগ্ধৌ দণ্ড এব চ ।
 পৌণ্ড্রকো বাসুদেবশ্চ ভগদত্তশ্চ বীর্যবান্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অসংখ্যাতা ইতি । কত্রিয়বর্ভাঃ সমুপাগতা ইতি পূর্বানুকর্ষঃ । ভোজো ভোজরাজঃ ।
 দণ্ডধারশ্চ পার্শ্বিব এতেহপি সমুপাগতা ইত্যনুবৃতিঃ ॥৫—৭॥
 সহেতি । মাগধো মগধরাজঃ । বিরাটশ্চ সমুপাগতঃ ॥৮॥
 বার্কক্ষেতি । শুনাম্না সুবর্চ্চসা চ পুত্রেন সহ শূক্রেতুরাগতঃ ॥৯॥
 হুচিত্র ইতি । তথাপদব্রয়েন সমবেত ইত্যন্তানুকর্ষঃ ॥১০॥
 অংশুমানিতি । অত্রাপি পূর্ববদনুকর্ষঃ ॥১১॥

হইয়া তোমার জন্ত সমবেত হইয়াছেন । বৃহন্ত, মণিমান্ এবং দণ্ডধার রাজাও আসিয়াছেন ॥৫—৭॥

সহদেব, জয়ৎসেন, মগধরাজ মেঘসন্ধি এবং শশ্ব ও উত্তরনামক দুই পুত্রের সহিত বিরাটরাজাও আসিয়াছেন ॥৮॥

বার্কক্ষেমি, সুবর্চ্চা, সেনাবিন্দু এবং শুনামা ও সুবর্চ্চা নামক পুত্রের সহিত শূক্রেতুরাজা আসিয়াছেন ॥৯॥

হুচিত্র, শূকুমার, বৃক, সত্যধৃতি, সূর্যধ্বজ, রোচমান, নীল এবং চিত্রায়ুধরাজা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১০॥

অংশুমান, চেকিতান, মহাবল শ্রেণিমান্ এবং সমুদ্রসেনের পুত্র প্রতাপশালা চন্দ্রসেন উপস্থিত হইয়াছেন ॥১১॥

বিদগ্ধ ও দণ্ডনামক পুত্রের সহিত জলসন্ধ, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব এবং বলবান ভগদত্ত আসিয়াছেন ॥১২॥

কলিঙ্গস্তাত্ৰলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা ।
 মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ ॥১৩॥
 রুম্মাক্ষদেন বীরেণ তথা রুম্মরথেন চ ।
 কোরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চাস্ত মহারথাঃ ॥১৪॥
 সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরিভূরিজ্রবাঃ শলঃ ।
 হৃদক্ষিণশ্চ কান্বোজো দৃঢ়ধন্বা চ পৌরবঃ ॥১৫॥
 বৃহৎশলঃ স্রবেণশ্চ শিবিরৌশীনরস্তথা ।
 পটচ্চরনিহস্তা চ করুবাধিপতিস্তথা ॥১৬॥
 সন্ধর্ষণো বাসুদেবো রৌন্নিগেয়শ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 শাস্ত্রশ্চ চারুদেয়শ্চ প্রাছ্যন্নিঃ সগদস্তথা ॥১৭॥
 অক্রূরঃ সাত্যকিঈশ্চব উদ্ধবশ্চ মহামতিঃ ।
 কৃতবর্মা চ হার্দিক্যঃ পৃথ্বীপৃথুরেব চ ॥১৮॥
 বিদূরথশ্চ কক্কশ্চ শঙ্খশ্চ সগবেষণঃ ।
 আশাবহোহনিরুদ্ধশ্চ সমীকঃ সারিমেজয়ঃ ॥১৯॥
 বীরো বাতপতিশ্চৈব নিল্লী পিণ্ডারকস্তথা ।
 উশীনরশ্চ বিক্রান্তো বৃষয়ন্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥২০॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

জলেতি । বিদগ্ধো দণ্ড এব চ জনসঙ্কত পুত্রো ॥১২॥

কলিঙ্গ ইতি । পুত্রেণ সহেতি সহপুত্রঃ ॥১৩॥

কল্পেতি । রুম্মাক্ষদেন রুম্মরথেন চ সহেতি শেবঃ ॥১৪॥

সমবেতা ইতি । কান্বোজস্তদেশীয়ঃ ॥১৫॥

বৃহৎশল ইতি । উশীনরস্তাপত্যমৌশীনরঃ । পটচ্চরনিহস্তা চৌরবাতকঃ ॥১৬॥

সন্ধর্ষণ ইতি । রৌন্নিগেয়ঃ প্রহর্যঃ । গদেন সহেতি সগদঃ । সত্যকস্তাপত্যঃ সাত্যকিঃ ।

গবেষণেন সহেতি সগবেষণঃ । বৃষয়ো বৃষিকবলীয়াঃ ॥১৭—২০॥

কলিঙ্গের রাজা, তাত্ৰলিপ্তের রাজা, পত্তনের রাজা এবং পুত্রের সহিত মদ্রদেশের রাজা মহারথ শল্য আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১৩॥

রুম্মাক্ষদ ও রুম্মরথের সহিত কুরুবংশীয় সোমদত্ত এবং তাঁহার মহারথ পুত্রগণ আসিয়াছেন ॥১৪॥

মহাবীর ভূরি, ভূরিজ্রবা এক শল—ইহারা তিন জন, আর কান্বোজদেশীয় হৃদক্ষিণ এক পুরুবংশীয় দৃঢ়ধন্বা আসিয়া সমবেত হইয়াছেন ॥১৫॥

বৃহৎশল, স্রবেণ, উশীনরপুত্র শিবি এক চৌরহস্তা করুকের রাজা আসিয়াছেন ॥১৬॥

ভগীরথো বৃহৎক্ষত্রঃ সৈন্ধবশ্চ জয়দ্রথঃ ।

বৃহদ্রথো বাহ্লিকশ্চ শ্রুতায়ুশ্চ মহারথঃ ॥২১॥

উলুকঃ কৈতবো রাজা চিত্রাঙ্গদশুভাঙ্গদো ।

বৎসরাজশ্চ মতিমান্ কোশলাধিপতিস্তথা ।

শিশুপালশ্চ বিক্রান্তো জরাসন্ধস্তথৈব চ ॥২২॥

এতে চান্যে চ বহবো নানাঞ্জনপদেধ্বরাঃ ।

হৃদর্থমাগতা ভদ্রে ! ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভূবি ॥২৩॥

এতে ভেৎসন্তি বিক্রান্তাস্তদর্থৈ লক্ষ্যমুত্তমম্ ।

বিধেয়ত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেহু তন্ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে
রাজনামকৌর্তনে উনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

ভগীরথ ইতি । সৈন্ধবঃ সিন্ধুদেশরাজঃ ॥২১॥

উলুক ইতি । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২২॥

এত ইতি । হৃদর্থং স্বধ্বণার্থম্ ॥২৩॥

এত ইতি । ভেৎসন্তি ভেদন্তুং প্রবর্তিষ্যন্তে । তত্র যো বিধেয়ত ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে উনাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

বলরাম, কৃষ্ণ, প্রহ্লাদ, শাম্ব, চারুদেয়, প্রহ্লাদের পুত্র, গদ, অক্রুর, সাত্যকি,
উদ্ধব, কৃতবর্ণা, হার্দিক্য, পৃথু, বিপৃথু, বিদূরথ, কঙ্ক, শম্ব, গবেষণ, আশাবহ, অনিরুদ্ধ,
সমীক, সারিমেজয়, বাতপতি, ঝিল্লী, পিণ্ডারক এবং উশীনর—এই সকল বৃষ্ণি-
বংশীয়েরা আসিয়াছেন ॥১৭—২০॥

ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, বৃহদ্রথ, বাহ্লিক এবং মহারথ শ্রুতায়ু
আগমন করিয়াছেন ॥২১॥

উলুক, কৈতব, চিত্রাঙ্গদ, শুভাঙ্গদ, বৎসরাজ, কোশলরাজ, বিক্রমশালী
শিশুপাল এবং জরাসন্ধ আসিয়াছেন ॥২২॥

ভদ্রে ! ইহারা এবং নানাদেশের অধীশ্বর অন্যান্য অনেক রাজা, আর জগৎ-
প্রসিদ্ধ বহুতর ক্ষত্রিয় তোমার জন্ত আগমন করিয়াছেন ॥২৩॥

কল্যাণি ! এই বিক্রমশালী রাজারা তোমার জন্ত লক্ষ্য ভেদ করিতে

* ‘...চতুর্দশীত্যধিক...’, ‘...ষড়শীত্যধিক...’, ‘...সপ্তদশীত্যধিক...’, ‘...একাধিক-
বিংশততম...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

অশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেহলঙ্কতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ পরস্পরং স্পর্ধমানা নরেন্দ্রাঃ ।
অস্ত্রং বলঞ্চাত্মনি মন্যমানাঃ সর্বৈ সমুৎপেতুরুদায়ুধাস্তে ॥১॥
রূপেণ বীর্যেণ কুলেন চৈব শীলেন বিভেন চ যৌবনেন ।
সমিক্ষদর্পা মদবেগভিন্না মত্তা যথা হৈমবতা গজেন্দ্রাঃ ॥২॥
পরস্পরং স্পর্ধয়া প্রেক্ষমাণাঃ সঙ্কল্পজেনাভিপরিশ্রুতাপাঃ ।
কৃষ্ণা মমৈবেতাভিভাষমাণা নৃপাসনেভাঃ সহসোদতিষ্ঠন্ ॥৩॥
তে ক্ষত্রিয়া রক্ষগতাঃ সমেতা জিগীষমাণা দ্রুপদাত্মজাং তাম্ ।
চকাশিরে পর্বতরাজকন্যানুমাং যথা দেবগণাঃ সমেতাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমদী

ত ইতি । অলঙ্কতা ইত্যনেনোপপত্তাবপি পুনঃ কুণ্ডলিন হতুপাদানং কুণ্ডলভ্যোঃ প্রাধান্যজ্ঞাপ
নাথং গোবৃথাত্মাং । অস্ত্রম্ অস্ত্রপ্রয়োগনৈপুণ্যম্ । সমুৎপেতুঃ লক্ষ্যং ভেদম্ ॥১॥
রূপেণেতি । সমিক্ষদর্পা আদিতুর্ভগবতঃ । মদবেগেন ভিন্নাঃ প্রকাশিতগবতঃ ॥২॥
পরস্পরমিতি । সঙ্কল্পজেন কামেন, অভিপরিশ্রুতাপা রোমাঞ্চাদিভিব্যাপ্তগাত্ৰাঃ ॥৩॥
ত ইতি । জিগীষমাণা জেতুমিচ্ছন্তো জয়েন লব্ধুমিচ্ছন্ত ইত্যর্থঃ ॥৪॥

প্রবৃত্ত হইবেন ; ইহাদের মধ্যে যিনি এষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তুমি আন্ত
তাহাকেই বরণ করিবে” ॥২৪॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুণ্ডলপ্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত যুবক রাজগণ
অস্ত্রশিক্ষা ও দৈহিক বল নিজেদের আছে ইহা মনে করিয়া পরস্পর স্পর্ধা করিতে
থাকিয়া, অস্ত্র উত্তোলনপূর্বক লক্ষ্যভেদের জন্ত গাত্রোত্থান করিলেন ॥১॥

কুল, শীল, রূপ, যৌবন, বল ও বিত্ত থাকায় হিমালয়বাসী মদমত্ত শ্রেষ্ঠ হস্তি-
গণের আয় তাঁহাদের দর্প প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২॥

তাঁহারা পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কামার্ত হইয়া,
'দ্রৌপদী আমারই হইবেন' এইরূপ বলিতে থাকিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজাসন হইতে
উঠিলেন ॥৩॥

পূর্বকালে হিমালয়কন্যা উমাকে লাভ করিবার জন্ত সমবেত দেবগণ যেমন
শোভা পাইয়াছিলেন, সেই দ্রুপদনন্দিনীকে লাভ করিবার জন্ত সমবেত সেই
রাজগণও রক্ষস্থানে যাইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৪॥

কন্দর্পবাণাভিনিপীড়িতাঃ কৃষ্ণাগতৈস্তে হৃদয়েনরেন্দ্্রাঃ ।
 রঙ্গাবতীর্ণা দ্রুপদাত্মজার্থং ধ্বং প্রচক্রুঃ স্ত্রুদোহপি তত্র ॥৫॥
 অথায়ুর্দেবগণা বিমানৈ রুদ্রাদিত্যা বসবোহথাশ্বিনৌ চ ।
 সাধ্যাশ্চ সর্বে মরুতস্তথৈব যমং পুরঙ্কৃত্য ধনেশ্বরশ্চ ॥৬॥
 দৈত্যাঃ সুপর্ণাশ্চ মহোন্নগাশ্চ দেবর্ষয়ো গুহ্যকান্ধারগাশ্চ ।
 বিশ্বাবসুনারদপর্ক্বতো চ গন্ধর্ব্বমুখ্যাঃ সহ চান্দ্রোভিঃ ॥৭॥
 হলায়ুধস্তত্র অনার্দনশ্চ বৃক্ষ্যককাশ্চৈব যথা প্রধানাঃ ।
 প্রেক্ষাং স্ম চকুর্য়দুপুঙ্গবাস্তে স্থিতাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ মতে মহান্তঃ ॥৮॥
 দৃষ্ট্বা তু তান্ মন্তগজেন্দ্ররূপান্ পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্ ।
 ভস্মারতান্নানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণাঃ প্রদধৌ যদুবীরমুখাঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কন্দর্পেতি । কৃষ্ণাগতৈর্দ্রৌপদীনিবিষ্টৈর্হৃদয়েরুপলক্ষিতাঃ । পরস্পরং ধ্বং প্রচক্রুঃ ॥৫॥

অথেতি । ধনেশ্বরঃ কুবেরশ্চ ॥৬॥

দৈত্যা ইতি । সুপর্ণা গন্ধর্ব্বংশীয়াঃ । পর্ক্বতো নাম মুনিঃ । আয়ুর্ষিতি পূর্বাভ্যুত্থঃ ॥৭॥

হলেতি । প্রধানা দেবা ঋষয়শ্চ যথা, তথা প্রেক্ষাং দর্শনমেব চক্রুঃ ॥৮॥

দৃষ্টেতি । পদ্মম্ অভীতাভিপদ্মা একং পদ্মং লক্ষ্যাকৃত্য স্থিতান্তান্, পাণ্ডবানামপ্যেকজৌপদ্মা
 লক্ষ্যাকরণাছপমাসিদ্ধিঃ । হব্যবাহান্ অগ্নীন্ । তান্ পাণ্ডবান্ প্রদধৌ তেষাং জীবিতমুক্তিং
 প্রদধায় নিরুপয়ামাস ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তেহপঙ্কতা ইতি ॥১-২॥ সঙ্কল্পজেন কামেন ॥৩-৮॥ অভিহিতঃ পদ্মা লক্ষ্মীর্যেবাং তান্

তঁাহাদের চিত্ত জৌপদীর উপরে নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তঁাহারা কামবাণে
 পীড়িত হইতে থাকিয়া, রঙ্গস্থানে যাইয়া, পরস্পর বদ্ধ হইয়াও জৌপদীর জন্ত
 পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

ভদনস্তর একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বশু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সমস্ত
 সাধ্যগণ, মরুদগণ এবং যমকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কুবের বিমানে আরোহণ করিয়া
 আগমন করিলেন ॥৬॥

দৈত্যগণ, গন্ধর্ব্ববংশীয়গণ, নাগগণ, দেবর্ষিগণ, গুহ্যকগণ, চান্দ্রগণ, বিশ্বাবসু,
 নারদমুনি, পর্ক্বতমুনি এবং অঙ্গরাদের সহিত প্রধান গন্ধর্ব্বগণও আসিলেন ॥৭॥

তখন বলরাম, কৃষ্ণ, বৃক্কিবংশীয়গণ, অঙ্ককবংশীয়গণ এবং প্রধান প্রধান বহু-
 বংশীয়গণ কৃষ্ণের মতামুসারে দেবগণ ও ঋষিগণের মত কেবল দেখিতেই লাগিলেন ॥৮॥

(৯)...পঞ্চাভিপদ্মানিব, পঞ্চাভিমতানিব...

শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং সজ্জিষ্ণুং যমো চ বীরো ।
 শনৈঃ শনৈস্তান্ প্রসমীক্য রামো জনাৰ্দ্দনং প্রীতমনা দদর্শ ॥১০॥
 অগ্রে তু বীরা নৃপপুত্রপৌত্রাঃ কৃষ্ণাগতৈর্নৈত্রমনঃস্বভাবৈঃ ।
 ব্যাঘচ্ছমানা দদৃশুর্ন তান্ বৈ সন্দর্শদন্তুচ্ছদতাত্রনৈত্রাঃ ॥১১॥
 তথৈব পার্থাঃ পৃথুবাহবন্তে বীরো যমো চৈব মহানুভাবো ।
 তাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য তদা স্ম সর্বে কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ ॥১২॥
 দেবর্ষিগন্ধর্ব্বসমাকুলং তং সুপর্ণনাগাহুরসিকজ্জুহুতম্ ।
 দিব্যেন গন্ধেন সমাকুলঞ্চ দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকৌধ্যমাণম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

শশংসেতি । স কৃষ্ণঃ । সজ্জিষ্ণুং সাজ্জুনম্ । প্রীতমনাঃ পাণ্ডবনিরুপণাৎ ॥১০॥
 অস্ত ইতি । স্বভাবা মোটায়িতাদয়ঃ । ব্যাঘচ্ছমানা জৃষ্ঠাঃ কুর্দৃষ্টাঃ । তান্ পাণ্ডবান্ ॥১১॥
 তথেষতি । পৃথুবাহবো বিশালভূজাঃ । কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ, তেন চ কৃষ্ণাদীন ন
 দদৃশুঃ ॥১২॥

ভারতভাবদোপঃ

সর্দাঙ্গহুন্দরানিত্যর্থঃ । “অতিপদ্মান” ইতি পাঠেহপি স এবার্থঃ । অতিমস্তানিত্যাপাঠঃ
 ১২—১০॥ ব্যাঘচ্ছমানা ব্যাদলীনাঃ, চক্ষুঃ প্রসার্যা কৃষ্ণামেব দদৃশুঃ, ন পাণ্ডবান্ ॥১১॥ তথৈব
 পার্থা ইতি । কামাভিভূতত্বাৎ রামকৃষ্ণাদীন ন দদৃশুরিতি ভাবঃ ॥১২—১৩॥ বিমানসংবাধঃ

এই সময়ে মন্ত হস্তীর জ্বায় সবল দেহ, ভস্মাবৃত অগ্নির জ্বায় নিগূঢ় যুক্তি এবং
 একটা পদ্যকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত পাঁচটা হস্তীর জ্বায় পক্ষ পাণ্ডবকে দেখিয়াই
 কৃষ্ণ চিনিতে পারিলেন ॥২॥

তাহার পর, তিনি বলরামের নিকট যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবের
 বিষয় বলিলেন ; তখন বলরাম ধীরে ধীরে পাণ্ডবগণকে দেখিয়া আনন্দিত হইলে
 কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥১০॥

কিন্তু দ্রৌপদীর দিকে নয়ন ও মন গিয়াছিল এবং হাবভাব চলিতেছিল
 বলিয়া, অস্তাশ্চ রাজা, রাজপুত্র বা রাজপৌত্রগণ হাই তুলিতে থাকিয়া পাণ্ডবগণকে
 দেখিতে পাইলেন না, কেবল আরক্তনয়ন হইয়া ওষ্ঠদংশন করিতে থাকিলেন ॥১১॥

সেইরূপই লম্বিতবাহু যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহারাও
 দ্রৌপদীকে দেখিয়া তখন সকলেই কামবাণে পীড়িত হইতে লাগিলেন ॥১২॥

এই সময়ে, দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, গন্ধর্ভবশীর্ষগণ, নাগগণ, অশুরগণ
 ও সিদ্ধগণ আকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; স্বর্গীয় সৌরভ ছুটিতে

মহাশ্বনৈর্ছন্দুভিনাদিতৈশ্চ বভূব তৎ সঙ্কলমন্তরীক্ষম্ ।

বিমানসংবাধমভূৎ সমস্তাৎ সবেণুবীণাপণবানুনাদম্ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ততস্ত তে রাজগণাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণানিমিত্তং কৃতবিক্রমাশ্চ ।

সকর্ণ-ছুর্যোধন-শাল্য-শল্যা দ্রৌণায়নি-ক্রাথ-সুনীথ-বক্রাঃ ॥১৫॥

কলিঙ্গ-বঙ্গাধিপ-পাণ্ড্য-পৌণ্ড্রা বিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ ।

অন্যে চ নানা-নৃপ-পুত্র-পৌত্রা রাষ্ট্রাধিপাঃ পঞ্চজপত্রনেত্রাঃ ॥১৬॥

কিরীট-হারাস্ত-চক্রবালৈর্বিভূষিতাঃ পৃথুবাহবস্তে ।

অনুক্রমং বিক্রমসত্ত্বযুক্তা বলেন দর্পেণ চ নর্দমানাঃ ॥১৭॥

তৎ কাম্যুর্কং সংহননোপপন্নং সজ্যং ন শেকুর্মনসাপি কর্তৃম্ ।

তে বিক্রমন্তঃ স্ফুরিতাধরোষ্ঠা বিক্ৰিপ্যমাণা ধনুষা নরেন্দ্রাঃ ॥১৮॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । সুপর্ণৈর্গর্গড়বংশীয়ৈঃ নাইগৈঃ অহরৈঃ সিদ্ধৈর্দেবযোনিবিশেষৈশ্চ জুষ্টং সেবিতম্ ।

সঙ্কলং ব্যাপ্তম্ । বিমানেঃ সংবাধং নিরবকাশম্ ॥১৩—১৪॥

তত ইতি । অত্র কর্ণাদীনানুপাদানং তেষাং নন্দনজ্ঞাপনার্থং ন পুনর্ধনুঃ সজ্যাকরণাসামর্থ্য-
বোধনাত্মকং, পরত্র কর্ণস্ত সজ্যাকরণদর্শনাত্ । পঞ্চজপত্রাণি পদ্মদলানীব নেত্রাণি যেষাং তে ।
চক্রবালানি কটকানি । পৃথুবাহবো দীর্ঘভুজাঃ । নর্দমানা গর্জন্তঃ । সংহননেন বিশালাকারেণ
উপপন্নং যুক্তম্ । তথাপি বিক্রমন্তো জ্যারোপণেন বিক্রমং প্রকাশয়ন্তঃ । ধনুষা তদ্বহুকোট্যা
বিক্ৰিপ্যমাণা অভবন্নিত্তি শেষঃ ॥১৫—১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

বিমানসকর্ণম্ ॥১৪—১৭॥ সংহননোপপন্নম্ অত্যন্তং কাঠিন্যন যুক্তম্, স্ফুরতা নাময়িত্ব-
মসামর্থ্যং করান্নিঃসরৎকোটিতয়া, অতএব বিক্ৰিপ্যমাণাঃ দণ্ডেন বীটা ইব, ধনুষা তদ্বহুকোট্যা ।

থাকিল ; স্বর্গীয় পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ; বিশাল ছন্দুভিক্ষনি হইতে থাকিয়া আকাশ
ব্যাপ্ত করিল ; বেণু, বীণা ও পণবের বাজ হইতে লাগিল এবং বিমানে আকাশ ব্যাপ্ত
হইয়া গেল ॥১৩—১৪॥

তাহার পর, কর্ণ, ছুর্যোধন, শাল্য, শল্যা, দ্রৌণায়নি, ক্রাথ, সুনীথ এবং
বক্র—ইহারা জ্যোপদীকে লাভ করিবার জন্য ক্রমশঃ বিক্রম প্রকাশ করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন ; আর কলিঙ্গ, বঙ্গ, পাণ্ড্য ও পৌণ্ড্রদেশের রাজা, বিদেহের
রাজা, যবনদেশের রাজা এবং কিরীট, হার, কেশুর ও বলয়প্রভৃতি নানাবিধ
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, পদ্মনয়ন, দীর্ঘবাহু, বিক্রম ও অধাবসায়শালী অস্ত্রান্ত রাজারা,
রাজপুত্রেরা এবং রাজপৌত্রেরা ক্রমশঃ বল ও দর্পবশতঃ গর্জন করিতে লাগিলেন
বটে ; কিন্তু বিশালাকৃতি ধনুতে গুণারোপণ করা মনেও করিতে

.. (১৭)....বলেন বীর্ঘেণ চ নর্দমানাঃ ।

বিচেষ্টমানা ধরণীতলস্থা যথাবলং শৈক্ষ্যগুণক্রমাশ্চ ।
 গতৌজসঃ শ্রুতকিরীটহারিা বিনিখসন্তঃ শময়াশ্চভুবঃ ॥১৯॥
 হাহাকৃতং তদ্ধনুযা দৃঢ়েন বিশ্রুতহারাদ্ধদচক্রবালম্ ।
 কৃষ্ণানিমিত্তং বিনিবৃত্তকামং রাজ্ঞাং তদা মণ্ডলমার্তমাসৌ ॥২০॥
 সর্বান্ নৃপাংস্তান্ প্রসমীক্য কর্ণো ধনুর্ধরাণাং প্রবরো জগাম ।
 উদ্ধৃত্য তূর্ণং ধনুরুগতং তং সজ্যককারাশু যুযোজ বাণান্ ॥২১॥
 দৃষ্ট্য়া সূতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা ভিত্তা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াম্ ।
 ধনুর্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞমত্যাগিসোমার্কমথার্কপুত্রম্ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

বিচেষ্টমানা ইতি । শৈক্ষ্যঃ শিক্ষয়া লক্ষ্যো গুণক্রমে গুণারোপণে পৌরুষোপযাযাপারো যেমাঃ
 তে, যথাবলং বিচেষ্টমানা গুণারোপণায় চেষ্টাঃ কৰ্কষঃ, ধনুকোটিভাডেনৈব ধরণীতলস্থাঃ সন্তঃ ।
 শময়াশ্চভুবঃ শ্রৌপদীশাং নিবর্তয়ামাহঃ ॥১৯॥

হাহেতি । কৃতমিতি কর্ণসি ক্তঃ । তদ্ধনুযা তদ্ধনুকোটিভাডেনৈব । মণ্ডলং সমুচ্চঃ ॥২০॥

সর্বানিতি । তান্ তথাবিধান্ । উগতং জ্যারোপণায় উগ্ৰমবিসমীকৃতম্ ॥২১॥

দৃষ্টেতি । সূতং কর্ণম্ । লক্ষ্যবরং ভিত্তা, ধরায়াম্ মধো, অনেন সূতেনৈব, লক্ষ্যবরং প্রধানো-
 দ্বেত্যং শ্রৌপদীৰূপং স্ত্রীরত্নম্, নীতং মেনিরে । অথ অপরে ধনুর্ধরাস্ত, অৰ্কপুত্রঃ কর্ণম্, রাগেণ
 শ্রৌপদ্যমহুস্যাগেণ কৃত্য প্রতিজ্ঞা লক্ষ্যভেদে কর্তব্যতানির্দ্ধারণং যেন তম্, অতএব অগ্নিসোমার্ক-
 নতিক্রান্ত ইত্যগ্নিসোমার্কস্তম্, মেনিরে ॥২২॥

পারিলেন না ; তথাপি তাঁহারা স্পন্দিত ওষ্ঠে বিক্রম প্রকাশ করিতে যাইয়া (অর্থাৎ
 গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া) সেই ধনুরই আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া
 পড়িলেন ॥১৫—১৮॥

গুণ আরোপণ করিবার নিয়মাভিজ্ঞ সেই রাজারা শক্তি অনুসারে বিশেষ চেষ্টা
 করিয়াও ভূতলে পতিত হওয়ায় তাঁহাদের তেজ নষ্ট হইয়া গেল এবং কিরীট,
 হারপ্রভৃতি অলঙ্কার ছড়াইয়া পড়িল ; এই অবস্থায় তাঁহারা নিশ্বাস ত্যাগ করিতে
 থাকিয়া শ্রৌপদী লাভের আশা ত্যাগ করিলেন ॥১৯॥

সেই ধনুর আঘাতে সেই রাজাদের হার, কেয়ুর ও বলয়প্রভৃতি অলঙ্কার ছড়াইয়া
 পড়িলে, অস্ত্রাত্ম রাজারা হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহারাও শ্রৌপদীর আশা
 ত্যাগ করিয়া ছুঃখিত হইলেন ॥২০॥

তখন ধনুর্ধরপ্রধান কর্ণ প্রায় সকল রাজারই সেই অবস্থা দেখিয়া ধনুর নিকট
 গেলেন এবং সম্বর সেই ধনু উত্তোলন করিয়া তাহাতে গুণারোপণ ও বাণ সংযোগ
 করিলেন ॥২১॥

পাণ্ডবগণ কর্ণকে দেখিয়া মনে করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে এই কর্ণই লক্ষ্য-

দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদী বাক্যমুচ্ছিন্নগাদ নাহং বরয়ামি সূতম্ ।

সামৰ্ঘহাসং প্রসমীক্য সূর্য্যং তত্যাঙ্গ কর্ণঃ স্ফুরিতং ধনুস্ততঃ ॥২৩॥

এবং তেবু নিবৃন্তেবু ক্ষত্রিয়েবু সমস্ততঃ ।

চেদীনামধিপো বীরো বলবাস্তকোপমঃ ॥২৪॥

দমঘোষহ্রতো ধীরঃ শিশুপালো মহামতিঃ ।

ধনুরাদায়মানস্ত জানুভ্যামগমম্মহীম্ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ততো রাজা মহাবীর্য্যো জরাসন্ধো মহাবলঃ ।

ধনুষোহভ্যাসমাগত্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । তং লক্ষ্যভেদে সম্ভাবিতশক্তিকং কর্ণম্ । সূতং জাত্যা নিকটম্ । সূতত্বেনা-
বজ্ঞানাদমৰ্ঘঃ, তদলীকোক্তিকৌতুকাচ্চ হাসঃ, তাভ্যাং সহতি সামৰ্ঘহাসং যথা স্তাস্তথা, সূর্য্যং
প্রসমীক্য । সূর্য্যাদর্শনেনাশ্রয়ঃ সূর্য্যপুত্রত্বসূচনাং সূতত্বনিবাসঃ সূচিতঃ ॥২৩॥

এবমিতি । চেদীনং চেদিদেশস্ত । বলবান্ সাহসী । অন্তকোপমো যমতুলাঃ । আদায়-
মানঃ শক্ত্যা সজ্যাং কুর্কন্ । “দৈপ্ শোধনে” ইতি ভৌবাদিকদৈপ্ধ্যাতোঃ “শক্তিবয়স্তাচ্ছলো”
ইতি শক্ত্যর্থো কণ্ডরি শানঙ্ । ধাতুনা মনেকার্থত্বাং সজ্যকরণার্থত্বম্ । মহীমগমং তদ্ব্যভিচা-
তাড়নাদেবেতি ভাবঃ ॥২৪—২৫॥

তত ইতি । মহাবলো মহাসাহসিক ইতি ন পৌনঃপুন্যম্ । অভ্যাসং নিকটম্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

শময়াধভুবুরিতি ঘয়োঃ সম্বন্ধঃ ॥১৮—১৯॥ চক্রবালং মণ্ডলম্ ॥২০—২২॥ সামৰ্ঘহাসং
নীচকুলযোগাদমৰ্ঘঃ, সূর্য্যাপরাধত্বাৎ হাসঃ ॥২৩—২৪॥ ধনুরাদায়মানঃ পরীক্ষমাণঃ, “দৈপ্

ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে নিয়াছেন । আর অস্ত্রাস্ত্র ধনুর্ধরেরা মনে করিলেন যে কর্ণ,
দ্রৌপদীর প্রতি অমুরাগবশতঃ লক্ষ্যভেদ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ; সূতরাং
ইনি আপন তেজে অগ্নি, সূর্য্য এবং চন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছেন ॥২২॥

কর্ণকে লক্ষ্যভেদ করিতে উত্তম দেখিয়া দ্রৌপদী উচ্চ স্বরে বলিলেন যে—
“আমি সূতকে বরণ করিব না ।” তখন কর্ণ ক্রোধ ও হাশ্বের সহিত সূর্য্যের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া, সেই স্পন্দিত ধনুখানা পরিত্যাগ করিলেন ॥২৩॥

এইভাবে সেই ক্ষত্রিয়েরা সকল দিক্ হইতেই নিবৃন্তি পাইলে, চেদিদেশের
রাজা, যমের তুলা বীর ও সাহসী, ধীরপ্রকৃতি ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান, দমঘোষ পুত্র
শিশুপাল সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই আঘাতে হাঁটু
পাতিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন ॥২৪—২৫॥

ধনুষা পীড্যমানস্ত জ্ঞানুভ্যামগমম্মহীম্ ।

তত উথায় রাজা স স্বরাষ্ট্রাণ্যভিজ্জগ্মিবান্ ॥২৭॥

ততঃ শল্যো মহাবীরো মদ্ররাজো মহাবলঃ ।

তদপ্যারোপ্যমাণস্ত জ্ঞানুভ্যামগমম্মহীম্ ॥২৮॥

তস্মিন্ সস্ত্রাস্তজনে সমাজে বিকিপ্তবাদেষু জনাধিপেষু ।

কুন্তীহতো জিহুরিয়েষ কৰ্ত্তুং সজ্যং ধনুস্তং শশরং প্রবীরঃ ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বনি স্বয়ংবরে

সৰ্ব্বরাজপরাঙ্ঘুভবনে অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনুবেতি । পীড্যমানঃ সজ্যাকরণারম্ভকালে । স জরাসন্ধঃ ॥২৭॥

তত ইতি । অত্রাপি মহাবল ইত্যস্ত পূৰ্ব্বদেব ব্যাখ্যানম্ । অপিশন্ধঃ শল্য ইত্যনেনা-
দীয়তে । তং ধনুঃ, আরোপ্যমাণো গুণারোপণবিষয়ীকূৰ্বন । কৰ্ত্তর্যি যৎপ্রত্যয় আৰ্ঘ্যঃ ॥২৮॥

তস্মিন্ ইতি । সস্ত্রাস্তা বিশ্বয়চকিতা জনা যত্র তস্মিন্ । বিকিপ্তাঃ পরিত্যক্তা বাদা লক্ষা-
ভেদাদিকথা অপি যৈস্তেষু তাদৃশেষু সংস্থ । জিহুরজ্জুনঃ । শশরঞ্চ কৰ্ত্তুম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বনি স্বয়ংবরে অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

শোধনে" অস্ত রূপম্ ॥২৫॥ অভ্যাসং সমীপম্ ॥২৬॥ ধনুষা অস্ত্রকৃতমাণেন ॥২৭॥ আরোপ্যমাণঃ

সজ্যাকৰ্ত্তুমিচ্ছন ॥২৮॥ নিকিপ্তবাদেষু ত্যক্তধনুৰ্ভগ্নমনকথেষু ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮০॥

তাহার পর, মহাবীর ও মহাসাহসিক জরাসন্ধ রাজা ধনুর নিকটে যাইয়া
পৰ্ব্বতের স্তায় অচল হইয়া একটু দাঁড়াইলেন ॥২৬॥

তা'র পর, তিনি সেই সেই ধনুতে গুণারোপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি
তাহার আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন । তাহার পর, তিনি উঠিয়া
নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

তদনন্তর মহাবীর ও মহাসাহসিক মদ্ররাজ শল্যও সেই ধনুতে গুণারোপণ
করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারই আঘাতে হাঁটু পাতিয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন ॥২৮॥

তখন সভার সমস্ত লোকই বিষয়ে চকিত হইল ; রাজারাও লক্ষ্যভেদের কথা
পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন ; এই সময়ে কুন্তীপুত্র মহাবীর অর্জুন সেই ধনুতে
গুণারোপণ করিয়া শরসংযোগ করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৯॥

* '...পক্ষাশীত্যাধিক...', '...সপ্তাশীত্যাধিক...', '...অষ্টাশীত্যাধিক...', '...দ্বাধিক-
বিশততম ...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

একাদশ ত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদা নিবৃত্তা রাজ্ঞানো ধনুষঃ সজ্যাকর্ষণঃ ।
 অথোদতিষ্ঠদ্বিপ্রাণাং মধ্যাজ্জিঘৃকৃদারধীঃ ॥১॥
 উদক্রোশন্ বিপ্রমুখ্যা বিধুস্ন্তোহজিনানি চ ।
 দৃষ্ট্ৱা সম্প্রস্থিতং পার্থমিন্দ্রকেতুসমপ্রভন্ ॥২॥
 কেচিদাসন্ বিমনসঃ কেচিদাসন্ মুদা যুতাঃ ।
 আহুঃ পরস্পরং কেচম্মিপুণা বুদ্ধিজীবিনঃ ॥৩॥
 যৎ কৰ্ম্ম শল্যপ্রমুখৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবিশ্রুতৈঃ ।
 নাসাদিতং বলবদ্ভির্ধনুর্বেদপরায়ণৈঃ ॥৪॥
 তৎ কথং ভ্রূতাত্ত্বেন প্রাণতো দুর্বলীয়সা ।
 বটুমাত্রেন শক্যং হি সজ্যং কৰ্ত্তুং ধনুর্বিজাঃ ! ॥৫॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

যদেতি । সজ্যাকর্ষণঃ সজ্যাকরণাৎ । জিঘৃকৃনঃ ॥১॥

উদতি । উদক্রোশন্ নিবর্ত্তয় নিবর্ত্তয়েতি উচ্চৈরধ্বনং ॥২॥

কেচিদিতি । বিমনসঃ অসামর্থ্যসম্ভাবনয়া । মুদা যুতাঃ সামর্থ্যসম্ভাবনয়া ॥৩॥

কিমাছুরিত্যাহ—যদিতি । নাসাদিতং কৰ্ত্তুং শক্তম্ । অকৃতাত্ত্বেন ব্রাহ্মণহাৎ । প্রাণতো
 বলে । বটুমাত্রেন শিলাদিশূণ্যহাৎ কেবলেন ব্রাহ্মণেন ॥৪—৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—যখন রাজারা ধনুতে গুণারোপণ করা হইতে নিবৃত্তি
 পাইলেন, তখন বুদ্ধিমান অর্জুন ব্রাহ্মণদের মধ্য হইতে গাত্রোথান করিলেন ॥১॥

সেই সময়ে ইন্দ্রধ্বজের আয় দীর্ঘাকৃতি অর্জুন যাইতেছেন দেখিয়া প্রধান
 প্রধান ব্রাহ্মণেরা যুগচর্ম্ম আন্দোলিত করিয়া ‘নিবৃত্ত হও নিবৃত্ত হও’ বলিয়া
 কোলাহল করিয়া উঠিলেন ॥২॥

কতকগুলি লোক উদ্বিগ্ন হইল, কতকগুলি লোক আনন্দিত হইল, আর বুদ্ধিমান
 কতকগুলি লোক পরস্পর এইরূপ বলিতে লাগিল—॥৩॥

“হে ব্রাহ্মণগণ! লোকবিখ্যাত বলবান্ ও ধনুর্বেদনিরত শল্যপ্রভৃতি
 ক্ষত্রিয়েরা যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেন না, অস্ত্রে অশিক্ষিত এবং অত্যন্ত

অবহাস্তা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সর্বরাজত্ব ।
কৰ্ম্মণ্যশ্মিন্নসংসিক্তে চাপলাদপরীক্ষিতে ॥৬॥
যত্বেষ দৰ্পাক্ষৰ্ণান্বাহপ্যথ ব্রাহ্মণচাপলাং ।
প্রস্থিতো ধনুরায়ন্তং বার্য্যতাং সাধু মা গমং ॥৭॥
ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

নাবহাস্তা ভবিষ্যামো ন চ লাঘবমাস্থিতাঃ ।
ন চ বিবিষ্টতাং লোকে গমিষ্যামো মহৌক্ষিতাম্ ॥৮॥
কেচিদাহুৰ্বা শ্রীমান্ নাগরাজকরোপমঃ ।
পীনস্কন্ধোরবাহুশ্চ ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥৯॥
সিংহথেলগতিঃ শ্রীমান্ মত্তনাগেন্দ্রবিক্রমঃ ।
সম্ভাব্যমশ্বিন্ কশ্মেদমুংসাহাচ্চানুমীয়তে ॥১০॥ (যুগ্মকঃ)

ভারতকৌমুদী

অবেতি । অশ্বিন্ লক্ষ্যভেদে । অপরীক্ষিতে ইতঃ প্রাক্ ॥৬॥
যদীতি । হর্ষাৎ প্রোপদীলাতানন্দাং । আয়ন্তং নময়িতুম্ । সাধু সম্যক্ ॥৭॥
নেতি । বিবিষ্টতাং লক্ষ্যভেদায় প্রবৃত্ত্যা প্রতিপক্ষতাচরণাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥
কেচিদতি । শ্রীমান্ কান্তিমান্, নাগরাজকরোপমো দীর্ঘ ইতি শেষঃ । সিংহশ্চৈব থেষঃ
সলীলা গতির্ভস্ম সং । শ্রীমান্ বলসম্পত্তিমান্ ॥৯—১০॥

ভারতভাবদাপঃ

যদেতি । জিহ্ববর্জুনঃ ॥১—৪॥ প্রাণতঃ শক্তিতঃ ॥৫—৬॥ দর্পাৎ গর্বাৎ, হৃদ্যাদেৎ

দুর্বল শরীর ক্ষুদ্র একটা ব্রাহ্মণ ধনুতে সেই গুণারোপণ কি করিয়া সম্পন্ন করিবে
পারিবে ? ॥৪—৫॥

এই ব্যক্তি পূর্বে লক্ষ্যভেদ পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই, অথচ এখন চাকলাবশতঃ
এই কার্য্য যদি সম্পন্ন করিতে না পারে, তবে সমস্ত রাজাদের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা
হাস্তাস্পদ হইবেন ॥৬॥

এই ব্যক্তি গর্ব্ব, হর্ষ বা ব্রাহ্মণচাপলাবশতঃ যদি ধনু নোয়াইবার জন্ত প্রস্থান
করিয়া থাকে, তবে উহাকে ভাল করিয়া বারণ করুন ; ও যেন যায় না” ॥৭॥

ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—“আমরা জগতে উপহাস্ত বা হাল্কা হইব না, কিংবা
রাজাদের বিদ্রোহের পাত্রও হইব না” ॥৮॥

কতকগুলি লোক বলিল—“এই ব্যক্তি যুবা, সুত্ৰী, ঐরাবতের শুঁড়ের মত
দীর্ঘ এক ধৈর্য্যে হিমালয়ের তুলা ; উহার স্বক্ৰয়ুগল, উরুযুগল ও বাহুযুগল

শক্তিরস্তু মহোৎসাহা নহশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ ।

ন চ তদ্বিগতে কিঞ্চিৎ কৰ্ম লোকেষু যদুবেৎ ॥১১॥

ব্রাহ্মণানামসাধ্যঞ্চ নৃষু সংস্থানচারিষু ।

অন্তুক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ ফলাহারাদৃঢ়ব্রতাঃ ॥১২॥

দুৰ্বলো অপি বিপ্রা হি বলীয়াংসঃ স্বতেজসা ।

ব্রাহ্মণো নাবমস্তব্যঃ সদসদ্বা সমাচরন্ ॥১৩॥

স্বংস্বং মহদ্ব্রংসং কৰ্ম যৎ সমুপাগতম্ ।

জামদগ্ন্যেন রামেণ নির্জিতাঃ ক্ষত্রিয়া যুধি ॥১৪॥ (কলাপকম্)

পীতঃ সমুদ্রোহগন্ত্যেন হৃগাধো ব্রহ্মতেজসা ।

তস্মাদব্রবন্ত সৰ্ব্বৈহ ত্র বটুরেধ ধনুর্মহান্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শক্তিরিতি । মহান্ উৎসাহো যস্তাং সা । সংস্থানচারিষু স্বলব্ধিষু, ন পুনর্যোগবলাৎ
থেচরেষিতার্থঃ, নৃষু মধ্যে, ব্রাহ্মণানাম্ যৎ কৰ্ম অসাধ্যং ভবেৎ, তত্তাদৃশং কিঞ্চিদপি কৰ্ম লোকেষু
ন বিগতে । তত্র হেতুমাং—অন্তুক্ষা ইত্যাদি । স্বতেজসা স্বকীয়যোগপ্রভাবেণ । স্বংস্বং স্বজনকম্,
দুঃস্বং দুঃজনকম্, মহৎ, ব্রংসং বা যৎ কৰ্ম সমুপাগতম্, তৎ সদসদ্বা সমাচরন্ ব্রাহ্মণো নাবমস্তব্যঃ,
যোগপ্রভাবেণ সৰ্ব্বাতিশায়িত্বাৎ । উক্তার্থে দৃষ্টান্তমাং—জামদগ্ন্যেনেতি ॥১১—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বক্যাৎ, চাপলাৎ অনবস্থিতত্বাৎ ॥১—১০॥ লোকেষু ব্রহ্মলোকান্তেষু, নৃষু পুরুষেষু, সংস্থান-
চারিষু দেবাসুরাষ্টাকারৈশ্চরংস্ব, তৎ কৰ্ম ন বিগতে যৎ ব্রাহ্মণানামসাধ্যমিতি সম্বন্ধঃ
॥১—১৩॥ মহৎ ব্রংসং মহদপি ক্ষুদ্রং ভবতি যত্র তৎ কৰ্ম, তদেবোদাহরতি—জামদগ্ন্যেনেতি

শুল্ল, সিংহের শ্রায় সলীল গতি, বলিষ্ঠ দেহ এবং মন্ত হস্তীর শ্রায় বিক্রম রহিয়াছে ।
সুতরাং এ, লক্ষ্যভেদ করিতে পারিবে বলিয়াই সম্ভাবনা করা যায় এবং উৎসাহ
দেখিয়া তাহাই অনুমান হয় ॥২—১০॥

ইহার দেহে শক্তি এবং মনে গুরুতর উৎসাহ রহিয়াছে ; এ, সমর্থ না হইলে
নিজে যাইত না । প্রাকৃত মহুগ্নের মধ্যে ব্রাহ্মণদের যাহা অসাধ্য, এমন কার্য
জগতে নাই । কেন না, ব্রাহ্মণেরা কেবল জল, বায়ু বা ফল আহার করিয়া
সুদৃঢ়ভাবে যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহারা দেহে দুৰ্বল হইলেও
যোগপ্রভাবে অত্যন্ত বলবান্ । তাহার দৃষ্টান্ত—পরশুরাম একাকী যুদ্ধে সমস্ত
ক্ষত্রিয়কে জয় করিয়াছিলেন ; সুতরাং স্বজনক বা দুঃজনক, বিশাল বা ক্ষুদ্র,
এবং সং বা অসং যে-কোন কার্যই ব্রাহ্মণ করুন না কেন, তাঁহাকে অবজ্ঞা করা
উচিত নহে ॥১১—১৪॥

আরোপয়তু শীত্ৰং বৈ তথৈত্যাচুৰ্জিহ্বভাঃ ।

এবং তেষাং বিলপতাং বিপ্রাণাং বিবিধা গিরঃ ॥১৬॥ যুগ্মকম্ ।

অৰ্জুনো ধনুৰ্ঘোহভ্যাসে তস্থৌ গিরিবিচলঃ ।

স তদ্ধনুঃ পরিক্রম্য প্রদক্ষিণমথাকরোং ॥১৭॥

প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভুম্ ।

কৃষ্ণঞ্চ মনসা কৃত্বা জগৃহে চার্জুনো ধনুঃ ॥১৮॥

যং পার্থিবৈ রুক্ষিহ্ননীথবাক্রে রাধেয়দুর্যোধনশল্যাশত্রৈঃ ।

তদা ধনুর্বেদপরৈর্নৃসিংহৈঃ কৃতং ন সজ্যং মহতোহপি যত্নাং ॥১৯॥

তদৰ্জুনো বীৰ্য্যবতাং সদপ্স্তদৈন্দ্রিরিন্দ্রাবরজপ্রভাবঃ ।

সজ্যঞ্চ চক্রে নিমিষান্তরেণ শরাংশ্চ জগ্রাহ দশার্জসংখ্যান্ ॥২০॥

ভারতাকৌমুদী

দৃষ্টান্তান্তরমাহ—পীত ইতি । সর্পে ব্রাহ্মণাঃ, ক্রবন্ত, ব্রাহ্মণবচনানামমোখাদিতি ভাবঃ ।
নটুরপি ব্রাহ্মণস্বাদেব মহান্ । বিলপতাং ক্রবতাম্ । গিরঃ অভয়মিতি শেবঃ ॥১৬—১৭॥

অৰ্জুন ইতি । অভ্যাসে সমীপে, তস্থৌ কিয়ৎকালম্ । অথানন্তরম্ ॥১৭॥

প্রণমোতি । ঈশানং জগদীশ্বরম্ । মনসা কৃত্বা চ । জগৃহে জগ্রাহ ॥১৮॥

যদिति । অত্র রাধেয়ো বাক্যান্তরং ন তু কর্ণঃ, তস্ত পূৰ্বে সজ্যাদিকরণস্তোক্তদ্বাং ॥১৯॥

তদिति । বীৰ্য্যবতাং মধ্যে । ইন্দ্রিহ্ননুঃ, ইন্দ্রাবরজো বামনো বিষ্ণুঃ, লাপ্রভাবঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

৥১৪॥ ব্রাহ্মণবচসা ক্ষুদ্রেণাপি মহৎকৰ্ম্ম কর্ত্বুং শক্যমিত্যভিপ্রোক্ত্য সর্পেহষ্টপাদকর্তৃত্বভাঃ

(ব্রাহ্মণ যে অসাধ্য সাধন করিতে পারেন, তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত—)
অগস্ত্য আপন ব্রহ্মতেজে অগাধ সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; অতঃপূর্বে আপনারা
সকলেই বলুন যে, এ ব্যক্তি ক্ষুদ্র হইলেও ব্রহ্মতেজে মহান্; সুতরাং ইনি সমুদ্রই
ধ্বংসে গুণ আরোপণ করিতে সমর্থ হউন ।” ব্রাহ্মণেরা তাহাই বলিলেন ।
ব্রাহ্মণগণের এইরূপ নানাবিধ বাক্য চলিতে লাগিল ॥১৫—১৬॥

তখন অৰ্জুন ধনুর নিকটে যাইয়া কিছু কাল পৰ্কভের জ্বায় অচল হইয়া
থাকিলেন; পরে তিনি ভ্রমণ করিয়া সেই ধনুখানাকে প্রদক্ষিণ করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, অৰ্জুন মস্তক অবনত করিয়া, ঈশ্বর, বরদাতা ও জগতের নিয়ন্তা
কৃষ্ণকে প্রণাম ও মনে মনে ধ্যান করিয়া ধনু ধারণ করিলেন ॥১৮॥

পূৰ্বে কক্ষী, সুনীথ, বক্র, রাধেয়, দুর্যোধন, শল্য এবং শাশ্বপ্রভৃতি ধনুর্বেদচর্চার
নিরত প্রধান প্রধান রাজারা বিশেষ যত্ন করিয়াও যে ধনুতে গুণারোপণ করিতে
পারেন নাই ॥১৯॥

বিব্যাধ লক্ষ্যং নিপপাত তচ্ছ চিত্ত্রেণ ভূমৌ সহস্রাতিবিদ্ধম্ ।
 ততোহস্তরৌক্ষে চ বভূব নাদঃ সমাজ্জমধ্যে চ মহান্ নিনাদঃ ।
 পুষ্পাণি দিব্যানি ববর্ষ দেবঃ পার্থশ্চ মূর্দ্ধি দ্বিষতাং নিহন্তঃ ॥২১॥
 চেলানি বিব্যাধুস্তত্র ব্রাহ্মণাশ্চ সহস্রশঃ ।
 বিলক্ষিতাস্ততশ্চক্রুর্হাহাকারাংশ্চ সর্বশঃ ॥২২॥
 নৃপতংশ্চাত্রে নভসঃ সমস্তাং পুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
 শতান্গানি চ তূর্য্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্ ।
 সূতমাগধসংঘাশ্চাহপ্যস্তবংস্তত্র স্তম্বরাঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

বিব্যাধেতি । ছিত্রেণ অধঃস্থয়জ্ঞেয়ং, অতিবিদ্ধং সৎ । নাদো দেবানাং কোলাহলঃ ।
 নিনাদশ্চ মাহুবাণাং কোলাহলঃ । দেবো দেবতাবর্গঃ । ষট্পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২১॥

চেলানীতি । চেলানি উত্তরীয়াঙ্কলানি, বিব্যাধুঃ স্বজাতিজয়ানন্দাং বিশেষণ ব্যাধুঃ কশ্মিতানি
 চক্রুঃ । বিষয়পূর্ব্বকধাধাতোরন্ততন্ত্ৰা অনি রূপমিদম্ । বিলক্ষিতাঃ স্বৈরশক্তত্বাদপ্রতিভা রাজানশ্চ
 নির্বেদেন হাহাকারান্ চক্রুঃ ॥২২॥

নৃপতন্ত্রিতি । পূর্ব্বং কেবলদেবগণঃ পুষ্পাণি ববর্ষ, ইদানীচ্ছ সিদ্ধাদয়োহপীতি সূচয়িতুঃ
 সমস্তাদিত্যুক্তম্ । অতো ন পৌনরুক্তম্ । শতান্গানি বাণবিশেষান্ । ষট্পদমিদং পঞ্চম্ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্বাদিতি ॥১৫—১৮॥ রাধেয়ঃ কর্ণঃ ॥১৯—২১॥ বিব্যাধুঃ বিজয়ধ্বজবহুচ্ছিতবস্তঃ, বিলক্ষিতাঃ
 বিষমং লক্ষিতং দৃষ্টির্থেষাং তে তথা তাঃ, শত্রবঃ লক্ষ্যেণ বিনা কৃত্য বা ॥২২॥ শতমনস্তানি
 অঙ্গানি নখাঙ্গুলিদণ্ডমুজ্জ্বলিতাঙ্গাদীনি বাদনোপায়া যেষাং তানি । “অঙ্গং গাত্রান্তিকোপায়-

দর্পশালী এবং বিষ্ণুর তুলা প্রভাবযুক্ত ইন্দ্রপুত্র অর্জুন বীরগণের সমক্ষে
 নিমেষমধ্যে সেই ধনুতে গুণারোপণ করিলেন এবং সেই পাঁচটা বাণ হাতে
 লইলেন ॥২০॥

পরে, সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন ; তৎক্ষণাৎ সে লক্ষ্য যস্ত্রের রক্ত দিয়া
 অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ; তখন আকাশে দেবগণের এবং সমাজ্জমধ্যে
 সভ্যগণের বিশাল কোলাহল উথিত হইল এবং দেবতারা শত্রুহন্তা অর্জুনের মস্তকে
 স্বর্গীয় গুপ্প বর্ষণ করিলেন ॥২১॥

তখন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ উত্তরীয় বস্ত্রের অঞ্চল আন্দোলিত করিতে লাগিলেন
 এবং রাজারা লজ্জিত হইয়া সকল দিক্ হইতেই হাহাকার করিতে থাকিলেন ॥২২॥

এই সময়ে আকাশের সকল দিক্ হইতেই পুষ্পবৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বাণ-

তং দৃষ্ট্বা দ্রুপদঃ প্রীতো বভূব রিপুসুদনঃ ।

সহ সৈন্যৈশ্চ পার্থশ্চ সাহায্যার্থমিয়েষ সং ॥২৪॥

তস্মিংশ্চ শব্দে মহতি প্রবৃদ্ধে যুধিষ্ঠিরো ধর্মভূতাং বরিষ্ঠঃ ।

আবাসমেবোপজগাম শীঘ্রং সার্কং যমাত্যাং পুরুষোত্তমাত্যাম্ ॥২৫॥

বিদ্বন্ত লক্ষ্যং প্রসমীক্য কৃষ্ণা পার্থক্য শত্রুপ্রতিমং নিরীক্য ।

স্বভ্যন্তরূপাপি নবেব নিত্যং বিনাপি হাসং হসতীব কন্যা ॥২৬॥

মদাদৃতেহপি স্থলতীব ভাবৈবাচা বিনা ব্যাহরতীব দৃষ্ট্যা ।

আদায় শুরং বরমাল্যাদাম জগাম কুন্তীসুতমুৎস্রয়ন্তী ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সাহায্যার্থমিতি বিধেযিভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ পার্থাক্রমণসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥২৪॥

তস্মিন্মিতি । আবাসমেবোপজগাম, তত্রস্থায়ী মাতুঃ পরিরক্ষার্থমিত্যাশয়ঃ ॥২৫॥

বিদ্বমিতি । শত্রুপ্রতিমং শৌর্য্যে সৌন্দর্য্যে চেন্দ্রতুল্যম্ । স্বভ্যন্তরূপাপি বহুশো দৃষ্টরূপাপি, নিত্যং নবেব সৌন্দর্য্যাতিরেকাৎ ব্রহ্মেনৈত্রেয় নূতনৈব । হসতী শ্বেব সর্বদৈবোৎস্রমুখত্বাৎ ॥২৬॥

মদাদিতি । মদাদৃতেহপি মন্ততাং বিনাপি, ভাবৈঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষৈঃ, স্থলতীব স্থানাৎ চাবতে শ্বেব । উৎস্রয়ন্তী উত্তমং যুচ্চ হসন্তী, কুন্তীসুতমুৎস্রয়ন্তী জগাম ॥২৭॥

ভারতভাবদোপঃ

প্রতীকেষু” ইতি বিশ্বঃ ॥২৩॥ সাহায্যার্থঃ দ্রোপদানাভাং ক্ষুণ্ণৈর্নৃপাশ্চরৈশ্চৈবপ্রসক্তো সত্যাম্

কারেরা শতাজ ও তূর্য্য বাজাইতে থাকিল এবং সূত ও মাগধগণ সুন্দর স্বরে স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল ॥২৩॥

আর, শত্রুহন্তা দ্রুপদরাজা অর্জুনকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সৈন্যগণ লইয়া তাঁহার সাহায্য করিবার ইচ্ছা করিলেন ॥২৪॥

সেই বিশাল শব্দ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বরই বাসস্থানে চলিয়া গেলেন ॥২৫॥

আর, লক্ষ্য বিদ্ব হইয়াছে দেখিয়া এবং বিদ্বকারী অর্জুনকে শৌর্য্য ও সৌন্দর্য্যে ইন্দ্রের তুল্য নিরীক্ষণ করিয়া দ্রোপদী বহুদৃষ্ট হইয়াও লোকের চক্ষে নূতন বলিয়াই যেন প্রতীত হইতে থাকিলেন এবং হাস্য না করিয়াও যেন হাসিতে লাগিলেন ॥২৬॥

দ্রোপদী মন্ততা ব্যতীতও হাব-ভাবেই যেন পড়িয়া যাইতে লাগিলেন এবং বাক্য ব্যতীত দৃষ্টি দ্বারাই যেন কিছু বলিতে থাকিলেন ; এইভাবে তিনি

গজা চ পশ্চাৎ প্রসমীক্য কৃষ্ণা পার্থস্য বক্ষস্ত্রবিশক্ৰমানা ।
 ক্ষিপ্তা স্রজং পার্থিববীরমধ্যে বরায় বস্ত্রে দ্বিজসংঘমধ্যে ॥২৮॥
 শচীব দেবেন্দ্রমথায়িদেবং স্বাহেব লক্ষ্মীশ্চ যথা মুকুন্দম্ ।
 উষেব সূর্য্যং মদনং রতীব মহেশ্বরং পর্ব্বতরাজপুত্রী ॥২৯॥
 স তামুপাদায় বিজিত্য রঙ্গে দ্বিজাতিভিত্তিরভিপূজ্যমানঃ ।
 রঙ্গান্নিরক্রামদচিন্ত্যকৰ্ম্মা পত্ন্যা তয়া চাপ্যনুগম্যমানঃ ॥৩০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্ব্বনি
 স্বয়ংবরে লক্ষ্যচ্ছেদনে একাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥ *

ভারতকৌমুদী

গম্বৈতি । স্রজং বরণমাল্যম্ । বরায় বরণায় । বস্ত্রে অৰ্জুনমিতি শেষঃ ॥২৮॥
 উক্তার্থে মালোপমামাহ - শচীতি । মুকুন্দং নারায়ণম্ । উষা প্রাতঃ ॥২৯॥
 স ইতি । স পার্থঃ, তাং দ্রৌপদীম্ । অভিপূজ্যমান আদ্রিয়মাণঃ ॥৩০॥
 ইতি মহামহোপাধায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাসীশতদ্ব্যচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
 ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্ব্বনি স্বয়ংবরে একাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২৪ - ২৬॥ উৎস্রয়ন্তী উত্তমপতিলাভাৎ অত্যন্তং গৰ্হণং কুরুতী ॥২৭-৩০॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে একাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮১॥

শুভ্রবর্ণ বরমালা লইয়া মনোহর মৃদু হাস্য করিতে করিতে অৰ্জুনের নিকটে গমন
 করিলেন ॥২৭॥

যাইয়া পর দ্রৌপদী শুভদৃষ্টি করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে
 বরণের জন্ত অৰ্জুনের বক্ষে সেই বরমালা সমর্পণ করিয়া তাঁহাকেই বরণ
 করিলেন ॥২৮॥

পূর্ব্বকালে শচী যেমন দেবরাজকে, স্বাহা যেমন অগ্নিকে, লক্ষ্মী যেমন
 নারায়ণকে, উষা যেমন সূর্য্যকে, রতি যেমন কামদেবকে এবং পার্ব্বতী যেমন
 মহাদেবকে বরণ করিয়াছিলেন ॥২৯॥

তখন ব্রাহ্মণেরা সেই রঙ্গবিজয়ী অচিন্ত্যকৰ্ম্মা অৰ্জুনের বিশেষ গৌরব করিতে
 থাকিলে, তিনি দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গস্থান হইতে নির্গত হইলেন ; আর দ্রৌপদী
 তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন ॥৩০॥

* ‘...বড়শীত্যাধিক...’, ‘...অষ্টাশীত্যাধিক...’, ‘...উননবত্যাধিক...’, ‘...ত্যাধিক-
 বিশততম...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মৈ দিৎসতি কন্যাস্তু ব্রাহ্মণায় তদা নৃপে ।
কোপ আসৌম্যহৌপানামালোক্যান্যোন্মত্তিকাৎ ॥১॥
অস্মানয়মতিক্রম্য ত্বীকৃত্য চ সঙ্গতান্ ।
দাতুমিচ্ছতি বিপ্রায় দ্রৌপদীং যোষিতাং বরাম্ ॥২॥
অবরোপ্যেহ বৃক্ষস্ত ফলকালে নিপাত্যতে ।
নিহস্মৈনং ছুরাত্মানং যোহয়মস্মান্ন মন্যতে ॥৩॥
নহর্হত্যেয সন্মানং নাপি বৃক্ষক্রমং গুণৈঃ ।
হস্মৈনং সহ পুত্রেণ ছুরাচারং নৃপদ্বিষম্ ॥৪॥
অয়ং হি সর্বানাহুয় সংকৃত্য চ নরাধিপান্ ।
গুণবদ্বোজয়িত্বামং ততঃ পশ্চাত্ন মন্যতে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তস্মা ইতি । দিৎসতি দাতুমিচ্ছতি সতি । নৃপে দ্রুপদে ॥১॥
কুশানং রাজ্যমুক্তিমাহ—অস্মানিতি । ত্বীকৃত্য ত্বণবদেবাবজ্ঞাপাত্রীকৃত্য ॥২॥
অবেতি । অবরোপ্য রোপয়িত্বা । সন্মানপূর্বকমস্মান্নমবজ্ঞানমিতি ভাবঃ ॥৩॥
নহীতি । গুণৈঃ সন্মানম্ । বৃক্ষক্রমং বৃক্ষপ্রাপ্যগৌরবাদিকম্ ॥৪॥
অয়মিতি । সংকৃত্য সম্মাত । গুণবদ্ব্যংকষ্টম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন দ্রুপদরাজ্য ব্রাহ্মণরূপী অর্জুনকে কন্যা দান করিতে ইচ্ছা করিলে, নিকটবর্তী রাজ্যারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জুড় হইলেন (এবং বলিতে লাগিলেন—) ॥১॥

“আমরা সম্মিলিত রহিয়াছি, এই অবস্থায় দ্রুপদ আমাদেরকে ভূণের মত অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রীরদ্ব দ্রৌপদীকে একটা ব্রাহ্মণের হাতে দিতে ইচ্ছা করিতেছে ! ॥১॥

বৃক্ষ রোপণ করিয়া ফল জন্মিবার সময়ে সেটাকে নষ্ট করিতেছে ; সুতরাং যে আমাদেরকে গ্রাহ্য করিতেছে না, সেই ছুরাত্মাকে আমরা বধ করিব ॥৩॥

এ, গুণনিবন্ধন সন্মান, কিংবা বৃক্ষের গৌরব পাইতে পারে না ; সুতরাং পুত্রের সহিতই এই ছুরাচার রাজদেবী দ্রুপদকে বধ করিব ॥৪॥

অগ্নিন্ রাজসমাবায়ে দেবানামিব সন্নয়ে ।
 কিময়ং সদৃশং কক্ষিম্ পতিং নৈব দৃষ্টবান্ ॥৬॥
 ন চ বিপ্রেস্বধীকারো বিগৃহ্যে বরণং প্রতি ।
 স্বয়ংবরঃ ক্ষত্রিয়গামিতীয়ং প্রথিতা শ্রুতিঃ ॥৭॥
 অথবা যদি কণ্ঠেয়ং ন চ কক্ষিদবুভুযতি ।
 অগ্নাবেনাং পরিক্ষিপ্য যাম রাষ্ট্রানি পার্থিবাঃ ॥৮॥
 ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যলোভাচ্চ কৃতবানিদম্ ।
 বিপ্রিয়ং পার্থিবেন্দ্রাণাং নৈম বধ্যঃ কথঞ্চন ॥৯॥
 ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং জীবিতঞ্চ বসুনি চ ।
 পুত্রপৌত্রঞ্চ বচ্চান্যদস্মাকং বিগৃহ্যে ধনম্ ॥১০॥
 অবমানভয়াচ্চৈব স্বধর্ম্যস্ত চ রক্ষণাং ।
 স্বয়ংবরাণামগ্নেমাং মা ভূদেবংবিধা গতিঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অগ্নিগ্নিতি । রাজ্যং সমাবায়ে সমুহে । সন্নয়ে সমুহে । সদৃশং কণ্ঠাহরূপম্ ॥৬॥
 নেতি । অধীকার ইতি “ব্রহ্মস্ম দীর্ঘতা” ইতি দীর্ঘঃ । শ্রুতিঃ কিংবদন্তী ॥৭॥
 অথবেতি । বুভুযতি ভবিতুমিচ্ছতি পতিষ্মেন প্রাপ্তুমিচ্ছতীত্যর্থঃ । “ভূ প্রাপ্তবাস্তানেপদী
 বা” ইতি চৌরাদিকবিকল্পেনস্তভূধাতোবৈকল্পিকপরশ্মৈপদে সনি রূপম্ ॥৮॥
 ব্রাহ্মণ ইতি । ইদং লক্ষ্যভেদনরূপম্, বিপ্রিয়ম্ অপ্রিয়চরণম্ ॥৯॥
 অবধ্যাষে হেতুমাহ—ব্রাহ্মণার্থমিতি । পুত্রপৌত্রমিতি সমাহারবশ্বে কীবন্মেকম্বক ॥১০॥

এ বেটা সমস্ত রাজ্যকে ডাকিয়া আনিয়া, সম্মানিত করিয়া এবং উৎকৃষ্ট অন্ন
 ভোজন করাইয়া, তাহার পরে গ্রাহ্য করিতেছে না ! ॥৫॥

দেবগণের স্মায় এই রাজগণের মধ্যে কোন রাজাকেই কি এ বেটা কণ্ঠার
 উপযুক্ত দেখিল না ! ॥৬॥

তা’র পর, কণ্ঠা বরণ করিবার বিষয়ে ব্রাহ্মণেরও অধিকার নাই । কেন না,
 ‘স্বয়ংবর ক্ষত্রিয়দের’ এই কিংবদন্তীই জগতে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥৭॥

পক্ষান্তরে এই কণ্ঠাটা যদি কোন রাজাকেই বরণ করিতে না চায়, তবে আমরা
 ওটাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া আপন আপন রাজ্যে চলিয়া যাইব ॥৮॥

কিন্তু যদিও এই ব্রাহ্মণ চাকল্যবশতঃ বা লোভবশতঃ রাজগণের এই অপ্রিয়
 কার্যা করিয়াছে, তথাপি কোন প্রকারেই উহাকে বধ করা উচিত নহে ॥৯॥

কেন না, আমাদের রাজ্য, জীবন, ধন, পুত্র-পৌত্রাদি এবং অস্ত্র যে কিছু জব্য
 আছে, সে সমস্তই ব্রাহ্মণের জন্ত ॥১০॥

ইত্যুক্ত্বা রাজশাদ্দূলা হৃদাঃ পরিঘবাহবঃ ।

দ্রুপদস্ত জিঘাংসন্তঃ সায়ুধাঃ সমুপাদ্রবন্ ॥১২॥

তান্ গৃহীতশরাবাপান্ ক্রুদ্ধানাপততো বহুন্ ।

দ্রুপদো বীক্য সস্ত্রাসাদব্রাক্ষণান্ শরণং গতঃ ॥১৩॥

ন ভয়াম্মাপি কার্পণ্যম্ প্রাণপরিরক্ষণাৎ ।

জগাম দ্রুপদো বিপ্রান্ শমার্থী প্রত্যপত্ত ॥১৪॥

বেগেনাপততস্তাংস্ত্ব প্রতিম্মানিব বারগান্ ।

পাণ্ডুপুত্রো মহেশ্বাসৌ প্রতিযাতাবরিন্দমৌ ॥১৫॥

ততঃ সমুৎপেতুরুধায়ুধাস্তে মহীক্ষিতো বদ্ধতলাঙ্গুলিত্রাঃ ।

জিঘাংসমানাঃ কুরুরাজপুত্রাবমর্ষয়ন্তোহর্জুনভীমসেনৌ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অবেতি । স্বধর্মস্ত কত্রিয়তায়স্, রক্ষণাং রক্ষণমুদ্দেশ্যেতি লাবলোপে পক্ষমী, এনং হস্ত ইতি
শব্দঃ । এবংবিধা ব্রাক্ষণাদিবরণরূপা ॥১১॥

ইতীতি । পরিঘা অস্ত্রবিশেষা ইব বাহবো যেসং তে ॥১২॥

তানিতি । গৃহীতাঃ শরাবাপা অঙ্গুলীত্রাণি যৈস্তান্ । আপতত আগচ্ছতঃ ॥১৩॥

ব্রাক্ষণশরণগমনে হেতুমাং—নেতি । কার্পণ্যাৎ দুর্বলত্বাৎ, প্রাণপরিরক্ষণাৎ তদুদ্দেশ্য । শমার্থী
বিবাদশান্ত্যগী । মান্তান্য ব্রাক্ষণানামতুরোধাৎ কত্রিয়াঃ শামোয়ুপ্রতি ভাবঃ ॥১৪॥

বেগেনেতি । প্রতিম্মান্ প্রকাশিতমদান্ বারগান্ হস্তিনঃ । পাণ্ডুপুত্রো ভীমাক্ষুনৌ ॥১৫॥

তত ইতি । বদ্ধে ধৃতে তলাঙ্গুলিত্রে হস্তাবাপাঙ্গুলিত্রে যৈস্তে । অমর্ষয়ন্তঃ ক্রুধান্তঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

তস্মৈ দিগ্‌সতীতি ॥১—২॥ অবরোপোত্যস্ত ব্যাখ্যা অয়ং হীতি ব্যবহিতল্লোকেন

তবে, আমরা অপমানের ভয়ে এবং স্বধর্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অবশ্যই দ্রুপদকে বধ
করিব । কারণ, অত্যাচার স্বয়ংবরেও এইরূপ ঘটনা না ঘটে” ॥১১॥

এই কথা বলিয়া পরিঘতুল্য-বাহুশালী রাজারা অস্ত্রধারণপূর্বক জটীচিস্তে
দ্রুপদকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন ॥১২॥

তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া অঙ্গুলীত্র ধারণপূর্বক আসিতেছেন দেখিয়া দ্রুপদরাজা
উদ্বেগে ব্রাক্ষণের শরণাপন্ন হইলেন ॥১৩॥

কিন্তু দ্রুপদরাজা ভয়বশতঃ, দুর্বলতাবশতঃ, কিংবা প্রাণরক্ষার উদ্দেশ্যে
ব্রাক্ষণদের শরণাগত হইয়াছিলেন না, বিবাদনিবৃত্তির জন্যই হইয়াছিলেন ॥১৪॥

মদশ্রাবী হস্তিগণের শ্রায় সেই রাজারা বেগে আসিতে লাগিলে, শত্রুহস্তা
মহাধর্মুর্ধ্বর ভীম ও অর্জুন তাহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥১৫॥

(১৭) অয়ং লোকঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যতে ।

২২৩ (৪)

ততস্ত ভীমোহুতভীমকর্ণা মহাবলো বজ্রসমানসারঃ ।

উৎপাট্য দোভ্যাং দ্রুমমেকবীরো নিষ্পত্রয়ামাস যথা গজেন্দ্রঃ ॥১৭॥

তং বৃক্ষমাদায় বিপুপ্রমাণী দণ্ডীব দণ্ডং পিতৃরাজ উগ্রম্ ।

তস্থৌ সমীপে পুরুষবভস্ত্য পার্থস্ত্য পার্থঃ পৃথুদৌৰ্ববাহুঃ ॥১৮॥

তং প্রেক্ষ্য কৰ্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধিজিষ্ণুঃ স হি ভ্রাতুরচিন্ত্যকৰ্ম্মা ।

বিসিস্মিয়ে চাপি ভয়ং বিহায় তস্থৌ ধনুর্গৃহ্য মহেন্দ্রকৰ্ম্মা ॥১৯॥

তং প্রেক্ষ্য কৰ্ম্মাতিমনুষ্যবুদ্ধিজিষ্ণোঃ সহভ্রাতুরচিন্ত্যকৰ্ম্মা ।

দামোদরো ভ্রাতরনুগ্রবৌর্গ্যং হলায়ুধং বাক্যমিদং বভাষে ॥২০॥

য এগ সিংহবভলগামী মহদ্ধনুঃ কৰ্ষতি তালমাত্রম্ ।

এষোহর্জুনো নাত্র বিচার্যমস্তি যদ্যস্মি সঙ্কৰ্ণ ! বাগ্ৰদেবঃ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । বজ্রস্ত সমানঃ সারো দাট্যং যস্ত সঃ । নিষ্পত্রয়ামাস পত্রশূণ্যং চকার ॥১৭॥

তমিতি । দণ্ডী দণ্ডধারী, পিতৃরাজো যমঃ । পার্থস্ত্য অর্জুনস্ত্য, পার্থো ভীমঃ ॥১৮॥

তদ্বিতি । জিষ্ণুর্জুনঃ । বিসিস্মিয়ে বিস্ময়াপন্নো ভবতু ॥১৯॥

তদ্বিতি । ভ্রাতা ভীমেন সহেতি সহভ্রাতা তস্ত্য । দামোদরঃ কৃষ্ণঃ ॥২০॥

য ইতি । তালমাত্রং পাদাবধিসমুত্তোলিতহস্তপ্রমাণম্, “উর্দ্ধবিস্তৃতদোষ্যানে তালমিত্যভি-
ধীয়তে” ইতি রত্নকোষঃ । যদি বাসুদেবোহস্মীতি বিচার্যত্বাভাবে প্রৌঢ়োক্তিঃ ॥২১॥

তাহার পর, হস্তাবাপ ও অঙ্গুলিপ্রধারী সেই রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ-
পূর্বক ভীম ও অর্জুনকে দগ করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন ॥১৬॥

তখন অদ্বিতীয় বীর, বজ্রের তুল্য দৃঢ় শরীর, অগ্ন্যস্ত বলবান্ এবং অদ্ভুত ও
ভয়ঙ্কর কাণ্ডকারী ভীম বাহুযুগল দ্বারা একটা বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া হস্তীর ছায়
সেটাকে পত্রশূণ্য করিলেন ॥১৭॥

শত্রুহস্তা এবং স্থূল ও দৌর্ববাহু ভীমসেন সেই বৃক্ষ উস্তোলন করিয়া,
ভয়ঙ্কর দণ্ডধারী যমের ছায় অর্জুনের নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

অমায়ুষ বুদ্ধি এবং অচিন্তনীয় কৰ্ম্মা অর্জুনও ভ্রাতার সেই কাণ্ড দেখিয়া ভয়
পরিহ্যাগ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ধনু ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে
লাগিলেন ॥১৯॥

তখন অসাধারণ বুদ্ধিমান্ এবং অচিন্তনীয় কৰ্ম্মা কৃষ্ণ ভীমের সহিত অর্জুনের
সেই কাণ্ড দেখিয়া ভয়ঙ্কর বলশালী ভ্রাতা বলরামকে এই কথা বলিলেন—৥২০॥

“আৰ্ঘ্য ! সঙ্কৰ্ণ ! সিংহ ও বুঘের ছায় সলীলগামী এই যে ব্যক্তি তালপ্রমাণ
বিশাল ধনু আকর্ষণ করিতেছে, এ ব্যক্তি অর্জুন ; আমি যদি বাসুদেব হই, তবে
এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

যন্তেষ বৃক্ষং তরসাহবভজ্য রাজ্ঞাং নিকারে সহসা প্রবৃত্তঃ ।

বৃকোদরান্মান্য ইহৈতদগ্য কৰ্ত্তুং সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্ ॥২২॥

যোহসৌ পুরস্তাৎ কমলায়তাক্ষো মহাতমুঃ সিংহগতিবিনীতঃ ।

গৌরঃ প্রলম্বোজ্জ্বলচাক্ষুঘোণো বিনিঃসৃতঃ সোহপুত্ৰ ধন্যপুত্রঃ ॥২৩॥

যৌ তৌ কুমারাবিব কাৰ্ত্তিকেয়ৌ দ্বাবাশ্বিনেয়াবিবতি মে বিতকঃ ।

মুক্তা হি তস্মাজ্জতুবেশ্মদাহান্ময়া ব্রহ্মতাঃ পাণ্ডুসুতাঃ পৃথা চ ॥২৪॥

তমব্রবীর্মির্জলতোয়দাতো হল্যায়ুধোহনন্তরজং প্রতীতঃ ।

গ্রীতোহস্মি দিষ্ট্যা হি পিতৃষসা নঃ পৃথা বিমুক্তা সহ কোরবাতৈঃ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণে সপ্তমোহধ্যায়ঃ

কৃষ্ণবাক্যে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ ❀

ভারতকৌমুদী

য ইতি । নিকারে পরাভবে । “নিকারস্ত পরাভবে । ধাতোঃক্ষেপে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥২২॥

য ইতি । পুরস্তাৎ পূৰ্ব্বম্ । প্রলম্বা উজ্জ্বলা চাকা চ ঘোণা নাসিকা যন্ত সঃ ॥২৩॥

যাবিতি । কুমারৌ অন্নবয়স্কৌ, যৌ কাৰ্ত্তিকেয়াবিবতি ব্রুবোঃপ্রেক্ষা পুনরুচ্চনাভাসক্ষেত্যা-
নয়োরেকাশ্রয়ানুপ্রবেশরূপঃ সঙ্করোহলঙ্কারঃ ! আশ্বিনেয়ৌ নকুলসহদেবৌ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

১৩—১২॥ সজ্জাসাৎ ব্রাহ্মণকোপেন সর্বং ক্ষয়ং নশ্চেদিত্তি শব্দোপাৎ ভগ্নাৎ ॥১৩—২॥

এই যিনি বলপূর্বক বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া তৎক্ষণাৎ রাজগণকে পরাভূত করিতে
প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইনি ভীমসেন । কেন না, ভীমসেন ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে অজ্ঞ
কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে একরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ॥২২॥

আর, ঐ যিনি পূর্বে এস্থান হইতে চলিয়া গিয়াছেন, ইহার নয়নযুগল
পদ্মপত্রের ত্রায় দীর্ঘ, শরীরটি বিশাল, সিংহের ত্রায় গমন, স্বভাবটি বিনীত, শরীরের
কাস্তি গৌরবর্ণ এবং নাসিকাটি লম্বিত, উন্নত ও মনোহর, তিনি ধন্যপুত্র
যুধিষ্ঠির ॥২৩॥

তা’র পর, দুইটি কাৰ্ত্তিকের ত্রায় সেই যে দুইটি কুমার চলিয়া গিয়াছেন,
তাহারাই নকুল ও সহদেব ; ইহাই আমার ধারণা । কারণ, আমি শুনিয়া-
ছিলাম যে, কুন্তীদেবী ও পাণ্ডবগণ সেই জতুগৃহদাহ হইতে মুক্তিকলাভ
করিয়াছেন” ॥২৪॥

(২২)...রাজ্যং বিকারে সহসান্তিবৃত্তঃ । (২৩)...কমলায়তাক্ষস্তমুর্মহাসিংহগতিঃ...

* ‘...সপ্তাশীত্যধিক...’, ‘...উনবত্যধিক...’, ‘...নবত্যধিক...’, ‘...চতুর্দশিকশততম...’
ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অজিনানি বিধুস্তুঃ করকাংশ্চ দ্বিজবভাঃ ।
উচুস্তে ভীৰ্ণ কৰ্ত্তব্য্য বয়ং যোংস্মামহে পরান্ ॥১॥
তানেবং বদতো বিপ্রানর্জুনঃ প্রহসন্নিব ।
উবাচ প্রেক্ষকা ভূহ্মা যুয়ং তিষ্ঠত পার্থতঃ ॥২॥
অহমেনানজিদ্ধাগ্রৈঃ শতশো বিকিরন্ শরৈঃ ।
বারয়িষ্যামি সংক্রুদ্ধান্ মত্নৈরানীবিষানিব ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । নির্জলো যন্তোয়দো মেঘস্তদাভঃ শ্বেতবর্ণ ইত্যর্থঃ । অনন্তরজন্ম অন্তরজন্ম । প্রতীতঃ
সংস্রষ্টঃ । দিষ্ট্য ভাগোন । কৌরবাত্মৈয়াযুধিষ্ঠিরাদিভিঃ ॥২৫॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তদ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্বণি স্বয়ংবরে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—ঃ*ঃ—

অজিনানীতি । অজিনানি যুগচর্ম্মণি । করকান্ কমণ্ডলুংশ্চ, “কমণ্ডলো চ করকঃ”
ইত্যমরঃ ॥১॥

তানিতি । অজিনকমণ্ডলুভ্যাং যোধনং বিভাব্য কৌতুকাৎজুনস্ত প্রচাসঃ ॥২॥

অহমিতি । অজিদ্ধাগ্রৈঃ সরলমূখৈঃ । আনীবিষান্ সর্পান্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ঘোণা নাসা ॥১৩॥ কাস্তিকৈয়াবিতাভূতোপমা ॥২৪—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্ব্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮২॥

—ঃ*ঃ—

জলশূণ্য মেঘের তুল্য শুভ্রবর্ণ বলরাম আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা
বলিলেন—“কৃষ্ণ ! বড়ই আনন্দিত হইলাম যে, আমাদের পিসী
কৌরবপ্রধান যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির সহিত ভাগ্যবশতঃ মুক্তিলাভ করিয়াছেন” ॥২৫॥

—ঃ*ঃ—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণেরা যুগচর্ম্ম ও কমণ্ডলু আন্দোলিত করিয়া
অর্জুন कहিলেন—“তুমি ভীত হইও না, আমরা শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিব” ॥১॥

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ বলিলে, অর্জুন হাস্য করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—
“আপনারা দর্শক হইয়া এক পার্শ্বে থাকুন ॥২॥

ইতু্যুক্ত। ধনুৱায়ম্য শুক্লাবাপ্তং মহাবলঃ ।

ভ্রাত্ৰা ভীমেন সহিতস্তুশ্চৌ গিরিরিবাচলঃ ॥৪॥

ততঃ কৰ্ণমুখান্ দৃষ্ট। কত্রিয়ান্ যুদ্ধদুৰ্ম্মদান্ ।

সম্প্ৰেতভূৱভীতৌ তৌ গজৌ প্রতিগজানিব ॥৫॥

উচুশ্চ বাচঃ পরুষাস্তে রাজানো যুযুৎসবঃ ।

আহবে হি দ্বিজস্তাপি বধো দৃষ্টৌ যুযুৎসতঃ ॥৬॥

ইত্যেবমুক্ত। রাজানঃ সহসা দুদ্ৰবুৰ্জ্জান্ ।

ততঃ কৰ্ণৌ মহাতেজা জিষ্ণুং প্রতি যযৌ রণে ॥৭॥

যুদ্ধার্থী বাসিতাহেতোর্গজঃ প্রতিগজং যথা ।

ভীমসেনং যযৌ শল্যো মদ্রাণামৌধৱো বলী ॥৮॥

দুর্য্যোধনাদয়ঃ সৰ্কে ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ।

যুতপূৰ্ব্বমযত্নেন প্রত্যযুধ্যন্তদাহবে ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । শুক্লাবাপ্তং পর্ণলক্কং যেন ধনুধা লক্ষ্যং বিভেদ তদেন ধনুরিতার্থঃ ॥৪॥

তত ইতি । কৰ্ণমুখান্ কৰ্ণপ্রভৃতীন্ । সম্প্ৰেতভূঃ যুদ্ধায় জগ্যতুঃ ॥৫॥

উচুরিতি । আহবে যুদ্ধে, দ্বিজস্ত ব্রাহ্মণস্তাপি । অতো যুবাং নোপেক্ষ্যমহে ॥৬॥

ইতীতি । দুদ্ৰবুৰ্জ্জান্ । জিষ্ণুমৰ্জ্জুনম্ ॥৭॥

যুদ্ধেতি । বাসিতা হস্তিনী । “বাসিতা স্ত্রীকরেষণা” ইত্যমরঃ ॥৮॥

মন্ত্ৰ দ্বারা যেমন সৰ্পগণকে বারণ করে, তেমন আমিই সরলযুগ্ম শত্রু শত্রু বাণ দ্বারা এই ক্রুদ্ধ রাজগণকে বারণ করিব” ॥৩॥

এই কথা বলিয়া মহাবল অৰ্জ্জুন পর্ণলক্ক ধনুখানাকেই আয়ত করিয়া ভীমের সহিত পৰ্ব্বতের গায় অচল হইয়া দাঁড়াইলেন ॥৪॥

তাহার পর, দুইটী হস্তী যেমন বিপক্ষ হস্তীদিগের প্রতি ধাবিত হয়, তেমন ভীম ও অৰ্জ্জুন যুদ্ধবিশারদ কৰ্ণপ্রভৃতি কত্রিয়গণকে দেখিয়া, নির্ভয় হইয়া, তাহাদের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৫॥

তখন সেই যুদ্ধার্থী রাজারা এই নিষ্ঠুর কথা বলিলেন—“ওহে! যুদ্ধার্থী ব্রাহ্মণেরও কিন্তু যুদ্ধে বধ দেখিতে পাওয়া যায়” ॥৬॥

এই কথা বলিয়া রাজারা তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণগণের প্রতি ধাবিত হইলেন; আগ মহাবল কৰ্ণ অৰ্জ্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥৭॥

হস্তিনীর জন্য একটা হস্তী যেমন অপর হস্তীর প্রতি ধাবিত হয়, তেমন বলবান মদ্ররাজ শল্য ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥৮॥

ততোহর্জুনঃ প্রত্যবিধ্যদাপতন্তঃ শিতৈঃ শরৈঃ ।
 কর্ণং বৈকর্তনং শ্রীমান্ বিকৃণ্য বলবদ্ধন্তুঃ ॥১০॥
 তেষাং শরাণাং বেগেন শিতানাং তিথ্যতেজসাম্ ।
 বিগৃহ্যমানো রাধেয়ো যত্নান্তমশুধাবতি ॥১১॥
 তাবুভাবপ্যানির্দেহ্যৌ লাঘবাজ্জয়তাং বরৌ ।
 অযুধ্যোতাং স্তসংরক্ণাবন্যোন্মজ্জয়কাজ্জিগৌ ॥১২॥
 ক্রুতে প্রতিকৃতং পশ্য পশ্য বাহুবলঞ্চ মে ।
 ইতি শূরার্থবচনৈরভাষেতাং পরম্পরম্ ॥১৩॥
 ততোহর্জুনস্ত ভুজয়োর্বীর্য্যমপ্রতিমং ভুবি ।
 জ্ঞাত্বা বৈকর্তনং কর্ণং সংরক্ণঃ সমযোধয়ৎ ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

দুর্যোধনেতি । সঙ্কতাঃ সম্মিলিতাঃ । যুদ্ধপূর্ব্বং কোমলতাপূর্ব্বকম্, অযোগ্যবিপক্ষত্বাৎ ॥২॥
 তত ইতি । বৈকর্তনং স্বর্ধাপুত্রম্ । কর্ণাস্তরব্যাবৃত্তার্থমিদং বিশেষণম্ ॥১০॥
 তেষামিতি । বিগৃহ্যমানো বিস্ময়বিমুক্তঃ সন্ । তমজ্জুনম্, অশুধাবতি স্ম ॥১১॥
 তাবিতি । লাঘবাৎ সমানলঘুহস্তত্বাৎ, অনির্দেহ্যৌ প্রধানতরহেনানির্দেহনৌয়ো ॥১২॥
 ক্রুত ইতি । প্রতিকৃতং তন্তুল্যকরণম্ । শূরার্থবচনৈঃ শৌর্য্যবোধকবাক্যৈঃ ॥১৩॥
 তত ইতি । অপ্রতিমং নিরূপমম্ । সংরক্ণঃ ক্রুদ্ধঃ । সমযোধয়দिति স্বার্থ ইল্লাধঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অজিনানীতি ॥১— ॥ শুকাবাপ্তং পণপ্রাপ্তম্ ॥৪—১১॥ বিজিগীষিণৌ বিজিগীষাবস্তৌ

আর, দুর্যোধনপ্রভৃতি অগ্ন্যাগ্ন রাজারা সেই যুদ্ধে ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া অযুদ্ধের সহিত কোমলভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২॥

তাহার পর, মনোহর মূর্ত্তি অর্জুন সুদৃঢ় ধনু আকর্ষণ করিয়া সুধার বাণ দ্বারা সম্মুখাগত কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥১০॥

নিশ্চিত ও তীক্ষ্ণ সেই বাণগুলির বেগ দেখিয়া, বিস্ময়ে বিমুক্ত হইয়া, কর্ণ যত্নপূর্ব্বক অর্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ॥১১॥

তখন বীরশ্রেষ্ঠ কর্ণ ও অর্জুন দুই জনেই ক্রুদ্ধ হইয়া, পরস্পর জয় ইচ্ছা করিয়া, এমন লঘুহস্ততা দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের ভারতম্য বুঝা গেল না ॥১২॥

“তোমার কার্য্যের অনুরূপ কার্য্য দেখ, আমার বাহুবল দেখ” এইরূপ বীরত্ববাক্যক বাক্য দ্বারা তাঁহারা পরস্পর আলাপ করিতে থাকিলেন ॥১৩॥

অৰ্জুনেন প্রযুক্তাংস্তান্ বাণান্ বেগবতস্তদা ।
প্রতিহন্ত ননাদোচ্চৈঃ সৈন্তানি তদপ্জয়ন্ ॥১৫॥

কর্ণ উবাচ ।

তুশ্যামি তে বিপ্রমুখ্য ! ভুজবীৰ্য্যস্য সংযুগে ।
অবিবাদস্য চৈবাস্ত শস্ত্রান্ধবিজয়স্য চ ॥১৬॥
কিং হুং সাক্ষাৎকুরুর্বেদো রামো বা বিপ্রসত্তম ! ।
অথ সাক্ষাৎকুরিহয়ঃ সাক্ষাৎ বিযুঃরচ্যাতঃ ॥১৭॥
আত্মপ্রচ্ছাদনার্থং বৈ বাহুবীৰ্য্যমুপাশ্রিতঃ ।
বিপ্ররূপং বিধায়েদং মন্ত্রে মাং প্রতিবৃদ্ধাসে ॥১৮॥ যুগ্মকম্ ।
নহি মামাহবে ক্রুদ্ধমন্ত্ৰঃ সাক্ষাচ্ছচীপতেঃ ।
পুমান্ যোধয়িতুং শত্ৰুঃ পাণ্ডবান্না কিরীটিনঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অৰ্জুনেনেতি । তং অৰ্জুনবাণপ্রতিহননম্, অপ্জয়ন্ প্রাশংসন্ ॥১৫॥
তুশ্যামীতি । ভুজবীৰ্য্যস্ত দর্শনাদিতি শেষঃ । অস্ত্রত্ৰাপোবম্ । সংযুগে যুদ্ধে ॥১৬॥
কিমিতি । হরিহয় ইন্দ্রঃ । অচ্যাতঃ শৌর্য্যাদভ্রষ্টঃ । আত্মনঃ প্রচ্ছাদনার্থং গোপনাত্মম্ ।
বহুকালাদর্শনাৎ বেশবৈষম্যাচ্চ কর্ণস্তাপার্জুনে সম্ভাবনেয়ম্ ॥১৭—১৮॥
নহীতি । আহবে যুদ্ধে । শচীপতেরিন্দ্রাৎ । কিরীটিনোঃ ক্রুৎনাৎ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১২॥ শূরাণাম্ অৰ্ধবদ্বির্বচনৈঃ শূরাণবচনৈঃ ॥১৩—১৪॥ প্রতিহন্ত প্রতিহতা, “না লাপি”
ইতি পক্ষে অতুনাসিকলোপাতাবাৎ ন তুচ্ছ । প্রতিহননম্ ॥১৫—১৭॥ মন্ত্রে ত্ৰা-

তাহার পর, সূর্য্যপুত্র কর্ণ অৰ্জুনের বাহুবল জগতে অতুলনীয় বুঝিয়া, ক্রুদ্ধ
হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

তিনি তখন অৰ্জুননিক্ষিপ্ত বেগশালী সেই সকল বাণ প্রতিহত করিয়া উচ্চ
স্বরে সিংহনাদ করিলেন ; সৈন্তরা সে ঘটনার প্রশংসা করিল ॥১৫॥

তখন কর্ণ বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! যুদ্ধে তোমার বাহুবল, অনবসন্নতা এবং
এই শস্ত্র ও অস্ত্র নিবারণ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম ॥১৬॥

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! তুমি কি সাক্ষাৎ ধনুর্বেদ, না পরশুরাম, না ইন্দ্র, না সাক্ষাৎ
বিষ্ণু, আত্মগোপনের জন্য এই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক
আমার সহিত যুদ্ধ করিলে ? ॥১৭—১৮॥

কারণ, আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্র কিংবা পাণ্ডব অৰ্জুন ব্যতীত অন্য
কোন পুরুষই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না” ॥১৯॥

তমেবংবাদিনং তত্র ফাল্গুনঃ প্রত্যভাষত ।

নাম্মি কৰ্ণ ! ধনুর্বেদো নাম্মি রামঃ প্রতাপবান্ ॥২০॥

ব্রাহ্মণোহস্মি যুধাং শ্রেষ্ঠ ! সৰ্ব্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ।

ব্রাহ্মে পৌরন্দরে চান্দ্রে নিষ্ঠিতো গুরুশাসনাৎ ॥২১॥

স্থিতোহস্ম্যাগ্ রণে জেতুং স্থাং বৈ বীর ! স্থিরো ভব ।

নির্জিতোহস্মীতি বা ক্রহি ততো ব্রজ যথাস্বপ্নম্ ॥২২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তাথ কৰ্ণস্ত ধনুশ্চিচ্ছেদ পাণ্ডবঃ ।

ততোহন্যত্বনুরাদায় সংযোদ্ধুং সন্দধে শরম্ ॥২৩॥

দৃষ্ট্বা তচ্চাপি কৌন্তেয়শ্চিহ্না তত্বনুরাশুগৈঃ ।

তথা বৈকৰ্ত্তনং কৰ্ণং বিভেদ সমরেহজ্জুনঃ ॥২৪॥

ততঃ কৰ্ণস্ত রাধেয়শ্চিমধম্না মহাবলঃ ।

শরৈরতীববিক্রাসঃ পলায়নমথাকরোৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

তমিতি । ফাল্গুনোহজ্জুনঃ ॥২০॥

ব্রাহ্মণ ইতি । পৌরন্দরে ঐন্দ্রে । নিষ্ঠিতঃ শিক্ষিতঃ, গুরোঃ শাসনাচুপদেশাৎ ॥২১॥

স্থিত ইতি । নির্জিতত্বয়াহং পরাজিতঃ ॥২২॥

এবমিতি । পাণ্ডবোহজ্জুনঃ । সন্দধে কৰ্ণ ইতি শেষঃ ॥২৩॥

দৃষ্টেতি । আশুগৈর্বাণৈঃ । বিভেদ বিব্যাধ ॥২৪॥

কৰ্ণ এইরূপ বলিলে, অজ্জুন প্রত্যস্তরে করিলেন—“কৰ্ণ ! আমি ধনুর্বেদও নহি, প্রতাপশালী পরশুরামও নহি ॥২০॥

যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ! আমি সমস্ত অস্ত্রভেদে মধ্যে শ্রেষ্ঠ একজন ব্রাহ্মণ ; গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও ঈশ্র অস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছি ॥২১॥

বীর ! আজ তোমাকে জয় করিবার জন্য যুদ্ধে অবস্থান করিতেছি, তুমি স্থির হও ; অথবা বল যে পরাজিত হইয়াছি, পরে ইচ্ছানুসারে চলিয়া যাও” ॥২২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—এই কথা বলিয়া অজ্জুন কৰ্ণের ধনু ছেদন করিলেন । তাহার পর কৰ্ণ অশ্রু ধনু লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য বাণ সন্ধান করিলেন ॥২৩॥

তাহা দেখিয়া অজ্জুন বাণ দ্বারা সে ধনুও ছেদন করিয়া যুদ্ধে কৰ্ণকে বিদ্ধ করিলেন ॥২৪॥

(২২) ...যুধাং শ্রেষ্ঠঃ... । (২২) কুম্ভচিৎ দ্বিতীয়ার্দ্ধে নাস্তি ।

(২৩) ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন দৃশ্যন্তে ।

পুনরায়ান্মুহূর্তেন গৃহীত্বা সশরং ধনুঃ ।
 ববর্ষ শরবর্ষানি পার্শ্বং বৈকর্তনস্তথা ॥২৬॥
 তানি বৈ শরজালানি কৌন্তেয়োহভ্যহনচ্ছরৈঃ ।
 জ্ঞাত্বা সর্বান্ শরান্ ঘোরান্ কর্ণোহধাবদ্রুতং বহিঃ ।
 ব্রাহ্মং তেজস্তদাহজয্যং মন্যমানো মহারথঃ ॥২৭॥
 অপরশ্মিন্ রণোদ্দেশে বীরৌ শল্যবৃকোদরৌ ।
 বলিনৌ যুদ্ধসম্পন্নৌ বিগ্নয়া চ বলেন চ ॥২৮॥
 অন্ত্যোন্মাত্মহয়ন্তৌ তু মন্তাবিব মহাগজৌ ।
 মুষ্টিভিজ্জানুভিশ্চৈব নিব্রন্তাবিতরেতরম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)
 বিকর্ষণাকর্ষণভ্যামভ্যাকর্ষানকর্ষণৈঃ ।
 আচকর্বতুরন্মোন্মাত্মা মুষ্টিভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ।
 ততশ্চটচটাশকঃ স্তবোরঃ সমপগত ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ছিন্নং ধনুঃস্ত সঃ ॥২৫॥

পুনরিতি । পার্শ্বমর্জুনং প্রতি । বৈকর্তনঃ কর্ণঃ ॥২৬॥

তানীতি । শরান্ বার্ষানিতি শেষঃ । অজয্যং জেতুমশক্যম্ । ঘটপাদমিহ প্ৰথম ॥২৭॥

অপরশ্মনिति । যুদ্ধং সম্পন্নৌ প্রাপ্তৌ । নিব্রন্তৌ প্রহরন্তৌ ॥২৮—২৯॥

বিকর্ষণেতি । বিকর্ষণং পুংস্তো দ্বয়ে প্রেণম্ আকর্ষণং সন্মুখে আনয়নং ভাভ্যাম্ ।

ভারতভাবদীপঃ

যশস্যাং প্রতিযুধাসে ॥১৮—২৭॥ বনোদ্দেশে রঙ্গদৃশ্যং নিবাসস্থানে, বনং নপুংসকং নীদে

ধনু ছিন্ন ও অঙ্গ অত্যন্ত বিদ্ধ হইলে, মহাবল কর্ণ পলায়ন করিলেন ॥২৫॥

তিনি মুহূর্তমধ্যে অস্ত্র ধনু ও বাণ লইয়া পুনরায় যুদ্ধে আসিলেন এবং অর্জুনের প্রতি বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

তখন অর্জুন বাণ দ্বারা কর্ণের সেই সকল বাণ প্রতিহত করিলেন, সেই সময়ে কর্ণ নিজের ভয়ঙ্কর বাণ সকল ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া, ব্রাহ্ম তেজকে অজেয় মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

সমরাক্ষণের অস্ত্র স্থানে মহাবীর শল্য ও ভীম পরস্পর আত্মান এবং মুষ্টি ও জ্ঞান দ্বারা পরস্পর আঘাত করিতে থাকিয়া দুইটা মন্ত হস্তীর স্থায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥২৮—২৯॥

(২৭) বৈশম্পায়ন উবাচ । এবমুক্তস্ত রাধেয়ো যুদ্ধাং কর্ণো স্তবর্তত । ব্রাহ্মং তেজস্তদাহজয্যং মন্যমানো মহারথঃ । ইতি পাঠঃ কতিপয়পুস্তকে । (২৮) অপরশ্মিন্ বনোদ্দেশে.... ।

(৩০) অত্র বহব এব পাঠভেদা দৃশ্যন্তে ।

পাষণসম্পাতনিভৈঃ প্রহারৈরভিজ্জ্বতুঃ ।
 মুহূর্তং তৌ তদাহম্যোন্মৎ সমরে পর্য্যকৰ্ষতাং ॥৩১॥
 ততো ভীমঃ সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং শল্যমাহবে ।
 অপাতয়ৎ কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণা জহন্মৃগদা ॥৩২॥
 তত্রাশ্চর্য্যং ভীমসেনশ্চকার পুরুষৰ্ষভঃ ।
 যচ্ছল্যং পাতিতং ভূমৌ নাবধৌঘলিনং বলৌ ॥৩৩॥
 পাতিতে ভীমসেনেন শল্যে কর্ণে চ শঙ্কিতে ।
 শঙ্কিতাঃ সৰ্ব্বরাজানঃ পরিবক্রুর্কোদরম্ ॥৩৪॥
 উচুশ্চ সহিতাস্তত্র সাধ্বিমৌ ব্রাহ্মণৰ্ষভৌ ।
 বিজ্ঞায়েতাং কজ্ঞানৌ কনিবাসৌ তথৈব চ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অভ্যাকৰ্ষো দক্ষিণে প্রেরণং নিকৰ্ষণক্ বামে প্রেরণং তৈঃ, তৎক্রিয়াস্বহৃদ্বাহবচনম্ । আচকৰ্ষতু-
 রিতি শুণ্ণ অর্থঃ । সমপত্তত অজায়ত । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩০॥

পাষণেতি । প্রহারৈশ্চপেটাঘাতাদিভিঃ । পর্য্যকৰ্ষতাং সমস্তাং কর্ষণং কৃতবন্তৌ ॥৩১॥

তত ইতি । আহবে যুদ্ধে । জহন্মৃগদাং কৌতুকাচ্চেতি ভাবঃ ॥৩২॥

তত্রৈতি । পাতিতম্ আত্মনৈব নিক্ষিপ্তম্ ॥৩৩॥

পাতিত ইতি । শঙ্কিতে অর্জুনাস্তীতে সতি । পরিবক্রুঃ প্রক্টং বেষ্টিতবস্তুঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

নিবাসালয়কাননে" ইতি মেদিনী ॥২৮—২৯॥ প্রকৰ্ষণং দূরে নোদনম্ । আকৰ্ষণম্ অর্কা-
 কৰ্ষণম্ । অভ্যাকৰ্ষণমভিমুখমাক্ষালনম্ । বিকৰ্ষণং তির্ধ্যাক্ষপাতনম্ ॥৩০—৩১॥ সমুৎক্ষিপ্য

তাহারা সমুখে দূরে প্রেরণ, নিকটে আনয়ন, দক্ষিণ পার্শ্বে প্রেরণ ও বাম পার্শ্বে
 প্রেরণ, এইরূপ পরস্পর কর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিতে
 থাকিলেন ; তাহা হইতে 'চট্‌চট্‌' শব্দ হইতে লাগিল ॥৩০॥

তাহারা কিছুকাল পাষণপাততুল্য চপেটাঘাত দ্বারা পরস্পর প্রহার করিলেন,
 তৎপরে পরস্পর আকৰ্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩১॥

তাহার পর, ভীম হস্তযুগল দ্বারা শল্যকে উত্তোলন করিয়া ভূতলে পাতিত
 করিলেন ; তখন ব্রাহ্মণেরা হাসিয়া উঠিলেন ॥৩২॥

তখন বলবান্ ভীমসেন এইটাই আশ্চর্য্য ব্যাপার করিলেন যে, বলবান্ শল্যকে
 ভূপাতিত করিয়াও বধ করিলেন না ॥৩৩॥

ভীম শল্যকে পাতিত করিলেন এবং কর্ণও আশঙ্কিত থাকিলে, সকল রাজাই
 আশঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ভীমকে পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন ॥৩৪॥

কো হি রাধাহতং কৰ্ণং শস্ত্ৰেণ যোধয়িতুং রণে ।
 অশ্বত্রে রাধাদ্রোণাচ্চ পাণ্ডবাচ্চ কিরীটিনঃ ॥৩৬॥
 কৃষ্ণাচ্চ দেবকীপুত্রাং কৃপাচ্চাপি শরশতঃ ।
 কো বা দুৰ্য্যোধনং শস্ত্ৰঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)
 তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যং বলবতাং বরম্ ।
 বলদেবাদৃতে বীরাং পাণ্ডবাচ্চ বৃকোদরাং ॥৩৮॥
 বীরাদুৰ্য্যোধনাচ্চাশ্বত্ৰঃ শস্ত্ৰঃ পাতয়িতুং রণে ।
 ক্রিয়তামবহারোহস্মাদযুদ্ধাদব্রাহ্মণসংরতাং ॥৩৯॥ (যুগ্মকম্)
 ব্রাহ্মণা হি সদা ব্রহ্মাঃ সাপরাধাপি নিতাদা ।
 অথৈতানুপলভ্যেহ পুনর্যোঃস্মাৎ হৃদ্যবং ॥৪০॥

ভারতকৌমুদী

উচুরিতি । সাধু কৃতবন্তে । ক জন্ম যয়োন্তে । পরব্রাপোবম্ ॥৩৫॥
 ক ইতি । যোধয়িতুম্ আত্মনা সহ যুদ্ধং কারয়িতুম্ । শরশতঃ পুত্রাং কৃপাদাপীতার্থঃ ।
 অশ্বত্রেতি প্রথমাস্তমবাগং মন্তব্যম্ ॥৩৬—৩৭॥
 তথৈতি । ঋতে বিনা । অবহারো নিবৃত্তিঃ । ব্রাহ্মণৈঃ সংরতাং পূর্ণাং ॥৩৮—৩৯॥
 ব্রাহ্মণা ইতি । সাপরাধাপীতি বিসর্গলোপেহপি পুনঃ সন্ধিরাধঃ । উপলভ্য পরিচিত্য ॥৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষ্ণাণ্ডুলবদপাতয়ং ॥৩২—৩৮॥ অবহারো যুদ্ধান্নিবৰ্ত্তনম্ ॥৩৯॥ সাপরাধা অপীতি সন্ধিরাধঃ ।
 অথ অথবা কালান্তরে উপলভ্য ॥৪০॥ (পাঠান্তরে) সংযুগে তৎকৰ্ম্ম কৃৎবা তৃণীভূতাবিতি
 সকলে মিলিয়া তখন বলিলেন—“এই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ দুই জন বিশেষ প্রশংসার
 কার্য্য করিয়াছেন ; এখন আমরা ইহা জানিতে চাই যে, ইহাদের কোথায় জন্ম এবং
 কোথায়ই বা নিবাস ? ॥৩৫॥

পরশুরাম, দ্রোণাচার্য্য, কৃষ্ণ, কৃপাচার্য্য এবং অর্জুন ব্যতীত অগ্নি কোন ব্যক্তি
 কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে এবং কোন ব্যক্তিই বা দুৰ্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ
 করিতে সমর্থ হয় ? ॥৩৬—৩৭॥

এক মহাবীর বলরাম, পাণ্ডব ভীমসেন ও মহাবীর দুৰ্য্যোধন ব্যতীত অগ্নি কোন
 লোক বীরশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্যকে যুদ্ধে ভূপাতিত করিতে পারে ; অতএব ব্রাহ্মণের
 সহিত যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥৩৮—৩৯॥

কারণ, ব্রাহ্মণেরা অপরাধ করিলেও তাঁহাদিগকে রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বদা
 কর্তব্য । তাঁর পর, ইহাদের পরিচয় লইয়া আনন্দিত হইয়া পুনরায় আমরা যুদ্ধ
 করিব” ॥৪০॥

(৪০) শ্লোকাৎ পরম্ অয়মধিকঃ শ্লোকঃ কচিং—“তাংস্তথাবাদিনঃ সর্বান প্রদক্ষীক্য
 কিতীশ্বরান্ । অথাত্তান্ পুরুষান্চাপি কৃৎবা তৎকৰ্ম্ম সংযুগে ।”

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তৎ কৰ্ম ভীমস্ত সৰ্বীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কুন্তীপুত্রো তৌ পরিশক্ৰমানঃ ।

নিবারয়ামাস মহীপতীংস্তান্ ধৰ্ম্মেণ লক্কেত্যনুনৌয় সৰ্ব্বান্ ॥৪১॥

এবং তে বিনিবৃত্তাস্ত যুদ্ধাদযুদ্ধবিশারদাঃ ।

যথাবাসং যযুঃ সৰ্ব্বৈ বিস্মিতা রাজসন্তমাঃ ॥৪২॥

বৃত্তো ব্রহ্মোত্তরো বঙ্গঃ পাক্ষালৌ ব্রাহ্মণৈর্হতা ।

ইতি ক্রবন্তঃ প্রযযুর্থে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৪৩॥

ব্রাহ্মণৈশ্চ প্রতিচ্ছন্নৌ রৌরবাজিনবাসিভিঃ ।

কৃচ্ছ্রেণ জগ্মতুস্তৌ তু ভীমসেনধনঞ্জয়ো ॥৪৪॥

বিমুক্তৌ জনসংবাধাচ্ছত্রভিরপরিক্রতো ।

কৃষ্ণয়ানুগতো তত্র নৃবীরৌ তৌ বিরোজতুঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তদिति । পরিশক্ৰমানঃ সন্তাবয়ন্ । লক্কা দ্রোপদীতি শেষঃ ॥৪১॥

এবমিতি । আবাসং স্বশ্রবাজধানীমনতিক্রমোতি যথাবাসম্ ॥৪২॥

বৃত্ত ইতি । ব্রহ্মাণো ব্রাহ্মণা এব উত্তরাঃ প্রধানা যস্মিন্ সঃ । বৃত্তো নিষ্পন্নঃ ॥৪৩॥

ব্রাহ্মণৈরিতি । প্রতিচ্ছন্নৌ আবৃতৌ । রৌরবাজিনবাসিভির্মৃগচৰ্ম্মপরিধায়িভিঃ ॥৪৪॥

বিমুক্তাবিতি । কৃষ্ণয়া দ্রোপজা । তৌ ভীমার্জুনৌ । ঘটনৈর্মেষৈঃ । মাতা কুন্তী

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ভীমসেনের সেই কাৰ্য্য দেখিয়া, তাঁহাদিগকে কুন্তীপুত্র মনে করিয়া, সেই সকল রাজাকে এই বলিয়া অহুনয় করিয়া বারণ করিলেন যে, “ইনি ধৰ্ম্ম অনুসারেই দ্রোপদীকে লাভ করিয়াছেন” ॥৪১॥

এই ভাবে যুদ্ধবিশারদ সেই সকল রাজা বিস্মিত হইয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি পাইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪২॥

আর, অন্য যে সকল লোক সেখানে আসিয়াছিল, তাহারাও এইরূপ বলিতে বলিতে চলিয়া গেল যে, “ব্রাহ্মণপ্রধান স্বয়ংবর সম্পন্ন হইল, দ্রোপদীকেও ব্রাহ্মণেরাই পাইলেন” ॥৪৩॥

এবং মৃগচৰ্ম্মধারী ব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত ভীম ও অৰ্জুন তাঁহাদের মধ্য হইতে কষ্টেই বাহির হইয়া গেলেন ॥৪৪॥

শক্রগণকর্তৃক অপরিক্রতদেহ মমুগ্ৰবীর ভীম ও অৰ্জুন দ্রোপদীর সহিত সেই জনসংঘ হইতে মুক্ত হইয়া, পূর্ণিমা তিথিতে মেঘমুক্ত চন্দ্র ও সূর্য্যের জায়

(৪৫)....শক্রভিঃ পরিবিক্রতো ।

পৌৰ্ণমাশ্চাং ঘনৈর্মুক্তৌ চন্দ্রসূর্য্যাবিবোধিতৌ ।

ত্বেমাং মাতা বহুবিধং বিনাশং পর্য্যচিস্তয়ৎ ॥৪৬॥

অনাগচ্ছৎসু পুত্রেসু ভৈক্ষ্যকালেহভিগচ্ছতি ।

ষাৰ্ত্তরাষ্ট্ৰৈহতা ন স্যাবিজ্জায় কুরুপুঙ্গবাঃ ॥৪৭॥

মায়াগ্নিতৈর্বা রক্ষোভিঃ সুষোৱৈর্দৃঢ়বৈরিভিঃ ।

বিপরীতং মতং জাতং ব্যাসস্তাপি মহাত্মনঃ ॥৪৮॥ (কলাপকম্)

ইত্যেবং চিস্তয়ামাস স্ততশ্চেহারতা পৃথা ।

ততঃ স্তপ্তজনপ্রায়ে হৃদ্দিনে মেঘসংপ্লুতে ॥৪৯॥

মহত্যথাপরাজে তু ঘনৈঃ সূর্য্য ইবাবৃতঃ ।

ব্রাহ্মণৈঃ প্রাবিশন্তত্র জিষ্ণুর্ভাগববেশ্য তৎ ॥৫০॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
স্বয়ংবরে পাণ্ডবপ্রত্যাগমনে ত্ৰ্যশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ‡

ভারতকৌমুদী

কৌদৃশং বহুবিধং বিনাশমিত্যাং—অনেন্টি। অভিগচ্ছতি মতি। কুরুপুঙ্গবা যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ।
এতেন যুধিষ্ঠিরনকুলসহদেবা। মাতৃরক্ষার্থং রক্ষারিক্ষমা তৎকৃত্তকারভবনাক্রমণপথে প্রতীক্শে
শ্বেতি প্রতীয়তে। রক্ষোভিঃ হিড়িম্ববকবন্ধুপ্রভৃতিভিঃ, ইতা ন স্যারিতি সঙ্কঃ। মত-
মুকম্ ॥৪৫—৪৮॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৪১—৪২॥ ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিঃ উত্তরম্ উৎকৃষ্টং যস্মিন্ স ব্রহ্মোত্তরঃ ॥৪৩—৪৬॥ অতি-

শোভা পাইতে লাগিলেন। এদিকে পুত্রেরা আসিল না, ভিক্ষা করিবার সময়ও
চলিয়া গেল, ইহা দেখিয়া কুন্তীদেবী পাণ্ডবগণের নানাবিধ অনিষ্টের আশঙ্কা করিতে
লাগিলেন ভাবিলেন—‘ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা চিনিতে পারিয়া পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করে
নাই ত ? কিংবা মায়াবী, ভয়ঙ্কর ও অক্ষুণ্ণ বৈরী রাক্ষসেরা মারিয়া ফেলে নাই ত ?
হায় ! মহাত্মা বেদব্যাসের উক্তিগুলিও কি বিপরীত হইল ?’ ॥৪৫—৪৮॥

পুত্রশ্লেহাকুল কুন্তীদেবী এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার
পর মানুষ্য যখন নিজ্রিতের জ্বায় নিজ্রিয় থাকে, সেইরূপ মেঘনিবন্ধন হৃদ্দিনে
অপরান্নশেষে অর্জুন ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মেঘাবৃত সূর্য্যের জ্বায় সেই
কুন্তিকারের গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥৪৯—৫০॥

* ‘...অষ্টাশীত্যধিক...’, ‘...নবত্যধিক...’, ‘...একনবত্যধিক...’, ‘...পঞ্চাধিক-
ষিপ্ততম...’ ইতি পাঠভেদাঃ।

চতুর্থশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গহ্বা তু তাং ভার্গবকর্মশালাং পার্থো পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবো ।

তাং যাজ্ঞসেনোঃ পরমপ্রতীতো ভিক্ষত্যথাবেদয়তাং নরাত্মো ॥১॥

কুটীগতা সা স্বনবেক্ষ্য পুত্রো প্রোবাচ ভুঙ্ক্বেতি সমেত্য সর্বে ।

পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণাং কষ্টং ময়া ভাবিতমিত্যুবাচ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । পৃথা কুন্তী । মহতি অবসিতপ্রায়ে । ঘনৈর্মেষেঃ । ব্রাহ্মণানাং কৃষ্ণদ্বগ-
চর্ম্মাবৃতত্বাদ্বনসাদৃশ্যম্ । জিহ্বুরঙ্কনঃ । ভার্গবো নাম কুন্তকারস্তস্ত বংশ ॥৪২—৫০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসদ্বিছাস্তবাগ্বীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্ব্বণি স্বয়ংবরে ত্র্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

গম্বেতি । ভার্গবো নাম কুন্তকার ইতি প্রাগেবোক্তং তস্ত কর্ম্মশালাং ভূতপূর্ব্বকর্ম্মগৃহম্ ।
এতেন তজ্জাং শালায়ামেব তেবাং বাস আসীদिति বোধ্যম্ । পার্থো ভীমার্জ্জুনো । পরম-
প্রতীতো দ্রৌপদীপাভাদভ্যন্তানন্দিতো । ভিক্ষা মাতরিয়ং ভিক্ষা আনীতা ইতি আবে-
দয়তাং ব্যজ্ঞপয়তাম্ । প্রতিদিনং যথা তদ্বদिति ভাবঃ । কৌতুকেন নর্ম্মোক্তিরূপত্বান্নাত
মিথোয্যাক্তিদোহঃ “ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি” ইতি প্রাগুক্তত্বাৎ ॥১॥

কুটীতি । কুটীগতা কুটীরাভ্যন্তরস্থিতা । সমেত্য মিলিত্বা । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । কষ্ট-
কষ্টজনকং বাক্যম্, একস্তাঃ স্ত্রিয়া বহুভিঃ পুরুষৈর্ভোগানৌচিত্যাদिति ভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

গচ্ছতি উপস্থিতে সতি ॥৪১—৪২॥ ভার্গববংশে কুলালগৃহম্ ॥৫০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্র্যশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৩॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাপ্রভাবশালী মহুগ্ৰজ্জ্যেষ্ঠ ভীম ও অর্জুন সেই
কুন্তকারের কর্ম্মশালায় যাইয়া, কুন্তীকে লক্ষ্য করিয়া, আনন্দিতচিত্তে দ্রৌপদীর
বিষয় জানাইলেন যে, “মা ! ভিক্ষা আনিয়াছি” ॥১॥

কিন্তু কুন্তী ঘরের ভিতরে ছিলেন বলিয়া ভীমার্জ্জুনকে না দেখিয়াই বলিয়া
কেলিলেন যে, “তোমরা সকলে মিলিয়াই উহা ভোগ কর।” পরে, তিনি
দ্রৌপদীকে দেখিয়া বলিলেন যে, “হার ! আমি বড়ই কষ্টের কথা বলিয়া
কেলিয়াছি !” ॥২॥

সাহস্রবীজীতা পরিচিস্তয়ন্তী তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতাম্ ।

পার্ণো গৃহীত্বোপজগাম কুন্তী যুধিষ্ঠিরং বাক্যমুবাচ চৈদম্ ॥৩॥

কুন্ত্যুবাচ ।

ইয়ন্তু কন্তা দ্রুপদস্ত রাজন্তবানুজাত্যাং ময়ি সন্নিহতা ।

যথোচিতং পুত্র ! ময়াপি চোক্তং সমেত্য ভুঙ্ক্তেতি নৃপ ! প্রমাদাৎ ॥৪॥

এতৎ কথং নানৃতমুক্তমগ্ন ময়া ভবেদ্বক্রহি যদত্র যুক্তম্ ।

পাঞ্চালরাজস্ত স্ত্রীতামধর্ম্মো ন চোপবর্ত্তেত ন বিভ্রমেচ্চ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স এবমুক্তো মতিমান্ নৃবীরো মাত্ৰা মুহূর্ত্তন্তু বিচিস্ত্য রাজা ।

কুন্তীং সমাশ্বাস্ত কুরুপ্রবীরো ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে ॥৬॥

ভারতকৌ

সেতি । অধর্ম্মাৎ দ্রৌপত্যা বহুপুরুষভোগনিবন্ধনপাপাভীতা । পরমপ্রতীতাম্ উপযুক্তপতি-
লাভাদত্যস্তপ্রীতাম্ । এতেন যুধিষ্ঠিরনকুলসহদেবা যুদ্ধাবসানং নিশম্য ভীমার্জুনাগমনাং প্রাগেব
কৃত্তকারভবনমাগতা ইত্যপি বোদ্ধব্যম্ ॥৩॥

ইয়মিতি । সন্নিহতা সমর্পিতা । যথোচিতং ভিক্ষায়েনাবেদনাৎ ॥৪॥

এতদ্বিতি । অনৃতং মিথ্যা । ন চোপবর্ত্তেত ন চাক্রমেৎ, ন বিভ্রমেচ্চ তেনাধর্ম্মেণ
নরকাদৌ ন বিচরেচ্চ, সা পাঞ্চালরাজস্তুতেতি শেষঃ ॥৫॥

স ইতি । রাজেতি যোগাতামাশ্রিত্যেকম্, পাণ্ডোরনন্তরং তন্ত্বেব রাজত্বযোগাত্মকং ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

গণ্ডেতি ১:—২। অধর্ম্মো বহুভর্ষতারূপাঃ তস্মাদ্ভীতা ১৩-৪। অধর্ম্মো বহুভর্ষতারূপাঃ,

তাহার পর, কুন্তী দ্রৌপদীর অধর্ম্মের ভয়ে ভীত হইয়া, চিন্তা করিতে থাকিয়া,
দ্রৌপদীর হস্তধারণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে এই কথা
বলিলেন ॥৩॥

কুন্তী বলিলেন—“পুত্র ! তোমার কনিষ্ঠ সহোদর ভীম ও অর্জুন এই দ্রুপদ
রাজার কন্তাটিকে আমার নিকট ভিক্ষা বলিয়া দিতে চাহিয়াছিল ; তখন আমিও
অনবধানতাবশতঃ ভিক্ষা মনে করিয়া তাহার উপযুক্ত কথাই বলিয়া ফেলিয়াছি যে,
‘তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর’ ॥৪॥

আমার এই কথা কি প্রকারে সত্য হইতে পারে ; এবিষয়ে যাহা সঙ্গত হয়,
বাহাতে ইহার পাপ না হয় এবং সেই পাপে ইনি নরকে না যান, সেইরূপ উপায়
বল” ॥৫॥

(৫) ময়া কথং নানৃতমুক্তমগ্ন ভবেৎ কুরুণায়ুযত ! ব্রবীহি... ।

ত্বয়া জিতা ফাক্তন ! যাজ্ঞসেনী ত্বযেব শোভিস্যতি রাজপুত্রী ।

প্রজ্ঞাল্যতামগ্নিরমিত্রসাহ ! গৃহাণ পাণিং বিধিবদ্ধমস্তাঃ ॥৭॥

অর্জুন উবাচ ।

মা মাং নরেন্দ্র ! ত্বমধর্মভাজং কৃথা ন ধর্মোহয়মশিতদৃষ্টঃ ।

ভবান্ নিবেশ্যঃ প্রথমং ততোহয়ং ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্ম্মা ॥৮॥

অহং ততো নকুলোহনন্তরং মে পশ্চাদয়ং সহদেবস্তরস্বী ।

বৃকোদরোহহঙ্ক যমৌ চ রাজন্ ! ইয়ঞ্চ কন্যা ভবতো নিযোজ্যাঃ ॥৯॥

এবং গতে যৎ করণীয়মত্র ধর্ম্যাং বশস্তং কুরু তর্বিচিন্ত্য ।

পাঞ্চালরাজস্য হিতঞ্চ যৎ স্ত্যাং প্রশাদি সর্বৈ স্ম বশে স্থিতাস্তে ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ত্বয়েতি । অমিত্রান্ শত্রুন্ সহত ইতি অমিত্রসহঃ কর্ম্মণ্যনি সম্বোধনম্ ॥৭॥

মেতি । অয়ং ন ধর্ম্মঃ, অপি ত্বয়ং ব্যবহারঃ অশিষ্টেষু ক্ষেচ্ছাদিষেব দৃষ্টঃ ; “জ্যেষ্ঠেহনিবিষ্টে কনীয়ান্ নির্বিশন্ পরিবেস্তা ভবতি” ইত্যাদিস্মৃতেরिति ভাবঃ । নিবেশ্যঃ পরিণয়সম্পাদনে গার্হস্থ্যধর্ম্মে গুরুভিঃ প্রবেশনীয়ঃ, জ্যেষ্ঠহাদিত্যাশয়ঃ ॥৮॥

অহমিতি । তরস্বী বলবান্ । নিযোজ্যা আদেশাঃ । অতঃ কর্তব্যমাদিশেতি ভাবঃ ॥৯॥

এবমিতি । গতে স্থিতে । প্রশাদি উপদেশ । স্মেতি পাদপূরণে ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

দ্বিত্যেক্ষ তেন অধর্ষণে তিষ্ঠাগ্‌যোনৌ পুনঃ পুনঃ বিশেষণ ভ্রমেৎ ॥৫—৭॥ ন ধর্ম্মোহয়ং দৃষ্টে

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুন্তী এইরূপ বলিলে, বুদ্ধিমান্ যুধিষ্ঠির একটু কাল চিন্তা করিয়া এবং কুন্তীকে আশ্বস্ত করিয়া অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—॥৬॥

“অর্জুন ! তুমিই দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছ ; সুতরাং এই রাজকন্যা তোমাতেই শোভা পাইবেন । অতএব তুমি অগ্নি প্রজ্জালিত কর এবং যথাবিধানে তুমিই ইহার পাণি গ্রহণ কর” ॥৭॥

অর্জুন বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি আমাকে অধর্ম্মভাগী করিবেন না, ইহা ধর্ম্ম নহে, এরূপ ব্যবহার অশিষ্ট জনেই দেখা যায় । প্রথমে আপনি বিবাহ করিবেন, তৎপরে ভীম বিবাহ করিবেন ॥৮॥

তাহার পরে আমি, তৎপরে নকুল এবং তাহার পরে সহদেব বিবাহ করিবে । ভীম, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই কন্যা, আমরা সকলেই আপনার আজ্ঞাবহ ॥৯॥

এইরূপ হইলে, এবিষয়ে যাহা ধর্ম্মসঙ্গত ও যশের কারণ বলিয়া কর্তব্য হয়, আপনি চিন্তা করিয়া তাহাই করুন, আর যাহা পাঞ্চালরাজের হিত হয়, সে বিষয়ে উপদেশ দিন, আমরা সকলেই আপনার বশে রহিয়াছি” ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জিহ্বোর্বচনমাজ্জায় ভক্তিস্নেহসমম্মিতম্ ।
 দৃষ্টিং নিবেশয়ামাহুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১১॥
 দৃষ্ট্বা তে তত্র পশ্যন্তীং সৰ্ব্বে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্ ।
 সম্প্রাক্ষ্যাত্মোত্তমাসীনা হৃদয়েস্তামধারয়ন্ ॥১২॥
 তেবাস্ত দ্রোপদীং দৃষ্ট্বা সৰ্ব্বেষামমিতৌজসাম্ ।
 সম্প্রমথ্যেন্দ্রিয়গ্রামং প্রাতুৱাসীন্মনোভবঃ ॥১৩॥
 কাম্যং হি রূপং পাঞ্চাল্যা বিধাত্ৰা বিহিতং স্বয়ম্ ।
 বভূবধিকমগ্ৰাভ্যঃ সৰ্ব্বভূতমনোহরম্ ॥১৪॥
 তেষামাকারভাবজঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 দ্বৈপায়নবচঃ কৃৎস্নং সস্মার মনুজবৰ্ভঃ ॥১৫॥
 অত্রবীৎ স হি তান্ ভ্রাতৃন্ মিথো ভেদভয়াম্ পঃ ।
 সৰ্ব্বেষাং দ্রোপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা ॥১৬॥

ভারহকৌমুদী

জিহ্বোরিতি । দৃষ্টিং নিবেশয়ামাহুঃ, তদ্বক্ষীজ্ঞানেন তদভিপ্রায়জ্ঞানার্থম্ ॥১১॥
 দৃষ্টেতি । পশ্যন্তীং সৰ্ব্বানুব পাণ্ডবানিতি শেষঃ । অধারয়ন্ পত্নীয়েন ॥১২॥
 তেষামিতি । সম্প্রমথ্য বিজিত্য । মনোভবঃ কামঃ ॥১৩॥
 কাম্যমিতি । কাম্যং সৰ্ব্বপুরুষবাহুনীয়ম্ । অগ্ৰাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ ॥১৪॥
 তেষামিতি । তেষাং ভ্রাতৃণাম্, আকারঃ ভৰ্গ্যঃ ভাবমভিপ্রায়ক জ্ঞানার্থীতি মঃ । দ্বৈপায়নবচঃ
 দ্বিধিষ্টাধিকশততমোহধ্যায়োক্তং ব্যাসবচনম্ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন পাণ্ডবগণ অৰ্জুনের কথাগুলিকে ভাঙি ও
 স্নেহযুক্ত বুঝিয়া দ্রোপদীর উপরে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥১১॥

তখন দ্রোপদী সমস্ত পাণ্ডবকেই দেখিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া তাহারা সকলেই
 পরস্পর মুখাবলোকন করিয়া দ্রোপদীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন ॥১২॥

তখন দ্রোপদীকে দেখার পরে তাহাদের সকলেরই ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় করিয়া
 প্রবল কামবেগ উপস্থিত হইল ॥১৩॥

কারণ, স্বয়ং বিধাতাই দ্রোপদীর রূপটিকে সমস্ত পুরুষেরই স্পৃহণীয় করিয়া সৃষ্টি
 করিয়াছিলেন ; তাহাতেই সেইরূপ অগ্ৰাগ্ৰ স্ত্রী হইতে অধিক এবং সকলেরই
 মনোহর ছিল ॥১৪॥

মনুজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, ভীমপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণের ভৰ্গী ও অভিপ্রায় বুঝিয়া বেদব্যাসের
 সমস্ত উক্তি শ্রবণ করিলেন ॥১৫॥

(১৬) ইতঃ পরমধ্যায়সমাপ্তিঃ কচিং ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভ্রাতুর্কচস্তং প্রসমীক্য সর্কে জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডোন্তনয়ান্তদানৌম্ ।
 তমেবার্থং ধ্যায়মানা মনোভিঃ সর্কে চ তে তস্মৈরদীনসভাঃ ॥১৭॥
 যুধিঃপ্রবীরস্ত কুরুপ্রবীরান্ আশংসমানঃ সহরৌহিণেয়ঃ ।
 জগাম তাং ভার্গবকর্শ্মশালাং যত্রাসতে তে পুরুষপ্রবীরাঃ ॥১৮॥
 তত্রোপবিষ্টং পৃথুদীর্ঘবাহুং দদর্শ কৃষ্ণঃ সহরৌহিণেয়ঃ ।
 অজাতশত্রুং পরিবার্য তাংশ্চাপ্যুপোপবিষ্টান্ জ্বলনপ্রকাশান্ ॥১৯॥
 ততোহব্রবৌবান্ভদেবোহভিগম্য কুন্তীমুতং ধর্মভ্রাতাং বরিষ্ঠম্ ।
 কৃষ্ণোহহমস্মীতি নিপীড়্য পাদৌ যুধিষ্ঠিরস্তাজমৌঢ়স্ত রাজ্ঞঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

অব্রবীদিতি । স যুধিষ্ঠিরঃ । মিথো ভেদভয়াৎ পরস্পরৈকতাভঙ্গভয়াৎ ॥১৬॥
 ভ্রাতুরিতি । প্রসমীক্য পর্যালোচ্য । অদীনসভা অকুত্ৰাধাবসারাঃ ॥১৭॥
 যুধীতি । যুধিঃপ্রবীরঃ কৃষ্ণঃ । আশংসমানঃ সম্ভাবয়ন্ । রৌহিণেয়েন বলরামেণ সহৈতি
 সহরৌহিণেয়ঃ । আসতে তিষ্ঠন্তি, তে পাণ্ডবাঃ ॥১৮॥
 তজ্জৈতি । অজাতশত্রুং যুধিষ্ঠিরম্ । তান্ ভীমাদীন্ । জ্বলনপ্রকাশান্ অগ্নিত্বাভীন ॥১৯॥
 তত ইতি । নিপীড়্য প্রণামায় ধৃষ্ম । আজমৌঢ়স্ত অজমৌঢ়কুলোৎপন্নস্ত ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

অয়ং কঃ যং মাং ভবান্ অশিষ্ট শাসিতবান্, নিবেশঃ বিবাহঃ ॥৮—১৫॥ ভেদভয়াৎ যস্ত

তাহার পর তিনি পরস্পর ভেদের ভয়ে ভ্রাতৃগণকে বলিলেন—“কল্যাণী দ্রৌপদী
 আমাদের সকলেরই ভাৰ্য্যা হইবেন” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন ভীমপ্রভৃতি পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা
 পর্যালোচনা করিয়া, মনে মনে সেই বিষয়ই চিন্তা করিতে থাকিয়া অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥১৭॥

এই সময়ে কৃষ্ণ সেই পাঁচটা পুরুষকে পঞ্চপাণ্ডব মনে করিয়া বলরামের সহিত
 কুন্তকারের সেই কর্শ্মশালায় আসিলেন, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতে
 ছিলেন ॥১৮॥

কৃষ্ণ বলরামের সহিত সেখানে আসিয়া দেখিলেন—স্থূল ও দীর্ঘবাহু যুধিষ্ঠির
 বসিয়া আছেন, আর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভীমপ্রভৃতি
 উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন ॥১৯॥

তাহার পর, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন
 —“আমি কৃষ্ণ” ॥২০॥

তথৈব তস্তাপ্যনু রৌহিণ্যস্তৌ চাপি হৃষ্টাঃ কুরবোহভ্যনন্দন ।
 পিতৃষশ্চাপি যদুপ্রবীরাবগৃহতাং ভারতমুখ্য ! পাদৌ ॥২১॥
 অজাতশত্রুশ্চ কুরুপ্রবীরঃ পপ্রচ্ছ কৃষ্ণং কুশলং বিলোক্য ।
 কথং-বয়ং বাহুদেব ! ভুয়েহ গূঢ়া বসন্তো বিদিতাশ্চ সৰ্কে ॥২২॥
 তমব্রবীরাহুদেবঃ প্রহস্য গূঢ়োহপ্যগ্নির্জায়ত এব রাজন ! ।
 তং বিক্রমং পাণ্ডবেয়ানতীত্য কোহন্যঃ কৰ্ত্তা বিগতে মানু্ষেষু ॥২৩॥
 দিষ্ট্যা সৰ্কে পাবকাহিপ্রমুক্তা যুয়ং ঘোরাং পাণ্ডবাঃ শক্রসাহাঃ ।
 দিষ্ট্যা পাপো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ সহামাত্যো ন সকামোহভবিষ্যৎ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তথৈতি । অহু পশ্চাৎ, রৌহিণ্যে বসন্তোহপি, তথৈব কৃষ্ণবদেব, তস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত পাদৌ
 নিপীড়্য রামোহস্মীত্যব্রবীদিত্যর্থঃ । হৃষ্টাঃ কুরবো যুধিষ্ঠিরাদয়শ্চাপি, তৌ রামকৃষ্ণৌ, অভ্যনন্দন
 যথাযোগ্যম্ আশীঃপ্রণামাত্ম্যামাদৃতবন্তঃ । যদুপ্রবীরৌ রামকৃষ্ণৌ, পিতৃষশ্চ কুন্ত্যশ্চাপি পাদৌ
 অগৃহতাম্ ॥২১॥

অজাতেতি । অজাতশত্রুযুধিষ্ঠিরঃ । গূঢ়া গুপ্তা অপি বিদিতা ইত্যপি পপ্রচ্ছ ॥২২॥

তমিতি । তং লক্ষ্যভেদাদিরূপম্ । অতীত্য বিনেত্যর্থঃ । কহেতি ত্বনুপ্রত্যয়ঃ ॥২৩॥

দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন । শক্রসাহাঃ শক্রবেগসহনযোগ্যাঃ । অভবিষ্যদভূৎ ॥২৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রৌপদৌ তন্তেতরে শত্রবঃ স্থারিতি ভেদঃ ॥১৬—১৭॥ রৌহিণ্যে বসন্তোহপি ॥১৮—২৩॥

তাহার পর, বলরামও কৃষ্ণেরই মত যুধিষ্ঠিরের চরণ ধারণ করিয়া বলিলেন—
 “আমি বলরাম ।” তখন পাণ্ডবেরাও আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য আদর
 করিলেন । তাৎপরে রাম ও কৃষ্ণ পিতৃষসা কুন্তীদেবীরও চরণ ধারণ করিলেন ॥২১॥

তদনন্তর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন
 এবং বলিলেন—“কৃষ্ণ ! আমরা সকলেই এখানে গুপ্তভাবে বাস করিতেছি, তুমি
 কি করিয়া জানিলে ?” ॥২২॥

তখন কৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন—“মহারাজ ! অগ্নি গুপ্তভাবে থাকিলেও
 জানা যায় । পাণ্ডব ব্যতীত মানুষের মধ্যে অস্ত্র কোন্ ব্যক্তি সেইরূপ বিক্রম
 প্রকাশ করিতে পারে ? ॥২৩॥

শত্রুগণের বেগ সঙ্করী আপনারা সকলেই ভাগ্যবশতঃ সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি
 হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ; আর ভাগ্যবশতই পাণ্ডবরা দুর্ঘ্যোজন মন্ত্রীদের সহিত
 সকল কাম হয় নাই ॥২৪॥

ভদ্রং বোহস্ত্র নিহিতং যদগুহায়াং বিবর্দ্ধধ্বং জ্বলনা ইবৈধমানাঃ ।

মা বো বিদ্যাঃ পার্থিবাঃ কেচিদেব যাস্ত্যাবহে শিবিরায়ৈব তাবৎ ।

সোহনুজ্জাতঃ পাণ্ডবেনাব্যয়শ্চীঃ প্রায়াচ্ছীত্বং বলদেবেন সার্কম্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
স্বয়ংবরে রামকৃষ্ণগমনে চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:—

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পাঞ্চাল্যঃ পৃষ্ঠতঃ কুরুনন্দনৌ ।

অঙ্গগচ্ছত্তদা যাস্তৌ ভার্গবস্ত্র নিবেশনে ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রমিতি । গুহায়ামশ্বাকমস্ত্যকরণে । জ্বলনা বহুয়ঃ, এধমানাঃ কাঠৈর্বর্দ্ধমানাঃ । বো
যুমান্, বিদ্যাঃ পাণ্ডবতয়া জানীযুঃ । জ্ঞানার্থকাঙ্ক্ষির্দেব্ধন্য আৰ্হঃ । অব্যয়শ্চীঃ অবিনশ্বরলক্ষীকঃ,
স কৃষ্ণঃ । পাণ্ডবেন যুধিষ্ঠিরেণ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাপ্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি স্বয়ংবরে চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

পূৰ্ব্বঃ বৃদ্ধান্তমাহ—পৃষ্ঠেতি । তদা যুদ্ধজয়াং পরম্, পাঞ্চাল্যঃ পাঞ্চালরাজপুত্রো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ,

ভারতভাবদীপঃ

শত্রুসাহাঃ শত্রুবেগস্ত মোচ্যঃ ॥২৪॥ যৎ ভদ্রং গুহায়াং বৃদ্ধৌ বো নিহিতং তৎ বোহস্ত্র ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৪॥

—:—

আমাদের মনে যেকরূপ রহিয়াছে, আপনাদের সেইরূপ মঙ্গল হউক ; বর্দ্ধমান
অগ্নির মত আপনারা বৃদ্ধি লাভ করুন এবং কোন রাজাই যেন আপনাদিগকে
জানিতে না পারেন । আমরা এখনই শিবিরে যাইব ।” তাহার পর, অক্ষয়লক্ষ্মী
কৃষ্ণ বলরামের সহিত যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে সস্তর চলিয়া গেলেন ॥২৫॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ভীম ও অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যখন সেই

* ‘...উননবত্যধিক...’, ‘...একনবত্যধিক...’, ‘...তিননবত্যধিক...’, ‘...ষড়্ভূমিক-
বিশততম...’ ইতি পাঠভেদাঃ । (১) ...ভার্গবস্ত্র নিবেশনম্ ।

সোহজ্জায়মানঃ পুরুষানবধায় সমন্ততঃ ।

স্বয়মারামিলীনোহভূদ্বার্গবস্ত্র নিবেশনে ॥২॥

সায়ঞ্চ ভীমস্ত্র বিপুপ্রমাথী জিহ্বূর্যমৌ চাপি মহানুভাবৌ ।

ভৈক্ষ্যং চরিহা তু যুধিষ্ঠিরায় নিবেদয়াঞ্চকুরদীনসত্বাঃ ॥৩॥

ততস্ত্ব কুন্তী ঋপদাভ্রজাং তামুবাচ কালে বচনং বদন্ত্য ।

স্বমগ্রমাদায় কুরুষ ভদ্রে ! বলিঞ্চ বিপ্রায় চ দেহি ভিক্ষাম্ ॥৪॥

যে চান্নমিচ্ছন্তি দদস্ব তেভ্যঃ পরিশ্রিতা যে পরিতো মনুষ্যাঃ ।

ততশ্চ শেষং প্রবিভজ্য শীঘ্রম্ অর্দ্ধং চতুর্ধা মম চাত্মনশ্চ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ভার্গবস্ত্র কুন্তকারস্ত্র, নিবেশনে ভবনে, যাত্তৌ গচ্ছন্তৌ, কুরুনন্দনৌ ভীমাঙ্কুনৌ, পৃষ্টতঃ, অথগচ্ছৎ গুপ্তভাবেন সহাগচ্ছৎ, তয়োঃ পরিচয়লাভার্থমিতি ভাবঃ ॥১॥

ন ইতি । ভীমাঙ্কুনাভ্যামজ্জায়মানঃ ন ধৃষ্টদ্যায়ঃ, সমন্ততঃ কুন্তকারভবনস্ত সন্ধ্যায় দিক্ষু, পুরুষান্ স্বসহচরান্, অবধায় তয়োঃ কার্যপার্থ্যবেক্ষণার্থং সংস্থাপ্য, ভার্গবস্ত্র নিবেশনে, স্বয়ম্, আরাং তয়োঃ সমীপ এব, নিলীনঃ প্রচ্ছন্নোহভূৎ ॥২॥

সায়মিতি । জিহ্বূরজ্জুনঃ । যমৌ নকুলসহদেবৌ । অদীনসত্বা অনন্নাধাবসায়ঃ ॥৩॥

তত ইতি । কালে আত্মনা পাকাং পরম্ । অগ্রম্ অনাগ্রভাগম্ । বনিং দেবোপহারম্ ॥৪॥

য ইতি । পরিশ্রিতা ভোজনার্থমবস্থিতাঃ । পরিতঃ সমস্তাঃ । শেষমবশিষ্টমন্নম্, প্রপাদ্যর্দ্ধং প্রবিভজ্য, তয়োরেকমর্দ্ধঞ্চ চতুর্ধা চতুর্ভাগম্, মমাগ্রে একভাগম্, আত্মনোত্তরে

ভারতভাবদীপঃ

ধৃষ্টদ্যায় ইতি ॥১॥ সঃ অজ্জায়মানঃ পাণ্ডবৈরিততৈশ্চ, আরাং সমীপে ॥২-৩॥ অগ্রঃ প্রথমমাদায় বনিং কুরুষ ভিক্ষাঞ্চ দেহি ॥৩॥ পরিশ্রিতাঃ অতো অন্নোপভোজিনঃ, চতুর্ধা মম কুন্তকারের বাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যায় তাঁহাদের পিড়নে পিড়নে গিয়াছিলেন ॥১॥

তিনি তাঁহাদের অজ্ঞাতভাবে যাইয়া, সেই বাড়ীর সকল দিকে লোক রাখিয়া, নিজে নিকটে কোন স্থানে গুপ্তভাবে রহিলেন ॥২॥

তাহার পর, শত্রুহস্তা ভীম ও অর্জুন এবং উদারচেতা নকুল ও সহদেব—এই অধাবসায়ী চারি ভ্রাতা সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া আসিয়া সেই ভিক্ষাগ্ন সকল যুধিষ্ঠিরের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥৩॥

তৎপরে উদারস্বভাবা কুন্তীদেবী তাহা পাক করিয়া দ্রোণদীকে বলিলেন—
“ভদ্রে ! তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতাদিগকে উপহার এবং ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা দাও ॥৪॥

অর্দ্ধস্থ ভীমায় চ দেহি ভদ্রে ! য এষ নাগর্ষভতুল্যরূপঃ ।
 গৌরো যুবা সংহননোপপন্ন এসো হি বৌরো বলভূক্ সর্দৈব ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 সা হৃষ্টরূপৈব তু রাজপুত্রৌ তস্তাঃ বচঃ সাধু বিশঙ্কমানা ।
 যথাবদুস্তং প্রচকার সাধ্বী তে চাপি সর্কে বৃদ্ধুস্তদন্নম্ ॥৭॥
 কুশৈশ্চ ভূমৌ শয়নঞ্চকার মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবস্তরস্বী ।
 অথান্বকীয়ান্নজিনানি সর্কে সংস্তীৰ্য্য বীরাঃ স্নমুপুর্ধ্বণ্যাম্ ॥৮॥
 অগস্ত্যকান্তামভিতো দিশস্ত শিরাংসি তেষাং কুরুসন্তমানাম্ ।
 কুন্তী পুরস্তাত্ত্ব বভূব তেষাং পাদান্তরে চাপ বভূব কৃষ্ণা ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চৈকভাগং সমুদায়েন খড়্গা প্রবিভজ্যেত্যর্থঃ । নাগর্ষভতুল্যরূপো হস্তিশ্রেষ্ঠসমানাকৃতিঃ ।
 সংহননোপপন্নো বিশালশরীরম্ ॥৫—৬॥

মেতি । সা দ্রৌপদী রাজপুত্র্যপি হৃষ্টরূপৈব, ন পুনস্তাদৃশাদেশেন বিষন্নরূপেত্যর্থঃ । এতেন
 তস্তা অতিমহৎ সূচিতম্, “বিকারহেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ” ইতি
 শ্রায়াৎ । সাধু বিশঙ্কমানা পতিপরিচর্যাদিবিষয়কত্বাৎ সর্দৈব তর্কয়ন্তী । অশনার্থেহপি বৃদ্ধুয়িতি
 পরশ্চৈপদমার্বম্ ॥৭॥

কুশৈরিতি । শয়নং শয়্যাম্ । তরস্বী বলবান্ । আন্বকীয়ানি স্বকীয়ানি ॥৮॥

অগস্ত্যোতি । অগস্ত্যস্ত কান্তাং প্রিয়াং দক্ষিণাম্ । অতএব তস্ত তদাশ্রয়ণমিতি ভাবঃ ।

আন, যে সকল লোক সকল দিকে ভোজনার্থী হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকেও
 দাও ; তাহার পর যাহা থাকিবে, তাহা দুই ভাগ কর, তাহার এক ভাগকেও আবার
 চারি ভাইয়ের জন্ত চারি ভাগ, আমার এক ভাগ এবং তোমার নিজের এক ভাগ—
 এইরূপ ছয় ভাগ কর । তা'র পর, এই যিনি শ্রেষ্ঠ হস্তীর শ্রায় বলিষ্ঠাকৃতি,
 গৌরবর্ণ, যুগ্ম এবং বিশালদেহ, এই ভীমকে সেই অর্দ্ধ দাও । কেন না, ইনি
 মহাবীর কি না, তাই সর্বদাই অধিক ভোজন করিয়া থাকেন” ॥৫—৬॥

সচ্চরিত্রা দ্রৌপদী কুন্তীদেবীর কথাগুলিকে ভাল বলিয়াই মনে করিলেন ; তাই
 তিনি রাজকন্যা হইয়াও আনন্দিত হইয়াই কুন্তীর আদেশানুরূপ কার্য্য করিলেন ;
 তখন পাণ্ডবেরা সকলেও সেই অন্ন ভোজন করিলেন ॥৭॥

তা'র পর, সহদেব ভূতলে কুশময় শয্যা রচনা করিলেন ; পরে পাণ্ডবেরা সকলে
 তাহার উপরে আপন আপন মৃগচর্ম্ম আস্ত্রত করিয়া তাহার উপরে ভূতলেই শয়ন
 করিলেন ॥৮॥

(৭) সা হৃষ্টরূপৈব তু...সাধুবিশঙ্কমানা... । (৮) যথান্বকীয়ান্নজিনানি...

(৯) অগস্ত্যকান্তামভিতঃ...

অশেত ভূমৌ সহ পাণ্ডুপুত্রৈঃ পাদোপধানীব কৃতা কুশেষু ।
 ন তত্র দুঃখং মনসাপি তস্তা ন চাবমেনে কুরুপুঙ্গবাস্তান্ ॥১০॥
 তে তত্র শূরাঃ কথয়াস্বভুবুঃকথা বিচিত্রাঃ পৃতনাধিকারাঃ ।
 অস্ত্রাণি দিব্যানি রথাংশ্চ নাগান্ খড়্গান্ শরাংশ্চাপি পরশ্বাংশ্চ ॥১১॥
 তেষাং কথাস্তাঃ পরিকীর্ত্যমানাঃ পাঞ্চালরাজস্য হুতন্তদানীম্ ।
 শুশ্রাব কৃষ্ণাঞ্চ তদা নিষগ্নাং তে চাপি সর্বে দদৃশুম্নুয্যাঃ ॥১২॥
 ধৃষ্টদ্যুম্নো রাজপুত্রস্ত সর্বং বৃত্তং তেষাং কথিতকৈব রাত্নৌ ।
 সর্বং রাজ্ঞে দ্রুপদায়াখিলেন নিবেদয়িষ্ঠ্যংস্বরিতো জগাম ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অভিতঃ প্রতি । পুংস্তাং অগ্রতঃ শিরোদেশে । পাদান্তরে পাদত উত্তরে দেশে । বভূব
 শয়িতেভ্যভয়ত্রাপি শেষঃ ॥১০॥

অশেতেতি । পাদা উপধীয়ন্তে স্থাপ্যন্তে অস্ত্রামিতি পাদোপধানী পাদোপদর্হ ইব ।
 মনসাপীতাপিশঙ্কাদেহেনাপি ন । নাবমেনে চ দুঃখবস্তদেহপি নাবজ্ঞাতবতী, স্ত্রীণাং পতাত্ত-
 সারিদ্ধনিয়মাদিত্যাশয়ঃ ॥১০॥

ত ইতি । পৃতনাধিকারাঃ সেনাবিষয়াঃ । অস্ত্রাদীনধিকৃত্য চেতি শেষঃ ॥১১॥

তেষামিতি । নিষগ্নাং সর্বেষাং পাদতলে স্থিতাম্ । অপিশঙ্কাং ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ দদর্শ ॥১২॥

ধৃষ্টেতি । বৃত্তং বৃত্তান্তম্, কথিতমুক্তিজাতঞ্চ । অখিলেন প্রকারেণ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

চান্মনশ্চেতি অর্ধং ষোড়া অর্ধং ত্রীমায়েত্যর্থঃ ॥৫॥ সংহননোপপন্নঃ দৃঢ়ঃ পুষ্টিচ ॥৬॥ সাদৃশ-
 মানা স্বস্ত্র শ্রেয়স্কর্কয়ন্তী । “শব্দা ত্রাসে বিতর্কে চ” ইতি মেদিনী ॥৭—৮॥ অগস্ত্যোন শাস্ত্রা
 শিক্ষিতা তাং দক্ষিণাম্ অভিতঃ সর্কেহপি দক্ষিণাশিরসঃ পুংস্তাং শিরোদেশেস্তন, পাদান্তরে
 পাদসমীপপ্রদেশে ॥১০॥ পাদোপধানীব সর্কেষাং পাদস্পর্শং লভ্যমানা, কুশেষু কুশাসনেষু ॥১০॥

পাণ্ডবগণের মস্তক দক্ষিণ দিকে থাকিল, কুন্তী তাঁহাদের মাথার উপরে এবং
 দ্রৌপদী তাঁহাদের চরণের নিম্নে শয়ন করিলেন ॥৯॥

দ্রৌপদী সেইভাবে শয়ন করিলে, পাণ্ডবেরা যেন তাঁহাকে পা-বালিস
 করিলেন ; তাহাতেও দ্রৌপদীর শরীরে বা মনে কোন দুঃখ হইল না এবং তিনি
 পাণ্ডবগণকে কোন অবজ্ঞা করিলেন না ॥১০॥

পাণ্ডবেরা সেইভাবে শয়ন করিয়া সৈন্তবিষয়ে নানাবিধ কথোপকথন করিতে
 লাগিলেন এবং দিব্য অস্ত্র, রথ, হস্তী, তরবারি, বাণ ও পরশু সম্বন্ধে আলোচনা
 করিতে থাকিলেন ॥১১॥

তখন তাঁহাদের সেই সমস্ত কথাই ধৃষ্টদ্যুম্ন শুনিতে লাগিলেন এবং তিনি ও
 তাঁহার সঙ্গের লোকেরা দ্রৌপদীকে সেই অবস্থায় থাকিতে দেখিলেন ॥১২॥

পাণ্ডালরাজ্যস্থ বিষধরূপস্তান্ পাণ্ডুবানপ্রতিবিন্দমানঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নং পর্যাপৃচ্ছমহাত্মা ক সা গতা কেন নীতা চ কৃষা ॥১৪॥

কচ্চিন্ন শূদ্রেণ ন হীনজেন বৈশ্ণেয়ন বা করদেনোপপন্ন।

কচ্চিৎ পদং মূর্দ্ধি ন পঙ্কদিগ্নঃ কচ্চিন্ন মালা পতিতা শ্মশানে ॥১৫॥

কচ্চিৎ সর্বগপ্রবরো মনুষ্য উদ্ভিক্তবর্ণোহপ্যুত এব কচ্চিৎ ।

কচ্চিন্ন বামো মম মূর্দ্ধি পাদঃ কৃষ্ণাভিমর্ষণে কৃতোহগ্ৰ পুত্র ! ॥১৬॥

কচ্চিন্ন তপ্যে পরমপ্রতীতঃ সংযুজ্য পার্থেন নরবভেণ ।

বদন্ত তত্বেন মহানুভাব ! কোহসৌ বিজেতা দুহিতুর্মমাগ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডাপতি । পাণ্ডুবান্ অপ্রতিবিন্দমানঃ পাণ্ডবতয়া পরিচয়মলভমানঃ ॥১৪॥

কচ্চিদিতি । “কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে” ইত্যমরঃ । হীনজেন অস্ত্যজেন চাণ্ডালাদিনি ।

উপপন্ন প্রাপ্তা, ইতি কচ্চিৎ বেদিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ । পঙ্কদিগ্নঃ কৰ্দমলিপ্তম্ ॥১৫॥

কচ্চিদিতি । সর্বগপ্রবরঃ ক্ষত্রিয়প্রধানঃ । উদ্ভিক্তবর্ণঃ শ্রেষ্ঠজাতিব্রাহ্মণঃ তাং গৃহীতবানিতি শেষঃ । কৃষ্ণায়া দ্রৌপত্যা অভিমর্ষণে ভার্য্যাতয়া স্পর্শেন, কৃতো হীনজেন ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

পুত্নাদিকারাঃ সেনাধীশযোগাঃ ॥১১—১৩॥ অপ্রতিবিন্দমানঃ অজানন্ ॥১৪॥ মূর্দ্ধি পদং হীনবর্ণযোগাৎ, বৈষ্ণপক্ষে তু ন পাতিতাম্, শূদ্রপক্ষে তু “পত্না হবা তৎ শ্মশানং যচ্ছূদ্র” ইতি শূদ্রস্ত পাদবৃত্তশ্মশানবৃত্তপক্ষে, তত্র মালাবৎ সূক্ষ্মারী মালা ন পতিতেতি স্পষ্টমুক্তম্ ॥ ৫॥ সর্বগপ্রবরঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠঃ, উদ্ভিক্তবর্ণো ব্রাহ্মণঃ, মূর্দ্ধি পাদস্ত বেষমাজেণ ব্রাহ্মণস্বা-
নিচ্ছ্যাৎ, শৌঘাচ্চ চ কর্ণৈকলবায়োঃ স্তব্ধশূদ্রয়োঃপি দৃষ্টবাং সম্ভাবিতঃ ॥১৬॥ কচ্চিদিতি

রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত এবং কথোপকথন রাত্রির মধ্যেই
ঋপদরাজাকে সর্বপ্রকারে জানাইবেন বলিয়া সত্তর চলিয়া গেলেন ॥১৩॥

এদিকে ঋপদ রাজা পাণ্ডবগণকে চিনিতে না পারিয়া বিষম হইয়া রহিয়াছিলেন,
তাই ধৃষ্টদ্যুম্ন উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“দ্রৌপদী
কোথায় গেল ? কে তাঁহাকে লইয়া গেল ? ॥১৪॥

করদাতা কোন হীনজাতি, কোন শূদ্র বা কোন বৈষ্ণ দ্রৌপদীকে লইয়া যায়
নাই ত ? কেহ আমার মস্তকে কৰ্দমলিপ্ত চরণ বিগ্ৰস্ত করে নাই ত ? কিংবা ফুলের
মালা শ্মশানে পড়িয়া যায় নাই ত ? ॥১৫॥

যে দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছে, সে কোন প্রধান ক্ষত্রিয় ত ? কিংবা কোন
ব্রাহ্মণ ত ? পুত্র ! আজ কোন হীন লোক দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া আমার
মস্তকে বাম চরণ বিগ্ৰস্ত করে নাই ত ? ॥১৬॥

বিচিত্রবীৰ্য্যস্ত সূতস্ত কচ্চিৎ কুরুপ্রবীরস্ত দ্বিয়স্তি পুত্রাঃ ।

কচ্চিত্তু পার্থেন যবীয়সাহস্র ধনুর্গৃহীতং নিহতঞ্চ লক্ষ্যম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি স্বয়ংবরে
ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রত্যাগমনে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

(১৩ । বৈবাহিকপৰ্ব্ব ।)

ষড়শীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তথোক্তঃ পরিহৃষ্টরূপঃ পিত্রে শশংসাথ স রাজপুত্রঃ ।

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সোমকানাং প্রবহো বৃত্তং যথা যেন হতা চ কৃতা ॥১॥

ভারতাকৌমুদী

কচ্চিদিতি । পরমপ্রতীতঃ অতীবানন্দিতঃ । পার্থেনার্জুনেন সংযুজ্য কৃতাং যোজয়িত্বা ॥১৭॥

বিচিজেতি । সূতস্ত পাণ্ডাঃ । দ্বিয়স্তি অবতিষ্ঠন্তে । পরশ্চৈপদমার্থম্ । যবীয়সা কনিষ্ঠেন,

পার্থেন পৃথাপুত্রোণার্জুনেন । নিহতং ভিত্ত্বা নিপাতিতম্ ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতাকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি স্বয়ংবরে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তত ইতি । সোমকানাং সোমকবংশীয়ানাং মধ্যে প্রবহঃ প্রধানঃ । যথা বৃত্তং জাতম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

কামপ্রবেদনে, পার্থেন সংযুজ্য পরমপ্রতীতঃ অত্যন্তদ্রষ্টোহসি তাদৃশশৌৰ্য্যস্বাত্ম্যসম্ভবাৎ ॥১৭॥

দ্বিয়স্তি জীবন্তি ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮॥

আমি অনুতপ্ত হইব না ত ? নরশ্রেষ্ঠ অৰ্জুনের সহিত জ্যৌপদীকে সম্মিলিত
করিয়া দিয়া বিশেষ সম্ভট হইব ত ? ধৃষ্টদ্যুম্ন ! যথার্থ বল, কোন্ ব্যক্তি আজ আমার
কণ্ঠটাকে জয় করিয়া লইয়া গেল ? ॥১৭॥

বিচিত্রবীৰ্য্যের পুত্র কুরুবংশপ্রধান পাণ্ডুর পুত্রগণ জীবিত আছেন ত ? কুন্তীদেবীর
কনিষ্ঠপুত্র অৰ্জুনের আজ ধনু ধারণ করিয়া লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন ত ? ॥১৮॥

* ‘...নবত্যাধিক...’, ‘...বিনবত্যাধিক...’, ‘...চতুর্নবত্যাধিক...’, ‘...সপ্তাধিকদ্বিশততম...’

ইতি পাঠান্তরাণি ।

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

যোহসৌ যুবা ব্যায়তলোহিতাক্ষঃ কৃষ্ণাজিনী দেবসমানরূপঃ ।

যঃ কাম্যুকাগ্র্যং কৃতবানধিজ্যং লক্ষ্যাক্ষ যঃ পাতিতবান্ পৃথিব্যাম্ ॥২॥

অসঙ্কমানশ্চ ততস্তরস্বী রতো দ্বিজাঐগ্র্যরভিপূজ্যমানঃ ।

চক্রাম বজ্রীব দিতেঃ স্নতেষু সর্বেষশ্চ দেবৈ ঋষিভিশ্চ জুষ্ণৈঃ ॥৩॥

কৃষ্ণা প্রগৃহ্যাজিনমম্ময়ান্তং নাগং যথা নাগবধুঃ প্রহৃষ্টা ।

অমৃগমাণেষু নরাধিপেষু ক্রুদ্ধেষু বৈ তত্র সমাপতৎস্ব ॥৪॥ (বিশেষকম্)

ততোহপরঃ পার্থিবসংঘমধ্যে প্রবৃদ্ধমারুজ্য মহীপ্ররোহম্ ।

প্রকালয়ন্নেব স পার্থিবৌদান্ ক্রুদ্ধোহস্তকঃ প্রাণভূতো যথৈব ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

য ইতি । ব্যায়তে সূদীর্ঘে লোহিতে অক্ষিণী চক্ষুযী যস্মৈ সঃ, কৃষ্ণাজিনী কৃষ্ণমৃগচর্মধারী । অধিজ্যম্ আরোপিতগুণকম্ । অসঙ্কমানো বীরাস্তরেণ সঙ্গমকুর্বন্ একাক্যেবেত্যর্থঃ । তরস্বী বলবান্ । দ্বিজাঐগ্র্যরভিপূজ্যৈঃ । চক্রাম জগাম । বজ্রী ইন্দ্রঃ । জুষ্ণৈঃ সেবিতঃ । অজিনং তস্তৈব চর্ম । নাগং হস্তিনম্ । নাগবধুঃ হস্তিনী । অমৃগমাণেষু কৃষ্ণাগ্রহণমসহমানেষু, অতএব সমাপতৎস্ব আক্রমণায়াগচ্ছৎস্ব সংস্ব ॥২—৪॥

তত ইতি । অপরঃ কশিচছীরঃ । প্রবৃদ্ধং বিশালম্, মহীপ্ররোহং বৃক্ষম্, আক্রুজ্য ভঙ্ক্ত্বা । প্রকালয়ন্নেব মন্দয়ন্নেব, ভমম্বয়াদিত্যন্তকর্মঃ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ সেইরূপ বলিলে, সোমকবংশশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন পিতার নিকট যথাবৎ বৃত্তান্ত এবং যিনি দ্রৌপদীকে লইয়া গিয়াছেন, তাহা বলিতে লাগিলেন ॥১॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন—“যে যুবকের নয়নযুগল সূদীর্ঘ ও রক্তবর্ণ, যিনি কৃষ্ণমৃগের চর্ম ধারণ করিয়াছিলেন, ঐহার রূপ দেবতার তুল্য, যিনি সেই বিশাল ধনুতে গুণারোপণ করিয়াছিলেন এবং লক্ষ্যভেদ করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন ; আর, যে বলবান্ যুবক ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত ও আদৃত হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণসেবিত দেবরাজ যেমন অসুরগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেন, সেইরূপ একাকীই শক্রগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তখন অসহিষ্ণু রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিতে আসিতে থাকিলেও, হস্তিনী যেমন হস্তীর অনুসরণ করে, সেইরূপ দ্রৌপদী তাঁহারই মৃগচর্ম ধারণ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥২—৪॥

তৎপরে অগ্নি কোন বীর বিশাল একটা বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া, যম যেমন

তৌ পার্শ্ববানানং মিবতাং নরেন্দ্র ! কৃষ্ণামুপাদায় গতৌ নরাগ্র্যৌ ।
 বিভ্রাজমানাবিব চন্দ্রসূর্য্যৌ বাহ্যং পুরাস্ত্যার্গবকর্ম্মশালাম্ ॥৬॥
 তত্রোপবিষ্টার্চির্বিবানলশ্চ তেষাং জনিত্রৌতি মম প্রতর্কঃ ।
 তথাবিধৈরেব নরপ্রবীরৈরুপোপবিষ্টৈর্দ্রাভর্গ্যকল্পৈঃ ॥৭॥
 তস্ত্যাস্ততস্ত্যাবভিবাগ্যাদাবুক্ত্য চ কৃষ্ণা হ্রিভিবাদয়েতি ।
 স্থিতাক্ষ তত্রৈব নিবেগ কৃষ্ণাং ভিক্ষাপ্রচারায় গত নরাগ্র্যাঃ ॥৮॥
 তেষাস্তু ভৈক্ষ্যং প্রতিগৃহ্য কৃষ্ণা দত্ত্বা বলিং ব্রাহ্মণসাক্ষ কৃত্বা ।
 তাক্ষৈব বুদ্ধাং পরিবেশ্য তাংশ্চ নরপ্রবীরান্ স্বয়মপ্যভূঙক্ত ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । মিবতাং পশুতাম্ । বাহ্যং বহিঃ স্থিতাম্ । ভার্গবস্ত কুন্তকানস্ত কর্ম্মশালাম্ ॥৬॥
 তত্রৈতি । অর্চিঃ শিখৈব । জনিত্রৌ জননী । তথাবিধৈরুপোপবিষ্টৈর্দ্রাভর্গ্যকল্পৈঃ ॥৭॥
 তস্ত্য ইতি । তৌ যুদ্ধজয়িনৌ যুবকৌ । ভিক্ষাপ্রচারায় ভিক্ষার্থনিচরণায় ॥৮॥
 তেষামিতি । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষয়া লব্ধং বুদ্ধয়া পক্ষপাশম্ । বলিং দেবোপহাশম্ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । প্রবর্হ উক্তমঃ ॥১—৪॥ মহাপ্ররোহং বৃক্ষম্ ॥৫—৭॥ উক্তা তাত্যামিতি

প্রাণিগণকে মর্দন করেন, তেমন রাজগণকে মর্দন করিতে থাকিয়া, সেই যুবকেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন ॥৫॥

মহারাজ ! সেই মহাবীর দুই জনই রাজগণের সমক্ষে দ্রৌপদীকে লইয়া চন্দ্র ও সূর্য্যের স্থায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া, নগরের বাহিরে ভার্গবনামক কোন কুন্তকাকারের কর্ম্মশালায় গিয়াছেন ॥৬॥

সেখানে অগ্নিশিখার স্থায় একটি মহিলা বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদের জননী হইবেন বলিয়াই আমার ধারণা । কারণ, সেই যুদ্ধবিজয়ী বীর দুইটির মতই আর তিনটি অগ্নিতুল্য তেজস্বী বীর সেই মহিলাটিকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিয়াছিলেন ॥৭॥

তাহার পর, যুদ্ধবিজয়ী সেই যুবক দুই জন যাইয়া সেই মহিলার চরণে নমস্কার করিয়া দ্রৌপদীকে বলিলেন—“তুমিও নমস্কার কর ।” তখন দ্রৌপদী নমস্কার করিয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকিলে, তাহার বিষয় জানাইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে চারি জন ভিক্ষা করিতে গেলেন ॥৮॥

তাঁহারা ভিক্ষা করিয়া আনিলেন, বৃদ্ধা তাহা পাক করিলেন ; তখন দ্রৌপদী

সুপ্তাস্ত তে পার্থিব ! সৰ্ব্ব এব কৃষ্ণা চ তেমাং চরণোপধানী ।

আসীৎ পৃথিব্যাং শয়নঞ্চ তেমাং দৰ্ভাজিনাগ্রাস্তরণোপপন্নম্ ॥১০॥

তে নৰ্দমানা ইব কালমেঘাঃ কথা বিচিত্রাঃ কথ্যাম্ভবুঃ ।

ন বৈশ্বশূদ্রোপয়িকৌ কথাস্তা ন চ দ্বিজানাং কথয়ন্তি বীরাঃ ॥১১॥

নিঃসংশয়ং কৃত্রিয়পুঙ্গবাস্তে যথা হি যুদ্ধং কথয়ন্তি রাজন্ ! ।

আশা হি নো ব্যক্তমিয়ং সমৃদ্ধা মুক্তান্ হি পার্থান্ শৃণুমোহগ্নিদাহাৎ ॥১২॥

যথা হি লক্ষ্যং নিহতং ধনুশ্চ সজ্যাং কৃতং তেন তথা প্রসহ্য ।

যথা চ ভাষন্তি পরম্পরং তে ছন্না ধ্রুবং তে প্রচরন্তি পার্থাঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

সুপ্তা ইতি । চরণোপধানী চরণতলে শয়িত্বাং চরণোপবহঁ ইবাসীৎ । পৃথিব্যাং ভূতলে । শয়নং শয্যা । দৰ্ভেষু কুশেষু যৎ অজিনাগ্রাস্তরণং তেন উপপন্নং যুদ্ধম্ ॥১০॥

ত ইতি । কালমেঘাঃ সজলস্রাৎ কৃষ্ণবর্ণা মেঘা ইব, নৰ্দমানা গন্তীরস্বরেণ ভ্রবন্তঃ । বৈশ্বশূদ্রয়োৰোপয়িকৌ উপায়বিষয়াস্তয়োৰ্যোগ্যাঃ । দ্বিজানাং ব্রাহ্মণাঞ্চ যোগ্যা ন চ ॥১১॥

নিরিতি । নঃ অশ্বাকম্, ব্যক্তং ধ্রুবম্, সমৃদ্ধা সম্পূর্ণা । হি যশ্মাৎ ॥১২॥

যথেনি । ছন্না শুপ্তাঃ, তে পঞ্চ, পার্থাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ, ধনুঃ সজ্যাদাদিকরণেন মহা-বীরত্বপ্রকাশাৎ অস্ত্রাদিবিধয়ালাপাৎ পঞ্চসংখ্যাকত্বাৎ ছন্নতয়া প্রচরণাচ্ছেতি ভাবঃ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

শেষঃ ॥৮॥ ব্রাহ্মণমাং ব্রাহ্মণাধীনম্ ॥৯॥ দৰ্ভাণাম্ অজিনাগ্রম্ উপর্য্যাজিনঞ্চ তদাস্তরণং চেতি

সেই অন্ন লইয়া প্রথমে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে দিয়া, পরে সেই বৃদ্ধাকে ও সেই বীর কয়টাকে পরিবেশন করিয়া দিয়া নিজেও খাইলেন ॥৯॥

মহারাজ ! তাহার পর তাঁহারা সকলেই শয়ন করিলেন, আর দ্রৌপদী তাঁহাদের পা-বালিসের মত রহিলেন । তাঁহাদের শয্যা ভূতলেই নিশ্চিত হইয়াছিল, প্রথমে কুশ পাতিয়া তাহার উপরে মৃগচর্ম্ম আস্তৃত করা হইয়াছিল ॥১০॥

তখন তাঁহারা সজল মেঘের ছায় গন্তীর স্বরে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সে বীরগণ ব্রাহ্মণ, বৈশ্ব বা শূত্রের উপযোগী কথোপকথন করেন নাই ॥১১॥

মহারাজ ! তাঁহারা যেরূপ যুদ্ধবিষয়ে কথোপকথন করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা নিশ্চয়ই কৃত্রিয়শ্রেষ্ঠ । তাহা হইলে, আমাদের আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইয়াছে । কারণ, আমরা শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা অগ্নিদাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন ॥১২॥

তার পর, সেই যুবক সেইরূপ বলপ্রয়োগপূর্ব্বক যখন ধনুতে শুনারোপণ

ততঃ স রাজা দ্রুপদঃ প্রহৃষ্টঃ পুরোহিতং প্রেষয়ামাস তেষাম্ ।
 বিত্তাম যুজ্ঞানিতি ভাষমাণো মহাত্মানঃ পাণ্ডুস্ততাঃ স্ব কচ্চিৎ ॥১৪॥
 গৃহীত্বাক্যো নৃপতেঃ পুরোধা গজা প্রশংসামভিধায় তেষাম্ ।
 বাক্যং সমগ্রং নৃপতেৰ্যথাবদ্ববাচ চানুক্রমবিক্রমেণ ॥১৫॥
 বিজ্ঞাতুমিচ্ছত্যবনৌথরো বঃ পাঞ্চালরাজো বরদো বরাহাঃ ! ।
 লক্ষ্যস্ত ভেত্তারমিমং হি দৃষ্ট্ৱ। হর্বশ্চ নাস্তং প্রতিপত্তে সঃ ॥১৬॥
 আখ্যাত চ জ্ঞাতিকুলানুপূৰ্বাং পদং শিরঃস্থ দ্বিষতাং কুরুধ্বম্ ।
 প্রহ্লাদয়ধ্বং হৃদয়ং মমেদং পাঞ্চালরাজস্য চ সানুগস্য ॥১৭॥
 পাণ্ডুর্হি রাজা দ্রুপদস্য রাজ্ঞঃ প্রিয়ঃ সখা চাত্ত্বসমো বভূব ।
 তস্মৈষ কামো লুহিতা মমেয়ং স্মৃষা যদি স্মাদিহ কৌরবস্য ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তেষাং সমীপে । বিত্তাম বিদ্যাম, জ্ঞানার্থকবিদের্দগ্নপ্রত্যয় আৰ্ধঃ । কচ্চিৎ যুৎ
 মহাত্মানঃ পাণ্ডুস্ততাঃ স্ব ইতি ভাষমাণ উপদিশন্ প্রেষয়ামাস ॥১৪॥
 গৃহীতেতি । অনুক্রমস্ত পৌৰ্ব্বাপর্য্যস্ত বিক্রমেণ বিজ্ঞাসেন উপদেশক্রমেণেত্যর্থঃ ॥১৫॥
 বিজ্ঞাতুমিতি । হে বরাহাঃ ! উত্তমগৃহাসনাদিযোগ্যাঃ ! । প্রতিপত্ততে প্রাপ্নোতি ॥১৬॥
 আখ্যাতেনিতি । আখ্যাত কৃত । জ্ঞাতিকুলয়োরাহুপূৰ্বাং পূৰ্ব্বপুরুষাদিকম্ ॥১৭॥

করিয়াছেন এবং লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, আবার তাঁহারা ঘেরূপ যুদ্ধবিষয়ে পরস্পর
 আলাপ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—নিশ্চয়ই তাঁহারা পাণ্ডব, গোপনে
 বিচরণ করিতেছেন ॥১৩॥

তাঁহার পর, দ্রুপদ রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহাদের নিকট পুরো
 হিতকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দিলেন যে, আপনি যাইয়া বলিবেন—“আপনাদের
 পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা কি মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র” ? ॥১৪॥

তখন পুরোহিত রাজার আদেশ পাইয়া, সেখানে যাইয়া, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন
 করিয়া, রাজার উপদেশ অনুসারে তাঁহার সমস্ত কথাই বলিলেন—॥১৫॥

“মহাশয়গণ ! লোকের অভিলাষপূরক পাঞ্চালরাজ আপনাদের পরিচয়
 জানিতে ইচ্ছা করেন ; কেন না, লক্ষ্যভেদকারী এই যুবকটাকে দেখিয়া তিনি
 আনন্দের অন্ত পাইতেছেন না ॥১৬॥

আপনারা আপনাদের জ্ঞাতি ও বংশের আনুপূৰ্ব্বিক বিবরণ বলুন, শত্রুর মস্তকে
 চরণ সমর্পণ করুন এবং আমার ও সানুচর পাঞ্চালরাজের হৃদয় আনন্দিত
 করুন ॥১৭॥

অয়ং হি কামো দ্রুপদস্য রাজ্ঞো হৃদি স্থিতো নিত্যমনিন্দিতাঙ্গাঃ ! ।

যদৰ্জ্জুনো বৈ পৃথুদৌৰ্ব্বাহুর্ধর্ষেণ বিন্দেত স্ততাং মমৈতাম্ ॥১৯॥

কৃতং হি তং স্ম্যং স্কৃতং মমেদং নশশ্চ পুণ্যঞ্চ হিতং তদেতৎ ।

তথোক্তবাক্যং হি পুরোহিতং স্থিতং ততো বিনীতং সমুদীক্ষ্য রাজা ॥২০॥

সমীপতো ভীমমিদং শশাস প্রদীয়তাং পাণ্ডুমৰ্য্যং তথাস্মৈ ।

মাতৃঃ পুরোধা দ্রুপদস্য রাজ্ঞস্তস্মৈ প্রযোজ্যাভ্যধিকা হি পূজা ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভীমস্ততস্তৎ কৃতবান্ নরেন্দ্র ! তাকৈব পূজাং প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ ।

স্বথোপবিষ্টস্ত পুরোহিতং তদা যুধিষ্ঠিরো ব্রাহ্মণমিত্যবাচ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডুরিতি । কামোহভিলাষঃ । সূৰ্য্যাপুত্রবধুঃ । কৌরবস্ত পাণ্ডোঃ ॥১৯॥

অয়মিতি । হে অনিন্দিতাঙ্গাঃ ! সৰ্ব্বাঙ্গশূলরাঃ ! । ধর্ষেণ ক্ষত্রিয়াচারেণ । বিন্দেত
লভেত ॥১৯॥

কৃতমিতি । তদ্বদং কৃতম্, স্কৃতং সৃষ্টং কৃতং স্ম্যং । উক্তং বাক্যং যেন তম্ । রাজা
যুধিষ্ঠিরঃ । সমীপতঃ স্থিতিমিতি শেখঃ । শশাস আদিদেশ । প্রযোজ্যা কর্তব্য ॥২০—২১॥

ভীম ইতি । তং পাণ্ডাদিদানম্ । প্রতিগৃহ্য হর্ষাৎ স্বথোপবিষ্টমিতি সঙ্কঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

সমাসঃ ॥১০—১৩॥ বিজ্ঞাং বেদিতুমিচ্ছামঃ ॥১৪—১৬॥ আখ্যাত কথয়ত ॥১৭—২২॥

পাণ্ডুরাজা দ্রুপদরাজার অভিন্নহৃদয় প্রিয় সখা ছিলেন ; স্মৃতরাং দ্রুপদরাজার
এই ইচ্ছা যে, আমার এই কণ্ঠাটী পাণ্ডুরাজার পুত্রবধু হউক ॥১৮॥

হে সৰ্ব্বাঙ্গশূলর পুরুষগণ ! দ্রুপদরাজার মনে সৰ্ব্বদাই এই অভিলাষ
রহিয়াছে যে, শূল ও দৌৰ্ব্বাহু অৰ্জ্জুন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে আমার এই কণ্ঠাটীকে
লাভ করিবেন ॥১৯॥

আমি যদি তাঁহাকে এই কণ্ঠাটী দান করিতে পারি, তবে বড়ই ভাল কাজ
করা হইবে এবং তাহাতে আমার যশ, পুণ্য ও মঙ্গল হইবে ।” এই কথা বলিয়া
পুরোহিত বিরত হইলে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যুধিষ্ঠির নিকটবর্ত্তী ভীমকে
বিনীতভাবে এই আদেশ করিলেন—“ভীম ! ইহাকে পাণ্ড ও অৰ্ঘ্য দান কর ।
কারণ, দ্রুপদরাজার পুরোহিত আমাদের বিশেষ পূজনীয় ; স্মৃতরাং তাঁহাকে
বিশেষভাবে পূজা করাই আমাদের উচিত” ॥২০ - ২১॥

মহারাজ ! তাহার পর ভীমসেন সেই ভাবে পূজা করিলেন ; তখন সেই
পুরোহিত সেই পূজা গ্রহণ করিয়া আনন্দে মুখে উপবেশন করিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে
এই কথা বলিলেন—॥২২॥

পাঞ্চালরাজেন স্তুতা নিম্ফটা স্বধৰ্মদৃষ্টেন যথা ন কামাং ।
 প্রদিক্টশুল্কা দ্রুপদেন রাজ্ঞা সা তেন বীরেণ তথামুত্বতা ॥২৩॥
 ন তত্র বর্ণেষু কৃতা বিবক্ষা ন চাপি শীলে ন কূলে ন গোত্রে ।
 কৃতেন সজ্যেন হি কাম্যুর্কেণ বিক্লেব লক্ষ্যেণ হি সা বিন্ফটা ॥২৪॥
 সেয়ং তথানেন মহাত্মনেহ কৃষ্ণা জিতা পার্থিবসংঘমধ্যে ।
 নৈবং গতে সৌমিকিরণ রাজা সস্তাপমহতাত্মন্যায় কর্তৃন্ম ॥২৫॥
 কামশ্চ যোহসৌ দ্রুপদস্ত রাজ্ঞঃ স চাপি সম্পৎস্রতি পার্থিবস্ত ।
 সম্প্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকণ্ঠ্যমিমামহং ব্রাহ্মণ ! সাধু মন্ত্রে ॥২৬॥
 ন তদ্রমূর্মন্দবলে ন শক্যং মৌৰ্ব্য্য সমাযোজয়িতুং তথা হি ।
 ন চাকুতাদ্বেণ ন হীনজেন লক্ষ্যং তথা পাতয়িতুং হি শক্যন্ম ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

পাঞ্চালেন্দি । নিম্ফটা নিম্ফটং দাতুমিষ্টা । স্বধৰ্মদৃষ্টেন নিয়মেন । প্রদিক্টং নিদিক্টং শুভং
 লক্ষ্যভেদরূপঃ পণো যন্তাঃ সা । তেনাজ্জুনেন, অমুত্বতা অমুত্বতা ॥২৩॥
 নেতি । বর্ণেষু ব্রাহ্মণাদিষু, বিবক্ষা বিশেষকথনেচ্ছা । বিন্ফটা দাতুমিষ্টা ॥২৪॥
 সেতি । অনেনেত্যজ্জুননিদেশঃ । এবং গতে স্থিতে সতি, সৌমিকিঃ সৌমিকবংশসম্ভূতো
 দ্রুপদঃ, অস্মাকমপাত্মন্যায় সস্তাপং কর্ত্বুং নাইতি, তথৈব পণনাং ॥২৫॥
 কাম ইতি । সম্পৎস্রতি সকলো ভবিষ্যতি, জেতুরস্ত রাজপুত্রাদ্যদেবেতি ভাবঃ । হে
 ব্রাহ্মণ ! অহমিমাং নরেন্দ্রকণ্ঠ্যাম্ অনেন জেত্বা সাধু সমাক্ সম্প্রাপ্যরূপাং মন্ত্রে ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

শুভং মূল্যপণম্, তেনৈব অমুত্বতা অমুত্বতা ॥২৩॥ তদেবাহ—কৃতেনেতি ॥২৪॥ সৌমিকিঃ

“মহাশয় ! দ্রুপদরাজা আপন ক্ষত্রিয়ধর্ম অমুসারেই কণ্ঠ্য দান করিতে ইচ্ছা
 করিয়াছিলেন, কেবল ইচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া নহে ; তাই তিনি যে পণ নির্দেশ
 করিয়াছিলেন, সেই বীর সেই পণেরই অনুসরণ করিয়াছেন ॥২৩॥

কিন্তু দ্রুপদরাজা সে বিষয়ে জাতি, কুল, শীল বা বংশ—ইহার কোনটাই বলিতে
 ইচ্ছা করেন নাই, কেবল ধনুতে গুণারোপণ করা এবং লক্ষ্যভেদ করা—এই মাত্র পণ
 রাখিয়াই কণ্ঠ্য দান করিবার ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন ॥২৪॥

এই মহাত্মা, রাজাদের মধ্যে সেই ভাবেই এই দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছেন ।
 এমন অবস্থায় দ্রুপদরাজা আমাদেরও দুঃখ জন্মাইবার জন্য অমুতাপ করিতে
 পারেন না ॥২৫॥

দ্রুপদরাজার ঐ যে অভিলাষ, তাহাও সম্পন্ন হইবে এবং এই রাজকন্যাটীও
 ইহারই সর্বথা প্রাপ্য ইহা আমি মনে করি ॥২৬॥

(২৫) এক গতে সৌমিকিঃ... । (২৬) অপ্রাপ্যরূপাং হি নরেন্দ্রকণ্ঠ্যাম্..

তন্ম্যম তাপং দুহিতুর্নিমিত্তং পাঞ্চালরাজোহহতি কৰ্ত্তুমশু ।

ন চাপি তৎপাতনমশুথেহ কৰ্ত্তুং হি শক্যং ভূব মানবেন ॥২৮॥

এবং ক্রবত্যেব যুধিষ্ঠিরে তু পাঞ্চালরাজশ্চ সমীপতোহশুঃ ।

তত্রাজগামাসু নরো দ্বিতীয়ো নিবেদয়িশ্চমিহ সিদ্ধমমম ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি
বৈবাহিকে পুরোহিতযুধিষ্ঠিরসংবাদে ষড়শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

অথ যশ্চয়ং জ্ঞেতা দুৰ্ব্বলো হীনজাতিৰ্কা সাদিতাহ—নেতি । মন্দবলেনান্নশক্তিঃ । মৌৰ্ব্ব্য
গুণেন । অকৃতান্তেন অশিক্ষিতাশ্চৈব, হীনজেন হীনজাতিনা জনেন ॥২৭॥

তন্মাদিতি । তন্মাৎ জেতুরমন্দবলত্বাৎ কৃতান্তত্বাৎ অহীনজাতিত্বাচ্চ । অশুখাশ্চেন অশুপি
দুৰ্য্যোধনপক্ষাবগমভয়েন যুধিষ্ঠিরস্তাস্মাগোপনমিদম্ ॥২৮॥

এবমিতি । ইহ যুধিষ্ঠিরাদিসমীপে । অন্নং সিদ্ধম্ অমীমাংস ভোজনায় নিষ্পন্নম্ ॥২৯॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বৈবাহিকে ষড়শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

ক্রপদঃ ॥২৫॥ সস্ত্রাপ্যরূপাম্ অশ্বাকং যোগ্যশ্বরূপাম্ ॥২৬—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষড়শীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৮॥

—:~:—

কারণ, সেই ধনুতে গুণ আরোপণ করা দুৰ্ব্বলের অসাধ্য এবং সেই লক্ষ্যভেদ
করিয়া পাতিত করা অশিক্ষিত বা হীনজাতির পক্ষে অসাধ্য ॥২৭॥

অতএব কস্তার জন্ত ক্রপদরাজ্য অশুতাপ করিতে পারেন না । কেন না,
এই জগতে ইনি ভিন্ন অশু লোক সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া পাতিত করিতে
পারে না ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময়ে ক্রপদরাজার নিকট হইতে আর
একটি লোক ‘অন্ন প্রস্তুত হইয়াছে’ ইহা জানাইবার জন্ত সশ্বর সেখানে উপস্থিত
হইল ॥২৯॥

—:~:—

* ‘...একনবত্যধিক...’, ‘...তিননবত্যধিক...’, ‘...চতুর্নবত্যধিক...’, ‘...অষ্টাধিক-
বিশততম...’ ইতি পাঠান্তরানি ।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

দূত উবাচ ।

জ্ঞানার্থমন্নং দ্রুপদেন রাজ্ঞা বিবাহহেতোরুপসংস্কৃতঞ্চ ।

তদাপ্নুবধ্বং কৃতসৰ্ব্বকাৰ্য্যাঃ কৃষ্ণাঞ্চ তত্রৈব চিরং ন কাৰ্য্যম্ ॥১॥

ইমে রথাঃ কাঞ্চনপদ্মচিত্রাঃ সদশ্বযুক্তা বহুধাশিপাহাঃ ।

এতান্ সমারুহ্য পঠৈত সৰ্ব্বৈ পাঞ্চালরাজস্তু নিবেশনং তৎ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রয়াতাঃ কুরুপুঙ্গবাস্তে পুরোহিতং তং পরিযাপ্য সন্দেশে ।

আস্থায় যানানি মহান্তি তানি কুন্তী চ কৃষ্ণা চ সহৈকয়ানে ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

জ্ঞোতি । জ্ঞপদেন রাজ্ঞা, বিবাহহেতোঃ বিবাহস্ত সাক্ষ্যতাসম্পাদনার্থম্ । বিবাহে হি বরকস্তাপক্ষভোজনমঙ্গলম্ । এতেন যুধিষ্ঠিরস্তোষণনিবৃত্তিঃ কৃত্য । জ্ঞার্থং বর-বধূ-জ্ঞাতি-প্রিয়-ভৃত্য-হিতাদীনাং ভোজনার্থম্, “জ্ঞো বরবধূজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যাহিতেহপি চ” ইতি বিশ্বঃ, অন্নম্ উপসংস্কৃতং প্রস্তুতম্ ; যুগং কৃতসৰ্ব্বকাৰ্য্যাঃ সম্পাদিতপ্রাতঃকৃত্যাদিসৰ্ব্বকৰ্ম্মাণঃ সমস্তঃ, তত্রৈব দ্রুপদভবন এব, তৎ অন্নম্, কৃষ্ণাং দ্রৌপদীক, আপ্নুবধ্বং প্রাপ্নুত । আস্থানেপদং দিকংগান্তরকাৰ্ণম্ । চিরং ন কাৰ্য্যং অত্র বিষয়ে বিলম্বো ন কর্তব্যঃ ॥১॥

ইম ইতি । কাঞ্চনপদ্মচিত্রা আশ্রয়্যাঃ । বহুধাশিপাহা রাজযোগ্যাঃ । পঠৈত আগচ্ছত ॥২॥

তত ইতি । পরিযাপ্য রাজভবন এব প্রস্থাপ্য । আস্থায় আকুহ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

জ্ঞার্থমিতি । জ্ঞার্থং বরপক্ষীয়জনার্থম্, কৃষ্ণাঞ্চ তত্রৈবাপ্নুবধ্বং পাণিগ্রহণবিধিনা । কৃষ্ণা চেতি পাঠে, আগ্নোতু অন্নং ভবদীয়ত্বাৎ ভবন্তিঃ সহৈবৈতি ভাবঃ ॥১-২॥ পরিযাপ্য

দূত বলিল—“মহাশয়গণ ! দ্রুপদরাজা নিজ কস্তার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্ত বরপক্ষ ও কস্তাপক্ষের ভোজনের নিমিত্ত অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন ; সুতরাং আপনারা প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সেই খানেই যাইয়া সেই অন্ন ভোজন করুন এবং দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুন, বিলম্ব করিবেন না ॥১॥

স্বৰ্ণপদ্মখচিত এবং উৎকৃষ্ট অশ্বযুক্ত রাজার যোগ্য এই রথ কয়খানি আনিয়াছি, আপনারা ইহাতে আরোহণ করিয়া পাঞ্চালরাজের গৃহে আগমন করুন” ॥২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পুরোহিতকে আগে পাঠাইয়া দিয়া,

শ্রদ্ধা তু বাক্যানি পুরোহিতস্ত যান্যাক্তবান্ ভারত ! ধর্মরাজঃ ।

জিজ্ঞাসয়ৈবাথ কুরুভমানাং দ্রব্যাগ্যনেকান্ত্যুপসংজ্ঞহার ॥৪॥

ফলানি মাল্যানি চ সংস্কৃতানি বর্ষ্যানি চর্ম্মানি তথাসনানি ।

গাশ্চৈব রাজস্বং চৈব রজ্জুবীজানি চাত্যানি কৃশীনিমিত্তন্ ॥৫॥

অন্যেষু শিল্পেষু চ যান্যপি ত্র্যঃ সর্বাণি কৃত্যাত্মখিলেন তত্র ।

কৌড়ানিমিত্তান্যপি যানি তত্র সর্বাণি তত্রোপজ্ঞহার রাজা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

অন্তেষু । ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ, যানি বাক্যানি উক্তবান্ ; পুরোহিতস্ত মুখাৎ তানি বাক্যানি
কৃষা, তৈরপি ব্যক্তিনির্ণয়ভাবাৎ, কুরুভমানাং তেষাম্, জিজ্ঞাসয়া জাতুমিচ্ছয়া, অনেকানি
ব্রাহ্মণাদিষিজ্ঞাতিত্ৰয়যোগ্যানি দ্রব্যানি, উপসংজ্ঞহার উপহারার্থনুপস্থাপিতবান্ দ্রুপদ ইতি
শেষঃ ॥৪॥

অথ কানি তানি দ্রব্যানীত্যাহ—ফলানি মাল্যানি চেতি ব্রাহ্মণবোধার্থম্ ।
সংস্কৃতানি সম্ভূতানি । বর্ষাদীনি ক্ষত্রিয়স্বজ্ঞানার্থম্ । আসনানি হস্তাশ্বাদীনি বাহনানি ।
গবাদীনি চ বৈশ্যতানিদ্ধারণার্থম্ । উপবীতদর্শনাদেব চাশুভ্বনিশ্চয়ঃ ॥৫॥

অপোপদীতানি যদি কৃত্রিমাণি স্থারিতাশঙ্ক্য শূদ্রোপকরণান্যপি স্থাপিতানীত্যাহ—অন্তেষু ।
ক্ষিত্তে এভিরিতি কৃত্যানি বাক্যাদীনি । “কৃত্যযুটোহন্ত্যাদি” ইতি “কৃষিমুজাং বা” ইতি
করণে কাপ্ । কৌড়ানিমিত্তানি খেলোপকরণানি । তত্র তদানীম্ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রস্থাপা ॥৩॥ পুনঃ ক্ষরিত্বং পরীক্ষিত্বং দ্রব্যাগ্যুপসংজ্ঞহার একত্র কৃষা দর্শিতবান্ ॥৪॥ ফল-
বর্ষগবাদীনি ক্রমাৎ ত্রৈবর্ণিকযোগ্যানি ॥৫॥ কুরুস্মৃতি কৃত্যানি, কৃতী ছেদনে অস্বাৎ কাপ্.,
শিল্পিনাং প্রহরণানি, বাক্যাদীনি কৌড়ানিমিত্তানি শুক্রেষ্টিসদোরজনাদিরূপা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়া-
দীনাং কৌড়ঃ তাসাং সাধনানি, অস্ত্রানি, যজ্ঞপাত্রানি কৃত্রিমাশ্বাদীনি সরঙ্গপট্টানি চ, তত্র
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি সকলেই সেই উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ; কুন্তী
ও দ্রৌপদী এক রথে গেলেন ॥৩॥

মহারাজ ! যুধিষ্ঠির যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পুরোহিতের মুখে
শুনিয়া দ্রুপদরাজা তাঁহাদিগকে চিনিবার জন্য নানাবিধ উপহার দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন
ভাগে রাখিলেন ॥৪॥

এক দিকে ফল ও মালা, অপর দিকে চর্ম্ম, বর্ষ ও বাহন এবং অন্ত্র দিকে
কৃষিকার্যের জন্য গরু, দড়ি এবং নানাবিধ বীজ রাখিলেন ॥৫॥

তৎকালে অস্ত্রাশ্র শিল্পকার্যে যে সকল উপকরণ প্রচলিত ছিল এবং সেই সময়ে
যে সকল খেলার উপকরণ ব্যবহৃত হইত, সে সমস্তই দ্রুপদরাজা উপহার দিবার
জন্য সেখানে রাখিলেন ॥৬॥

বৰ্ম্মাণি চৰ্ম্মাণি চ ভানুমন্তি খড়্গা মহাস্তোহখরথাশ্চ চিত্রাঃ ।
 ধনুংষি চাগ্র্যাণি শরাশ্চ মুখ্যাঃ শক্তান্ স্তয়ঃ কাঞ্চনভূষণাশ্চ ॥৭॥
 প্রাসা ভূষুণ্ডাশ্চ পরশ্বাশ্চ সাংগ্রামিককৈব তথৈব সৰ্ব্বম্ ।
 শয্যাসনান্যুত্তমসংস্কৃতানি তথৈব বাসো বিবিধঞ্চ তত্র ॥৮॥
 কুন্তী তু কৃষ্ণাং পরিগৃহ্য সাধ্বীমন্তঃপুরুং দ্রুপদস্তাবিবেশ ।
 দ্বিয়শ্চ তাং কোরবরাজপত্নীং প্রত্যর্চয়ামাস্বরদীনসভাঃ ॥৯॥
 তান্ সিংহবিক্রান্তগতীন্ নিরীক্য মহর্ষভাঙ্কান'জ্ঞনোত্তরীয়ান্ ।
 গৃঢ়োত্তরাংসান্ ভূজগেন্দ্ৰভোগ-প্রলম্ববাহূন্ পুরুষপ্রবীরান্ ॥১০॥
 রাজা চ রাজ্ঞঃ সচিবাশ্চ সৰ্বে পুত্রাশ্চ রাজ্ঞঃ স্তনুদন্তথৈব ।
 প্রেষ্টাশ্চ সৰ্বে নিখিলেন রাজন্ ! হৰং সমাপেহরতৌ তত্র ॥১১॥ যুগাকম্

ভারতকৌমুদী

কহ্মিয়তয়া এব প্রয়োজনীয়ভাবদ্রুপকরণজ্ঞেব বাহুল্যেন স্থাপিতানীত্যং—বৰ্ম্মাণি ।
 ভানুমন্তি দীপ্তিশালীনি । শক্তাঃ অস্ত্রবিশেষাঃ । এতান্ পুণ্ড্রহরেভ্যামুদয়ঃ ॥৭॥
 প্রাসা ইতি । প্রাসাদয়োহস্ত্রবিশেষাঃ । উদয়ং যথা স্যাতথা সংস্কৃতানি সম্ভূতানি ॥৮॥
 কুন্তীতি । কৃষ্ণাং জ্যোপদীম্ । অদীনসভা অনল্লোংসভাঃ ॥৯॥
 তানিতি । মহর্ষভস্তেব অক্ষিণী যেষাং তান্ । গৃঢ়ী অজ্ঞিনোত্তরীয়েণ সংগৃহ্যে উত্তরী
 স্কন্দরৌ অংগৌ স্বকৌ যেষাং তান্, ভূজগেন্দ্ৰভোগা বৃহৎসর্পশরীরাবা প্রলম্বা দীর্ঘা বাহবো যেষাং
 তান্ । প্রেষ্টা দাসাঃ । নিখিলেন প্রকারেণ । সমাপেতুঃ প্রাপুঃ ॥১০—১১॥

ভারতভাবদীপঃ

দেশে, তত্র কালে, তত্র পরীক্ষণে নিমিত্তে ॥৬—৭॥ উদয়বস্তুনি রত্নগচিত্তাদ্রুপদানি-

উজ্জল চৰ্ম্ম ও বৰ্ম্ম, বিশাল তরবারি, নানাবিধ অস্ত্র ও রথ, উৎকৃষ্ট ধনু, উত্তম
 বাণ এবং স্বর্ণভূষণে ভূষিত শক্তি ও ঋষ্টি সে স্থানে স্থাপিত করিলেন ॥৭॥

আর, কুন্ত, ভূষুণী ও পরশু এবং সৰ্ব্বপ্রকার যুদ্ধের উপকরণ, শয্যা, আসন
 এবং নানাবিধ বস্ত্র সেখানে সাজাইয়া রাখিলেন ॥৮॥

এদিকে কুন্তী জ্যোপদীকে লইয়া দ্রুপদের অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ; তখন
 তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিল ॥৯॥

এদিকে পাণ্ডবগণের গমন সিংহের স্থায় বিক্রমশূচক, নয়নযুগল মহাবূষের
 স্থায় বিশাল, মৃগচৰ্ম্ম উত্তরীয়, সেই উত্তরীয়ে আবৃত স্কন্ধযুগল সুন্দর এবং বাহুযুগল
 বৃহৎ সর্পশরীরের স্থায় দীর্ঘ, এই সমস্ত দেখিয়া দ্রুপদরাজা, তাঁহার

তে তত্র বীরাঃ পরমাসনেষু সপাদপীঠেষু বিশক্মানাঃ ।

যথানুপূৰ্বং বিবিশুর্নরা গ্র্যাস্থপা মহার্হেযু ন বিস্ময়ন্তঃ ॥১২॥

উচ্চাবচং পার্শ্ববভোজনীয়ং পাত্ৰীষু জাম্বূনদরাজতীষু ।

দাসাশ্চ দাস্যশ্চ স্মৃষ্টবেশাঃ সন্তোজকাশ্চাণ্যুপজহুঃ স্বপ্নম্ ॥১৩॥

তে তত্র ভুক্তাঃ পুরুষপ্রবীরা যথাক্কামং স্ফূৰ্ণং প্রতীতাঃ ।

উৎক্রম্য সৰ্বানি বহ্নি রাজন্ ! সাংগ্রামিকং তে বিবিশুর্নবীরাঃ ॥১৪॥

তল্লক্ষয়িত্বা রূপদন্ত পুত্রা রাজা চ সর্কৈঃ সহ মদ্রিমুখ্যৈঃ ।

সমর্থয়ামাস্তরুপেত্য ফটাঃ কুন্তীহতান্ পার্শ্বিব ! রাজপুত্রান্ ॥১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
বৈবাহিক যুধিষ্ঠিরাদিপর্বণে সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । অবিশক্মানাঃ অযোগ্যত্বাদাশঙ্কামকূর্দাণাঃ । যথানুপূৰ্বং জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ ।
মহার্হেযু মহামূল্যেযু, ন বিস্ময়ন্তো বিস্ময়মপ্রাপ্তাঃ স্বগৃহ এব বহুশো দর্শনাং ॥১২॥

উচ্চেতি । উচ্চাবচং নানাবিধম্, “উচ্চাবচং নৈকবিধম্” ইত্যমরঃ । জাম্বূনদরাজতীষু
সুবর্ণরজতোভয়নির্মিতাশ্চ । স্মৃষ্টাঃ পরিকৃত্য দেশা যেষাং তে । সন্তোজকাঃ পাচকাঃ, অন্নম্,
উপজহুঃ পরিবেশয়ামাসুঃ ॥১৩॥

ত ইতি । যথাক্কামং স্ববেচ্ছানুরূপম্ । প্রতীতাঃ সঙ্কটোঃ সন্তঃ । উৎক্রম্য অতিক্রম্য ।
বহ্নি ধনানি । সাংগ্রামিকং সংগ্রামোপকরণযুক্তং গৃহম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রভৃতীনি তদ্বক্তি, মতোর্বস্ত বহুমার্ষম্ ॥৮—৯॥ গূঢ়োক্তরাংমান্ গূঢ়জন্ম ॥১০—১২॥ স্মৃষ্টঃ
অভ্যঞ্জনবাসোহলঙ্করণাদিভিঃ সমাক্ পরিকৃতঃ পাণ্ডবানাং বেশো যেষু স্মৃষ্টবেশাঃ, তে চ
মদ্রিগণ, পুত্রগণ, বজ্রগণ ও অমুচরগণ, ইহারা সকলে সর্বপ্রকারেই অত্যন্ত আনন্দ
অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥

মহাবীর ও মহুগ্ৰাশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তখন নিঃশঙ্কচিত্তে জ্যেষ্ঠানুক্রমে যাইয়া
পাদপীঠযুক্ত মহামূল্য উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন, কিন্তু সেগুলি দেখিয়া
বিস্মিত হইলেন না ॥১২॥

তাহার পর, পরিকৃত-বেশধারী দাস, দাসী ও পাচকগণ সুবর্ণনির্মিত ও
রৌপ্যনির্মিত পাত্রে করিয়া রাজভোগ্য নানাবিধ খাদ্য পরিবেশন করিল ॥১৩॥

তাহারা আপন আপন ইচ্ছানুসারে সেই সকল বস্তু ভোজন করিয়া অত্যন্ত

(১৪) ... যথাক্কামং স্ফূৰ্ণম্... । (১৫) ... রূপদন্ত পুত্রঃ... সমর্থয়ামাস উপেত্য ফটঃ
কুন্তীহতান্ পার্শ্বিবপুত্রপৌত্রান্ । * ‘...বিনবত্যধিক...’, ‘...চতুর্নবত্যধিক...’, ‘...বল্লবত্য-
ধিক...’, ‘...নবাবিকবিশততম...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত আহুয় পাঞ্চাল্যো রাজপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।

পরিগ্রহেণ ব্রাহ্মেণ পরিগৃহ্য মহাত্ম্যতিঃ ॥১॥

পর্যপৃচ্ছদদীনাত্মা কুন্তীপুত্রং শ্রবর্চসম্ ।

কথং জানৌম ভবতঃ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণানুত ॥২॥

বৈশ্যান্ বা গুণসম্পন্নানথবা শূদ্রয়োনিজান্ ।

মায়ামায়ায় বিপ্রাংশ্চরতঃ সর্বতো দিশম্ ॥৩॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তদিতি । লক্ষ্যিত্বা দৃষ্ট্বা । সমর্থয়ামাহঃ সম্ভাবয়ামাহঃ । গৃহান্তরং বিহায় সাংগ্ৰামিকগৃহে
প্রবেশাৎ ক্ষত্রিয়ত্বম্, কুন্ত্যা সঠৈব জতুগৃহতো নির্গমনশ্রবণাৎ তদানীক পৌমাহিত্যদর্শনাৎ
কুন্তীহৃতত্বম্, কুন্ত্যাশ্চ পঞ্চপুত্রাভাবাত্তেধাক পঞ্চহাং পঞ্চপাতুরাজপুত্রত্বমিত্যাশয়ঃ ॥১৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিত্রায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপর্কনি বৈবাহিকে সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬॥

—:৩:—

তত ইতি : পাঞ্চাল্যো ভ্রূপদঃ । ব্রাহ্মেণ ব্রাহ্মণযোগেন, পরিগ্রহেণ স্বীকারেণ
অভীষ্টস্থানমানীয়গাত্রোৎখাপনাদিব্যবহারেণেত্যর্থঃ । অদীনাত্মা প্রসন্নচিত্তঃ । শ্রবর্চসম্

ভারতভাবদীপঃ

সম্ভোজকাস্ত যথাযোগাৎ তাষ্মলাদিকম্ অপূপাদিকং চান্নমদনীয়মুপভূজতুঃ ॥১৩—১৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্কনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে সপ্তাশীত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৬৭॥

—:৩:—

পরিতৃপ্ত হইলেন এবং অগ্ন্যস্ত্র দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধের উপকরণযুক্ত
গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

তাহা দেখিয়া ভ্রূপদরাজার পুত্রগণ এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত স্বয়ং
ভ্রূপদরাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নিকটে বাইয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীর পুত্র ও
পাতুর পুত্র বলিয়া ধারণা করিলেন ॥১৫॥

—:৩:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ভ্রূপদরাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান
করিয়া যথাস্থানে লইয়া গিয়া, ব্রাহ্মণের যোগ্য ব্যবহার দেখাইয়া, প্রসন্নচিত্তে
তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনারা কি ব্রাহ্মণ? না ক্ষত্রিয়? না

কৃষ্ণাহেতোরনুপ্রাপ্তা দেবাঃ সন্দর্শনার্থিনঃ ।

ব্রবীতু নো ভবান্ সত্যং সন্দেহো হ্যত্র নো মহান্ ॥৪॥

অপি নঃ সংশয়স্থান্তে মনঃ সন্তুষ্টিমাবহেৎ ।

অপি নো ভাগধেয়ানি শুভানি স্যুঃ পরশুপ ! ॥৫॥

ইচ্ছয়া ক্রুহি তং সত্যং সত্যং রাজস্ব শোভতে ।

ইষ্টাপূর্তেন চ তথা বক্তব্যমনৃতং ন তু ॥৬॥

শ্রদ্ধা হৃদয়সঙ্কাশ ! তব বাক্যমরিন্দম ! ।

ক্রবং বিবাহকরণমাস্ত্রাস্ত্রামি বিধানতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

মনোহরকাক্ষি। উত অথবা। গুণসম্পন্নান্ শৌচসদাচারাদিযুক্তান্। আস্থায় অবলম্ব্য। পাণ্ডবঃ হস্তমিতেহপি তদুচ্যতার্থ এবায়ং প্রশ্ন ইতি বোধ্যম্ ॥১—৩॥

কৃষ্ণেতি। সন্দর্শনার্থিন এব ন তু বিবাহার্থিন ইতি তল্লাঘবনিগ্রাসঃ। নঃ অস্মাকম্ ॥৪॥

অপীতি। অস্তে অবসানে। আবহেৎ লভেত। ভাগধেয়ানি ভাগ্যানি ॥৫॥

ইচ্ছয়েতি। “অগ্নিহোত্রঃ তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চানুপালনম্। আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টামতাভিধীয়তে ॥ বাপীকুপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। ‘অন্নপ্রদানমারামাঃ পূৰ্ণ-মিতাভিধীয়তে ॥’ ইতি স্মৃতিঃ। ইষ্টক পূৰ্ণকৃতি ইষ্টাপূৰ্ণম্, সমাহারবশে হৃদয় দীর্ঘতা, ইষ্টা-পূৰ্ণেন তদ্ব্যয়ানোচনেনাপীত্যঃ ॥৬॥

শ্রদ্ধেতি। বিবাহকরণং কৃষ্ণয়াঃ পাণিগ্রহণব্যাপারম্, আস্ত্রাস্ত্রামি বিধানাস্ত্রামি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণার্থম্ চিতেন অভ্যাসানাদিনা, পরিগ্রহেণ আতিথ্যেন ॥১—৫॥

গুণবান্ বৈশ্য বা শূদ্র ? অথবা ব্রাহ্মণই বটেন, তবে মায়া অবলম্বন করিয়া সকল দিকে বিচরণ করিতেছেন ॥১—৩॥

অথবা আপনারা দেবতা, দ্রৌপদীকে দেখিবার উদ্দেশে এখানে আসিয়াছেন। আপনি আমাদের নিকট সত্য বলুন ; কেন না, এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪॥

এই সংশয় তিরোহিত হইলে, আমাদের মন সন্তুষ্ট হইবে কি ? এবং আমাদের ভাগ্য শুভ হইবে কি ? ॥৫॥

আপনি দয়া করিয়া এ বিষয়টী সত্য বলুন ; কেন না, রাজসভায় সত্যই শোভা পায়। তা’র পর, যাগপ্রভৃতিই হউক, বা কুপনিষ্ঠাণাদিই হউক, কোন বিষয়েই মিথ্যা বলিতে নাই ॥৬॥

হে দেবতাতুল্য ! আপনার কথা শুনিয়া পরে নিশ্চয়ই আমি যথাবিধানে বিবাহকার্য সম্পাদন করিব” ॥৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মা রাজন্ ! বিমনা ভূত্বং পাঞ্চাল্য ! শ্রীতিরস্ত তে ।

ঈপ্সিতস্তে ধ্রুবঃ কামঃ সংবৃত্তোহয়মসংশয়ম্ ॥৮॥

বয়ং হি ক্ষত্রিয়া রাজন্ ! পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাত্মনঃ ।

জ্যেষ্ঠঃ মাং বিন্ধি কৌন্তেয়ং ভীমসেনার্জুনাবিমৌ ॥৯॥

আভ্যাং তব স্তুতা রাজন্ ! নিজ্জিতা রাজসংসদী ।

যমৌ চ তত্র কুন্তী চ যত্র কৃষ্ণা ব্যবস্থিতা ॥১০॥

ব্যোতু তে মানসং দুঃখং ক্ষত্রিয়াঃ শ্মো নরবভ ! ।

পদ্বিনীব স্তুতেয়ং তে ব্রহ্মদান্যং ব্রহ্মং গতা ॥১১॥

ইতি তথ্যং মহারাজ ! সৰ্বমেতদব্রবীমি তে ।

ভবান্ হি গুরুবশ্মাকং পরমঞ্চ পরায়ণন্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

মেতি । বিমনাঃ সন্দেহাদপ্রসন্নচিত্তঃ । ঈপ্সিতে লোভৈকরাপ্তুমিষ্টং, দাব্যচিরকালীনঃ, কামোহভিলাষঃ, সংবৃত্তঃ সকলো জাতঃ, অত্র সংশয়ো নাস্তীত্যসংশয়ম্ ॥৮॥

বয়মিতি । ক্ষত্রিয়া ইতি সামান্তেন পাণ্ডোঃ পুত্রা ইতি বিশেষেণ চ সন্দেহনিরাসঃ ॥৯॥

আভ্যামিতি । যত্র কুন্তী পূর্বাধি, কৃষ্ণা চ পরা ব্যবস্থিতা, তত্র যমাবস্থাম্ ॥১০॥

ব্যোহিতি । ব্যোতু অপগচ্ছতু : একস্মাদ্ ব্রহ্মং ॥১১॥

ইতীতি । তথ্যং সত্যম্ । গুরুঃ স্বত্বরঃ । পরায়ণং শরণম্ ॥১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি বিবৰ্ণ হইবেন না, আপনার আনন্দই হউক । কেন না, আপনার চিরকালের অভিলাষ এই পূর্ণ হইয়াছে ॥৮॥

কারণ, আমরা ক্ষত্রিয় এবং মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র ; তন্মধ্যে আমি কুন্তীদেবীর জ্যেষ্ঠ-পুত্র এবং ইহার ভীম ও অর্জুন ॥৯॥

ইহারা দুই জনেই রাজসভায় আপনার কন্যাকে জয় করিয়াছেন ; আর, প্রথমাবধি কুন্তী এবং পরে দ্রৌপদী যাইয়া যেখানে ছিলেন, সেই খানেই নকুল ও সহদেব ছিলেন ॥১০॥

নরঞ্জেষ্ঠ ! আপনার মনের দুঃখ দূর হউক ; আমরা ক্ষত্রিয় । পদ্বিনী যেমন এক ব্রহ্ম হইতে অপর ব্রহ্মে যায়, আপনার এই কন্যাটিও তেমন এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার নিকট গিয়াছেন ॥১১॥

(১০) যাত্যং তব স্তুতা... ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ স দ্রুপদো রাজা হর্ষবাকুললোচনঃ ।
 প্রতিবক্তুং তদা যুক্তং নাশকত্বং যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৩॥
 যত্নেন তু স তং হর্ষং সন্নিগৃহ্য পরমুপঃ ।
 অনুরূপাং ততো বাচং প্রভুবাচ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১৪॥
 পপ্রচ্ছ চৈনং ধর্ম্মাত্মা যথা তে প্রক্রতাঃ পুরাৎ ।
 স তস্মৈ সর্বমাচখ্যাবানুপূর্ব্বোণ পাণ্ডবঃ ॥১৫॥
 তচ্ছ্রুত্বা দ্রুপদো রাজা কুন্তীপুত্রস্ত ভাষিতম্ ।
 বিগর্হয়ামাস তদা ধৃতরাষ্ট্রং নরেন্দ্রম্ ॥১৬॥
 আশ্বাসয়ামাস চ তং কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।
 প্রতিজ্ঞে চ রাজ্যায় দ্রুপদো বদতাং বরঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হর্ষণে বাকুলে ব্যাপ্তে ব্যাপ্য বিস্তারিতে লোচনে যন্ত সঃ । যুক্তং যোগ্যম্ ।
 নাশকং, হর্ষাতিরেকেণ হৃদয়স্তাপ্যস্থিরত্বাদিত্যে ভাবঃ ॥১৩॥
 যত্নেনেতি । হর্ষং হর্ষবেগম্, সন্নিগৃহ্য অন্তনিরুধ্য ॥১৪॥
 পপ্রচ্ছতি । এনং যুধিষ্ঠিরম্, ধর্ম্মাত্মা দ্রুপদঃ, তে পাণ্ডবঃ, পুরাক্কতুগৃহাৎ ॥১৫॥
 তদিত্তি । বিগর্হয়ামাস, অধিকারিণো বক্তৃনাশিনাশপ্রবৃত্তেন্চেতি ভাবঃ ॥১৬॥
 আশ্বাসেতি । রাজ্যায় তস্মৈ তদ্রাজ্যদানায় ॥১৭॥

মহারাজ ! এ সমস্তই আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ; কারণ, আপনি আমাদের গুরু এবং পরম আশ্রয়” ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন— তাহার পর, দ্রুপদরাজার নয়নযুগল আনন্দে বিস্তারিত হইল ; তাই তিনি তখন যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত উত্তর করিতে পারিলেন না ॥১৩॥

পরে, তিনি যত্নপূর্ব্বক সেই আনন্দের বেগ রুদ্ধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট উপযুক্ত উত্তর করিলেন ॥১৪॥

পাণ্ডবগণ যেভাবে জতুগৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, সেই বিষয় যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুপদ জিজ্ঞাসা করিলেন ; যুধিষ্ঠিরও অনুপূর্ব্বক সেই সমস্ত ঘটনা দ্রুপদের নিকট বলিলেন ॥১৫॥

তখন দ্রুপদরাজা যুধিষ্ঠিরের সেই সকল কথা শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে গুরুতর নিন্দা করিলেন ॥১৬॥

(১৩) প্রতিবক্তুং মুদা যুক্তঃ... । (১৪) অনুরূপং ততো বাচা... ।

ততঃ কুন্তী চ কৃষ্ণা চ ভীমসেনার্জুনাবপি ।
 যমৌ চ রাজ্ঞা সন্দিগ্ধং বিবিশুর্ভবনং মহৎ ॥১৮॥
 তত্র তে শ্রবসন্ রাজন্ ! যজ্ঞসেনেন পূজিতাঃ ।
 প্রত্যশ্শস্তন্ততো রাজ্ঞা সহ পুত্রৈরুবাচ তম্ ॥১৯॥
 গৃহ্নাতু বিধিবৎ পাণিমগ্নায়ং কুরঙ্গনন্দনঃ ।
 পুণ্যেহহনি মহাবাহুরর্জুনঃ কুরুতাং ক্ষণম্ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তমব্রবীত্ততো রাজ্ঞা ধম্মপুত্রৌ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 মমাপি দারসম্বন্ধঃ কাৰ্য্যস্তাবশিষাংপতে ! ॥২১॥

দ্রুপদ উবাচ ।

ভবান্ বা বিধিবৎ পাণিং গৃহ্নাতু ছহিতুর্মম ।
 যশ্চ বা মন্যসে বীর ! তশ্চ কৃষ্ণামুপাদিশ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অপিশব্দাদযুধিষ্ঠিরশ্চ । রাজ্ঞা দ্রুপদেন, সন্দিগ্ধং নির্দিষ্টম্ ॥১৮॥
 তত্র ইতি । তে পাণবাঃ । পূজিতা যথেষ্টোন্নপানদানাদিভিঃ সম্ভোষিতাঃ ॥১৯॥
 গৃহ্নাতু ইতি । ক্ষণম্ অশ্মিন্নিরপিতং লগ্নম্, কুরুতাং ভবানপাহুমোদতামিত্যর্থঃ ॥২০॥
 তমিতি । তং দ্রুপদম্ । দারসম্বন্ধঃ পরিণয়ঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

ইষ্টং যাগাদি । আপূজ্যং বাপ্যাদি । তব ধর্মকৃত্যং নশ্চেৎ যজ্ঞমত্যাং ক্রয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥১৮—১৯॥

এবং বাগ্মিশ্রেষ্ঠ দ্রুপদ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিলেন, আর তাহার রাজ্য তাহাকে দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাও করিলেন ॥১৭॥

তাহার পর, কুন্তী, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব দ্রুপদ রাজার নির্দেশক্রমে বিশাল এক অট্টালিকায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥১৮॥

মহারাজ ! পাণ্ডবগণ দ্রুপদকর্তৃক সম্মানিত হইয়া সেই অট্টালিকাতেই বাস করিতে লাগিলেন । তাহার পর, কিছু দিন পরে দ্রুপদ রাজা পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া আশ্বস্ত চিত্তে যাইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন— ॥১৯॥

“আজ বিবাহের প্রশস্ত দিন ; সুতরাং অগ্নি মহাবাত অর্জুন যথাবিধানে কৃষ্ণার পাণি গ্রহণ করুন এবং আমাদের নির্দিষ্ট লগ্ন আপনিও অন্ত্রমোদন করুন” ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন যুধিষ্ঠির দ্রুপদ রাজাকে কহিলেন—“মহারাজ ! আমারও ত বিবাহ করিতে হইবে” ॥২১॥

(২১)---ধর্মাস্ত্রা চ যুধিষ্ঠিরঃ ।

২৩৪ (৪)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সর্বেষাং মহিষী রাজন্ ! দ্রৌপদী নো ভবিষ্যতি ।

এবং প্রবাহতং পূৰ্বং মম মাত্ৰা বিশাংপতে ! ॥২৩॥

অহংকাপ্যনিবিষ্টো বৈ ভীমসেনশ্চ পাণ্ডবঃ ।

পার্শ্বেন বিজিতা চৈষা রত্নভূতা স্ত্রী তব ॥২৪॥

এষ নঃ সময়ো রাজন্ ! রত্নস্ত সহ ভোজনম্ ।

ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসভম্ ! ॥২৫॥

সর্বেষাং ধৰ্ম্মতঃ কৃষ্ণা মহিষী নো ভবিষ্যতি ।

তানুপূৰ্বেণ সর্বেষাং গৃহ্নাতু জ্বলনে করান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ভবানিতি । যস্ত বা কৃষ্ণায়। ভাগ্যভবনম্ চিত্তং মন্ত্রসে, তস্ত ভাৰ্য্যাভবনে কৃষ্ণ-
মুপাদিশ ॥২২॥

সর্বেষামিতি । নঃ অম্বাকম্ । প্রবাহতম্ উক্রম্ । মাতৃবাহারশ্চালজ্যনীয়স্ব-
মিত্যাশয়ঃ ॥২৩॥

অহমিতি । অনিবিষ্টঃ অকৃতবিবাহস্বাদগৃহস্থধাম্মে অপ্রবিষ্টঃ । তথা চ “জ্যোষ্ঠেহনিবিষ্টে
কনীয়ান্ নিবিশন্ পরিবেস্তা ভবতি” ইত্যাদিহারীতবচনাৎ জ্যোষ্ঠে ময়ি ভীমে চাকৃতবিবাহে
কনিষ্ঠজার্জুনস্ত বিবাহে পরিবেদনদোষসম্ভবাৎ সর্বেষামেব বিবাহ ইতি ভাবঃ ॥২৪॥

অস্ত তর্হি যুগ্মকং জয়াগং কৌন্তেয়ানামেব বিবাহঃ, নকুলসহদেবয়োস্ত কৃত ইত্যাহ—এষ
ইতি । সময় আচারঃ । সহ পঞ্চভিমিলিতৈব । হাতুং তাক্রুম্ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃষ্ণং দেবপূজাদিপর্কোৎসবং বিবাহাৎ প্রাক্কালীনং কুলধর্ম্মরূপম্, “কৃষ্ণঃ পর্কোৎসবেহপি ত্রাৎ
তথা মানেহপ্যানেহসঃ” ইতি মেদিনী ॥২০—২৩॥ অনিবিষ্টঃ অকৃতবিবাহঃ ॥২৪॥ সময়ো

দ্রৌপদ বলিলেন—“বীর ! তাহা হইলে, আপনিই যথাবিধানে আমার কণ্ঠার
পাণি গ্রহণ করুন; অথবা আপনি যাহার পাণি গ্রহণ করা সঙ্গত মনে করেন,
তাহার কথা বলুন” ॥২২॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—“মহারাজ ! দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন,
এইরূপই আমার মাতা পূর্বে বলিয়াছেন ॥২৩॥

আমি ও ভীম এখনও বিবাহ করি নাই, অথচ অর্জুন আপনার রত্নসদৃশী
কণ্ঠাটিকে জয় করিয়াছে ॥২৪॥

তাহাতে আমাদের এই নিয়ম আছে যে, আমরা সকলে মিলিয়াই রত্ন ভোগ
করিয়া থাকি; সুতরাং সে নিয়ম আমরা ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করি না ॥২৫॥

দ্রুপদ উবাচ ।

একস্ত বহ্নো বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন ! ।

নৈকস্তা বহবস্তাত ! শ্রয়ন্তে পতয়ঃ কচিৎ ॥২৭॥

লোকবেদবিরুদ্ধং হং নাশং ধর্মাবিচ্ছৃতিঃ ।

কর্তৃমহসি কৌন্তেয় ! কস্মাতে বুদ্ধিরীদৃশী ॥২৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সুক্ষ্মা ধর্মো মহারাজ ! নাস্তি বিদ্যো বয়ং গতিম্ ।

পূর্বেষামানুপূর্ব্যেণ যাতং বর্ত্তানুযামহে ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ “জ্যেষ্ঠেহনিবিষ্টে” ইত্যাহ্বাকহরীতবচনে অনিবিষ্ট ইত্যতীতার্থকল্পপ্রত্যয়ানুগপ-
জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠবিবাহেপি স এব পরিবেদনদোষ ইত্যাহ—সর্বেষামিতি । নঃ অস্মাকম্ । আহু-
পূর্ব্যেণ জ্যেষ্ঠানুক্রমেণ । জ্ঞানে অস্মৌ তৎসমীপ ইত্যর্থঃ । এবঞ্চ ন পরিবেদনদোষ ইতি
ভাবঃ ॥২৬॥

একস্তেতি । একস্ত পুংসঃ । মহিমীপদং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণম্ । একস্তাঃ স্ত্রিয়াঃ । অত্র
শ্রুতিঃ—“একস্ত বহ্নো জায়া ভবন্তি, নৈকস্তে বহবঃ সত পতয়ঃ ।” অত্র যুক্তিস্ত প্রাগৈবোক্তা
(১১৬০ পৃষ্ঠে) ॥২৭॥

উক্তার্থে লোকবিরোধমপি সমুচ্চিনোতি—লোকেতি । লোকে উদ্যাচারাধর্শনালোকবিরুদ্ধম্,
উক্তপ্রত্যয় চ স্পষ্টনিষেধাবেদবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

হৃদম্ ইতি । হৃদম্ স্থলবুদ্ধিতিরবেদ্যঃ । তথা চ “নৈকস্তে বহবঃ সত পতয়ঃ” ইত্যাহ-
শ্রুতৌ সহস্রবহবসং যথৈকস্তাঃ স্ত্রিয়াঃ ক্রমেণানেকপতিক্রম্যচনা ; তথা “নৈকং রশনাং
যয়োৰ্ণয়োঃ পরিব্যয়তি তস্মৈকৈকো দ্বৌ পতৌ বিন্দেত” ইতি শ্রুত্যেব চ একস্তাঃ স্ত্রিয়া

ভারতভাবদীপঃ

নিয়মঃ ॥২৫॥ জ্ঞানে জ্ঞানসমীপে কদান্ গুহ্যত্ব পক্ষপাণিগ্রহণানি কথ্যেত ॥২৬॥ পুংসঃ
পুমাংসঃ, যদ্বা পুংসঃ বেদকর্তৃঃ পরমায়নঃ সকাশাৎ ন শ্রদ্ষন্তে, “তস্মৈকৈকো দ্বৌ পতৌ বিন্দেত”
ইতি বেদবিরুদ্ধক । অবিহিতং নিষিদ্ধং চৈতদিত্যর্থঃ ॥২৭—২৮॥ হৃদম্ “নৈকস্তে বহবঃ

সুতরাং জ্যোপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হইবেন ; অতএব ইনি অগ্নির
নিকটে জ্যেষ্ঠানুক্রমে আমাদের সকলেরই পাণি গ্রহণ করুন” ॥২৬॥

দ্রুপদ বলিলেন—“বাবা যুধিষ্ঠির ! বেদে এক পুরুষের অনেক স্ত্রী বিহিত আছে
বটে ; কিন্তু একটা স্ত্রীর অনেক পতি কোথাও শোনা যায় না ॥২৭॥

অতএব হে কুন্তীনন্দন ! আপনি ধর্মাজ্ঞ ও পবিত্র হইয়া, লোকবিরুদ্ধ এবং
বেদবিরুদ্ধ অধর্মের কার্য্য করিতে পারেন না ; সুতরাং আপনার একরূপ বুদ্ধি হইল
কেন ?” ॥২৮॥

(২৭) নৈকস্তা বহবঃ পুংসঃ...

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্যে ধীয়তে মতিঃ ।
 এবধৈকৈব বদত্যস্মা মম চৈতশ্মনোগতম্ ॥৩০॥
 এষ ধর্ম্মো প্রবো রাজন্ ! চরৈনমবিচারয়ন্ ।
 মা চ শক্য তত্র তে স্ম্যৎ কথঞ্চিদপি পার্থিব ! ॥৩১॥

দ্রুপদ উবাচ ।

ত্বঞ্চ কুন্তী চ কৌন্তেয় ! ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ মে হৃতঃ ।
 কথয়ন্ত্বিতি কর্তব্যং যঃ কালে করবামহে ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

অনেকপতিকহনিষেধঃ । ন চ পূর্ক্বেষ্ট্যাকবাক্যাদ্যাদ্যপি যুগপদেবানেকপতিকহনিষেধ ইতি
 বাচ্যম্, রশনাদৃষ্টোন্তেন চিরনিষেধশ্চৈব প্রতীতে: । অত: সূক্ষ্ম এব ধর্ম্ম ইত্যশয়: । অধৈক্যন্তা:
 কৃষ্ণায়া যুগপদযুগ্মাভিবিবাহে সঠৈবৈব ঋতিবিরোধিনী, পূর্ণায় সহশব্দাৎ পরত্র চ চিরনিষেধাদিত্যাহ
 —পূর্ক্বেমামিতি । পূর্ক্বেনাং প্রচেত:প্রভৃতীনাং, মাতৃপূর্ক্বেণ ক্রমাত্মসারেণ তৈর্ধাতং বস্ম অমুযামহে
 অমুগচ্ছাম: । তথা চ বাক্যাদ্য দশানামেব প্রচেতসাং জটিলান্যচ সন্তানামৃণীনাং পতিত্বপ্রবণাধ্বয়মপি
 পঞ্চ একস্তা: কৃষ্ণায়া: পতয়ো ভবাম ইতি ভাব: । এতদ্বাদহরণধ্বয়ং পরাধ্যায়ো
 বক্ষ্যতে ॥২২॥

অথ প্রচেতসামসৌ ব্যবহার: শাস্ত্রব্যভিচার এবত্যাহ—নেতি । অনৃতং মিথ্যা । ধীয়তে
 স্থাপ্যতে । অস্মা মা তা কুন্তী । এবঞ্চ চিরদত্তাবাদিনা ময়োক্তহাং চিরধর্ম্মমতিক্রম্য মে মতি-
 প্রবৃত্তে:, মাতুরাদেশাচ্চ ধর্ম্ম এবায়মিত্যাশয়: ॥৩০॥

ইদানীং ফলিতার্থমাহ—এষ ইতি । প্রবো নিশ্চিত: । শক্য সন্দেহ: ॥৩১॥

ভমিতি । ইতি অত্র বিধয়ে । য: কালে পরদিনে, করবামহে কর্তব্যমিতি শেষ: ॥৩২॥

ভারতভাবদীপ:

সহপত্যঃ” ইতি ঋত্যা সংহতি যুগপৎ বহুপতিকহনিষেধো বিহিতো ন তু সময়ভেদেন, তত্চাপি

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“মহারাজ ! ধর্ম্ম অতিসূক্ষ্ম পদার্থ ; সুতরাং আমরা উহার
 গতি বুঝিতে পারি না ; তাই প্রাচীনেরা যে পথে গিয়াছেন, আমরাও সেই পথেরই
 অনুসরণ করিয়া চলিয়া থাকি ॥২২॥

তার পর, আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্ম্মের দিকে যায় না
 এবং মাতৃদেবীও এইরূপই বলিতেছেন, আমরাও অভিপ্রায় এইরূপই ॥৩০॥

অতএব মহারাজ ! ইহা নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ; সুতরাং আপনি বিচার না করিয়া ইহাই
 করুন ; আপনার যেন এ বিষয়ে কোন প্রকারেই সন্দেহ হয় না” ॥৩১॥

দ্রুপদ কহিলেন—“যুধিষ্ঠির ! আপনি, কুন্তীদেবী এবং আমার পুত্র ধৃষ্টদ্যাম্,
 আপনারা এ বিষয়ে কর্তব্য স্থির করুন, যাহা স্থির হয়, তাহা পরে করা যাইবে” ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে সমেত্য ততঃ সৰ্বে কথয়ন্তি স্ম ভারত ! ।

অথ বৈশম্পায়নো রাজন্ ! অভ্যাগচ্ছদ্যদৃচ্ছয়া ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্ব্বণি
বৈবাহিকে বৈশম্পায়নাগমনে অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥ *

—:~:—

উননবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে পাণ্ডবাঃ সৰ্বে পাকাল্যশ্চ মহাযশাঃ ।

প্রত্যাখ্য মহাত্মানং কৃষ্ণং সৰ্বেহভ্যবাদয়ন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । তে কুন্তীযুধিষ্ঠিরদুঃশত্ৰুয়াঃ । কথয়ন্তি পরস্পরমালোচয়ন্তি স্ম ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনাসমিক্ৰান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিচিত্রায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্ব্বণি বৈবাহিকে অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৩॥

—:~:—

তত ইতি । পাকাল্যো ভ্রূপদঃ । কৃষ্ণং বৈদ্যাদয়নন্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

নিষিদ্ধম্, মাত্ৰা সমেতা হুংকৃত্যজ্ঞপ্তঞ্চ ন লভয়নায়ম্, পিত্তোদারজয়া নিষিদ্ধমপি কৰ্ণবাং
পরশুরামকৃতমাতৃবধবৎ কিমুতানিষিদ্ধমিতি ভাবঃ । পূৰ্বেবাং প্রচেতঃপ্রভৃতীনাম্, তৈয়াং
বধ্য বহুনামেকপত্নীভ্রমহুযামহে, তচ্চ আত্মপূৰ্ণোদৈব, ন তু অক্ৰমেণ ॥২২—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাশীত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮৮॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তৎপরে তাঁহারা নিলিত হইয়া আলোচনা করিতে
লাগিলেন । এই সময়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে বেদব্যাস সেখানে আগমন
করিলেন ॥৩৩॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পাণ্ডবেরা সকলে এবং ভ্রূপদ রাজা
গাত্ৰোত্থান করিয়া বেদব্যাসকে নমস্কার করিলেন ॥১॥

* ‘...জিনবত্যাধিক...’, ‘...পকনবত্যাধিক...’, ‘...সপ্তনবত্যাধিক...’, ‘...দশাধিক-
ষিপতত্তম...’ ইতি পাঠান্তরানি ।

প্রতিনন্দ্য স তান্ সর্বান্ পৃষ্ঠ্য। কুশলমন্ততঃ ।

আসনে কাঞ্চনে শুক্রে নিষসাদ মহামনাঃ ॥২॥

অনুজ্ঞাতাস্ত তে সর্বৈ কৃষ্ণেনামিততেজসা ।

আসনেষু মহার্হেষু নিষেতুর্দ্বিপদাং বরাঃ ॥৩॥

ততো মুহূর্ত্তান্মধুরাং বাণীগুচ্চার্য পার্শ্বতঃ ।

পপ্রচ্ছ তং মহাত্মানং দ্রৌপদ্যর্থং বিশাংপতে ! ॥৪॥

কথমেকা বহুনাং স্মার চ স্মার্কস্মসকরঃ ।

এতন্মে ভগবান্ সর্বং প্রব্রবীতু যথাতথন্ ॥৫॥

ব্যাস উবাচ ।

অস্মিন্ ধর্ম্মে বিপ্রলঙ্কে লোকবেদবিরোধকে ।

যস্য যস্য মতং যদ্যচ্ছেতুমিচ্ছামি তস্য তং ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । প্রতিনন্দ্য প্রত্যাদৃত্য । অন্ততঃ কুশলপ্রশ্নাং পরম্ নিষসাদোপবিষ্টঃ ॥২॥

অধিতি । কৃষ্ণেন ব্যাসেন । দ্বিপদাং বা নরশ্রেষ্ঠা দ্রুপদাদয়ঃ ॥৩॥

তত ইতি । মুহূর্ত্তাং পরম্ । পার্শ্বতো দ্রুপদঃ । দ্রৌপদ্যর্থং তদ্বিবাহার্থম্ ॥৪॥

কথমিতি । একা জী, বহুনাং পতী । ধর্ম্মস্ত সঙ্করঃ পাপেন মিশ্রীভাবঃ ॥৫॥

অস্মিন্নিতি । লোকবেদয়োবিরোধো যত্র তস্মিন্, <হস্তীহো কপ্রত্যয়ঃ । অতএব বিপ্র-
লঙ্কে বিপ্রতিপত্ত্যা লঙ্কে বিরুদ্ধতয়া জ্ঞাত ইত্যর্থঃ, অস্মিন্ ধর্ম্মে আচারঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ততস্তে ইতি । কৃষ্ণঃ ব্যাসম্ ॥১—৫॥ বিপ্রলঙ্কে অতিগহনতয়া শাস্ত্রীয়েন কাপট্যেন

বেদব্যাসও তাঁহাদের সকলকেই সমাদরপূর্ব্বক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া পরে
নির্ম্মল সুবর্ণাসনে উপবেশন করিলেন ॥২॥

এক দ্রুপদপ্রভৃতি অস্ত্র সকলেও বেদব্যাসের অনুমতিক্রমে মহামূল্য আসনে
উপবেশন করিলেন ॥৩॥

তদনন্তর দ্রুপদ রাজা একটু কাল পরে মধুর বাক্যে বেদব্যাসের নিকট দ্রৌপদীর
বিবাহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন—॥৪॥

“একটি স্ত্রী বহু পুরুষের পত্নী হইবে, অথচ তাহাতে ধর্ম্মমিশ্রিত পাপ কেন
হইবে না ; এই বিষয়টি আপনি আমার নিকট যথাযথভাবে বলুন” ॥৫॥

বেদব্যাস বলিলেন—“লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া যে আচারকে পাপ
বলিয়া ধারণা হয়, তাহাতে যাহার যাহার যে যে মত হইয়াছে, তাহা আমি
শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥৬॥

দ্রুপদ উবাচ ।

অধর্মোহয়ং মম মতো বিরুদ্ধো লোকবেদয়োঃ ।
ন হ্যেকা বিগৃহ্যে পত্নী বহুনাং দ্বিজসত্তম ! ॥৭॥
ন চাপ্যাচরিতঃ পূর্বেবরয়ং ধর্মো মহাত্মাভিঃ ।
ন চাপ্যধর্মো বিরুদ্ধিচরিতব্যঃ কথঞ্চন ॥৮॥
ততোহহং ন করোম্যেনং ব্যবসায়ং ক্রিয়াং প্রতি ।
ধর্মঃ সদৈব সন্ধিগ্নঃ প্রতিভাতি হি মে ত্বয়ম্ ॥৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ ।

যবীয়সঃ কথং ভার্য্যাং জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা দ্বিজর্ষভ ! ।
ব্রহ্মন্ ! সমভিবর্ত্তেত সদব্রতঃ সংস্তুপোধন ! ॥১০॥
ন তু ধর্মস্তা সূক্ষ্মত্বাদগতিং বিদ্যঃ কথঞ্চন ।
অধর্মো ধর্ম ইতি বা ব্যবসায়ো ন শক্যতে ॥১১॥
কর্ত্তুমস্মদ্বিধৈব্রহ্মন্ ! ততোহয়ং ন ব্যবস্যতে ।
পঞ্চানাং মহিষী ক্রমণা ভবত্যুতি কথঞ্চন ॥১২॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অধর্ম ইতি । একা স্ত্রী, বহুনাং পুরুষাণাম্, পত্নী, বিগৃহ্যে ভবিতুমর্হতি ॥৭॥
নেতি । পূর্বে: প্রাচীনৈ: । বিরুদ্ধিরসংঘাত্য জানদ্বিজৈ: ॥৮॥
তত ইতি । ব্যবসায়ং চেষ্টাম্, ক্রিয়াং প্রতি বিবাহসম্পাদনবিষয়ে । ধর্ম আচার: ॥৯॥
যবীয়স ইতি । যবীয়স: কনিষ্ঠস্ত ভ্রাতৃ । সমভিবর্ত্তেত অভিগচ্ছেৎ ॥১০॥
নেতি । অয়ং ব্যবসায়ো: বিবাহসম্পাদনচেষ্টা, কর্ত্তু: ন শক্যতে । ইতি অত্র বিধয়ে,
কথঞ্চনাপি, ন ব্যবস্যতে কিমপি কর্ত্তুমস্মদ্বিধি চেষ্টান্তে ॥১১—১২॥

দ্রুপদ কহিলেন—“এটা পাপ : কেন না, ইহা লোকবিরুদ্ধ এবং বেদবিরুদ্ধ ;
সুতরাং একটা স্ত্রী বহুপুরুষের পত্নী হইতে পারে না, ইহাই আমার মত ॥৭॥

আর প্রাচীন মহাত্মারাও এরূপ আচরণ করেন নাই ; সুতরাং জানিয়া শুনিয়া
মানুষের কোন প্রকারেই পাপ করা উচিত নহে ॥৮॥

সেই জন্তই আমি বিবাহ সম্পাদন করিবার বিষয়ে কোন চেষ্টাই করিতেছি না ।
কারণ, এটা ধর্ম কি অধর্ম, এরূপ সন্দেহ আমার সর্বদাই হইতেছে” ॥৯॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন—“তপোধন ! সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার
ভার্য্যাতে উপগত হইবেন ॥১০॥

অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া ধর্মের গতি আমরা কোন প্রকারেই বুঝিতেছি না ;
তাই এটা কি ধর্ম না অধর্ম, এইরূপ সন্দেহ হইতে থাকিলে আমাদের মত

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ন মে বাগনৃতং প্রাহ নাধর্ম্যে ধীয়তে মতিঃ ।
 বর্ততে হি মনো মেহত্র নৈমোহধর্ম্যঃ কথঞ্চন ॥১৩॥
 ক্ষয়তে হি পুরাণেহপি জটীলা নাম গৌতমী ।
 ধ্বীনধ্যাসিতবতী সপ্ত ধর্ম্যভূতাং বরা ॥১৪॥
 তথৈব মুনিজ্ঞা বাক্ষী তপোভির্ভাবিতাঙ্গনঃ ।
 সঙ্গতাভূদশ ভ্রাতৃনেকনাম্নঃ প্রচেতসঃ ॥১৫॥
 গুরোহি বচনং প্রাহধর্ম্যাং ধর্ম্যজ্ঞসত্তম ! ।
 গুরুগাঞৈব সর্কেষাং মাতা পরমকো গুরুঃ ॥১৬॥
 সা চাপ্যুক্তবতী বাচং ভৈক্ষ্যতদ্বজ্রাতামিতি ।
 তস্মাদেতদহং মন্যে পরং ধর্ম্যং দ্বিজোত্তম ! ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । মম বাগ্মনসয়োর্মিথ্যাপাপয়োরপ্রবৃত্তেরত্র চ প্রবৃত্তেধ্ম এবায়মিতি ভাবঃ ॥১৩॥
 অত্রার্থে দৃষ্টান্তদ্বয়মাহ—ভাভ্যাং ক্ষয়ত ইতি । অধ্যাসিতবতী পতিত্বেনাপ্রিতবতী ॥১৪॥
 তথেন্তি । বাক্ষী তদাখ্যা । একানি একবিধানি নামানি যেমাং তান্ ॥১৫॥
 সর্কোপরিপ্রমাণমাহ—গুরোরিতি । ধর্ম্যাং ধর্ম্যাদনপেতং ধর্ম্যপ্রযোজকমিত্যর্থঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

হতে । অঃ এব লোকবেদবিবোধকে ॥৬—৮॥ ক্রিয়াং প্রেতি ব্যবসায়ং নিশ্চয়ম্ ॥২—১২॥
 ন মে ইতি । বক্তব্যং বাচ এব ধর্ম্যো ন পুরুষস্ত নিব্বিশেষস্ত, অত উক্তং ন মে বাগিতি ।
 এবং মতিমনসোরপি জ্ঞেয়ঃ বাগাদীনাং বক্তৃদ্বাদিধর্ম্যবতামসঙ্গেন পুংসা সম্বন্ধস্ত ন বাস্তবঃ

লোকেরা কোন চেষ্টাই করিতে পারে না ; সুতরাং দ্রোপদী পাঁচটা পুরুষের পত্নী হইবেন, এমন বিষয়ে আমরাও কোন প্রকার চেষ্টা করিতেছি না” ॥১১—১২॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—“আমার বাক্য কখনও মিথ্যা বলে না, মনও অধর্ম্যে যায় না ; অথচ এ বিষয়ে আমার মন গিয়াছে ; সুতরাং এটা কোন প্রকারেই অধর্ম্য হইতে পারে না ॥১৩॥

পুরাণেও শুনিতে পাই—জটীলা নামে গৌতমবংশীয়া কোন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠা রমণী সাত জন মুনিকে পতিরূপে আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥১৪॥

এবং বাক্ষী নামে কোন মুনিকন্যা তপস্শ্রায় বিশুদ্ধচিত্ত প্রচেতা-নামধারী দশ ভাইর সহিত পত্নীরূপে মিলিত হইয়াছিলেন ॥১৫॥

তাঁর পর, মহর্ষিরা গুরুবাক্যকে ধর্ম্যপ্রযোজক বলিয়া থাকেন ; অথচ মাতা, সকল গুরুর মধ্যে প্রধান গুরু ॥১৬॥

কুন্ত্যবাচ ।

এবমেতদ্যথা প্রাহ ধর্মচারী যুধিষ্ঠিরঃ ।

অনৃতাস্মে ভয়ং তীত্রং নুচ্যেহহমনৃতং কথম্ ॥১৮॥

ব্যাস উবাচ ।

অনৃতাস্মোক্যাসে ভদ্রে ! ধর্মশৈচ্ষ সনাতনঃ ।

ন তু বক্ষ্যামি সর্বেষাং পাক্কাল ! শৃণু মে স্বয়ম্ ॥১৯॥

যথায়ং বিহিতো ধর্মো যতশ্চায়ং সনাতনঃ ।

যথা চ প্রাহ কৌন্তেয়স্তথা ধর্মো ন শংসয়ঃ ॥২০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত উথায় ভগবান্ ব্যাসো দ্বৈপায়নঃ প্রভূঃ ।

করে গৃহীত্ব রাজানং রাজবেশ্য সমাবিশং ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সা মাতা কুন্তী চ ! ভৈক্ষাবৎ ভিক্ষালঙ্কারবৎ, ভূজাতাং সঠৈরিত্তি শেনঃ ॥১৭॥

এবমিতি । এবং সত্যমেবেত্যর্থঃ । অনৃতান্মিথ্যাতঃ ॥১৮॥

অনৃতাদিতি । এষ চ সনাতনো ধর্ম ইতি সর্বেষাং পক্ষে ন বক্ষ্যামি ; কিন্তু উদ্দেশ্যবশত্যা-
মেব কস্মচিৎ পক্ষ ইত্যর্থঃ । এতেন প্রাপ্তকঃ বাক্যজটিলয়োরাপি বহুপটিকতা উদ্দেশ্যবশত্যাংমোহসা-
দিতি বোধ্যম্ ॥১৯॥

যথেনিতি । তথা তাদৃশ এব ধর্মঃ । দেববরাদিপূর্বিজন্মঘটনাত্ত্ববক্ষ ইত্যশয়ঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সম্ভবতি, অতএবোক্তম্ “নিঃসঙ্গস্ত সমঙ্গেন কুটস্থস্ত বিকারিণা । আত্মনোহনোহনো যোগো

সেই মাতৃদেবীও এই কথাই বলিয়াছেন যে, ‘ভিক্ষালব্ধ অন্নের মত তোমরা
সকলেই ভোগ কর’; সুতরাং এটাকে আমি প্রধান ধর্ম বলিয়াই মনে করি” ॥১৭॥কুন্তী বলিলেন—“ধার্মিক যুধিষ্ঠির যাহা বলিল, তাহাই সত্য ; সুতরাং মিথ্যা
হইতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, আমি কি করিয়া মিথ্যা হইতে মুক্তি
পাইব” ॥১৮॥বেদব্যাস বলিলেন—“ভদ্রে ! তুমি মিথ্যা হইতে মুক্তি পাইবে । কেন না, ইহা
সনাতন ধর্ম ; তবে তাহা সকলের পক্ষে নহে । দ্রুপদ রাজা ! আপনি আমার
নিজের মুখেই শুনুন ॥১৯॥যখন ইহা ধর্ম বলিয়া বিহিত আছে, যখন ইহা সনাতন এবং যখন ইহাকে
যুধিষ্ঠিরও ধর্ম বলিয়াই বলিলেন, তখন ইহা ধর্ম ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥২০॥

পাণ্ডবাশ্চাপি কুন্তী চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ।

বিবিশ্বর্যত্র তত্রৈব প্রতীক্শ্চে স্ম তাবুভৌ ॥২২॥

ততো বৈশ্যায়নস্তস্মৈ নরেন্দ্রায় মহাত্মনে ।

আচখ্যৌ তদবখা ধর্ম্মৌ বহু নামেকপত্নিতা ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি
বৈবাহিকে ব্যাসবাক্যে উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

- :*: -

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । রাজানং দ্রুপদম্, রাজবেশ্ম দ্রুপদশ্চৈব নির্জনং গৃহাস্তরম্ । পাণ্ডবাদীনাম্
সমক্ এব বক্ষ্যমাণপঞ্চেন্দ্রাপাখ্যানাতিধানে প্রয়োজনাভাবস্তেষাং মহানহঙ্কারশ্চ সাদৃশ্যে
তৎপরিহারায় ব্যাসস্ত নির্জনগৃহপ্রবেশঃ ॥২১॥

পাণ্ডবা ইতি । পার্শ্বতঃ পৃষত্যা রাজপৌত্রঃ । বিবিশ্বরূপবিষ্টা বভূবুঃ ॥২২॥

তত ইতি । নরেন্দ্রায় দ্রুপদায় । একা পত্নী যেষাং তেষাং ভাব একপত্নিতা ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যবিদ্যচিহ্নাঃ মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:*:—

ভারতভাবদীপঃ

বাস্তবো নোপপত্ততে ॥” ইতি । অত্র পঞ্চানামেকপত্নীত্বে ॥১৩—:১০॥ রাজানং দ্রুপদম্ ॥২১॥
উভৌ ব্যাসদ্রুপদৌ ॥২২॥ অত্র যন্তদেবো দধুরিত্যাদিনা ত্রিপথগাং নদীমিত্যন্তো নারায়ণ্যুপা-
খ্যানগ্রন্থোহধ্যায়ষয়ান্বকঃ কচিং পুস্তকে পঠাতে ॥২৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে উননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৮২॥

—:*:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ভগবান্ বেদব্যাস গাত্রোখান করিয়া, দ্রুপদ
রাজার হস্ত ধারণপূর্বক অগ্নি নির্জন গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২১॥

আর, পাণ্ডবগণ, কুন্তী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহারা যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে
থাকিয়াই তাঁহাদের হুই জনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ॥২২॥

তাহার পর, বেদব্যাস মহাত্মা দ্রুপদের নিকট বহু পুরুষের এক পত্নী হওয়াও
যে ধর্ম্ম, তাহা বলিতে লাগিলেন ॥২৩॥

—:*:—

* ‘...চতুর্নবত্যধিক...’, ‘...ষোল্লবত্যধিক...’, ‘...অষ্টনবত্যধিক...’, ‘...একাদশাধিক-
দ্বিশততম...’ ইতি পাঠভেদাঃ, ইতঃ পরমধ্যায়মধিকং দাক্ষিণাত্যপুস্তকে দৃশ্যতে ।

নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

ব্যাস উবাচ ।

পুরা বৈ নৈমিষারণ্যে দেবাঃ সত্রমুপাসতে ।

তত্র বৈবস্বতো রাজন্ ! শামিত্রমকরোত্তদা ॥১॥

ততো যমো দীক্ষিতস্তত্র রাজন্ ! নামারয়ৎ কক্ষিদপি প্রজ্ঞানাম্ ।

ততঃ প্রজ্ঞাস্তা বহুলা বভূবুঃ কালান্তিপাতান্মরণপ্রহীণাঃ ॥২॥

সোমশ্চ শক্ৰো বরুণঃ কুবেরঃ সাধ্যা রুদ্রা বসবোহথাশ্বিনৌ চ ।

প্রজ্ঞাপতিভূবনশ্চ প্রণেতা সমাজগ্ন্যস্তত্র দেবাস্তথান্যে ॥৩॥

ততোহকুবল্লোকগুরুং সমেতা ভয়াতীত্ৰাশ্মানুমাণাং বিরুদ্ধা ।

তস্মাদুয়াতুর্জিহন্তুঃ স্বপ্পেসবঃ প্রযাম সর্বে শরণং ভবন্তুম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । সত্রং যজ্ঞম্, উপাসতে অর্হতিষ্ঠন্ । নৈবস্বতো যমঃ । শামিত্রং যজ্ঞম্ অকরোৎ
ঋদ্ধিগ্ভাবেন নিষ্পাদিতবান্ ॥১॥

তত ইতি । দীক্ষিত আহিজ্ঞো প্রবৃত্তঃ । কালান্তিপাতান্মরণে কালান্তিক্রমাৎ ॥২॥

সোম ইতি । প্রণেতা ষষ্ঠী । অগ্নৌ দেবা আদিত্যাদয়ঃ ॥৩॥

তত ইতি । অকুবন্ দেবা ইতি শেষঃ । নোকগুরুং ব্রহ্মাণম্ । উদ্বিজন্তুঃ অস্থিরাঃ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

পুরেতি । শমিতা যজ্ঞে পশুবধকর্তা, তস্ত কথং শামিত্রম্ ॥১॥ যমো দীক্ষিতঃ, সত্রো ই
যে যজ্ঞমানাঃ তে এব ঋদ্ধিঃ সর্বেণাং তেষাং দীক্ষা অস্তি যজ্ঞমানত্বাৎ, কালান্তিপাতাৎ

বেদব্যাস বলিলেন—“মহারাজ ! পূর্বকালে নৈমিষারণ্যে দেবতারা এক যজ্ঞ
করেন ; তাহাতে যম পুরোহিত হইয়া সে যজ্ঞ নিষ্পাদন করিতে থাকেন ॥১॥

সুতরাং যম সেই যজ্ঞসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের মধ্যে কোন মনুষ্যকেই
মারিতেন না ; তাহাতেই মনুষ্যেরা মৃত্যুশৃঙ্খল হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥২॥

তখন ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, কুবের, সাধ্যগণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়,
জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং অগ্ন্যশ্ব দেবতারা সেখানে আসিলেন ॥৩॥

তাহার পর, সুখার্থী সমবেত দেবগণ মনুষ্যবৃদ্ধিবশতঃ অত্যন্ত ভীত ও অস্তিরচিত্ত
হইয়া ব্রহ্মাকে বলিলেন—“আমরা সকলেই আপনার শরণাপন্ন হইলাম” ॥৪॥

পিতামহ উবাচ ।

কিং বো ভয়ং মানুসেভ্যো যুয়ং সৰ্ব্বৈ যদাহমরাঃ ।

মা বো মৰ্ত্যসকালশাঈ ভয়ং ভবিতুমৰ্হতি ॥৫॥

দেবা উচুঃ ।

মৰ্ত্যা অমৰ্ত্যাঃ সমুত্থা ন বিশেষোহস্তুি কশ্চন ।

অবিশেষাদুদ্বিজন্তো বিশেষার্থমিহাগতাঃ ॥৬॥

ভগবানুবাচ ।

বৈবস্বতো ব্যাপৃতঃ সত্ৰহেতোস্তেন স্থিমে ন ত্রিয়ন্তে মনুষ্যাঃ ।

তস্মিন্নেকাগ্রে কৃতসৰ্ব্বকাৰ্য্যে তত এষাং ভবিতৈবান্তকালঃ ॥৭॥

বৈবস্বতশ্চৈব তনুবিভক্তা বীৰ্য্যোণ যুগ্মাকনুত প্ররদ্ধা ।

সৈমামন্তো ভবিতা হন্তকালে ন তত্র বীৰ্য্যং ভবিতা নরেষু ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । বো যুয়াকম্ । অমরা মরণহীনাঃ ॥৫॥

মৰ্ত্যা ইতি । মৰ্ত্যা মরণধৰ্ম্মাণোহপি, অমৰ্ত্যা অমরণশীলাঃ । বিশেষো দেবমানুষয়ো-
ৰ্ভেদঃ । বিশেষার্থং ভবতা বিশেষঘটনার্থম্ ॥৬॥

বৈবস্বত ইতি । বৈবস্বতো যমঃ, সত্ৰহেতোর্বজ্জসমাশ্ৰিতিনিমিত্তম্, ব্যাপৃতো নিরতঃ ।
তস্মিন্ বৈবস্বতে, কৃতসৰ্ব্বকাৰ্য্যে সমাপিতযজ্ঞে, অতএবেকাগ্রে মনুষ্যমরণায় কৃতমনোযোগে
সতি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মরণকালান্তিক্রমাং ॥২॥ যত্র প্রজাপতিসুত্ৰ গোমাদয়ঃ সমাজগ্নাঃ ॥৩-৬॥ তস্মিন্ কৃতসৰ্ব্ব-
কাৰ্য্যে সমাপিতযজ্ঞে সতি এষাং লোকানামন্তকালো ভবিতা ॥৭॥ অতঃ বৈবস্বতশ্চৈব তনুঃ

ব্রহ্মা বলিলেন—“তোমাদের মনুষ্য হইতে ভয় কি ? তোমরা সকলেই যখন
অমর ; অতএব তোমাদের মনুষ্য হইতে ভয় হইতে পারে না” ॥৫॥

দেবতারা বলিলেন—“মনুষ্যেরাও এখন অমর হইয়াছে ; সুতরাং মনুষ্যের সহিত
দেবতার এখন কোনই ভেদ নাই । সেই ভেদ না থাকাতেই আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া
কোন ভেদ করিবার জন্ত আপনার নিকট আসিয়াছি” ॥৬॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“যম যজ্ঞসম্পাদনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহাতেই মনুষ্যেরা
মরিতেছে না ; কিন্তু সেই যম যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া আবার মনোনিবেশ করিলেই
মনুষ্যের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে ॥৭॥

যমের শরীরেই তোমাদের প্রভাবে আবার সবল হইয়া যেন বিভিন্ন প্রকার

ব্যাস উবাচ ।

ততস্ত তে পূৰ্ব্বজদেববাক্যং শ্রুত্বা জগ্মুৰ্যত্র দেবা যজ্ঞন্তে ।

সমাসীনাস্তে সমেতা মহাবলা ভাগীরথ্যাং দদৃশুঃ পুণ্ডরীকম্ ॥৯॥

দৃষ্ট্বা চ তদ্বিস্মিতাস্তে বভূবুস্তেষামিন্দ্রস্তত্র শূরো জগাম ।

সোহপশ্যদ্যোষামথ পাবকপ্রভাং যত্র দেবী গঙ্গা সততং প্রভূতা ॥১০॥

সা তত্র যোষা রুদতী জলার্থিনী গঙ্গাং দেবীং ব্যবগাচ্চ ব্যতিষ্ঠৎ ।

তস্তাশ্রবিন্দুঃ পতিতো জলে যন্তুং পদ্মমাসীদথ তত্র কাঞ্চনম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

বৈবস্বতস্তেতি । বৈবস্বতস্ত যমস্ত, তমুৎজায়াসেন হৃদ্যলীভূতং শরীরমেব, যুগ্মকং বীথোণ
প্রভাবেণ, প্রবৃদ্ধা পুনঃ সৰলা, অতএব বিভক্তা অস্মাং পৃথক্কৃতং ভবিতা । সা তমুৎসেব,
অন্তকালে এবাং মল্লভাগাম, অস্তো বিনাশিকা ভবিতা । তত্র তদানীম্, নরেষু, বীথ্যাং জীবনায়
শক্তির্ন ভবিতা ॥৮॥

তত ইতি । পূৰ্ব্বজদেবো ব্রহ্মা তস্ত বাক্যম্ । পুণ্ডরীকং প্রবমানং স্বৰ্ণপদ্মম্ ॥৯॥

দৃষ্টেতি । যোষাং কাঞ্চিং স্ত্রিয়ম্ । পাবকপ্রভাম্ অগ্নিবহুজ্জলকান্তিম্ । প্রভূতা
প্রচুরজলা ॥১০॥

সেতি । তস্তাশ্রবিন্দুরিতি বিসর্গলোপেহপি সন্ধিরাধঃ । কাঞ্চনং কাঞ্চনময়ম্ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রবৃদ্ধা যোগবলেন বিপুলা, বিভক্তা বৈদীভাং গতা সতী সা এতামস্তো বিনাশো
ভবিতা । বীথ্যাং দেবতাসাম্যম্ ॥৮—১০॥ তস্তাঃ অশ্রবিন্দুঃ, সন্ধিরাধঃ ॥১১॥ কাম্যে

হইবে ; সেই শরীরই মানুষের মৃত্যুর কারণ হইবে, সেই অস্তিনকালে মানুষেরও
আর বাঁচিবার শক্তি থাকিবে না” ॥৮॥

বেদব্যাস বলিলেন—“তখন দেবতারা ব্রহ্মার বাক্য শুনিয়া যজ্ঞস্থানে যাইবার
জন্তু যাত্রা করিলেন, পথে তাঁহারা সমবেত হইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়াছিলেন, এমন
সময়ে দেখিলেন—একটি স্বর্ণপদ্ম গঙ্গাজলে ভাসিয়া যাইতেছে ॥৯॥

তাহা দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন ; তখন তাঁহাদের মধ্যে বলবান্ ইন্দ্র সেই
পদ্মটার দিকে গেলেন, যাইয়া যেখানে গঙ্গার জল গভীর, সেইখানে অগ্নির স্তায়
উজ্জ্বলাকৃতি একটি রমণীকে দেখিতে পাইলেন ॥১০॥

সেই রমণী জলার্থিনী হইয়া গঙ্গায় নামিয়া রোদন করিতেছিল ; তাহার যে
সকল অশ্রুবিন্দু জলে পড়িতেছিল, সেইগুলিই সেখানে স্বর্ণপদ্ম হইতেছিল ॥১১॥

তদদ্বুতং প্রেক্ষ্য বজ্রী তদানীমপুচ্ছতাং যোষিতমস্তিকাতৈঃ ।

কা তং ভদ্রে ! রোদিষি কশ্চ হেতোৰ্বাক্যং তথ্যং কাময়েহহং ব্রবীহি ॥১২॥

দ্র্যুবাচ ।

ত্বং বেৎশ্রুসে মামিহ যান্মি শক্র ! যদর্থকাহং রোদিষি মন্দভাগ্য্য ।

অগচ্ছ রাজন্ ! পুরতো গমিষ্যে দ্রষ্টাসি তদ্রোদিষি যৎকৃতেহহম্ ॥১৩॥

ব্যাস উবাচ ।

তাং গচ্ছস্তীমঙ্গগচ্ছতদানৌ সোহপশ্যদারাতরুণং দর্শনীয়ম্ ।

সিদ্ধাসনস্থং যুবতীসহায়ং ক্রৌড়স্তমকৈর্গিরিরাজমূর্চ্ছি ॥১৪॥

তমব্রবীন্দেবরাজো মমেদং ত্বং বিদ্ধি বিশ্বং ভুবনং বশে স্থিতম্ ।

ঈশোহহমস্মীতি সমন্যুরব্রবীদদৃষ্ট্ৱা তমকৈঃ স্তব্ধশং প্রমত্তম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । বজ্রী ইন্দ্রঃ । তথ্যং সত্যম্, কাময়ে শ্রোতুমিচ্ছামি । ব্রবীহীত্যর্থং ব্রূই ॥১২॥

ত্মমিত্তি । বেৎশ্রুসে জ্ঞাপ্তসি । পুরতঃ অগ্রতঃ । যৎকৃতে যন্নিমিত্তে ॥১৩॥

ভামিত্তি । স ইন্দ্রঃ । আরাৎ সমীপে । দর্শনীয়ং সুন্দরম্ভূতম্ । সিদ্ধাসনস্থং সিদ্ধি-
যোগাব্যাজ্ঞচর্চোপবিষ্টম্ । যুবতীসহায়ং অগ্ৰয়া যুবত্যা সহৈত্বার্থঃ ॥১৪॥

তমিত্তি । ইদং বিশ্বং সর্বং ভুবনমেব মম বশে স্থিতমিত্তি ত্বং বিদ্ধি । প্রমত্তং প্রমাদাৎ
স্বাগমনেহপি গাত্রোথানাত্তকূর্ক্কাণং তং দৃষ্ট্বা, সমন্যুঃ সক্রোধঃ সন্ ইত্যব্রবীৎ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রোতুম্ ॥১২—১৩॥ যুবতীসহায়ং কৃত্রম ॥১৪॥ অকৈর্হেতুভিঃ, প্রমত্তমসাবধানম্ ॥১৫॥

সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া ইন্দ্র তখনই তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন—“ভদ্রে ! তুমি কে ? কি জন্তাই বা রোদন করিতেছ ? সত্য বল, আমি
শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১২॥

রমণীটা বলিল—“ইন্দ্র ! আমি যে এবং যে জন্ত রোদন করিতেছি, তাহা
আপনি জানিতে পারিবেন : আসুন, সম্মুখের দিকে চলুন, দেখিবেন—আমি যে
জন্ত রোদন করিতেছি” ॥১৩॥

বেদব্যাস বলিলেন—“তখন রমণীটা গমন করিতে লাগিল, ইন্দ্রও তাহার পিছনে
পিছনে গমন করিতে লাগিলেন, কিছু দূর যাইয়া তিনি দেখিলেন—নিকটে
হিমালয়ের উপরে সুন্দর একটা যুবক ব্যাজ্ঞচর্চের উপরে উপবেশন করিয়া অগ্ন একটা
যুবতির সহিত পাশাক্রীড়া করিতেছে ॥১৪॥

কিন্তু সে যুবক পাশাখেলায় এমনই মত্ত হইয়াছিল যে, ইন্দ্রকে দেখিয়াও

ক্লৃপ্তং শক্রং প্রসমীক্য দেবো জহাস শক্রঞ্চ শনৈরুদৈক্ষত ।
 সংস্ফুটতোহভূদথ দেবরাজস্তেনেকিতঃ স্থাগুরিবাবতস্থে ॥১৬॥
 যদা তু পৰ্য্যাপ্তমিহাস্ত ক্রৌড়য়া তদা দেবৌ রুদতৌ তামুবাচ ।
 আনীয়তামেষ যতোহহমারাম্নৈনং দৰ্পঃ পুনরপ্যাবিশেত ॥১৭॥
 ততঃ শক্রঃ স্পৃষ্টমাত্রস্তয়া তু অষ্টৈরুদৈঃ পরিতোহভূদ্ধরণ্যাম্ ।
 তমব্রবীদুগবানুগ্রতেজা মৈবং পুনঃ শক্র ! কৃথাঃ কথঞ্চিৎ ॥১৮॥
 বিবৰ্ত্তয়েনঞ্চ মহাদ্রিরাজং বলঞ্চ বীৰ্য্যঞ্চ তবাশ্রমেয়ম্ ।
 ছিদ্ৰেস্ত চৈবাবিশ মধ্যমস্ত যত্রাসতে ত্বিধিধাঃ সূর্য্যভাসঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ক্লৃপ্তমিতি । দেবঃ স তরুণমুত্তিমহাদেবঃ । সংস্ফুটতো নিশ্চলদেহঃ ॥১৬॥
 যদেতি । পৰ্য্যাপ্তং সমাপ্তিং গতম্, অস্ত মহাদেবস্ত । উবাচ স মহাদেবঃ । এষ শক্রঃ,
 আরান্ম সমীপে আনীয়তাম্ । যতো যত্র অহমস্মি । আবিশেত আশ্রয়েৎ ॥১৭॥
 তত ইতি । তয়া রুদত্যা স্ত্রিয়া । অষ্টৈস্তেজোনাশাৎ শিথিলৈঃ । এবমিথাঃ দৰ্পম্ ॥১৮॥
 বিবৰ্ত্তয়েতি । মহাদ্রিরাজং তন্তুলাং প্রস্তুতম্, বিবৰ্ত্তয় অপসারয় । আসতে অবতিষ্ঠন্তে ।
 সূর্য্যভাসঃ সূর্য্যাতুলোলোজ্জলকাস্তয়ঃ, ত্বিধিধা অপরে পুরুষাঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

সংস্ফুটতো বজ্রং মোকুমুতঃ সন্, অতএব স্থাগুরিব ॥১৬॥ ক্রৌড়য়া পৰ্য্যাপ্তং ক্রৌড়া সমাপ্তা
 গাত্ৰোথান বা অভ্যর্থনা করিল না ; ইহা দেখিয়া দেবরাজ ক্লৃপ্ত হইয়া বলিলেন—
 “ওহে ! এই সমস্ত জগৎটা আমারই অধীনে রহিয়াছে, আমিই ইহার
 অধীশ্বর” ॥১৫॥

ইন্দ্রকে ক্লৃপ্ত দেখিয়া সেই যুবক হাস্ত করিল এবং ইন্দ্রের প্রতি ধীরে ধীরে
 দৃষ্টিপাত করিল ; অমনিই ইন্দ্র স্তরুশরীর হইয়া স্থাগুর মায় অবস্থান করিতে
 লাগিলেন ॥১৬॥

তা’র পর, যখন তাহার পাশাখেলা সমাপ্ত হইল, তখন সেই যুবক রোদন-
 কারিণী সেই যুবতীকে বলিল—“আমার নিকটে উহাকে লইয়া আইস ; উহার
 বাহাতে আর দৰ্প উপস্থিত না হয়, তাহা করিয়া দিতেছি” ॥১৭॥

তখন সেই রমণী যাইয়া ইন্দ্রকে স্পর্শ করিবামাত্র, তাহার সমস্ত অঙ্গ শিথিল
 হইয়া গেল, তিনি ভূতলে পড়িয়া গেলেন । তখন যুবকরূপী উগ্রতেজা মহাদেব
 ইন্দ্রকে বলিলেন—“ইন্দ্র ! তুমি আর একরূপ দৰ্প কখনও করিও না ॥১৮॥

তোমার অতুলনীয় বল ও প্রভাব আছে ; সুতরাং তুমি এই মহাপর্কত-

স তদ্বিত্য বিবরং মহাগিরেশ্বল্যদ্যতীং শচভুরোহিত্যান্ দদর্শ ।
 স তানভিপ্রেক্ষ্য বভূব দুঃখিতঃ কচ্চিন্নাহং ভবিতা বৈ যথেষ্মে ॥২০॥
 ততো দেবো গিরিশো বজ্রপাণিঃ বিবৃত্য নেত্রে কুপিতোহভ্যুবাচ ।
 দরৌমেতাং প্রবিশ জ্বং শতক্রতো ! যন্মাং বাল্যাদবমংস্থাঃ পুরস্তাৎ ॥২১॥
 উক্তস্তেবং বিভূনা দেবরাজঃ প্রাবেপতার্তৌ ভূশমেবাভিষঙ্গাৎ ।
 শ্রীসুতরস্মৈরনিলেনেব স্তুম্ভমশ্বখপত্রং গিরিরাজমূৰ্দ্ধি ॥২২॥
 স প্রাজ্জলির্বৈ রুমবাহনেন প্রবেপমানঃ সহসৈবযুক্তঃ ।
 উবাচ দেবং বহুরুপগুণমগ্নাশেষশ্চ ভুবনশ্চ জ্বং ভবাগঃ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স শক্ৰঃ, বিবৃত্য প্রস্তরাপসারণেনাবিহৃত্য । অস্তান্ পুরুষান্ ॥২০॥
 তত ইতি । গিরিশঃ শিবঃ, বজ্রপাণিমিহ্ম । দরৌ গুহাম্ । বাল্যামৌখ্যাৎ ॥২১॥
 উক্ত ইতি । বিভূনা শিবেন । অভিষঙ্গাৎ পরাভবাশকাবশাৎ । স্তুম্ভং চালিতম্ ॥২২॥
 স ইতি । স ইন্দ্রঃ । অশেষশ্চ ভুবনশ্চ মধ্যে, অগ্ন অম্বেব আগ্নো মাং প্রতি প্রথমঃ প্রসাদকর্তা
 ভব । ইতঃ পূৰ্ণং কোতপি মাং প্রতি প্রসাদং নাকার্যাদিতি ভাবঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১৭—১৮॥ এনং বিলম্বারোধিনম্ অদ্বিরাজং নিবর্তয় দুরীকুরু, যথা বলাদিকং তব
 অপ্রমেয়ং তথা নিবর্তয় ॥১৯—২০॥ ততঃ শীঘ্রম্ অপ্রবেশাক্ষেতোঃ ॥২১॥ এবং দরৌ প্রবিশ
 ইত্যুক্ত উবাচ হে ভব ! অগ্ন অম্বেব অগ্নো মাং প্রতিপ্রসি । অগ্নোত্যনেন
 প্রমাণ পাথরখানাকে সরাইয়া ফেল এবং এই গর্তের ভিতরে প্রবেশ কর, যেখানে
 সূর্যের তুল্য তেজস্বী তোমারই মত আরও কয়টি পুরুষ রহিয়াছে' ॥১:॥

তখন ইন্দ্র হিমালয়ের সেই গর্ত আবিষ্কার করিয়া নিজের তুল্য তেজস্বী আরও
 চারিটি পুরুষ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে দেখিয়া দুঃখিত হইলেন এবং ভাবিলেন
 —‘আমিও ইহাদেরই মত হইব না ত ?’ ॥২০॥

তাহার পর, মহাদেব কুপিত হইয়া নয়নযুগল বিক্ষারিত করিয়া ইন্দ্রকে
 বলিলেন—‘ইন্দ্র ! তুমি এই গুহার ভিতরে প্রবেশ কর, যে হেতু মূৰ্খতাবশতঃ তুমি
 আমাকে পূৰ্বে অবজ্ঞা করিয়াছ’ ॥২১॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, ইন্দ্র যাতনার আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া বায়ুচালিত
 অশ্বখপত্রের স্তায় সেই হিমালয়ের উপরে শিথিল অঙ্গে কম্পিত হইতে
 লাগিলেন ॥২২॥

এবং মহাদেব সহসা ঐরূপ বলিলে, দেবরাজ কাঁপিতে থাকিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া
 বহুমূর্ত্তি মহাদেবকে বলিলেন—‘সমস্ত জগতের মধ্যে আজ আপনিই আমার প্রতি
 প্রথম অনুগ্রহ করুন’ ॥২৩॥

তদ্ব্যবহিতঃ প্রাপ্ত নৈবানীনাঃ শেখরহাগ্নু বন্তি ।

এতৎপ্যং ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

তদ্ব্যবহিতঃ ৩ বতরো ন সংগরো যোনিং সঃ মাণুসীমাণিধম্ ।

তত্র তুং ১৩ কৃষ্ণাবিষয়ং বহুন্যান্ নিধনং প্রাপয়িত্বা ১২৫ ॥

আগন্তুঃ পুনরবেশলোকং স্বকক্ষণা পূর্বজিতং মহার্ম্ম ।

সঃ মদা ভবিতামতদং কত্তব্যম্ বিবিধাধুক্তন্ ১২৬ ॥ (দুঃখকম্)

পূর্বজিতা উচুঃ ।

পূর্বজিতা মাণুসঃ দেবলোকান্ কৃত্বারো বিহিতো যত্র মোক্ষঃ ।

শেখরহাগ্নু বন্তি ১২৭ ॥

ভারতঃশ্রীমদ্ভা

এতৎপ্যং ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ এতৎপ্যং ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ এতৎপ্যং ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ এতৎপ্যং ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥ ভবিতারঃ পুত্রস্তত্র নেতাং দরীমাণি শেষ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এতচ্ছ ত্বা বজ্রপার্ণিবচস্ত দেবশ্রেষ্ঠং পুনরেবেদমাহ ।

বীৰ্য্যেণাহং পুরুষং কার্য্যাহেতোর্দত্তামেবাং পঞ্চমং মৎপ্রসূতম্ ॥২॥

বিশ্বভূগ্ভূতধামা চ শিবিরিদ্ভুঃ প্রতাপবান্ ।

শাস্তিচতুর্থস্তেবাং বৈ তেজস্বী পঞ্চমঃ স্মৃতঃ ॥২৯॥

তেবাং কামং ভগবানুগ্রহয়া প্রাদাদিক্যং সন্নিসর্গাদ্যথোক্তম্ ।

তাক্ষাপ্যেবাং যোষিতং লোককান্ত্যং শ্রিয়ং ভার্য্যাং ব্যদধাম্মাসুমেষু ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । বজ্রপার্ণিবচনেন্দ্রঃ । কার্য্যাহেতোঃ অহরবধরূপদেবকার্য্যাসম্পাদনার্থম্, বীৰ্য্যেণ শুক্রেণ, মৎপ্রসূতম্ এবাং পঞ্চমং পুরুষং দত্তাম্ । ত্রিভুবনরাজকার্য্যাসম্পাদনায় স্বয়ং ন গচ্ছামীতি ভাবঃ ॥২৮॥

অথ গুহাগতানাং চতুর্গাং পূর্বেজ্ঞানাং নবীনেজ্ঞস্ত চ নামাঙ্ক্যাহ—বিশ্বভূগিতি । বিশ্বভূক্, ভূতধামা, শিবিঃ, শাস্তিঃশ্চৈতি ক্রমিক। ভূতপূর্বা ইজ্ঞাঃ ; তেজস্বী চ বর্তমান ইজ্ঞাঃ ॥২৯॥

তেবামিতি । কামং ধন্যাহ্যুৎপাদিতস্বরূপমভিলাষম্ । উগ্রধন্য পিনাকী শিবঃ । ইষ্টম্ আশ্বনাপি বাঞ্ছিতম্, সন্নিসর্গাৎ আশ্বনঃ সংস্খভাবাৎ । তাং প্রসিদ্ধাম্, যোষিতং তৈরিত্তৈঃ ক্রমিকভোগাদ্যোষিভূতাম্, লোককান্ত্যং স্বর্গবাসিভিঃ স্পৃহিতাম্, শ্রিয়ং স্বর্গলক্ষ্মীম্, মাহুমেষু লোকেষু, এবাং পঞ্চানামগীজ্ঞাণাম্, ভার্য্যাং ব্যদধাৎ ॥৩০॥

ভারতভাবদীপঃ

না প্রসাদে চ ইতি মেদিনী ॥২৪—২৬॥ হ্রাধরো হ্রস্বাপঃ ॥২৭॥ বীৰ্য্যেণ শুক্রেণ পুরুষ-মংশভূতং দত্তাম্ । স্বয়ং তু আদিকারকত্বাদিহৈব তিষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥২৮॥ তেজস্বী ইজ্ঞাংশঃ ॥২৯॥ সন্নিসর্গাৎ সংস্খভাবাৎ । শ্রিয়মিতি ত্রৌপদী স্বর্গশ্রীঃ তাম্ ॥৩০॥ তৈঃ

বেদব্যাস বলিলেন—“নূতন ইন্দ্র পূর্ববর্তী ইন্দ্রগণের ঐ কথা শুনিয়া পুনরায় মহাদেবকে এই কথা কহিলেন—“আমি দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আপন বীৰ্য্যদ্বারা উৎপাদিত মৎপুত্রকেই ইহাদের পঞ্চম ইন্দ্র করিয়া পাঠাইতে ইচ্ছা করি” ॥২৮॥

সেই পাঁচ জন ইন্দ্রের মধ্যে প্রথমের নাম—বিশ্বভূক্, দ্বিতীয়ের নাম—ভূতধামা, তৃতীয়ের নাম—শিবি, চতুর্থের নাম—শাস্তি এবং পঞ্চমের নাম—তেজস্বী ছিল ॥২৯॥

ভগবান্ মহাদেব নিজের সংস্খভাববশতঃ তাহাদের সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবার অঙ্গীকার করিলেন এবং ইহাদেরই ভোগ্য স্বর্গবাসীর লোকানীয়ে স্বর্গলক্ষ্মীকে মনুগ্রলোকে উহাদের ভার্য্যা হইবার জন্য আদেশ করিলেন ॥৩০॥

ভৈরবেব সাক্ষিস্ত ততঃ স দেবো জগাম নারায়ণমগ্রমেয়ম্ ।

অনন্তমব্যক্তমজং পুরাণং সনাতনং বিশ্বমনন্তরূপম্ ॥৩১॥

স চাপি তদ্ব্যদধাৎ সৰ্বমেব ততঃ সৰ্বৈ সংবভূবুৰ্ণয়াম্ ।

স চাপি কেশো হরিরুদ্রবর্হ একং কৃষ্ণমপরকৈব শুক্লম্ ॥৩২॥

তৌ চাপি কেশো নিবিশেতাং যদূনাং কুলে স্ত্রিয়ৌ দেবকীং যোহিগীঞ্চ ।

তয়োৱেকো বলদেবো বভূব যোহসৌ খেতস্তস্মৈ দেবস্মৈ কেশঃ ।

কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সংবভূব কেশো যোহসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ ॥৩৩॥

যে তে পূৰ্ব্বং শক্ররূপাঃ নিবদ্ধাস্তস্ত্যাং দৰ্ঘ্যাং পৰ্বতস্ত্যোন্তবস্ত্য ।

ইহৈব তে পাণ্ডবা বার্যাবন্তঃ শক্রস্ত্যাংশঃ পাণ্ডবঃ সব্যাসাচী ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

ভৈরবিত্তি । ভৈঃ পকভিরবেভ্যে । স দেবঃ শিবঃ । জগাম রামকৃষ্ণয়োরাবিভাবার্থম্ ॥৩১॥

স ইতি । স নারায়ণোহপি বাদপাং অমৃতবানিত্যর্থঃ । উদ্ববর্হ উৎপাটয়ামাস ॥৩২॥

তাবিত্তি । নিবিশেতাং প্রবিষ্টবন্তৌ । কেশজাতদ্বাদেব কেশব ইত্যাদয়ঃ । নারায়ণ-
কেশয়োৱপি নারায়ণাশ্রকৃৎস্বাং রামকৃষ্ণয়োৱনন্তবিশৃংখলাবাদিনা ত্রীমুখাগবতেন সহ ন বিরোধঃ ।
ষট্পাদমিদং পঞ্চম ॥৩৩॥

য ইতি । তে চত্বারঃ । দৰ্ঘ্যাং গুহ্যায়াম্ । শক্রস্ত্য নবীনৈশ্চত্বাঃ । সব্যাসাচী অর্জুনঃ ॥৩৪॥

ভারতভাবদীপঃ

বিশ্বভূগাদিত্তিঃ, স দেবো মহাদেবঃ ॥৩১॥ বাদপাং বিহিতবান্ আজ্ঞপ্তবানিত্যর্থঃ । উদ্ববর্হ
উদ্ধৃতবান্ ॥৩২॥ অত্র কেশাবেদ রেতোৱাপৌ পাণ্ডবানামিব রামকৃষ্ণয়োৱপি প্রকরণ-
সঙ্গত্যাং সাক্ষাদ্বেদরেতস উৎপত্তেরবশ্ববক্তব্যাত্মা, অতএব দেবক্যাং যোহিগীঞ্চ সাক্ষাৎ
কেশপ্রবেশ উচ্যতে, ন তু বহুদেবে ; তথা সতি তু “দেবানাং রেতো বর্হঃ বর্হস্ত রেত
এবময়ঃ” ইত্যাদিশ্রোতপ্রভাভ্যা অমৃতাদিবং তয়োৱপি বাবদানেন দেবপ্রভবত্বং জ্ঞাতং ; তথা
চ—“এতন্নানাবতারাণাং নিদানাং দীজমবায়ম্” ইতি ভগবতঃ সাক্ষাৎসত্যাত্তবতারবীজত্ব-

তৎপরে, যাঁহাৱ মহিমার ইয়ত্তা করা যায় না, যিনি অনন্ত, অস্পষ্ট, জগৎ-
হীন, সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সনাতন, বিশ্বব্যাপক এবং অনন্তমুখি—সেই নারায়ণের
নিকটে সেই পাঁচ জন ইন্দ্রের সহিত মহাদেব গমন করিলেন ॥৩১॥

নারায়ণও সেই সমস্ত বিবেকেরই অমুমোদন করিলেন ; তখন পঞ্চ ইন্দ্র
এবং স্বর্গলক্ষ্মী পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন । এই সময়ে নারায়ণ নিজের
একটি শুক্ল কেশ এবং একটি কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপাটন করিলেন ॥৩২॥

সেই কেশ দুইটি বাইয়া যজ্ঞকূলে দেবকী ও যোহিগীর গর্ভে প্রবেশ করিল ।
তাহাৱ মধ্যে শুক্লবর্ণ কেশটি বলরাম হইল এবং কৃষ্ণবর্ণ কেশটি কেশব অর্থাৎ
কৃষ্ণ হইল ॥৩৩॥

এবমেতে পাণ্ডবাঃ সংবভূবুর্বে তে রাজান্ ! পূর্বমিত্রা বভূবুঃ ।

লক্ষ্মীশৈচবাঃ পূর্বমেবোপদিক্তা ভাৰ্য্যা যৈশা ত্রৌপদী দিব্যরূপা ॥৩৫॥

কথং হি ত্রৌ কাম্যগোহস্তে মহাতনাং সনুভিত্তিকতাতা দৈবদোপাং ।

যন্তা রূপং সোমসূর্য্যপ্রকাশং গন্ধশাস্ত্রাঃ ক্রোশাশ্রাঃ প্রবর্জিত ॥৩৬॥

ইদঞ্চাতং শ্রীতিপূৰ্ব্বং নরেন্দ্র ! দনানি তে বরমতাতুতক ।

দিবাং চক্ষুঃ পশ্য কুন্তাহুঃস্তাঃ পুণ্যোদিবৈঃ পূৰ্ণদৈবরূপোতান্ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । লক্ষ্মীঃ স্বর্গাশ্রীঃ, এনাং পাণ্ডবপ্রপুত্রানামিত্রাণাম্, ভাৰ্য্যা ভবিতৃমুপদিক্তা ॥৩৫॥

অগ্ৰণাত্মপতিঃ দর্শয়তি—কবমিতি । কাম্যগোহস্য যজ্ঞাবসানে । অগ্ৰতঃকৃত ॥৩৬॥

বায়াঃ ক্রপদতাপিখ্যাসঃ স্তাবিত্ত প্রত্যকত এব পক্ষপাণ্ডবম্ পাক্ষজহা দর্শয়িতুমাত—
ইমিতি । বরা বরভূতম্, অপ্রভূতঃ দিব্যঃ চক্ষুনানোতি সংক্ৰঃ । পূৰ্ণদৈবৈঃ পূৰ্ণদৈবিত্তি-
বেবেজ্ঞশরীরৈঃ ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মৃত্যমানঃ বিকমোতঃ, আপ চ কেনচেৎসোহহংসঃ সমানকোপ যোগপ্রভবঃ অকাক-
শ্রোতশ্চেন মনুজহাঃ পুত্রহক স্তাং । তথা—“কৃত্বা ভগবান্ স্বহম্” ইতি শ্রীমত্ভাগবতজিহ-
সকল্পতে । ন চ কেশোদরণাং কৃত্বতাপিখ্যাসঃ প্রতীক্যে ইতি নাচাম্, কেনজ নেহাবহদহা-
ভাবাং, তস্মাৎ নমুচিনসে কর্তব্যঃ যথা সপাঃ ক্ষেমে বহুত প্রবেশঃ এবং দেশকোরাহিণো-
জঠরপ্রবেশে কর্তব্যঃ । কেশবদেবঃ ভাবভূতম্ ভগবতঃ কাংক্ষোনেবাবিত্যেব ত্রৈব ইতি
বুজম্ ॥৩৩—৩৬॥ দিবাং ছৌতমানঃ দিবি হিতঃ বা সার্বজ্ঞাপকহাং ॥৩৭॥ তন্ত রাজাঃ

হিমালয়ের সেই গুহার ভিতরে পূর্বের যে সেই ইন্দ্ররূপী চারিটি পুত্র
আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা চারি জনই এই মর্ত্যলোকে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও
সহদেব ; আর অন্দ্রন সেই নূতন ইন্দ্রের অংশ ॥৩৫॥

মহারাজ ! পূর্বের যে সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ছিলেন, তাঁহারাই এইভাবে
পক্ষ পাণ্ডব হইয়াছেন ; আর মহাদেব পূর্বের যে সেই সর্গলক্ষ্মীকে ইহাদের
ভাৰ্য্যা হইবার আদেশ দিয়াছিলেন, তিনিই এই মনোহরমুগ্ধী ত্রৌপদী
হইয়াছেন ॥৩৬॥

এইরূপ দৈববোগ বাতীত যজ্ঞাবসানে কি করিয়া একটি স্ত্রী কৃত্তন হইতে
উঠিতে পারে ? বাহার রূপ চন্দ্র ও সূর্যের জায় উজ্জল এবং দেহের সৌরভ
এক কোশ দূরে বহিত হয় ॥৩৬॥

সে বাহা হউক, মহারাজ ! আমি প্রণয়বশতঃ এই আর একটি অত্যন্ত
বরষরূপ দিবাচক্ষু আপনাকে দিতেছি ; আপনি দিবা পুণ্যবশতঃ ভূতপূর্ব
ইন্দ্রদেহধারী পাণ্ডবগণকে নিজেই দর্শন করুন” ॥৩৭॥

দৈনন্দিন জীবন উদ্ভাট ।

ততো ব্যাসঃ পরমোদারকର୍ম্য শুচিবিপ্রস্তুপস। তস্য রাজাঃ ।

5କୁନିବ୍ୟଃ ପ୍ରଜ୍ଞନୌ ତ୍ରାଃଚ ମର୍ଦ୍ଦାନ୍ ରାଜାହମକ୍ୟାଂ ପୂର୍ବଦୋହସ୍ୟାବଂ । ୭ ।

ততো দিব্যান্ হেমকিরীটমালিনঃ শক্রপ্রধানান্ পাবকান্ চিত্ত্যবর্ণান্ ।

নক্ষত্রপীড়াসংস্কাররূপাংস্চ বৃহৎ ব্যাঘ্রোবস্যাংস্তালমাত্রান্ দদশ ॥৩৯॥

निवेद्य बद्धैश्चरत्नैः सुगन्धैर्नान्यैश्चाद्यैः शोभा नानतीव ।

संक्रान्ताङ्गान् वा वनुं चापि रुद्रान्निद्रान् वा सर्वाङ्गोपपन्नान् ॥४०॥

(सुप्रकथ)

ॐ नमः पूर्ववत्प्रतिबोद्धव्यं ॥ ३ ॥ नमः शत्रुघ्नं प्रणम्य निशम्य ।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ॐ नमः शिवायः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible][illegible][illegible]

ହାବହବାବନୀମ୍ବ

ଉପର ଲିଖିତ ୧୭.୧ ନମ୍ବରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପାଦାନ । ଉପର ଲିଖିତ ୧୭.୧ ନମ୍ବରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉପାଦାନ । ୧୭-୧୦

३० : विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रम् ॥ ३० ॥

নৈশম্পন্ন বাল্যকাল—তাহার পর, শুধু ১৭ বৎসর বৃদ্ধিতে বেদবাস উপস্থান প্রভাব উপদ রাডাকের দ্বিবাচক দান করিলেন; 'তখন উপদ রাডা গণকরদ্র বার্য মকল পা ওয়াই ১৭ বৎসর বৃদ্ধিতে দ্বিবাচক দান করিলেন ১৯৮৮।

তিন দেবদেব—পাণ্ডবগণের অগ্নি, দেহ, ভাষা বা নয়নে নিমেষ
 নাই, সুবর্ণের মুকুট ও মালা, ইন্দ্রের জায় আকর্ষিত, অগ্নি ও অশ্বারথ জায় উজ্জল
 বর্ম, মহাকৈ অগ্নি পুণ্ডর মালা, মনোহর মুক্তি, সোদন বসন, শিখর বক,
 সুদীর্ঘ দেহ, ধূলীশূণ্য অগ্নি বস্ত্র—এসং সুগন্ধ উৎকৃষ্ট মালা সজ্জিত; তাহাতে
 সাক্ষাৎ শিব, বসুগণ, রত্নগণ ও আদিভাগবতের জায় দেবযোগ্য সর্বগুণসম্পন্ন
 দেখা যাইতেছে ॥৫৩—৫৪॥

তাকৈবাগ্ৰ্যাং স্ত্রিয়মতিরূপযুক্তাং দিব্যাং সাক্ষাৎ সোমবহিঃপ্রকাশাম্ ।

যোগ্যাং তেয়াং রূপতেজোযশোভিঃ পত্নীং মহা হৃষ্টবান্ পার্শ্ববেদ্রঃ ॥৪২॥

স তদদৃষ্টু। মহদাশ্চর্য্যরূপং জগ্ৰাহ পাদৌ সত্যবত্যাঃ স্ততস্ত্ৰ ।

নৈতচ্চিত্রং পরমর্ষে ! ত্বয়াতি প্রসন্নচেতাঃ স উবাচ চৈনম্ ॥৪৩॥

ব্যাস উবাচ ।

আসীত্তপোবনে কাচিদৃষেঃ কন্যা মহাত্মনঃ ।

নাধ্যগচ্ছৎ পতিং সা তু কন্যা রূপবতী সতী ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

২পি, ব্রহ্মস্বমার্যম্, দিব্যামগ্রয়েয়াং তাং তৎপক্ষকসম্বন্ধিনীম্, মায়্যাং শক্তিকাবেক্ষ্য্য রূপদো রাজা
প্ৰীতো বিস্মিতশাসীৎ ॥৪১॥

তামিতি । অগ্ৰ্যাং শ্রেষ্ঠাম্ । তাং দ্রৌপদীম্, রূপতেজোযশোভিস্তেয়াং যোগ্যাং পত্নীম্,
মহা, হৃষ্টবান্ আনন্দিতো বভূব, পার্শ্ববেদ্রো রূপদঃ ॥৪২॥

স ইতি । স রূপদঃ । ইতুবাচ চেতি শেষঃ । স ব্যাসশ্চ । এনং রূপদম্ ॥৪৩॥

অথ পঞ্চেন্দ্রাবতারাণাং পঞ্চপাণ্ডবানামস্থিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানাখ্যানে তেয়াং গরীয়ানহকারঃ
স্তাদিতি তৎপরিহারায় ব্যাসেন পূৰ্ব্বং পাণ্ডবানামস্থিকে পঞ্চেন্দ্রোপাখ্যানং নোক্তম্,
কিন্তু পঞ্চানাং ভ্রাতৃণামেকস্তা দ্রৌপত্যা বিবাহায় কেবলমৃষিক্তোপাখ্যানমভিহিতম্ ।
ইদানীন্ত পত্যপেক্ষায়া পত্ন্যা অবরবয়স্বত্বং দর্শয়িতব্যম্, তচ্চ পঞ্চেন্দ্রাণাং স্বর্গলক্ষ্যশ্চ যুগপ-
চ্ছিন্নিনি ন সম্ভবতীতি স্বর্গলক্ষ্যা কিঞ্চিৎবিলম্বিতব্যম্ । এবঞ্চ স্বর্গলক্ষ্মীরেব মধ্যে ঋষিক্ত্যা
তুভ্যা বিলম্বিতবতীতি সূচয়িতুং তদুপাখ্যানং পুনরপ্যাহ—আসীদিতি । নাধ্যগচ্ছন্ন লেভে ॥৪৪॥

মনোহরমূর্ত্তি যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে পূৰ্ব্ব ইন্দ্রমূর্ত্তি দেখিয়া এবং
অৰ্জুনকে নূতন ইন্দ্রমূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আর তাঁহাদের শক্তিকে অলৌকিক ও
অনির্বচনীয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রূপদ রাজা আনন্দিত ও বিস্মিত হইলেন ॥৪১॥

আর, সাক্ষাৎ চন্দ্র ও অগ্নির স্থায় উজ্জলকাস্তি, স্বর্গীয়মূর্ত্তি, অতিসুন্দরী
দ্রৌপদীকে রূপ, তেজ ও যশে তাঁহাদেরই উপযুক্ত পত্নী স্বর্গলক্ষ্মী মনে করিয়া
রূপদ রাজা আনন্দে অধীর হইলেন ॥৪২॥

রূপদ রাজা সেই গুরুতর আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বেদব্যাসের চরণযুগল
ধারণ করিলেন এবং বলিলেন—“মহর্ষি ! আপনাতে ইহা আশ্চর্য্য নহে” ।
পরে, বেদব্যাস প্রসন্ন হইয়া রূপদ রাজাকে বলিলেন ॥৪৩॥

বেদব্যাস কহিলেন—“কোন তপোবনে কোন মহর্ষির একটি কন্যা ছিল :
সে কন্যাটি সুন্দরী হইয়াও উপযুক্ত পতি পাইতেছিল না ॥৪৪॥

(৪২)...দৃষ্টবান্ পার্শ্ববেদ্রঃ

তোষয়ামাস তপসা সা কিলোগ্রাণ শঙ্করম্ ।
 তামুবাচেশ্বরঃ শ্রীতো বৃণু কামমিতি স্বয়ম্ ॥৪৫॥
 সৈবমুক্তাভ্রবীং কণ্ঠা দেবং বরদমৌগ্বরম্ ।
 পতিং সৰ্ব্বগুণোপেতমিচ্ছামীতি পুনঃ পুনঃ ॥৪৬॥
 দদৌ তস্মৈ স দেবেশস্তং বরং শ্রীতমানসঃ ।
 পঞ্চ তে পতয়ো ভদ্রে ! ভবিষ্যন্তীতি শঙ্করঃ ॥৪৭॥
 সা প্রসাদয়তী দেবমিদং ভূয়োহভ্যভাষত ।
 একং পতিং গুণোপেতং হস্তোহর্হামীতি শঙ্কর ! ॥৪৮॥
 তাং দেবদেবঃ শ্রীতাত্মা পুনঃ প্রাহ শুভং বচঃ ।
 পঞ্চকৃৎস্বয়োক্তাহং পতিং দেহীত বৈ পুনঃ ॥৪৯॥
 তত্ত্বথা ভবিতা ভদ্রে ! বচস্তদুদ্রমস্ত তে ।
 দেহমন্যং গতায়ান্তে সৰ্ব্বমতদ্বিস্মৃতি ॥৫০॥

ভারতকৌমুদী

তোষয়ামাসেতি । ঈশ্বরঃ শঙ্কর এব । কামঃ কামাবিশয়ম্ ॥৪৫॥
 সেতি । পুনঃ পুনঃ পঞ্চ বারান্ অত্রবীদিতার্থঃ, পরত্র তথাভিধানাৎ ॥৪৬॥
 দদাবিতি । ঈদৃশবরদানে স্বর্গলক্ষ্মীঃ প্রতি পূর্বাঙ্গেশস্ত স্মরণমেব হেতুরিতি বোধ্যম্ ॥৪৭॥
 সেতি । প্রসাদয়তী প্রসাদয়ন্তী । অর্হামি প্রাপ্তুমিতি শেষঃ, স্মিয়া একপতিকৃত্ব-
 নিয়মাৎ ॥৪৮॥
 তামিতি । পঞ্চকৃৎস্বঃ পঞ্চ বারান্ । মমৈব পূর্বাঙ্গেশশাস্তিপ্রাপ্ত্যয়ঃ ॥৪৯॥
 তদ্বিতি । গতায়ান্তে প্রাপ্তায়ান্তে । এতদেবৈতৎপ্রসাদনকলমিতি ভাবঃ ॥৫০॥

তাহার পর, সেই কণ্ঠাটী ভয়ঙ্কর তপস্তা করিয়া মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিল;
 তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই আসিয়া তাহাকে বলিলেন—“তোমার
 অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা কর” ॥৪৫॥

মহাদেব এইরূপ বলিলে, “আমি সৰ্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে ইচ্ছা
 করি” এই কথাটী পাঁচ বার বরদাতা মহাদেবের নিকট সে বলিল ॥৪৬॥

তখন মহাদেব সন্তুষ্টচিত্তে তাহাকে সেই বরই দিলেন এবং বলিলেন—
 “ভদ্রে ! তোমার পাঁচটা পতি হইবে” ॥৪৭॥

তখন কণ্ঠাটী মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় এই কথা বলিল যে,
 “শঙ্কর ! আমি আপনার নিকট গুণবান্ একটা পতি প্রার্থনা করি” ॥৪৮॥

তখন সন্তুষ্টচিত্ত মহাদেব পুনরায় তাহাকে এই কথা বলিলেন—“ভদ্রে !
 তুমি ‘পতি দিন’ এই কথাটী পাঁচ বার আমাকে বলিয়াছ ॥৪৯॥

ক্রপদৈবা হি সা ভজে হতা নৈ দেবরূপিনী ।

পক্ষানাং বিহিতা পত্নে কৃষ্ণা পার্শ্বত্যান্ধিতা ॥৫১॥

অর্গস্ত্রিঃ পাণ্ডবার্হস্ত সন্তুংপন্ন মহামণে ।

সেহ তপ্তা তপো যোঃ চুহিত্ত্বং তবাপরা ॥৫২॥

সৈন্য দেবী কচিরা দেবভূক্তা পক্ষানামেকা হনুঃপ্রোহ পশুণা ;

স্বকী স্বয়ং দেবপত্নী স্বভক্ষুবা শ্রীহা রজন ! ক্রপদৈবঃ কুরুহ ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সাহিত্যায়ঃ বৈয়াসিক্যাদিপর্বণি বৈদ্যাহিকে

পঞ্চোদ্ভাপাধ্যানে নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫৪॥

—:—

ভারতকৌমুদী

ক্রপদতি । সা দেবরূপিনী ঋষিকণ্ঠা । পুণ্ড্রতাপত্যা পৌত্রী পক্ষী ॥৫১॥

অথ কাসো দেবরূপিনীতায়—অর্গস্ত্রিভিঃ । অর্গস্ত্রিঃ, মনসা সা ঋষিকণ্ঠা কৃষ্ণা, কান্দা তপস্তপ্তা, ইহ পাণ্ডবার্হঃ মহামণে সন্তুংপন্ন সন্তী, তন চুহিত্ত্বংমাপরা ॥৫২॥

সেতি । দেবৈনুভূতা অর্গলক্ষ্যঃসৈন্য সেবিতাঃ । দেবীনাং পক্ষানামিচ্ছায়াঃ পত্নী কুটম্ব স্বরূপা ব্রহ্মণা স্বয়ং সন্তী । ইষ্টং পক্ষত্যা এন দানমদানং বা ॥৫৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিবাসদিক্যাদিপর্বণশততমোহধ্যায়ঃ মহাভারত-

চীকাব্যঃ ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাধিপক্ষণি বৈদ্যাহিকে নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫৪॥

—:—

সুতরাং সে বাক্য সেইরূপই হইবে ; হোমার মতন শুভ্রঃ জন্মাত্ত্বই তোমার পক্ষ পতি হইবে" ॥৫০॥

ক্রপদ রাজা ! দেবরূপিনী সেই ঋষিকণ্ঠাই আপনার কণ্ঠা দ্রোপদী হইয়া জন্মিয়াছেন এবং এই অনিন্দ্যমুন্দরী পুণ্ড্রতপৌত্রী দ্রোপদাকেই বিধাতা পক্ষ পাণ্ডবের পত্নী বিধান করিয়াছেন ॥৫১॥

সেই অর্গলক্ষ্মী মধ্যে ঋষিকণ্ঠা হইয়া, যোরতর তপস্তা করিয়া, পাণ্ডবগণের অন্ত মহাবল্লভে উৎপন্ন হইয়া এখন আপনার কণ্ঠা হইয়াছেন ॥৫২॥

ক্রপদ রাজা ! পরমমুন্দরী দেবসেবিতা সেই দেবী অর্গলক্ষ্মীকেই তাঁহার কর্ম অনুসারে পক্ষ পাণ্ডবের একমাত্র পত্নীরূপে স্বয়ং বিধাতা দত্তি করিয়াছেন ; ইহা শুনিয়া আপনার বাহা ইস্কা, তাহাই করিতে পারেন" ॥৫৩॥

—:—

• '...পক্ষনবত্যধিক...', '...সন্তুংপন্ন...', '...নবনবত্যধিক...', '...চুহিত্ত্বংপক্ষ...', 'বিশততমঃ...', ইতি পাঠাভ্রাণি ।

একদশত্ৰিংশততমোহ্মদঃ

ଦ୍ରୁପଦ ଉବାଚ ।

ଅହଂ ଦଚକ୍ଷୁର୍ଭିଃ ସହାର୍ଥଂ ଚକ୍ରପ୍ରୟୋହୋଽସ୍ମି ନହାନ୍ତୁତ୍ତମ ! ।

न वै शक्यं विहितश्रापयानं तद्वद्वेषगुणपन्नं विधानम् ॥५॥

दियेस्य अष्टिनिदर्शनैः स्वकृपा विहितं नैव विहितं ।

कृतं निमित्तं हि बौद्धवहेते। सुप्रसन्नं च नमः ॥२॥

ଯଥେଷ ହୃଦୟୋଽବତୀ ପୁରନ୍ଦରୋଽକାଶଃ ।
 ଅହଂ ଶ୍ଵେତାଽଂଗୁଳାଂ ଶ୍ଵେତାଽଂଗୁଳାଂ ॥ ୧ ॥

ਸ ਚਾਪੋਧੰਗ ਬਰਮਿਨ੍ਯੁਰਥੋਭਾਃ ਸੋਦਾ ਤਿ ਭੇਤਾ ਪੰਥੰਗ ਯਦੁ ॥੩॥

ভারত-কোমল

[illegible]

চিঠি: ৩৩। চিঠি: ৩৪। চিঠি: ৩৫। চিঠি: ৩৬। চিঠি: ৩৭। চিঠি: ৩৮। চিঠি: ৩৯। চিঠি: ৪০।
 চিঠি: ৪১। চিঠি: ৪২। চিঠি: ৪৩। চিঠি: ৪৪। চিঠি: ৪৫। চিঠি: ৪৬। চিঠি: ৪৭। চিঠি: ৪৮।
 চিঠি: ৪৯। চিঠি: ৫০। চিঠি: ৫১। চিঠি: ৫২। চিঠি: ৫৩। চিঠি: ৫৪। চিঠি: ৫৫। চিঠি: ৫৬।
 চিঠি: ৫৭। চিঠি: ৫৮। চিঠি: ৫৯। চিঠি: ৬০। চিঠি: ৬১। চিঠি: ৬২। চিঠি: ৬৩।
 চিঠি: ৬৪। চিঠি: ৬৫। চিঠি: ৬৬। চিঠি: ৬৭। চিঠি: ৬৮। চিঠি: ৬৯। চিঠি: ৭০।
 চিঠি: ৭১। চিঠি: ৭২। চিঠি: ৭৩। চিঠি: ৭৪। চিঠি: ৭৫। চিঠি: ৭৬। চিঠি: ৭৭।
 চিঠি: ৭৮। চিঠি: ৭৯। চিঠি: ৮০। চিঠি: ৮১। চিঠি: ৮২। চিঠি: ৮৩। চিঠি: ৮৪।
 চিঠি: ৮৫। চিঠি: ৮৬। চিঠি: ৮৭। চিঠি: ৮৮। চিঠি: ৮৯। চিঠি: ৯০। চিঠি: ৯১।
 চিঠি: ৯২। চিঠি: ৯৩। চিঠি: ৯৪। চিঠি: ৯৫। চিঠি: ৯৬। চিঠি: ৯৭। চিঠি: ৯৮।
 চিঠি: ৯৯। চিঠি: ১০০।

যথোক্তি। কৃষ্ণা পুস্তকঃ পূৰ্ণবৰ্ণন, মৈত্রকান, ত্রৈলোক্য পঞ্চকথঃ, ১০০০ শ্লোক সম্বলিত।
 ভবানী মঙ্গল ইতি যঃ। উক্তবৰ্ণনঃ পঞ্চদশঃ শ্লোকঃ। ১০০০ শ্লোক সম্বলিত।
 ইত্যুক্তবর্ণন, ত্রৈলোক্যপঞ্চক, এতৎ বহুভাষীঃ। ১০০০ শ্লোক সম্বলিত।
 সাদি, তৎ, বৈজ্ঞানিক ইতি। ১০০০ শ্লোক সম্বলিত।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible]

ক্রমশঃ বলিলেন—“অহা ছন্দ ! আপনার এই কথা বাক্য ভাবন করিয়া। আমার মোহ দূরীভূত হইয়াছে। ঈশ্বরবিন্দিত বিবেক নিৰ্গুণ পর : কৃত্রিম প্রতি-
সাধা নহে ; অতএব জ্যোতিষিকের সাপেক্ষেও তাৎক্ষণিক সত্য জানিবার ক্ষমতা আছে।

দৈবের ঘটনা অত্যন্ত দূর; সুতরাং মানুষ যেভাবে চিন্তা করিতে পারে না; অতএব অগতঃ মানুষ নিজের দৈবিক বিহীন করিতে পারে না। কারণ, আমি একটি বনের জন্ত যে অফারেন্স গান করিয়াছিলাম, তাও তাই এখনও বনের গানে দাঁড়াইল ॥১॥

[illegible]

যদি চৈবং বিহিতং শক্রেণ ধর্মোহধর্মো বা নাত্ত মমাপরাধঃ ।

গৃহুস্থিমে বিধিবৎ পাণিমস্তা যথোপজোষং বিহিতৈষাং হি কৃষ্ণা ॥৪॥

ব্যাস উবাচ ।

নায়াং বিধির্মানুমাণাং বিবাহে দেবা হ্যেতে দ্রৌপদী চাপি লক্ষ্মীঃ ।

প্রাক্ কৰ্ম্মণঃ স্কৃতাতং পাণ্ডবানাং পঞ্চানাং ভার্য্যা দেবদেবপ্রসাদাৎ ॥৫॥

তেষামেবায়ং বিহিতঃ স্তাদ্বিবাহো যথা হ্যেষ দ্রৌপদীপাণ্ডবানাম্ ।

অন্যেষাং নৃণাং যোমিতাক্ষ ন ধর্ম্যঃ স্তান্মানবোক্তো নরেন্দ্র ! ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

যদীতি । তদা ধর্মোহধর্মো বা ভবতিতি শেষঃ । অত্রাধর্মেহপি সতি মমাপরাধো নাস্তি ইমে পঠৈব পাণ্ডবাঃ । যথা যতঃ, ঈশ্বরেণ উপজোষঃ মানুসনিয়মঃ লজ্জয়িত্বা, কৃষ্ণা এষাং পঞ্চানামেব পাণ্ডবানাম্, পত্নী বিহিতা । “জোষঃ সূত্রে প্রশংসায়্যাং তুষ্ণীং লজ্জনয়োরপি” ইতি বিশ্বঃ ॥৪॥

নেতি । এতে পাণ্ডবাঃ । লক্ষ্মীঃ স্বর্গশ্রীঃ । দেবদেবপ্রসাদাদীশ্বরানুগ্রহাৎ ॥৫॥

তেষামিতি । তেষাং দেবানাম্ । তর্হি নৃণাং কো ধর্ম ইত্যাহ—মানবে ধর্মশাস্ত্রে উক্ত এব বিবাহধর্মঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উপপন্নঃ কর্ত্ত্বং যুক্তম্ ॥১॥ গ্রহিগ্রথনা, স্বকর্ম্মণা ইদানীন্তনেন, বিহিতং সিদ্ধম্, নিমিত্তং

দ্রৌপদী পূর্ব্বজন্মে মহাদেবের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন যে, ‘আপনি আমাকে পাঁচটী পতি দান করুন’; মহাদেবও এইরূপ বরই তখন তাঁহাকে দিয়াছিলেন; সুতরাং এ বিষয়ে যাহা ভাল, তাহা তিনিই জানেন ॥৩॥

যদি মহাদেবই এইরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে ইহাতে ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, তাহাতে আমার কোন অপরাধ নাই । যখন তিনিই মনুষ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী বিধান করিয়াছেন, তখন ইহারা পাঁচ জনেই যথাবিধানে ইহার পাণি গ্রহণ করুন” ॥৪॥

বেদব্যাস বলিলেন—“মনুষ্যের বিবাহে এরূপ বিধান নাই; তবে পাণ্ডবেরা দেবতার অবতার, দ্রৌপদীও স্বর্গলক্ষ্মীর অবতার; সুতরাং পূর্ব্ব-সুকৃতিবশতঃ এবং মহাদেবের অনুগ্রহে এক দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের ভার্য্যা হইবেন ॥৫॥

দেবতাদেরই এইরূপ বিবাহ বিহিত আছে; সুতরাং দেবতাদের বলিয়াই দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবের এই বিবাহ হইতেছে; কিন্তু মহারাজ! অশু

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত আজগ্ৰভূক্তত্র তৌ ব্যাসক্রপদাবুভৌ ।

কুন্তী সপুত্রা যত্রাস্তে ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥৭॥

ততোহব্রবীষ্টগবান্ ধৰ্ম্মরাজং পুণ্যাহমদৌব যুধিষ্ঠিরেতি ।

অত্র পৌষ্যং যোগযুপৈতি চন্দ্রমাঃ পাণিঃ কৃষ্ণায়াস্তং গৃহাণাত্য পূৰ্ব্বম্ ॥৮॥

এবমুক্ত্বা ধৰ্ম্মরাজং ভীমাদীনপ্যভাষত ।

ক্রমেণ পুরুষব্যাক্রাঃ ! পাণিঃ গৃহুস্তু পাণিভিঃ ॥৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজা যজ্ঞসেনঃ সপুত্রো জ্ঞানার্থমুক্তং বহু তত্তদগ্র্যম্ ।

স্বসজ্জয়ামাস স্ততাক্ষ কৃষ্ণমাপ্লাব্য রত্নৈর্বহুভিবিভৃশ্য ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আস্তে তিষ্ঠতি অ । পুত্রতজ্ঞাপত্যঃ পৌত্র ইতি পার্শ্বতঃ ॥৭॥

তত ইতি । ভগবান্ ব্যাসঃ, ধৰ্ম্মরাজঃ যুধিষ্ঠিরম্ । পৌষ্যস্ত পুত্রোদয়মিতি পৌষ্যস্ত পুত্রোৎপত্তিস্থচকমিত্যর্থঃ । পূৰ্ব্বং প্রথমম্, তদৈব ছোষ্ট্যাদিতি ভাবঃ ॥৮॥

এবমিতি । অভাষত ভগবান্ভাষকঃ । পুরুষব্যাক্রাঃ উবাহুঃ । পাণিঃ কৃষ্ণায়াঃ ॥৯॥

তত ইতি । জ্ঞানার্থঃ বরবধূনিমিত্তম্, "জ্ঞানো বরবধূজ্ঞানিপ্রয়ত্নতাহিতৈঃপি চ" ইতি বিশ্বঃ । উক্তং প্রাক্ কথিতম্, অত্রাঃ শ্রেষ্ঠম্, তত্ত্বং বহু বসনভূষণাদি উপাধীনায়িত্বেনি শেবঃ । আপ্লাব্য অপরিত্রা ॥১০॥

মানুষ্যের পক্ষে ইহা ধৰ্ম্ম নহে, মনুষ্যসংহিতাপ্রভৃতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধৰ্ম্মই মানুষ্যের ধৰ্ম্ম" ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পুত্রগণের সহিত কুন্তী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন যেখানে ছিলেন, সেইখানে বেদব্যাস ও ক্রপদ রাজা আগমন করিলেন ॥৭॥

তদনন্তর বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—“যুধিষ্ঠির! অতাই শুভ দিন; কেন না, অত্র চন্দ্র পুত্রোৎপাদক যোগে রহিয়াছেন; স্ততরাং অত্র তুমিই প্রথমে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ কর” ॥৮॥

যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিয়া তিনি ভীমপ্রভৃতিকেও বলিলেন যে—“হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা ক্রমশঃ আপন আপন পাণি দ্বারা দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ কর” ॥৯॥

তাহার পর, ক্রপদ রাজা ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত মিলিত হইয়া বর ও কন্যার জন্য

(৮)....অদৌব পুণ্যাহমনি পাণ্ডবেষাঃ।।...অদৌব পুণ্যাহমুত বঃ পাণ্ডবেষাঃ....। অত্র পৌষ্যযোগম্, অত্র পৌষ্যযোগম্....। (৯) অয়ং য্লোকঃ কচিরাতি । (১০)....সমৰ্থয়ামাস স্ততাক্ষ কৃষ্ণম্....।

ততস্ত সৰ্কে ব্রহ্মদো নৃপস্ত সমাজয়ুঃ সহিতা মন্ত্ৰিগণা ।

ক্রুৎং বিবাহং পরমপ্রভীতা বিজ্ঞাশ্চ পৌরাশ্চ যথাপ্রধানাঃ ॥১১॥

ততোহস্ত বেষ্মাগ্র্যাজনোপশোভিতং দ্বিতীৰ্পদ্যোৎপলভূষিতাক্ষিয়ম্ ।

বলৌষরজৌষবিচিত্রমাবভৌ নভো যথা নিম্নলতারকাগ্নিতম্ ॥১২॥

ততস্ত তে কৌরবরাজপুত্রা বিমৃষিতাঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ ।

মহার্হবস্ত্রাস্বরচন্দনোক্ষিতাঃ কৃত্যভিনেকাঃ কৃতমঙ্গলক্রিয়াঃ ॥১৩॥

পুরোহিতেনাগ্নিসমানবৰ্চ্চসা সঠৈব ধৌম্যেন যথাবিধি প্রভো ! ।

ক্রমেণ সৰ্কে বিবিশুস্ততঃ সদো মহৰ্হভা গোষ্ঠমিবাভিনন্দিনঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । নৃপস্ত ক্রপদস্ত । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ । পরমপ্রভীতা অত্যন্তানন্দিতাঃ ।

প্রধানাশ্চনতিক্রম্যেতি যথা প্রধানাঃ পুরস্ততপ্রধানতনা ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত ইতি । অস্ত ক্রপদস্ত, বেষ্মা সৌধম্, অগ্র্যাজনৈঃ প্রধানলৌকৈরুপশোভিতম্, দ্বিতীর্ণৈঃ পদ্যোৎপলৈর্ভূষিতানি অঞ্জিরানি চন্দরানি যত্র তৎ ॥১২॥

তত ইতি । তে যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ । মহার্হানি মহামূল্যানি বস্ত্রানি অংঘ্রবৎ আকাশবৎ সূক্ষ্মানি যেষাং তে চ তে চন্দনোক্ষিতাশ্চেতি তে, বৃহতীভিঃকবঃ স্নানং যৈশ্চ, কৃত্য মঙ্গলক্রিয়া দেবপূজাদিকা যৈশ্চ । সদো বিবাহসভাম্ । মহৰ্হভা মহাব্যবহাঃ । অভিনন্দিনো গুরুজনানভিবাদয়ন্তঃ ॥১৩ - ১৪॥

নিৰ্ব্বাচিত সেই সকল উৎকৃষ্ট দ্রব্য আনয়ন করিলেন এবং দ্রৌপদীকে স্নান করাইয়া ও নানাবিধ রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া সুসজ্জিত করিলেন ॥১০॥

তাহার পর, ক্রপদ রাজার বহুগণ, মন্ত্ৰিগণ, ব্রাহ্মণগণ ও পুরবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া, প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে অগ্রবর্তী করিয়া, আনন্দিত চিত্তে বিবাহ দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন ॥১১॥

পূৰ্বেই ভূতারা পদ্ম ও উৎপল বিক্ষিপ্ত করিয়া উঠানগুলিকে ভূষিত করিয়াছিল, সৈন্তগণ উজ্জলবেশে নানাস্থানে অবস্থান করিতেছিল এবং বহুস্থানে উজ্জল রত্ন সকল সন্নিবেশিত হইয়াছিল, আর তৎকালে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উজ্জল বেশে আসিয়া শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সুতরাং ক্রপদ রাজায় বাড়ীখানি তখন নিম্নল-নক্ষত্রযুক্ত আকাশের স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ॥১২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি রাজপুত্রগণ স্নান ও মঙ্গলিক কার্য সম্পাদন-পূৰ্ব্বক কুণ্ডলপ্রভৃতি সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, আকাশের স্থায় সূক্ষ্ম মহামূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং চন্দনতিলকে সজ্জিত হইয়া, গুরুজনদিগকে নমস্কার করিতে করিতে, মহাব্যবহা যেন গোষ্ঠে প্রবেশ করে, সেইরূপ অগ্নির

ততঃ সমাধায় স বেদপারগো জুহাব মন্ত্রেহু লিতঃ হুতাশনম্ ।

যুধিষ্ঠিরক্যাপ্যপনীয় মন্ত্রবিন্ময়োজ্যামাস সত্বেব কৃৎয়া ॥১৫॥

প্রদক্ষিণং তৌ প্রগৃহীত যানী সমানয়ামাস স বেদপারগঃ ।

বিপ্রাংশ্চ সমুপ্য যুধিষ্ঠিরো ধনৈশ্চোভিশ্চ রত্নৈবি বধৈশ্চ পুংস্বম্ ॥১৬॥

তদা স রাজা ক্রপদস্ত পুত্রিকা-পাণিঃ প্রজগ্রাহ হুতাশনাগ্ৰতঃ ।

ধৌম্যেন মন্ত্রেবিধিবন্ধুতেহমৌ সহায়িকস্নৈ ঋষিভিঃ সমেত্য ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)

ততোহস্তরিক্ষাং কুহ্মানি পেতুর্ববৌ চ বায়ুঃ স্তমনোজগন্ধঃ ।

ততোহভ্যনুজ্ঞাপ্য সমাজ্জশোভিতং যুধিষ্ঠিরং রাজপুরোহিতস্তদা ॥১৮॥

বিপ্রাংশ্চ সর্বাদ্ স্তহদশ্চ রাজঃ সমেত্য রাজানমদীনসদ্বন্ ।

অগাদ ভূয়োহপি মহানুভাবো বচোহথবুজং মনুজেন্দ্রং তন্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সমাধায় সংস্থাপ্য, স ধৌম্যপুরোহিতঃ । কৃৎয়া দ্রৌপজা ॥১৫॥

প্রদক্ষিণমিতি । তৌ কৃৎয়াপুত্রিকৌ । সমানয়ামাস সমানায়, স ধৌম্যঃ । পুত্রিকায়া-
তনয়ায়ঃ পাণিঃ জগ্রাহ মন্ত্রপাঠপূর্বকং তান্ পরিণিন্যেত্যর্থঃ । পুনর্হাম উদীচ্যাক-
রুপঃ ॥১৬—১৭॥

তত ইতি । অভ্যনুজ্ঞাপ্য ভীমানানং বিবাহায়াতুজ্ঞাং কারিত্বা । অদীনসবন্ অন্নদা-
যাবসায়ন্ । মহানুভাবো রাজপুরোহিতো ধৌম্যঃ ॥১৮—১৯॥

তুলা তেজস্বী ধৌম্য পুরোহিতের সহিত ক্রমশঃ বিবাহতদ্রায় প্রবেশ করিলেন
॥১৩—১৪॥

তদনন্তর বেদপারদর্শী ও মন্ত্রজ্ঞ ধৌম্য পুরোহিত প্রজ্জলিত অগ্নি স্থাপন
করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক হোম করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরকে নিয়া দ্রৌপদীর সঙ্গে সম্মিলিত
করাইলেন ॥১৫॥

তৎপরে, দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির পরস্পর হস্ত ধারণ করিলে, ধৌম্য পুরোহিত
উাহাদিগকে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইলেন ; তাহার পর, যুধিষ্ঠিরই প্রথমে ধন, গন্ধ ও
নানাবিধ রত্ন দ্বারা আক্ষণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া, অগ্নির সম্মুখে দ্রৌপদীর পাণগ্রহণ
করিলেন ; তখন ধৌম্য পুরোহিত অগ্নিকল্প ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া হোম
সমাপন করিলেন ॥১৬—১৭॥

তাহার পর, আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সৌরভযুক্ত বায়ু
বহিত হইতে থাকিল । তদনন্তর রাজপুরোহিত মহাত্মা ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের
অনুমতি লইয়া, আক্ষণগণ, ক্রপদ রাজার বহুগণ এবং ক্রপদ রাজার নিকট

গুরুত্বাশ্চে নরদেবকৃত্তা-পাণিঃ যথাবদ্রদেবপুত্রাঃ ।

তমভ্যনন্দদ্রুপদন্তথা দ্বিজং তথা কুরুষেতি তমাদিদেশ ॥২০॥

ক্রমেণ চান্তে চ নরাধিপাত্মজা বরদ্রিয়ান্তে অগৃহঃ করং তদা ।

অহন্তাহন্যুত্তমরূপধারিণো মহারথাঃ কোরববংশবর্জনাঃ ॥২১॥

ইদঞ্চ তত্রাত্তরূপমুত্তমং অগাদ বিপ্রধিরতীতমানুষম্ ।

মহানুভাবা কিল সা স্তমধ্যমা বভূব কষ্টেব গতে গতেহহনি ॥২২॥

পতিশুভ্রতা জ্যেষ্ঠে পতিদেবরতাহনুজ্ঞে ।

মধ্যমেব চ পাঞ্চাল্যাদ্রিতয়ং দ্রিতয়ং দ্রিষু ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

গুরুত্বিতি । অন্তে ভীমাদয়ো নরদেবপুত্রা রাজপুত্রাঃ, নরদেবকৃত্তারা রাজকৃত্তারা
দ্রৌপতাঃ পাণিঃ গুরুত্বিত্যহমতিপ্রার্থনা । অভ্যনন্দং প্রশংসিতবান্, অহমতিপ্রার্থনয়া
তারাভূসরণাং ॥২০॥

ক্রমেণেতি । অন্তে ভীমাদয়ঃ । বরদ্রিয়া উত্তমাজনয়া দ্রৌপতাঃ । অহন্তাহনি পরপরদিনে,
“একোদরপ্রস্থতানামেকস্মিন্নপি বাসরে । বিবাহো নৈব কর্তব্যো গর্গস্ত বচনং যথা ॥” ইতি
বৃহস্পতিবচনাৎ “যুগ্মমৌষাহিকং বর্জ্যম্” ইতি শ্রুতাস্তবচনাচ্ছেতি ভাবঃ ॥২১॥

অথ “কুমার্যাঃ পাণিঃ গৃহীয়াৎ” ইতি পারদ্বয়াদিনা কৃত্তারা এব পাণিগ্রহণবিধানাৎ
যুধিষ্ঠিরবিবাহেনৈব চ তস্তাঃ কৃত্তাঙ্কলোপাৎ কথং পুনর্ভীমাদীনং তস্তা এব বিবাহ ইত্যাহ—
ইদমিতি । বিপ্রধিরসাধারণতঃপ্রভাবশালী ব্যাসঃ, ইদং ‘স্মিধানীঃ পুনঃ কৃত্তা ভব’ ইতি
বাক্যং অগাদ । মহানুভাবা তন্মাতাক্যাং দেবাবতারস্বাচ্চ অত্যন্তপ্রভাবশালিনী সা
স্তমধ্যমা দ্রৌপদী, অহনি তন্তবিবাহদিনে গতে গতে সতি, কষ্টেব বভূব । অতো ভীমাদীনং
তদ্বিবাহে ন দোষ ইতি ভাবঃ ॥২২॥

বাইয়া, পুনরায় এই জ্ঞায়সক্লত কথা তাঁহাদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করি-
লেন—॥১৮—১৯॥

“অপর রাজপুত্রেরা এখন যথাবিধানে রাজকৃত্তার পাণি গ্রহণ করুন” । তখন
ক্রপদ রাজা তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন—“তাহাই করুন” ॥২০॥

তদনন্তর, উত্তমবেশধারী মহারথ ভীমপ্রভৃতি রাজপুত্রেরা যথাক্রমে পর পর
দিনে দ্রৌপদীর পাণি গ্রহণ করিলেন ॥২১॥

যুধিষ্ঠিরের বিবাহ হইয়া গেলে, প্রত্যহই প্রাতঃকালে ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাস অক্লুত,
অলৌকিক ও উত্তম এইরূপ বাক্য দ্রৌপদীকে বলিতেন যে, “তুমি আবার কৃত্তা
হও’ । তাহাতেই মহাপ্রভাবশালিনী দ্রৌপদী সেই সেই বিবাহের দিন অতীত
হইলেই কৃত্তা হইয়া বাইতেন ॥২২॥

কুতে বিবাহে ঋপদো ধনং দদৌ মহারথেন্ত্যো বহুরূপমুত্তমম্ ।

শতং রথানাং বরহেমমালিনাং চতুষ্রুজাং হেমখলীনশালিনাম্ ॥২৪॥

শতং গজানামপি পদ্মিনাং তথা শতং গিরীণামিব হেমশৃঙ্গিনাম্ ।

তথৈব দাসীশতমগ্ৰ্য্যযৌবনং মহার্বেশাভরণাশ্বরশ্ৰজম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অথ কৃকারাঃ পাণ্ডবেষু প্রত্যেকং কৌশলঃ সৰ্ব্বত্র আশীদিত্যাহ—পতীতি । অত্র যন্তর-
পদং যন্তরবদ্যাননীয়ত্বাৎ পত্যাভ্যোষ্ঠাতৃপদম্ । স চ ভ্রাতৃযন্তর ইত্যাচ্যতে দায়তাপাদিনু
তথা বর্ণনাৎ । দেবরশপদঞ্চ পত্যাঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃপদম্ । তথা চ ভ্রাতৃ পত্যা যুধিষ্ঠিরে, পাকাল্যা
ভ্রৌপভ্যাঃ, পতিযন্তরতা, পরিণয়াৎ পতিষ্মৎ পতিভূতভীমাদিক্যোষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ ভ্রাতৃযন্তরতা,
ন পুনর্দেবরথং কুতোহপি, তস্ত সৰ্ব্বভ্রাতৃত্বাৎ । অত্বে কনিষ্ঠে সহদেবে, পতিদেবরতা
পরিণয়াৎ পতিষ্মৎ, পতিভূতভীমাদিকনিষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ দেবরথম্, ন পুত্রভ্রাতৃযন্তরত্বং কুতোহপি,
তস্ত সৰ্ব্বকনিষ্ঠত্বাৎ মধ্যমেষু চ ত্রিষু ভীমার্জুনকুলেযু, ত্রিতয়ং ত্রিতয়ম্—পতিষ্মৎ ভ্রাতৃ-
যন্তরত্বং দেবরথক্ষেতি ত্রয়ং ত্রয়মেবাসীৎ । তথা চ ভীমে পরিণয়াৎ পতিষ্মৎ, অৰ্জুনাত্ত-
পেক্ষয়া ভ্রাতৃভ্রাতৃভ্রাতৃযন্তরত্বম্, যুধিষ্ঠিরতঃ কনিষ্ঠভ্রাতৃত্বাচ্চ দেবরথমিতি । এবমৰ্জুন-
নকুলদ্বোরপ্যাহম্ ॥২৩॥

কৃত ইতি । মহারথেন্ত্যোঃ পাণ্ডবেভ্যাঃ । চতুষ্রুজাম্ অথচতুষ্টয়যুক্তানাম্, হেমখলীনৈঃ
স্বর্ণবর্ণকবিকান্তিঃ শালস্ত ইতি ভেদাম্ । “কবিকা তু খলীনোহঙ্গী” ইত্যমরঃ ॥২৪॥

শতমিতি । পদ্মিনাং পদ্মাকারশিরোভূষণযুক্তানাম্ । হেমশৃঙ্গিণাঃ স্বর্ণময়শিখরশালি-
নাম্, গিরীণাং পৰ্ব্বতানামিব । অগ্ৰ্য্যানি উত্তম্যানি যৌবনানি যন্ত তৎ । দাস্যবিতাহকৰ্ণঃ ।
অকৃশকাদ্যংপ্রত্যয় আৰ্হঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভগঃ ॥২—৭॥ পৌত্রং পুত্রভ্যানেনেতি ভং ন তু পুত্রং তত্ৰাবৈবাহিকত্বাৎ, পৌশ্লমিতি পাঠে
পুণ্যায় হিতং বহুসম্ভুতিপ্রদমিত্যর্থঃ । হে আন্ত । হে ভ্রাতৃ । ১—২৩ চতুষ্রুজাম্-
চতুষ্টয়যুক্তাম্, হেমময়ঃ খলীনমখমুখম্ নিরামকং “লগাম” ইতি ভাবয়া প্রসিক্তম্, রথপ্রসঙ্গাৎ

ভ্রৌপদীয় পতি ও কেবল ভাস্কর হইলেন এবং সহদেব তাঁহার
পতি ও কেবল দেবর হইলেন, আর ভীম, অৰ্জুন ও নকুল—ইহারা প্রত্যেকেই
তাঁহার পতি, ভাস্কর ও দেবর হইলেন ॥২৩॥

বিবাহ হইয়া গেলে, ঋপদ রাজা পাণ্ডবগণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ধন এবং এক
শত রথ বৌদ্ধক দিলেন ; তাহার প্রত্যেক রথে সোণার কালর ও সোণার লাগাম-
যুক্ত চারিটা করিয়া অশ্ব ছিল ॥২৪॥

স্বর্ণময়-শৃঙ্গযুক্ত এক শত পৰ্ব্বতের দ্বার স্বর্ণগদ্যভূষিত এক শত হস্তী এবং

পৃথক্ পৃথগ্দিব্যব্যাং পুনর্দণৌ তদা ধনং সৌমিকিরমিসাক্ষিকম্ ।

তথৈব বদ্রাণি বিভূবানি প্রভাবযুক্তানি মহানুভাবঃ ॥২৬॥

কৃত্তে বিবাহে তু ততস্ত পাণ্ডবাঃ প্রহৃতরত্নানুপলভ্য তাং শ্রিয়ম্ ।

বিব্রহু রিদ্ভ প্রতীমা মহাবলাঃ পুরে তু পাঞ্চালনৃপস্য তস্য হ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈরাটিক্যাদিপর্বণি বৈবাহিকে
দ্রৌপদীবিবাহে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ❀

—:❀:—

ভারতকৌমুদী

পৃথগিতি । দিব্যদৃশাং সুন্দরনয়নানাং দাসীনাং শতমিত্যম্বুর্কথঃ । সৌমিকিরূপদঃ ॥২৬॥

কৃত্ত ইতি । প্রহৃতানি প্রচুরাণি রত্নানি রত্নালঙ্কারা যজ্ঞাতাম্, শ্রিয়ং স্বর্গপ্রিয়োৎসবভারতভূতাং
দ্রৌপদীম্ । ইন্দ্রপ্রতিমা ইন্দ্রতুল্যাঃ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকাস্তবগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপর্বণি বৈবাহিকে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:❀:—

ভারতভাবদীপঃ

বা বসীনাং যুগং তেন মালিনাম্, যুক্তামিত্যর্থঃ ॥২৪॥ পদ্মানি গজোত্তমলক্ষণানি তদ্বতাং পদ্মিনাম্,
শ্রীমতাং বা । যদ্বা তেমপূর্ণানিতি দৃষ্টান্তপুঙ্গবাং পদ্মং পদ্মাকারং গজপল্যাগমষ্টকোণমষ্টভুজং
শিখরকলশাদিযুক্তং তদ্বতাম্ ॥২৫—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারত আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১১॥

—:❀:—

মহামূল্য বেশ, আভরণ, বস্ত্র ও মাল্যযুক্ত পূর্ণযুবতি এক শত দাসী দান
করিলেন ॥২৫॥

আর, মহাত্মা ক্রপদ রাজা অগ্নিকে সাক্ষী করিয়া পাণ্ডবগণের প্রত্যেককেই
পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সুনয়না অনেক দাসী, প্রচুর ধন, মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দান
করিলেন ॥২৬॥

বিবাহ হইয়া গেলে, ইন্দ্রতুল্য বলবান্ পাণ্ডবগণ প্রচুর রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত
স্বর্গলক্ষ্মীরূপা সেই দ্রৌপদীকে লইয়া ক্রপদের পুরে বিহার করিতে লাগি-
লেন ॥২৭॥

—:❀:—

❀ ‘...স্বয়ংভাবিক...’, ‘...অষ্টনবত্যধিক...’, ‘...বিশততম...’, ‘...পঞ্চদশাধিকবিশততম...’

ইতি পাঠভেদাঃ ।

দিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

পাণ্ডবৈঃ সহ সংযোগং গতস্ত্রুং দ্রুপদস্ত্রুং হ ।
ন বভূব ভয়ং কিঞ্চিদ্বেবেভ্যোহপি কথকন ॥১॥
কুন্তীমালাগ্ৰ তা নার্যো দ্রুপদস্ত্রুং মহামুনঃ ।
নাম সঙ্কীৰ্ত্তয়ন্ত্যোহস্ত্রা জগ্মুঃ পাদৌ স্বমূৰ্দ্ধান ॥২॥
কৃষ্ণা চ ক্রোমসংবীতা কৃতকৌতুকমঙ্গলা ।
কৃতাভিবাদনা শ্ৰুত্ৰাস্ত্রশ্চৌ প্রহ্লা কৃতাজলিঃ ॥৩॥
রূপলক্ষণসম্পন্নং শীলাচারসমমিতাম্ ।
দ্রৌপদীমবদৎ প্রেমুণা পৃথাকীৰ্বচনং স্মৃণাম্ ॥৪॥
যথেষ্ট্রাণী হরিহয়ে স্বাহা চৈব বিভাবসৌ ।
রোহিণী চ যথা সোমে দময়ন্তী যথা নলে ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবৈরিতি । ভয়ং ন বভূব, পাণ্ডবানাং মহাবলানাং তৎসাহায্যলাভাবত্ভাবাচ্চেতি
ভাবঃ ॥১॥

কুন্তীমিতি । অস্ত্রাঃ কুন্ত্যাঃ পাদৌ, স্বমূৰ্দ্ধান জগ্মুঃ স্পর্শয়ামাহঃ প্রণেমুরিতার্থঃ ॥২॥

কৃষ্ণেতি । ক্রোমেন বস্ত্রেন সংবীতা আবৃত্তা ক্রোমঃ বস্ত্রঃ পরিদধতী । প্রহ্লা অবনতা ॥৩॥

রূপেতি । পৃথা কুন্তী, স্মৃণাং পূজবধুং দ্রৌপদীম্, প্রেমুণা বাৎসল্যেন ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দ্রুপদ রাজা পাণ্ডবদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন
বলিয়া তাঁহার দেবগণ হইতেও কোন প্রকারে কোন ভয় ছিল না ॥১॥

মহাত্মা দ্রুপদ রাজার মহিষীরা কুন্তীর নিকট বাইয়া, আপন আপন নাম
উল্লেখ করিয়া আপন আপন মন্তকে তাঁহার চরণযুগল স্পর্শ করাইতেন ॥২॥

দ্রৌপদী পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক মাজলিক কার্য সম্পাদন করিয়া, শান্তকী কুন্তীর
নিকট বাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে অবনতা ও কৃতাজলি হইয়া
দাঁড়াইতেন ॥৩॥

কুন্তীও বাৎসল্যবশতঃ সুরূপা, সুলক্ষণা, সংযতাবা ও সদাচার্য্য পূজবধু
দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ করিতেন—॥৪॥

“শচী যেমন ইন্দ্রের, স্বাহা যেমন অগ্নির, রোহিণী যেমন চন্দ্রের, দময়ন্তী

যথা বৈজ্ঞবণে ভজ্য বশিষ্ঠে চাপ্যরুদ্রতী ।
 যথা নারায়ণে লক্ষ্মীতথা স্বঃ ভব ভর্তৃষু ॥৬॥ (যুগ্মকম্)
 জীবসূরীসূর্ভজ্ঞে ! বহুগোপ্যগুণান্বিতা ।
 হৃতগা ভোগসম্পন্ন। যজ্ঞপত্নী পতিব্রতা ॥৭॥
 অতিথীনাগতান্ সাধূন বৃদ্ধান্ বালান্তথা গুরুন ।
 পুত্রয়ন্ত্যা যথাশ্রিয়ং শব্দগচ্ছন্ত তে সমাঃ ॥৮॥
 কুরুজাঙ্গলমুখ্যেষু রাষ্ট্রেষু নগরেষু চ ।
 অমু স্বমতিষিচ্যস্ব নৃপতিং ধর্মবৎসলা ॥৯॥
 পতিভির্নির্জিতামুর্ক্যোং বিক্রমেণ মহাবলৈঃ ।
 কুরু ব্রাহ্মণসাং সর্বমশ্বমেধে মহাক্রতো ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

যথেন্দি । হরিহরে ইন্দ্রে । বিভাবসৌ অমৌ । বৈজ্ঞবণে কুবেরে ॥৫—৬॥
 জীবেন্দি । জীবঃ চিরজীবিনঃ সূত ইতি জীবসুঃ, বীরঃ সূত ইতি বীরসুঃ । যজ্ঞে যজ্ঞ-
 সম্পাদনে পত্নী যজ্ঞপত্নী “সপত্নীকো ধর্মমাচরেন্” ইতি শাস্ত্রাৎ প্রধানা মহিষী চ ভবেত্যর্থঃ ॥৭॥
 অতিথীনিত্তি । শব্দচিত্রম্ । সমা বৎসরাঃ ॥৮॥
 কুর্ক্বিত্তি । কুরুজাঙ্গলাখ্যে দেশে বানি মুখ্যানি প্রধানানি তেষু । নৃপতিম্ অহ রাজা সহ
 “অহুরেষু সহার্ধে চ” ইত্যভিধানাৎ নৃপতিমিত্তি “কর্মপ্রবচনীতৈশ্চ” ইতি দ্বিতীয়া ॥৯॥
 পতিভিরিত্তি । ব্রাহ্মণসাং ব্রাহ্মণেষ্যো দেয়ম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

পাতবৈরিত্তি ॥১—২॥ কুমা অতসী, তদিকারকৃতং বস্ত্রং কোমম্ ॥৩—৬॥ জীবসুঃ
 আত্মসংসত্তিগ্রহঃ ॥৭—৮॥ অতিষিচ্যস্ব অতিবেকং প্রাপ্নুহি । নৃপতিং পট্টাতিথি
 যেমন নলেন, ভজ্য যেমন কুবেরেন, অরুদ্রতী যেমন বশিষ্ঠেন এবং লক্ষ্মী যেমন
 নারায়ণের আদরের পাত্রী, তুমিও তেমনই ভর্তাদেব আদরের পাত্রী হও ॥৫—৬॥
 ভজ্ঞে । তুমি চিরজীবী ও মহাবীর পুত্র প্রসব কর, বহুবিধ সুখ লাভ কর,
 গুণবতী ও ভাগ্যবতী হও, নানাবিধ ভোগ কর এবং পতিদের যজ্ঞপত্নী ও পতিব্রতা
 হও ॥৭॥

অতিথি, অত্যাগত, সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগের যথানিয়মে সেবা করিতে
 থাক। অবস্থাতেই যেন তোমার চিরদিন চলিয়া যায় ॥৮॥

কুরুজাঙ্গলদেশে যে সকল রাজ্য ও নগর আছে, তাহাতে তুমি ধর্মাত্মক হইয়া
 রাজার সহিত অতিথিত হও ॥৯॥

পৃথিব্যাং যানি রত্নানি গুণবন্তি গুণাশ্রিতে ।।

ভাষ্যমুহিৎ কল্যাণি ! হুধিনী শরদাং শতম্ ॥১১॥

যথা চ ভাভিনন্দামি বধুগু কৌমবাসসম্ ।

তথা ভুরোহভিনন্দিয়ে জাতপুত্রাং গুণাশ্রিতাম্ ॥১২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্ত কৃতদারেভ্যঃ পাণ্ডভ্যঃ প্রাহিণোদ্ধরিঃ ।

মুক্তাবৈদূর্য্যচিত্রাণি হৈমান্তাতরণানি চ ॥১৩॥

বাসাংসি চ মহার্হাণি নানাদেশ্যানি মাধবঃ ।

কমলাজিনরত্নানি স্পর্শবন্তি শুভানি চ ॥১৪॥

শয়নাসনযানানি বিবিধানি মহাস্তি চ ।

বৈদূর্য্যবজ্রচিত্রাণি শতশো ভাজনানি চ ॥১৫॥

রূপাযৌবনদাক্ষিণ্যরূপেতাশ্চ স্থলকৃতাঃ ।

প্রেষ্যাঃ সম্প্রদৌ কৃষ্ণো নানাদেশ্যাঃ সহস্রশঃ ॥১৬॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

পৃথিব্যামিতি । গুণবন্তি উৎকর্ষশালীনি । শরদাং বৎসরাগাম্ ॥১১॥

বধেতি । হে বধু ! স্বা স্বাম্, অভিনন্দামি আহিয়ে । গুণাশ্রিতাং ভাগ্যবতীম্ ॥১২॥

তত ইতি । পাণ্ডভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যঃ । মুক্তা বৈদূর্য্যানি মণিবিবেশাচ্চ তৈশ্চিত্রাণ্যাক্ষর্যাণি ॥১৩॥

বাসাংসীতি । মহার্হাণি মহামূল্যানি । অধিনঃ চর্ম্ম । স্পর্শবন্তি স্পৃশ্যমানানি । শয়নঃ শয্যা । বৈদূর্য্যমণিভিঃ বৈদূর্য্যরূপেতাশ্চ চিত্রাণি । দাক্ষিণ্যমৌদাঘাম্ । প্রেষা দাসীঃ ॥১৪—১৬॥

মহাবীর স্বামীরা বিক্রম প্রকাশ করিয়া যে সকল রাজ্য জয় করিবেন, সে সমস্তই তুমি অধমেধ-মহাযজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিও ॥১০॥

গুণবতি ! পৃথিবীতে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সে সমস্তই তুমি লাভ কর এবং কল্যাণি ! তুমি সুখে থাকিয়া শত বৎসর জীবিত থাক ॥১১॥

বধু ! আজ যেমন পটুবস্ত্র-পরিহিত অবস্থায় তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি, তেমন পুত্র জন্মিলে পর ভাগ্যবতী অবস্থাতেও আবার অভিনন্দিত করিব ॥১২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, পাণ্ডবেরা বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া ঐক্কক তাঁহাদের অগ্র মুক্তা ও বৈদূর্য্যমণিখচিত্ত নানাবিধ অলঙ্কার পাঠাইয়া দিলেন ॥১৩॥

নানা দেশোৎপন্ন মহামূল্য বস্ত্র, স্পৃশ্যকর গুণ ও চর্ম্ম, স্থলকণ রত্ন নানা-

গজান্ বিনীতান্ মদ্রাংশ্চ সন্ধ্যাংশ্চ স্বলঙ্কতান্ ।

প্রাংশ্চদাষ্টৈঃ স্ববর্ণৈশ্চ রথানশ্চৈরলঙ্কতান্ ॥১৭॥

কোটিশ্চ স্ববর্ণঞ্চ তেযামকৃতকং তথা ।

বীথীকৃতমমেরাঙ্গা প্রাহিণোন্মধুসূদনঃ ॥১৮॥ (মুখকম্)

তৎ সৰ্বং প্রতিজ্ঞাপ্রাহ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

মুদ্রা পরময়া যুক্তো গোবিন্দপ্রিয়কাম্যয়া ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বৈবাহিকে

শ্রীকৃষ্ণোপহারপ্রেষণে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

গজানিতি । বিনীতান্ শিক্ষিতান্ । মদ্রান্ মদ্রদেশীয়ান্ । প্রাংশব উচ্চাশ্চ তে দাস্তাঃ শিক্ষিতাশ্চেতি তৈঃ, শোভনো বর্ণো যেবাং তৈঃ স্ববর্ণৈঃ । স্ববর্ণং স্বর্ণমুদ্রা । তেবাং স্ববর্ণানাম্, বীথীকৃতং শ্রেণীকৃতম্, অকৃতকম্ অকৃত্রিমং রানীকৃতং মূলং স্বর্ণমিত্যর্থঃ ॥১৭—১৮॥

তদ্বিতি । পরময়া মহত্যা, মুদ্রা আনন্দেন ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনাসসিদ্ধান্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বৈবাহিকে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজানমহু ১০—১১। হে বধু! অহু ১২—১৫। প্রোচ্যঃ দাসীঃ ১৬। তদ্রান্ তদ্রাজ্যভারতান্ ১৭। অকৃতকং জাধুনকম্ আকরেবু ধমনাদিনা অহুংপাদিতম্ । বীথীকৃতং ধাতুরাশিবং পৃথক পৃথক মালয়া রানীকৃতম্ । 'রানীকৃতম্' ইতি পাঠে পিত্তীকৃতম্ । কৃতাকৃতমিতি পাঠে ষটিতমষটিতক ১৮—১৯।

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্বিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০২॥

বিধ বৃহৎ বৃহৎ শয্যা, আসন ও যান এবং বৈহুৰ্য্যমণি ও হীরকখচিত শত শত ভাজন, আর রূপ, যৌবন ও ঔদার্য্যযুক্ত এবং সমস্ত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত নানা দেশীয় বহুতর দাসী—এই সমস্ত শ্রীকৃষ্ণ দান করিয়াছিলেন ॥১৪—১৬॥

আর শিক্ষিত হস্তী, মদ্রদেশীয় বিভূষিত ভাল ভাল অশ্ব এবং উচ্চ, শিক্ষিত ও সুন্দরাকৃতি অশ্বযুক্ত বহুতর রথ, কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং রানীকৃত মৌলিক স্বর্ণ—এই সমস্তও শ্রীকৃষ্ণ পাঠাইয়াছিলেন ॥১৭—১৮॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে সমুদ্র কর্তব্যের ইচ্ছায় অভ্যস্ত আনন্দের সহিত সে সমুদ্রই গ্রহণ করিলেন ॥১৯॥

* ...সপ্তনবত্যধিক...', '...নবনবত্যধিক...', '...একাদিকবিশততম...', '...ষোড়শ-দিকবিশততম...' ইতি পাঠান্তরানি ।

ত্ৰিণবত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো রাজ্ঞাং চবৈরাগৈঃ প্রবৃত্তিরুদনীয়ত ।
পাণ্ডবৈরুপসম্পন্নো দ্রৌপদী পতিভিঃ শুভা ॥১॥
বেন তদ্ধনুবাদায় লক্ষ্যং বিদ্ধং মহাত্মনা ।
মোহমুদ্বিনো জয়তাং শ্রেষ্ঠো মহাবাণধনুর্ধরঃ ॥২॥
যঃ শল্যং মজ্জরাজং বৈ প্রোংক্ষিপ্যাপাতয়ত্বলী ।
ত্রাসয়ামাস সংক্রুদ্ধো বৃক্ষেণ পুরুষান্ রণে ॥৩॥
ন চাস্ত সস্ত্রমঃ কশ্চিদাসৌত্তত্র মহাত্মনঃ ।
স ভীমো ভীমসংস্পর্শঃ শত্রুসেনাপ্রতাপনঃ ॥৪॥ (যুগ্মকম্)
ব্রহ্মরূপধরান্ অশ্বা প্রশান্তান্ পাণ্ডুনন্দনান্ ।
কৌন্তেয়ান্ননুজেষ্ট্রাণাং বিন্যয়ঃ সমজায়ত ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । আট্টবিশবৈঃ, প্রবৃত্তিবৃত্তান্তঃ । উপসম্পন্নো পরিণয়েন লভা ॥১॥
বেনতি । জয়তাং শত্রুবিজয়িনাম্ ॥২॥
য ইতি । প্রোংক্ষিপ্য উত্তোলা । সস্ত্রমধরা । ভীমসংস্পর্শো দৃঢ়বেহতাং ॥৩—৪॥
অশ্বোতি । ব্রহ্মরূপধরান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণঃ, প্রশান্তান্ অস্ত্রহতান্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, বিদ্বন্ত গুপ্তচরেরা আপন আপন রাজাদের নিকট এই সংবাদ লইয়া গেল যে, “পাণ্ডবেরা সুলক্ষণা দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছেন ॥১॥

যে মহাত্মা সেই ধনু ধারণ করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনিই বিজয়শ্রেষ্ঠ মহাবীর অর্জুন ॥২॥

আর, যে বলবান পুরুষ মজ্জরাজ শল্যকে উত্তোলন করিয়া ভূতলে পাতিত করিয়াছিলেন এক ক্রুদ্ধ হইয়া বৃক্ষ দ্বারা বৃদ্ধমধ্যে বীরগণকে ত্রাসিত করিয়াছিলেন, আর সেই সময়ে যে মহাত্মার কোন ব্যস্ততা ছিল না, তিনিই দৃঢ়চরীর ও শত্রু-সৈন্যবিনাশক ভীম” ॥৩—৪॥

সপুত্রো হি পুরা কুন্তী দম্বা জতুগৃহে প্রভা ।
 পুনর্জাতামিব চ তাং তেহমৃশস্ত নরাধিপাঃ ॥৬॥
 বিগকূর্বংস্তদা ভীষ্মং ধৃতরাষ্ট্রক কৌরবম্ ।
 কন্দর্পাতিনৃশংসেন পুরোচনকৃতেন বৈ ॥৭॥
 বৃতে স্বয়ংকরে চৈব রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।
 যথাগতং বিপ্রজগ্মুর্বিদিত্বা পাণ্ডবান্ বৃতান্ ॥৮॥
 অথ হৃষ্যোধনো রাজা বিম্ননা ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
 অশ্বখান্না মাতুলেন কর্ণেন চ কৃপেণ চ ॥৯॥
 বিনিবৃত্তো বৃতং দৃষ্ট্বা দ্রৌপদ্যা শ্বেতবাহনম্ ।
 তস্তু দুঃশাসনো ব্রীড়ন্ মন্দং মন্দমিবাত্রবীৎ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কথং বিশ্বয়ঃ সমজ্ঞাতেত্যাহ—সপুত্রোতি । জাতাং লজ্জয়মানমিব ॥৬॥
 বিগিতি । বিগকূর্বন্, ভীষ্মাদিভিরেব তদভিসন্ধিনা পুরোচনাগ্নেয়গাহমানং ॥৭॥
 বৃত ইতি । বৃতে সম্পরে । বিপ্রজগ্মুঃ প্রভৃতি । বৃতান্ দ্রৌপতেতি শেষঃ ॥৮॥
 অশ্বখান্না । বিম্ননা বিষমচিত্তঃ । মাতুলেন শকুনি । বিনিবৃত্তঃ প্রস্থিতঃ । দৃষ্ট্বা পৰ্য্য-
 লোচ্য । শ্বেতবাহনমর্জুনম্ । ব্রীড়ন্ লজ্জমানঃ । দিবাদিভ্যেহপি যন্থপ্রত্যয়ভাব আধঃ ॥৯—১০॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । চরৈশ্চারণৈঃ ॥১—৩॥ সেনাদানং যথগজাদীনং পাতনঃ ॥৪—৬॥ বিশ্বয়ে
 হেতুর্ভাহ—সপুত্রোতি ॥৬—৮॥ অত্রীড় ইতি জ্বেদঃ । ‘ব্রীড়ন্’ ইত্যেব পাঠঃ, অস্তথা মন্দং

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদের মধ্যে শাস্তভাবে রহিয়া-
 ছিলেন, ইহা শুনিয়া রাজাদের বিশ্বয় জন্মিল ॥৫॥

কারণ, তাঁহারা শুনিয়াছিলেন যে, কুন্তীদেবী পূর্বেই পুত্রগণের সহিত জতুগৃহে
 দগ্ধ হইয়াছেন ; কিন্তু তখন আবার সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহারা মনে করিলেন যে,
 পুত্রগণের সহিত কুন্তী যেন পুনরায় জন্মিয়াছেন ॥৬॥

তখন রাজারা পুরোচনকৃত সেই দারুণ নৃশংসকার্য দ্বারা ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রকে
 বিক্রম দিতে লাগিলেন ॥৭॥

দ্রৌপদী পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছেন ; শ্রুতরাং স্বয়ংবরব্যাপার সমাপ্ত হইয়া
 গিয়াছে, ইত্যাদি বিষয় জানিয়া রাজারা সকলেই যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

দ্রৌপদী অর্জুনকে বরণ করিয়াছেন, ইহা জানিয়া রাজা হৃষ্যোধন বিষমচিত্ত
 হইয়া আত্মগণ, অশ্বখান্না, শকুনি, কর্ণ এবং কৃপাচার্যের সহিত কিহ্মিয়া

বক্তনৌ ব্রাহ্মণো ন স্তাষিলেত জ্যোপদীং ন সঃ ।

ন হি তং তদ্বতো রাজন্ ! বেদ কচ্চিদ্ধনঞ্জয়ম্ ॥১১॥

দৈবক পরমং মন্ত্রে পৌরুষকাপ্যনর্থকম্ ।

ধিগন্ত পৌরুষং মন্ত্ৰং বক্তবন্তীহ পাণ্ডবাঃ ॥১২॥

এবং সংভাষণাগান্তে নিশ্চিন্ত চ পুরোচনম্ ।

বিবিণ্ডুর্হাস্তিনপুং দীনা বিগতচেতসঃ ॥১৩॥

ব্রহ্মা বিগতসঙ্কল্পা দৃষ্ট্ৱ পার্থান্ মহোজসঃ ।

মুক্তান্ হব্যভূজশ্চৈব সংযুক্তান্ ক্রপদেন চ ॥১৪॥

ধৃষ্টদ্যুমন্ত সন্ধিস্ত্য তথৈব চ শিখণ্ডিনম্ ।

ক্রপদস্তাত্ত্বজাং চাত্তান্ সর্বযুদ্ধবিশারদান্ ॥১৫॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

বদীতি । অসৌ লক্ষ্যভেদা । জ্যোপদীং ন বিদেত লভুং ন শক্নুয়াৎ, অস্মাভির্বাধানানাৎ ।

অপি চাহ—ন হীতি । তদ্বতো বসার্থতঃ । বেদ জ্ঞানতি, ধনঞ্জয়মর্জুনম্ ॥১১॥

ধনঞ্জয়বেব সত্যং ব্রাহ্মণান আহ—দৈবমিতি । পরমং বলবৎ । পৌরুষং হত্যাচেষ্টাদিপুরুষ-
কারম্, মন্ত্ৰং তদ্বলীভূতং মন্ত্ৰণাম্ । ধরন্তি ধারয়ন্তি প্রাণানিতি শেবঃ ॥১২॥

এবমিতি । দীনা ব্রাহ্মণাঃ, বিগতচেতস উৎসেগাঘাতচিত্তাঃ । বিগতসঙ্কল্পাভিরোহিত-
ব্রাহ্মণভাবিতাঃ । দৃষ্ট্ৱ পথ্যালোচ্য । হব্যভূজা অতুগৃহ্যরিভঃ । সন্ধিস্ত্য অজ্ঞাতরা
বিভাব্য ॥১৩—১৫॥

চলিলেন । তখন হৃঃশাসন লঙ্ঘিতভাবে ধীরে ধীরে হৃষ্যোধনকে বলি-
লেন—১২—১০॥

“বিনি লক্ষ্যভেদ করিয়াছেন, তিনি যদি ব্রাহ্মণ না হইতেন, তবে তিনি-
জ্যোপদীকে লাভ করিতে পারিতেন না ; তা’র পর, কোন লোকই সে ব্যক্তিকে
অর্জুন বলিয়া চিনিতেও পারে নাই ॥১১॥

আমি মনে করি—দৈবই প্রবল ; সুতরাং পুরুষকার তাহার নিকট ব্যর্থ
হইয়া যায় ; অতএব পুরুষকার বা মন্ত্ৰণাকে বিষ্ণু, যখন এখনও পাণ্ডবেরা
বাঁচিয়া আছে” ॥১২॥

তাহারা মহাবল পাণ্ডবগণকে অতুগৃহের অগ্নি হইতে মুক্ত এবং ক্রপদ
রাজার সহিত সম্মিলিত দেখিয়া, আর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও মুহুবিহার্য অস্ত্রাভ
ক্রপদপুত্রদিককে ভাবিয়া বিব্র, অস্থিরচিত্ত, ভীত ও নষ্টকর হইয়া, হস্তিনা-
নগরে বাইরা প্রবেশ করিলেন ॥১৩—১৫॥

বিহুয়ন্তু তাং শ্রদ্ধা জ্যোপদীং পাণ্ডবৈবর্তাম্ ।
 ত্রীড়িতান্ ধার্তরাষ্ট্রাংশ্চ ভগ্নদর্শানুপাগতান্ ॥১৬॥
 ততঃ শ্রীত নিমঃকস্তা ধৃতরাষ্ট্রং বিশাংপতে !
 উবাচ দিষ্ট্যা কুরবো বর্দ্ধন্ত ইতি বিস্মিতঃ ॥১৭॥ (মুখ্যকম্)
 বৈচিত্রবীৰ্য্যস্ত নৃপো নিশম্য বিহুয়ন্তু তৎ ।
 অত্রবীৎ পরমশ্রীতো দিষ্ট্যা দিষ্ট্যোতি ভারত ! ॥১৮॥
 মন্ততেঃ স বৃতং পুত্রং ত্য্যেঃ ঋপদকন্তয়া ।
 দুৰ্য্যোধনমবিজ্ঞানাত্ প্রজ্ঞাচক্ষুর্নদেধরঃ ॥১৯॥
 অথ স্বাজ্ঞাপয়ামাস জ্যোপদা ভূষণং বহু ।
 অনীয়তাং বৈ কুষেতি পুত্রং দুৰ্য্যোধনং তদা ॥২০॥
 অথাস্ত পশ্চাৎবিহুয় আচথ্যো পাণ্ডবান্ বৃতান্ ।
 সর্বান্ কুশলিনো বীরান্পুজিতান্ ঋপদেন হ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

বিহুয় ইতি । অথ কস্তা বিহুয়ঃ, তাং জ্যোপদীং পাণ্ডবৈবর্তাম্, ধার্তরাষ্ট্রান্ দুৰ্য্যোধনাদীংশ্চ, পাণ্ডববরশাদেব ভগ্নদর্শান্, অতএব ত্রীড়িতান্ লজ্জিতান্, সমাগতান্, শ্রদ্ধা, ততঃ শ্রীতমনা বিস্মিতশ্চ সন্, ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, কুরবো বর্দ্ধন্তে ইতি ॥১৬—১৭॥

বৈচিত্রেতি । বৈচিত্রবীৰ্য্যো বিচিত্রবীৰ্য্যপুত্রো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন ॥১৮॥

নহু পাণ্ডবানাং জ্যোপদীলাভে কথং ধৃতরাষ্ট্রঃ পরমশ্রীত ইত্যাহ—মন্ততে ইতি । প্রজ্ঞাচক্ষু-
 রহঃ স নরেশ্বরঃ, অবিজ্ঞানাৎ স্বয়মদর্শনাৎ, ঋপদকন্তয়া, জ্যেষ্ঠং পুত্রং দুৰ্য্যোধনং বৃতং মন্ততে ন,
 কুরবো বর্দ্ধন্ত ইতি বিহুরোক্তেন্তথৈব তাংপদ্যানিচ্ছাদিতি ভাবঃ ॥১৯॥

অথেতি । স্বাজ্ঞাপয়ামাস স নরেশ্বর ইত্যাহকৰ্ণঃ । কৰ্ণা জ্যোপদী ॥২০॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণই জ্যোপদীকে লাভ করিয়াছেন এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র-
 গণ ভগ্নদর্প ও লজ্জিত হইয়া আসিয়াছেন—ইহা শুনিয়া বিহুয় সম্ভট ও বিস্মিত
 হইয়া বাইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—“মহারাজ ! ভাগ্যবশতঃ কুরবংশের
 উন্নতি হইয়াছে” ॥১৬—১৭॥

কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র বিহুরের মুখে সেই কথা শুনিয়াই অত্যন্ত আহলাদিত হইয়া
 বলিয়া উঠিলেন—“ভাগ্যে ভাগ্যে” ॥১৮॥

কেন না, তিনি অন্ধ ছিলেন কি না, তাই তিনি না দেখিয়া মনে করিয়া
 ছিলেন যে, জ্যোপদী বুঝি নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র দুৰ্য্যোধনকে বরণ করিয়াছেন ॥১৯॥

তাহার পর, তিনি তখনই পুত্র দুৰ্য্যোধনকে আদেশ করিলেন যে, “জ্যোপদীর
 অঙ্ক বহুতর অলঙ্কার নির্মাণ করাও এবং তাঁহাকে লইয়া আইস” ॥২০॥

তেষাং সম্বন্ধিনশ্চাত্তান্ বহুন্ বলসমমিতান্ ।

সমাগতান্ পাণ্ডবৈরৈস্তস্মিন্বেব স্বয়ংবরে ॥২২॥ (যুগ্মকম্)

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

যথৈব পাণ্ডোঃ পুত্রোস্তে তথৈবাত্যধিকা মম ।

যথা চাত্যধিক বুদ্ধির্মম তান্ প্রতি তচ্ছৃণু ॥২৩॥

যন্তে কুশলিনো বীরা মিত্ৰবস্তৃশ্চ পাণ্ডবাঃ ।

তেষাং সম্বন্ধিনশ্চাত্তো বহবশ্চ মহাবলাঃ ॥২৪॥

কো হি দ্রুপদমাসান্ত মিত্রং কৃতঃ ! সবাঙ্কবম্ ।

ন বৃদ্ধুষেহভবেনার্থী গতশ্চীরপি পার্ধিবঃ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অথেতি । অস্ত ধৃতরাষ্ট্রস্ত সমীপে । সমাগতান্ মৈত্র্যা মিলিতান্ ॥২১—২২॥

যথেতি । তে পুত্রাঃ পাণ্ডবাঃ, যথৈব পাণ্ডোরভ্যধিকাঃ, মমাপি তথৈবাত্যধিকাঃ ॥২৩॥

যদ্বিতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । সম্বন্ধিনো ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতয়ঃ ॥২৪॥

ক ইতি । হে কৃতঃ ! বিহুয় ! গতশ্চীরসম্পৎ, কঃ পার্ধিবোহপি, সবাঙ্কবং দ্রুপদম্, মিত্রমাসান্ত ভবেন ধনলাভেন, অর্থী যাচকঃ, ন বৃদ্ধুষে ভবিতুমিচ্ছেৎ, অপি তু সৰ্ব্ব এবার্থী বৃদ্ধবেদিত্যর্থঃ । “ভবঃ কেমেশসংসারে সন্তায়াঃ প্রাপ্তিভয়ানোঃ” ইতি মেদিনী ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্দম্ ইত্যাত্মপপত্তিঃ ॥১০—১১॥ বৈ চার্ধে, কুলা ভূষণক তৎপরিধানার্থমানীরতামিত্যর্থঃ ॥২০—২৪॥ গতশ্চীঃ নষ্টশ্চীঃ, কো ভবেন ঐশ্বৰ্য্যেণ অর্থী ন বৃদ্ধুষে ভবিতুমিচ্ছেৎ অপি তু

তৎপরে বিহুয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন যে, “দ্রুপদী পাণ্ডবগণকে বয়ন করিয়াছেন, পাণ্ডবেরা সকলেই কুশলে আছেন এবং দ্রুপদ রাজা তাঁহাদের বশেষ্ট সম্মান করিয়াছেন ; আর সেই স্বয়ংবরেই অস্তান্ত অনেক প্রবল সম্পর্কিত লোক পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন” ॥২১—২২॥

তখন ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“বিহুয় ! পাণ্ডবেরা পাণ্ডুর নিকটেও যেমন অত্যন্ত আদরের পাত্র ছিল, আমার নিকটেও তেমনই অত্যন্ত আদরের পাত্র আছে । আর, আমার মন তাহাদের প্রতিই অত্যন্ত আকৃষ্ট আছে, তাহার কারণ শোন ॥২৩॥

যে হেতু সেই বীর পাণ্ডবগণ কুশলে আছে, সহায়শালী হইয়াছে এবং অস্তান্ত বহুতর বীর পুরুষেরা তাহাদের আশ্রয় হইয়াছেন ॥২৪॥

বিহুয় ! সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেলে, কোন্ রাজাও বহুসমর্থিত দ্রুপদ রাজাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়া তাঁহার নিকট সেই সম্পদের প্রার্থী হইতে ইচ্ছা করেন ?” ॥২৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তং তথা ভাষমাণস্তু বিহ্বরঃ প্রত্যভাষত ।
 নিত্যং ভবতু তে বুদ্ধিরেশা রাজন্ ! শতং সমাঃ ।
 ইত্থুক্ত্বা প্রযযৌ রাজন্ ! বিহ্বরঃ স্বং নিবেশনম্ ॥২৬॥
 ততো দুর্যোধনশ্চাপি রাধেয়শ্চ বিশাংপতে ! ।
 ধৃতরাষ্ট্রমুপাগম্য বচোহক্ৰতামিদং তদা ॥২৭॥
 সন্নিধৌ বিহ্বরস্তু ত্বাং দোষং বক্তুং ন শক্নুযঃ ।
 বিবিক্তমিতি বক্ষ্যাবঃ কিং তবেদং চিকীর্ষিতম্ ॥২৮॥
 সপত্নবুদ্ধিং যন্তাত ! মন্যসে বুদ্ধিমান্ননঃ ।
 অভিষ্টৌষি চ যৎ কৃত্বুঃ সমীপে দ্বিপদাং বর ! ॥২৯॥
 ঃন্যস্মিন্ নৃপ ! কর্তব্যে ত্বমন্যৎ কুরুষেহনঘ ! ।
 তেষাং বলবিঘাতো হি কর্তব্যস্তাত ! নিত্যাশঃ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

তযিতি । এষা ঈদৃশী পাণ্ডবাদিহিতৈষীগীতার্থঃ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৬॥
 তত ইতি । রাধেয়ঃ কর্ণঃ । অক্ৰতাম্ উক্তবাস্তা ॥২৭॥
 সন্নিধাযিতি । বিবিক্তং নির্জনমিদং স্থানম্ । চিকীর্ষিতং কৰ্ত্তুমিষ্টমিতি ভাবে ক্তঃ ॥২৮॥
 অথ কোহসৌ দোষ ইত্যাহ- সপত্নেতি । সপত্নবুদ্ধিং শক্রম্ভিতম্ । অভিষ্টৌষি প্রশংসসি ॥২৯॥
 অন্যান্মিতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । কর্তব্যঃ কৰ্ত্তব্যঃ চেষ্টনীয়ঃ ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র সেইরূপ বলিতে থাকিলে, বিহ্বর তাঁহাকে বলিলেন—“মহারাজ ! শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনার এইরূপ বুদ্ধিই সর্বদা হউক” । এই কথা বলিয়া বিহ্বর আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ॥২৬॥

মহারাজ ! তাহার পর তখনই দুর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা বলিলেন — ॥২৭॥

“মহারাজ ! বিহ্বরের নিকটে আপনাকে দোষের কথা বলিতে পারি নাই ; এখন এ স্থান নির্জন হইয়াছে, তাই বলি, আপনি এ কি করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥২৮॥

পিতঃ ! হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি শত্রুর উন্নতিকে নিজের উন্নতি বলিয়া মনে করিতেছেন ! যে হেতু, আপনি বিহ্বরের নিকটে পাণ্ডবদের প্রশংসা করিলেন ॥২৯॥

মহারাজ ! যাহা করা উচিত, আপনি তাহার বিপরীত করিতেছেন ।

তে বয়ং প্রাপ্তকালস্ত চিকীৰ্ষাং মন্তুয়ামহে ।

যথা নো ন এসেয়ুস্তে সপুত্রবলবান্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যামাদিপৰ্কনি বিহুৰা-
গমনরাজ্যলাভে দুৰ্য্যোধনবাক্যে ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:—

চতুৰ্নবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অহমপ্যেবমেবৈতচ্চিকীৰ্ষামি যথা যুযাম্ ।

বিবেক্তুং নাহিচ্ছামি কার্য্যস্তু বিহুৰং প্রতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ত ইতি । প্রাপ্তকালস্ত উপস্থিতসময়স্ত উপযোগিনীমিতি শেষঃ । চিকীৰ্ষাং কৰ্ত্তব্যম্ ॥৩১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিশিষ্টায়াং মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাদিপৰ্কনি বিহুৰাগমনরাজ্যলাভে

ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

—:—

অহমিতি । চিকীৰ্ষামি কৰ্ত্তুমিচ্ছামি । বিবেক্ণুং প্রকাশয়িতুম্ । কার্য্যম্ অস্মাকং কৰ্ত্তব্যম্ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

সকৌংপীচ্ছং ॥২৫—২৮॥ সপত্ন্যবদিং তংকৃত্য বুদ্ধিম্ । “বুদ্ধিম্” ইতি পাঠঃ স্বচ্ছঃ । তে বয়ং ।

শ্রেষ্ঠ ! দ্বিবতাং দ্বিবতঃ শত্ৰুং ॥২৯—৩০॥ প্রাপ্তকালস্ত কৰ্ম্মণঃ চিকীৰ্ষাং কৰ্ত্তব্যাতাম্ ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্কনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রিনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৩॥

পিতঃ ! সৰ্ব্বদাই পাণ্ডবদেৱ শক্তিহানি কৰিবাব চেষ্টা আমাদেৱ কৰা
উচিত ॥১০॥

আমরা এখন সময়োচিত কৰ্ত্তব্য বিষয়েৰ মন্তুণা কৰিব ; যাহাতে পাণ্ডবেয়া
আমাদিগকে পুত্র, বল ও বান্ধবগণেৰ সহিত গ্রাস কৰিতে না পাৱে” ॥৩১॥

—:—

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“তোমরা যে ভাবে যাহা কৰিতে ইচ্ছা কৰিতেছ,
আমিও সেইভাবেই তাহা কৰিতে ইচ্ছা কৰিতেছি । আমি বিহুৰেৰ নিকট
আমাদেৱ কৰ্ত্তব্য বিষয় প্রকাশ কৰিবাব ইচ্ছা কৰি নাই ॥১॥

* ‘...অষ্টনবত্যধিক...’, ‘...দ্বিশততম...’, ‘...ত্ৰ্যধিকদ্বিশততম...’, ‘...একোনিবিশততম...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

(১)...স্বাকারং বিহুৰং প্রতি ।

ততস্তেবাং গুণানেষ কীৰ্ত্তয়ামি বিশেষতঃ ।

নাববুধ্যত বিদুরো মমভিপ্রায়মঙ্গিতৈঃ ॥২॥

যচ্চ স্বং মন্যসে প্রাপ্তং তদব্রবীহি হুয়োধন ! ।

রাধেয় ! মন্যসে যচ্চ প্রাপ্তকালং বদান্ত মে ॥৩॥

দুর্য্যোধন উবাচ ।

অথ তান্ কুশলৈবিতৈঃ স্কৃতৈরাপ্তকারিভিঃ ।

কুন্তীপুত্রান্ ভেদয়ামো মাদ্রৌপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥৪॥

অথবা দ্রুপদো রাজা মহন্তিবিভুসকথৈঃ ।

পুত্রাশ্চাস্থ প্রলোভ্যস্তামমাত্যাশ্চৈব সৰ্ব্বশঃ ॥৫॥

পরিত্যজেদ্যথা রাজা কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ।

অথ তত্রৈব বা তেষাং নিবাসং যোচয়ন্ত তে ॥৬॥

ইহৈমাং দোষবদাসং বর্ণয়ন্ত পৃথক্ পৃথক্ ।

তে ভিগ্নমানাস্তত্রৈব মনঃ কুৰ্ব্বন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । বিশেষতো বাহুল্যেন । ইন্দ্রিত্তৈভকীভিঃ ॥২॥

যদ্বিতি । প্রাপ্তমুচিতম্ । ব্রবীহীতি ঈড়াগম আৰ্ঘ্যঃ । প্রাপ্তকালমেতৎকালোচিতম্ ॥৩॥

অন্তেতি । কুশলৈঃ কাৰ্য্যানিপুণৈঃ । স্কৃতৈঃ সঙ্কৃতৈঃ । আপ্তকারিভিঃ বিশ্বিতৈঃ ॥৪॥

অথবেতি । মহন্তিবিভুসকথৈঃ প্রচুরতরুণনাপহারদানৈঃ ॥৫॥

পরিত্যজেদ্বিতি । রাজা স দ্রুপদঃ । তত্রৈব পাঞ্চালদেশ এব । তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৬॥

ইহেতি । ইহ কুরুরাজ্যে । এমাং পাণ্ডবানাম্ । কুৰ্ব্বন্ত বাসায়েতি শেষঃ ॥৭॥

সেইজন্মই আমি বিহুরের নিকট বিশেষভাবে পাণ্ডবগণের গুণকীৰ্ত্তন করিয়াছি । যাহাতে বিহুর ভঙ্গী দ্বারা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারেন ॥২॥

অতএব দুর্য্যোধন ! তুমি যাহা সঙ্গত মনে কর, তাহা বল । কর্ণ ! তুমিও যাহা সময়োচিত মনে কর, তাহা আমার নিকট সত্তর বল ॥৩॥

দুর্য্যোধন বলিলেন—“আমরা এখনই কাৰ্য্যানিপুণ, আদৃত ও বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পাণ্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাইব ॥৪॥

অথবা আমরা প্রচুর ধন উপহার দিয়া দ্রুপদ রাজাকে, তাঁহার পুত্রগণকে এবং তাঁহার মন্ত্রিগণকে সৰ্ব্বপ্রকারে প্রলুব্ধ করিব ॥৫॥

যাহাতে দ্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরিত্যাগ করেন কিংবা সেই পাঞ্চালদেশেই পাণ্ডবগণের বাস করিবার ইচ্ছা জন্মাইয়া দেন ॥৬॥

অথবা কুশলাঃ কেচিৎপায়নিপুণা নরাঃ ।

ইতরেতরতঃ পার্থান্ ভেদয়ন্তুমুরাগতঃ ॥৮॥

ব্যুত্থাপয়ন্ত বা কৃষ্ণাং বহুভাং স্ককরং হি তৎ ।

অথবা পাণ্ডবাংস্তস্তাং ভেদয়ন্ত ততশ্চ তাম্ ॥৯॥

ভীমসেনস্ত বা রাজান্ ! উপায়কুশলৈর্নরৈঃ ।

মৃত্যুবিধীয়তাং ছন্নৈঃ স হি তেমাং বলাধিকঃ ॥১০॥

তমাস্ত্রিত্য হি কোন্তেয়ঃ পুরা চাস্মান্ ন মৃত্যতে ।

স হি তীক্ষ্ণশ্চ শূরশ্চ তেযাকৈব পরায়ণম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । কুশলা বাকোহপি নিপুণাঃ ইতরেতরতঃ পরস্পরম্ ॥৮॥

ব্যুত্থাপয়ন্তিতি । ব্যুত্থাপয়ন্ত পতিভ্যাঃ বিরজয়ন্ত, কৃষ্ণাঃ দ্রৌপদীম্ । পতীনাং বহুভাং
তং ব্যুত্থাপনম্ । তস্তাং কৃষ্ণায়াং বিষয়ে । তাং লাভমতীতি শেষঃ ॥৯॥

ভীমেন্তি । ছন্নৈঃ সন্তিঃ । তেমাং পাণ্ডবানাং মদো ॥১০॥

তমিতি । কোন্তেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ । তীক্ষ্ণো রুক্মসভাবঃ পরায়ণঃ পরমাত্মনঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অহমিতি । বিবেকজুঃ বাক্তীকর্তৃম্ ॥১॥ ইন্দিটঃশ্চৈটৈতঃ ॥২॥ যচ্চ কৰ্ত্তব্যম্ ॥৩॥
আপ্তকারিভিঃ অবকৰ্ত্তৈঃ ॥৪-৬॥ ত্রিভুজানাং অস্তিত্বঃ পৃথগ্ভবন্তঃ ॥৭-৮॥ ব্যুত্থাপয়ন্ত
বভর্জুণাং ভ্যাগঃ, স চ বহুভাংসেণ প্রবরঃ । অথবেতি অস্তিত্বঃ ভবন্তু বৈষম্যং প্রদর্শ্য

এবং তাহারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পাণ্ডবদের নিকট বলুন যে, এই রাজ্যে
পাণ্ডবদের বাস করা অত্যন্ত দোষাবহ । তাহাতে তাহারা সেই দেশেই বাস
করবার ইচ্ছা করুক ॥৭॥

অথবা বাক্পটু ও নীতিনিপুণ কতকগুলি লোক পাণ্ডবগণকে পরস্পর
ভালবাসা হইতে বিগ্নিষ্ট করুক ॥৮॥

কিংবা দ্রৌপদীকে অপরন্তু করিয়া তুলুক । কারণ, বহু পতি বলিয়া দ্রৌপদীকে
অপরন্তু করা অনার্যাসাধ্য । অথবা পাণ্ডবগণকেই দ্রৌপদীর প্রতি বিরক্ত করুক ;
তাহার পর আমরাই দ্রৌপদীকে লইব ॥৯॥

অথবা মহারাজ ! নীতিনিপুণ লোকেয়া গুপ্তভাবে থাকিয়া ভীমের মৃত্যু
সাধন করুক । কারণ, ভীমই তাহাদের মধ্যে প্রধান বলবান্ ॥১০॥

মৃত্যুঃ যুধিষ্ঠির ভীমকে অবলম্বন করিয়াহ পূৰ্বে আমাদিগকে গ্রাহ্য করে
নাই । কেন না, ভীম রুক্মসভাব, বীর এবং তাহাদের প্রধান অবলম্বন ॥১১॥

তন্নিম্নভিহতে রাজন্ ! হতোংসাহা হতৌজসঃ ।

যতিশ্যস্তে ন রাজ্যায় স হি তেবাং ব্যপাশ্রয়ঃ ॥১২॥

অজযো অর্জুনঃ সংখ্যে পৃষ্ঠগোপে বৃকোদরে ।

তয্মতে কাস্তনো যুদ্ধে রাধেয়স্ত ন পাদভাক্ ॥১৩॥

তে জানানাস্ত দৌর্বল্যং ভীমসেনযুতে মহৎ ।

অস্মান্ বলবতো জ্ঞাহা ন যতিশ্যস্তি দুর্বলাঃ ॥১৪॥

ইহাগতেষু বা তেষু নিদেশবশবর্তিষু ।

প্রবর্তিষ্যামহে রাজন্ ! যথাশাস্ত্রং নিবর্হণে ॥১৫॥

অথবা দর্শনীয়ান্তিঃ প্রমদাভিবিলো ভ্যতাম্ ।

একৈকস্তত্র কৌন্তেয়স্ততঃ কৃষ্ণা বিরজ্যতাম্ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তন্নিম্নভিহতি । স ভীমঃ, তেবাং পাণ্ডবানাম্, ব্যপাশ্রয়ঃ প্রধানাশ্রয়ঃ ॥১২॥

অজযা ইতি । বৃকোদরে পৃষ্ঠগোপে পৃষ্ঠরক্ষকে সতি, সংখ্যে যুদ্ধে, অর্জুনঃ, অজযো জেতৃমশকাঃ । তং বৃকোদরম্, ঋতং বিনা, কাস্তনোহির্জুনঃ, যুদ্ধে, রাধেয়স্ত কর্ণস্ত, ন পাদভাক্ ন চতুর্থাংশতুলাঃ ॥১৩॥

ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । ঋতং বিনা । ন যতিশ্যস্তি যুদ্ধায় চেষ্টিশ্যস্তে ॥১৪॥

ইহেতি । নিদেশবশবর্তিষু অস্মাকমাজ্ঞাবর্তিষু । নিবর্হণে নিগ্রহে ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডবানুব বা তস্তাং ভেদযুক্ত, তত্শ্চ তাং লক্ষ্যামহে ইতি শেষঃ ॥১—১২॥ ন পাদভাক্ ন চতুর্থাংশতুলাঃ ॥১৩—১৫॥ একৈকঃ কৌন্তেয়ঃ প্রলোভনীয়ঃ, তত্র তেষু ততঃ প্রলোভা-

মহারাজ ! ভীম নিহত হইলে, অস্ত্রাশ্র পাণ্ডবেরা নিকৃৎসাহ ও নিস্তেজ হইয়া রাজ্যলাভের জগা চেষ্টাই করিবে না । কেন না, সে-ই তাহাদের আশ্রয় ॥১২॥

ভীম পৃষ্ঠরক্ষক হইলে, অর্জুন যুদ্ধে অজেয় হইয়া থাকে ; আর ভীম না থাকিলে অর্জুন যুদ্ধে কর্ণের এক চতুর্থাংশতুলাও নহে ॥১৩॥

পাণ্ডবেরা ভীম ব্যতীত আপনাদের অত্যন্ত দুর্বলতা বুঝিয়া এবং আমাদের প্রাস্ততা জানিয়া যুদ্ধের জগা চেষ্টাও করিবে না ॥১৪॥

অথবা পাণ্ডবেরা এখানে আসিয়া আমাদের আজ্ঞাবহ হইলে, আমরা নীতি-শাস্ত্র অনুসারে তাহাদের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইব ॥১৫॥

(১৩) অজযো অর্জুনঃ... । (১৪)...জ্ঞাহা নাশমেষ্যস্তি দুর্বলাঃ ।

(১৫)...যথাশাস্ত্রং নিবর্হণম্ ।

শ্রেণ্যতাকৈব বাধেয়ন্তেনামাগমনায় বৈ ।

তৈতৈঃ প্রকারৈঃ সমীয় পাত্যন্ত্যমাণুকারিভিঃ ॥১৭॥

এতেষামপ্যুপায়ানাং যন্তে নির্দোষ আত্মনঃ ।

তস্ম প্রয়োগমতিষ্ঠ পুরা কানোহতিবর্ততে ॥১৮॥

যাবচ্চাকৃতবিশ্বাসা ফ্রপদে পার্থিববর্ষভে ।

তাবদেব হি তে শক্যা ন শক্যাস্ত ততঃ পরম্ ॥১৯॥

এষা মম মতিস্তাত ! নিগ্রহায় প্রবর্ততে ।

সাক্ষী বা যদি বাহসাক্ষী কিং বা বাধেয় ! মন্তসে ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বাণি বিদুর্বা
গমনরাজ্যলাভে দুর্গোদধনবাক্যে চতুর্নবত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । দর্শনীয়াভিঃ সুন্দরীভিঃ, প্রমদাভিঃ ক্রীড়িভিঃ । কৃষ্ণা দ্রৌপদী ॥১৬॥

শ্রেণ্যতামিতি । রাশেয়ঃ কণঃ । তৈতৈঃবিদগদানাদিভিঃ । আপকারিভির্নিষ্যন্তৈঃ ॥১৭॥

এতমামিতি । প্রয়োগমহুদানম্, অতিদুঃখং । পুরা সমুপবর্তী ॥১৮॥

যাবলিতি । তে পাণ্ডবাঃ, শক্যা নিগ্রহীভূমিতি শেষঃ । ন শক্যা ফ্রপদসাহচর্যাং ॥১৯॥

এবেতি । নিগ্রহায় পাণ্ডবানাং নিষাভনায় । রাশেয় ! হে কণ ! ॥২০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাহুদাৰ্ণালভট্টাচার্য্যাবরচিতায়াঃ মহাভারত-

টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বাণি বিদুর্বাগমনরাজ্যলাভে

চতুর্নবত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

মানাং ॥১৬॥ সমীয় একঃ নীত্বা ॥১৭—১৮॥ শক্যাঃ পাণ্ডবভূমিতি শেষঃ ॥১৯—২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বাণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে চতুর্নবত্ৰ্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৫॥

অথবা সুন্দরী রমণীদিগের দ্বারা সেইখানেই পাণ্ডবদের প্রত্যেককে প্রলুব্ধ করা হউক এবং সেই উপায়েই দ্রৌপদীকে বিল্লিষ্ট করা হউক ॥১৬॥

কিংবা তাহাদিগকে আনিবার জন্য কণকে পাঠাইয়া দিন ; পরে তাহাদিগকে এখানে আনিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা সেই সেই উপায়ে নিপাত করুন ॥১৭॥

এই উপায়গুলির মধ্যে যেটাকে আপনি আপনার পক্ষে নির্দোষ বলিয়া মনে করেন, তাহারই অনুষ্ঠান করুন ; এদিকে সময় চলিয়া যাইতেছে ॥১৮॥

যে পৰ্য্যন্ত পাণ্ডবেরা ফ্রপদ রাজার উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে,

(১৮)....যন্তে নির্দোষবান্ মতঃ । * '...একোনবিল্লিততম...', '...একাদিকবিল্লিততম...', '...অধিকবিল্লিততম...', '...বিশ্বত্ৰ্যধিকবিল্লিততম...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

কর্ণ উবাচ ।

হৃষ্যোধন ! তব প্রজ্ঞা ন সম্যগিতি মে মতিঃ ।

ন হ্যুপায়েন তে শক্যাঃ পাণ্ডবাঃ কুরুনন্দন ! ॥১॥

পূর্ষমেব হি তে সূক্ষ্মরূপায়ৈর্যতিতাস্থয়া ।

নিগ্রহাতুং তদা বীর ! ন চৈব শকিতাস্তথা ॥২॥

ইহৈব বর্তমানাস্তে সমীপে তব পার্শ্বিণ ! ।

অজাতপক্ষাঃ শিশবঃ শকিতা নৈব বাধিতুম্ ॥৩॥

জাতপক্ষা বিদেশস্থ বিবুদ্ধাঃ সর্বশোহগ্ তে ।

নোপায়সাধ্যাঃ কোন্তেয়া মমৈবা মতিরূঢ়্যত ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

হৃষ্যোধনেতি । প্রজ্ঞা বুদ্ধিঃ । উপায়েন কূটকৌশলে । শক্যাঃ নিগ্রহীতুমিতি শেষঃ ॥১॥

কথং ন শক্যা ইত্যাহ—পূর্ষমিতি । সূক্ষ্মরূপায়ৈঃ, উপায়ৈঃবিষয়াদিভিঃ ॥২॥

ইদানীং কূটকৌশলে তেষাং নিগ্রহস্তাবদসম্ভব এবত্যাহ—ইহেতি । ন জাতঃ পক্ষঃ সহায়ঃ পতত্রক যেষাং তে । বাধিতুং নিগ্রহীতুম্ । শকিতা ইত্যর্থে ইড়াগমঃ ॥৩॥

জাতেতি । জাতঃ পক্ষা দ্রুপদরাজাদিঃ সহায়ঃ পতত্রক যেষাং তে । বিবুদ্ধা বয়সা বুদ্ধি-
সেই পর্য্যন্তই তাহাদিগকে নিগ্রহীত করা যাইতে পারে, তাহার পরে আর
নহে ॥১২॥

পিতৃদেব ! পাণ্ডবগণকে নিগ্রহীত করিবার পক্ষে এইগুলি আমার মত ।
কর্ণ ! এগুলি ভাল কি মন্দ, তুমি কি মনে কর ? ॥২০॥

—:~:—

কর্ণ বলিলেন—“হৃষ্যোধন ! তোমার এই মতগুলি সমীচীন বলিয়া
আমার মনে হয় না । কারণ, পাণ্ডবগণকে কূটকৌশল দ্বারা নির্ধাতন করিতে
পারা যাইবে না ॥ ১ ॥

বীর ! তুমি পূর্বেই গুপ্ত উপায়ে তাহাদিগকে নির্ধাতিত করিবার চেষ্টা
করিয়াছিলে, কিন্তু তখনও পার নাই ॥২॥

রাজা ! তখন তাহারা এই হস্তিনানগরে তোমার নিকটেই ছিল এবং
তখন তাহাদের কোন সহায়ও ছিল না ; অথচ তাহারা বালক ছিল ; এ
অবস্থাতেও নির্ধাতন করিতে পার নাই ॥৩॥

ন চ তে ব্যসনৈর্যোক্তুং শক্যা দিষ্টকৃতেন চ ।

শকিতাশ্চৈতৎসবশ্চৈব পিতৃপৈতামহং পদম্ ॥৫॥

পরম্পরেণ ভেদশ্চ নাধাতুং তেষু শক্যতে ।

একস্ম্যাং যে রতাঃ পত্ন্যাং ন ভিগ্নস্তে পরম্পরম্ ॥৬॥

ন চাপি কৃষ্ণা শক্যতে তেভ্যো ভেদয়িতুং পত্নয়ঃ ।

পরিদ্যুদ্যান্ বৃতবতী কিমুতান্ন যুজ্যাবতঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

প্রাপ্তাঃ । ন উপায়সাধাঃ কূটকৌশলৈর্ন নিগৃহীতুং শক্যাঃ । অজাতপত্ন্যাণাং সন্ধি-
হিতানাং শিশুনাং পক্ষিণাং নিগ্রহে কর্তৃমূল্যাকা জাতপত্ন্যাণাং দূরবর্তিনাং বয়স্কানাং তেষা-
মেব পক্ষিণাং নিগ্রহো যথা নিতরামশক্যস্তথৈতদযতাবঃ । হে অচ্যুত ! পৌরুষাদখ্যাদিত । ॥৪॥

অথ চৌষাংরোপাদিনা বিপৎসু নিপাতা তে নিগ্রাহা ইত্যাহ—নেতি । দিষ্টকৃতেন দৈব-
বিহিতেন বলবুদ্ধাদিনা, শকিতাঃ স্বভাবত এব শক্তিমন্তঃ, তে পাণ্ডবাঃ, ব্যাসনৈর্চৌষা-
ংরোপাদিকৃতবিপত্তির্যোক্তুং ন শক্যাঃ, তেষাং বলবুদ্ধাদিগুণেনৈব তদসম্ভবাদিতি ভাবঃ । অথ
তে যদ্যাদাসীনা এব তিঃস্মুরিত্যাহ—ঈদমবশেতি । পিতৃপৈতামহং পদং রাজ্যম্, ঈদমবশ ॥৫॥

“অত্ তান্ কুললৈবিতৈঃ” ইত্যাদিনা পূর্বাধায়ে যত্নঃ তত্রোত্তরমাহ—পরম্পরেণেতি ।
আধাতুং স্থাপয়িতুম্ । ন ভিগ্নস্তে তে ইতি শেষঃ । তথা চ যোনিদেব সর্বত্র পরম্পরভেদ-
হেতুঃ । এবঞ্চ তত্ত্বামেকত্বামেব যোমিতি যে স্বসমত্যা অভেদেনাসক্তান্তেষাং ভেদোপায়ো
অগত্যে নান্ত্যোবেতি ভাবঃ ॥৬॥

“ব্যাখ্যাপয়ন্ত বা কৃষ্ণাম্” ইত্যাদেকত্তরমাহ—ন চেতি । তত্র পরিবর্ত্তনার্থঃ, দিব্ধাতুশ্চ
কাস্ত্যর্থঃ । এবঞ্চ পরিদ্যুদ্যান্ ভিক্ষার্থপটাতাদিনা বজ্জিতকাস্তীন্, বৃতবতী পতিষ্মেনাকী-
কৃতবতী, যা কৃষ্ণতি শেষঃ ; সা কিমুতান্ন যুজ্যাবতো দ্রুপদসাহায্যাৎ বেনাদৌ পরিকার-
শালিনস্তান্ পত্নীন্ পরিহরেদিতি শেষঃ ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

চৌষাংরোপাদিনেতি ॥১—২॥ জাতপত্ন্যাঃ সহায়বস্তঃ তদন্তে অজাতপত্ন্যাঃ ॥১—৪॥ দিষ্টকৃতেন
দৈবনির্ধানেন শকিতাঃ শক্তিমন্তঃ, তত্ৰুগৃহাদিত্য আত্মানং মোচয়িতুং শক্তা অত্বেবরিত্যর্থঃ

আর, এখন তাহাদের সহায় হইয়াছে এবং তাহারা বিদেশে রহিয়াছে ও
সর্বপ্রকারে বুদ্ধি পাইয়াছে ; এ অবস্থায় কূটকৌশল দ্বারা তাহাদিগকে নিগৃহীত
করা সম্ভবপর নহে ; ইহাই আমার মত ॥৪॥

তা'র পর, তাহারা দৈবকৃত শক্তিবল ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান্ ; এ অবস্থায়
তাহাদিগকে কোনরূপ বিপদে ফেলিতেও পারা যাইবে না ; অথচ তাহারা
পৈতৃকপদ লাভ করিতেও ইচ্ছুক ॥৫॥

তাহাদের মধ্যে পরম্পর ভেদ জন্মাইতেও পারা যাইবে না । কারণ, তাহারা
একটি জীতে আসক্ত রহিয়াছে, তাহারা কি পরম্পর ভিন্ন হয় ? ॥৬॥

ঈপ্সিতঞ্চ গুণঃ স্রীণামেকশ্চ। বহুভৰ্তৃতা ।
 তঞ্চ প্রাপ্তবতী কৃষা ন সা ভেদয়িতুং কমা ॥৮॥
 বহুরক্তশ্চ পাঞ্চাল্যো ন স রাজা ধনপ্রিয়ঃ ।
 ন সন্তুক্ষ্যতি কৌন্তেয়ান্ রাজ্যদানৈরপি ধ্রুবম্ ॥৯॥
 তথাস্ত পুত্রো গুণবান্ অনুরক্তশ্চ পাণ্ডবান্ ।
 তস্মান্নোপায়সাধ্যাংস্তানহং মত্তে কথঞ্চন ॥১০॥
 ইদং ত্বগ্ধ ক্রমং কৰ্ত্তুমস্মাকং পুরুষৰ্ষভ ! ।
 যাবন্ন কৃতমূলান্তে পাণ্ডবেয়া বিশাংপতে ! ।
 তাবৎ প্রহরণীয়াস্তে তত্ত্বভ্যাং তাত ! রোচতাম্ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

অথ তস্তা বহুপতিকত্বমেব ভেদহেতুরিত্যাশয়ে বৈপরীত্যমাহ—ঈপ্সিতশ্চেতি । একস্তাঃ
 স্রীয়াঃ, বহুভৰ্তৃতা ইতোষ গুণ এব স্রীণামীপ্সিতঃ প্রিয়ঃ । তঞ্চ বস্তুভৰ্তৃকত্বরূপং গুণম্, কৃষা
 প্রাপ্তবতী দৈবাং । অতএব সা পতিভ্যো ভেদয়িতুং ন কমা ন শক্যা ॥৮॥

বহ্নিতি । বহুনি রত্নানি যন্ত সঃ । অতএব স ন ধনপ্রিয়ঃ নবা সন্তুক্ষ্যতি ॥৯॥

তথেষতি । পুত্রো ধৃষ্টদ্যুয়াদিঃ । পাণ্ডবান্ প্রতি । উপায়সাধ্যান্ কৌশলনিগ্রাহান্ ॥১০॥

ইদমিতি । ক্রমমুচিতম্ । কৃতমূল্যঃ সমূলবদ্ভূতাদিষ্ঠানাঃ । যট্পদমিদং পঞ্চম্ ॥১১॥

অস্ত্র লোক দ্বারা পাণ্ডবগণ হইতে দ্রৌপদীকেও অপরক্ত করিতে পারা যাইবে
 না ; কেন না, যে দ্রৌপদী হীন অবস্থাতেই পাণ্ডবগণকে বরণ করিয়াছে, সে কি
 সমৃদ্ধ অবস্থায় তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে ? ॥৭॥

একটি জীৱ অনেক পতি হওয়া স্রীলোকদিগের অভীষ্ট ; তাহা দ্রৌপদী
 পাইয়াছে ; এ অবস্থায় তাহাকে অপরক্ত করা অসম্ভব ॥৮॥

ওদিকে দ্রুপদরাজ্য প্রচুর ধন রহিয়াছে ; সুতরাং তিনি ধনপ্রিয় হইতে
 পারেন না । অতএব ধন ত দুয়ের কথা, রাজ্য দান করিলেও নিশ্চয়ই তিনি
 পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥৯॥

তা'র পর, দ্রুপদরাজ্য পুত্রগণ গুণবান্ এবং পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত ।
 অতএব আমি মনে করি—কোন প্রকারেই কূটকৌশল দ্বারা পাণ্ডবগণকে নিগৃহীত
 করা যাইবে না ॥১০॥

অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! বৰ্ত্তমান সময়ে আমাদের ইহাই করা উচিত যে,
 যে পৰ্য্যন্ত পাণ্ডবেয়া দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত না হয়, তাহার মধ্যেই তাহাদিগকে
 আক্রমণ করিতে হইবে । এই বিষয়ে তোমারও মত হউক ॥১১॥

অস্বপক্ষে মহান্ যাবদুধাবৎ পাঞ্চালকো লঘুঃ ।

তাবৎ প্রহরণং তেষাং ক্রিয়তাং মা বিচারয় ॥১২॥

বাহনানি প্রভুতানি মিত্রাণি বহুলানি চ ।

যাবন্ন তেষাং গাঙ্কারে ! তাবদ্বিক্রম পার্ধিব ! ॥১৩॥

যাবচ্ রাজা পাঞ্চাল্যো নোত্তমে কুরুতে মনঃ ।

সহ পুত্রৈর্মহাবীর্যৈস্তাবদ্বিক্রম পার্ধিব ! ॥১৪॥

যাবন্নাস্মাতি বাঞ্চে'য়ঃ কৰ্ষন্ যাদববাহিনীম্ ।

রাজ্যার্থে পাণ্ডবেয়ানাং পাঞ্চাল্যসদনং প্রতি ॥১৫॥

বসুনি বিবিধা ভোগা রাজ্যমেব চ কেবলম্ ।

নাত্যাজ্যমস্তি কৃষ্ণস্ত পাণ্ডবার্থে কথঞ্চন ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

অস্বদ্বিতি । মহান্ প্রবলঃ । লঘুঃ অসংগৃহীতবলান্তরহাদুর্বলঃ ॥১২॥

বাহনানীতি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । গাঙ্কারিণা অপত্যমিতি গাঙ্কারিঃ, গাঙ্কারীশব্দাৎ “বাহ্মাশ্চ বিধীয়তে” ইতি ইনি পূর্বেকারলোপে সম্বোধনম্ । বিক্রমেতি দীর্ঘাভাব
অর্থঃ ॥১৩॥

যাবদ্বিতি । পাঞ্চাল্যো দ্রুপদঃ । উত্তমে পাণ্ডবানাং রাজ্যাকারোদ্ভোগে ॥১৪॥

যাবদ্বিতি । বাঞ্চে'য়ঃ কৃষ্ণঃ, কৰ্ষন্ আনয়ন্ । পাঞ্চাল্যসদনং দ্রুপদগৃহম্ ॥১৫॥

অথ কৃষ্ণেনাপি কিং পাণ্ডবার্থে নিরপেক্ষতা ত্যাজ্যতাহ—বসুনীতি । বসুনি ধনানি । কেবলং
কৃষ্ণম্ । “নিপীতে কেবলমিতি দ্বিলিঙ্গং হেচকৃৎপ্রয়াঃ” ইত্যমরঃ ॥১৬॥

যে পর্য্যাপ্ত আমাদের পক্ষ প্রবল রহিয়াছে এবং যে পর্য্যাপ্ত দ্রুপদরাজা দুর্বল
আছেন, ইহার মধ্যেই যাইয়া পাণ্ডবগণকে আক্রমণ কর ; কিন্তু এবিষয়ে কোন
বিবেচনা করিতে থাকিয়া সময় নষ্ট করিও না ॥১২॥

রাজা ! যে পর্য্যাপ্ত পাণ্ডবগণের প্রচুর পরিমাণে বাহন এবং বহুসংখ্যক মিত্র
সংগৃহীত না হয়, তাহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর ॥১৩॥

যে পর্য্যাপ্ত দ্রুপদরাজা মহাবীর পুত্রগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের
রাজ্য উদ্ধারের উদ্ভোগে মনোনিবেশ না করেন, ইহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ
কর ॥১৪॥

এবং যে পর্য্যাপ্ত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রাজ্য উদ্ধারের জন্য যাদবসৈন্য লইয়া দ্রুপদ-
রাজার বাড়ীতে উপস্থিত না হয়, তাহার মধ্যেই তুমি বিক্রম প্রকাশ কর ॥১৫॥

বিক্রমেণ মহী প্রাপ্তা ভরতেন মহাস্থনা ।

বিক্রমেণ চ লোকাংস্ত্রীন্ জিতবান্ পাকশাসনঃ ॥১৭॥

বিক্রমঞ্চ প্রশংসন্তি ক্ষত্রিয়স্তা বিশাংপতে ! ।

স্বকো হি ধর্ম্যঃ শূরাণাং বিক্রমঃ পার্শ্বিবর্ষভ ! ॥১৮॥

তে বলেন বয়ং রাজন্ ! মহতা চতুরঙ্গিণা ।

প্রমথ্য ক্রপদং শীঘ্রমানয়ামেহ পাণ্ডবান্ ॥১৯॥

নহি সান্না ন দানেন ন ভেদেন চ পাণ্ডবাঃ ।

শক্যাঃ সাধয়িতুং তস্মাদ্বিক্রমেণৈব তান্ জহি ॥২০॥

তান্ বিক্রমেণ জিত্বেমামধিলাং ভূক্ত্ব মেদিনীম্ ।

অতো নান্যং প্রপশ্যামি কার্যোপায়ং জনাধিপ ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

উপায়েষু বিক্রমস্তোৎকর্ষঃ দর্শয়তি—বিক্রমেণেতি । পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥১৭॥

বিক্রমমিতি । স্বকঃ স্বকীয়ঃ, ধর্ম্যঃ স্বভাবঃ ॥১৮॥

ত ইতি । চত্বারি অঙ্গানি হস্তাশ্বরথপদাতিরূপাণি অস্ত সঙ্গীতি তেন ॥১৯॥

নহীতি । সাধয়িতুং আয়ত্ত্বীকর্তৃম্ । বিক্রমে হননমেব সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥২০॥

তানিতি । তান্ পাণ্ডবান্ । কার্যাত্ত পাণ্ডবায়ত্তীকরণস্ত উপায়ং সাধনম্ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৬॥ পরিত্যক্তান্ শোচ্যান্, ভিকাতোজ্জিহ্বাদিনা; মূড়াবতঃ হৃবেশান্ ॥৭—১১॥ লঘুঃ

অন্নকঃ ॥১২—১৮॥ আনয়াম স্ববশমিতি শেষঃ ॥১৯—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বেণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১৯৫॥

ধন, নানাবিধ বস্তু এবং সকল রাজ্য—এগুলি সমস্তই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের জন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥১৬॥

তার পর, মহাত্মা ভরতরাজা বিক্রম প্রকাশ করিয়াই পৃথিবীর লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র বিক্রম দ্বারা ই ত্রিভুবন জয় করিয়াছিলেন ॥১৭॥

রাজা । তত্ত্বজ্ঞ লোকেরা ক্ষত্রিয়ের বিক্রমেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং বিক্রমই বীরগণের স্বাভাবিক ধর্ম ॥১৮॥

অতএব রাজা ! আমরা বিশাল চতুরঙ্গ সৈন্য দ্বারা সমস্তই ক্রপদরাজাকে জয় করিয়া পাণ্ডবগণকে এইখানেই লইয়া আসিব ॥১৯॥

যখন সাম, দান ও ভেদ—ইহার কোনটা দ্বারা পাণ্ডবগণকে আয়ত্ত করা যাইবে না, তখন বিক্রম দ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট কর ॥২০॥

রাজা । বিক্রম দ্বারা পাণ্ডবগণকে জয় করিয়া এই সমগ্র পৃথিবী ভোগ কর । আমি কর্তব্যবিষয়ে ইহা ব্যতীত অস্ত কোন উপায় দেখিতেছি না ॥২১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রদ্ধা তু রাধেয়বচো ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্ ।

অভিপূজ্য ততঃ পশ্চাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥২২॥

উপপন্নং মহাপ্রাজ্ঞে কৃতান্তে সূতনন্দনে ।

ত্বয়ি বিক্রমসম্পন্নমিদং বচনমীদৃশম্ ॥২৩॥

ভূয় এব তু ভীষ্মশ্চ দ্রোণো বিভূর এব চ ।

যুবাঞ্চ কুরুতাং বুদ্ধিং ভবেদ্যা নঃ স্থখোদয়া ॥২৪॥

তত আনায়্য তান্ সৰ্ব্বান্ মজ্জিগঃ স্তমহাযশাঃ ।

ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজ ! মস্ত্রয়ামাস বৈ তদা ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বনি বিভূরা-
গমনরাজ্যলাভে ধৃতরাষ্ট্রমস্ত্রণে পঞ্চনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

শ্রদ্ধেতি । রাধেয়বচঃ কর্ণবাক্যম্ । অভিপূজ্য তং রাধেয়মেব মনসা প্রশস্ত ॥২২॥

উঃপতি । উপপন্নং যুক্তম্ । বিক্রমসম্পন্নং বিক্রমপ্রকাশকম্ ॥২৩॥

ভূয় ইতি । ভীষ্মাদিভিঃ সচ সমস্তোক্তাশয়ঃ । স্থখস্ত উদয়ো যশাঃ সা ॥২৪॥

তত ইতি । আনায়্য দেবারিকৈরিতি শেষঃ । তান্ ভীষ্মাদীন ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বনি বিভূরাগমনরাজ্যলাভে
পঞ্চনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ধৃতরাষ্ট্র কর্ণের কথা শুনিয়া, মনে মনে তাঁহার প্রশংসা
করিয়া পরে এই কথা বলিলেন—৥২২॥

“কর্ণ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ এবং অস্ত্রে সুশিক্ষিত; সূতরাং তোমাতে এইরূপ
বিক্রমপ্রকাশক বাক্য সঙ্গতই বটে ॥২৩॥

কিন্তু ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিভূরের সঙ্গে মিলিত হইয়া আবারও তোমরা এ বিষয়ে
পর্যালোচনা কর; বাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়” ॥২৪॥

মহারাজ! তাহার পর ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মপ্রভৃতি সমস্ত মন্ত্রীদিগকে আনাইয়া তখন
মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥২৫॥

~:~:~

* ‘...ক্লিপ্ততম...’, ‘...ব্যধিক্লিপ্ততম...’, ‘...চতুর্ধিক্লিপ্ততম...’, ‘...এক-
বিংশত্যধিকক্লিপ্ততম...’ ইতি পাঠান্তরানি ।

যশস্বত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

ভীষ্ম উবাচ ।

ন রোচতে বিগ্রহো মে পাণ্ডুপুত্রৈঃ কথঞ্চন ।
যথৈব ধৃতরাষ্ট্রো মে তথা পাণ্ডুরসংশয়ম্ ॥১॥
গান্ধার্যাশ্চ যথা পুত্রোস্তথা কুন্তীহতা মম ।
যথা চ মম তে রক্ষ্যা ধৃতরাষ্ট্র ! তথা তব ॥২॥
যথা চ মম রাজ্যশ্চ তথা দুৰ্য্যোধনস্ত তে ।
তথা কুরুগাং সৰ্ব্বেষামন্তেষামপি পার্শ্বিব ! ॥৩॥
এবং গতে বিগ্রহং তৈর্ন রোচে সক্ষ্যায় বীরৈর্দীয়তামর্কভূমিঃ ।
তেষামপীহ প্রণিতামহানাং রাজ্যং পিতৃশ্চৈব কুরুন্তমানাম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । বিগ্রহো যুদ্ধম্ । ধৃতরাষ্ট্রেন কর্ণমতে প্রাবিতে ভীষ্মাদিভিরুক্তমিহমিতি বোধ্যম্ ॥১॥
গান্ধার্যা ইতি । যথা সম্পর্কে যাদৃশাঃ, তথা সম্পর্কে তাদৃশাঃ । তে পাণ্ডবাঃ ॥২॥
যথেনি । রাজো ধৃতরাষ্ট্রস্ত । পাণ্ডবা রক্ষণীয়া ইতি সর্বত্র শেষঃ ॥৩॥
এবমিতি । গতে স্থিতে । ন রোচে নাভিপ্রমি । তেষাং পাণ্ডবানাম্ । পিতৃঃ পাণ্ডোঃ ।
এতেন পাণ্ডবানামেব পৈতৃকং রাজ্যম্, ধৃতরাষ্ট্রস্ত স্বকৃতম্ । রাজস্বাভাবাৎ দুৰ্য্যোধনস্ত ন
পৈতৃকমিতি নৃচিহ্নম্ ॥৪॥

ভীষ্ম বলিলেন—“পাণ্ডুর পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করা কোন প্রকারেই আমার
অভিপ্রেত নহে । কেন না, আমার নিকট ধৃতরাষ্ট্র যেমন, পাণ্ডুও তেমনই ছিল ;
এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥১॥

সুতরাং, আমার নিকট গান্ধারীর পুত্রগণও যেমন, কুন্তীর পুত্রগণও তেমনই ।
অতএব ধৃতরাষ্ট্র ! তোমার পুত্রগণকে আমার যেমন রক্ষা করা উচিত, পাণ্ডুর
পুত্রগণকেও আমার তেমনই রক্ষা করা উচিত ॥২॥

আর, আমার ও তোমার পাণ্ডবগণকে যেমন রক্ষা করা উচিত, তেমন
দুৰ্য্যোধনের ও অন্ত্যস্ত কুরুবংশীয় সকলেরই পাণ্ডবগণকে রক্ষা করা উচিত ॥৩॥

এমন হইলে, পাণ্ডবদের সহিত যুদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নহে ; সেই
বীরগণের সহিত সন্ধি করিয়া তাহাদিগকে অর্ধরাজ্য দান কর । কেন না, এই
রাজ্য তাহাদেরও পিতামহের, বিশেষতঃ পিতার ছিল ॥৪॥

ছৰ্ষোধান ! যথা রাজ্যং হুমিহং তাত ! পশ্চসি ।
 মম পৈতৃকমিত্যেবং তেহপি পশ্চস্বি পাণ্ডবাঃ ॥৫॥
 যদি রাজ্যং ন তে প্রাপ্তাঃ পাণ্ডবেয়া যশস্বিনঃ ।
 কুত এব তবাঙ্গীদং ভারতশ্যাপি কশ্চচিৎ ॥৬॥
 অধশ্মেণ চ রাজ্যং হুং প্রাপ্তবান্ ভরতবর্ষত ! ।
 তেহপি রাজ্যমনুপ্রাপ্তাঃ পূর্ক্সমেবেতি মে মতিঃ ॥৭॥
 মধুরেণৈব রাজ্যস্য তেষামর্জং প্রদীয়তাম্ ।
 এতদ্ধি পুরুষব্যাত্ত্র ! হিতং সর্ক্সজনস্য চ ॥৮॥
 অতোহনুথা চেৎ ক্রিয়তে ন হিতং নো ভবিষ্যতি ।
 তবাণ্যকীৰ্ত্তিঃ সকলা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৯॥
 কীৰ্ত্তিরক্ষণমতিষ্ঠ কীৰ্ত্তির্হি পরমং বলম্ ।
 নষ্টকীৰ্ত্তেমনুষ্যস্য জীবিতং হফলং শ্মৃতম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

ছৰ্ষোধনেতি । হে তাত ! বৎস ! । তে পাণ্ডবা অপি তথৈব পশ্চস্বীভ্যর্থঃ ॥৫॥
 যদীতি । প্রাপ্তা ভবেয়ুরিতি শেষঃ । ভারতস্ত ভরতবংশীয়স্ত ॥৬॥
 অধশ্মেণেতি । অধশ্মেণ বারণাবতে প্রস্থাপনাস্বকেন । পূর্ক্সমেব পিতৃঃ পাণ্ডোরনন্তরমেব,
 “পিতৃয়াপরতে পুত্রা বিভক্ত্যধ্বদনং পিতৃঃ” ইত্যাদিশাস্ত্রাদিতি ভাবঃ ॥৭॥
 মধুরেণেতি । মধুরেণ বিবাদাভাবাৎ সর্ক্সসন্তোষকারিণা ভাবেন ॥৮॥
 অত ইতি । নঃ অস্বাকম্ । সকলা, স্ততৃগৃহদাহাদিদোষাণামপি স্ববোব সম্ভবাৎ ॥৯॥

বৎস ! ছৰ্ষোধান ! তুমি যেমন এই রাজ্যটাকে পৈতৃক বলিয়া মনে কর, সে
 পাণ্ডবেয়াও তেমনই ইহাকে পৈতৃকরাজ্য মনে করে ॥৫॥

সূতরাং, সেই পাণ্ডবেয়া যদি এই রাজ্য না পায়, তবে তুমিই বা কি করিয়া
 পাইবে ? এবং অস্ত্র ভরতবংশীয়ই বা কি করিয়া পাইবে ? ॥৬॥

তা'র পর, ছৰ্ষোধান ! তুমি অধর্ম অনুসারেই এই রাজ্য হাতে পাইয়াছ ;
 বাস্তবিকপক্ষে পাণ্ডবেয়া পূর্বেই এ রাজ্য পাইয়াছিল ; ইহাই আমার মত ॥৭॥

ছৰ্ষোধান ! মধুরভাবে পাণ্ডবগণকে রাজ্যের অর্ধ দান কর ; ইহাই সমস্ত
 লোকের হিতকর হইবে ॥৮॥

এতদ্বির অস্ত্ররূপ যদি কর, তবে আমাদের মঙ্গল হইবে না ; তোমারও
 সর্ক্সপ্রকার নিন্দা হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥৯॥

কীৰ্ত্তি রক্ষা কর ; কীৰ্ত্তি মানুষের প্রধান বল ; আর কীৰ্ত্তিহীন মানুষের
 জীবনই নিফল ॥১০॥

যাবৎ কীৰ্ত্তিৰ্মমুশ্যন্ত ন প্রণশ্চতি কৌরব ! ।
 তাবজ্জীবতি গান্ধারে ! নষ্টকীৰ্ত্তিস্ত নশ্চতি ॥১১॥
 তমিমং সমুপাতিষ্ঠ ধৰ্ম্ম কুরুকুলোচিতম্ ।
 অনুরূপং মহাবাহো ! পূৰ্বেষামাত্মনঃ কুরু ॥১২॥
 দিষ্ট্যা দ্রিয়ন্তে পার্থা হি দিষ্ট্যা জীবতি সা পৃথা ।
 দিষ্ট্যা পুরোচনঃ পাপো ন স কামোহত্যয়ং গতঃ ॥১৩॥
 যদা প্রভৃতি দন্ধাস্তে কুন্তিভোজস্বতাস্বতাঃ ।
 তদা প্রভৃতি গান্ধারে ! ন শক্নোম্যভিবীক্ষিতুম্ ॥১৪॥
 লোকে প্রাণভূতং কঞ্চিচ্ছুভ্বা কুন্তীং তথাগতাম্ ।
 ন চাপি দোষেণ তথা লোকোহবৈতি পুরোচনম্ ।
 যথা স্বাং পুরুষব্যাত্র ! লোকো দোষেণ গচ্ছতি ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

কীৰ্ত্তীতি । আতিষ্ঠ অমুতিষ্ঠ । অকলং লোকেন্ গৌরবালাভাদিত্তি ভাবঃ ॥১০॥
 যাবদিত্তি । জীবতি স মমুশ্য ইতি শেষঃ । নশ্চতি, লোকাদরালাভাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
 তমিত্তি । ধৰ্ম্মং সাধুতাম্ । আত্মনঃ পূৰ্বেষাং পুরুষাণামনুরূপং কাৰ্য্যং কুরু ॥১২॥
 দিষ্ট্যেতি । দিষ্ট্যা ভাগ্যেন, দ্রিয়ন্তে অবতিষ্ঠন্তে জীবন্তীত্যর্থঃ । অত্যয়ং মৃত্যুম্ ॥১৩॥
 যদেতি । অভিবীক্ষিতুং স্বমুখং দর্শয়িতুমিত্যর্থঃ, স্বম্বিন্ তদোঘোরোপাশঙ্কাত ইতি ভাবঃ ॥১৪॥
 লোক ইতি । লোকঃ, কুন্তীং সপুত্রামিত্যাশয়ঃ, তথাগতাং জতুগৃহদাহেন দন্ধাম্, শ্রদ্ধা,

ভারতভাবদীপঃ

ন রোচতে ইতি ॥১—৭॥ মধুরেণ প্রীত্যা ॥৮—১২॥ দ্রিয়ন্তে জীবন্তি, স কামো নাসীৎ,

যে পর্যাস্ত মানুষ্যের কীৰ্ত্তি নষ্ট না হয়, সেই পর্যাস্তই সে বাঁচিয়া থাকে ; আর
 কীৰ্ত্তি নষ্ট হইলে, সেও নষ্ট হয় ॥১১॥

অতএব তুমি এই কুরুবংশোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, নিজের পূর্বপুরুষদিগের
 অনুরূপ কাৰ্য্য কর ॥১২॥

ভাগ্যবশতই পাণ্ডবেরা জীবিত রহিয়াছে এবং ভাগ্যবশতই কুন্তীদেবী বাঁচিয়া
 আছেন ; আর ভাগ্যবশতই পাপাত্মা পুরোচন সকলকাম হয় নাই, মরিয়া
 গিয়াছে ॥১৩॥

হৃষ্যোদন ! যদবধি শুনিয়াছি যে, পাণ্ডবেরা দন্ধ হইয়াছে, তদবধি আমি আর
 লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেছি না ॥১৪॥

(.৫) লোকে প্রাণভূতাং কঞ্চিং, . . . লোকে প্রাণভূতাং কঞ্চিং . . . লোকো মন্তেৎ পুরো-
 চনম্ . . .

তদ্বিৎ জীবিতং তেবাং তব কিস্বিনাশনম্ ।
 সম্যস্তব্যং মহারাজ ! পাণ্ডবানাঞ্চ দর্শনম্ ॥১৬॥
 ন চাপি তেবাং বীরাণাং জীবতাং কুরুনন্দন ! ।
 পিত্র্যোহংশঃ শক্য আদাতুমপি বজ্রভূতা স্বয়ম্ ॥১৭॥
 তে সর্বেহবস্বিতা ধর্ম্মে সর্বে চৈবৈকচেতসঃ ।
 অধর্ম্মেণ নিরস্তাশ্চ তুল্যে রাজ্যে বিশেষতঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

লোকে ভগতি, কক্ষিক্তং প্রাণভূতং লোকম্, পুরোচনমপি চ, তথা তাদৃশেন দোষেণাঙ্কিতম্,
 ন অবৈতি নাবগচ্ছতি ; লোকঃ, স্বাম্, যথা যাদৃশেন দোষেণাঙ্কিতম্, গচ্ছতি অবগচ্ছতি ।
 প্রভৃৎ প্রযোজকদ্ব্যাক্ষ্যমেবাধিকদোষাঙ্কিতং জানাতীতি ভাবঃ । বট্টপাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥১৫॥

তদ্বিতি । তত্ত্বম্বাং, তেবাং পাণ্ডবানামিৎ জীবিতং দর্শনক, তব, কিস্বিনাশনং
 কিস্বিনজ্ঞানিততদপবাদনাশকম্, সম্যস্তব্যম্ ; তেবাং জীবিতদর্শনে রাজ্যার্জিৎসানে চ তদপবাদস্ত
 মিথ্যাস্তপ্রমাণীকরণাদিতি ভাবঃ ॥১৬॥

অথ তেবাং জীবনেনৈব তদপবাদনাশনম্, বিক্রমেণ রাজ্যগ্রহণক কত্রিহস্ত ধর্ম্ম এবৈতি
 ন তত্রাপবাদাস্তরকেত্যাহ—ন চেতি । জীবতাং রোগাদিনা অমৃতানাম্ । পিত্র্যঃ পৈতৃকঃ ।
 বজ্রভূতাপি ইঙ্গোপাধি । যুদ্যাহ কা কথ্যোক্তাশয়ঃ ॥১৭॥

অথ যদি কলাচিদধর্ম্মেণানৈকোন চ তেবাং শক্তিকয়ঃ স্তাদিত্যাহ—ত ইতি । একচেতস
 একমতাবলম্বিনঃ । নিরস্তা রহিতাঃ । তুল্যে রাজ্যে তব তেষাঞ্চ । বিশেষেণ গুণ্যন্তো-
 দ্বিত্যেকোপ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অভ্যয়ঃ নাশম্ ॥১৬—১৮॥ দোষেণ যুক্তম্, গচ্ছতি জানাতি ॥১৫॥ সম্যস্তব্যঃ সমস্তং কর্তব্যম্
 ॥১৬—১৭॥ অধর্ম্মেণ জতুগৃহ্ণাহাদিনা ॥১৮—১৯॥

ইতি ত্রিমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলম্বষ্টায়ৈ ভারতভাবদীপে বঙ্গবত্যাধিকশততমোহাধ্যায়ঃ ॥১৯৬॥

হর্ষোদধন । কুন্তীদেবী পুত্রগণের সহিত জতুগৃহদাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছেন,
 ইহা শুনিয়া জগতের লোক অশ্রু কোন লোককে বা পুরোচনকে সেরূপ দোষী মনে
 করে না, তোমাকে যে রূপ দোষী মনে করে ॥১৫॥

অতএব পাণ্ডবগণের বাঁচিয়া থাকা এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া তোমার
 সেই অপবাদ নষ্ট করিবে—ইহা তোমার মনে করা উচিত ॥১৬॥

তার পর, সেই বীরগণ বাঁচিয়া থাকিতে, স্বয়ং ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক তাহাদের
 পৈতৃক অংশ লইতে সমর্থ হইবেন না ॥১৭॥

আর, রাজ্য—তোমাদের ও তাহাদের তুল্য হইলেও প্রধানতঃ তাহারা
 সকলেই ধার্ম্মিক, সকলেই একমতাবলম্বী এবং সকলেই অধর্ম্মশূন্য ॥১৮॥

যদি ধর্মস্থয়া কার্যো যদি কার্য্যং প্রিয়ঞ্চ মে ।

ক্ষেমঞ্চ যদি কৰ্ত্তব্যং তেষামৰ্জ্জং প্রদীয়তাম্ ॥১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্ব্বণি বিদুরা-
গমনরাজ্যলাভে ভীষ্মবাক্যং নাম ষষ্ঠবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:—

সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

দ্রোণ উবাচ ।

মস্ত্রায় সমুপানৌতৈধ্বঁতরাষ্ট্র ! হিতৈনৃপ ! ।

ধর্ম্যমর্থ্যং যশস্তঞ্চ বাচ্যমিত্যনুশুশ্রাম ॥১॥

সমাপ্যেযা মতিস্তাত ! যা ভীষ্মস্ত মহাত্মনঃ ।

সংবিভাজ্যাস্ত কৌস্তেয়া ধর্ম্য এষ সনাতনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং বক্তব্যমুপসংহরতি—যদীতি । ক্ষেমং সর্ব্বেষামেব মঙ্গলম্ ॥১৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যাতাদিপৰ্ব্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে ষষ্ঠবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—*—

মস্ত্রায়েতি । হিতৈহিতৈবিভিজ্ঞৈঃ । অনুশুশ্রাম বৃদ্ধেভ্য ইতি শেবঃ ॥১॥

সমেতি । যা যাদৃশী । সংবিভাজ্যাঃ সমানবিভক্তরাজ্যার্জ্জদানবিসমীকৰ্ত্তব্যঃ ॥২॥

অতএব যদি ধর্ম করা তোমার উচিত হয়, যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে
চাও এবং যদি সকলের মঙ্গলই করিতে ইচ্ছা কর, তবে রাজ্যের অর্জ তাহাদিগকে
ছাড়িয়া দাও” ॥১৯॥

—:—

দ্রোণ বলিলেন—“মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ! মস্ত্রণা করিবার জন্তু আনীত হিতৈষী
লোকেরা ধর্মসঙ্গত, শ্রায়সঙ্গত ও যশোবৃদ্ধিজনক বাক্যই বলিবেন ইহা আমরা
শুনিয়াছি ॥১॥

কৃতরাং মহাত্মা ভীষ্মের যে মত, আমারও সেই মত । রাজ্যকে সমানভাগে
বিভক্ত করিয়া এক অর্জ পাণ্ডবগণকে দিন, ইহাই চিরন্তন ধর্ম ॥২॥

* ‘...একাধিকশততম...’, ‘...ত্যাধিকশততম...’, ‘...পঞ্চাধিকশততম...’,
‘...ষাধিশত্যাধিকশততম...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

প্ৰেয়তাং ক্ৰপদায়াশ্চ নরঃ কশ্চিৎ প্ৰিয়ংবদঃ ।

বহুলং বহুমানায় তেষামৰ্থায় ভাবত ! ৩৭

মিথঃ কৃত্যক্ তস্মৈ স আদায় বহু গচ্ছতু ।

বুদ্ধিক্ পরমাং ক্ৰয়াতৎসংযোগোক্তবাং তথা ৪৪

সম্প্ৰীয়মাণং স্বাং ক্ৰয়াদ্রাজন্ । দুৰ্য্যোধনং তথা ।

অসকৃদক্ৰপদে চৈব ধৃষ্টদ্যুম্নে চ ভাবতে ! ৫৫

উচিতস্বং প্ৰিয়স্বক্ যোগস্তাপি চ বৰ্ণয়েৎ ।

পুনঃ পুনশ্চ কৌন্তেয়ান্ মাদ্রৌপুত্ৰৌ চ সাস্বয়ন্ ৬৬

হিরণ্ময়ানি শুভ্রাণি বহুশ্চাভরণানি চ ।

বচনাতব রাজেন্দ্র ! দ্রৌপত্যাঃ সম্প্রযচ্ছতু ৭৭

ভারতকৌমুদী

প্ৰেয়তামিতি । প্ৰিয়ংবদো মধুরভাবী । তেষাং পাণ্ডবানাম্ ৩৭

মিথ ইতি । মিথঃ পরস্পরম্, কৃত্যঃ বরকল্পাপক্ষাভ্যাং দেয়ম্, বহু ধনম্ । বুদ্ধিঃ ধৃতরাষ্ট্রাদীনাম্
বরণক্ষাণামুন্নতিম্ । তৎসংযোগোক্তবাং ক্ৰপদেন সহ সম্মেলনজাতাম্ ৪৪

সম্প্ৰীয়মাণমিতি । হে রাজন্ । ধৃতরাষ্ট্র ! । সম্প্ৰীয়মাণম্ অনেন সম্বন্ধেনিতি শেষঃ ৫৫

উচিতস্বমিতি । যোগস্ত সৌমককৌরবয়োর্বৈবাহিকসম্বন্ধস্ত । উচিতস্বং যোগ্যত্বম্ ৫৬

হিরণ্ময়ানীতি । দ্রৌপত্যা অৰ্থে, সম্প্রযচ্ছতু ক্ৰপদহন্তে সমর্পয়তু ৭৭

ভারতভাবদীপঃ

মন্ত্যয়েতি । হিতৈর্মিত্রৈঃ ১—২৭ তেষাং পাণ্ডবানাম্ ৩৭ মিথঃকৃত্যঃ সাধনিকং
বরণক্ষীমৈঃ বহুলক্লারাদি, কল্পাপক্ষীয়েবরালঙ্কারাদি, তস্মৈ ক্ৰপদায় তদৰ্থে, এতেন মিথঃ-
কৃত্যে এব স্বত্তরো জামাতৃদায়ং গৃহীয়াং নাস্তথেতি সিদ্ধম্ । বুদ্ধিঃ চেতি স্বংসংযোগাৎ
অন্যাকং মহাবলিষ্ঠাতা ইতি ধৃতরাষ্ট্রো দুৰ্য্যোধনশ্চ মন্তত ইতি তস্মৈ বক্তব্যমিত্যর্থঃ ৪৪—৫৫

আপনি পাণ্ডবদের অন্ত প্রচুর ধনরত্ন দিয়া প্ৰিয়ভাবী কোন লোককে সন্ত
ক্ৰপদরাজার নিকট প্রেরণ করুন ৩৭

সে লোক ক্ৰপদ রাজার অন্ত উপঢৌকন লইয়া যাউক ; যাইয়া বলুক যে,
ক্ৰপদরাজার সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় কুরুবংশের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে ৪৪

আর, ক্ৰপদরাজা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট বার বার এই কথা বলুক যে, এই সম্বন্ধ
হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্র ও দুৰ্য্যোধন অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ৫৫

এবং এই সম্বন্ধ যে যোগ্য ও প্ৰীতিকর হইয়াছে—একথাও সে লোক বলিবে,
আর পাণ্ডবগণকে বার বার আশ্বস্ত করিবে ৬৬

(৪) পূৰ্ব্বকৃতক তস্মৈ,সঃ--- ।

তথা দ্রুপদপুত্রাণাং সর্বেষাং ভরতবর্ষত !।

পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং কুন্ত্যা যুক্তানি যানি চ ॥৮॥

এবং সাস্তুসমায়ুক্তং দ্রুপদং পাণ্ডবৈঃ সহ ।

উক্ত্বা সোহনন্তরং ক্রয়ান্তেষামাগমনং প্রতি ॥৯॥

অনুজ্ঞাতেষু বীরেষু বলং গচ্ছতু শোভনম্ ।

দুঃশাসনো বিকর্ণশ্চাপ্যানেতুং পাণ্ডবানিহ ॥১০॥

ততস্তে পাণ্ডবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ পূজ্যমানাঃ সদা ত্বয়া ।

প্রকৃতীনাংনুমতে পদে স্বাস্থ্যস্তি পৈতৃকে ॥১১॥

এতত্তব মহারাজ ! পুত্রেষু তেষু চৈব হ ।

বৃত্তমৌপয়িকং মত্তে ভীষ্মেণ সহ ভারত ! ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

তথেষি । কুন্ত্যা বিধবায়াঃ, যানি যুক্তানি শ্বেতবস্মাদীনি, তানি চ সম্প্রযচ্ছতু ॥৮॥

এবমিতি । স ত্বংপ্রেরিতো লোকঃ । তেষাং পাণ্ডবানাম্ ॥৯॥

অস্বিতি । অনুজ্ঞাতেষু অত্রাগমনায় দ্রুপদেনানুমতেষু, বীরেষু পাণ্ডবেষু ॥১০॥

তত ইতি । পূজ্যমানা আশ্রিয়মাণাঃ । প্রকৃতীনাং প্রজ্ঞানাম্ । পদে রাজ্ঞে ॥১১॥

এতদ্বিতি । তেষু পাণ্ডবেষু চ । বৃত্তং ব্যবহারম্, ঔপয়িকং সর্বসামঞ্জস্যসাধকম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

যোগেন্ত সৰ্বকৃত ॥৬॥ সম্প্রযচ্ছতু স্বদীয়োহমত্যাধিঃ ॥৭॥ তথা আভরণানি প্রযচ্ছতু ইত্য-
দ্ব্যজ্ঞা প্রত্যেকং দ্রুপদপুত্রাণাম্ ইত্যাদিষু যোজ্যাম্ ॥৮—১১॥ ঔপয়িকম্ অবশ্যকর্তব্যম্

আর, মহারাজ ! আপনার আদেশ অনুসারে সে লোক দ্রৌপদীর জন্ত
বহুতর হীরকনির্মিত নির্মল অলঙ্কার নিয়া দ্রুপদরাজার হস্তে সমর্পণ করুক ॥৭॥

এবং দ্রুপদরাজার সকল পুত্র, সকল পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর পক্ষে যে সমস্ত বস্ত্র
যোগ্য, সেগুলিও নিয়া দ্রুপদরাজার নিকট সমর্পণ করুক ॥৮॥

পরে, আপনার প্রেরিত লোক পাণ্ডবগণের সহিত দ্রুপদরাজাকে উক্তরূপ
প্রিয় বাক্য বলিয়া, পাণ্ডবগণের এস্থানে আগমনের কথা বলুক ॥৯॥

তদনন্তর, দ্রুপদরাজা পাণ্ডবগণকে আসিবার অনুমতি দিলে, তাহাদিগকে
আনিবার জন্ত আপনার সৈন্তগণ শোভাযাত্রা করুক, সেই সঙ্গে দুঃশাসন ও বিকর্ণ
ঘাটক ॥১০॥

তাহার পর, পাণ্ডবেরা আসিয়া প্রজাদের অভিমত পৈতৃকপদে অধিষ্ঠিত
হইবে, আপনিও সর্বদাই তাহাদের আদর করিতে থাকিবেন ॥১১॥

মহারাজ ! আপনার এইরূপ ব্যবহারই আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের
সামঞ্জস্য রক্ষক হইবে। ইহাই ভীষ্মের ও আমার মত ॥১২॥

কর্ণ উবাচ ।

যোজিতাবৰ্ধমানাভ্যাং সৰ্ব্বকাৰ্য্যেধনস্তুৰো ।

ন মন্ত্ৰয়েতাং হৃষ্টেয়ঃ কিমদ্রুততবং ততঃ ॥১৩॥

দুষ্টেন মনসা যো বৈ প্রচ্ছন্নেনাস্তরাত্মনা ।

ক্রয়ান্নিঃশ্রেয়সং নাম কথং কুর্যাৎ সতাং মতম্ ॥১৪॥

ন মিত্রাণ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু শ্রেয়সে বেতরায় বা ।

বিধিপূৰ্ব্বং হি সৰ্ব্বশ্চ দুঃখং বা যদি বা সুখম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যোজিতাবিতি । অৰ্ধমানাভ্যাং ধনপৌরবাভ্যাম্, যোজিতৌ সৃষ্টিভৌ ভৌ প্রাপিতাবিত্যর্থঃ ।
অনন্তরো অব্যবহিতৌ অন্তনিবিষ্টৌ ভৌদ্রোগৌ । হৃষ্টেয়স্তব মঙ্গলম্ ॥১৩॥

দুষ্টেনেতি । যো জনঃ, দুষ্টেন দুরভিসম্বিশালিনা, অতএব প্রচ্ছন্নেন বহিঃ সন্ধ্যাবলিহিতেন
অন্তঃ শত্রুহিতৈমিতায়ুক্তেন, অন্তরায়না মনসা, নাম প্রকাশম্, নিঃশ্রেয়সং মঙ্গলম্, ক্রয়ং,
স জনঃ, কথম্, সতাং বহিরন্তরভয়দ্বাপি সন্ধ্যাব্যুত্থানামকপটানাম্, যাদৃশং মতং ভবতি
তাদৃশং মতং কুর্যাৎ, কথমপি নেতাৎ । ভৌদ্রোগয়োঃ কপটমিত্রদ্ব্যন্তরভয়ং ন গ্রাহমিতি
ভাবঃ ॥১৪॥

অথ ঙ্গ বালঃ, ভৌদ্রোগৌ চ কপটমিত্রে ইতি কেন সহ মন্ত্ৰয়ামি কুতো বা মঙ্গলাশেত্যাহ—
নেতি । অর্থকৃচ্ছ্রেষু কাহ্যসঙ্কটেষু, মিত্রাণি, শ্রেয়সে মঙ্গলায় বা, ইতরায় অশ্রেয়সে বা, ন
ভবন্তি । কিন্তু সকলৈব লোকত্র, দুঃখং বা, যদি বা সুখম্, বিধিপূৰ্ব্বং দৈবপ্রযোজ্যমেব ভবতি ।
অতঃ হৃষ্টেবসং ভবাপি সুখমেব ভবেদ্বিতি ন বিদ্যাৎ কৰ্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

১২২। অনন্তরো অন্তরঙ্গো ভৌদ্রোগৌ ॥১৩॥ নহু অন্তরঙ্গো চেৎ কথং মন্ত্ৰয়েতাং নাহু-
মন্ত্ৰয়েতাম্ ইত্যশঙ্ক্য অন্তরঙ্গাভাসাবিমৌ ন তু অন্তরঙ্গাবিত্যাহ—দুষ্টেনেতি । দুষ্টেন
মিত্রজোহবতা মনসা সঙ্করেন, প্রচ্ছন্নেন শত্রুহিতেপ্লুনাপি স্বামিহিতবদাতাসমানেন ।
অন্তরায়না বুদ্ধ্যা । যো ক্রয়ং মন্ত্ৰং স সতাং সাধুনাং বিশ্বস্তানাং স্বামিনাং মতমিষ্ট-
নিঃশ্রেয়সং কল্যাণং কথং কুর্যাৎ ন কথমপি । শঠমিত্রং হি পাতয়তোব ন হিতাদ্যেত্যর্থঃ
১১। নহু শঠমিত্রবদ্ধ অস্ত্র ভব্যপাশকোত তথাচ সৰ্ব্বজ্ঞানান্বাসপ্রসঙ্গ ইত্যশঙ্ক্য দৈবমেব

কর্ণ বলিলেন—“মহারাজ ! যাহারা চিরদিন ধন ও মান দ্বারা আবৃত এবং
সমস্ত কার্য্যে অন্তরঙ্গ হইয়া আসিতেছেন, তাহারা আপনার মঙ্গলের কথা বলেন
না ; ইহা অপেক্ষা আর অত্যশ্চর্য্য কি হইতে পারে ? ॥১৩॥

যে লোক বাহিরে সন্ধ্যা ও ভিতরে অসন্ধ্যাব্যুক্ত দৃষিত হৃদয়ে মঙ্গলের
কথা বলে, সে লোক কি করিয়া প্রকৃত হিতৈষীর মত প্রকাশ করিতে
পারে ? ॥১৪॥

কৃত প্রজ্ঞোহকৃত প্রজ্ঞো বালো বুদ্ধশ্চ মানবঃ ।

সসহারোহসহারশ্চ সৰ্বং সৰ্বত্র বিদতি ॥১৬॥

শ্রুয়তে হি পুরা কশ্চিদম্বুবীচ ইতীশ্বরঃ ।

আসৌরাজগৃহে রাজা মাগধানাং মহীক্ষিতাম্ ॥১৭॥

স হীনঃ করণৈঃ সৰ্বৈরুচ্ছ্বাসপরমো নৃপঃ ।

অমাত্যসংস্থঃ সৰ্বৈষু কার্যেষু বাভবন্তদা ॥১৮॥

তস্তামাত্যো মহাকর্ণিবভূবৈকেশ্বরন্তদা ।

স লব্ধবলমাত্মানং মন্যমানোহবমন্ততে ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

নহু সহার্য্যভাবে কথং বিষাদো ন কর্তব্য ইত্যাহ—কুতেতি । কৃতপ্রজ্ঞশ্চিরপর্যালোচনয়া লব্ধবৈচক্ষণ্যঃ, অকৃতপ্রজ্ঞশ্চ তদিতরঃ । সৰ্বং মঙ্গলাদিকম্, সৰ্বত্র দেশে কালে চ, বিদতি লভতে, দৈববশাদেব । অতঃ হৃদৈবসবে ভ্রমপি মঙ্গলাদিকং লপ্যাস এবোক্ত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

ভীষ্মদ্রোণমতে ন স্বাভব্যমিতি স্মৃচয়িতুমাখ্যায়িকামবতারয়তি—শ্রুয়ত ইতি । ঈশ্বরঃ কায়িক-শক্তিশালী । রাজগৃহে তদাখ্যে পুরে । মাগধানাং মহীক্ষিতাং বংশে ॥১৭॥

স ইতি । করণৈশ্চক্ষুরাদিভিরিঙ্গিষ্টৈঃ । উচ্ছ্বাসঃ শ্বাসপ্রশ্বাসকরণমেব পরমঃ প্রধানো যন্ত সঃ । অমাত্যসংস্থঃ মন্ত্রিণি নির্ভরশীলঃ, ভ্রমিব করণহীনবাদিত্যাশয়ঃ ॥১৮॥

তন্তেতি । একেশ্বরো রাজ্যে অধিতীয়ঃ প্রভুঃ । অবমন্ততে রাজানমিতি শেষঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মুখ্যং বুদ্ধিহ্রাসাদিহেতুরিত্যাহ—ন মিত্রাণীতি । মিত্রাণি সাধবসাধুনি অর্থক্লেদেষ্ণু কাব্যাসকটেষ্ণু জ্ঞেয়সে ইতরায় নাশায় বা ন প্রভবন্তি, হি যন্মাং বিধিপূৰ্ণং পুণ্যাপুণ্যৈকহেতুকং সৰ্বং সুখাদিকম্ ॥১৫॥ এতদেব স্পষ্টয়তি—কুতেতি । সৰ্বং দৈবোপনীতম্ । সৰ্বত্র দেশে কালে চ ॥১৬॥ অত্র আখ্যায়িকামাহ—শ্রুয়ত ইতি । ঈশ্বরঃ সমর্থঃ । রাজগৃহে তদ্রামকে নগরে ॥১৭॥ করণৈশ্চক্ষুরাদিভির্হীনো বিকলঃ, উচ্ছ্বাস এব পরমো ভবতীতি জ্ঞানহেতুর্ভ্রম

সঙ্কট উপস্থিত হইলে, মিত্রাই মঙ্গল বা অমঙ্গলের কারণ হয় না ; দৈববশতই সকলের সুখ বা দুঃখ হইয়া থাকে ॥১৫॥

মায়ায়—বুদ্ধিমান, নির্বোধ, বালক, বৃদ্ধ, সসহায় বা নিঃসহায় হউক ; কিন্তু দৈববশতই সে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল লাভ করিয়া থাকে ॥১৬॥

ওনিতে পাই—পূর্বকালে রাজগৃহনগরে মগধরাজবংশে কায়িক-শক্তিশালী ‘অম্বুবীচ’ নামে কোন রাজা ছিলেন ॥১৭॥

তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় ছিল না বলিয়া তিনি কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসই করিতে পারিতেন ; তাই তিনি সমস্ত কার্য্যই মন্ত্রীর উপরে নির্ভরশীল ছিলেন ॥১৮॥

মহাকর্ণি নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন, সেই মন্ত্রীই একমাত্র প্রভু

স রাজ্য উপভোগ্যানি দ্বিয়ৌ রত্নধনানি চ ।
 আদদে সৰ্ব্বশৌ মূঢ় ঐশ্বৰ্য্যক স্বয়ং তদা ॥২০॥
 তদাদায় চ লুক্শ লোভান্নোভোহভ্যবৰ্দ্ধত ।
 তথা হি সৰ্ব্বমাদায় রাজ্যমশ্ব জিহীৰ্ষতি ॥২১॥
 হীনশ্ব করণৈঃ সৰ্বৈরুচ্ছাসপরমশ্ব চ ।
 যতমানোহপি তদ্রাজ্যং ন শশাকেতি নঃ শ্রুতম্ ॥২২॥
 কিমণ্ডবিহিতা নুনং তশ্চ সা পুরুষেন্দ্রতা ।
 যদি তে বিহিতং রাজ্যং ভবিষ্যতি বিশাংপতে ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । স মহাকর্গিঃ । মূঢ়ঃ পাপাসক্তহৃৎ । ঐশ্বৰ্য্যং সেনাবাহনাদিকম্ ॥২০॥
 তদিতি । লুক্শ মহাকর্গেঃ । অশ্ব অদ্বীচশ্চ রাজ্যম্, জিহীৰ্ষতি হস্তুমিচ্ছতি য ॥২১॥
 হীনশ্চেতি । যতমানোহপি মহাকর্গিঃ, তদ্রাজ্যং হস্তুং ন শশাক দৈবান্বেষেতি ভাবঃ ॥২২॥
 কিমিতি । অশ্বং কিং ব্রবীমীত্যর্থঃ । তশ্চ অদ্বীচশ্চ, সা পুরুষেন্দ্রতা রাজস্বম্, নুনং
 নিশ্চিতমেব, বিহিতা দৈবেন নিরূপিতা । অতএব মন্ত্ৰিণা চতুঃ ন শক্তা । অতএব হে
 বিশাংপতে ! যদি তে তথাপি রাজ্যম্, বিহিতং দৈবেন নিরূপিতম্, তদা তবিত্ততি
 হ্যন্ততি ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

সঃ । অমাত্যাসংখ্যঃ অমাত্যাধীনঃ ॥১৮॥ অবমন্ততে রাজানমিতি শেষঃ ॥১৯—২১॥ ন
 শশাক হস্তুমিতি শেষঃ ॥২২॥ আখ্যায়িকাতাপ্রহামাহ—কিমিতি । তশ্চ অদ্বীচশ্চ ।
 সা পুরুষেন্দ্রতা তং নরেন্দ্রত্বম্ । নুনং বিহিতা বিদিশ্রান্তৈবে ন তু যত্নসম্পাদিতা । কিমন্ত-
 ছিলেন ; সুতরাং তিনি আপনাকে শক্তিশালী মনে করিয়া সৰ্ব্বদাই রাজাকে
 অবজ্ঞা করিতেন ॥১৯॥

সেই পাপিষ্ঠ মন্ত্রী, রাজার উপভোগ্য জ্ঞী, ধন, রত্ন, বল ও বাহনপ্রভৃতি
 সমস্তই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ॥২০॥

সেই সমস্ত আত্মসাৎ করিতে পারায় সেই লোভী মন্ত্রীর লোভ আরও বৃদ্ধি
 পাইয়াছিল ; তাই তিনি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া, পরে রাজ্যও লইবার ইচ্ছা
 করিয়াছিলেন ॥২১॥

কিন্তু ইন্দ্রিয়হীন কেবল প্রাণধারী রাজার রাজ্য লইবার চেষ্টা করিয়াও
 দৈববশতই মন্ত্রী তাহা পাবেন নাই ; ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥২২॥

আর কি বলিব, অদ্বীচের সেই রাজব নিশ্চয়ই দৈবনির্দিষ্ট ছিল ।
 অতএব মহারাজ ! আপনার রাজবও যদি দৈবনির্দিষ্ট থাকে, তবে ইহা
 থাকিবে ॥২৩॥

মিবতঃ সৰ্বলোকস্য শ্ৰাস্ততে স্বয়ি তদুৎকবম্ ।

অতোহনুশা চেদ্বিহিতং যতমানো ন লপ্স্যসে ॥২৪॥

এবং বিদ্বন্মুপাদৎস্ব মস্ত্রিণাং সাধবসাধুতাম্ ।

দুষ্ঠানাকৈব বোদ্ধব্যমদুষ্ঠানাঞ্চ ভাষিতম্ ॥২৫॥

দ্রোণ উবাচ ।

বিদ্ম তে-ভাবদোষণে যদর্থমিদমুচ্যতে ।

দুষ্ঠ ! পাণ্ডবহেতোস্ত্বং দোষমাখ্যাপয়ন্ত্যত ॥২৬॥

হিতস্ত পরমং কর্ণ ! ত্রবীমি কুলবৰ্দ্ধনম্ ।

অথ ত্বং মন্ত্যসে দুষ্ঠং ক্রুহি যৎ পরমং হিতম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

মিবত ইতি । মিবতঃ পশ্চতঃ । তৎ রাজ্যম্ । বিহিতং দৈবেন । যতমানোহপি স্বম্ ॥২৪॥

এবমিতি । হে বিদ্বন্ ! এবমিৎসং মন্ত্রণয়া, মস্ত্রিণাং ভীষ্মাদীনাম্, সাধবসাধুতাম্, উপা-
দৎস্ব গৃহাণ জানীহীত্যর্থঃ । বোদ্ধব্যং বিবেচনীয়ম্ । এতেন শক্রহিতৈবিশ্বাষ্টীয়াদয়ো
দুষ্ঠাঃ ভবতো হিতৈবিত্যাদি বয়মদুষ্ঠা ইতি স্মৃতিতম্ ॥২৫॥

বিদ্যেতি । ভাবদোষণে স্বভাবদোষণে খলতয়েত্যর্থঃ, তে স্বয়া, যদর্থম্, ইদমীদৃশম্,
উচ্যতে ; তৎ, বিদ্ম জানীমঃ । দোষম্, আবয়োভীষ্মদ্রোণয়োঃ ॥২৬॥

হিতমিতি । অথ পক্ষান্তরে । দুষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রপক্ষে অহিতম্ ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

দুষ্ঠাং পরায়ণমস্তি ন কিমপীতি ভাবঃ । প্রকৃতে যোজয়তি—যদীতি ॥২৬—২৭॥ তে তব

সমস্ত লোকের সমক্ষে নিশ্চয়ই আপনার রাজত্ব থাকিবে । আর, বিধাতাই
যদি অন্তরূপ বিধান করিয়া থাকেন, তবে আপনি চেষ্টা করিয়াও ইহা রাখিতে
পারিবেন না ॥২৪॥

মহারাজ ! আপনি বুদ্ধিমান ; সুতরাং আপনি এইরূপ মন্ত্রণা দ্বারা ই মস্ত্রিগণের
সাধুতা ও অসাধুতা বুঝিয়া লউন । দুষ্ঠের বাক্য এবং অদুষ্ঠের বাক্য, দুই
বিবেচনা করিবেন” ॥২৫॥

দ্রোণ বলিলেন—“কর্ণ ! স্বভাবের দোষে যাহার জ্ঞান তুমি এইরূপ বলিতেছ,
তাহা আমরা বুঝিতেছি । দুষ্ঠ ! তুমি পাণ্ডবদের জ্ঞান আমাদের দোষ কীৰ্ত্তন
করিতেছ ! ॥২৬॥

কর্ণ ! কুরুকুলের উন্নতির জ্ঞান আমি পরম হিতের কথাই বলিয়াছি ;
ইহাকে যদি তুমি দূষিত মনে কর, তবে তোমার মতে যাহা বিশেষ হিতকর হয়,
তাহা বল ॥২৭॥

অতোহুগ্ৰথা চেৎ ক্ৰিয়তে যদব্রবীমি পরং হিতম্ ।

কুরবো বৈ বিনঙ্ক্যস্তি নচিরেণৈব মে মতিঃ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতলাহর্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্ব্বিণি বিদুয়া

গমনরাজ্যলাভে দ্রোণবাক্যং নাম সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

অষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বিদুর উবাচ ।

রাজন্ ! নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো বাচ্যস্ত্বমসি বান্ধবৈঃ ।

নঃস্বশুশ্রবমাণে বৈ বাক্যং সম্প্রতিতিষ্ঠতি ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অত ইতি । অহং যং পরং হিতং ব্রবীমি, অতঃ অস্মাদিগ্ৰথা চেৎ ক্ৰিয়ত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য্য-শ্রীচরিতামসিক্যাদিপৰ্ব্বিণিভট্টাচার্য্যাবরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্ব্বিণিবিভূতগমনরাজ্যলাভে সপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

রাজস্বিত্তি । হে রাজন্ ! ত্বম্, বান্ধবৈঃ, নিঃসংশয়ং শ্রেয়ো মঙ্গলমেব বাচোহসি ।
অতো বান্ধবস্বাত্তীয়েণ দ্রোণেন ময়া চ শ্রেয় এবোচ্যত ইতি ভাবঃ । কিন্তু অন্তশ্রবমাণে
শ্রোতুমনিচ্ছতি স্মি, বাক্যং ন সম্প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাঃ ন লভতে ফলোপধায়কং ন ভবতী-
ত্যর্থঃ । অন্তশ্রবাপান্নাকং বাক্যং শ্রোতবামিত্যাশয়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

মতং বিন্ধ, ভাবলোষণে ॥২৬—২৭॥ অহং যং ব্রবীমি অতোহুগ্ৰথা ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বিণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপেসপ্তনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১৭॥

—:~:—

কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমি যে হিতের কথা বলিয়াছি, রাজা যদি
তাহার অনুষ্ঠান করেন, তবে অচিরকালমধ্যেই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে” ॥২৮॥

—:~:—

বিদুর বলিলেন—“মহারাজ ! আপনার নিকটেও বন্ধুবর্গের অবশ্যই হিতের
কথা বলা উচিত ; আবার আপনারও তাহা শুনিবার ইচ্ছা থাকি চাই ; না
হইলে সে কথা কোনই কল অন্মাইতে পারে না ॥১॥

* ‘...ত্যাধিকশততম...’, ‘...চতুর্ত্যাধিকশততম...’, ‘...ষড়্‌ত্যাধিকশততম...’,
‘...অষ্টত্যাধিকশততম...’ ইতি পাঠান্তরাণি । (১) ন স্বশ্রবমাণেশ্চ... ।

প্রিয়ং হিতঞ্চ যদ্বাক্যমুক্তবান্ কুরুসত্তমঃ ।
 ভীষ্মঃ শাস্তনবো রাজন্ ! প্রতিগৃহ্নাসি তদ্বচঃ ? ॥২॥
 তথা দ্রোণেন বহুধা ভাষিতং হিতমুক্তমম্ ।
 তচ্চ বাধাস্থতঃ কর্ণো মন্যতে ন হিতং তব ॥৩॥
 চিন্তয়ংশ্চ ন পশ্যামি রাজন্ ! তব সুহৃদমম্ ।
 আভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং যো বা স্ম্যাং প্রজয়াধিকঃ ॥৪॥
 ইমৌ হি বৃদ্ধৌ বয়সা প্রজয়া চ শ্রুতেন চ ।
 সন্মৌ চ হুয়ি রাজেন্দ্র ! তথা পাণ্ডুহৃতেষু চ ॥৫॥
 ধর্ম্মে চানবরৌ রাজন্ ! সত্যতাত্ম্যঞ্চ ভারত ! ।
 রামাদশরথেশৈচব গয়াচ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

প্রিয়মিতি । প্রতিগৃহ্নাসীতি কাকুঃ । তদা ততো নাধিকং কিঞ্চিৎকৃত্বামস্তীতি ভাবঃ ॥২॥

তথেষতি । রাধাস্থত ইত্যনেন কর্ণস্ত নীচতয়া তদমননমকিঞ্চৎকরমিতি স্মৃতিতম্ ॥৩॥

চিন্তয়মিতি । হে রাজন্ । অহং চিন্তয়মপি, আভ্যাং ভীষ্মদ্রোণরূপাভ্যাং পুরুষসিংহাভ্যাং
 সকাশাং তব সুহৃদমম্, যো বা প্রজয়া বৃদ্ধা অধিকঃ স্ম্যাং, তঞ্চ জনম্, ন পশ্যামি । অতো-
 হনয়োর্বচনং হুয়া সর্কঠেব গ্রাহমিতি ভাবঃ ॥৫॥

অপি চাহ—ইমাবিতি । ইমৌ ভীষ্মদ্রোণৌ । প্রজয়া বৃদ্ধা, শ্রুতেন শাস্ত্রজ্ঞানেন চ ।
 সন্মৌ তুল্যসম্পর্কৌ । অতোহপানয়োর্বচনং গ্রাহমিত্যাশয়ঃ ॥৬॥

অথ তথাভূতো সস্তাবপি অধাশ্মিকৌ চেদিত্যাহ—ধর্ম্ম ইতি । ধর্ম্মে সত্যতাত্ম্যঞ্চ, দশরথে
 রামাং গয়াদশরথ অনবরৌ অনিচ্ছন্তৌ । ইমৌ ভীষ্মদ্রোণাবিতি সম্বন্ধঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজমিতি ॥১—৩॥ আভ্যাং ভীষ্মদ্রোণাভ্যাম্, পঞ্চম্যস্তমিদম্ ॥৪—৫॥ অনবরৌ

অতএব কুরুবংশশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রমুনন্দন ভীষ্ম আপনার যে প্রীতিকর ও হিতকর
 বাক্য বলিয়াছেন, তাহা আপনি গ্রহণ করিয়াছেন কি ? ॥২॥

এবং দ্রোণাচার্য্যও বহুবিধ উত্তম হিতের কথাই বলিয়াছেন । তবে,
 রাধার পুত্র কর্ণ সে কথাগুলিকে আপনার হিতকর বলিয়া মনে করিতেছেন
 না ॥৩॥

কিন্তু আমি বিশেষ চিন্তা করিয়াও এই ছইজন পুরুষশ্রেষ্ঠ অপেক্ষা আপনার
 প্রধান সুহৃদ্ বা প্রধান বুদ্ধিমান লোক দেখিতে পাই না ॥৪॥

আর, ইঁহারা দুইজনই বয়সে, বুদ্ধিতে এবং শাস্ত্রজ্ঞানে বৃদ্ধ এবং আপনার
 ও পাণ্ডবগণের তুল্যসম্পর্কী ॥৫॥

ন চোক্তবস্তাবশ্রেয়ঃ পুরস্তাদপি কিঞ্চন ।
 ন চাপ্যপকৃতং কিঞ্চিদনয়োর্লঙ্কাতে হুয়ি ॥৭॥
 তাবুভৌ পুরুষব্যাক্রাধনাগসি নৃপ ! হুয়ি ।
 ন মন্ত্রয়েতাং হৃচ্ছেয়ঃ কথং সত্যপরাক্রমৌ ॥৮॥
 প্রজাবন্তৌ নরশ্রেষ্ঠাবস্মিল্লৌকে নরাধিপ ! ।
 হুম্মিতমতো নেমৌ কিঞ্চিজ্জিহ্বং বদিস্যতঃ ॥৯॥
 ইতি মে নৈষ্ঠিকৌ বুদ্ধিবর্ততে কুরুনন্দন ! ।
 ন চার্ঘ্যহেতোর্ধগ্নজ্ঞৌ বক্ষ্যতঃ পক্ষসংশ্রিতম্ ।
 এতচ্চি পরমং শ্রেয়ো মন্ত্বেহং তব ভারত ! ॥১০॥
 দুৰ্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ পুত্রা রাজন্ ! যথা তব ।
 তথৈব পাণ্ডবেয়াস্তে পুত্রা রাজন্ ! ন সংশয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কিঞ্চ নেতি । পুরস্তাং পূর্ব্বম্ । উক্তবন্তৌ ইমৌ । অপকৃতমিতি ভাবে ক্তঃ ॥৭॥
 তাবিতি । উভৌ ভীষ্মদ্রোণৌ । অনাগসি নিরপরাধে । হৃচ্ছেয়ঃ তব হিতম্ ॥৮॥
 প্রজ্ঞেতি । যতো ভীষ্মদ্রোণৌ প্রজাবন্তৌ নরশ্রেষ্ঠৌ চ, অত ইমৌ, জিহ্বাং কুটিলম্ ॥৯॥
 ইতীতি । নৈষ্ঠিকৌ নিষ্পত্তিবিষয়া নিঃসন্দেহেতি যাবৎ । অর্থহেতোঃ কস্তাপি প্রয়োজনত্ব
 হেতোঃ । পক্ষসংশ্রিতম্ একতরপক্ষবিষয়ম্ শ্রেয়ো মঙ্গলম্ । যদুপাণ্ডবয়োঃ যৌকঃ ॥১০॥
 ন কেবলমনয়োর্মতেন তবাপোত্তমোচিতোক্তান কণ্ঠবাসিতাহ—দুৰ্য্যোধনেতি । তে তব ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

শ্রেষ্ঠৌ ॥১০॥ অনয়োঃ এতাভ্যাম্, কণ্ঠরি মজ্জা ॥৭—৯॥ পক্ষসংশ্রিতমন্ততরৈস্তব হিতম্
 তার পর, ইহারা ধর্ম্মে এবং সত্যোক্ত দশরথনন্দন রাম বা গয়ানুর ইহাতেও
 অবশ্যই নিকৃষ্ট নহেন ॥৬॥

আর, ইহারা পূর্ব্বের কখনও আপনার কোনই অহিতের কথা বলেন নাই বা
 আপনার কোন অপকার করিয়াছেন বলিয়াও লক্ষ্য করি নাই ॥৭॥

মহারাজ ! আপনার কোন দোষ নাই, ইহারাও পুরুষশ্রেষ্ঠ এবং বধার্ধ
 বিক্রমশালী ; সুতরাং ইহারা কেন আপনার হিতের কথা বলিবেন না ॥৮॥

ইহারা এই জগতের মধ্যেই বুদ্ধিমান ও মনুষ্যশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং ইহারা আপনার
 জন্ত কোন কপটের কথাই বলিবেন না ॥৯॥

ইহাই আমার নিশ্চিন্ত ধারণা যে, ভীষ্ম ও দ্রোণ ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া কোন
 প্রয়োজনের জন্তই এক পক্ষের কথা বলিবেন না ; সুতরাং ইহারা বাহা
 বলিয়াছেন, তাহাই আপনার পক্ষে পরম মঙ্গল বলিয়া আমি মনে করি ॥১০॥

তেষু চেনহিতং কিঞ্চিন্মন্ত্রেয়ৈষ্মবতদ্বিধঃ ।

মন্ত্ৰিগন্তে ন চ শ্রেয়ঃ প্রপশ্যন্তি বিশেষতঃ ॥১২॥

অথ তে হৃদয়ে রাজন্ ! বিশেষঃ শ্বেষু বর্ততে ।

অন্তরঙ্গং বিবৃথানাঃ শ্রেয়ঃ কুৰ্য্যুর্ন তে ধ্রুবম্ ॥১৩॥

এতদর্থমিমৌ রাজন্ ! মহাত্মানৌ মহাত্মাতী ।

নোচতুর্বিধুতং কিঞ্চিন্ম হ্রেষ তব নিশ্চয়ঃ ॥১৪॥

যচ্চাপ্যশক্যতাং তেভ্যামাহতুঃ পুরুষমর্থভৌ ।

তত্থা পুরুষব্যাত্ত ! তব তদ্বদ্রমন্ত তে ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

তেন্বিতি । অতদ্বিধঃ তাদৃশত্বাভাবভিজ্ঞাঃ । অতঃ কর্ণন্তে শ্রেয়ো ন পশ্যন্তীতি ভাবঃ ॥১২॥

অর্থেন্বিতি । শ্বেষু স্বপুত্রেষু, বিশেষঃ স্নেহাতিরেকঃ । অন্তরঙ্গং তং স্নেহাতিরেকম্, বিবৃথানাঃ প্রকাশয়ন্তঃ, তে মন্ত্ৰিগঃ, শ্রেয়ো ন কুৰ্য্যুঃ, প্রভোভাবগোপনশ্চৈবোচিত্যাদিত্যাশয়ঃ ॥১৩॥

এতদ্বিতি । এতদর্থং তবাস্তরঙ্গতাবগোপনার্থম্ । ইমৌ ভীষ্মদ্রোণৌ । বিধুতং বিধুতম্ ॥১৪॥

যদ্বিতি । তেভ্যঃ পাণ্ডবানাম্, অশক্যতাং বিক্রমেণায়ত্তীকরণস্তাসাধ্যাতাম্ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

১০—১১। তেযু পাণ্ডবেষু ॥১২॥ তে তব মন্ত্ৰিগন্তবাস্তরঙ্গং বিশেষঃ বিবৃথানাং ধ্রুবং শাস্তং হিতং ন কুৰ্য্যুঃ, তব বৈষম্যাদোদয়মেব তে প্রকাশয়িত্বাস্তি ন তু কাৰ্য্যং সাধয়িত্বাস্তি ইত্যর্থঃ ॥১৩॥ এতদর্থং পাণ্ডবানাং শ্রেয়োহর্থম্ । বিবৃতং বিস্পষ্টম্, “বিকৃতম্” ইতি পাঠে পুরুষম্, এষ পাণ্ডবানাং শ্রেয়ো ভবদ্বিত্যেবাক্রপঃ । হিশমেন তত্র তস্তৈব প্রতীতিং প্রমাণয়তি ॥১৪॥ যচ্চেতি । অশক্যতামজযাতাম্, তব পুরস্তাং যচ্চাহতুরিতি সম্বন্ধঃ ।

তা'র পর, হৃদ্যোধনপ্রভৃতিও যেমন আপনার পুত্র, পাণ্ডবেরাও তেমনই আপনার পুত্র ॥১১॥

ইহা না বুঝিয়া যদি মন্ত্রীরা পাণ্ডবদের কোন অহিতের কথা বলেন, তবে তাঁহারা বিশেষভাবে আপনার হিত দেখেন না ॥১২॥

তা'র পর, যদিও আপনার মনে নিজের পুত্রদের উপরে অধিক স্নেহ থাকে, তথাপি আপনার সেই অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিয়া মন্ত্রীরা নিশ্চয়ই ভাল কার্য্য করেন না ॥১৩॥

এই অন্তই মহাত্মা ও মহাতেজা ভীষ্ম ও দ্রোণ কোন বিধুত কথা বলেন নাই ; তবে আপনি তাহা নিশ্চয় করিতে পারেন নাই ॥১৪॥

বিক্রম দ্বারা পাণ্ডবগণকে আরম্ভ করিতে পারা যাইবে না, ইহা যে ভীষ্ম

কথং হি পাণ্ডবঃ শ্রীমান্ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।
 শক্যো বিজেতুং সংগ্রামে রাজন্ ! মঘবতাপি হি ॥১৬॥
 ভীমসেনো মহাবাহুর্নাগায়ুতবলো মহান্ ।
 কথং স্ম যুধি শক্যোত বিজেতুমমরৈরপি ॥১৭॥
 তথৈব কৃতিনো যুদ্ধে যমো যমস্তথাবিব ।
 কথং বিজেতুং শক্যো তৌ রণে জীবিতুমিচ্ছতা ॥১৮॥
 যস্মিন্ পুত্রিরনুক্ৰোশঃ কমা সত্যং পরাক্রমঃ ।
 নিত্যানি পাণ্ডবে জ্যেষ্ঠে স জীয়েত রণে কথম্ ॥১৯॥
 যেমাং পক্ষধরো রামো যেমাং মন্ত্রী জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ত তৈরজিতং সংখ্যে যেমাং পক্ষে চ সাত্যকিঃ ॥২০॥
 পদঃ স্বশুরো যেমাং যেমাং শ্চালাশ্চ পার্শ্বতাঃ ।
 ধৃক্চ্যুত্মুখা বীরা ভাতরো দ্রুপদাত্মজাঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানাং ভেতুমশক্যতামেব দর্শয়তি বড়্ভিঃ কপমিতি । মঘবতা ইন্দ্রেণাপি ॥১৬॥
 ভীমেতি । নাগায়ুতবলো দশসহস্রহস্তিতুল্যবলশালী, মহান্ বিশালাকৃতিঃ ॥১৭॥
 তথেষতি । কৃতিনো নিপুণো । যমো নকুলসহদেবৌ ॥১৮॥
 যস্মিন্নিতি । পুত্রিধৈর্যম্, অনুক্রোশো দয়া । জ্যেষ্ঠে যুধিষ্ঠিরে ॥১৯॥
 যেমামিতি । পক্ষধরঃ সাহায্যকারী । সংখ্যে যুদ্ধে । সর্বাঙ্গ বদ্ধতাদিতি ভাবঃ । পার্শ্বতাঃ
 পৃথকপৃথকতানি পৌজাঃ ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

তদ্বদ্রমন্ত তে তৎ তেভ্যঃ পাণ্ডবেভ্যস্তব ভদ্রমন্ত, জুহুঃ পাণ্ডবাস্তব সর্গান্ পুত্রান্ বা হিংস্রা
 ও দ্রোণ বলিয়াছেন, তাহা আপনার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য ; সুতরাং আপনার মঙ্গল
 হউক ॥১৫॥

মহারাজ ! স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে সবাসাচী অর্জুনকে জয় করিতে কোন প্রকারেই
 সমর্থ নহেন ॥১৬॥

এবং দশ সহস্র হস্তীর তুল্য বলশালী বিশালাকৃতি মহাবাহু ভীমসেনকে
 দেবতারও যুদ্ধে জয় করিতে পারেন না ॥১৭॥

আর, যমের পুত্রের তুল্য যুদ্ধনিপুণ নকুল ও সহদেবকে জীবনাশী কোন্ লোক
 যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হয় ? ॥১৮॥

তার পর, যে যুধিষ্ঠিরে ধৈর্য, দয়া, কমা, সত্য ও পরাক্রম—এইগুলি গুণ
 সর্বদাই বিস্তারিত রহিয়াছে, তাঁহাকে যুদ্ধে জয় করা যায় কি করিয়া ? ॥১৯॥

তার পর, বলরাম ও সাত্যকি বাহাদেব সাহায্যকারী, বৃক বাহাদেব

সৌশক্যতাঞ্চ বিজায় তেষামগ্রে চ ভারত ! ।

দায়াদতাঞ্চ ধর্মেণ সম্যক্ তেষু সমাচর ॥২২॥

ইদং নির্দিষ্টমযশঃ পুরোচনকৃতং মহৎ ।

তেষামনুগ্রহেণাশু রাজন্ ! প্রক্ষালয়াত্মনঃ ॥২৩॥

তেষামনুগ্রহশ্চায়ং সর্বেষাঞ্চৈব নঃ কুলে ।

জীবিতঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ ক্ষত্রশ্চ চ বিবর্দ্ধনম্ ॥২৪॥

ক্রপদোহপি মহান্ রাজা কৃতবৈরশ্চ নঃ পুরা ।

তস্য সংগ্রহণং রাজন্ । স্বপক্ষশ্চ বিবর্দ্ধনম্ ॥২৫॥

বলবন্তশ্চ দাশার্হা বহবশ্চ বিশাংপতে ! ।

যতঃ কৃষ্ণন্ততঃ সর্বে যতঃ কৃষ্ণন্ততো জয়ঃ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হে ভারত । স ত্বম্, অগ্রে প্রথম এব, তেষাং পাণ্ডবানাং ক্ষেতুমশক্যতাং বিজায়, ধর্মেণ তেষু দায়াদতাং পৈতৃকধনভাগিতাম্, সম্যক্ সমাচর কুরু ॥২২॥

ইদমিতি । হে রাজন্ ! অশু তেষাং পাণ্ডবানাং সখ্যক্ষে অনুগ্রহেণ, পুরোচনকৃতম্, নির্দিষ্টমসন্দিক্তম্, মহাদিকম্, আত্মনঃ অযশঃ প্রক্ষালয় । তেষাং রাজ্যার্দ্ধদানে তদযশো বিনষ্ট্যাতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

তেনামিতি । অয়ং রাজ্যার্দ্ধদানপ্রকারঃ, তেষাং পাণ্ডবানাম্, নেতিম্মাকং কুলে সর্বেষাং জনানাঞ্চ সখ্যক্ষে অনুগ্রহঃ । কিঞ্চ যুদ্ধাভাবে জীবিতঞ্চ ক্ষত্রশ্চ বিবর্দ্ধনঞ্চ পরং শ্রেয়ঃ । যুদ্ধকরণে তু বীরাণাং মৃত্যুন্তেন চ ক্ষত্রকয়োহবশস্তাবীতি ভাবঃ ॥২৪॥

ক্রপদ ইতি । পুরা দ্রোণায় গুরুদক্ষিণাদিনাকালে । সংগ্রহণং প্রসাদনেনায়ত্তীকরণম্ ॥২৫॥

মন্ত্রী, ক্রপদরাজা যাহাদের স্বশুর এবং ঘৃষ্টহৃদয়প্রভৃতি মহাবীর ক্রপদপুত্রগ যাহাদের শ্যালক, সেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কি জয় না করিয়াছেন ? ॥২০—২১॥

অতএব মহারাজ ! আপনি প্রথমে পাণ্ডবদের অজ্ঞেয়তা বুঝিয়া ধর্ম অনুসারে সমীচীনভাবে তাঁহাদের পৈতৃক অংশ ছাড়িয়া দিন ॥২২॥

আজ আপনি পাণ্ডবদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া পুরোচনকৃত অসন্দিক্ত নিজেয় সেই গুরুতর নিন্দা প্রক্ষালন করুন ॥২৩॥

মহারাজ ! এইরূপ করিলে, পাণ্ডবদের প্রতি এবং আমাদের বংশের সকলের প্রতি আপনার অনুগ্রহ করা হইবে । কেন না, বাঁচিয়া থাকা এবং ক্ষত্রিয়জাতির বৃদ্ধি করা পরম মঙ্গল ॥২৪॥

তাঁর পর, ক্রপদ একজন বড় রাজা, অথচ পূর্বেই আমরা তাঁহার সহিত শক্রতা করিয়াছি ; এখন এইরূপ করিলে, তাঁহাকে আয়ত্ত করা হইবে এবং আত্মপক্ষের উন্নতি করা হইবে ॥২৫॥

যচ্চ সান্নৈব শক্যেত কার্য্যং সাধয়িতুং নৃপ ।।

কো দৈবশপ্তস্তৎ কার্য্যং বিগ্রহেণ সমাচরেৎ ॥২৭॥

শ্রদ্ধা চ জীবতঃ পার্থান্ পৌরজানপদা জনাঃ ।

বলবদদর্শনে হৃষ্টান্তেষাং রাজন্ ! প্রিয়ং কুরু ॥২৮॥

হৃষ্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ।

অধর্ম্মযুক্তা দুশ্রাজ্ঞা বালা মৈষাং মতং কৃধাঃ ॥২৯॥

উক্তমেতৎ পুরা রাজন্ ! ময়া গুণবতস্তব ।

হৃষ্যোধনাপরাধেন প্রাজেয়ং বৈ বিনষ্টক্যতি ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি বিদুরা

গমনরাজ্যলাভে বিদুরবাক্যং নামাষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩০॥ *

ভারতকৌমুদী

বলেতি । দাশার্হা যাদবাঃ । যতো যশ্মিন্, ততস্তশ্মিন্ । সর্কে দাশার্হাঃ ॥২৬॥

যদिति । দৈবশপ্তো দৈবেন নিগৃহীতো জনঃ । সমাচরেৎ সাধয়িতুমুদ্যচ্ছেৎ ॥২৭॥

শ্রদ্ধেতি । পার্থান্ পাণ্ডবান্ । দর্শনে দর্শনাগম্, বলবদত্যন্তম্, হৃষ্টা হর্ষেণো-

কণ্ঠিতাঃ ॥২৮॥

হৃষ্যোধন ইতি । দুশ্রাজ্ঞা দুষ্টবুদ্ধয়ঃ, বালা মুগ্ধাশ্চ । মা কৃধা ন কুরু ॥২৯॥

ভারতভাবদীপঃ

রिति ভাবঃ ॥১৫—২১॥ অগ্রে তৎপিভূতংব পাণ্ডোঃ রাজ্যভাগিহকালে, দায়াভ্যতাং পিতৃ-
ধনভোজনাইতাম্ ॥২২—২৭॥ বলবদত্যন্তম্ ॥২৮—৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৯০॥

আর এক কথা, যত্ববশীয়েরা বলবান্ অথচ সংখ্যায় বহুতর; তাহারা সকলেই কৃষ্ণ যে দিকে থাকিবেন, সেই দিকেই থাকিবে; অতএব কৃষ্ণ যে দিকে থাকিবেন, সেই দিকেই জয় হইবে ॥২৬॥

তার পর, যে কার্য্য শাস্ত্রভাবে সম্পন্ন করা যায়, সেই কার্য্যকে কোন্ দৈবনিগৃহীত লোক যুদ্ধ করিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করে ? ॥২৭॥

এদিকেও, পাণ্ডবগণ জীবিত আছেন, ইহা শুনিয়া পুরবাসী ও দেশবাসী সমস্ত লোকই তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য আনন্দে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে; আপনি তাহাদের সন্তোষের কার্য্য করুন ॥২৮॥

কিন্তু, হৃষ্যোধন, কর্ণ ও শকুনি—, ইহারা অধার্ম্মিক, দুষ্টবুদ্ধি এবং মূর্খ; সুতরাং আপনি ইহাদের মত অনুসারে কার্য্য করিবেন না ॥২৯॥

* ‘...ত্যাধিকশিততম...’, ‘...পঞ্চাধিকশিততম...’, ‘...সপ্তাধিকশিততম...’,

‘...চতুর্বিংশত্যাধিকশিততম...’ ইতি পাঠভেদাঃ।

নবনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবো বিদ্বান্ দ্রোণশ্চ ভগবানৃষিঃ ।
হিতঞ্চ পরমং বাক্যং ত্বঞ্চ সত্যং ব্রবীষি মাম্ ॥১॥
যথৈব পাণ্ডোন্তে বীরাঃ কুন্তীপুত্রো মহারথঃ ।
তথৈব ধর্ম্মতঃ সর্বেষু মম পুত্রো ন সংশয়ঃ ॥২॥
যথৈব মম পুত্রোণামিদং রাজ্যং বিধীয়তে ।
তথৈব পাণ্ডুপুত্রোণামিদং রাজ্যং ন সংশয়ঃ ॥৩॥
কৃত্তরানয় গচ্ছন্তান্ সহ মাত্রা স্তসংকৃতান্ ।
তয়া চ দেবরূপিণ্যা কৃষ্ণয়া সহ ভারত !

ভারতকৌমুদী

উক্তমিতি । পুরা দুর্যোধনজন্মসময় এব । প্রজ্ঞা প্রায়েণ জনঃ ॥ ০॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে অষ্টনবত্যাধিকশততমোঃধ্যায়ঃ ॥০॥

—:—

ভীষ্ম ইতি । ভীষ্মদ্রোণয়োঃধর্ম্মাক্রমং বিদ্বৎস্বেন ঋষিৎস্বেন চাভ্যাহিতত্বমিতি ভাবঃ ॥১॥
যথেন্তি । ধর্ম্মতো জ্ঞায়তঃ । ত এব সর্বে, মম মমাপি । “সর্বেষামেকজাতানামেক-
শ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ । সর্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মহুরব্রবীৎ ॥” ইতি স্বভেরিত্যাশয়ঃ ॥২॥
তেন কিমিত্যাহ—যথেন্তি । তথৈব পাণ্ডুপুত্রোণামিদং রাজ্যং ময়া বিধাতব্যমিতি শেষঃ ॥৩॥

মহারাজ ! আপনি গুণবান্ ; তাই আমি আপনার নিকট পূর্ব্বেই এই কথা
বলিয়াছিলাম যে, দুর্যোধনের অপরাধেই লোক বিনষ্ট হইবে” ॥৩॥

—:—

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—“বিহুর ! শাস্ত্রমুনন্দন জ্ঞানবান্ ভীষ্ম, মহাঅশালী ঋষি
জ্ঞোণাচার্য্য এবং তুমি ষপার্থই আমাকে অত্যন্ত হিতের কথা বলিয়াছ ॥১॥

বীর ও মহারথ যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি যেমন পাণ্ডুর পুত্র, জ্ঞান অমুসারে তাঁহারা
সকলেই আমারও তেমনই পুত্র ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

অতএব এই রাজ্য যেমন আমার পুত্রগণকে দিয়াছি, তেমন পাণ্ডুর পুত্রগণকেও
দিতে হইবে ; তাহাতেও কোন সংশয় নাই ॥৩॥

দিক্য জীবন্তি তে পার্থা দিক্য জীবন্তি সা পৃথা ।

দিক্য দ্রুপদকন্যাঞ্চ লবুবন্তো মহাবথাঃ ॥৫॥

দিক্য বর্জ্যমহে সর্বে দিক্য শাস্তঃ পুরোচনঃ ।

দিক্য মম পরং দুঃখমপনৌতং মহাত্মাতে ! ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো জগাম বিহুরো ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ।

সকাশং যজ্ঞসেনস্য পাণ্ডবানাঞ্চ ভারত ! ॥৭॥

সমুপাদায় রত্নানি বসূনি বিবিধানি চ ।

দ্রৌপদ্যাঃ পাণ্ডবানাঞ্চ যজ্ঞসেনস্য চৈব হ ॥৮॥ (যুগ্মকম্)

তত্র গত্বা স ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

দ্রুপদং ন্যায়তো রাজন্ ! সংযুক্তমুপতস্থিবান্ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

কর্ত্তরিতি । হে কন্তঃ । বিহুর ।। মাত্রা কন্যা । হুসংকৃতান্ অত্যাধৃতান্ ॥৪॥

দিত্যেতি । দিত্যা ভাগ্যেন । পার্থাঃ পাণ্ডবাঃ । পৃথা কন্যা ॥৫॥

দিত্যেতি । শাস্তো নিবৃত্তো মৃত ইত্যর্থঃ । অপনৌতম্, পাণ্ডবানাং বিচ্ছেদজননাম্ ॥৬॥

তত ইতি । শাসনাদদেশাৎ । যজ্ঞসেনস্য দ্রুপদস্য । বসূনি তত্ত্বানি বস্ত্রাদীনি ॥৭—৮॥

তত্রোতি । সংযুক্তঃ বিবাহসম্বন্ধেন সম্বন্ধম্ । উপতস্থিবান্ নমস্কারাদিনা সেবিতবান্ ॥৯॥

সুতরাং বিহুর ! তুমিই যাও, যাইয়া কন্যা ও দেবকীপণী দ্রৌপদীর সহিত
বিশেষ আদর করিয়া পাণ্ডবগণকে লইয়া আইস ॥৪॥

ভাগ্যবশতঃ পাণ্ডবেরা বাঁচিয়া আছে, ভাগ্যবশতঃ কন্যা বাঁচিয়া আছেন এবং
ভাগ্যবশতই পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছে ॥৫॥

আর, ভাগ্যবশতঃ আমরা সকলেই উন্নতি লাভ করিয়াছি, ভাগ্যবশতঃ
পুরোচন যেটা মরিয়া গিয়াছে এবং ভাগ্যবশতই আমার দুঃখ দূরীভূত
হইয়াছে ॥৬॥

তাহার পর, বিহুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ-অনুসারে দ্রৌপদী, পাণ্ডবগণ ও
দ্রুপদপ্রভৃতির জন্ত নানাবিধ ধন ও রত্ন লইয়া দ্রুপদ ও পাণ্ডবগণের নিকটে
গমন করিলেন ॥৭—৮॥

মহারাজ ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ধর্ম্মজ্ঞ বিহুর সেখানে যাইয়া যথানিয়মে
বৈবাহিক দ্রুপদের সংবর্জন করিলেন ॥৯॥

স চাপি প্রতিজ্ঞগ্রাহ ধর্মেন বিহুরং ততঃ ।
 চক্রভূচ্চ যথাক্রমং কুশলপ্রশ্নসংবিদম্ ॥১০॥
 দদর্শ পাণ্ডবাস্তত্ত্ব বাসুদেবঞ্চ ভারত ! ।
 স্নেহাৎ পরিষৃত্য স তান্ পপ্রচ্ছানাময়ং ততঃ ॥১১॥
 তৈশ্চাপ্যমিতবুদ্ধিঃ স পুঞ্জিতো হি যথাক্রমম্ ।
 বচনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য স্নেহযুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥১২॥
 পপ্রচ্ছানাময়ং রাজন্ ! ততস্তান্ পাণ্ডুনন্দনান্ ।
 প্রদদৌ চাপি রত্নানি বিবিধানি বসূনি চ ॥১৩॥
 পাণ্ডবানাঞ্চ কুন্ত্যাশ্চ দ্রৌপদ্যাশ্চ বিশাংপতে ! ।
 দ্রুপদস্য চ পুত্রাণাং যথা দত্তানি কৌরবৈঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)
 প্রোবাচ চামিতমতিঃ প্রজিতং বিনয়ান্বিতং ।
 দ্রুপদং পাণ্ডুপুত্রাণাং সম্মিথৌ কেশবস্য চ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । কুশলপ্রশ্নেন সংবিদং সম্ভাষণম্, দ্রুপদবিহুরৌ পরস্পরমিতি শেষঃ । “স্ত্রী
 সংবিজ্ঞানসম্ভাবাক্রিয়াকারাজিনামহু” ইত্যমরঃ ॥১০॥

দদর্শেতি । স বিহুরঃ । অনাময়মারোগ্যম্ ॥১১॥

তৈরিতি । যথাক্রমং জ্যেষ্ঠাধিক্রমেণ তৈযুঁপিষ্টিরাদিভিঃ পুঞ্জিঃ অভিবাদনাদিনা সম্মানিতঃ ।
 বসূনি ধনানি তত্ত্বভাবস্বাদীনি । যথা যাদৃগ্ যাদৃগ্ নির্দেশেন ॥১২—১৪॥

প্রোবাচেতি । প্রজিতং প্রজয়েণ প্রণয়েনান্বিতম্ । “প্রজয়প্রণয়ো সমৌ” ইত্যমরঃ ॥১৫॥

দ্রুপদও যথানিয়মে বিহুরকে গ্রহণ করিলেন । তাহার পর, দ্রুপদ ও বিহুর
 পরস্পর কুশলপ্রশ্নপ্রভৃতি শিষ্টালাপ করিলেন ॥১০॥

বিহুর সেখানে পাণ্ডবগণকে ও কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন ; তাহার পর, তিনি
 স্নেহবশতঃ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অনাময়প্রশ্ন করিলেন ॥১১॥

তখন যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিও জ্যেষ্ঠাধিক্রমে বিহুরকে অভিবাদন করিলে, বুদ্ধিমান
 বিহুর ধৃতরাষ্ট্রের বচন অনুসারে স্নেহে বার বার পাণ্ডবগণের নিকটে অনাময়-
 প্রশ্ন করিলেন ; তাহার পর তিনি ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির নির্দেশ অনুসারে পাণ্ডবগণকে,
 কুন্তীকে, দ্রৌপদীকে, দ্রুপদকে এবং দ্রুপদের পুত্রগণকে নানাবিধ ধন ও রত্ন
 উপহার দিলেন ॥১২—১৪॥

এবং বুদ্ধিমান বিহুর পাণ্ডবগণের ও কৃষ্ণের সমক্ষে বিনীতভাবে প্রশ্নী দ্রুপদ-
 রাজাকে বলিলেন ॥১৫॥

বিহুৰ উবাচ ।

রাজন্ ! শৃণু সহামাত্যঃ সপুত্রশ্চ বচো মম ।
 ধৃতরাষ্ট্রঃ সপুত্রস্তাং সহামাত্যঃ সবার্হবঃ ॥১৬॥
 অত্রবীৎ কুশলং রাজন্ ! প্রীয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ ।
 প্রীতিমাংস্তে দৃঢ়কাপি সম্বন্ধেন নরাধিপ ! ॥১৭॥ (যুথকম্
 তথা ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবঃ কৌরবৈঃ সহ সর্বশঃ ।
 কুশলং ত্বাং মহাপ্রাজ্ঞঃ সর্বতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥১৮॥
 ভারদ্বাজো মহাপ্রাজ্ঞো দ্রোণঃ প্রিয়সখস্তুব ।
 সমাপ্তেষমুপেত্য ত্বাং কুশলং পদিপৃচ্ছতি ॥১৯॥
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাক্কাল্য ! ত্বয়া সম্বন্ধমৌষিবান্ ।
 কৃতার্থং মন্যতেজ্ঞানং তথা সর্বেহপি কৌরবাঃ ॥২০॥
 ন তথা রাজ্যসম্প্রাপ্তিস্তেমাং প্রীতিকরী মতা ।
 যথা সম্বন্ধকং প্রাপ্য যজ্ঞসেন ! ত্বয়া সহ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

রাজমিতি । “সহসমানয়োঃ সো বা” ইতি বিকল্পাভ্যুত্থাপ সাদেশাভাবঃ । অত্রবী-
 দপৃচ্ছৎ ! স্বত্বাং প্রতি প্রীয়মাণোহপি, তে তব, সর্বেষাং বৈবাহিক্যেন, দৃঢ়মেকাহম,
 প্রীতিমান্ সন্ ॥১৬—১৭॥

তথ্যেতি । সর্বশঃ সর্বৈঃ । সর্বতঃ সর্বেষ্বপ্যব বিষয়েষু ॥১৮॥

ভারদ্বাজ ইতি । সমাপ্তেষং গাঢ়ালিঙ্গনম্, উপেত্য প্রাপ্য কৃত্বতার্থঃ ॥১৯॥

ধৃত্যেতি । ঔষিবান্ প্রাপ্তবান্ সন্ । আত্মানমিত্যাকারলোপ আর্থঃ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ভীষ্ম ইতি ॥১—৮॥ জ্ঞায়তো জ্যোষ্ঠাহুক্রমেণ । সংযুক্তম্ আলিঙ্গনমম্বারাদিনা মিলিত

বিহুৰ বলিলেন—“মহারাজ ! আপনি পুত্রগণ ও মস্ত্রীগণের সহিত আমার
 কথা শ্রবণ করুন । আপনার প্রতি চিরদিনই সম্বদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার
 সহিত এই সম্বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া পুত্রগণ, মস্ত্রীগণ ও বন্ধুগণের
 সহিত একত্র থাকিয়া বার বার আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ॥১৬—১৭॥

এবং মহাপ্রাজ্ঞ শাস্ত্রমুন্দন ভীষ্ম সমস্ত কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া
 সমস্ত বিষয়েই আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥১৮॥

আর, আপনার প্রিয় সখা মহাপ্রাজ্ঞ ভারদ্বাজনন্দন দ্রোণ আপনাকে গাঢ়
 আলিঙ্গন করিয়া মঙ্গলপ্রশ্ন করিতেছেন ॥১৯॥

মহারাজ ! ধৃতরাষ্ট্র এবং কুরুবংশীয়েরা সকলে আপনার সহিত এই সম্বন্ধ
 লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন ॥২০॥ .

এতদ্বিদিহা তু ভবান্ প্রস্থাপয়তু পাণ্ডবান্ ।
 দ্রষ্টুং হি পাণ্ডুপুত্রাংস্ত্ব ত্বরন্তি কুরবো ভৃশম্ ॥২২॥
 বিপ্রোষিতা দীর্ঘকালমেতে চাপি নরর্ষভাঃ ।
 উৎস্রুকা নগরং দ্রষ্টুং ভবিষ্যন্তি তথা পৃথা ॥২৩॥
 কৃষ্ণামপি চ পাঞ্চালীং সৰ্ব্বাঃ কুরুবরজিয়ঃ ।
 দ্রষ্টুকামাঃ প্রতীক্সন্তে পুরঞ্চ বিষয়াশ্চ নঃ ॥২৪॥
 স ভবান্ পাণ্ডুপুত্রাণামাজ্ঞাপয়তু মা চিরম্ ।
 গমনং সহদারাণামেতদত্র মতং মম ॥২৫॥
 নিশ্চক্ষেষু ত্বয়া রাজন্ ! পাণ্ডবেষু মহাত্মনু ।
 ততোহহং প্রেময়িষ্যামি ধৃতরাষ্ট্রস্য শীত্ৰগান্ ।
 আগমিষ্যন্তি কোন্তেয়াঃ কুন্তী চ সহ কৃষ্ণয়া ॥২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়্যাসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরা-
 গমনরাজ্যলাভে বিদুরক্রপদসংবাদে নবনবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥*

ভারতকৌমুদী

নেতি । সম্বন্ধকং বৈবাহিকসম্বন্ধম্ । 'আদ্য'র প্রস্তাভাঃ ॥২১॥

এতদ্বিতি । প্রস্থাপয়তু প্রেরয়তু । 'হি' যস্মাৎ । কুরবঃ কুরুবংশীয়াঃ ॥২২॥

বিপ্রোষিতা ইতি । বিপ্রোষিতা বিদেশমাগতাঃ । ভবিষ্যন্তি ভবেষুরিতি সম্ভাবনা ॥২৩॥

কৃষ্ণামিতি । পুরং পুরবাসী জনঃ, বিষয়া দেশা দেশবাসিনো জনাশ্চেত্যর্থঃ ॥২৪॥

স ইতি । সহদারাণাং সজ্ঞীকাণাং জ্যৌপস্তা সহিতানামেবেত্যর্থঃ ॥২৫॥

একটা রাজ্যলাভও তাঁহাদের সেরূপ আনন্দ জন্মাইতে পারে না, আপনার
 সহিত এই সম্বন্ধলাভ তাঁহাদের যেরূপ আনন্দ জন্মাইয়াছে ॥২১॥

আপনি ইহা বুঝিয়া পাণ্ডবগণকে হস্তিনায় পাঠাইয়া দিন । কারণ, কুরু-
 বংশীয়েয়া পাণ্ডবগণকে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন ॥২২॥

আর, ইহারও দীর্ঘকাল বিদেশে আসিয়াছেন ; সুতরাং ইহার এবং কুন্তীদেবী
 হস্তিনানগর দেখিবার জন্ত নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন ॥২৩॥

এবং কুরুকামিনীরা, আমাদের পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা—সকলেই
 দেখিবার ইচ্ছায় জ্যৌপদীর প্রতীক্ষা করিতেছেন ॥২৪॥

অতএব আপনি বিলম্ব করিবেন না, সম্বন্ধই জ্যৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে
 যাইবার জন্ত আদেশ করুন ; ইহাই আমার মত ॥২৫॥

* '...চতুর্ধিকদ্বিশততম...', '...ষড়ধিকদ্বিশততম...', '...অষ্টাধিকদ্বিশততম...

পঞ্চবিংশত্যাধিকদ্বিশততম...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

দ্বিশততমোহিধ্যায়ঃ ।

—:—

ক্রপদ উবাচ ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ ! যথাস্থ বিহুৱাণ্ড মাম্ ।

মমাপি পরমো হর্ষঃ সম্বন্ধেহস্মিন্ কৃতে প্রভো ! ১১॥

গমনঞ্চাপি যুক্তং শ্রাদ্‌দৃঢ়মেঘাং মহাস্থানাম্ ।

ন তু তাবশ্যয়া যুক্তমেতদ্বক্তুং স্বয়ং গিৱা ১২॥

যদা তু মনুতে বীরঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

ভীমসেনার্জ্জুনৌ চৈব যমৌ চ পুরুষর্ষভৌ ১৩॥

ভারতকৌমুদী

ভূত ইতি । ধৃতরাষ্ট্র সমাপাদিত্তি শেষঃ, শীঘ্রগান্ এতান্ । ঘটপদমিদং পঞ্চম্ ১২৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্ববাগীশভট্টাচার্য্যাবিৱৰ্চিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বাণি বিহুৱাগমনরাজ্যলাভে নবনবতাদিকশততমোহিধ্যায়ঃ ১০ ॥

—:—

এবমিতি । আশ্ব ব্রবীষীত্যতীতগামীণ্যে বৰ্ত্তমানান্ । সম্বন্ধে বৈবাতিকসম্পর্কে ১১॥

গমনমিতি । দৃঢ়ং ধ্রুবম্ । ন যুক্তম্, এণ্ড নিরাগাবগমাদিত্তি ভাবঃ ১২॥

ভারতভাবদীপঃ

১০—১১॥ মন্ততেত্য়ানং আস্থানমিতি ক্ষেদঃ ১২০—১২৫॥ নিম্নেইষ্ম অমুক্তান্তেষু ১২৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বাণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবনবতাদিকশততমোহিধ্যায়ঃ ১১১১॥

মহারাজ ! আপনি মহাত্মা পাণ্ডবগণকে পাঠাইয়া দিলে, তা'র পর, আমিই
আবার ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে সম্বর ইহাদিগকে পাঠাইয়া দিব ; ইহার্য্যও কুন্তী ও
জৌপদীয় সহিত পুনরায় এখানে আসিবেন” ১২৬॥

—:—

ক্রপদরাজ ! বলিলেন—“বিহুৱ ! আপনি এখন আমাকে বাহা বলিলেন,
তাহা সত্য বটে ; আমারও এই সম্বন্ধ করিতে পারায় গুরুতর আনন্দ জন্মি-
য়াছে ১১॥

ইহাদেরও হস্তিনায় যাওয়া অত্যন্ত সঙ্গত ; কিন্তু একথা আমার নিজেরই
বলা উচিত নহে ১২॥

ভবে যুধিষ্ঠির, ভীম, অৰ্জ্জুন, নকুল ও সহদেব—ইহার্য্য যদি হস্তিনায় যাওয়া

রামকৃষ্ণে চ ধর্মজ্ঞো তদা গচ্ছন্তু পাণ্ডবাঃ ।

এতো হি পুরুষব্যাক্ষ্যবেবাং প্রিয়হিতে রতো ॥৪॥ (যুগ্মকম্)

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পরবন্তো বয়ং রাজন্ ! ত্বয়ি সর্বৈ সহানুগাঃ ।

যথা বক্ষ্যসি নঃ শ্রীত্যা তৎ করিষ্যামহে বয়ম্ ॥৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহত্রবাহাদেবো গমনং রোচতে মম ।

যথা বা মন্যতে রাজা ক্রপদঃ সর্বধর্মবিৎ ॥৬॥

ক্রপদ উবাচ ।

যথৈব মন্যতে বীরো দাশাহঃ পুরুষোত্তমঃ ।

প্রাপ্তকালং মহাবাহুঃ সা বুদ্ধির্নিশ্চিতা মম ॥৭॥

যথৈব হি মহাভাগাঃ কৌন্তেয়া মম সাম্প্রতম্ ।

তথৈব বাহুদেবস্ত পাণ্ডুপুত্রো ন সংশয়ঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

যদেতি । যদা যদি । যমৌ নকুলসহদেবৌ । হি যস্মাৎ, এতো রামকৃষ্ণে ॥৩—৪॥

পরেতি । পরবন্তঃ অধীনাঃ । সহানুগাঃ সাহুচরাঃ । নঃ অস্মান্ ॥৫॥

তত ইতি । সর্বধর্মবিদিত্যানেন নীতিজ্ঞত্বং সূচিতম্ ॥৬॥

যথেতি । দাশাহঃ কৃষ্ণঃ । প্রাপ্তকালম্ উপস্থিতসময়োপযোগি ॥৭॥

নহু কৃষ্ণঃ প্রতীদৃশবিশ্বাসে কো হেতুরিত্যাহ—যথেতি । যথা প্রিয়াঃ, নাতিচিরবৃত্তজামা-
ত্বসম্বন্ধাদিতি ভাবঃ । সাম্প্রতমিত্যানেন বাহুদেবস্ত চিরপ্রিয়ত্বং সূচিতম্, পিতৃষশ্ৰেয়ত্বাৎ ॥৮॥

সঙ্গত মনে করেন এবং রাম ও কৃষ্ণ যদি তাহা অনুমোদন করেন, তাহা হইলে
পাণ্ডবগণ যাইতে পারেন । কারণ, পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ও কৃষ্ণ, পাণ্ডবগণের প্রিয় ও
হিতকার্য্যে নিরত আছেন” ॥৩—৪॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—“মহারাজ ! অনুচরবর্গের সহিত আমরা সকলেই
আপনার অধীন ; সুতরাং আপনি শ্রীতিসহকারে আমাদেরগকে যাহা বলিবেন,
আমরা তাহাই করিব” ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণ কহিলেন—“পাণ্ডবগণের হস্তিনায়
যাওয়াই আমার অভিপ্রেত । এখন সর্বধর্মজ্ঞ ক্রপদরাজা যাহা মনে
করেন” ॥৬॥

ক্রপদরাজা বলিলেন—“পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যাহা সময়োপযোগী মনে করেন,
আমরাও তাহাই মত” ॥৭॥

ন তদ্যায়তি কৌন্তেয়ঃ পাণ্ডুপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

যথৈবাং পুরুষব্যাত্রঃ শ্রেয়ো ধ্যায়তি কেশবঃ ॥২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে সমনুজ্জাতা ক্রপদেন মহাজ্ঞনা ।

পাণ্ডবাস্চৈব কৃষ্ণাশ্চ বিদুরশ্চ মহীপতে ! ॥১০॥

আদায় দ্রৌপদীং কৃষ্ণাং কুন্তীকৈব যশস্বিনীম্ ।

সবিহারং স্তব্ধং জগ্মুর্নগরং নাগসাহস্রম্ ॥১১॥ (যুগ্মকম্)

শ্রদ্ধা চাপ্যাগতান্ বীরান্ ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ ।

প্রতিগ্রহায় পাণ্ডুনাং প্রেষয়ামাস কৌরবান্ ॥১২॥

বিকর্ণঞ্চ মহেশ্বাসং চিত্রসেনঞ্চ ভারত ! ।

দ্রোণঞ্চ পরমেষ্ঠাসং গৌতমং কৃপমেব চ ॥১৩॥ (যুগ্মকম্)

তৈস্তে পরিব্রতা বীরাঃ শোভমানা মহাবলাঃ ।

নগরং হাস্তিনপুরং শনৈঃ প্রবিবিশুস্তদা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । তং তাদৃশং শ্রেয়ঃ । এষাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্ ॥২॥

ভূত ইতি । তে পাণ্ডবা ইতি সঘৃণঃ । সবিহারং সবিলাসম্ ॥১০—১১॥

শ্রদ্ধেতি : প্রতিগ্রহায় আদারণানয়নায় । গৌতমমিতি কৃপবিশেষণমেব ॥১২—১৩॥

ভৈরবিত্তি । তৈবিকর্ণাদিভিঃ, তে পাণ্ডবাঃ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—১০॥ সবিহারং সলীলম্ ॥১১॥ প্রতিগ্রহায় প্রত্যাগমনায় ॥১২—১৪॥

কারণ, বর্তমান সময়ে পাণ্ডবগণ আমার যেমন স্নেহের পাত্র হইয়াছেন, কৃষ্ণের তেমন স্নেহের পাত্র চিরদিনই আছেন ॥৮॥

সুতরাং কৃষ্ণ ইহাদের যেরূপ মঙ্গল চিন্তা করেন, স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও সেরূপ নিজেদের মঙ্গল চিন্তা করেন না” ॥৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ক্রপদ রাজার অনুমতিক্রমে পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ এবং বিদুর—ইহারা দ্রৌপদী ও কুন্তীকে লইয়া বিলাস ও আনন্দের সহিত হস্তিনারাজধানীতে গমন করিলেন ॥১০—১১॥

যুতরাষ্ট্রও, পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিতে পাইয়া তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য বিকর্ণ, চিত্রসেন, দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যকে পাঠাইয়া দিলেন ॥১২—১৩॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ চিত্রসেনপ্রভৃতি দ্বারা পরিবেষ্টিত ও শোভিত হইয়া ধীরে ধীরে হস্তিনানগরে প্রবেশ করিলেন ॥১৪॥

পাণ্ডবানাগতান্ শ্রদ্ধা নাগরাস্তু কুতূহলাৎ ।
 মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে তত্র নগরং নাগসাহস্রম্ ॥১৫॥
 মুক্তপুষ্পাবকৌর্নস্তু জলসিক্তস্তু সর্বতঃ ।
 ধূপিতং দিব্যধূপেন মঙ্গলৈশ্চাভিসংবৃতম্ ॥১৬॥
 পতাকোচ্ছিতমাল্যঞ্চ পুরমপ্রতিমং বভৌ ।
 ণম্বভেরীনির্নাদৈশ্চ নানাবাদিত্র নস্বনৈঃ ॥১৭॥ (যুগ্মকম্)
 কোতূহলেন নগরং দীপ্যমানমিবাভবৎ ।
 যত্র তে পুরুষব্যাত্রাঃ শোকহুঃখবিনাশনাঃ ॥১৮॥
 তত উচ্চাবচা বাচঃ পৌরৈঃ প্রিয়চিকীর্ষুভিঃ ।
 উদৌরিতা অশৃৎস্তু পাণ্ডবা হৃদয়ঙ্গমাঃ ॥১৯॥
 অয়ং স পুরুষব্যাত্রাঃ পুনরায়্যতি ধন্যবিৎ ।
 যো নঃ স্থানিব দায়াদান্ ধর্মেণ পারিরক্ষতি ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

পাণ্ডবানিতি । নাগরা নগরবাসিনো জনাঃ । মণ্ডয়াঞ্চক্রিরে অলঙ্কারঃ ॥১৫॥
 মুক্তেতি । মুক্তৈর্নিক্টিপ্তৈঃ পুষ্পৈঃ অবকাণ্ডং ব্যাপ্তম্ । মঙ্গলৈঃ পূর্ণঘটাদিভিঃ । পতাকাং
 উচ্ছিতানি উত্তোল্য লঘিতানি মাল্যানি যত্র তৎ ॥১৬—১৭॥
 কোতূহলেনেতি । দীপ্যমানং শোভমানম্ । শোকহুঃখবিনাশনা আসন্নিত্তি শেষঃ ॥১৮॥
 তত ইতি । উচ্চাবচা নানাপ্রকারাঃ । হৃদয়ঙ্গমা মনোহরাঃ ॥১৯॥
 অয়মিতি । অয়ং যুধিষ্ঠিরঃ । আয়াতীত্যাতীতসামীপো বর্তমানো । দায়াদান্ পুজান্ ॥২০॥
 পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন শুনিয়া নগরবাসী লোকেরা কোতুকবশতঃ তখনই
 নগরটিকে সুসজ্জিত করিল ॥১৫॥
 নানাস্থানে ফুল ছড়াইয়া দিল, জলসেক করিল, সুগন্ধি ধূপে সুবাসিত করিয়া
 পূর্ণকুম্ভপ্রভৃতি মঙ্গলিক বস্তু সাজাইয়া রাখিল এবং পতাকা তুলিয়া তাহাতে মালা
 ফুলাইয়া দিল; আর শঙ্খ ও ভেরীপ্রভৃতি নানা বাত্মধ্বনি হইতে থাকিল;
 তাহাতে সেই অতুলনীয় নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥১৬—১৭॥
 তখন লোকেদের শোক ও হুঃখনিবারক পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ আসিয়াছেন বলিয়া
 নগরটী যেন কোতুকবশতঃ শোভা পাইতে থাকিল ॥১৮॥
 তাহার পর, পুরবাসীরা পাণ্ডবগণের সম্ভাষণ জন্মাইবার জন্য নানাবিধ
 মনোহর কথা বলিতে থাকিল; তাহা তাঁহারা শুনিতে লাগিলেন ॥১৯॥

অথ পাণ্ডুর্হারাভো বনাদিব জনপ্রিয়ঃ ।
 আগতঃ প্রিয়মস্মাকং চিকীৰ্ঘূর্নাত্র সংশয়ঃ ॥২১॥
 কিম্মূ নাথ কৃতং তাত ! সৰ্ব্বেষাং নঃ পরং প্রিয়ম্ ।
 যমঃ কুন্তীস্বতা বীরা নগরং পুনরাগতাঃ ॥২২॥
 যদি দত্তং যদি হৃতং বিগৃহ্যে যদি নস্তপঃ ।
 তেন তিষ্ঠন্ত নগরে পাণ্ডবাঃ শরদাং শতম্ ॥২৩॥
 ততস্তে ধৃতরাষ্ট্রস্য ভীষ্মস্য চ মহাত্মনঃ ।
 অন্বেষাঞ্চ তদর্হাণাং চক্রুঃ পাদাভিবন্দনম্ ॥২৪॥
 কৃহ্মা তু কুশলপ্রশ্নং সৰ্ব্বেণ নগরেণ চ ।
 অবিশস্তাথ বেশ্মানি ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

অজ্ঞেতি । পাণ্ডুরাগত ইব, তবলানন্দলাভাদিতি ভাবঃ ॥২১॥

কিম্মূতি । কৃতং কুন্তীস্বতেরিতি শেষঃ । নঃ অস্মাকম্, পরম্ অত্যন্তম্ ॥২২॥

যদেতি । তেন অস্মাকং দানাদিজনিতপুণেন । শরদাং বৎসরাণাম্ ॥২৩॥

তত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ । তদর্হাণাং পাদাভিবন্দনযোগানাম্ ॥২৪॥

কৃহ্মেতি । নগরেণ নগরবাসিনা জনৈঃ সত্, কুশলপ্রশ্নং কৃহ্মা কৃতপরস্পরকুশলপ্রশ্নাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ । বেশ্মানি স্ববাসযোগাগৃহাণি । শাসনাদদেশাৎ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

কৌতূহলেন দর্শনৈচ্ছয়া ॥১—২॥ কিং হু নঃ প্রিয়ং ন কৃতমপি তু সৰ্ব্বং কৃতমেব, “কিং তু” ইতি পাঠে, তুংকো বাক্যলক্ষ্যঃ পুনঃলক্ষ্যঃ, কিং পুনর্ন কৃতম্ অপি তু সৰ্ব্বং কৃত

‘এই সেই পুরুষগ্রেষ্ঠ দম্ভজ যুদ্ধিষ্ঠির পুনরায় আসিয়াছেন, যিনি ধর্ম্ম অমুসারে আমাদেরকে আপন পুত্রের স্থায় পালন করিবেন’ ॥২০॥

আজ লোকপ্রিয় মহারাজ পাণ্ডুই যেন আমাদের প্রীতি সম্পাদন করিবার ইচ্ছায় বন হইতে আগমন করিয়াছেন ॥২১॥

ইহারা আজ আমাদের কোন্ প্রীতিকর কাৰ্য্য না করিলেন ? যেহেতু, ইহারা পুনরায় আমাদের এই নগরে আসিয়াছেন ॥২২॥

আমরা যদি দান করিয়া থাকি, বা হোম করিয়া থাকি, কিংবা আমাদের তপস্তা থাকে, তবে সেই পুণ্যে পাণ্ডবেরা শত বৎসর এই নগরে বাস করুন’ ॥২৩॥

তাহার পর, পাণ্ডবগণ ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের এবং অশ্বাত্থ পুঞ্জনীয় ব্যক্তিদের চরণে নমস্কার করিলেন ॥২৪॥

দুৰ্য্যোধনস্ত মহিষী কাশিরাজনৃত্য তদা ।
 ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাণাং বধুভিঃ সহিতা তদা ॥২৬॥
 পাঞ্চালীঃ প্রতিজগ্রাহ সাধ্বীঃ শ্রিয়মিবাপরাম্ ।
 পূজয়ামাস পূজার্বাহা শচীদেবৌমিবাগতাম্ ॥২৭॥ (যুগ্মকম্)
 ববন্দে তত্র গাঙ্কারীঃ কৃষ্ণয়া সহ মাধবী ।
 আশিষশ্চ প্রযুক্তা তু পাঞ্চালীঃ পরিষষজে ॥২৮॥
 পরিষষজৈব গাঙ্কারী কৃষ্ণাং কমললোচনাম্ ।
 পুত্রাণাং মম পাঞ্চালী মৃত্যুরেবেত্যমমৃত ॥২৯॥
 সন্ধিস্ত্য বিছুরং প্রাহ যুক্তিতঃ স্তবলাঙ্গজা ।
 কুন্তীং রাজনৃত্যং কৃত্ত্বাঃ ! সবধুং সপরিচ্ছদাম্ ॥৩০॥
 পাণ্ডোনিবেশনং শীঘ্রং নীয়তাং যদি যোচতে ।
 করণেন মুহূর্ত্তেন নক্ষত্রৈশ্চ শুভে তিথৌ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

দুৰ্য্যোধনশ্চেতি । পুত্রাণাং দুঃশাসনাঙ্গীনাং । প্রতিজগ্রাহ আদৃত্য নিনায় ॥২৬—২৭॥
 ববন্দ ইতি । কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা সহ মাধবী কুন্তী । পরিষষজে গাঙ্কারীতি শেষঃ ॥২৮॥
 পরীতি । অমমৃত আশঙ্কত, মনোবৃত্তিবৈচিত্র্যাদিতাশয়ঃ ॥২৯॥
 সন্ধিস্ত্যেতি । যুক্তিতো যুক্তিঃ শ্রায়মমৃশ্যতা । কৃত্ত্বাঃ ! হে বিছুর ! সবধুং দ্রৌপদ্যা
 সহিতাম্, সপরিচ্ছদাং সোপকরণাম্, কুন্তীমাদায়েতি শেষঃ । করণেন ববান্তুর্গতান্তমনে,
 মুহূর্ত্তেন লয়েন, নক্ষত্রৈশ্চ তত্তদ্ব্যয়োগেনেত্যর্থঃ শুভে শুভজনকে তিথৌ ॥৩০—৩১॥

তৎপরে, তাহার। নগরবাসী সকল লোকের সহিতই পরস্পর কুশলপ্রশ্ন
 করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে গৃহে প্রবেশ করিলেন ॥২৫॥

তখন দুৰ্য্যোধনের মহিষী কাশিরাজনৃত্য ধৃতরাষ্ট্রের অস্ত্র পুত্রবধুগণের সহিত
 মিলিত হইয়া, দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর শ্রায় দ্রৌপদীকে আদরের সহিত গ্রহণ করি-
 লেন এবং আগতা শচীদেবীর শ্রায় মাননীয়া দ্রৌপদীর সম্মান করিলেন ॥২৬—২৭॥

সেই সময়ে কুন্তীদেবী দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া গাঙ্কারীকে নমস্কার
 করিলেন ; গাঙ্কারীও আশীর্ব্বাদ করিয়া দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিলেন ॥২৮॥

কিন্তু গাঙ্কারী দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করিয়াই এইরূপ মনে করিলেন যে,
 এই দ্রৌপদীই আমার পুত্রগণের মৃত্যুর কারণ হইবেন ॥২৯॥

তাহার পর, তিনি চিন্তা করিয়া শ্রায় অনুসরণপূর্ব্বক বিছুরকে কহিলেন—
 “বিছুর ! আপনার যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে করণ, লগ্ন ও নক্ষত্রের বোগ-

যথা স্থাং তথা কুন্তী রংস্থতে স্বগৃহে স্থতৈঃ ।
 তথৈত্যেব তদা কুন্তা কারয়ামাস ততথা ॥৩২॥
 পূজয়ামাহুৱত্যর্থং বান্ধবাঃ পাণ্ডবাংস্তদা ।
 নাগরাঃ শ্ৰেণিমুখ্যাশ্চ পূজয়ন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ॥৩৩॥
 ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো বাহ্লীকঃ সমুত্তমদা ।
 শাসনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য অকুর্ষ্মন্তিধিক্রিয়াম্ ॥৩৪॥
 এবং বিহরতাং তেষাং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
 নেতা সৰ্বস্য কার্যস্য বিদুরো রাজশাসনাৎ ॥৩৫॥
 বিশ্রান্তান্তে মহাত্মানঃ কক্ষিং কালং মহাবলাঃ ।
 আহুতা ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা শাস্তনবেন চ ॥৩৬॥

ভারতকৌমুদী

যথৈতি রংস্থতে অবস্থান্ততে । তথা হুতুংকুৰ্ব । কুন্তা বিদুরঃ ॥৩২॥
 পূজয়ামাহুৱতি শ্ৰেণিমুখ্যাঃ স্ববৰ্গপ্রধানাঃ, পূজয়ন্তি স্ম আদৃতবন্তঃ ॥৩৩॥
 ভীষ্ম ইতি । শাসনাদাদেশাৎ । অতিধিক্রিয়াম্ অতিধিব্যয়োজনাদিবাপারম্ ॥৩৪॥
 এবমিতি । নেতা পরিচালক আসীৎ । রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাদাদেশাৎ ॥৩৫॥
 বিশ্রান্তা ইতি । কক্ষিং কালং বিশ্রান্তাঃ, তে পাণ্ডবাঃ । শাস্তনবেন ভীষ্মেণ ॥৩৬॥

বশতঃ শুভজনক তিথিতে সমস্ত উপকরণ (আসবাব) ও দ্রৌপদীর সহিত কুন্তীকে নিয়া সহর আপনি পাণ্ডুর গৃহে সংস্থাপিত করুন ॥৩০—৩১॥

সেই আপন গৃহে যাহাতে সুখ হয়, তেমন ভাবে কুন্তী পুত্রগণের সহিত অবস্থান করিবেন" । 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া বিদুর তাহাই করিলেন ॥৩২॥

তখন বন্ধুগণ, পুরবাসিগণ এবং দলের প্রধান প্রধান লোকেরা পাণ্ডবগণের বিশেষ সম্মান করিতে লাগিল ॥৩৩॥

এবং ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও পুত্রগণের সহিত বাহ্লীক—ইহার পাণ্ডবগণের শয়ন-ভোজন প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে থাকিলেন ॥৩৪॥

এইভাবে পাণ্ডবগণ অবস্থান করিতে লাগিলেন ; তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে বিদুর তাহাদের সমস্ত কার্যেরই নেতা হইলেন ॥৩৫॥

এইভাবে পাণ্ডবগণ কিছু কাল অবস্থান করিলে, একদিন ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন ॥৩৬॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয় ! নিবোধ গদতো মম ।

পুনর্নো বিগ্রহো মাভূং খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ ॥৩৭॥

ন চ বো বসতস্তত্র কশ্চিচ্ছত্রঃ প্রবাধিতুম্ ।

সংরক্ষ্যমাণান্ পার্থেন ত্রিদশানিব বজ্রিণা ॥৩৮॥

অর্জুং রাজ্যস্য সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রতিগৃহ্য তু তদ্বাক্যং নৃপং সর্বৈ প্রণম্য চ ॥৩৯॥

প্রতস্থিরে ততো ঘোরং বনং তন্মনুজর্ষভাঃ ।

অর্জুং রাজ্যস্য সম্প্রাপ্য খাণ্ডবপ্রস্থমাবিশন্ ॥৪০॥ (যুগ্মকম্)

ততস্তে পাণ্ডবাস্তত্র গত্বা কৃষ্ণপুরোগমাঃ ।

মণ্ড্যাক্রিরে তদৈ পুরং স্বর্গবদচ্যুতাঃ ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

ভ্রাতৃভিরিতি । হে কৌন্তেয় ! যুধিষ্ঠির ! । নঃ অম্বাকম্, বিগ্রহঃ কলহঃ ॥৩৭॥

নেতি । বো যুমান্ । তত্র খাণ্ডবপ্রস্থে । পার্থেন অর্জুনেন । বজ্রিণা ইজ্জেন ॥৩৮॥

নমিদমপি কিং পূর্ববদেবাম্বাকং খাণ্ডবপ্রস্থে নির্কাসনম্, উত বা রাজ্যবিভাগেন প্রস্থাপন-
মিত্যাহ—অর্জুমিতি । প্রতিগৃহ্য স্বীকৃত্য । ঘোরং বনং পথি স্থিতম্ ॥৩৯—৪০॥

ভারতভাবদীপঃ

মেবেতি পূর্ববদেবার্থঃ ॥২২—২৪॥ নগরেণ সহ কুশলপ্রদং কৃত্য নগরেণাপি কৃতকুশলপ্রদাঃ
॥২৫—৩৭॥ পার্থেন অর্জুনেন ॥৩৮—৩৯॥ ঘোরং বনমিতি ভূমেরর্জুং শস্ত্রশূন্তো দেশঃ

পরে ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—“যুধিষ্ঠির । তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আমার কথা
শোন । আমাদের মধ্যে আবার বিবাদ না হয়, এই জন্ত তোমরা যাইয়া
ইন্দ্রপ্রস্থে বাস কর ॥৩৭॥

তোমরা সেখানে যাইয়া বাস করিতে থাকিলে, দেবরাজ যেমন দেবগণকে
রক্ষা করেন, তেমন অর্জুন তোমাদিগকে রক্ষা করিবে ; সুতরাং কেহই উৎ-
পীড়ন করিতে পারিবে না ॥৩৮॥

তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভ করিয়াই ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া প্রবেশ কর” ।
বৈশম্পায়ন বলিলেন—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেই কথা স্বীকার
করিয়া এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, ভয়ঙ্কর বনপথ দিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান
করিলেন এবং অর্জু রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াই তথায় যাইয়া প্রবেশ করি-
লেন ॥৩৯—৪০॥

ততঃ পুণ্যে শুভে দেশে শান্তিং কৃত্বা মহারথাঃ ।

নগরং মাণয়ামাহুর্দৈবপায়নপুরোগমাঃ ॥৪২॥

সাগরপ্রতিক্রুপাভিঃ পরিখাভিরলঙ্কৃতম্ ।

প্রাকারেণ চ সম্পন্নং দিবমাবৃত্য তিষ্ঠতা ॥৪৩॥

পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেন হিমরশ্মিনিভেন চ ।

শুশুভে তৎ পুরশ্ৰেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৪৪॥ (যুগ্মকম্)

দ্বিপক্ষগুরুড়প্রাথ্যেদ্বারৈঃ সৌধৈশ্চ শোভিতম্ ।

গুপ্তমভ্রচয়প্রাথ্যেগোপুর্নৈর্মন্দরোপমৈঃ ॥৪৫॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অচ্যুতা ধর্মাদম্বলিতাঃ ॥৪১॥

তত ইতি । মাণয়ামাহুঃ সৌমানির্দেশার্থম্ । দৈবপায়নপুরোগমা বাসমগেমসীকৃতা ॥৪২॥

সাগরেতি । দিবমাকাশম্, আবৃত্য বাপ্য । পাণ্ডুরাভ্রপ্রকাশেন শুভমঙ্গলদর্শন, হিমরশ্মিনিভেন চক্ৰতুলাভ্রবর্ণেন প্রাকারেণেতি সঙ্গতঃ । ভোগবতী নদী, তদ্বৎস্থিতং পাতাল-মিতার্থঃ ॥৪৩—৪৪॥

দ্বিপাক্ষতি । দ্বিপক্ষগুরুড়প্রাথ্যৈঃ প্রসারিতপক্ষদ্বয়গুরুড়তুলাৈঃ, দ্বারৈর্দ্বারদ্বকপাটৈঃ । অভ্রচয়প্রাথ্যৈর্বিশালাকাশদর্শনৈঃ, গোপুর্নৈর্দ্বারৈস্তদবকার্শৈরিতার্থঃ । গুপ্তম্ বক্ষিতম্ ॥৪৫॥

ভারতভাবদীপঃ

পাণ্ডুরেভ্যো দত্ত ইতি জ্ঞায়তে ॥৪০॥ তদৈব তদ্ব্যবস্থা বনং সং স্বর্ণবৎ মণ্ডয়াক্ষরিকৈঃ ॥৪১॥

তদেবাহ—নগরং মাণয়ামাহুরিত্যাদিনা ॥৪২—৪৩॥ ভোগবতীমিবৈতি প্রথমার্থে দ্বিতীয়া ।

তদনন্তর, ধার্মিক পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত সেখানে গাইয়া স্বর্গপুরীর জ্ঞায় সেই পুরীটিকে অলঙ্কৃত করিলেন ॥৪১॥

তাহার পর, তাহার পবিত্র ও মঙ্গলজনক স্থানে অশ্রায়ন করিয়া, বেদ-ব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া, সেই নগরটিকে মাপিলেন ॥৪২॥

তৎপরে, তাহার সমুজ্জের জ্ঞায় বিশাল পরিখা দ্বারা এবং জলশৃঙ্গা যেন ও চক্ৰের তুলা শুভ্রবর্ণ অত্যাচ্চ প্রাচীর দ্বারা সেই নগরটিকে অলঙ্কৃত করিলেন ; তখন বিশাল সর্পগণ ও ভোগবতী নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত পাতালপুরের জ্ঞায় সেই নগরটী শোভা পাইতে লাগিল ॥৪৩—৪৪॥

সে নগরটী বহুসংখ্যক অট্টালিকা দ্বারা শোভিত হইল এবং মন্দরপর্বতের জ্ঞায় বিশাল দ্বার, আর গুরুড়ের পক্ষদ্বয়ের জ্ঞায় বিশাল কপাট দ্বারা বক্ষিত হইল ॥৪৫॥

বিবিধৈরভিনির্বন্ধেঃ শস্ত্রোপেতৈঃ স্তম্ভৈঃ ।
 শক্তিভিশ্চারুতং তদ্ধি বিজিহ্নৈরিব পন্নগৈঃ ॥৪৬॥
 তন্নৈশ্চাভ্যাসিকৈর্যুক্তং শুশুভে যোধরক্ষিতম্ ।
 তীক্ষ্ণাক্ষশতশ্লোভির্যজ্ঞজালৈশ্চ শোভিতম্ ॥৪৭॥
 আয়সৈশ্চ মহাচক্রেঃ শুশুভে তৎ পুরোত্তমম্ ।
 সুবিভক্তমহারথ্যং দেবতাবাধবর্জিতম্ ॥৪৮॥
 বিরোচমানং বিবিধৈঃ পাণ্ডুরৈর্ভবনোত্তমৈঃ ।
 তজ্জিপিষ্ঠপসন্ধাশমিদ্রপ্রস্থং ব্যরোচত ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

বিবিধৈরিতি । অভিনির্বন্ধাস্তে যথাস্থানমালম্ব্যস্তে বর্ষকানুকাণীনি যেষু তৈর্গৃহৈরিভার্থঃ ।
 শস্ত্রানামপি বিভক্তমুখত্বাৎ সামান্যকীৰ্ত্ত্যং বিজিহ্নৈরিতি পন্নগবিশেষণম্ । তৎ পূরম্ ॥৪৬॥
 তন্নৈরিতি । তন্নৈরট্টালিকাভিঃ, “তন্নঃ শয্যাট্টলারেষু” ইত্যমরঃ, অভ্যাসেন অট্টা-
 লিকাদিনিষ্কাশাগমুশীলনেন সংস্ফটোত্তম্যুক্তম্, যোদ্ধৈঃযোদ্ধাভিঃ রক্ষিতম্, তীক্ষ্ণাক্ষশাশ্চ শতশ্লো-
 ভ্যায়ৈরজ্ঞব্যাপ্তভাবাদ্গুড়কক্ষেপেণ যুগপদনেকঘাতকাঃ প্রাচীরশিরসি স্থাপিতা যজ্ঞবিশেষাশ্চ
 তাভিঃ, যজ্ঞজালৈর্জলযজ্ঞাদিসমূহৈশ্চ শোভিতং তৎ পূরম্, শুশুভে ॥৪৭॥
 আয়সৈরিতি । আয়সৈলৌহময়ৈঃ । সুবিভক্তা মহতোা রথ্যা যত্র তৎ । দেবতাবাদৈ-
 দৈবৈরুৎপাতৈর্ভূবিদারণাদিভির্বার্জিতম্ । তদ্বিক্রপ্রস্থং নাম পুরোত্তমং শুশুভে ॥৪৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ঈমিতি নিপাতপ্রসঙ্গো বা, ভোগবতী যথেষ্টোপেক্ষিতে প্রমাদপাতৌ বা ॥৪৪—৪৫॥ নির্বিবন্ধেঃ
 অচ্ছিন্নৈঃ অভেদৈর্গর্ভা, শক্তিভিঃ হস্তক্ষেপ্যাভিলৌহময়ীভিঃ ॥৪৬॥ তীক্ষ্ণাশ্চ তে অক্ষুশাশ্চ
 শতশ্লোভাভিঃ, আয়ৈর্যৌষধবলেনোৎকৃষ্টেন দৃষৎপিণ্ডেন যা যুগপৎ শতং সহস্রং বা

নানাবিধ গৃহে নানাবিধ অস্ত্র রক্ষিত হইল এবং জিহ্বাদ্বয়যুক্ত সর্পের জ্ঞায়
 শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) সংগৃহীত করা হইল ॥৪৬॥

অসংখ্য অট্টালিকা নিশ্চিত হইল, বহুতর রাজমিস্ত্রি বাস করিতে লাগিল,
 যোদ্ধারা রক্ষা করিতে থাকিল, প্রাচীরের উপরে কামান সাজাইয়া রাখা হইল,
 তাহার মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ অক্ষুশ থাকিল এবং ভিতরে নানাবিধ যজ্ঞ নিশ্চিত
 হইল ॥৪৭॥

সেই নগরটী লৌহময় বৃহৎ চক্র দ্বারা শোভা পাইতে লাগিল, ভিতরে
 পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বড় বড় রাস্তা তৈয়ারি হইল, কিন্তু কোথাও দৈব উৎপাতের
 সম্ভাবনা রহিল না ॥৪৮॥

মেঘবৃন্দমিবাকাশে বিদ্ধং বিদ্যুৎসমাবৃত্তম্ ।
 তত্র রম্যে শিবে দেশে কৌরবস্ত নিবেশনম্ ॥৫০॥
 শুশুভে ধনসম্পূৰ্ণং ধনাধ্যক্ষক্করোপমম্ ।
 তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজা রাজন্ ! সৰ্ববেদবিদাং বরাঃ ॥৫১॥
 নিবাসং যোচয়ন্তি স্ম সৰ্বভাষাবিদস্তথা ।
 বণিজশ্চাত্মায়ুস্তত্র নানাদিগ্ভ্যো ধনার্থিনঃ ॥৫২॥
 সৰ্বশিল্পবিদস্তত্র বাসায়াত্যাগমংস্তদা ।
 উগানানি চ রম্যাণি নগরস্ত সমস্ততঃ ॥৫৩॥
 আত্মৈরাত্নাতকৈর্ন্যৈপৈরশৌকৈশ্চম্পকৈস্তথা ।
 পুষ্পাগৈর্নাগপুটৈশ্চ লকুটৈঃ পনসৈস্তথা ॥৫৪॥

ভারতকৌমুদী

বীতি । বিরোচমানঃ শোভমানম্ । পাণ্ডুরৈঃ শুভৈঃ । ত্রিপিষ্টপসদাশং স্বর্গত্বলাম্ ॥৪৯॥
 মেঘেতি । আকাশে বিদ্ধং লগ্নম্ । কৌরবস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত নিবেশনং গৃহমাশীং ॥৫০॥
 শুশুভ ইতি । ধনাধ্যক্ষঃ কুবেরস্তস্ত করোপমং নগরত্বলাম্বিক্তপ্রস্থম্ ॥৫১॥
 নিবাসমিতি । সৰ্বভাষাবিদো জনাঃ । অভায়ুরাগতাঃ ॥৫২॥
 সর্কেতি । উগানানি আসন্নিত্তি শেষঃ । সমস্ততঃ সর্কাত্ত দিক্ ॥৫৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মহাশয়াদীন স্বস্তি ভাতিঃ শতশ্লোকিতদ্বর্গাক্রান্তাতিঃ ॥৪৭—৪৯॥ বিদ্ধং মিপঃ স্পষ্টম্ ॥৫০॥ করোপমঃ

শুভ্রবর্ণ নানাবিধ গৃহে পরিপূর্ণ সেই ইন্দ্রপ্রস্থনগরী স্বর্গনগরীর স্থায় শোভা
 পাইতে লাগিল ॥৪৯॥

সেই নগরীর ভিতরে মনোহর ও মঙ্গলময় স্থানে কুঞ্জরাজ যুধিষ্ঠিরের ভবন
 নিৰ্ম্মিত হইল ; তাহার চূড়াগুলি যাইয়া বিদ্যাদ্বিভূষিত মেঘসমূহের স্থায় আকাশে
 লগ্ন হইল ॥৫০॥

ক্রমে সেই ইন্দ্রপ্রস্থপুরী ধনে পরিপূর্ণ হইয়া কুবেরের অলকাপুরীর স্থায়
 শোভা পাইতে লাগিল ; তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ সেখানে আসিতে
 থাকিলেন ॥৫১॥

সর্বপ্রকার ভাষাভিজ্ঞ লোকেরা তথায় বাস করিবার ইচ্ছা করিল এবং
 বণিকেরা ধন লাভের ইচ্ছায় নানাদিক্ হইতে আসিতে লাগিল ॥৫২॥

সর্বপ্রকার শিল্পীরা বাস করিবার জন্ত সেখানে আগমন করিল এবং নগরের
 সকল দিকেই মনোহর উপবনসমূহ নিৰ্ম্মিত হইল ॥৫৩॥

শালতালতমালৈশ্চ বকুলৈশ্চ সকেতকৈঃ ।
 মনোহরৈঃ সুপুষ্পৈশ্চ কলভারাবনামিতৈঃ ॥৫৫॥
 প্রাচীনামলকৈলৌতৈশ্চরুকোলৈশ্চ সুপুষ্পিতৈঃ ।
 জম্বুভিঃ পাটলাভিঃ কুজকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥৫৬॥
 করবীরৈঃ পারিজাতৈরনৈশ্চ বিবিধক্রমৈঃ ।
 নিত্যপুষ্পফলোপেতৈর্নানাদ্বিজগণায়ুতৈঃ ॥৫৭॥
 মন্তবহিণসংঘৃষ্টং কোকিলৈশ্চ সদামদৈঃ ।
 গৃহৈরাদর্শবিমলৈর্বিবিধৈশ্চ লতাগৃহৈঃ ॥৫৮॥
 মনোহরৈশ্চত্রগৃহৈস্তথাহজগতিপর্কতৈঃ ।
 বাপীভির্বিবিধাভিঃ পূর্ণাভিঃ পরমাস্তসা ॥৫৯॥
 সরোভিরতিরম্যৈশ্চ পদ্মোৎপলমৃগন্ধিভিঃ ।
 হংসকারণুবযুতৈশ্চক্রবাকোপশোভিতৈঃ ॥৬০॥ (কুলকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ সপ্তভিঃ শ্লোকৈঃ কুলকেন নগরমেব দর্শয়তি—আদিত্যরিত্তি । নটৈঃ কদম্বৈঃ । লকুটৈ-
 র্ভুভিঃ । শোভনানি পুষ্পানি যেযাং তৈঃ সুপুষ্পৈঃ । অদোলৈর্নিকোচকৈঃ । নানা-
 দ্বিজগণৈর্বহুপ্রকারপকিসমুচ্ছিন্নায়ুতঃ সমধিত্যক্তৈঃ । মন্তবহিণৈঃ করবীরৈঃ সংঘৃষ্টং শক্তিতম্ ।
 সট্টৈব মদো মন্ততা যেযাং তৈঃ । আদর্শবদপণবৎ বিমলৈঃ । অজস্র নৃপস্র গতিবিহারো
 যেযু তে চ তে পর্কতাশ্চেতি তৈঃ কৃত্রিমকলিপর্কতৈরিত্যর্থঃ । “অজস্রাঃ” হরিত্রকবিধুশ্মর-
 নুপে হরে” ইতি মেদিনী । পরমাস্তসা উৎকৃষ্টজলেন । সরোভির্জলাশয়বিশেষৈঃ । বাপ্যা-
 দীনং পরিমাণবিশেষাদেব সংজ্ঞাবিশেষাঃ । এতিবিশিষ্টং নগরমিতি তাৎপর্যম্ ॥৫৪—৬০॥

ভারতভাবদীপঃ

গৃহোপমম্ ॥৫১—৫৮॥ অজগতিপর্কতৈঃ নৃপলীলাযাত্রার্থৈঃ কৃত্রিমৈঃ পর্কতৈঃ, “অজস্রাঃ”
 হরিত্রকবিধুশ্মরহরে নুপে । গতিঃ স্ত্রী মার্গদশনোজ্জ্বলন যাত্রাত্বাপায়য়োঃ ॥” ইতি চ মেদিনী

সেই নগরে যথাসম্ভব সুন্দর পুষ্প ও ফলের ভারে অবনত মনোহর আম,
 আমড়া, কদম্ব, অশোক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, ডুমুর, কাঁঠাল, শাল, তাল,
 তমাল, বকুল, কেতক, পানী আমলা, লোণ, আকোড়, জাম, পাটলা, কুজা,
 তিনিশ, করবীর, পারিজাত এবং অজস্র নানাপ্রকার বৃক্ষ ছিল ; তাহাতে
 সর্বদাই ফুল ও ফল থাকিত এবং নানাবিধ পক্ষী অবস্থান করিত । মন্ত
 ময়ূরগণ ও কোকিলগণ রব করিয়া বেড়াইত । দর্পণের স্থায় নির্মল নানাবিধ
 গৃহ ও লতাগৃহ ছিল এবং মনোহর চিত্রশালা ও কেলিপর্কত ছিল ; আর, উৎ-
 কৃষ্ট জলে পরিপূর্ণ বহুবিধ দিঘী এবং পদ্ম ও উৎপলের সৌরভে আমোদিত

রম্যাশ্চ বিবিধাস্তত্র পুষ্করিণ্যো বনাবৃতাঃ ।
 তড়াগানি চ রম্যা- বৃহন্তি স্তবহুনি চ ॥৬১॥
 তেষাং পুণ্যজনোপেতাং রাষ্ট্রমাবিশতাং মহৎ ।
 পাণ্ডবানাং মহারাজ ! স্বঃ স্বঃ প্রীতিরবধ্কৃত ॥৬২॥
 তত্র ভীষ্মেণ রাজ্ঞা চ ধর্ম্যপ্রণয়নে কৃতে ।
 পাণ্ডবাঃ সমপদান্ত্ব ধাণ্ডবপ্রস্থবাসিনঃ ॥৬৩॥
 পঞ্চভিত্তৈর্মহেশ্বাসৈরিন্দ্রকল্পৈঃ সমন্বিতম্ ।
 শুশুভে তৎ পুরশ্ৰেষ্ঠং নাগৈর্ভোগবতী যথা ॥৬৪॥
 তান্ নিবেশ্য ততো বীরো রামেণ সহ কেশবঃ ।
 যযৌ দ্বারবতীং রাজ্ঞন্ । পাণ্ডবানুমতে তদা ॥৬৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্কণি বিভূরা-
 গমনরাজ্যলাভে পূর্বনির্মাণং নাম দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ ✽

ভারতকৌমুদী

রম্যা ইতি । তত্র ইন্দ্রপ্রস্থঃ । নিম্নমিব ইত্যভ্যুদয়মপি শেষঃ ॥৬১॥
 তেষামিতি । পুণ্যোদ্যমিকৈর্জনোপেতম্ । স্বঃ স্বঃ পরদিনে পরদিনে ॥৬২॥
 তদ্ব্যতি । রাজ্ঞা পুত্ররাজৈঃ চ । দানেন পণয়নে রাজাদানে । সমপদান্ত্ব অভবন্ ॥৬৩॥
 পঞ্চভিরিতি । মহেশ্বাসৈর্মহাপঞ্চকৈঃ । ভোগবতী নদী তদনুসং পাতালমিতার্থঃ ॥৬৪॥

ভারতভাবদীপঃ

৥৫৯—৬০॥ বনাবৃতাঃ বনৈরারামৈরাবৃতাঃ, জলপূর্ণা বা ॥৬১॥ পুণ্যৈর্জনৈরুপেতম্ ॥৬২॥
 হংস, কারণ্ডব ও চক্রবাকগণে পরিশোভিত মনোহর বহুতর সরোবর
 ছিল ॥৫৪—৬০॥

আর, সেই ইন্দ্রপ্রস্থে উপবনে পরিবেষ্টিত নানাবিধ মনোহর পুষ্করিণী
 এবং সুন্দর সুন্দর বহুতর বৃন্ত জলাশয় ছিল ॥৬১॥

মহারাজ ! ধার্মিক লোকে পরিপূর্ণ সেই বিশাল রাজ্যে প্রবেশ করিবার
 পর পাণ্ডবগণের দিন দিনই আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ॥৬২॥

ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্য অনুসারে রাজ্য দান করিলে, পাণ্ডবগণ তখন ইন্দ্র-
 প্রস্থবাসী হইয়া গেলেন ॥৬৩॥

ইন্দ্রতুলা মহাপঞ্চকর পঞ্চ পাণ্ডব অবস্থান করিতে লাগিলে, সেই ইন্দ্রপ্রস্থ-
 পুরী নাগরীকৃত পাতালপুরীর স্থায় শোভা পাইতে লাগিল ॥৬৪॥

(৬২)....স্বঃ স্বঃ প্রীতিরবধ্কৃত । • ‘...পঞ্চাদিকদ্বিশততমঃ...’ ‘...সপ্তাদিকদ্বিশততমঃ...’
 ‘...নবাধিকদ্বিশততমঃ...’ ‘...সপ্তবিংশতাদিকদ্বিশততমঃ...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

একাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জনমেজয় উবাচ ।

এবং সম্প্রাপ্য রাজ্যং তদিস্তপ্রস্থং তপোধন !

অত উক্লং মহাত্মানঃ কিমকুর্বত পাণ্ডবাঃ ॥১॥

সৰ্ব্ব এব মহাসত্ত্বা মম পূৰ্ব্বপিতামহাঃ ।

দ্রৌপদী ধৰ্ম্মপত্নী চ কথং তানমবর্তত ॥২॥

কথঞ্চ পঞ্চ কৃষ্ণায়ামেকস্তাং তে নরাধিপাঃ ।

বর্তমানা মহাভাগা নাভিগন্ত পদস্পরম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

তানিতি । দ্বারবতীং দ্বারকাং নগরীম্ । পাণ্ডবানাম্ অহুমতে অহুমতোঁ সত্যাম্ ॥৬৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্কণি বিতরাগমনরাজ্যভাভে দ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

এবমিতি । ইন্দ্রপ্রস্থং তৎসম্বন্ধি । উক্লং পরম্ ॥১॥

সৰ্ব্ব ইতি । মহাসত্ত্বা মহাবলাঃ । পিতামহাং পূৰ্ব্ব ইতি পূৰ্ব্বপিতামহাঃ ॥২॥

কথমিতি । নাভিগন্ত ভিন্না নাভবন্ বিবাদং নাকুৰ্ব্বনিত্যর্থঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

রাজ্য দ্বতরাষ্ট্রেণ । ধৰ্ম্মস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত । প্রণয়নে প্রাপণে ॥৬৩—৬৫॥

ইতি শ্রীমহাভারত আদিপৰ্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥২০০॥

—:~:—

মহারাজ ! পাণ্ডবগণকে ইন্দ্রপ্রস্থে সংস্থাপিত করিয়া মহাবীর কৃষ্ণ পাণ্ডব-
গণের অহুমতিক্রমে বলরামের সহিত দ্বারকায় চলিয়া গেলেন ॥৬৫॥

—:~:—

জনমেজয় কহিলেন—‘তপোধন ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ এইভাবে রাজ্যলাভ
করিয়া তাহার পর কি করিলেন ? ॥১॥

আমার প্রপিতামহের সকলেই মহাশক্তিশালী ছিলেন ; সুতরাং একা
দ্রৌপদী তাঁহাদের ধৰ্ম্মপত্নী হইয়া কি করিয়া তাঁহাদের সকলেরই মন বন্ধা
করিতেন ? ॥২॥

শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং স ধ্বং বিস্তরেণ তপোধন ! ।

তেষাং চেষ্টিতমন্তোন্তং যুক্তানাং কৃষ্ণয়া সহ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধৃতরাষ্ট্রাভ্যামুজ্জাতাঃ কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।

বেমিরে ষাণ্ডবপ্রস্থে প্রাপ্তরাজ্য্যাঃ পরস্তপাঃ ॥৫॥

প্রাপ্য রাজ্যং মহাতেজাঃ সত্যসন্ধো যুধিষ্ঠিরঃ ।

পালয়ামাস ধর্ম্মেণ পৃথিবীং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৬॥

জিতারয়ো মহাপ্রাজ্ঞাঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণাঃ ।

মুদং পরমিকাং প্রাপ্তাস্তত্রোষুঃ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৭॥

কুর্কীণাঃ পৌরকার্য্যাণি সর্বাণি পুরুষধর্ম্মভাঃ ।

আসাক্কুর্ম্মহার্হেণু পার্থিবেষাসনেষু চ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোতুমিতি । চেষ্টিতং ব্যবহারম্ । কৃষ্ণয়া দ্রৌপদ্যা সহ যুক্তানাং মিলিতানাং ॥৪॥

গতেতি । ধৃতরাষ্ট্রেণ অভ্যুজ্জাতা রাজ্যভোগায় অনুমতিঃ ॥৫॥

প্রাপোতি । সত্যসন্ধঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ । পৃথিবীং নিজরাজ্যম্ ॥৬॥

জিতোতি । জিতারয়ো বিজিতকামাশ্চত্বঃ শত্রবঃ । তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে, উষুঃ স্থিতাঃ ॥৭॥

কুর্কীণা ইতি । আসাক্কুর্ম্মভৃঃ । পার্থিবেষু তৎসম্বন্ধিষু, আসনেষু পদিকারেষু ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

এদমিতি ॥১—৬॥ তত্রোষুঃ তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে উষুঃ বাসং কৃতবন্তঃ ॥৭॥ আসাক্কুর্ম্মঃ

কি করিয়াই বা তাঁহারা পাঁচ জন এক দ্রৌপদীতে আসক্ত থাকিয়া
নিবিবাদে কালযাপন করিয়াছিলেন ? ॥৩॥

তপোধন ! এক দ্রৌপদীর সহিত সম্মিলিত তাঁহাদের পাঁচ জনেরই
পরস্পর ব্যবহারগুলি আমি বিস্তরক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি' ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমে রাজ্যলাভ
করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে থাকিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ অনুভব করিতে লাগি-
লেন ॥৫॥

তেজস্বী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া ভ্রাতাদের সহিত মিলিয়া
ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য পালন করিতে থাকিলেন ॥৬॥

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ কাম-ক্রোধাদি জয় করিয়া
অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে থাকিয়া সেই ইন্দ্রপ্রস্থেই বাস করিতে লাগি-
লেন ॥৭॥

অথ তেধূপবিষ্টেধু সর্বেষেব মহাস্থস্থ ।
 নারদস্তুথ দেবর্ষিরাঙ্গগাম যদৃচ্ছয়া ॥৯॥
 আসনং রুচিরং তস্মৈ প্রদদৌ স্বং যুধিষ্ঠিরঃ ।
 কৃষ্ণাজিনোত্তরে তস্মিন্মুপবিষ্টৌ মহানৃষিঃ ॥১০॥
 দেবর্ষেরূপবিষ্টস্তা স্বয়মর্ঘ্যং যথাবিধি ।
 প্রাদা দ্যুধিষ্ঠিরো ধীমান্ রাজ্যং তস্মৈ শ্রবেদয়ৎ ॥১১॥
 প্রতিগৃহ্য তু তাং পূজায়সিঃ প্রীতমনাস্তদা ।
 আশীর্ভিবর্দ্ধয়িত্বা চ তমুবাচাস্ততামিতি ॥১২॥
 নিমসাদাভ্যমুজ্জাতস্ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ।
 কথয়ামাস কৃষ্ণায়ৈ ভগবন্তুমুপস্থিতম্ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

অর্থশ্চিতি । তেধূপাণ্ডবেষু । যদৃচ্ছয়া ॥৯॥

আসনমিতি । কৃষ্ণাজিনং নিজং কৃষ্ণমৃগচর্ম উত্তরে উপরি যন্ত তস্মিন্ ॥১০॥

দেবর্ষেরিতি । তস্মৈ নারদায়, রাজ্যং শ্রবেদয়ৎ রাজানিবেদনোক্তিমকরোৎ ॥১১॥

প্রতিগৃহ্যতি । তং যুধিষ্ঠিরম্ । আস্ততাম্ উপবিষ্টতামিত্যুবাচ ॥১২॥

নিমসাদেতি । নিমসাদ উপবিবেশ । কথয়ামাস দৃতীপ্রেরণেন । ভগবন্তং নারদম্ ॥১৩॥

তাহারা সমস্ত পৌরকাষা সম্পাদন করিতে থাকিয়া মহামুলা রাজকীয় আসনেই অবস্থান করিতে থাকিলেন ॥-॥

তাহার পর একদিন মহাত্মা পাণ্ডবেরা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ আপন ইচ্ছাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন ॥৯॥

অর্ঘনি যুধিষ্ঠির নিজের মনোহর আসনখানি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন ; তখন নারদ তাহার উপরে নিজের কৃষ্ণাজিন আস্ত্রুত করিয়া উপবেশন করিলেন ॥১০॥

নারদ উপবেশন করিলে, যুধিষ্ঠির নিজেই তাঁহাকে অর্ঘ্য দান করিলেন এবং আপন রাজ্য দান করিতে চাহিলেন ॥১১॥

নারদ সেই পূজা গ্রহণ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়া, আশীর্বাদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন—“তুমি উপবেশন কর” ॥১২॥

তাহার পর, যুধিষ্ঠির নারদের অনুমতি পাইয়া উপবেশন করিলেন এবং নারদ আসিয়াছেন এই সংবাদ শ্রোতবীর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন ॥১৩॥

(১০) দ্বিতীয়র্ধঃ কতিপয়পুস্তকে নাস্তি ।

ঋষৈতদ্দ্রৌপদী চাপি শুচিভূত্বা সমাহিতা ।

জগাম তত্র যত্রাস্তে নারদঃ পাণ্ডবৈঃ সহ ॥১৪॥

তস্তাভিবাগ্ চরণৌ দেবর্ষেধ্বম্চারিণী ।

কৃতাজ্জলিঃ স্তম্ববীতা স্থিতাথ দ্রুপদাত্মজা ॥১৫॥

তস্তাশ্চাপি স ধর্ম্মাত্মা সত্যবাগ্ যসন্তমঃ ।

আশিষো বিবিধাঃ প্রোচ্য রাজপুত্র্যাস্ত নারদঃ ।

গম্যতামিতি হোবাচ ভগবাংস্তামনিন্দিতাম্ ॥১৬॥

গতায়ামথ কৃষ্ণায়াং যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।

বিবিক্তে পাণ্ডবান্ সর্ব্বানুব্রূবাচ ভগবানুগিঃ ॥১৭॥

পাকালী ভবতামেকা ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনী ।

যথা বো নাত্র ভেদঃ স্মাত্তথা নীতিবিধায়তাম্ ॥১৮॥

স্বন্দোপস্বন্দৌ হি পুরা ভ্রাতরৌ সহিতাবুভৌ ।

আস্তামবধ্যবন্তেষাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতো ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

ঋষৈত্ । শুচিঃ পবিত্রা, সমাহিতা নারদঃ প্রত্যেক ভক্তগুণ্ডা চ কৃত্বা ॥১৪॥

তস্তেতি । ধর্ম্মচারিণী ধর্ম্মভূষণপরায়ণা । স্তম্ববীতা কৃষ্ণাবপুষ্ঠিনী ॥১৫॥

তস্তা ইতি । তস্তা রাজপুত্র্যা দ্রৌপত্যাঃ । তেতি পাদপূরণে । যত্ৰপাদোহয়ঃ শ্লোকঃ ॥১৬॥

গতায়ামিতি । যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ যুধিষ্ঠিরপ্রতীহান্ । বিবিক্তে জনাশ্রয়রহিত ॥১৭॥

পাকালীতি । বো যুয়াকম্, অত্র পাকালান্, ভেদো বৈমত্যনিবন্ধনঃ কলহঃ ॥১৮॥

স্বন্দেতি । সহিতৌ প্রণয়সংশ্লিষ্টৌ । পুরা ভ্রাতৃবৎ । অস্তেষাং দেবাদীনাম্ ॥১৯॥

দ্রৌপদীও তাহা শুনিয়া পবিত্র ও ভক্তগুণ্ডা হইয়া, যেখানে নারদ পাণ্ডব-
গণের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন ॥১৪॥

উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপরায়ণা দ্রৌপদী দেবর্ষির চরণযুগলে নমস্কার করিয়া,
কৃতাজ্জলি হইয়া অবগুষ্ঠিতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥১৫॥

তখন ধর্ম্মাত্মা ও সত্যবাদী নারদ দ্রৌপদাকে নানাবিধ আশীর্ব্বাদ করিয়া
বলিলেন—“তুমি যাইতে পার” ॥১৬॥

তাহার পর দ্রৌপদী চলিয়া গেলে, অত্র লোক না থাকায় নারদ যুধিষ্ঠির-
প্রভৃতি সমস্ত পাণ্ডবকে বলিলেন— ॥১৭॥

“যুধিষ্ঠির! একমাত্র দ্রৌপদীই তোমাদের ধর্ম্মপত্নী । সুতরাং বাহাতে
তাহাকে লইয়া তোমাদের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত না হয়, তেমন নিয়ম
কর ॥১৮॥

একরাজ্যাবেকগৃহাবেকশয্যাগনানশনৌ ।

তিলোত্তমারাস্তৌ হেতোরন্তোত্তমভিজগ্নতুঃ ॥২০॥

রক্ষ্যতাং সৌহৃদং তস্মাদন্তোত্তমপ্ৰীতিভাবকম্ ।

যথা বো নাত্র ভেদঃ স্মাস্তং কুরুষ যুধিষ্ঠির ! ॥২১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

সুন্দোপসুন্দাবসুরৌ কস্ত পুত্রৌ মহামুনে ! ।

উৎপন্নশ্চ কথং ভেদঃ কথঞ্চান্তোত্তমম্নতাম্ ॥২২॥

অপ্সরা দেবকন্তা বা কস্ত চৈষা তিলোত্তমা ।

যন্তাঃ কামেন সন্মাতৌ জগ্নতুস্তৌ পরম্পরম্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

একেতি । একত্র শয্যায়াম্ আসনমবস্থানম্ অশনমেকত্র ভোজনঞ্চ যয়োস্তৌ ॥২০॥

রক্ষাতামিতি । অন্তোত্তমপ্ৰীতিভাবকং পরম্পরহৃদয়াকর্ষণজনকম্ । বো যুগ্মাকম্ ॥২১॥

সামান্ততঃ স্রুতং বিশেষশ্রবণার্থঃ পৃচ্ছতি স্তদেতি । অতএবাহরাবিভায়াত্মকিঃ
সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥

অপ্সরা ইতি । কস্ত চ আয়ত্তেতি শেষঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বিরাসনা বভূবুঃ । পার্শ্ববেশু রাজসম্বন্ধিবু, আসনেষু অধিকারবিশেষেষু ॥৮—১৪॥ সুসংবীতা
সমাক্কৃতা বগুণনা ॥১৫—২০॥ অন্তোত্তমপ্ৰীতিভাবকং পরম্পরপ্ৰীতিয়া ভাবো বৃদ্ধির্যন্ত তত্ত্বথা
॥২১॥ অন্নতাং হতবস্তৌ ॥২২॥ কস্ত দেবস্ত কন্তা ॥২৩—২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০১॥

কারণ, পূর্বকালে ত্রিভুবনবিখ্যাত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল ;
তাহারা দুই জনেই সম্মিলিত থাকিত এবং অস্ত্রের অবধ্য ছিল ॥১৯॥

তাহাদের এক রাজা, এক গৃহ, এক শয্যা এবং একত্র অবস্থান ও ভোজন
ছিল ; কিন্তু তাহারাও এক তিলোত্তমার জন্তই পরস্পর পরস্পরকে বধ
করিয়াছিল ॥২০॥

অতএব তোমরা পরস্পর প্রণয়জনক সৌভ্রাতৃ রক্ষা কর এবং যাহাতে
তোমাদের মধ্যে ভেদ না জন্মে, তাহা কর ॥২১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—“মহর্ষি ! সুন্দ ও উপসুন্দ অসুর কাহার পুত্র ছিল ?
কি প্রকারে তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মিয়াছিল এবং কেনই বা তাহারা পরস্পর
পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ? ॥২২॥

এই তিলোত্তমা অপ্সরা ছিল ? না দেবকন্তা ছিল এবং সে কাহার অধীন

এতৎ সৰ্বং যথাবৃত্তং বিস্তরেণ তপোধন ! ।

শ্রোতুমিচ্ছামহে ব্রহ্মণ ! পরং কৌতুহলং হি নঃ ॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপূর্বকি বিদুরা-
গমনরাজ্যলাভে যুধিষ্ঠিরনারদসংবাদে একাদিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥ *

—:~:—

ব্যতিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

নারদ উবাচ ।

শৃণু মে বিস্তরেণেমমিতিহাসং পুরাতনম্ ।

ব্রাতৃভিঃ সহিতঃ পার্থ ! যথাবৃত্তং যুধিষ্ঠির ! ॥১॥

মহাস্থরশাস্ত্রবায়ে হিরণ্যকশিপোঃ পুরা ।

নিকুন্তো নাম দৈত্যেন্দ্রন্তেজস্বী বলবানভূঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

এতদ্বিতি । বৃত্তং জাতমনতিক্রমোতি যথাবৃত্তম্ । পরমতান্তম্ । নঃ অশ্রাকম ॥২৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনাসসিকান্তবাসিশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়া
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপূর্বকি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে একাদিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

শুধিতি ! অত্র পুরাতনশব্দপ্রয়োগাদিতিহাসপদেনোপাখ্যানমাত্রং লক্ষ্যতে ॥১॥

মহেতি । অথবায়ে বংশে । তেজস্বী উৎসাহী ॥২॥

ছিল ? যাহার প্রতি কামে উন্নত হইয়া সুন্দ ও উপসুন্দ পরস্পর পরস্পরকে
বধ করিয়াছিল ॥২৩॥

হে তপোধন ! এই বৃত্তান্ত সমস্তই আমরা বিস্তরক্রমে যথাযথভাবে
ত্বনিতে ইচ্ছা করি ; কেন না, আমাদের অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে ॥২৪॥

—:~:—

নারদ বলিলেন—“যুধিষ্ঠির ! তুমি ভ্রাতাদের সহিত আমার নিকটে এই
প্রাচীন উপাখ্যান বিস্তরক্রমে যথাযথভাবে শ্রবণ কর ॥১॥

পূর্বকালে মহাস্থর হিরণ্যকশিপু বংশে তেজস্বী ও বলবান ‘নিকুন্ত’-
নামে এক মহাদৈত্য জন্মিয়াছিল ॥২॥

(২৪) ইতঃ পূর্বকঃ কচিং ‘নারদ উবাচ’ ইতি পাঠো দৃষ্টতে । * ‘...ব্যতিক্রিশততমোহধ্যায়ঃ...’
‘...অষ্টাদিকঃ’ ‘...দশাদিকঃ...’ ‘...অষ্টাবিংশত্যাদিকঃ...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

তস্ম পুত্রৌ মহাবীৰ্য্যৌ জাতৌ ভীষ্মপরাক্রমৌ ।
 হৃন্দোপহৃন্দৌ দৈত্যৈশ্চৌ দারুণৌ ক্রুরমানসৌ ॥৩॥
 তাবেকনিশ্চয়ো দৈত্যাবেককার্য্যার্থসম্মতো ।
 নিরন্তরমবর্তেতাং সমদুঃখস্থথাবৃত্তৌ ॥৪॥
 বিনাশ্যোশ্যং ন ভুঞ্জাতে বিনাশ্যোশ্যং ন গচ্ছতঃ ।
 অন্যোশ্যশ্চ প্রিয়করাবন্যোশ্যশ্চ প্রিয়ংবদৌ ॥৫॥
 একশীলসমাচারৌ দ্বিধৈবৈকোহভবৎ কৃতঃ ।
 তৌ বিরুদ্ধৌ মহাবীৰ্য্যৌ কার্ষ্যেষ্যপ্যেকনিশ্চয়ো ॥৬॥
 ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় সমাধায়ৈকনিশ্চয়ো ।
 দীক্ষাং কৃত্বা গতো বিদ্যায়ং তাবুগ্রং তেপভূতপঃ ॥৭॥
 তৌ তু দৌৰ্বেণ কালেন তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ ।
 ক্ষুংপিপাসাপরিশ্রান্তৌ জটাবল্ললধারিণৌ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তস্মেতি । হৃন্দোপহৃন্দৌ তদাখ্যৌ । ক্রুরমানসৌ নিষ্ঠুরচিত্তৌ ॥৩॥
 তাবিতি । এক এব নিশ্চয়ঃ কৰ্ত্তব্যোধবধারণং যয়োস্তৌ, একস্মিন্নেব কার্য্যে কৰ্ত্তব্যাক্রমে
 যথৈ বিষয়ে সম্মতো । কদাচিদপি তয়োৰৈকমতঃ নাভূদিতি ভাবঃ ॥৪॥
 বিনেতি । অপদাব্যাহারাদভীতেহপি বৰ্ত্তমানা । প্রিয়করৌ প্রিয়ংবদৌ চাত্তাম্ ॥৫॥
 একেতি । বিধাতা এক এব দ্বিধা কৃত ইব অভবদিত্যর্থঃ ॥৬॥
 ত্রৈলোক্যোতি । সমাধায় একমতীভূয় । দীক্ষাং সঙ্কল্পম্ । বিদ্যায়ং পৰ্কতম্ ॥৭॥
 তাবিতি । তপোযুক্তৌ তপস্তাহুষ্ঠানে শক্তিশালিনৌ । তত এবাহ ক্ষুদিত্যাदि ॥৮॥

সেই নিকুন্তের সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুইটি পুত্র জন্মিয়াছিল; তাহারা
 অত্যন্ত বলবান, ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, ভীষণ প্রকৃতি ও নিষ্ঠুরচিত্ত ছিল ॥৩॥

তাহারা সর্বদাই একরূপ কঠবা স্থির করিত, এক কার্য্যে উভয়েই সম্মত
 হইত এবং উভয়েরই সমান সুখ ও সমান দুঃখ ছিল ॥৪॥

তাহারা পরস্পর মিলিত না হইয়া ভোজন বা গমন করিত না এবং পরস্পর
 পরস্পরের প্রিয় কাৰ্য্য করিত ও প্রিয় কথা বলিত ॥৫॥

তাহাদের স্বভাব ও আচরণ এক রকম ছিল; সুতরাং বিধাতা যেন একটি-
 কেই দুইটি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কার্য্যে একমতাবলম্বী ও মহাবীর
 সেই সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রমে বড় হইয়া উঠিল ॥৬॥

তাহার পর, তাহারা ত্রিভুবন জয় করিবার জন্ত একমত ও একনিশ্চয় হইয়া,
 দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, বিদ্যাপর্ব্বতে বাইয়া, ভয়ঙ্কর তপস্তা করিতে লাগিল ॥৭॥

মলোপচিতসৰ্ব্বাঙ্গৌ বায়ুভক্ষৌ বভূবতুঃ ।
 আত্মমাংসানি জুহুন্তৌ পাদাদৃষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতৌ ।
 উৰ্দ্ধবাহু চানিমিষৌ দীৰ্ঘকালং ধৃতব্রতৌ ॥৯॥
 তয়োস্তপঃপ্রভাবেণ দীৰ্ঘকালং প্রতাপিতঃ ।
 ধূমং প্রমুমেচৈ বিদ্যাস্তদদুতমিবাভবৎ ॥১০॥
 ততো দেবা ভয়ং জগ্মুরুগ্রং দৃষ্ট্বা তয়োস্তপঃ ।
 তপোবিদ্বাতার্থমথো দেবা বিদ্বানি চক্রিরে ॥১১॥
 রত্নৈঃ প্রলোভয়ামানঃ স্ত্রীভিশ্চোভৌ পুনঃ পুনঃ ।
 ন চ তৌ চক্রতুৰ্দ্ধঙ্গং ব্রতস্ত স্তমহাব্রতৌ ॥১২॥
 অথ মায়াং পুনর্দেবাস্তয়োশ্চক্রূর্মহাত্মনোঃ ।
 ভগিন্যো মাতরো ভার্গ্যাস্তয়োঃ পরিজনস্তথা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

মলেতি । পাদাদৃষ্ঠায়েন বিষ্ঠিতৌ ভূতলে অবস্থিতৌ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৯॥

তয়োৱিতি । ধূমং প্রমুমেচৈ উজ্জগার, আৱ্রেক্ষনবদিতি ভাবঃ ॥১০॥

ব্রত ইতি । বিদ্বানীতি নপুংসকদ্রমাধম্ ॥১১॥

রত্নৈৱিতি । ব্রতস্ত তপসঃ । যেন তি স্তমহাব্রতৌ স্তদুচমহাতপোনিয়মৌ ॥১২॥

তাহারা জটা ও বকল ধারণ করিয়া, কুশা ও পিপাসায় কাতর থাকিয়া, দীৰ্ঘকাল তপস্তা করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাশালী হইয়া পড়িল ॥৮॥

তাহাতে তাহারা বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, আপনাদের মাংস দ্বারা হোম করিতে থাকিয়া, কেবল পাদাদৃষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে অবস্থানপূর্বক উৰ্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষ নয়ন হইয়া দীৰ্ঘকাল তপস্তা করিল ; তখন তাহাদের অঙ্গে মল জমা হইয়াছিল ॥৯॥

তাহাদের তপস্তার প্রভাবে দীৰ্ঘকাল সমুপ্ত হইতে থাকায় বিদ্যাপূর্বক ধূমোদ্গার করিতে লাগিল ; সে ঘটনা যেন অদৃষ্ট হইতে থাকিল ॥১০॥

তাহার পর, তাহাদের ভয়ঙ্কর তপস্তা দেখিয়া দেবতারা ভীত হইয়া পড়িলেন ; তাই তাহারা তাহাদের তপোভঙ্গের জন্ত বিদ্বানি কহিতে লাগিলেন ॥১১॥

দেবতারা নানাবিধ মণি, রত্ন ও যুবতি স্ত্রী দ্বারা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে থাকিলেন ; কিন্তু তাহারা দৃঢ় তপস্বী হইয়াছিল বলিয়া তপোভঙ্গ করিল না ॥১২॥

তার পর, আবার দেবতারা তাহাদের উপরে মায়াপ্রকাশ করিলেন—

(৯)...পাদাদৃষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতৌ । (১০)...তয়োস্তাত্মজনস্তথা ।

প্রপাত্যমানা বিস্রস্তাঃ শূলহস্তেন রক্ষসা ।
 ভ্রষ্টাভরণকেশাস্তা একান্তভ্রষ্টবাসসঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 অভিভাষ্য ততঃ সর্বাস্তৌ ত্রাহৌতি বিচুক্ৰুশুঃ ।
 ন চ তৌ চক্রতুর্ভঙ্গং ত্রতস্তু স্তমহাত্রতো ॥১৫॥
 যদা ক্ষোভং নোপযাতি নার্ত্তিমন্ত্রতরন্তয়োঃ ।
 ততঃ স্ত্রিয়স্তা ভূতঞ্চ সর্বমস্তরধীয়ত ॥১৬॥
 ততঃ পিতামহঃ সাক্ষাদভিগম্য মহাসুরৌ ।
 বরেণ চন্দ্রয়ামাস সর্বলোকহিতঃ প্রভুঃ ॥১৭॥
 ততঃ স্তম্ভোপস্তম্ভৌ তৌ ভ্রাতরৌ দৃঢ়বিক্রমৌ ।
 দৃষ্ট্ৱ পিতামহং দেবং তনুভুঃ প্রাঞ্জলৌ তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অর্থোক্তি । পরিক্রমো দাস্তাদিঃ । বিস্রস্তা ভুলুপ্তিতা আসন্ । ভ্রষ্টানি স্থলিতানি আভরণানি যেভ্যস্তে তাদৃশাঃ কেশাস্তা যাসাং তাঃ, একান্তভ্রষ্টবাসসঃ সম্পূর্ণস্থলিতবস্ত্রাঃ ॥১৩—১৪॥

অভীতি । অভিভাষ্য সম্বোধা । সর্বা ভগিনীদয়ঃ স্ত্রিয়ঃ ॥১৫॥

যদেতি । তয়োৱন্ততর একতরোহপি । আর্তিঃ পীড়াম্ । যদাপদযোগাৎ "প্রয়োগতন্ত্ৰ" ইত্যাতীতে বর্তমানা । ভূতং রাক্ষসরূপঃ স প্রাণী ॥১৬॥

তত ইতি । পিতামহো ব্রহ্মা । বরেণ বরদানজ্ঞাপনেন, চন্দ্রয়ামাস ভোষয়ামাস ॥১৭॥

তত ইতি । দৃঢ়বিক্রমৌ তপস্তপি মহাশক্তিকৌ ॥১৮॥

শূলধারী কোন রাক্ষস তাহাদের মাতা, ভগিনী, ভাৰ্যা ও দাসীপ্রভৃতি পরিজনদিগকে আনিয়া তাহাদিগকে একেবারে বিবস্ত্র করিয়া আঘাত করিতে থাকিল; তাহাতে তাহাদের চুলের অলঙ্কার খুলিয়া পড়িতে লাগিল এবং তাহারা ভূতলে লুপ্ত হইতে থাকিল ॥১৩—১৪॥

তাহার পর, সেই সমস্ত স্ত্রীলোকেৱাই সুন্দ ও উপসুন্দকে সম্বোধন করিয়া 'রক্ষা কর রক্ষা কর' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল । তথাপি তাহারা তপস্তাভঙ্গ করিল না ॥১৫॥

যখন তাহাদের মধ্যে কেহই ক্ষুব্ধ বা দুঃখিত হইল না, তখন সেই সকল স্ত্রীলোক ও রাক্ষস অস্তহিত হইল ॥১৬॥

তাহার পর, সমস্ত লোকের হিতৈষী ও প্রভাবশালী ব্রহ্মা তাহাদের সমক্ষে যাইয়া বরদান করিবেন জানাইয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥১৭॥

তৎপরে, তপস্তাতেও দৃঢ়শক্তিশালী সুন্দ ও উপসুন্দ ছই ভ্রাতা ব্রহ্মাকে দেখিয়া তখনই কৃতাজ্জলি হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥১৮॥

উচতুশ্চ প্রভুং দেবং ততস্তৌ সহিতৌ তদা ।

আবয়োস্তুপসানেন যদি প্রীতঃ পিতামহঃ ॥১৯॥

মায়াবিদাবস্ত্রবিদৌ বলিনৌ কামরূপিণৌ ।

উভাবপ্যমরৌ স্তাব প্রসম্নৌ যদি নৌ প্রভুঃ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ব্রহ্মোবাচ ।

ঋতেহমরত্বং যুবয়োঃ সর্বমুক্তং ভবিষ্যতি ।

অন্যদূরগীতং মৃত্যোশ্চ বিধানমমরৈঃ সমম্ ॥২১॥

প্রভবিষ্যাব ইতি যদ্বহদভ্যুগতং তপঃ ।

যুবয়োর্হেতুনাহনেন নামরত্বং বিধীয়তে ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

উচতুরিতি । সহিতৌ মিলিতৌ সম্ভাব্যেব, প্রভুং দেবং ব্রহ্মাণমুচ্যতঃ । কিমুচতুরিত্যাহ—
আবয়োরিতি । উভাবপ্যাবাম্ । স্তাব ভবেব । নৌ আবাং প্রতি ॥১৯—২০॥

ঋত ইতি । অমরত্বং ঋতে বিনা, যুবাভ্যামুক্তম্ অন্তঃ সর্বমেব যুবয়োভবিষ্যতি ।
অতএব মৃত্যোরন্তঃ অমরৈঃ সমমেব, বিদীয়ত ইতি বিধানং প্রভাবম্, গীতং যুগ্মমিতি
শেষঃ ॥২১॥

প্রতি । প্রভবিষ্যাব আবাং রূপতঃ প্রভু ভবিষ্যাব ইতি উদ্দেশ্যেণ শেষঃ । অত্যা-
ন্ততমচ্যুতিতম্ । অমরত্বং ন বিদীয়তে, তথাহি যুবয়োব্রত্যাচারেণ নিস্তারাসক্তদান্ধিত-
ভাবঃ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

পুণ্ডিত ॥১—৩॥ নিরমরং মতিভেদং বিনা ॥৪—২০॥ যেন অমরত্বলাভং ভবেৎ তাদিশঃ
গীতঃ জ্ঞাপয়তম্ ॥২১॥ প্রভবিষ্যাবঃ প্রভুঃসম্বন্ধাৎ করিষ্যাবঃ । যৎকামো যদারভেৎ
তদনমরং, তাহারা সম্মিলিতভাবেই ব্রহ্মাকে বলিল—“এই তপস্তা দ্বারা
আমাদের উপরে যদি আপনি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমরা দুই
জনেই যেন মায়াবিৎ, অস্ত্রবিৎ, বলবান, কামরূপী ও অমর হইতে
পারি” ॥১৯—২০॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“অমরত্ব বাতীত অস্ত্র যাহা বলিলে, সে সমস্তই তোমাদের
হইতে পারিবে ; সুতরাং তোমরা মৃত্যু বিষয় ছাড়া দেবতার তুল্য অস্ত্র সমস্ত
প্রভাবই বরণ করিতে পার ॥২১॥

‘আমরা ত্রিভুবনেরই প্রভু হইব’ এই উদ্দেশ্য করিয়াই যে হেতু তোমরা
শুকতর তপস্তা করিয়াছ, সেই হেতুই তোমাদের অমরত্ব বিধান করিব না ॥২২॥

ত্রৈলোক্যবিজয়ার্থায় ভবন্ত্যামাশ্রিতং তপঃ ।

হেতুনানেন দৈত্যৈশ্চৈব ! ন বাং কামং কৰোম্যহম্ ॥২৩॥

সুন্দোপসুন্দাবৃত্তঃ ।

ত্রিষু লোকেষু যদ্বৃত্তং কিঞ্চিৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ।

সৰ্বস্মান্মৌ ভয়ং ন শ্রাদৃতেহন্যোন্ম্যং পিতামহ ! ॥২৪॥

ব্রহ্মোবাচ । *

যৎ প্রার্থিতং যথোক্তঞ্চ কামমেতদ্দদানি বাম্ ।

মৃত্যোর্বিধানমেতচ্চ যথাবদ্বাং ভবিষ্যতি ॥২৫॥

নারদ উবাচ ।

ততঃ পিতামহো দত্ত্বা বরমেতদ্ভদ্রা তয়োঃ ।

নিবর্ত্য তপসস্তৌ চ ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥২৬॥

লক্ষ্মণ বরাণি দৈত্যৈশ্চাবথ তৌ ভ্রাতর্যাবুভৌ ।

অবধ্যৌ সৰ্বলোকস্য স্বমেব ভবনং গন্তৌ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ত্রৈলোক্যোক্তি । আশ্রিতমহুষ্টিতম্ । বাং যুবয়োঃ, কামং কামনাবিষয়মরজম্ ॥২৩॥

ত্রিষুতি । ভৃত্তং প্রাণী । নৌ আবয়োঃ । অন্তোন্তং পরস্পরম্, স্বতে বিনা । আবয়োঃ পরস্পরস্ত পরম্প্রেমাবকৃত্য কদাপি ন বৈরসঙ্ঘাবনেতি ভাবঃ ॥২৪॥

যদ্বিত্তি । কামং পঞ্চাশতম্ । বাং যুবাত্যাম্ । যথাবদন্তাত্তলোকবৎ, বাং যুবয়োঃ । যথাবদ্ যুবাত্যামেবোক্তবাদতি চাখঃ । তেন চ পরস্পরদ্বারৈব যুবয়োর্মৃত্যুভবিষ্যতি স্থচিতম্ ॥২৫॥

তত ইতি । তপসঃ সকাশাৎ, তৌ সুন্দোপসুন্দৌ, নিবর্ত্য নিবৃত্তৌ কৃত্বা ॥২৬॥

তোমরা ত্রিভুবন জয় করিবার জন্তই তপস্যা করিয়াছ, এই কারণেই তোমাদের অভীষ্ট অমরত্ববিষয়ে বর দিব না” ॥২৭॥

সুন্দ ও উপসুন্দ বলিল—“পিতামহ ! ত্রিভুবনের মধ্যে স্বাবর ও জঙ্গম যে কিছু প্রাণী আছে, আমাদের পরস্পর ছাড়া সে সকল প্রাণী হইতেই আমাদের ভয় হইবে না (এই বর দিন)” ॥২৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন—“তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে বা বলিলে, তাহা তোমাদিগকে পঞ্চাশত পরিমাণেই দিলাম ; তবে তোমাদের এই মৃত্যুটা যথোক্তভাবেই হইবে” ॥২৫॥

নারদ বলিলেন—“ব্রহ্মা তাহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া এবং তপস্যা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া তখনই ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন” ॥২৬॥

* পিতামহ উবাচ । (২৫)---যথাবদ্বাং ভবিষ্যতি ।

তৌ তু লক্ৰবরৌ দৃষ্ট। কৃতকামৌ মনস্বিনৌ ।
 সৰ্বঃ সুহৃজ্জনস্তাভ্যাং প্রহৰ্ষমুপজগ্মিবান্ ॥২৮॥
 ততস্তৌ তু জটাং ভিষা মৌলিনৌ সংবভূবতুঃ ।
 মহাহীভরণোপেতো বিরজোহম্বরধারিণৌ ॥২৯॥
 অকালকৌমুদীকৈব চক্ৰতুঃ সার্ককালিকৌম্ ।
 নিত্যপ্রমুদিতঃ সৰ্ব্বস্তয়োশ্চৈব সুহৃজ্জনঃ ॥৩০॥
 ভক্ষ্যতাং ভূজ্যতাং নিত্যং দীয়তাং রম্যতামিতি ।
 গীয়তাং পীয়তাঞ্চেতি শব্দশ্চাসৌদৃগৃহে গৃহে ॥৩১॥
 তত্র তত্র মহানাদৈরুৎকৃষ্টতলনাদিটৈঃ ।
 হৃষ্টং প্রমুদিতং সৰ্বং দৈত্যানাং ভবৎ পুরম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

লক্ৰতি । অবরৌ সাত্ত্বৌ । স্বঃ স্বকীয়মেব ॥২৭॥

ভাবিতি । কৃতকামৌ লক্ৰমনোরণৌ । তাভ্যাং কবণাভ্যাম্ ॥২৮॥

তত ইতি । ভিষা বিলাষা তৎকেশান্ বিল্লিগোভাৰ্থঃ, মৌলিনৌ দম্বিলবাস্ত্বৌ । পুংসাঃ
 দম্বিলস্ত উভয়পার্শ্ববন্ধকলঃ । বিরজো নিমূলিকঃ পরিকৃতমহরঃ বস্ত্রঃ ধারয়ত ইতি তৌ ॥২৯॥

অকালতি । ন বিদ্যাতে কাল উত্তমসময়ে। যন্মাং সঃ অকালঃ পূৰ্ণিমাতিপিস্তঃ সৰ্ব্বকিনী-
 কৌমুদী জ্যোৎস্নাম্, সার্ককালিকৌম্ অমাবস্তাদিসৰ্ককালবস্তিনীম্, চক্ৰতুঃ ॥৩০॥

ভক্ষ্যতামিতি । ভক্ষ্যতাং চৰ্ক্ষ্যতামিতি ন পৌনৰুক্ত্যম্ । নিত্যং সৰ্ব্বদা ॥৩১॥

তত্রতি । উৎকৃষ্টমানন্দাভ্যুৎকৃষ্টরাস্তান্ তলঃ করতলঞ্চ তায়োৰ্গাদিটৈঃ শব্দৈঃ ॥৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

তৎসমাপ্তৌ তলেব লভতে নাভ্যদিভাৰ্থঃ ॥২২—২৪॥ যথাবৎ বা যথাবদেব ॥২৫—২৮॥

মৌলিনৌ কীরীটবস্ত্রৌ । “মৌলিঃ কীরীটে দম্বিলে” ইতি মেদিনী । ব্রীজাদিষ্মাদিনিঃ

দৈত্যাত্রেষ্ঠ সেই ছই ভ্রাতাও বর লাভ করিয়া সমস্ত জগতের অবস্থা হইয়া
 আপন ভবনেই চলিয়া গেল ॥২৭॥

তাহারা বর লাভ করিয়া পূৰ্ণমনোরণ হইয়া আসিয়াছে দেখিয়া তাহাদের
 বহুবর্গ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিল ॥২৮॥

তাহার পর, তাহারা জটা খুলিয়া বাবরি করিল এবং মহামূল্য অলঙ্কার ও
 নির্মল বস্ত্র পরিধান করিল ॥২৯॥

আর, পূৰ্ণিমাৰ জ্যোৎস্নাকে সমস্ত সময়ে রাখিয়া দিল । তাহাতে তাহাদের
 বহুবর্গ সৰ্ব্বদায় জন্ত আনন্দিত হইল ॥৩০॥

‘ভক্ষণ কর, ভোজন কর, পান কর, দান কর, গান কর এবং আরাম কর’
 এইরূপ শব্দ সৰ্ব্বদাই ঘরে ঘরে হইতে লাগিল ॥৩১॥

তৈস্তৈবিহারৈর্বহুভির্দৈত্যানাং কামরূপিণাম্ ।

সমাঃ সংক্রৌড়তাং তেষামহরেকমিবাভবৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি বিদুরা-
গমনরাজ্যলাভে স্তম্ভোপস্তম্ভোপাখ্যানেন দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ত্র্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

নারদ উবাচ ।

উৎসবে বস্ত্রমাত্রে তু ত্রৈলোক্যাকাজ্জিগাবুভৌ ।

মন্ত্ৰয়িত্বা ততঃ সেনাং তাবাজ্ঞাপয়তাং তদা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

তৈরিতি । বিহারৈবিলাসৈঃ । সমা বহুনো বৎসরা অপি একমতো দিনমিবাভবৎ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতাচাৰ্য-শ্রীহরিনাসিসিদ্ধাস্ববাসীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—*—

উৎসব ইতি । বস্ত্রমাত্রে সমাপ্তে সত্যেব । আজ্ঞাপয়তাং ত্রৈলোক্যজয়ায়েতি শেষঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

॥২১—৩১॥ তলনাদিতৈঃ করতলধ্বনিভিঃ, বাজুলোমৈধা ॥৩২॥ সমাঃ বহুনি বর্ষাণি একং
দিনমিব অভূৎ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে দ্ব্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০২॥

—:~:—

যেখানে সেখানে বিশাল আনন্দকোলাহল, আমাদের আহ্বান এবং আনন্দ-
করতলধ্বনি দ্বারা দৈত্যানগরটী পরিপূর্ণ হইতে থাকিল; তাহাতে বুঝা যাইতে
লাগিল যে, পুরবাসী সকলেই যেন হুই ও আমোদিত হইয়াছে ॥৩২॥

কামরূপী দৈত্যেরা সেইভাবে আমোদ করিতে থাকিলে, তাহাদের সেই
সেই নানাবিধ উৎসবে অনেক বৎসরও যেন একটী দিনের মত চলিয়া গেল ॥৩৩॥

—:~:—

নারদ বলিলেন—“উৎসব সমাপ্ত হইবামাত্র শুল্ক ও উপশুল্ক মন্ত্ৰণা করিয়া
ত্রিভুবন জয় করিবার ইচ্ছায় সৈন্তগণকে সজ্জিত হইবার জন্ত আদেশ করিল ॥১॥

* ‘...সপ্তাধিক...’, ‘...নবাধিক...’, ‘...একাদশাধিক...’, ‘...একোনত্রিশাধিক...’
ইতি পাঠান্তরাণি ।

হৃহস্তিরপ্যনুজ্ঞাতো দৈত্যৈর্বৃক্কেচ মন্ত্ৰিভিঃ ।

কৃদ্ধা প্রাস্থানকং যাত্ৰৌ মঘাস্থ যযতুস্তদা ॥২॥

গদাপট্টিশধারিণ্যা শূলমুদগরহস্তয়া ।

প্রস্থিতৌ সহ বশ্মিণ্যা মহত্যা দৈত্যসেনয়া ॥৩॥

মঙ্গলৈঃ স্তুতিভিচ্চাপি বিজয়প্রতিসংহিতেঃ ।

চারুণৈঃ স্তূয়মানৌ তৌ জগ্মতুঃ পরয়া মুদা ॥৪॥

তাবস্তরৌক্ষ্মমুৎপ্লুত্যা দৈত্যৌ কামগমাবুভৌ ।

দেবানামেব ভবনং জগ্মতুযুর্কুরুশ্মদৌ ॥৫॥

তয়োরাগমনং জ্ঞাত্বা বরদানক তৎ প্রভোঃ ।

হিত্বা ত্রিপিষ্টপং জগ্মুর্ত্রাক্সলোকং ততঃ সুরাঃ ॥৬॥

তাবিস্ত্রলোকং নির্জিত্য যক্ষরক্ষোগাংস্তথা ।

খেচরাণ্যপি ভূতানি জগ্মতুস্তীত্রবিক্রমৌ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

হৃহস্তিরিতি । প্রাস্থানিকং যাত্ৰাকালীনং যস্তায়নাদি । মঘাস্থ মদানকরে । “উত্তরাহ
বিশাখাস্থ মঘাদ্রাভরগীষু চ” ইত্যাদিনিষেদস্ব মাভুমপরঃ ॥২॥

গম্মতি । বশ্মিণ্যা বশ্মধারিণ্যা । প্রস্থিতৌ তৌ স্তূন্যাপস্তন্যাবিতাত্তকরঃ ॥৩॥

মঙ্গলৈরিতি । বিজয়ে প্রতিসংহিতৈতদন্তচিহ্নৈবিক্রয়াকাঙ্ক্ষাভিরিত্যর্থঃ ॥৪॥

তাবিতি । কামগমৌ ইচ্ছাত্তস্যারেণ গমনকমৌ । অতঃপ্রাস্থরৌক্ষ্মোৎপ্লবনম্ ॥৫॥

তয়োরিতি । প্রভোত্রাক্সণঃ । ত্রিপিষ্টপং স্বর্গম্, হিত্বা পরিত্যজ্য । সুরা দেবাঃ ॥৬॥

ভারতভাবদীপঃ

উৎসবে ইতি ॥১॥ মঘাস্থ গমনার্থঃ নিষিদ্ধেইপি নক্ষত্রে আশ্বরহাদ্ যযতুঃ ॥২—৩॥

তাহার পর, বন্ধুগণ ও মন্ত্ৰীগণের অন্তঃমতিক্রমে তাহারা যাত্ৰাকালীন
মাজলিক আচরণ করিয়া রাত্রিতে মঘানকত্রে যাত্ৰা করিল ॥২॥

তৎপরে তাহারা গদা, পট্টিশ, শূল, মুদগর ও বশ্মধারী বিশাল দৈত্যসৈন্তের
সহিত প্রস্থান করিল ॥৩॥

এই সময়ে স্তুতিপাঠকেরা জয় ইচ্ছা করিয়া মাজলিক স্তুতি দ্বারা তাহাদের
স্তব করিতে লাগিল ; এই অবস্থায় তাহারা পরমানন্দে প্রস্থান করিল ॥৪॥

কিছু পরেই যুদ্ধতর্ক ও কামগামী স্তুল ও উপস্তুল আকাশে উঠিয়া দেবলোকে
চলিয়া গেল ॥৫॥

তাহার পর, দেবতারা তাহাদের আগমন জানিয়া এবং ত্রাক্সর সেই বরদান
স্বরণ করিয়া, স্বর্গলোক পরিত্যাগপূর্বক ত্রাক্সলোকে চলিয়া গেলেন ॥৬॥

(২) হৃহস্তিরত্যনুজ্ঞাতো দৈত্যৈর্বৃক্কেচ মন্ত্ৰিভিঃ ... । (৩) প্রস্থিতৌ সহ বশ্মিণ্যা...

অস্তভূমিগতান্ নাগান্ জিত্বা তৌ চ মহারথৌ ।
 সমুদ্রবাসিনীঃ সৰ্বা য়েচ্ছজাতীৰ্বিজিগ্যতুঃ ॥৮॥
 ততঃ সৰ্বাং মহীং জেতুমাৰুণাবুগ্রশাসনৌ ।
 সৈনিকাংশ্চ সমাহূয় স্ত্রীতীক্ষ্ণং বাক্যমুচতুঃ ॥৯॥
 রাজর্জয়ো মহাযজ্ঞৈর্হব্যকবৈব্যদ্বিজাতয়ঃ ।
 তেজো বলঞ্চ দেবানাং বর্দ্ধয়ন্তি শ্রিয়ং তথা ॥১০॥
 তেষামেবং প্রবৃত্তানাং সৰ্বেষামশ্রুত্বান্ময় ।
 সমুদ্র সৰ্বৈরস্ম্যভিঃ কার্য্যঃ সৰ্বাত্মনা বধঃ ॥১১॥
 এবং সৰ্বান্ সমাদিশ্য পূৰ্ব্বতীরে মহোদধেঃ ।
 ক্রুরাং মতিং সমাস্থায় জগ্মতুঃ সৰ্বতোমুখৌ ॥১২॥
 যজ্ঞৈর্গজন্তি যে কেচিদযাক্ষয়ন্তি চ যে দ্বিজাঃ ।
 তান্ সৰ্বান্ প্রসভং হত্বা বলিনৌ জগ্মতুস্ততঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । ইন্দ্রলোকং স্বৰ্গম্ । খেচরাণি ভূতাতপি আকাশচরান্ প্রাণিনোহপি ॥৭॥

অস্তরিত্তি । অস্তভূমিগতান্ পাতালস্থিতান্ । বিজিগ্যাতুর্বিজিতবন্তৌ ॥৮॥

তত ইতি । আরকৌ প্রবৃত্তৌ । কর্তরি ক্তঃ । স্ত্রীতীক্ষ্ণং নিষ্ঠুরম্ ॥৯॥

তৎসাকামেবাহ—রাজৈতি । হব্যানি দেবদেয়দ্রব্যানি কব্যানি চ পিতৃদেয়দ্রব্যানি তৈঃ ॥১০॥

তেষামিতি । এবং দেবানাং পক্ষপাতিতয়া । সমুদ্র মিলিত্বা । সৰ্বাত্মনা সৰ্ব্বযত্নেন ॥১১॥

এবমিতি । সৰ্বান্ সৈনিকান্ । ক্রুরাং নিষ্ঠুরাম্ । সৰ্বতোমুখৌ সৰ্বদিক্শিত্তিনৌ ॥১২॥

তখন মহাবিক্রমশালী সুন্দ ও উপসুন্দ স্বৰ্গলোক, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ এবং আকাশচর প্রাণিগণকে জয় করিয়া চলিয়া গেল ॥৭॥

তাহারা পাতালবাসী নাগদিগকে জয় করিয়া সমুদ্রতীরবাসী সমস্ত য়েচ্ছ-জাতিকে জয় করিল ॥৮॥

তার পর, তাহারা ভয়ঙ্কর শাসন প্রচারপূর্বক সমগ্র পৃথিবী জয় করিতে আরম্ভ করিয়া সৈন্যগণকে ডাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠুর বাক্য বলিল—॥৯॥

“রাজর্ষিরা মহাযজ্ঞ দ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা হব্য-কব্য দ্বারা দেবগণের তেজ, বল ও সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥১০॥

অতএব আমাদের সকলেরই সম্মিলিত হইয়া সেই অশ্রুদেবী রাজর্ষিপ্রভৃতির সৰ্বপ্রযত্নে বধ করা উচিত” ॥১১॥

এইভাবে সকলকে আদেশ করিয়া সুন্দ ও উপসুন্দ মহাসমুদ্রের পূর্বতীরে যাইয়া নিষ্ঠুর বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল ॥১২॥

আশ্রমেঘাগ্নিহোত্ৰাণি মুনীনাং ভাবিতান্মনাম্ ।
 গৃহীত্বা প্রক্ষিপন্ত্যপ্সু বিশ্রবঃ সৈনিকাস্তয়োঃ ॥১৪॥
 তপোধনৈশ্চ যে ক্রুদ্ধৈঃ শাপা উক্তা মহাত্মভিঃ ।
 নাক্রামন্ত তয়োস্তেহপি বরদাননিরাকৃতাঃ ॥১৫॥
 নাক্রামন্ত যদা শাপা বাণা মুক্তাঃ শিলাস্বিব ।
 নিয়মান্ সম্পরিত্যজ্য ব্যাদ্রবন্ত দ্বিজাতয়ঃ ॥১৬॥
 পৃথিব্যাং যে তপঃসিক্কা দাস্তাঃ শমপরায়ণাঃ ।
 তয়োৰ্ভয়াদুজ্জ্বলন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥১৭॥
 মথিতৈরাশ্রমৈৰ্ভৈবিকৈৰ্ণকলশশ্রবৈঃ ।
 শূন্যমাসীজ্জগৎ সৰ্বং কালেনেব হতং তদা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

যজ্ঞৈরিতি । প্রসভঃ বলেন । বলিনো হৃদোপহৃদৌ । ভক্তঃ স্থানং ॥১৩॥

আশ্রমেঘিতি । ভাবিতান্মনাং তপসা বশীকৃতচিত্তানাম্ । অপ্সু জলে, বিশ্রবঃ নির্ভয়ম্ ॥১৪॥

অথ তে মুনয়ঃ কথং তৌ নাশপাশ্চতাতঃ তপোধনৈরিতি । শাপাঃ শাপবাক্যানি । "সৰ্ব্বম্মাঘৌ ভয়ং ন জ্ঞানং" ইতি প্রাথনাত্মসারাদ্রবক্ষণে বরদানেন নিরাকৃতাঃ প্রতিহতান্তে শাপা অপি, তয়োস্তৌ নাক্রামন্ত । "তন্ত চাত্মকরোতি হি" ইত্যাদিবৎ কথঞ্চিৎ বর্জ্য ॥১৫॥

নেতি । মুক্তা নিক্ষিপাঃ । নিয়মান্ অগ্নিহোত্ৰাদিনিয়তব্যাপারান্ । ব্যাদ্রবন্ত পলায়ন্ত ॥১৬॥

পৃথিব্যামিতি । দাস্তা ভিত্তিক্রিয়াঃ । বৈনতেয়াদিসকলভাং তদ্ব্যাদিত্যর্থঃ ॥১৭॥

যে কেহ যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করাইতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিয়া সেই সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল ॥১৩॥

আর, তাহাদের সৈন্তেরা জিতেদ্রিয় মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের অগ্নিহোত্রের সমস্ত বস্তু লইয়া নির্ভয়ে জলে কেলিয়া দিতে থাকিল ॥১৪॥

তপস্বীরা ক্রুদ্ধ হইয়া যে সকল অভিসম্পাত করিতেন, সেগুলিও ব্রহ্মার বরে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিত না ॥১৫॥

যখন প্রস্তরের উপরে নিক্ষিপ্ত বাণের জ্বালা সেই অভিসম্পাতগুলি তাহাদের কিছুই করিতে পারিত না, তখন ব্রাহ্মণেরা নিয়ত কার্যসকল পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া যাইতেন ॥১৬॥

পৃথিবীতে জিতেদ্রিয় ও শমগুণাবিত যে সকল তপস্বী ছিলেন, তাহারা গরুড়ের ভয়ে সর্পগণের জ্বালা মুন্দ ও উপমুন্দের ভয়ে পলাইয়া যাইতেন ॥১৭॥

রাজর্ষিভিরদৃশ্যস্তি ঋষিভিঃ মহাসুরৌ ।

উভৌ বিনিশ্চয়ং কৃত্বা বিকৃপাতে বধৈষণৌ ॥১৯॥

প্রতিমকরটৌ মন্তৌ ভূত্বা কুঞ্জররূপিণৌ ।

সংলীনমপি দুর্গেষু নিহতুর্য়মসাদনম্ ॥২০॥

সিংহৌ ভূত্বা পুনর্বাশ্রৌ পুনশ্চাস্তহিতাবভৌ ।

তৈস্তৈরুপায়ৈস্তৌ ক্রুরার্মান দৃষ্টৌ নিজয়তুঃ ॥২১॥

নিরন্তয়জ্ঞস্বাধ্যায়া প্রনষ্টনৃপতিম্বিজা ।

উৎসম্মোৎসবযজ্ঞা চ বভূব বস্ত্রধা তদা ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

মথিতৈরিতি । বিকীর্ণা বিক্লিপাঃ কলশাঃ স্রবা হোমোপকরণবিশেষা যেষামন্তৈঃ ॥১৮॥

রাজৈতি । অদৃশ্যঃ অন্তর্হিততয়া অদৃশ্যমাত্মনৈঃ । কখণি আনশ্চবিষয়ে শস্ত্রভ্যস্তায
আর্গঃ । বিনিশ্চয়ং হস্তব্যাপ্রবর্তিত নির্ধারণম্ । বিকৃপাতে অধিগতঃ স্ম ॥১৯॥

প্রতিমৈতি । প্রতিমকরটৌ মদস্রাবিগড়ৌ । সংলীনঃ লুকাহিতমপি, দুর্গেষু স্থানেষু ॥২০॥

সিংহাবিতি । তৈস্তৈঃ অস্থিগাবিকরণাদিভিঃ । ক্রুরৌ নিষ্ঠুরস্বভাবৌ ॥২১॥

নিরন্তৈতি । নিরন্তা যজ্ঞাঃ স্বাধ্যায়া বেদপাঠাশ্চ যন্তাঃ সা, প্রনষ্টা নৃপতয়ো বিজা
ব্রাহ্মণাশ্চ যন্তাঃ সা, উৎসম্মো নষ্টা উৎসবযজ্ঞা উপনয়নাগ্ৰহাহমা যন্তাঃ সা চ ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

বিজয়প্রতিসংহিতৈর্বিজয়কণ্ঠকৈঃ ॥৪—১৭॥ নাক্রামস্ত ন ব্যাপ্তবস্তঃ তয়োঃ তৌ, কখণি
শস্ত্রী ॥১৫—১৮॥ অদৃশ্যদ্রুতস্বহিতৈঃ ঋষিভিঃ হতুভূতৈঃ তে বিকৃপাতে বিবিধানি সিংহব্যাঘ্রা-
দানি রূপানি জগৃহাতে তিরোভাবায়; ততস্তদ্রূপাজ্ঞানাং প্রকটান্ মুনীন গজাদিরূপৌ
নিজয়তুরিত্যর্থঃ ॥১৯॥ তদেবাহ—প্রতিমৈতি । প্রতিমৌ মদেন ক্লিম্নে করটৌ গণ্ডদেশৌ

তাহারা মুনিগণের আশ্রমগুলিকে মথিত ও ভগ্ন করিয়া তথা হইতে কলশ
ও স্রব, স্রব প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্লিপ করিত । তাহাতে তখন
সমস্ত জগৎ কালনিহত হইয়াই যেন শূন্য হইয়াই গেল ॥১৮॥

রাজর্ষিরা ও মহর্ষিরা অদৃশ্য হইয়া যাইতেন বলিয়া সুন্দ ও উপসুন্দ তাহা-
দিগকে হত্যা করিবার ইচ্ছায় সর্বত্র অন্বেষণ করিত ॥১৯॥

তাহারা মদমত্ত হস্তার রূপ ধারণ করিয়া গুপ্তস্থানে লুকায়িত লোককেও
বাহির করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিত ॥২০॥

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি সুন্দ ও উপসুন্দ একবার সিংহ হইয়া, আবার ব্যাঘ্র হইয়া,
পুনরায় লুকায়িত থাকিয়া, সেই সেই উপায়ে মুনিগণকে দেখিয়াই হত্যা
করিত ॥২১॥

হাহাড়তা ভয়ান্তা চ নিবৃত্তবিপণাপণা ।

নিবৃত্তদেবকাৰ্য্যা চ পুণ্যোদ্ধাহবিবজ্জিতা ॥২৩॥

নিবৃত্তকৃষিগোরক্ষা বিধ্বস্তনগরাশ্রমা ।

অস্থিকঙ্কালসঙ্কীর্ণা ভূৰ্ভূবোগ্রদৰ্শনা ॥২৪॥ (যুগ্মকম্)

নিবৃত্তপিতৃকাৰ্য্যঞ্চ নিৰ্বষট্কারমণ্ডলম্ ।

জগৎ প্রতিভয়াকারং দুশ্প্ৰেক্ষ্যমভবন্তদা ॥২৫॥

চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহাস্তারা নক্ষত্ৰাণি দিবৌকসঃ ।

জগ্মুৰ্বিষাদং তৎ কৰ্ম্ম দৃষ্ট্বা স্তন্দোপস্তন্দয়োঃ ॥২৬॥

এবং সৰ্ব্বা দিশো দিত্যৌ জিত্বা ক্ৰুরেণ কৰ্ম্মণা ।

নিঃসপত্নৌ কুরুক্ষেত্রে নিবেশমভিচক্ৰতুঃ ॥২৭॥

ইতি শ্ৰীমহাভারতে শতসাহস্ৰায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি বিদুরা

গমনরাজ্যলাভে স্তন্দোপস্তন্দোপাখ্যাণে ত্ৰাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২॥ *

ভারতকৌমুদী

হাহাড়তি । হাহাড়তা হাহাকারাস্পদীভূতা । নিবৃত্তা বিপণাঃ ক্ৰয়বিক্ৰয়াদিবাহারো
যেভাস্তে তাদৃশা আপণা হট্টা যন্তাম্ সা । ভূঃ পৃথিবী ॥২৩—২৪॥

নিবৃত্ততি । ন বিজ্ঞতে বযট্কারো দেবহবিদানায় বযট্কারপ্রয়োগো যেম্ তাদৃশানি মণ্ডলানি
মণ্ডলাকারেণ যাজিকানামবস্থানানি যস্মিন্ ৩২ : প্রতিভয়াকারং ভয়ঙ্করাকারম্ ॥২৫॥

চক্ৰতি । তারাঃ সপত্নিপ্রভৃতয়ঃ । দিবৌকসৌ রক্ষসলোক পলায়িতা দেবীঃ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যযোন্তী, সংলীনমপি মূনিম্ ॥২০—২১॥ উৎসবে যাত্রাবিহাঙ্গাদিঃ ॥২২॥ নিবৃত্তবিপণাঃ
ক্ৰয়বিক্ৰয়াদিবাহারশূন্যা আপণা হট্টা যন্তাম্ ॥২৩॥ অস্তীনি চতুর্দশাদিসম্বন্ধীনি, কঙ্কালাঃ

তখন পৃথিবীতে যজ্ঞ ও বেদপাঠ নিবৃত্তি পাইল, রাজা ও ব্রাহ্মণ লুপ্ত হইল
এবং উপনয়নপ্রভৃতি উৎসবকাৰ্য্য তিরোহিত হইল ॥২২॥

সৰ্ব্বত্র হাহাকার হইতে লাগিল, অবশিষ্ট লোকেরা ভয়ান্ত হইয়া পড়িল,
হাটে আর ক্ৰয়-বিক্ৰয় থাকিল না, দেবকাৰ্য্য উঠিয়া গেল, পুণ্যকাৰ্য্য ও
বিবাহাদিকাৰ্য্য তিরোহিত হইল, কৃষি ও গোরক্ষা নিবৃত্তি পাইল, নগর ও
আশ্রমগুলি ধ্বংস প্রাপ্ত হইল এবং অস্থি-কঙ্কালে পরিপূর্ণা পৃথিবী ভয়ঙ্করদৰ্শনা
হইয়া পড়িল ॥২৩—২৪॥

পিতৃকাৰ্য্য উঠিয়া গেল এবং যাজিকমণ্ডলে আর স্বাভা-বযট্কারাদি থাকিল
না । সুতরাং তখন জগৎটা ভয়ঙ্করমূৰ্ত্তি হইয়া চক্ৰেক্ষ্য হইয়া পড়িল ॥২৫॥

* '...অষ্টাধিক...', '...চন্দ্রাধিক...', '...রাক্ষস-ধিক...', '...দ্বি-লক্ষ-ধিক...', ইতি
পাঠান্তরাণি ।

চতুর্দশতমোঃধ্যায়ঃ

—:~:—

নারদ উবাচ ।

ততো দেবর্ষয়ঃ সর্বৈঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ।

জগ্মুস্তদা পরামার্তিং দৃষ্ট্বা তৎ কদনং মহৎ ॥১॥

তেহভিজগ্মুর্জিতক্রোধা জিতাত্মানো জিতেন্দ্রিয়াঃ ।

পিতামহস্য ভবনং জগতঃ কৃপয়া তদা ॥২॥

ততো দদৃশুর্ভাসীনং সহ দেবৈঃ পিতামহম্ ।

সিদ্ধৈর্জগ্মিভিশ্চৈব সমস্তাং পরিবারিতম্ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । ক্রুরেণ নিষ্ঠুরেণ । নিঃসপত্ত্বৌ শক্রশৃষ্ঠৌ । নিবেশং রাজধানীম্ ॥২৭॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্বামীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ

ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়াদিপর্কণি বিদ্যুৎগমনরাজ্যভাভে ত্র্যদিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । সিদ্ধা যোগসিদ্ধাঃ, পরমর্ষয়ো মর্ত্যবাসিনঃ । কদনং দুর্বলম্ ॥১॥

ত ইতি । জিতাত্মানো জিতচিত্তাঃ । পিতামহস্য ঐক্ষণঃ । জগতঃ সমুদ্রে ॥২॥

তত ইতি । সমস্তাং সর্বাং দিক্, পরিবারিতং পরিবেষ্টিতম্ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

দেহমধ্যস্থানি পার্শ্বানিসহিতানি ॥২৪—২৫॥ গ্রহাঃ কুজাদয়ঃ, তারাঃ সপ্তর্ষাদয়ঃ, নক্ষত্রাণি অশ্বিনাদীনি ॥২৬—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্র্যদিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥২০৩॥

—:~:—

ওদিকে চন্দ্র, সূর্য, অশ্বাশ্ব গ্রহ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, অশ্বিনীপ্রভৃতি নক্ষত্র এবং দেবগণ সুন্দ ও উপসুন্দর সেই কাষা দেখিয়া বিষাদমগ্ন হইলেন ॥২৬॥

এইভাবে সুন্দ ও উপসুন্দ নিষ্ঠুর ব্যবহারে সমস্ত দিক্ জয় করিয়া, শক্রশৃষ্ঠ হইয়া কুরুক্ষেত্রে রাজধানী স্থাপন করিল ॥২৭॥

—:~:—

নারদ বলিলেন তাহার পর, দেবর্ষিগণ ও সিদ্ধ মহর্ষিগণ জগতের সেই গুরুতর দুর্ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥১॥

তদনন্তর, ক্রোধবিজয়ী, সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় সেই মহর্ষিরা জগতের উপরে দয়াবশতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥২॥

তত্র দেবো মহাদেবস্তত্রাগ্নির্বাযুনা সহ ।
 চন্দ্রাদিত্যৌ চ শুক্রশ্চ পারমেষ্ঠ্যাস্তধ্বয়ঃ ॥৪॥
 বৈথানসা বালখিল্যা বানপ্রস্থা মরীচিপাঃ ।
 অজ্ঞাশৈচবাভিমূঢ়াশ্চ তেজোগর্ভাস্তপস্বিনঃ ।
 ঋষয়ঃ সর্ব এতৈতে পিতামহমুপাগমন্ ॥৫॥ (যুগ্মকম্)
 ততোহভিগম্য তে দীনাঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ।
 হৃন্দোপহৃন্দয়োঃ কন্ম সর্বমেব শশংসিরে ॥৬॥
 যথা হুতং যথা চৈব কৃতং যেন ক্রমেণ চ ।
 ন্যবেদয়ংস্ততঃ সর্বমথিলেন পিতামহে ॥৭॥
 ততো দেবগণাঃ সর্বৈ তে চৈব পরমর্ষয়ঃ ।
 তমেবার্থং পুরস্কৃত্য পিতামহমচোদয়ন্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

তজ্জৈতি । দেবো বিষ্ণুঃ । পরমেষ্ঠীনা ব্রহ্মণোহপত্যানীতি পারমেষ্ঠী মরীচ্যাদয়ঃ ।
 বৈথানসা বনবাসিনঃ । মরীচিপাঃ সৌরকিরণমাত্মা হারা মুনিবিশেষাঃ । অজ্ঞা বিষ্ণুপাসকাঃ ।
 অভিমূঢ়া মোহশূভাঃ । তেজোগর্ভা অস্থনিগ্ধব্রহ্মরূপাঃ । পঞ্চমপত্রং যট্পদম্ ৪—৫॥
 তত ইতি । দীনা বিষাদাং কাতরাঃ সন্তঃ । শশংসিরে কথয়ামাসুঃ ॥৬॥
 যথৈতি । হুতং ত্রিভুবনরাজ্যম্ । ততস্তৎ । অথিলেন সাকলেন ॥৭॥
 তত ইতি । তং হৃন্দোপহৃন্দাত্মাচাররূপমেবার্থং বিমমন্, পুরস্কৃত্য উত্তরেণ মুণীকৃত্য
 পিতামহং ব্রহ্মণম্, অচোদয়ন্ তৎপ্রতীকারায় প্রাণোদয়ন্ ॥৮॥

ঈহারা সেখানে যাইয়া দেখিলেন—ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উপবেশন
 করিয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া স্যাসরা অবস্থান
 করিতেছেন ॥৩॥

সেইখানে বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, শুক্র এবং ব্রহ্মার মানসপুত্র
 মরীচি প্রভৃতি ঋষিরাও অবস্থান করিতেছিলেন । তখন বৈথানস, বালখিল্যা,
 বানপ্রস্থ, মরীচিপায়ী, বিষ্ণুপাসক এবং মোহশূভ ব্রহ্মচিস্তকগণ, ইহারা সকলেই
 ব্রহ্মার নিকটে গেলেন ॥৪—৫॥

সেই মহর্ষিরা সকলেই কাতর হইয়া, ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া, হৃন্দ ও উপহৃন্দের
 সমস্ত কার্য্যই বলিলেন ॥৬॥

তাহারা যে ভাবে ত্রিভুবনের রাজ্য হরণ করিয়াছিল এবং যে ভাবে ও
 যে ক্রমে বাহা করিয়াছিল, সে সমস্তই তাহারা ব্রহ্মার নিকট জানাইলেন ॥৭॥

তাহার পর, দেবগণ ও মহর্ষিগণ প্রধানভাবে হৃন্দ ও উপহৃন্দের অত্যা-

ততঃ পিতামহঃ শ্রুত্বা সর্বেষাং তদ্বচস্তদা ।
 মূৰ্ত্তমিব সঞ্চিস্ত্য কৰ্ত্তব্যশ্চ বিনিশ্চয়ম্ ॥ : ॥
 তয়োর্বধং সমুদ্दिश्य विश्वकश्मागमाह्वयं ।
 दृष्ट्वा च विश्वकश्मागं व्यादिदेश पितामहः ॥ १० ॥ (যুগ্মকম্)
 সৃজ্যতাং প্রার্থনীয়ৈক্য প্রমদেতি মহাতপাঃ ।
 পিতামহং নমস্কৃত্য তদ্বাক্যমভিনন্দ্য চ ।
 নিশ্চয়মে যোমিতং দিব্যাং চিন্তয়িত্বা প্রযত্নতঃ ॥ ১১ ॥
 ত্রিষু লোকেষু যৎ কিঞ্চিদভূতং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
 সমানয়দর্শনীয়ং তত্তদত্র স বিশ্ববিৎ ॥ ১২ ॥
 কোটিশশৈব রত্নানি তস্মা গাত্রে শ্রবশ্যয়ং ।
 তাং রত্নসংঘাতময়ীমসৃজদেবরূপিণীম্ ॥ ১৩ ॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । তয়োঃ সৃন্দোপহৃন্দয়োঃ । বিশ্বকশ্মাগমাগতমিতি শেষঃ ॥ ১—১০ ॥

কিং ব্যাদিদেশেত্যাহ সৃজ্যতামিতি । প্রার্থনীয়্য সর্বেষামেব পুংসামিতি শেষঃ । প্রমদা
 স্তী ইতি ব্যাদিদেশেতি সথকঃ । মহাতপা বিশ্বকশ্মা । ইদমপি যটপদং পত্নম্ ॥ ১১ ॥

ত্রিষিতি । ভূতং প্রাণী তত্পাদানমিতার্থঃ । দর্শনীয়ং সুন্দরম্ । অত্র প্রমদায়াম্ ॥ ১২ ॥

কোটিশ ইতি । রত্নসংঘাতময়ী রত্নসমূহপ্রচুরাম্ । দেবরূপিণী তল্লক্ষণাম্ ॥ ১৩ ॥

চারের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ব্রহ্মাকে প্রণোদিত
 করিলেন ॥ ৮ ॥

তখন ব্রহ্মা তাহাদের সকলের সেই কথাগুলি শুনিয়া, একটু কাল কৰ্ত্তব্য-
 নির্দ্ধারণের বিষয় চিন্তা করিয়া, সুন্দ ও উপসুন্দের বধ উদ্দেশ্যে বিশ্বকশ্মাকে
 আহ্বান করিলেন এবং বিশ্বকশ্মা আসিয়াছেন দেখিয়া তাহাকে আদেশ
 করিলেন - ১০ - ॥

“বিশ্বকশ্মা ! সকলেরই প্রার্থনীয়্য হয়, এমন একটা রমণী তুমি সৃষ্টি কর” ।
 তখন বিশ্বকশ্মা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া এবং তাহার বাক্যের প্রশংসা করিয়া,
 চিন্তাপূর্ব্বক বিশেষ যত্নসহকারে একটা অলৌকিক রমণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ১১ ॥

সর্বজ্ঞ বিশ্বকশ্মা ত্রিভুবনের মধ্যে স্থাবর ও জঙ্গমাশ্রক প্রাণিগণের যে কিছু
 মনোহর উপাদান ছিল, সে সমস্তই সেই রমণীর জন্ত আনয়ন করিলেন ॥ ১২ ॥

এবং তাহার অঙ্গে কোটি কোটি রত্ন সন্নিবেশিত করিলেন ; এইভাবে
 তিনি সেই রমণীটিকে সর্ববরত্নময়ী ও দেবরূপিণী করিয়া সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৩ ॥

সা প্রযত্নেন মহতা নিশ্চিতা বিশ্বকৰ্ম্মণা ।
 ত্রিষু লোকেষু নারীণাং রূপেণাপ্রতিমাভবৎ ॥১৪॥
 ন তন্ত্ৰাঃ সূক্ষ্মমপ্যাস্তি যদগাত্রে রূপসম্পদা ।
 নিযুক্তা যত্র বা দৃষ্টির্ন সজ্জতি নিরীকৃতাম্ ॥১৫॥
 সা বিগ্রহবতী ব শ্রীঃ কামরূপা বপুঃশতী ।
 পিতামহমুপাতিষ্ঠৎ কিং করোম্যৌতি চাত্তরীৎ ॥১৬॥
 শ্রীতো ভূহা স দৃষ্টৌ ব শ্রীত্যা চাষ্টৌ বরং দদৌ ।
 কাস্ত্বং সৰ্বভূতানাং সা শ্রিয়ানুত্তমং বপুঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । নারীণাং মধ্যে । অপ্রতিমা নিকপমা ॥১৪॥

নহু কথং সা রূপেণাপ্রতিমাহতবাদিত্যাহ নেতি । যদ্ যস্মাৎ, তন্ত্ৰা গাত্রে ঐদৃশং সূক্ষ্মমপি স্থানং নাস্তি অ ; যত্র স্থানে, নিযুক্তা অপিতা, নিরীকৃত্যঃ পত্ন্যতাঃ জনানাম্, দৃষ্টিঃ, রূপসম্পদা সৌন্দর্যাতিশয়েন, ন সজ্জতি দৃঢ়ং ন লগতি অ ॥১৫॥

সেতি । কামরূপা বপুঃশতী প্রশস্তশরীরী চ সা, বিগ্রহবতী মূৰ্দ্ধিমতী, শ্রীঃ শোভাভিমানিনী দেবঃ ওব, পিতামহঃ একাগম, উপাতিষ্ঠৎ উপাচ্ছৎ ॥১৬॥

শ্রীতি ইতি । স পিতামহঃ । পীত্যা স্নেহেন । কিং করন বরং দদাবিত্যাহ কাস্ত্বং-মিতি । সা ওম, সৰ্বভূতানাং মদৌ কাস্ত্বং কমনীয়তম, আপুঃশীতঃ শেমঃ । ওম বপুঃশব শরীরক, শ্রিয়া শোভয়া, ন বিজ্ঞে উত্তমং সস্মৎ তদন্তুত্তমং ভবাঃ ইতি শেষঃ ॥১৭॥

ভারতভাবদীপ

তত ইতি ॥১—১৪॥ তন্ত্ৰা গাত্রে, সূক্ষ্মমপি ঐদৃশং নাস্তি যচ্ছবদগো, রূপসম্পদা

বিশ্বকৰ্ম্মার গুরুতর চেষ্টায় নিশ্চিত সেই রমণীটী ত্রিভুবনের সমস্ত রমণীর মধ্যেই রূপে অতুলনীয় হইল ॥১৪॥

কেন না, তাহার শরীরে এমন সূক্ষ্ম স্থানও ছিল না, যাহাতে অষ্টদ্বর্গের দৃষ্টি রূপরাশির গুণে সংলগ্ন না হইত ॥১৫॥

কামরূপিনী ও মনোহরাস্তী সেই রমণী, মূৰ্দ্ধিমতী লক্ষ্মীর জ্যায় ব্রহ্মার নিকট গেল এবং বলিল—“আমি কি করিব ?” ॥১৬॥

ব্রহ্মা তাকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়া স্নেহবশতঃ তাকে এই বর দিলেন যে, “তুমি সমস্ত প্রাণীর মধ্যেই অধিক কমণীয়তা লাভ কর এবং তোমার দেহখানি সৌন্দর্যের গুণে সর্বোৎকৃষ্ট হউক” ॥১৭॥

(১৪—ন সজ্জতি দিবৌকসাম্ । ১৬) এতদ্বিতীয়াধিকারতঃ অষ্টচতুষ্টয়ং কতিপয়-পুত্ৰকে নাস্তি ।

স। তেন বরদানেন কর্তৃশ্চ ক্রিয়য়া তদা ।
 জহার সর্বভূতানাং চক্ষুঃষি চ মনাংসি চ ॥১০॥
 তিলং তিলং সমানীয় ব্রহ্মানাং যদ্বিনির্মিতা ।
 তিলোত্তমেতি তত্তস্থা নাম চক্রে পিতামহঃ ॥১১॥
 ব্রহ্মাণঃ সা নমস্কৃত্য প্রাজ্জলিৰ্বাক্যমব্রবীৎ ।
 কিং কার্য্যং ময়ি ভূতেশ ! যেনাস্ম্যাগ্গেহ নিষ্মিতা ॥১২॥
 পিতামহ উবাচ ।

গচ্ছ হৃন্দোপহৃন্দাভ্যামহুরাভ্যাং তিলোত্তমে ! ।
 প্রার্থনীয়েন রূপেণ কুরু ভদ্রে ! প্রলোভনম্ ॥১৩॥
 ত্বৎকৃতে দর্শনাদেব রূপসম্পৎকৃতেন বৈ ।
 বিরোধঃ স্যাদবধা তাভ্যামগ্নোত্তেন তথা কুরু ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । কর্তৃবিশ্বকর্ষণঃ, ক্রিয়য়া প্রযত্বপূর্বকনির্মাণেন চ ॥১০॥
 তিলমিতি । তিলং তিলং ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রমংশম্ । ব্রহ্মানাং জগতঃ শ্রেষ্ঠবস্তুনাম্ ॥১১॥
 ব্রহ্মাণমিতি । ময়ি কর্তব্যমন্তীতি শেষঃ । হে ভূতেশ ! প্রজাপতে ! ॥১২॥
 গচ্ছতি । হৃন্দোপহৃন্দাভ্যামহুরাভ্যাং প্রার্থনীয়েনেতি সম্বন্ধঃ । প্রলোভনং তয়োঃরব ॥১৩॥
 ইদমিতি । তব দর্শনাং পরমেব, ত্বৎকৃতে তব নিমিত্তে, তব রূপসম্পৎকৃতেন, অগ্নোত্তেন
 অগ্নোত্তমগতেন বিদ্বেষণেতি শেষঃ, যথা তাভ্যাং তয়োঃবিরোধঃ স্তাৎ, তথা কুরু ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

হেতুভূতয়া যত্র নিযুক্তা নিরীকৃতাঃ দৃষ্টীর্ন সজ্জতীতি সম্বন্ধঃ ॥১৫—২০॥ প্রলোভনম্ অর্থাৎ

ব্রহ্মার সেই বরদানে এবং বিশ্বকর্ষ্মার নির্মাণের গুণে সে রমণী তখনই সকল
 প্রাণীর নয়ন ও মন হরণ করিল ॥১৮॥

বিশ্বকর্ষ্মা ত্রিভুবনের মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুর তিল তিল আনিয়া যে হেতু
 তাহাকে নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু ব্রহ্মা তাহার নাম করিলেন—
 “তিলোত্তমা” ॥১৯॥

সেই তিলোত্তমা ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া বলিল—
 “প্রজানাথ ! আমাছারা আপনাদের কি কাৰ্য্য সম্পন্ন হইবে ? যে হেতু
 আমাকে সৃষ্টি করিলেন” ॥২০॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন—“তিলোত্তমা ! তুমি যাও, যাইয়া মূল ও উপমূলের
 প্রার্থনীয় এই রূপ দ্বারা তাহাদের প্রলোভন জন্মাও ॥২১॥

যাহাতে তোমার দর্শনের পরেই তোমার রূপাশিকৃত পরস্পরবিদ্বেষ দ্বারা
 তোমার জন্ত তাহাদের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা কর” ॥২২॥

নারদ উবাচ

স। তথ্যেতি প্রতিজ্ঞায় নমস্কৃত্য শিতামহম্ ।
 চকার মণ্ডলং তত্র বিবুধানাং প্রদক্ষিণম্ ॥২৩॥
 প্রাঙ্ঘুথো ভগবানাস্তে দক্ষিণেন মহেশ্বরঃ ।
 দেবশৈচ্চবোত্তরেণাসন্ সৰ্ব্বতন্ত্ৰযয়োহভবন্ ॥২৪॥
 কূৰ্ব্বন্ত্যাং তু তদা তত্র মণ্ডলং তং প্রদক্ষিণম্ ।
 ইন্দ্রঃ শ্মাণুশ্চ ভগবান্ ধৈর্য্যেণ প্রত্যবস্থিতৌ ॥২৫॥
 দ্রষ্টুকামস্তা চাত্যর্থং গতয়া পার্শ্বতন্ত্ৰয়া ।
 অন্তদক্ষিতপদ্মাক্ষং দক্ষিণং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৬॥
 পৃষ্ঠতঃ পরিবর্তন্ত্যা পশ্চিমং নিঃসৃতং মুখম্
 গতয়া চোত্তরং পার্শ্বমুত্তরং নিঃসৃতং মুখম্ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । বিবুধানাং দেবানাম্, মণ্ডলং মণ্ডলাকারম্, প্রদক্ষিণং চকার ॥২৩॥
 প্রাঙ্ঘুথ ইতি । ভগবান্ ব্রহ্মা । দক্ষিণেন মুখেন । উত্তরেণাপি মুখেন ॥২৪॥
 কূৰ্ব্বন্ত্যামিতি । নকারোলাপাতাব অর্থঃ । তত্র তন্ত্ৰাং তিলোত্তমায়াম্ । শ্মাণুঃ শিবঃ ॥২৫॥
 দ্রষ্টু ইতি । দ্রষ্টুকামস্তা ব্রহ্মণঃ । পার্শ্বতঃ দক্ষিণং পার্শ্বম্ । তৎ তিলোত্তময়া চেতুনা ।
 অন্তদক্ষিতপদ্মাক্ষং যস্য চিত্রং তৎ, অন্তদক্ষিণং মুখম্ ॥২৬॥
 পৃষ্ঠত ইতি । পরিবর্তন্ত্যা গচ্ছন্ত্যা । গতয়া তিলোত্তময়া চেতুনা । সম্মুখমুখাসীদেন ॥২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

স্বশ্লোপশ্লোকঃস্বারেন ॥২১॥ তাভ্যাং তয়োঃ ॥২২॥ মণ্ডলং সমুদায়ম্ ॥২৩॥ ভগবান্ বিষ্ণুঃ ।

নারদ বলিলেন—‘তাহাই হইবে’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং ব্রহ্মাকে
 নমস্কার করিয়া তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে দেবগণের প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল ॥২৩॥

তখন ব্রহ্মা পূর্বমুখ হইয়া, শিব দক্ষিণমুখ হইয়া এবং অশ্বাত্ত দেবতারা
 উত্তরমুখ হইয়া বসিয়াছিলেন ; আর ঋষিরা তাঁহাদের সকল দিকেই ছিলেন ॥২৪॥

তিলোত্তমা মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিলে, শিব এবং ইন্দ্র বিছু কাল
 ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন ॥২৫॥

কিন্তু ব্রহ্মা তাহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন । সুতরাং
 সে যখন তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে গেল, তখন তাহার দক্ষিণমুখ বাহির হইল এবং সেই
 মুখের পদ্মত্বলা নয়ন দুইটা বাইয়া তাহার উপরে পড়িল ॥২৬॥

(২৫) কূৰ্ব্বন্ত্যা, কূৰ্ব্বন্ত্যা...দৈর্ঘ্যেণ পর্যাবস্থিতৌ...দৈর্ঘ্যেণ তু পরিচ্যুতৌ ।

মহেন্দ্রস্তাপি নেত্রাণাং পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতোহগ্রতঃ ।

রক্তাস্ত্রানাং বিশালানাং সহস্রং সর্বতোহভবৎ ॥২৮॥

এবং চতুশ্চুর্ধ্বঃ স্থাণুর্মহাদেবোহভবৎ পুরা ।

তথা সহস্রনেত্রৈশ্চ বভূব বলসূদনঃ ॥২৯॥

তথা দেবনিকায়ানাং মহর্ষীগণৈঃ সর্বশঃ ।

মুখানি চাত্যবর্তন্ত যেন যাতা তিলোত্তমা ॥৩০॥

তস্তা গাত্রে নিপতিতা দৃষ্টিস্তেষাং মহাত্মনাম্ ।

সর্বেষামেব ভূয়িষ্ঠমুতে দেবং পিতামহম্ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

মহেন্দ্রস্তেতি । পার্শ্বতঃ পার্শ্বদ্বারাং, অগ্রতঃ সমুখাং । রক্তাস্ত্রানাং রক্তবর্ণাপাঙ্গানাম্ ॥২৮॥

এবমিতি । এবমেনেন হেতুনা, ব্রহ্মা চতুশ্চুর্ধ্বঃ, মহাদেবশ্চ স্থাণুঃ ঐশ্বর্যাতিশয়েন ঐশ্বর্যাতিশয়াবলম্বনাং চিরস্থিরঃ অভবৎ । তথা বলসূদন ইন্দ্রশ্চ, সহস্রনেত্রো বভূব । অত্র পুরাণান্তর-বিরোধঃ কল্পভেদাদ্বীকারেণ সমাধেয়ঃ ॥২৯॥

তথেষতি । তিলোত্তমা প্রদক্ষিণঃ কূর্কতী, যেন যেন দ্বিগ্ধিভাগেন যাতা, দেবনিকায়ানাং দেবসমূহানাং মহর্ষীগণৈঃ মুখানি, তথা তস্মিন্ তস্মিন্ দ্বিগ্ধিভাগে, সর্বশঃ সর্বথা, অভাববর্তন্ত পথাববর্তন্ত, তাং দ্রষ্টুমিতি ভাবঃ ॥৩০॥

তস্তা ইতি । নিপতিতা পরিবর্তা পরিবর্তা গতা । কিন্তু পিতামহং ব্রহ্মাণং দেবম্, ঋতে বিনা ; তস্তা তদানীমেব চতুশ্চুর্ধ্বাভবনেন চতুর্দেব দিক্ মুখস্থিতৈর্দৃষ্টিপরিবর্তনপ্রয়োজনা-ভাবাদিতি ভাবঃ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রাশুধীভাবাদিনা তেষামপি তত্র মোহা ছোতিতঃ ॥২৪—২৫॥ ত্রষ্টকামস্ত স্থাণোঃ

এবং তিলোত্তমা পিছনের দিকে গেলে, ব্রহ্মার পিছনের মুখ বাহির হইল ; আবার সে উত্তর দিকে গেলে, তাহারও উত্তর দিকের মুখ বাহির হইল ॥২৬॥

তার পর, ইন্দ্রেরও পিছন হইতে, পার্শ্বদ্বয় হইতে এবং সমুখ হইতে এক সহস্র রক্তবর্ণ বিশাল নয়ন নির্গত হইল ॥২৮॥

এই কারণে পূর্বকালে ব্রহ্মা চতুশ্চুর্ধ্ব, শিব স্থাণু এবং ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হইয়া-ছিলেন ॥২৯॥

আর, প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমা যে যে দিকে যাইতে লাগিল, সেই সেই দিকেই দেবগণ ও মহর্ষিগণের মুখ সর্বপ্রকারে পরিবর্তিত হইতে থাকিল ॥৩০॥

এবং সেই মহাত্মাদের সকলের দৃষ্টিই কিরিয়া কিরিয়া সেই তিলোত্তমার অঙ্গে গাঢ় সংলগ্ন হইতে লাগিল ; কিন্তু ব্রহ্মার তাহা হইল না ॥৩১॥

(৩০)....মুখানি বাতাববর্তন্ত, মুখানি ঐতাববর্তন্ত...যেন যাতি তিলোত্তমা ।

গচ্ছন্ত্যা তু তয়া সৰ্ব্বৈ দেবাশ্চ পরমৰ্ষয়ঃ ।

কৃতমিত্যেব তং কার্য্যং মেনিরে রূপসম্পদা ॥৩২॥

তিলোত্তমায়াং তস্মাস্তু গতয়াং লোকভাবনঃ ।

সৰ্ব্বান্ বিসৰ্জ্জয়ামাস দেবানৃষিগণাংশ্চ তান্ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বনি বিদুরা

গমনরাজ্যলাভে হৃন্দোপহৃন্দোপাখ্যানে চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥ *

—:~:—

পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

জিত্বা তু পৃথিবীং দৈত্যৌ নিঃসপত্তৌ গতব্যর্থৌ ।

কৃত্বা ত্রৈলোক্যমব্যগ্রং কৃতকৃত্যৌ বভূবতুঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

গচ্ছন্ত্যতি । তং হৃন্দোপহৃন্দয়োঃ পরস্পরবিরোধরূপং কার্য্যম্ ॥৩২॥

তিলোত্তমায়ামিতি । লোকান্ ভাবয়তি স্বকৃত্যতি লোকভাবনো ব্রহ্মা ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিনাসসিক্যাম্বাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বনি বিদুরা গমনরাজ্যলাভে চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

- :~: -

জিজেতি । নিঃসপত্তৌ শত্রুশত্রৌ, অতএব গতব্যর্থৌ পরকৃতবৈবেচনাচীনৌ । অব্যাগং
যুদ্ধব্যগ্রতাপ্তম্ । কৃতং কৃত্যং শক্ৰনিভয়ো যাতাঃ তৌ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৥২৬—২৯॥ দেবনিকায়ানাং দেবসমুদ্যানাম্, যেন দেশেন মাংগেন সা যান্তি তথা মৃগানি
অভ্যবৰ্ত্তন্ত ॥৩০—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বনি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুরধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৪॥

তিলোত্তমা যাইয়া আপন রূপরাশির প্রভাবে হৃন্দ ও উপহৃন্দের পরস্পর
বিরোধ ঘটাইয়া দিয়াছে, ইহাই দেবভারা ও মহাবীরা মনে করিতে লাগি-
লেন ॥৩২॥

তার পর, তিলোত্তমা চলিয়া গেলে ব্রহ্মা, সকল দেবগণ ও ঋষিগণকে বিদায়
দিলেন ॥৩৩॥

* ‘...নবাধিক...’, ‘...একাদশাধিক...’, ‘...ত্রয়োদশাধিক...’, ‘...একত্রিংশাধিক...’,

ইতি পাঠভেদাঃ ।

দেবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং নাগপাৰ্শ্ববরক্ষসাম্ ।
 আদায় সৰ্ব্ববত্ৰানি পৰাং তুষ্টিমুপাগতো ॥২॥
 যদা ন প্রতিষেক্ষারন্তয়োঃ সন্তুই কেচন ।
 নিরুদ্দেশাগৌ তদা ভূহা বিজহাতেহমরাবিব ॥৩॥
 দ্রৌভির্গন্ধৈশ্চ মালৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ স্পৃষ্টলৈঃ ।
 পানৈশ্চ বিবিধৈর্হৃদৈঃ পৰাং শ্রীতিমবাগতুঃ ॥৪॥
 অস্তঃপুৰবনোদ্যানে পৰ্ব্বতেষু বনেষু চ ।
 যথেষ্পিতেষু দেশেষু বিজহাতেহমরাবিব ॥৫॥
 ততঃ কদাচিদ্ধিক্ষ্যন্ত প্রান্তে সমশিলাতলে ।
 পুষ্পিতাগ্রেষু শালেষু বিহারমভিজগ্মতুঃ ॥৬॥
 দিব্যেষু সৰ্ব্বকামেষু সমানীতেষু তাবভৌ ।
 বরাসনেষু সংস্কর্তৌ সহ দ্রৌভিনিবেদতুঃ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

দেবেতি । পাৰ্শ্ববা ভূমিপালাঃ । পরামত্যন্তাম্ ॥২॥
 যদেতি । প্রতিষেধারো নিবৰ্ত্তকাঃ প্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ । নিরুদ্দেশাগৌ যুদ্ধোদ্ধমশ্রুতৌ ॥৩॥
 দ্রৌভিরিতি । ভক্ষ্যাণি চৰ্ক্ষ্যাণি ভোজ্যানি চ খাদ্যানি ইত্যর্থঃ, স্পৃষ্টলৈরতি প্রচুরৈঃ ॥৪॥
 অস্তরिति । অস্তঃপুৰে যখনঃ পুষ্করিণীজলং তৎসংস্পৃষ্ট উদ্যানে ॥৫॥
 তত ইতি । বিজ্ঞাত্য পৰ্ব্বতন্ত, প্রান্তে সাহস্রদেশে । বিহারং বিহারানন্দম্ ॥৬॥

নারদ বলিলেন—তুন্দ ও উপতুন্দ সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া, শত্রুশৃঙ্গ ও
 আনন্দিত হইয়া এবং ত্রিভুবনকে সুস্থ করিয়া, কৃতকার্য্য হইয়াছিল ॥১॥

সুতরাং তাহারা দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নাগ ও ভূপালগণের সৰ্ব্বপ্রকার
 বন্ধ আত্মসাৎ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছিল ॥২॥

যখন ত্রিভুবনের মধ্যে কোন লোকই তাহাদের প্রতিপক্ষ ছিল না, তখন
 তাহারা যুদ্ধের উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়া দেবতার স্থায় বিহার করিতে লাগিল ॥৩॥

স্ত্রী, গন্ধ, মালা, প্রচুর খাদ্য এবং নানাবিধ মনোহর শৈল বস্তু দ্বারা অত্যন্ত
 আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল ॥৪॥

তাহারা অস্তঃপুরের সরোবরে ও উদ্যানে, পৰ্ব্বতে, বনে এবং অন্যান্য অভীষ্ট
 স্থানে দেবতার স্থায় বিহার করিতে থাকিল ॥৫॥

তাহার পর, তাহারা কোন সময়ে বিদ্যাপৰ্ব্বতের সমতল ভূমিতে পুষ্পশোভিত
 শালবনে বিহারমুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥৬॥

(৭)....সহ দ্রৌভিনিবেদতুঃ, সহ দ্রৌভিনিবেদতুঃ ।

ততো বাদিত্বনৃত্যাত্ম্যুপাতিষ্ঠন্ত তৌ দ্বিয়ঃ ।
 গীতৈশ্চ স্তুতিসংযুক্তৈঃ শ্রীত্যা সমুপভুগ্মিरे ॥৮॥
 ততস্তিলোত্তমা তত্র বনে পুষ্পাণি চিন্ততী ।
 বেশমাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা ॥৯॥
 নদীতীরেষু জাতান্ সা কণিকারান্ প্রচিন্ততী ।
 শনৈর্জগাম তং দেশং যত্রাস্তাং তৌ মহাহরৌ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)
 তৌ তু পীত্বা পরং পানং মদরক্তাস্তিলোচনৌ ।
 দৃষ্টে ব তাং বরারোহাং ব্যধিতৌ সম্ভবতুঃ ॥১১॥
 তাবুখ্যাসনং হিত্বা জগ্মতুর্দ্বত্র সা শ্রিতা ।
 উভৌ চ কামসম্ভাবুভৌ প্রার্থয়তশ্চ তাম্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিবেশিতাঃ । সৰ্বকামেষু সৰ্বভাৱেষু সমানোক্তে সংপ্রদ । । নৈবেদ্যতুঃ উপবেষ্টৌ ॥৭॥

তত ইতি । উপাতিষ্ঠন্ত উপাসিতবতঃ । সান্ত্বাসিতবতঃ ইত্যর্থঃ । সমুপভুগ্মিरे সঙ্গমঃ

চক্রঃ ॥৮॥

তত ইতি । আক্ষিপ্তম্ আকিপকঃ পুংসাং চিত্তাকর্ষকমিত্যর্থঃ । বেশম্, আধায় কৃত্বা ।

কণিকারান্ স্থলপদ্মানি । আস্তাং শ্রিতৌ, তৌ প্রলোপহৃদৌ ॥৯—১০॥

তাবিতি । পরমুত্তমম্, পায়ত ইতি পানং হরাম্ । ব্যধিতৌ কামপীড়িতৌ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

ত্রিবেশিতাঃ । কৃত্বা স্বাপনম্ অবাধ্যং নিদ্রিশেষং যথা তথা ত্র্যং ॥৯—১০॥ প্রবেশে লিখরে
 ॥৯—১০॥ বেশং পুষ্পরমাধায় সাক্ষিপ্তমাক্ষিপ্তম্, আকিপৌ মনোবৈকল্যম্, তেন সহ যথা
 ত্র্যং তথা । সূক্তেবাসেসে বারিত্বাদ্ বিবক্তব্যবহায়েন জনং ব্যাকুলয়ন্তীত্যর্থঃ ॥৯—১০॥

অনুচরেরা সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বস্তু আনয়ন করিলে, তাহারা আনন্দিত হইয়া
 স্ত্রীদের সহিত মনোহর আসনে উপবেশন করিল ॥৭॥

তাহার পর রমণীরা (তাহাদেরই) স্তুতিসূচক গান, বাজ ও নৃত্য দ্বারা তাহা-
 দিগকে সন্তুষ্ট করিল এবং প্রেমবশতঃ তাহাদের সহিত সঙ্গম করিল ॥৮॥

তৎপরে তিলোত্তমা একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র দ্বারা পুরুষের চিত্তাকর্ষক বেশ
 ধারণ করিয়া, সেই বনে পুষ্পচয়ন করিতে থাকিয়া, নদীতীরজাত স্থলপদ্ম চয়ন
 করিতে করিতে ধীরে ধীরে সেইখানে গেল, যেখানে সুন্দ ও উপসুন্দ অবস্থান
 করিতেছিল ॥৯—১০॥

এদিকে সুন্দ ও উপসুন্দ উত্তম সুরা পান করিয়া, মদে আরক্তনয়ন হইয়া
 রহিয়াছিল ; তাহারা তিলোত্তমাকে দেখিয়াই কামপীড়িত হইয়া পড়িল ॥১১॥

(৯)...বেশং সাক্ষিপ্তমাধায়...

দক্ষিণে তাং করে স্ত্ৰজং স্ত্ৰন্দো জগ্রাহ পাণিনা ।

উপস্ত্ৰন্দোহপি জগ্রাহ বামে পাণৌ তিলোত্তমাম্ ॥১৩॥

বরপ্রদানমন্তৌ তাবৌরসেন বলেন চ ।

ধনরত্নমদাত্যঞ্চ স্ত্ৰাপানমদেন চ ॥১৪॥

সর্বৈবরৈতৈর্মদৈর্মন্তাবন্তোন্তাং ক্রকুটীকৃতৌ ।

মদকামসমাবিষ্টৌ পরস্পরমধোচতুঃ ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)

মম ভার্য্যা তব গুরুরিতি স্ত্ৰন্দোহভ্যভাষত ।

মম ভার্য্যা তব বধুরুপস্ত্ৰন্দোহভ্যভাষত ॥১৬॥

নৈষা তব মমৈষেতি ততস্তৌ মন্যুরাবিশং ।

তস্তা রূপেণ সংমন্তৌ বিগতস্নেহসৌহৃদৌ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ভাবিতি । কামসম্মন্তৌ বভূবতুঃ । অতএব উভাবেব তাং প্রার্থয়তঃ স্ম চ ॥১২॥

দক্ষিণ ইতি । “গলে বন্ধা গোঃ” ইত্যাদিবদেব করে পাণাবিত্যত্র সমুদ্রী ॥১৩॥

বরেতি । ঔরসেন বীধাসম্বন্ধিনা । ক্রকুটীং কুরুত ইতি ক্রকুটীকৃতৌ ॥১৪—১৫॥

মমেতি । গুরুরিতি, “মাতুঃ স্বস। মাতুলানী পিতৃব্যাক্তী পিতৃষস। স্বশঃ পূর্বভগ্নী চ মাতৃতুল্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ” ইতি স্বতের্মাতৃতুল্যাঋদিতি ভাবঃ । বধুঃ স্ত্রীষা তত্তুল্যেত্যর্থঃ, জ্যেষ্ঠভ্রাতুঃ পিতৃতুল্যেভ্যেব কনিষ্ঠভ্রাতুঃ পুত্রতুল্যাঋদিত্যাশয়ঃ ॥১৬॥

নেতি । নৈষা তব মমৈষা ইতি চাভ্যভাষতেতি পূর্বাশুকর্ষঃ । মন্যুঃ ক্রোধঃ ॥১৭॥

তাই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া—যেখানে তিলোত্তমা ছিল সেইখানে গেল এবং দুই জনেই কামমত্ত হইয়াছিল বলিয়া দুই জনেই তিলোত্তমাকে প্রার্থনা করিল ॥১২॥

এবং স্ত্রন্দ আপন হস্তে তিলোত্তমার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল ; আর উপস্ত্রন্দ তাহার বাম হস্ত গ্রহণ করিল ॥১৩॥

তৎপরে ত্রক্ষার বরদানের মন্ততা, কার্যিক বলের মন্ততা, ধন ও রত্নের মন্ততা এবং স্ত্রী পানের মন্ততা, এতগুলি মন্ততা দ্বারা অত্যন্ত মত্ত স্ত্রন্দ ও উপস্ত্রন্দ তৎকালে আবার কামমত্ত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্রকুটী করিতে থাকিয়া, পরস্পর পরস্পরকে বলিল—॥১৪—১৫॥

স্ত্রন্দ বলিল—“আমার ভার্য্যা ত তোমার নিকট মাতার তুল্য” । উপস্ত্রন্দও বলিল—“আমার ভার্য্যা ত তোমার নিকট পুত্রবধুর তুল্য” ॥১৬॥

তাহার পর তাহারা পরস্পর বলিল—‘এ—তোমার নহে, এ—আমারই’ । তৎপরে তাহারা তিলোত্তমার রূপে অত্যন্ত মত্ত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের স্নেহ ও ভালবাসা অন্তর্হিত হইল এবং সেই স্থানে ক্রোধ উপস্থিত হইল ॥১৭॥

তস্তা হেতোর্গদে ভীমে সংগৃহীতামুভৌ তদা ।
 প্রগৃহ্য চ গদে ভীমে তস্তাং ভৌ কামমোহিতৌ ।
 অহং পূর্বমহং পূর্বমিত্যন্তোন্ত্য নিজস্বতুঃ ॥১৮॥
 ভৌ গদাভিহতৌ ভীমৌ পৈততুর্ধরণীতলে ।
 রুধিরেণাবসিক্তাকৌ দ্বাবিবাকৌ নভশ্চ্যুতৌ ॥১৯॥
 ততস্তা বিক্রতা নার্য্যঃ স চ দৈত্যগণস্তদা ।
 পাতালমগমৎ সর্বৌ বিষাদভয়কম্পিতঃ ॥২০॥
 ততঃ পিতামহস্তত্র সহ দেবৈর্মহর্ষিভিঃ ।
 আজগাম বিশুদ্ধাত্মা পূজয়িষ্যন্তিলোভমাম্ ॥২১॥
 বরেণ চন্দ্রয়ামাস ভগবান্ প্রপিতামহঃ ।
 বরং দিৎসুঃ স তত্রৈনাং শ্রীতঃ প্রাহ পিতামহঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

তস্তা ইতি । সংগৃহীতামিতি হস্তগ্রামড়াগমাতাব আর্ষঃ । সট্টপদমিহং পঞ্চম্ ॥১৮॥
 তাবিতি । ভীমৌ ভয়ঙ্করাকারৌ । অকৌ সৃষৌ, নভশ্চ্যুতৌ গগনাদ্ভ্রষ্টৌ ॥১৯॥
 তত ইতি । তা নৃত্যগীতাদিকারিণাঃ, বিক্রতাঃ পলায়িতাঃ ॥২০॥
 তত ইতি । পিতামহো ব্রহ্মা । বিশুদ্ধাত্মা নির্দোষচিত্তঃ, পূজয়িষ্যন্ত্ প্রণঃসিদ্ধন্ত্ ॥২১॥
 বরেণেতি । চন্দ্রয়ামাস ত্রৈয়ামাস । সূর্য্যাপেক্ষয়া প্রপিতামহঃ, কস্তাপাপেক্ষয়া চ
 পিতামহ ইতি সূর্য্যকস্তপয়োক্তভয়োরাপি প্রসিদ্ধত্বাভূভয়োক্তিঃ সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥

তখন তাহারা দুই জনেই তিলোত্তমাকে লইবার জন্য ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিল,
 ভয়ঙ্কর গদা ধারণ করিয়া 'আমি আগে লইব, আমি আগে লইব' এইরূপ পরস্পর
 বলিতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিল ॥১৮॥

সেই আঘাতে দুই জনের শরীরই রক্তাক্ত হইয়া গেল; তখন ভয়ঙ্করা-
 কৃতি সেই সুন্দ ও উপসুন্দ গগনচ্যুত দুইটী সৃষ্টির জ্বায় ভূতলে পতিত
 হইল ॥১৯॥

তাহার পর সেই রমণীয়া পলায়ন করিল এবং সেই অমুচর দৈত্যগণও বিবাদে
 ও ভয়ে কম্পিত হইয়া সকলেই পাতালে চলিয়া গেল ॥২০॥

তাহার পর, নির্মলচিত্ত ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে সম্মানিত করিবার জন্য দেবগণ
 ও মহর্ষিগণের সহিত সেখানে আগমন করিলেন ॥২১॥

ভগবান্ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া বর দিয়া তিলোত্তমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন । তিনি
 বর দিতে ইচ্ছা করিয়া তিলোত্তমাকে বলিলেন— ॥২২॥

আদিত্যচরিতাল্লোকান্ বিচরিশ্যসি ভাবিনি ! ।

তেজসা চ সূদৃষ্টাং ত্বাং ন করিশ্যতি কশ্চন ॥২৩॥

এবং তস্মৈ বরং দত্ত্বা সৰ্বলোকপিতামহঃ ।

ইন্দ্রে ত্রৈলোক্যমাধায় ব্রহ্মলোকং গতঃ প্রভুঃ ॥২৪॥

এবং তো সহিতৌ ভূত্বা, সৰ্বার্থেষেকনিশ্চয়ো ।

তিলোত্তমার্থং সংক্ৰুত্বাত্মোত্তমভিঙ্গয়তুঃ ॥২৫॥

তস্মাদব্রবীমি বঃ স্নেহাৎ সৰ্বান্ ভরতসন্তমাঃ ! ।

যথা বো নাত্র ভেদঃ স্ম্যাৎ সৰ্বেষাং দ্রৌপদীকৃতে ।

তথা কুরুত ভদ্রং বো যম চেৎ প্রিয়মিচ্ছথ ॥২৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা মহাত্মানো নারদেন মহর্ষিণা ।

সময়ং চক্রিরে রাজন্ ! তেহন্যোগ্রবশমাগতাঃ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

আদিত্যোতি । আদিত্যচরিতান্ সূর্যাদিহিতান্ । কশ্চনাপি জনঃ, তেজসা সূর্যাদ
দেবাত্মপ্রভয়া, ত্বাম্, সূদৃষ্টাং সমাগবলোকিতাম্, ন করিশ্যতি কৰ্ত্তুং ন শক্যতি । তাদৃশ-
তেজোলভ এব বরফলম্ ॥২৩॥

এবমিতি । আধায় ব্রহ্মণায়ত্নেন সংস্থাপ্য ইন্দ্রমেব ত্রিভুবনপতিং কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥২৪॥

এবমিতি । সহিতৌ সান্মিলিতৌ । সৰ্বার্থেষু সৰ্ববিষয়েষু একনিশ্চয়ো একমতো ॥২৫॥

তস্মাদিতি । বো যুস্মান্ । বো যুস্মাকম্ । ভদ্রং মঙ্গলমন্ত । ইন্দ্রমপি ঘটপদং পশুতুম্ ॥২৬॥

এবমিতি । মহাত্মানঃ পাণ্ডবাঃ । সময়ং নিয়মম্ । অন্যোগ্রবশমাগতাঃ পরম্পরাধীনাঃ

“তিলোত্তমা ! তুমি সূর্যালোকে বিচরণ করিবে ; কিন্তু সেখানেও কোন
লোকই তোমার তেজের প্রভাবে তোমাকে ভাল করিয়া দেখিতে সমর্থ হইবে
না” ॥২৩॥

ব্রহ্মা তিলোত্তমাকে এইরূপ বর দিয়া এবং ইন্দ্রকেই আবার ত্রিভুবনের রাজা
করিয়া ব্রহ্মলোকে চলিয়া গেলেন ॥২৪॥

এইভাবে সুন্দ ও উপসুন্দ সান্মিলিত এবং সমস্ত বিষয়ে একমত হইয়াও
তিলোত্তমার জন্তই পরস্পর ত্রুঙ্ক হইয়া পরস্পরকে বধ করিয়াছিল ॥২৫॥

অতএব ভারতশ্রেষ্ঠগণ ! আমি স্নেহবশতঃ তোমাদের সকলকেই বলিতেছি
যে, যাহাতে দ্রৌপদীর জন্ত তোমাদের সকলের মধ্যে ভেদ না ঘটে, তাহা কর
এবং যদি আমার প্রিয় কাৰ্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে তেমন উপায় কর :
তোমাদের মঙ্গল হইবে ॥২৬॥

সমকং তস্মৈ দেবর্ষে নারদস্ত্যামিতৌজসঃ ।

একৈকস্মৈ গৃহে কৃষা বসে দ্বর্ষমকস্ময়া ॥২৮॥ (যুগ্মকঃ)

দ্রৌপদ্যা নঃ সহাসীনান্যোন্ত্যং যোহভিদর্শয়েৎ ।

স নো দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ ॥২৯॥

কৃতে তু সময়ে তস্মিন্ পাণ্ডবৈর্ধাত্ত্যচারিভিঃ ।

নারদোহপ্যগমৎ প্রীত ইচ্ছং দেশং মহামুনিঃ ॥৩০॥

এবং তৈঃ সময়ঃ পূর্বং কৃতো নারদচোদিতৈঃ ।

ন চাভিগন্ত তে সো ব তদাযোন্তেন ভারত ! ॥৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াক্যামাদিপৰ্ব্বণি

বিভুরাগমনরাজ্যলাভে স্তন্দোপস্তন্দোপাখ্যানং নাম

পঞ্চাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩॥ ❁

ভারতকৌমুদী

একৈকস্মৈ পাণ্ডবস্ত্যচারিভিঃ । যুক্তকৈঃ ৩২ যুগ্মকৈরাচীনামৈকৈককৈঃ ৩৩ একবর্ষানানবর্ষপ্ৰব্ধনঃ সঙ্কেপাঃ
মেব সমানবর্ষে দ্রৌপদ্যা ভোগসমুত্তরং গতিসমুত্তরং জনকনিষ্ঠয়সৌকর্য্যাক্ত ॥২৭—২৮॥

দ্রৌপদ্যোতিঃ । যঃ পাণ্ডবঃ, দ্রৌপদ্যাঃ সহ, আসীনান্ একস্মৈ চ স্থিতান, নঃ অস্মান্ অপরাং
কৃতরঃ পাণ্ডবান্ চতুর্নামকৃতম্ পাণ্ডবর্ম্মিতি অর্থঃ, অকৃত্যঃ পরস্পরম্, অভিদর্শয়েৎ আখ্যানমিতি
শেষঃ স্বার্থে ইত্যং পাণ্ডুদিত্যং বা ; নঃ অস্মাকং মদো স পাণ্ডবঃ, ব্রহ্মচারী সন্, দ্বাদশ বর্ষাণি
যাবৎ বনে বসেৎ ॥২৯॥

কৃতে ইতি । সময়ে নিয়মে, তস্মিন্ স্থানে । প্রীত আদেশপালনং ॥৩০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহর্ষি নারদ এইরূপ বলিলেন, পরস্পর পরস্পরের
অধীন মহাত্মা পাণ্ডবগণ সেই দেবর্ষি নারদের সমক্ষেই একটী নিয়ম করিলেন যে,
'পাপশূদ্ধা দ্রৌপদী আমাদের এক এক জনের ঘরে এক এক বৎসর করিয়া বাস
করিবেন ॥২৭—২৮॥

কিন্তু আমাদের মতো যে কেহ দ্রৌপদীর সহিত বাস করিবার সময়ে অথবা যে
কেহ আসিয়া পরস্পর দেখা করিবেন, তিনি ব্রহ্মচারী থাকিয়া বার বৎসর পর্য্যন্ত
বনে বাস করিবেন' ॥২৯॥

দৈনন্দিক পাণ্ডবগণ সেইরূপ নিয়ম করিলে, মহামুনি নারদও সন্তুষ্ট হইয়া অতীষ্ট
স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৩০॥

(২৮) দ্বিতীয়ার্ধঃ কতিপয়পুস্তকে নাস্তি । * '...দশাধিক...', '...দ্বাদশাধিক...',
'...চতুর্দশাধিক...', '...ষাট্রিংশদধিক...' ইতি পাঠান্তরাণি ।

ষড়্বিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং তে সময়ং কৃৎস্না শুবসংস্তত্র পাণ্ডবাঃ ।
বশে শত্রুপ্রতাপেন কুর্ক্বন্তুগ্ৰ্যান্ মহীক্ষিতঃ ॥১॥
তেষাং মনুজসিংহানাং পঞ্চানামমিতৌজসাম্ ।
বভূব কৃষ্ণা সর্বেষাং পার্থানাং বশবর্তিনী ॥২॥
তে তস্মা তৈশ্চ সা বীরৈঃ পতিভিঃ সহ পঞ্চভিঃ ।
বভূব পরমপ্রীতা নাগৈরিব সরস্বতী ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সময়ো নিয়মঃ । নারদেন চোদিতৈঃ প্রণোদিতৈঃ ॥৩১॥
ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধাস্তবাগীশভট্টাচার্যাবিরচিতায়াং মহাভারতটীকায়াং
ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপর্বণি বিদুরাগমনরাজ্যলাভে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:—

এবমিতি । সময়ং নিয়মম্ । শত্রুপ্রতাপেন অগ্ৰ্যান্ মহীক্ষিতো রাজঃ বশে কুর্ক্বন্তি স্ম ॥১॥
তেষামিতি । পার্থানাং পাণ্ডবানাম্ । বশবর্তিনী তত্ত্বর্ষাবসরে ইতি ভাবঃ ॥২॥
ত ইতি । তে পাণ্ডবাঃ, তস্মা কৃষ্ণা, তৈঃ পাণ্ডবৈঃ, সা কৃষ্ণা চ । নাগৈর্হস্তিভিঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

ব্যখিতৌ কামেন ॥১১—১২॥ তেজসা অর্কবৎ পরদৃষ্টাভিভাবকত্বাৎ সূদৃষ্টাং সমাগদৃষ্টাং ন
করিশ্রুতি কশ্চিৎ ॥২৩—৩১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০॥

পাণ্ডবগণ নারদের প্রেরণায় এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের
মধ্যে তখন পরস্পর ভেদ ঘটে নাই ॥৩১॥

—:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে বাস
করিতে লাগিলেন এবং অন্ত্রবলে ক্রমশঃ অগ্ৰ্য্য রাজাকে বশীভূত করিতে
ধাকিলেন ॥১॥

আর, এক দ্রৌপদীই অসাধারণ তেজস্বী মনুষ্যশ্রেষ্ঠ সেই পঞ্চ পাণ্ডবের
বশবর্তিনী হইয়া চলিতে লাগিলেন ॥২॥

বৰ্ত্তমানেষু ধৰ্ম্মেণ পাণ্ডবেষু মহাত্মনঃ ।
 ব্যবৰ্দ্ধনং কুরবঃ সৰ্ব্বে হীনদোষাঃ সুখান্বিতাঃ ॥৪॥
 অথ দীৰ্ঘেণ কালেন ব্রাহ্মণস্য বিশাংপতে ! ।
 কশ্চচিৎস্বরা জহুঃ কেচিদগা নৃপসন্তম ! ॥৫॥
 ত্রিয়মাণে ধনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 আগম্য খাণ্ডবপ্রস্থমুদক্রোশং স পাণ্ডবান্ ॥৬॥
 ত্রিয়তে গোধনং ক্ষুদ্ৰৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ ।
 প্রসহ বোহু বিষয়াদভিধাবত পাণ্ডবাঃ ! ॥৭॥
 ব্রাহ্মণস্য প্রশান্তস্য হবির্ঘাতৈজ্ঞঃ প্রলুপ্যতে ।
 শার্দূলস্য গুহাং শূন্যং নীচঃ ক্রোষ্ঠাভিমর্দতি ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

বৰ্ত্তমানেষু ব্রাহ্মণে । ব্যবৰ্দ্ধনং ধনভণ্ডাদিনা বৃদ্ধিঃ প্রাপ্নুবন । কুরবাঃ দেশাঃ ॥৪॥

অথেতি । তস্মিন্ দত্তবঃ । গা গোধাননি ॥৫॥

ত্রিয়মাণ ইতি । উদক্রোশং উচ্চৈরাক্রোশনমকরোং ॥৬॥

ত্রিয়ত ইতি । ক্ষুদ্ৰৈর্নৃশংসভাষৈঃ । প্রসহ বলেন, বো যুদ্ধাকম্, বিষয়াদেশাং ॥৭॥

অপ্রস্তুতপ্রশংসালকারেণাত্মনো ভূতং প্রকটয়মাণং ব্রাহ্মণং ত্রিত্বৈঃ কটিকৈঃ, প্রশান্তস্য
 শমভুগাহিতস্য কমণীলভুতি যাবৎ, অতএব শাপেনাপি প্রতিবন্ধ্যঃ ন শক্যত ইতি ভাবঃ,
 ব্রাহ্মণস্য, হবির্ঘাতাদিকম্, প্রলুপ্যতে অপহৃত্যভ্যাশয়ঃ । তথা নীচঃ ক্রোষ্ঠা নৃপালঃ শূন্যং
 ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১—২॥ নাগৈর্গর্ভৈঃ । সর্বস্বতী বহুসংযুক্তা বনম্বলী, সা তি গর্ভৈঃ যুক্তা

সুতরাং পাণ্ডবগণও দ্রোপদীর ব্যবহারে পরম শ্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন,
 আবার হস্তিসমূহের ব্যবহারে সর্বস্বতী নদীর ত্রায় দ্রোপদীও সেই মহাবীর পঞ্চ
 স্বামীর ব্যবহারে পরম শ্রীতি লাভ করিতে থাকিলেন ॥৩॥

মহাত্মা পাণ্ডবেরা ধর্ম অনুসারে চলিতে লাগিলে, সমগ্র কুরুদেশই দুঃখহীন
 ও সুখী হইয়া সমৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল ॥৪॥

মহারাজ ! তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, একদিন কতকগুলি দম্ভা
 কোন ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিল ॥৫॥

সেই গোধন হরণ করিতে থাকিলে, সেই ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া
 পাণ্ডবগণের প্রতি উচ্চস্বরে আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৬॥

“পাণ্ডবগণ ! নীচাশয়, নৃশংসপ্রকৃতি ও অশিক্ষিত কতকগুলি লোক আজ
 আপনাদের দেশ হইতে বলপূর্ব্বক আমার গোধন হরণ করিতেছে ॥৭॥

অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণম্ ।
 তমাহঃ সৰ্বলোকস্ত সমগ্রং পাপচারিণম্ ॥৯॥
 ব্রাহ্মণস্যে হতে চৌরৈর্ধর্মার্থে চ বিলোপিতে ।
 রোক্ষয়মাণে চ ময়ি ক্রিয়তামন্ত্রধারণম্ ॥১০॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

রোক্ষয়মাণস্তাভ্যাসে ভৃগুং বিপ্রস্ত পাণ্ডবঃ ।
 তানি বাক্যানি শুশ্রাব কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১১॥

ভারতকো

কেনাপি কারণেন তচ্ছক্তিপ্রয়োগরহিতাম্, শাদ্দুলস্ত শুভাম্, অভিমদতি উৎপীড়য়তি । কাকেন
 হবিলোপে ব্রাহ্মণস্ত, শৃগালেণ শুভাভিমদনে শাদ্দুলস্ত চ যাদৃশঃ দুঃখম্, দম্ভ্যভিগোপনহরণেহপি
 মম তাদৃশমেব দুঃখমিতি ভাবঃ ॥৮॥

রাজা চাবশ্যমেবাস্ত প্রতীকারঃ কর্তব্য ইত্যাহ অরক্ষিতারমিতি । বলেকুর্মান্দাবুৎপন্ন-
 দ্রবাস্ত বড়্ভাগং ষষ্ঠমংশং হরতীতি তঃ তপাবিদমপি, প্রজানাং ধনমানদ্বোররক্ষিতারং তঃ
 সমগ্রং রাজানম্, সৰ্বলোকস্ত মধ্যে পাপচারিণমাহমুনয়ঃ ; বলিষড়্ভাগগ্রহণেহপি রক্ষণাকরণা-
 দিত্যাশয়ঃ ॥৯॥

তদত্র কিং কর্তব্যমিত্যাহ ব্রাহ্মণস্য ইতি । ধর্মার্থে ব্রাহ্মণস্ত স্যে ধনে, চৌরৈর্জঃ ও
 বিলোপিতে চ, ময়ি চ, রোক্ষয়মাণে তদ্রক্ষণার্থং ভৃগুং কুবতি সতি, তদ্রক্ষার্থমন্ত্রধারণা
 ক্রিয়তাম্ ॥১০॥

রোক্ষয়েতি । অভ্যাসে নিকটে, ভৃগুং রোক্ষয়মাণস্ত তদ্রক্ষণার্থং পুনঃ পুনরেব কুবতঃ ॥১১॥

ভারতভাবদীপঃ

অষ্টশ্চেতুমশকা, তয়া চ গজা বলিনঃ । এবং তে মিথো বুদ্ধিহেতব ইত্যর্থঃ ॥৩-৯॥ হস্ত

কাক, ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের যজ্ঞের হৃত প্রভৃতি নষ্ট করিতেছে এবং ক্ষুদ্র শৃগাল
 ব্যাঘ্রের শৃশু শুভায় উপদ্রব ঘটাইতেছে (ভাব টীকায় দ্রষ্টব্য) ॥৮॥

যে সকল রাজা প্রজাদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে কর (খাজনা) রূপে ষষ্ঠভাগ
 গ্রহণ করেন, অথচ তাহাদের ধন-মান রক্ষা করেন না : মুনিরা সেই সকল রাজাকে
 সমস্ত জগতের মধ্যেই প্রধান পাপী বলিয়া থাকেন ॥৯॥

ধর্মানুষ্ঠানের জন্ত রক্ষিত ব্রাহ্মণের ধন চোরে নিয়া নষ্ট করিতেছে, আমিও
 তাহার প্রতিকারের জন্ত আপনাকে ডাকিতেছি ; অতএব রাজা ! আপনি সত্বর
 অন্ত্রধারণ করুন ॥১০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রাহ্মণ নিকটে থাকিয়া বার বার ডাকিতেছিলেন, তাই
 অর্জুন সে কথাগুলি শুনিলেন ॥১১॥

(১)...ক্রিয়তাং হস্তধারণা, ক্রিয়তাং হস্তধারণম্ ।

শ্রোত্বৈব চ মহাবাহুর্মা ভৈরিত্যাহ তং দ্বিজম্ ।

আয়ুধানি চ যত্রাসন্ পাণ্ডবানাং মহাজ্ঞানাম্ ॥১২॥

কৃষ্ণয়া সহ তত্রাস্তে ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।

সম্প্রবেশায় চাশক্টো গমনায় চ পাণ্ডবঃ ॥১৩॥ (যুথকম্)

তস্য চার্ত্তস্য তৈর্ব্বাক্যৈশ্চোচ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।

আক্রন্দে তত্র কোন্ত্যশ্চিস্তস্যামাস দুঃখিতঃ ॥১৪॥

দ্বিয়মাণে ধনে তস্মিন্ ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ ।

অশ্রুপ্রমার্জ্জনং তস্য কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চয়ঃ ॥১৫॥

উপেক্ষপণজোহধর্ম্মঃ স্তমহান্ স্যাম্যহৌপতেঃ ।

যদস্য রুবতো ঘোরি ন করোম্যগ্ৰ রক্ষণম্ ॥১৬॥

অনাস্তিক্যক সর্ব্বেষামস্ম্যাকং স্যাদরক্ষণে ।

প্রতিষ্ঠিতক লোকেহস্মিন্ধর্ম্মশ্চৈব নো ভবেৎ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শ্রোত্বৈতি । মহাবাহুরর্জুনঃ । অশ্রুতঃ ত্রাদশসময়করণাং, গমনায় চারণতঃ শত্রু

হস্তভাং ॥১২—১৩॥

তত্রৈতি । চোচ্যমানঃ প্রণতমানঃ । আক্রন্দে আত্মানে । কোন্ত্যশ্চিস্তজনঃ ॥১৪॥

কিং চিস্ত্যামাসেত্যাহ মড়ম্বিকবিশততমোহধ্যায়ঃ । কর্ত্তব্যং গোবিন্দপ্রভানয়নেনৈতি ভাবঃ ॥১৫॥

উপেক্ষতি । উপেক্ষপণ্যপেক্ষাতঃ ভাবিত ইত্যুপেক্ষপণতঃ, অধর্ম্মঃ পাপম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

ধারণা ক্রিয়তাম্ অতয়ং দীর্ঘতামিতার্থঃ ॥১০—১১॥ উপেক্ষপণতঃ উপেক্ষাকৃতঃ অধর্ম্ম ইতি

শুনিয়াই তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন—‘ভয় করিবেন না’ । এদিকে যে ঘরে পাণ্ডবগণের অশ্রু ছিল, সেই ঘরে ত্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছিলেন । সুতরাং অর্জুন সে ঘরে ঢুকিতেও পারেন না, শূন্য হাতে যাইতেও পারেন না ॥১২—১৩॥

অথচ দুঃখিত ব্রাহ্মণের আত্মনাদে বার বার তিনি প্রণোদিত হইতে লাগিলেন । তাই অর্জুন সেই আত্মানের সময়ে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে থাকিলেন ॥১৪॥

‘দম্ভারা ধন লইয়া যাইতেছে, এ-অবস্থায় তাহা রক্ষা করিয়া এই শোচনীয় ব্রাহ্মণের অশ্রু মার্জন করা আমার অবশ্য কটব্য, ইহা নিশ্চয় ॥১৫॥

ব্রাহ্মণ দ্বারে থাকিয়া থাকিতেছেন, তথাপি আমি যদি আজ তাহার ধনরক্ষা না করি, তাহা হইলে উপেক্ষানিবন্ধন রাজার গুরুত্বরূপে পাপ হইবে ॥১৬॥

(১৭) অনাস্তিক্যক সর্ব্বেষামস্ম্যাকমপি রক্ষণে । প্রতিষ্ঠিতং...

অনাদৃত্য তু রাজানং গতে ময়ি ন সংশয়ঃ ।
 অজাতশত্রোন্পতের্ময়ি চৈবানৃতং ভবেৎ ॥১৮॥
 অনুপ্রবেশে রাজস্তু বনবাসো ভবেন্মম ।
 সৰ্ব্বমন্ত্ৰং পরিহৃতং ধৰ্ষণাত্ম মহীপতেঃ ॥১৯॥
 অধৰ্ম্মো বৈ মহানস্তু বনে বা মরণং মম ।
 শরীরস্ত বিনাশেন ধৰ্ম্ম এব বিশিষ্যতে ॥২০॥
 এবং বিনিশ্চিত্য ততঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।
 অনুপ্রবিষ্ট রাজানমাপুচ্ছ্য চ বিশাংপতে ! ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

মনেতি । অনাস্তিক্যম্ আস্তিক্যতাহানিঃ, প্রতিষ্ঠিতং স্তাদিত্যি সম্বন্ধঃ । নঃ অস্মাকম্ ॥১৭॥
 মনেতি । গতে অস্মিন্ গৃহে প্রবিষ্টে । অনৃতং প্রতিজ্ঞাতভাদিত্যি ভাবঃ ॥১৮॥
 অদ্বিত্যি । রাজো গৃহে । মহীপতেঃপুত্রিরন্ত, ধৰ্ষণাদবজ্ঞানং, অস্ত্ৰং সৰ্ব্বং বনবাসা-
 দিকম্, পরিহৃতং তুচ্ছম্ । অহুমতিমলক্ । তদগৃহপ্রবেশে যদবজ্ঞানং তদেব চিন্তনীয়মিতি
 ভাবঃ ॥১৯॥
 অধৰ্ম্ম ইতি । মহানধৰ্ম্মোহস্ত, রাজোহিবজ্ঞানাদিত্যাশয়ঃ ॥ বিশিষ্যতে গোরক্ষয়া ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

ছেদঃ ॥১৬॥ অনাস্তিক্যম্ আস্তিক্যভাবঃ রক্ষণে বিষয়ে প্রতিতিষ্ঠেত স্থিরঃ স্তাৎ, তেন চ
 নঃ অস্মাকমধৰ্ম্মং মহান্ ভবেৎ ॥১৭॥ রাজানং সম্বীকমাযুগাগারস্থং প্রতি ময়ি গতে সতি
 ॥১৮॥ অনুপ্রবেশে একস্মিন্ পুত্রিয়া সহ রমমাণে অস্ত্ৰস্ত তত্র গমনে । অস্ত্ৰং বনবাসাদিকং
 পরিহৃতং তুচ্ছম্, ধৰ্ষণং তু অধৰ্ম্মো মহানিতি সম্বন্ধঃ ॥১৯॥ বাশক ইবার্থে, যেন অধৰ্ম্মেণ

আর, উহার ধনরক্ষা না করিলে, আমাদের সকলেরই অনাস্তিক্যতা জগতে
 প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং অধৰ্ম্মও হইবে ॥১৭॥

তবে রাজাকে অগ্রাহ করিয়া আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলে, তাঁহার ও
 আমার মিথ্যাপ্রতিজ্ঞতার পাপ হইবে ॥১৮॥

এবং রাজার ঘরে প্রবেশ করিলে আমার বনবাসও হইবে । সে সমস্ত
 হয়, হউক । কেন না, এক রাজার অবজ্ঞা বাতীত আর সমস্তই আমি তুচ্ছ বলিয়া
 মনে করি ॥১৯॥

যাক্, রাজাকে অবজ্ঞা করায় আমার গুরুতর অধৰ্ম্ম হয়, হউক ; কিংবা
 বনে শরীর নষ্ট হওয়ায় আমার মৃত্যুই হউক ; তথাপি ধৰ্ম্মই আমার প্রধানভাবে
 রক্ষণীয় ॥২০॥

অর্জুন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, যুধিষ্ঠিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া,
 তাঁহার নিকট বাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, ধনুর্বাণ লইয়া, আনন্দিতচিত্তে

ধনুৰাদায় সংহৃষ্টৌ ব্রাহ্মণং প্রত্যভাষত ।
 ব্রাহ্মণাগম্যতাং শীঘ্রং যাবৎ পরধনৈষণিঃ ॥২২॥
 ন দূরে তে গতাঃ ক্ষুদ্রাস্তাবদগচ্ছাবহে সহ ।
 যাবন্নিবর্তয়াম্যগ্ৰ চৌরহস্তাক্ষনং তব ॥২৩॥ (বিশেষকম্)
 সোহনুসৃত্য মহাবাহুধনৌ বর্ম্যৌ রথী ধ্বজৌ ।
 শরৈর্বিধ্বস্ত্য তাংশ্চৌরানবজ্জিত্য চ তক্ষনম্ ॥-২॥
 ব্রাহ্মণস্বমুপাহৃত্য যশং প্রাপ্য চ পাণ্ডবঃ ।
 ততস্তদগোধনং পার্থো দত্ত্বা তস্মৈ দ্বিজাতয়ে ॥২৭॥
 আজগাম পুরং বীরঃ সব্যসাচী ধনঞ্জয়ঃ ।
 সোহভিবাগু গুরুন্ সৰ্বান্ সর্বৈশ্চাপ্যভিনন্দিতঃ ॥২৬॥
 ধর্মরাজমুবাচেদং ব্রতমাदिश मे प्रभो ! ।
 समयः समतिक्रास्तो भवसन्दर्शने मया ॥২৭॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । অপূচ্ছা—ব্রাহ্মণগোদনরক্ষার্থং গচ্ছামীতি পৃষ্ট্বা । হে ব্রাহ্মণ ! । পর-
 ধনৈষণৌরাঃ । গচ্ছাবহে ত্রকাহকাবাম্, সচ যুগপৎ । যাবদ্বিতি বাক্যালঙ্কারঃ ॥২১—২৩॥

স ইতি । সঃ অঙ্জনঃ । দমৌ দণ্ডমান, বর্ম্যৌ বক্ষ্যদারী, রথী রথাক্রীড়ঃ, ধ্বজৌ ধ্বজশালী
 চ সন্ । বিধ্বস্ত্য নিপীড়িতার্থঃ । ব্রাহ্মণস্ত যঃ গোদনম্ । অভিনন্দিতঃ প্রশংসিতঃ সন্ ।
 ব্রতং কৃতনিয়মলক্ষ্যনাং প্রায়শ্চিত্তম্ । সময়ঃ নারদসমক্ষে কৃতঃ স নিয়মঃ, সমতিক্রান্তো
 লজ্জিতঃ ॥২৪—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মম বনে মরণমিব ত্রাং স এয়াশ্ব যতোঃশ্বাদিব্রহ্মস্বরক্ষণজো দম্যঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥২০॥ অপূচ্ছা দণ্ড-
 ন্দাদায় ॥২১—২৪॥ সমুপাকৃত্য প্রশংসু, অপূরমাজগাম ইতি দ্বিতীয়েনাশ্রয়ঃ ॥২৫—২৭॥

আসিয়া, ব্রাহ্মণকে বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! শত্রু চলুন, যে পথাস্ত্র সেই ক্ষুদ্র চোর
 বেটার দূরে না যায়, তাহার মধ্যেই আমরা এক সঙ্গে যাই; যাইয়া সেই
 চোরবেটারের হাত হইতে আপনার ধন ফিরাইয়া আনি” ॥২১—২৩॥

মহাবাহু ও মহাবীর অঙ্জন ধনু ও বর্ম্য ধারণ করিয়া, ধ্বজশালী রথে
 আরোহণপূর্বক যথাস্থানে যাইয়া, বাণ দ্বারা চোরদিগকে নিপীড়ন করিয়া,
 সেই গোধন জয়পূর্বক ফিরাইয়া আনিয়া, যশ লাভ করিলেন; তৎপরে সেই
 ব্রাহ্মণের গোধন ব্রাহ্মণকে দিয়া রাজধানীতে আসিলেন; আসিয়া পর গুরু-
 জনবর্গকে অভিবাদন করিলে, তাঁহারাও তাঁহার প্রশংসা করিলেন । তৎপরে

বনবাসং গমিষ্যামি সময়ো হ্যেব নঃ কৃতঃ ।

ইত্যুক্তো ধর্মরাজস্ত্ব সহসা বাক্যমপ্রিয়ম্ ॥২৮॥

কথামিত্যব্রবীদ্রাচা শোকাক্তঃ সঙ্ক্‌মানয়া ।

যুধিষ্ঠিরো গুড়াকেশং ভ্রাতা ভ্রাতরমচ্যুতম্ ॥২৯॥ (যুগ্মকম্)

উবাচ দীনো রাজা চ ধনঞ্জয়মিদং বচঃ ।

প্রমাণমস্মি যদি তে মতঃ শৃণু বচোহনঘ ! ॥৩০॥

অনুপ্রবেশে যদ্বীর ! কৃতবাংস্ত্বং মমাপ্রিয়ম্ ।

সর্বং তদনুজ্ঞানামি ব্যলৌকং ন চ মে হৃদি ॥৩১॥

গুরোরনুপ্রবেশো হি নোপঘাতো যবীয়সঃ ।

যবীয়সোহনুপ্রবেশো জ্যেষ্ঠস্ত্রি বিধিলোপকঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বনেতি । সময়ো নিয়মঃ । নঃ অস্মাভিঃ । সঙ্ক্‌মানয়া রসনারাং লয়য়া গদগদং ত্যর্থঃ ।

গুড়াকেশং জিতনিদ্রম্ । অচ্যুতং ধর্মাদভষ্টম্ ॥২৮—২৯॥

উবাচেতি । দীনঃ কাতরঃ সন । প্রমাণং প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবদ্ধিস্ত্রি । মন্তো মম সকাশাৎ ॥৩০॥

অস্মিতি । ত্বৈয়বানুপ্রবেশে কৃতং সতি । ব্যলৌকমগ্রহং নাস্তি ॥৩১॥

গুরোরিতি । হি যস্মাৎ, গুরোর্জ্যেষ্ঠস্ত্রি গৃহে, অনুপ্রবেশঃ, যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্ত্রি, ন উপঘাতো

ভারতভাবদীপঃ

সময়ঃ অনুপ্রবেষ্টদীপশব্দবিকো বনবাসনিয়মঃ ॥২৮॥ সঙ্ক্‌মানয়া স্বলঙ্ঘ্য ॥২৯—৩০॥ অনু-

অর্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিলেন—“মহারাজ ! আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার আদেশ করুন । কারণ, আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি ॥২৮—২৯॥

অতএব আমি বনবাস করিবার জন্ত যাইব । কেন না, আমরা এইরূপ নিয়মই করিয়াছিলাম” । অর্জুন আসিয়া হঠাৎ এইরূপ অপ্রিয় কথা বলিলে, যুধিষ্ঠির শোকাক্ত হইয়া গদগদ বাক্যে নিজাবিজয়ী ধার্মিক ভ্রাতা অর্জুনকে বলিলেন—॥২৮—২৯॥

যুধিষ্ঠির কাতর হইয়াই অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—“অর্জুন ! আমি যদি তোমার বিশ্বাসের পাত্র হই, তবে তুমি আমার কথা শোন ॥৩০॥

বীর ! তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার যে অপ্রিয় আচরণ করিয়াছ, সে সমস্তই আমি অনুমোদন করিতেছি ; আমার মনেও কোন অসন্তোষ নাই ॥৩১॥

নিবর্তন মহাবাহো ! কুরুষ বচনং মম ।

নহি তে ধৰ্ম্মলোপোহস্তি ন চ মে ধৰ্ষণা কৃতা ॥৩৩॥

অৰ্জুন উবাচ ।

ন ব্যাঞ্জন চরেক্ষ্মমিতি মে ভবতঃ শ্রুতম্ ।

ন সত্যাব্ধিচলিষ্যামি সত্যেনাযুধমালভে ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সোহত্যনুজ্ঞাপ্য রাজানং ব্রহ্মচর্য্যায় দীক্ষিতঃ ।

বনে দ্বাদশ বর্ষাণি বাসায়োপজগাম হ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি

অৰ্জুনবনবাসেহৰ্জুনতীৰ্থযাত্রায়াং ষড়্বিক্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৬॥ †

ভারতকৌমুদী

ন কৃতনিয়মলঙ্ঘনম্, লঙ্ঘ্যঃ অতনকহাদিতি ভাবঃ । কিন্তু যবীয়সঃ কনিষ্ঠস্ত গৃহে, অতু-
প্রবেশঃ, জ্যেষ্ঠস্ত, বিধিলোপকো নিয়মবাসাভাভাভবতি, লঙ্ঘ্যঃ তনকহাদিত্যাশয়ঃ ॥৩৩॥

নীতি । নিবর্তন বনবাসোক্তমাদিতি শেষঃ । ধৰ্ষণা অবজ্ঞা ॥৩৩॥

নেতি । ব্যাঞ্জন ক্ষুণ্ণেন । মে মম । অলাভে প্ৰণামি ॥৩৪॥

স ইতি । সঃ অৰ্জুনঃ । রাজানং যুদিষ্ঠিরম্ । দীক্ষিতঃ প্রবৃত্তঃ ॥৩৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-ঐতরিন্যাসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি ভট্টাচার্য্যনিৰ্চিতায়াং মহাভারতটীকায়াং

ভারতকৌমুদী-সমাপ্তায়ামাদিপৰ্ব্বণি অৰ্জুনবনবাসে ষড়্বিক্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৬॥

ভারতভাবদীপঃ

জানামি ব্রাহ্মণাং যেন গৃহেইদং অঙ্গীকরামি, বালীকম্ অপ্রিয়ম্ ॥৩৩॥ উপদ্যোতাচলিষ্টঃ,
বিধিলোপকো দম্বয়ঃ ॥৩৩॥ ন চ তে হুয় ॥৩৩-৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠয়ে ভারতভাবদীপে ষড়্বিক্বিংশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৬॥

কারণ, জ্যেষ্ঠের ঘরে কনিষ্ঠ প্রবেশ করিলে, তাহাতে তাহার নিয়মলঙ্ঘন হয়
না ; কিন্তু কনিষ্ঠের ঘরে জ্যেষ্ঠ প্রবেশ করিলেই নিয়মলঙ্ঘন হয় ॥৩৩॥

অতএব অৰ্জুন ! তুমি নিবৃত্ত হও, আমার কথা রাখ । তোমার ধৰ্ম্মলোপ
হয় নাই, আমার অবজ্ঞাও কর নাই” ॥৩৩॥

অৰ্জুন বলিলেন—“মহারাজ ! ‘ছলপূৰ্ব্বক ধৰ্ম্মাচরণ করিবে না’ ইহা আমি
আপনার মুখেই শুনিয়াছি । সুতরাং আমি সত্য হইতে বিচলিত হইব না, এই
সত্য জানাইবার জন্যই আমি অন্তঃস্পর্শ করিতেছি” ॥৩৪॥

* ‘...একাদশাধিক...’, ‘...ত্রয়োদশাধিক’, ‘...পঞ্চদশাধিক...’, ‘...ষড়্বিক্বিংশ-
ধিক ’, ইতি পাঠভেদাঃ ।

সপ্তাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তং প্রয়াস্তং মহাবাহুং কৌরবাণাং যশস্করম্ ।
অনুজগ্মূর্মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥১॥
বেদবেদাঙ্গবিদ্বাংসস্তথৈবাব্যাত্মচিন্তকাঃ ।
ভৈক্ষাশ্চ ভগবদ্ভক্তাঃ সূতাঃ পৌরাণিকাশ্চ য়ে ॥২॥
কথকাশ্চাপরে রাজন্ ! শ্রমণাশ্চ বনৌকসঃ ।
দ্বিবাখ্যানানি য়ে চাপি পঠন্তি মধুরং দ্বিজাঃ ॥৩॥
এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ সহায়ৈঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
বৃতঃ শ্লোককথৈঃ প্রায়শ্চরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥৪॥ (বিশেষবম্)
রমণীয়ানি চিত্রাণি বনানি চ সরাংসি চ ।
সরিতঃ সাগরাংশ্চৈব দেশানপি চ ভারত ! ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

ভমিতি । অনুজগ্মুঃ সদালোচনার্থমেকাকিঙ্কনিবৃত্তার্থক্বেতি ভাবঃ ॥১॥

বেদেতি । অধ্যাত্মচিন্তকা ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ । ভৈক্ষা ভিক্ষাপঞ্জীবিনঃ, ভগবদ্ভক্তা বৈষ্ণবাঃ, সূতা বন্দিনঃ, পৌরাণিকাঃ পুরাণবেত্তারঃ, কথকাঃ পুরাণাদ্বিবাখ্যাতারঃ, শ্রমণা যতি-বিশেষাঃ, বনৌকসো বনবাসিনঃ । শ্লোকাঃ কোমলা কথা যেষাং তৈঃ । মরুদ্ভির্দেবৈর্গুণৈঃ বাসব ইন্দ্র ইব ॥২—৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তং প্রয়াস্তমিতি ॥১॥ ভৈক্ষাঃ ভিক্ষাজীবিনো যতয়ে ব্রহ্মচারিণশ্চ, “চৌক্ষাঃ” ইতি পাঠে চৌক্ষাঃ শুচয়ঃ ত এব চৌক্ষাঃ, “চাক্ষে গীতে শুচৌ দক্ষে তথা তীক্ষ্মনোজ্ঞয়োঃ” ইতি

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, অর্জুন যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া, ব্রহ্মচর্যে প্রবৃত্ত হইয়া বার বৎসর বনবাসের জন্ত প্রস্থান করিলেন ॥৩৫॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কুরুবংশের যশোবৃদ্ধিকারী মহাবীর অর্জুন প্রস্থান করিলে, বেদপারদর্শী মহাত্মা ব্রাহ্মণেরা তাহার অনুগমন করিলেন ॥১॥

বেদবিৎ, বেদাঙ্গবিৎ, ব্রহ্মজ্ঞ, ভিক্ষুক, বৈষ্ণব, স্ততিপাঠক, পৌরাণিক, কথক, জিতেন্দ্রিয়, বনবাসী এবং অলৌকিক উপাখ্যানপাঠক এই সকল সাধুলোক ও মধুরভাবী অজ্ঞাত বহুতর সহচরকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া অর্জুন, দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবদ্বাজের শ্রায় গমন করিতে লাগিলেন ॥২—৪॥

পুণ্যান্তপি চ তীর্থানি দদর্শ ভরতর্ষভঃ ।

স গঙ্গাধারমাসাগ্র নিবেশমকরোঃ প্রভুঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তত্র তস্থাস্থিতং কর্ম শৃণু ত্বং জনমেজয় ! ।

কৃতবান্ যদ্বিশুদ্ধাত্মা পাণ্ডুনাং প্রবরো হি সঃ ॥৭॥

নিবিষ্টে তত্র কোন্তেয়ে ব্রাহ্মণেষু চ ভারত ! ।

অগ্নিহোত্রাণি বিপ্রান্তে প্রাচুশ্চক্রুবনেকশঃ ॥৮॥

তেষু প্রবোধ্যমানেষু জ্বলিতেষু হতেষু চ ।

কৃতপুষ্পোপহারেষু তীরাস্তরগতেষু চ ॥৯॥

কৃতাভিষেকৈবিস্তৃষ্ণিনিয়তৈঃ সৎপথে স্থিতৈঃ ।

শুশুভেহতীব তদ্রাজন্ ! গঙ্গাধারং মহাত্মভিঃ ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

তথা পর্য্যাকূলে তস্মিন্ নিবেশে পাণ্ডবর্ষভঃ ।

অভিষেকায় কোন্তেয়ো গঙ্গামবততার হ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

রমণীয়ানিতি । চিত্রাণি আশ্রয়ানি । সঃ অজ্ঞানঃ । নিবেশমাশ্রমম্ ॥৫—৬॥

তত্রিতি । বিতৃষ্ণাত্মা নির্মলচিত্তঃ । পাণ্ডুনাং পাণ্ডবানাম্ । প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥৭॥

নিবিষ্ট ইতি । নিবিষ্টে স্থিতে । ব্রাহ্মণেষু চ নিবিষ্টেষু সংস্থ ॥৮॥

তেষু । প্রবোধ্যমানেষু মন্ত্রেঃ সদ্ধৃশ্যমাণেষু । কৃতঃ পুষ্পাণ্যুপহারঃ সমর্পণঃ যেষু

তেষু, তেজসা তীরাস্তরগতেষু চ সংস্থ । কৃতাভিষেকৈঃ স্নাতৈঃ, নিয়তৈস্তপোনিষ্ঠৈঃ ॥৯—১০॥

তথিতি । পর্য্যাকূলে সাদৃশ্যভিলাষে । নিবেশে আশ্রমে । অভিষেকায় রান্নায় ॥১১॥

তিনি যাইবার সময়ে মনোহর ও বিচিত্র বন, সরোবর, নদী, সাগর, দেশ ও পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন করিলেন; পরে গঙ্গাধারে যাইয়া আশ্রম নির্মাণ করিলেন ॥৫—৬॥

মহারাজ জনমেজয় ! নির্মলচিত্ত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অজ্ঞান সেই আশ্রমে থাকিয়া যে সকল অদ্বুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন ॥৭॥

অজ্ঞান ও ব্রাহ্মণগণ সেই আশ্রমে বাস করিতে থাকিলে, সেই ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ বহুতর অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন ॥৮॥

মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আগুন জ্বালা হইতে লাগিল, আগুন জ্বলিতে থাকিল, হোম হইতে লাগিল, অগ্নিকুণ্ডে পুষ্পনিক্ষেপ চলিতে থাকিল, তখন সেই সকল অগ্নির আলোক অপর তীরপর্য্যন্ত যাইতে লাগিল । স্নতরাং স্নাত, তপোনিষ্ঠ ও সৎপন্থিত সেই জ্ঞানী মহাত্মাদের দ্বারা সেই গঙ্গাধারটী অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিল ॥৯—১০॥

তত্রাভিষেকং কৃৎস্বা স তর্পয়িত্বা পিতামহান্ ।

উত্তিতীর্ষুর্জলাদ্রাজমগ্নিকার্য্যচিকীর্ষয়া ॥১২॥

অবকৃষ্টো মহাবাহুর্নাগরাজস্য কন্যয়া ।

অন্তর্জলে মহারাজ ! উলূপ্যা কাময়ানয়া ॥১৩॥

দদর্শ পাণ্ডবস্তত্র পাবকং হুসমাহিতঃ ।

কৌরব্যস্তাথ নাগস্য ভবনে পরমার্চিতে ॥১৪॥

তত্রাগ্নিকার্য্যং কৃতবান্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।

অশঙ্কমানেন হতস্তেনাতুগ্যকুতাশনঃ ॥১৫॥

অগ্নিকার্য্যং স কৃৎস্বা তু নাগরাজহুতাং তদা ।

প্রহসন্নিব কৌন্তেয় ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৬॥

ভারতকৌমুদী

তত্রৈতি । অভিষেকং স্নানম্ । পিতামহান্ পিতৃন্ । উত্তিতীর্ষুঃ উত্তরীতুমিচ্ছুঃ ॥১২॥

অবৈতি । অবকৃষ্টঃ অবকৃত্য নীতঃ । অন্তর্জলে জলাভাস্তরে । কাময়ানয়া কাম্যক্যা ॥১৩॥

দদর্শেতি । হুসমাহিতো হোমার্থঃ কৃতমনোযোগঃ । কৌরব্যস্ত তদাখ্যাত ॥১৪॥

তত্রৈতি । অশঙ্কমানেন নাগভবনেইপি স্বপ্রভাষাদেব নির্তয়েন ॥১৫॥

অগ্নীতি । অগ্নিকার্য্যং হোমম্ । নাগরাজহুতামূলপীম্ । কৌন্তেয়োহজ্জুনঃ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

মেদিনী । “চৌকা” ইত্যেব মুখ্যঃ পাঠঃ ॥২॥ শ্রমণা উচ্চরেতসো যতয়ো ব্রহ্মচারিণশ্চ
৥৩—১১॥ অগ্নিকার্য্যচিকীর্ষয়েতি পত্নীসান্নিধ্যাভাবেইপি প্রবসতা ঔপাসনহোমঃ কৰ্ত্তব্য
ইতি দর্শিতম্ ॥১২॥ অপকৃষ্টঃ অপনীতঃ, কাময়ানয়া তং পতিমিচ্ছন্ত্যা ॥১৩—১৪॥ অশঙ্কমানেন

সেই আশ্রমটী সাধুলোকে ব্যাপ্ত হইলে, একদা অজ্জুন স্নান করিবার জন্য
গঙ্গায় যাইয়া নামিলেন ॥১১॥

তিনি তাহাতে স্নান ও পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া হোম করিবার ইচ্ছায় জল
হইতে উঠিবার ইচ্ছা করিলেন ॥১২॥

এমন সময়ে কামাষ্ঠা উলূপীনাম্নী নাগকন্যা আসিয়া অজ্জুনকে জলের ভিতরে
আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল ॥১৩॥

অজ্জুন পরিকৃত ও পরিচ্ছন্ন সেই কৌরব্য-নাগ-ভবনে যাইয়া সমাহিতভাবে
অগ্নিহোত্রের অগ্নি দর্শন করিলেন ॥১৪॥

তখন তিনি সেই অগ্নিতেই হোম করিলেন । তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে হোম করায়
অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইলেন ॥১৫॥

অজ্জুন হোম সমাপ্ত করিয়া তখন হাসিতে হাসিতেই যেন উলূপীকে এই কথা
বলিলেন—॥১৬॥

কিমিদং সাহসং ভীৰু ! কৃতবত্যসি ভাবিনি ! ।

কশ্চায়াং হুভগো দেশঃ কা চ ত্বং কশ্চ বাজ্জজ্ঞা ॥১৭॥

উলূপ্যবাচ ।

ঐরাবতকূলে জাতঃ কৌরব্যো নাম পন্নগঃ ।

তস্মাশ্চি হুহিতা বীর ! উলূপী নাম পন্নগী ॥১৮॥

সাহং ত্বামভিহেকার্থমবতৌর্ণং সমুদ্রগাম্ ।

দৃষ্টৌ ব পুরুষব্যাহ্র ! কন্দর্পেণাশ্চি পীড়িতা ॥১৯॥

তাং মামনঙ্গমপিতাং ত্বংকৃতে কুরুনন্দন !

অনন্তাং নন্দয়স্বাণ্ড প্রদানেনাস্থনো রহঃ ॥২০॥

অর্জুন উবাচ ।

ভ্রূকচর্য্যমিদং ভদ্রে ! মম ষাদশবার্ষিকম্ ।

ধর্ম্মরাজেন নিদ্দিষ্টং নাহমশ্চি স্বয়ং বশঃ ॥ ১১ ॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । সাহসং মদানয়নরূপম্ । হে ভীৰু ! উত্তমাক্ষন ! । হুভগঃ হুভীকঃ ॥১৭॥

ঐরাবতেতি । ঐরাবতো নাম নাগস্তত্ত কূলে । পন্নগো নাগভাভীঃ ॥১৮॥

সেতি । অভিহেকার্থং স্নানার্থম্ । সমুদ্রগাং গঙ্গামবতৌর্ণং তামিতি সঙ্গঃ ॥১৯॥

তামিতি । ত্বংকৃতে তব নিমিত্তে, অনঙ্গমপিতাং কামেন পীড়িতাম্, ন সমুতঃ অস্ত্রঃ পতিষ্যন্তাম্, তাং মামন্ত, রহো নির্জনে, আস্থনঃ প্রদানেন রমণেন, নন্দয়স্ব । অত্র “অনন্তাম্” ইতাভিধানাং পূর্ব্বত্র “নাগরাজস্ত কন্যয়া” ইতি কস্তাপ্রদোপাধানাচ্চ কঠোবেয়মূল্যী । তেন চার্জ্জুনো বিধবামূল্যীং পরিণীতবানিতি প্রলপন্তো যং কেচিদিদং বিধবাবিবাহোদ্যতরণং প্রলপন্তি, তদপান্তম্ ॥২০॥

“সুন্দরি ! তুমি একরূপ সাহসের কাণ্ড্য করিলে কেন ? এই সুন্দর দেশটার নাম কি ? এবং তুমি কে ? কাঁহারই বা কন্যা ?” ॥১৭॥

উলূপী বলিল—“ঐরাবতবংশসমুত ‘কৌরবা’ নামে এক নাগ আছেন ; আমি তাঁহার কন্যা, আমার নাম—‘উলূপী’ ॥১৮॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আপনি স্নান করিবার জন্ত গঙ্গায় নামিয়াছিলেন, তখন আমি আপনাকে দেগিয়াই কামে পীড়িত হইয়াছি ॥১৯॥

হে কুরুনন্দন ! আপনাকে লক্ষ্য করিয়াই কামদেব আমাকে বাতনা দিতেছেন, অস্ত্র কেহ আমার পতিও হন নাই । সুতরাং আপনি এই নির্জন স্থানে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাকে আনন্দিত করুন” ॥২০॥

(১৮)....তস্মাশ্চি হুহিতা রাজন্... ১৯)....কন্দর্পেণাভিসূচ্ছিতা

(২১)....ধর্ম্মরাজেন চান্দিষ্টম্... ।

তব চাপি প্রিয়ং কৰ্ত্তুমিচ্ছামি জলচারিণি !
 অন্ততং নোক্তপূৰ্ণঞ্চ ময়া কিঞ্চন কৰ্হিচিৎ ॥২২॥
 কথঞ্চ নানৃতং তৎ স্ম্যন্তব চাপি প্রিয়ং ভবেৎ ।
 ন চ পীড়্যেত মে ধৰ্ম্মস্তথা কুরু ভুক্তব্রজে ! ॥২৩॥

উল্লুপ্যবাচ ।

জানাম্যহং পাণ্ডবেয় ! যথা চরসি মেদিনীম্ ।
 যথা চ তে ব্রহ্মচর্য্যমিদমাদিষ্টবান গুরুঃ ॥২৪॥
 পরম্পরং বর্ত্তমানান্ দ্রুপদস্তাত্মজাং প্রতি ।
 যো নোহনুপ্রবিশেন্মোহাৎ স বৈ দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

ব্রহ্মেতি । নির্দিষ্টং “স নো দ্বাদশ বর্ষাণি ব্রহ্মচারী বনে বসেৎ” ইতি পঞ্চভিরেব পূৰ্ণ-
 মুক্তদ্বাদ্বিত্তি ভাবঃ । স্বয়ং বশঃ স্বাধীনঃ ॥২১॥

তবেতি । প্রিয়ং রমণম্ । হে জলচারিণি ! প্রথমতস্তথৈব দর্শনাদিত্তি ভাবঃ ॥২২॥

কথমিতি । অনৃতং মিথ্যা, তৎ নিয়মকরণম্ । পীড়্যেত ত্বৎসঙ্গমারম্ভেৎ ॥২৩॥

জানামীতি । জানামি লক্ষ্যযোগপ্রভাবাদিত্তি ভাবঃ । অতএবাস্মাৎ পরদ্ব্যৰ্জ্জনায়
 বরতানম্ ॥২৪॥

পরম্পরমিতি । নঃ অস্মান্ অস্মাকং মধ্যে অগতমমিত্যর্থঃ, অনু লক্ষ্যীকৃত্য । বো

ভারতভাবদীপঃ

আপকৰ্ম্মনিশ্চয়বতা বিশ্বয়রহিতেন ॥১৫—১৮॥ সমুদ্রগাং গঙ্গাম্ ॥১৯॥ অনব্রতপিতাং
 কামেন পীড়িতাম্ ॥২০—২৩॥ জানাম্যহং পাণ্ডবেয়েত্যাদিনা স্বস্ত অতীজ্রিয়ং জানং দর্শয়ন্তী
 দ্রৌপদীনিমিত্তমেব তব ব্রহ্মচর্য্যং নাগত্ব ইত্যাহ ; অতএব অগ্রেইপি চিত্রাঙ্গদাহুভ-

অৰ্জুন বলিলেন—“ভদ্রে ! ধৰ্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বার বৎসর যাবৎ আমার এই
 ব্রহ্মচর্য্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । সুতরাং আমি ত স্বাধীন নহি ॥২১॥

অথচ আমি তোমার প্রীতিজনক কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি । কিন্তু পূৰ্বে
 কখনও আমি কোন মিথ্যা কথা বলি নাই ॥২২॥

নাগকণ্ঠে ! কি প্রকারে আমাদের সেই নিয়ম করাটা মিথ্যা না হয় এবং ধৰ্ম্ম
 নষ্ট না হয়, অথচ তোমার প্রিয় কার্য্য করা হয়, তেমন একটা উপদেশ দাও,
 দেখি” ॥২৩॥

উল্লুপী বলিল—“পাণ্ডুনন্দন ! আপনি যেভাবে পৃথিবী বিচরণ করিতেছেন
 এবং যেভাবে আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা আপনার উপরে এই ব্রহ্মচর্য্যের আদেশ
 দিয়াছেন, সে সমস্তই আমি জানি ॥২৪॥

আপনাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি দ্রৌপদীর সহিত এক ঘরে থাকিবার

বনে চরেদ্ব্রজচৰ্য্যামিতি বঃ সময়ঃ কৃতঃ ।

তদিদং দ্রৌপদীহেতোরন্যোন্তস্য প্রবাসনম্ ॥২৬॥

কৃতবাংস্তত্র ধৰ্ম্মার্থমত্র ধৰ্ম্মো ন দুশ্যতি ।

পরিভ্রাণঞ্চ কৰ্ত্তব্যমার্ত্তানাং পৃথুলোচন ! ॥২৭॥ (বিশেষকম্)

কুত্বা মম পরিভ্রাণং তব ধৰ্ম্মো ন লুপ্যতে ।

যদি বাপ্যস্ত ধৰ্ম্মস্ত সূক্ষ্মোহপি স্মাধ্যতিক্রমঃ ॥২৮॥

স চ তে ধৰ্ম্ম এব স্মাদ্ভব প্রাণান্ মমার্জ্জুন ! ।

ভক্তাঞ্চ ভক্ত মাং পার্থ ! সতামেতস্মাতং প্রভো ! ॥২৯॥

ন করিষ্যসি চেদেবং যুতাং মামুপধারয় ।

প্রাণদানাস্মহাবাহো ! চর ধৰ্ম্মমমুত্তমম্ ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

যুযাতিঃ, সময়ো নিয়মঃ । ইদং সমন্বয়করণম্, দ্রৌপদীহেতোরেব ন পুনরুক্ত্যামিনীহেতোঃ দ্রৌপদীবিষয়মেব তদব্রজচৰ্য্যামিতার্থঃ । অতএবাত্র ময়ি অন্তস্তাং কামিণাম্ । তেন চ পরত্র চিত্রাক্ষনাস্তভ্রয়োৱপি পরিণয়নমুপপত্ততে । হে পৃথুলোচন ! বিশালনয়ন ! ॥২৫—২৭॥

অথ তদব্রজচৰ্য্যাস্ত দ্রৌপদীমাত্রবিষয়কত্বকরনে কৃততন্নিয়মসংকোচঃ, তাদেশমশ্যাকমুদেস্তাক নাসীদিত্যাহ কুশেতি । অস্ত তন্নিয়মরক্ষাকল্পিতস্ত । ব্যতিক্রমো লক্ষ্যনম্ । তথা চ বাধ্যাক্র- কৃতনিয়মরক্ষাপেক্ষয়া প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষা গরীয়সীতি ভাবঃ ॥২৮॥

অতএবাহ স চেতি । তথা চ প্রাণরক্ষানিবন্ধনো গরীয়ান্ ধৰ্ম্মো নিয়মলক্ষ্যননিবন্ধনং লঘু পাপং নিয়ন্ অংশতঃ কীর্যমাণোহপি স্বরূপেণ তিষ্ঠতোবেতি ভাবঃ ॥২৯॥

অথ ব্রজচৰ্য্যারক্ষার্থং ত্বয়া সহ রমণমেব চেৎ করোমীত্যাহ নেতি । উপধারয় নিশ্চিত্ত । ত্বয়া চাক্রতে রমণে ধ্রুবমেবাহং মরিণ্যামিতি ভাবঃ । অমুত্তমং সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠম্ ॥৩০॥

সময়ে আপনাদের মধ্যে অপর যে কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ সেই ঘরে প্রবেশ করিবেন, তিনি বার বৎসর পর্য্যাস্ত বনে থাকিয়া ব্রজচৰ্য্য করিবেন ; এইরূপই আপনারা নিয়ম করিয়াছেন । সুতরাং ব্রজচারী থাকিয়া পরম্পরের বনবাস করার এই নিয়মটা আপনারা ধৰ্ম্মের জন্ত দ্রৌপদীর বিষয়েই করিয়াছেন । অতএব আমার সহিত রমণ করিলে আপনার ধৰ্ম্ম কলুষিত হইবে না । তা'র পর, পীড়িতের পরিভ্রাণ করাও ত কৰ্ত্তব্য ॥২৫—২৭॥

তা'র পর, আমার সহিত রমণ করায় যদিও এই ধৰ্ম্মের অন্ত্যমাত্রও ব্যতিক্রম হয়, তথাপি আমাকে রক্ষা করায় আপনার ধৰ্ম্ম নষ্ট হইবে না ॥২৮॥

অৰ্জ্জুন ! আমার প্রাণ রক্ষা করিলে, সেটা আপনার ধৰ্ম্মই হইবে । আর এক কথা, আমি আপনার ভক্ত ; সুতরাং আপনিও আমাকে ভজন করুন ; ইহা মাধুদিগের মত ॥২৯॥

শরণঞ্চ প্রপন্নাস্মি হ্যামদ্য পুরুষোত্তম ! ।

দীনাননাথান্ কৌন্তেয় ! পরিবক্ষসি নিত্যশঃ ॥৩১॥

সাহং শরণমভ্যেমি রোরবীমি চ দুঃখিতা ।

যাচে স্বাধাভিকামাহং তস্মাৎ কুরু মম প্রিয়ম্ ।

স ত্বমাত্মপ্রদানেন সকামাং কৰ্ত্তুমর্হসি ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত কৌন্তেয়ঃ পদ্মগেশ্বরকন্যায়া ।

কৃতবাংস্তত্থা সৰ্ব্বং ধৰ্ম্মমুদ্दिश्य कारणम् ॥৩৩॥

স নাগভবনে রাত্রিং তামুষ্ণিত্বা প্রতাপবান্ ।

উদিতৈহভ্যুখিতঃ সূর্য্যে কৌরব্যস্ত নিবেশনাৎ ॥৩৪॥

আগতস্ত পুনস্তত্র গঙ্গাঙ্গারং তয়া সহ ।

পরিত্যজ্য গতা সাধ্বী উল্লপী নিজমন্দিরম্ ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

শরণমিতি । প্রপন্না প্রাপ্তা । কথং শরণং প্রপন্নত্যা হ দীনানিত্যা দি ॥৩১॥

সেতি । অভ্যেমি প্রাপ্নোমি । রোরবীমি রমণার্থং পুনঃ পুন্য রোমি ব্রবীমি । অভি-
কামা সৰ্ব্বতঃ কামুকী । সকামাং সফলমনোরথাম্ । ষট্‌পাদোইয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

এবমিতি । সৰ্ব্বং সৰ্ব্বপ্রকারম্, তৎ রমণম্ । ধৰ্ম্মং কারণমেবোদ্दिश्य ন পুনঃ কামম্ ॥৩৩॥

স ইতি । সঃ অৰ্জুনঃ । অভ্যুখিতো রতিশয্যাৎ । কৌরব্যস্ত নাগস্ত, নিবেশনাত্তব-

পক্ষান্তরে আপনি ইহা না করিলে আমি মরিয়া যাইব ; আপনি ইহা নিশ্চয়
ধারণা করুন । সুতরাং আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া প্রধান ধৰ্ম্ম অৰ্জুন
করুন ॥৩০॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আজ আপনার শরণাগত হইয়াছি । কারণ, আপনি
সৰ্ব্বদাই দীন ও অনাধদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥৩১॥

আমি শরণাগত হইয়াছি, দুঃখিত হইয়া বার বার বলিতেছি এবং অত্যন্ত
কামাতুর হইয়া আপনাকে প্রার্থনা করিতেছি । অতএব আপনি আমার প্রিয়
কার্য্য করুন, আত্মসমর্পণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন ॥৩২॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উল্লপী এইরূপ বলিলে, অৰ্জুন ধৰ্ম্ম উদ্দেশ্য করিয়াই
উল্লপীর প্রার্থনা অনুসারে তাহার সহিত সৰ্ব্বপ্রকার রমণ করিলেন ॥৩৩॥

অৰ্জুন নাগরাজের বাড়ীতে থাকিয়াই সে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া
সূর্যোদয় হইলে গাত্ৰোত্থান করিয়া, উল্লপীর সহিত নাগরাজের বাড়ী হইতে
পুনরায় গঙ্গাঙ্গারে আগমন করিলেন । তখন উল্লপী অৰ্জুনকে এইরূপ বর

দত্তা বরমজ্জৈয়ন্তং জলে সৰ্ব্বত্র ভারত ! ।

সাধ্যা জলচরাঃ সৰ্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৩৯॥ (বিশেষকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি

অৰ্জুনবনবাসে উলপীসঙ্গে সপ্তাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

অষ্টাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

কথয়িত্বা চ তৎ সৰ্বং ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ভারতঃ ।

প্রযযৌ হিমবৎপার্ষং ততো বজ্রধরাশ্রুতঃ ॥১॥

অগস্ত্যবটমাসাগ্ৰ বশিষ্ঠস্ত চ পৰ্ব্বতম্ ।

ভৃগুতুঙ্গে চ কৌন্তেয়ঃ কৃতবান্ শৌচমাত্মনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

নাং । তয়া উলপা । পরিত্যজ্য মুনিগণমগো সংস্থাপা । সাধী । অনন্তভট্টকৃত্যং । সাধা
আয়ত্নাঃ ॥৩৪—৩৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহৰিদাসসিদ্ধাস্ববাসিনভট্টাচাৰ্য্যাবিৰচিতায়াং মৎস্যভাৰতটীকায়াং

ভারতকৌমুদী সমাপ্তায়ামাদিপৰ্ব্বণি অৰ্জুনবনবাসে সপ্তাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

কথয়িত্বৈতি । ক গতোহসীতি ভিজ্ঞাসায়াং তৎকথনমাবশ্যকম্ । বজ্রধরাশ্রুত ইন্দ্রপুত্রঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

অয়োঃ পাণিগ্রহণং সঙ্গচ্ছতে ॥২৪—৩৪॥ পরিত্যজ্য মুনিসমাভে তং বিশৃঙ্গা ॥৩৫—৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠে ভারতভাবদীপে সপ্তাদিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

—:~:—

দিল .যে, 'হে ভারতশ্রেষ্ঠ ! আপনি সমস্ত জলেই অজেয় হইবেন এবং সমস্ত
জলজন্তুই আপনার বশীভূত হইবে ; ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।' উলপী এইরূপ
বর দিয়া অৰ্জুনকে মুনিগণের মধ্যে রাখিয়া আপন ভবনে চলিয়া গেল ॥২৪—৩৬॥

~:~:~

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর, ইন্দ্রনন্দন অৰ্জুন ব্রাহ্মণগণের নিকটে সেই
সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া হিমালয়পৰ্ব্বতে গমন করিলেন ॥১॥

* '...বাদশাদিক...', '...চতুর্দশাদিক...', '...ষোড়শাদিক', '...চতুর্বিংশাদিক...',

ইতি পাঠান্তরাণি ।

প্রদদৌ গোসহস্রাণি হ্রবহুনি চ ভারত ! ।
 নিবেশাংশ্চ দ্বিজাতিভ্যঃ সোহদদং কুরুসত্তমঃ ॥৩॥
 হিরণ্যাবিন্দোস্তীর্থৈঃ চ স্নাত্বা পুরুষসত্তমঃ ।
 দৃষ্টবান্ পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥৪॥
 অবতীৰ্য্য নরশ্ৰেষ্ঠো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ! ।
 প্রাচীং দিশমভিপ্রেপ্সুর্জগাম ভরতর্ষভঃ ॥৫॥
 আনুপূর্ব্যেণ তীর্থানি দৃষ্টবান্ কুরুসত্তমঃ ।
 নদীকোংপলিনীং রম্যামরণ্যং নৈমিষং প্রতি ॥৬॥
 নন্দামপরনন্দাঞ্চ কৌশিকীঞ্চ যশস্বিনীম্ ।
 মহানদীং গয়াংকৈব গঙ্গার্মপি চ ভারত ! ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অগস্ত্যোতি । অগস্ত্যাবটাদীনী তীর্থানি । ভৃগুতুঙ্গে তুঙ্গনাথে । শৌচং শুদ্ধিম্ ॥২॥
 প্রদদাবিতি । নিবেশান্ ভবনানি তদ্বিশ্রামণোপযোগীনী ধনানীত্যর্থঃ ॥৩॥
 হিরণ্যোতি । তীর্থৈঃ স্নানসেবিতজলে, “নিপানাগময়োস্তীর্থমুদিতজলে গুরো”
 ইত্যমরঃ ॥৪॥

অবতি । অবতীৰ্য্য তিমালয়াদিতি শেষঃ । অভিপ্রেপ্সুর্নানা তীর্থানি প্রাপ্সুমিচ্ছঃ ॥৫॥
 আদ্বিতি । আনুপূর্ব্যেণ ক্রমেণ । উংপলিনীং নাম । নৈমিষমরণ্যং প্রতি নৈমিষা-
 রণ্যে । মহানদীং গয়াংকৈব কল্কনাদীং গঙ্গাঞ্চ । গয়াং তদাধ্যং তীর্থম্ ॥৬—৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কথয়িষ্যেতি ॥১॥ ভৃগুতুঙ্গে তুঙ্গনাথ ইতি প্রসিদ্ধে ॥২॥ নিবেশান্ গৃহাণি ॥৩ ৬॥
 তিনি অগস্ত্যাবট, বশিষ্ঠপর্বত এবং তুঙ্গনাথে উপস্থিত হইয়া আত্মশুদ্ধি
 করিলেন ॥২॥

এবং তিনি সেই সকল স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর গরু ও গৃহনিশ্রামণোপযোগী
 অনেক ধন দান করিলেন ॥৩॥

তাহার পর অর্জুন হিরণ্যাবিন্দুতীর্থৈঃ স্নান করিয়া বহুতর পবিত্র স্থান দর্শন
 করিলেন ॥৪॥

তৎপরে তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত হিমালয় হইতে অবতরণপূর্বক নানা তীর্থ-
 স্থানে ষাইবায় ইচ্ছা করিয়া পূর্বদিকে গমন করিলেন ॥৫॥

তাহার পর তিনি নৈমিষারণ্যে উংপলিনীনাদী মনোহর নদী, তৎপরে
 ক্রমশঃ নন্দা, অপরনন্দা, কৌশিকী, মহানদী কল্ক ও গঙ্গা এবং গয়াতীর্থ দর্শন
 করিলেন ॥৬—৭॥

এবং সর্বাণি তীর্থানি পশ্চমানস্তথাশ্রমান ।

আত্মনঃ পাবনং কুর্ক্সন্ ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ বহু ॥৮॥

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু যানি তীর্থানি কানিচিৎ ।

জগাম তানি সর্বাণি তীর্থান্ভায়তনানি চ ॥৯॥

দৃষ্ট্বা চ বিধিবদানি ধনঞ্চাপি দদৌ ততঃ ।

কলিঙ্গরাষ্ট্রদ্বারে তু ব্রাহ্মণাঃ পাণ্ডুবানুগাঃ ।

অভ্যনুজায় কোন্তেয়গুপাবর্তন্ত ভারত ! ॥১০॥

স তু তৈরভ্যনুজাতঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ।

সহায়ৈরহ্লকৈঃ শূরঃ প্রযযৌ যত্র সাগরঃ ॥১১॥

স কলিঙ্গানতিক্রম্য দেশান্ভায়তনানি চ ।

বনানি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণো যযৌ প্রভুঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

এবমিতি । পাবনং পবিত্রতাম্ । বহু ধনম্ ॥৮॥

অত্রিতি । ভায়তনানি দেবস্থানানি সিদ্ধাশ্রমাদীনি চ ॥৯॥

দৃষ্টেতি । অভ্যনুজায় অনুমতিঃ গৃহীত্বৈতাদৃশঃ । যটপদমিদং পদম্ ॥১০॥

স ইতি । তৈরনুগামিভিব্রাহ্মণৈঃ । প্রযযৌ যাতুঃ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥১১॥

স ইতি । কলিঙ্গানিতি “বহুবচনাদেঃ” ইত্যাদিনা বহুবচনম্ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

মহানলীঃ গয়াস্বামেব নলীম্ ॥৭-৯॥ রাষ্ট্রদ্বারেণ পূর্বতঃসন্ধিমার্গেণ, কলিঙ্গরাষ্ট্রাণাম্

এইভাবে অর্জুন সমস্ত তীর্থ এবং সমস্ত আশ্রম দর্শন করিয়া “নিজের পবিত্রতা সম্পাদনপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন ॥৮॥

তাহার পর, অঙ্গদেশ, বঙ্গদেশ ও কলিঙ্গদেশে যে কোন তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রমে তিনি গমন করিলেন ॥৯॥

যথাবিধানে তিনি সেই সমস্ত দর্শন করিয়া ধন বিতরণ করিলেন । তাহার পর তাহার অনুগামী ব্রাহ্মণেরা কলিঙ্গরাষ্ট্রের দ্বারদেশে তাহার অনুমতি লইয়া করিয়া গেলেন ॥১০॥

সেই ব্রাহ্মণগণের অনুমতিক্রমে অর্জুন অঙ্গসংখ্যক সহচর লইয়া সমুদ্র-সংগ্রহ দেশে যাইতে লাগিলেন ॥১১॥

তিনি কলিঙ্গদেশ এবং তত্রতা দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রমগুলি অতিক্রম করিয়া মনোহর বন দেখিতে দেখিতে চলিতে থাকিলেন ॥১২॥

(৮)....ব্রাহ্মণেভ্যো দদৌ চ গাঃ । (১২)....হৃদ্যাণি রমণীয়ানি ।

মহেন্দ্রপর্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরুপশোভিতম্ ।
 সমুদ্রতীরেণ শনৈর্মণিপূরং জগাম হ ॥১৩॥
 তত্র সৰ্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ।
 অভিগম্য মহাবাহুরভ্যগচ্ছন্নহীপতিম্ ॥১৪॥
 মণিপূরেশ্বরং রাজন্ ! ধৰ্ম্মজ্ঞং চিত্রবাহনম্ ।
 তস্মৈ চিত্রাঙ্গদা নাম দুহিতা চারুদৰ্শনা ॥১৫॥ (যুগ্মকম্)
 তাং দদৰ্শ পুরে তস্মিন্ বিচরন্তীং যদৃচ্ছয়া ।
 দৃষ্ট্বা চ তাং বরারোহাং চক্রে চৈত্রবাহনৌ ॥১৬॥
 অভিগম্য চ রাজানমবদৎ স্বং প্রয়োজনম্ ।
 দেহি মে খল্লিমাং রাজন্ ! ক্ষত্রিয়ায় মহাত্মনে ॥১৭॥
 তচ্ছ ত্বা ত্বত্রবীদ্রাজা কস্য পুত্রোহসি নাম কিম্ ।
 উবাচ তং পাণ্ডবোহং কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

মহেন্দ্রেতি । মণিপূরং তদাখ্যং দেশম্ ॥১৩॥

তদ্রেতি । অভিগম্য বিচর্য । চিত্রবাহনং নাম । দুহিতা আসীদিতি শেষঃ ॥১৪—১৫॥

তামিতি । যদৃচ্ছয়া ঈশ্বরেচ্ছয়া । চক্রে অভিল্লাস । উভয়ত্রাপি অর্জুন ইতি শেষঃ ।

চিত্রবাহনস্ত রাজাঃ অপত্যং ক্রীতি চৈত্রবাহনী তাম্ ॥১৬॥

অভীতি । মহান সংকুলোৎপন্নঃ প্রশস্ত আত্মা স্বরূপং যস্ত তস্মৈ ॥ ৭॥

ক্রমে তিনি তপস্বিগণে পরিশোভিত মহেন্দ্রপর্বত দর্শন করিয়া, সমুদ্রের তীর দিয়া ধীরে ধীরে মণিপূরে গমন করিলেন ॥১৩॥

এবং মণিপূরের সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র স্থানগুলিতে উপস্থিত হইয়া ক্রমে তিনি চিত্রবাহননামক মণিপূরের ধার্মিক রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন । সেই রাজার চিত্রাঙ্গদানাম্নী পরমসুন্দরী একটি কন্যা ছিল ॥১৪—১৫॥

সেই চিত্রাঙ্গদা সেই বাড়ীর ভিতরে বিচরণ করিতেছিল, এমন অবস্থায় ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে অর্জুন তাহাকে দেখিতে পাইলেন ; দেখিতে পাইয়াই তিনি তাহার প্রতি অভিলাষী হইলেন ॥১৬॥

তাহার পর অর্জুন রাজা চিত্রবাহনের নিকট যাইয়া নিজে আগমনের প্রয়োজন বলিলেন—“মহারাজ ! আমি ক্ষত্রিয় এবং সংকুলোৎপন্ন ; অতএব আমাকে আপনার এই কন্যাটী দান করুন” ॥১৭॥

(:৮) অর্থঃ শ্লোকঃ কৃতচিন্তাতি ।

তমুবাচাথ রাজা স সান্ত্বপূর্ব্বমিদং বচঃ ।

রাজা প্রভঞ্জনো নাম কুলেহস্মিন্ সম্ভূব হ ॥১৯॥

অপুত্রঃ প্রসবেনার্থী তপস্তপে স উত্তমম্ ।

উগ্রেণ তপসা তেন দেবদেবঃ পিনাকধৃক্ ॥২০॥

ঈশ্বরস্তোষিতঃ পার্থ ! মহাদেব উমাপতিঃ ।

স তস্মৈ ভগবান্ প্রাদাদেকৈকং প্রসবং কুলে ॥২১॥ (যুদ্ধকম্)

একৈকঃ প্রসবস্তস্মাস্তবত্যস্মিন্ কুলে সদা ।

তেষাং কুমারাঃ সর্ব্বেষাং পূর্ব্বেণাং মম জজিরে ॥২২॥

একা চ মম কন্যেয়ং কুলস্তোংপাদনৌ ভূশম্ ।

পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষবধ ! ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

তদ্বিত্তি । অথ পাণ্ডবোহপি কুন্তীপুত্রো মাদ্রীপুত্রো বেত্রাহ কুন্তীপুত্র ইতি । নহু
কুন্তীপুত্রোহপি তেষাং কতম ইত্যাহ মনজয় ইতি । অতঃ পরিকরোপলক্ষ্যঃ ॥১৯॥

তমিতি । স চিত্রবাহনঃ । সাংস্পৃশ্য মদুরতাস্তচনপুষ্ককম্ ॥২০॥

অপুত্র ইতি । প্রসবেন অপাতনঃ । “প্রসবঃ পুষ্ককলয়ারপাতঃ গভর্মোচিনে । উৎপাদে
চ—” ইতি হেমচন্দ্রঃ । একৈকমেতৈককস্তোত্রাথঃ, প্রসবমপতনম্ ॥২১—২২॥

একৈক ইতি । প্রসবোপতনম্ । কুমারাঃ পুত্রাঃ । পূর্ব্বেণাং পূর্ব্বপুরুষাণাম্ ॥২২॥

একেতি । মহাদেবস্ত বরদানবাক্যে প্রসবলক্ষণোপলক্ষিতস্ত চাপত্যাবাদকত্বাৎ অপত্য
চ কন্যাপুত্রোভয়রূপত্বাৎ কন্যা ভাতিত্যশয়ঃ । ভূশং ব্রহ্মমিত্যর্থঃ ॥২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

অনতিপ্রশস্তত্বাৎ উপাবর্ত্তস্ত পরাবৃত্তাঃ ॥১০—১৭॥ চিত্রবাহনো চিত্রবাহনস্ত তুষ্টিভরম্

তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন—“তুমি কাহার পুত্র ? তোমার নাম কি ?” ।

তখন অর্জুন কহিলেন—“আমি পাণ্ডব, কুন্তীর পুত্র ; আমার নাম মনজয়” ॥১৮॥

তাহার পর রাজা শাস্ত্রভাবে অর্জুনকে এই কথা বলিলেন—“এই বংশে প্রভঞ্জন
নামে এক রাজা ছিলেন ॥১৯॥

তিনি অপুত্রক বলিয়া সম্মানার্থী হইয়া গুরুতর তপস্তা করেন ; তাহার সেই
ভয়ঙ্কর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে এই বর দেন যে, ‘তোমাদের বংশে
এক এক পুরুষের এক একটা করিয়া সম্মান হইবে’ ॥২০—২১॥

সেই জন্মই বহুদিন যাবৎ এই বংশে এক একটা করিয়া সম্মান জন্মিয়া
আসিতেছে । তবে আমার সেই সকল পূর্ব্বপুরুষদিগের পুত্রই জন্মিয়াছিল ॥২২॥

কিন্তু আমার এই একটা কন্যা জন্মিয়াছে এবং এ-ই আমার বংশরক্ষা

পুত্রিকাহেতুবিধিনা সংজ্ঞিতা ভরতর্ষভ ! ।

তস্মাদেকঃ সূতো যোহস্মাৎ জায়তে ভারত ! ইয়া ॥২৪॥

এতচ্চক্ষুঃ ভবত্স্মাৎ কুলকৃদ্ভায়তামিহ ।

এতেন সময়েনমাং প্রতিগৃহীষ্য পাণ্ডব ! ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

স তথ্যেতি প্রতিজ্ঞায় তাং কন্যাং প্রতিগৃহ্য চ ।

উবাস নগরে তস্মিন্শিত্রঃ কুন্তীসুতঃ সমাঃ ॥২৬॥

তস্মাৎ সূতে সমুৎপন্নে পরিষজ্য বরাদ্ধনাম্ ।

আমস্ত্য নৃপতিং তন্তু জগাম পরিবর্তিতুম্ ॥২৭॥

ইতি ক্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াক্যাদিপর্বণি

অৰ্জুনবনবাসে চিত্রাঙ্গদাসংগ্রহেহষ্টাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥*

ভারতকৌমুদী

অথ পুত্র্যামপি কথং তে পুত্র ইতি ভাবনেত্যাং পুত্রিকৈতি । পুত্রিকাহেতুঃ পুত্রিকা-
পুত্রহেতুভূতো যো বিধিরমুষ্ঠানং তেন হেতুনা, সংজ্ঞিতা পুত্র ইতি সজ্ঞাতসংজ্ঞা । ইয়া
করণেন । স মম কুলকৃৎশকরো জায়তাম্, এতৎ শপথকরণমেব, অস্তাঃ পরিণয়ে তব শুকং
ভবতু । সময়েন শপথেন ॥২৪—২৫॥

স ইতি । স কুন্তীসুতোঃ স্ত্রীঃ । সমা বৎসরান্ ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

॥১—২৩॥ পুত্রিকাহেতুবিধিনা পুত্রহেতৌ পুত্রিকায়ামপি পুত্রশব্দপ্রয়োগবিধানাং লাক্ষণ্যঃ
জীবনমিতিবৎ, তথা চ লিঙ্গম্—“পুমাংস এব মে পুত্রা জায়েরন্” ইতি, তেন পুত্র্যপি পুত্র
সংজ্ঞিতা ॥২৪॥ শুকং মৌল্যম্, অতাপি পুত্রিকাপুত্রশ্রেণে রাজ্যমিতি দক্ষিণকেরলেষু আচারে
দৃষ্টতে ॥২৫॥ সমাঃ বর্ষাণি । “হিমা” ইতি পাঠেইপি হেমন্তক্রেমেণ স এবার্থো লক্ষ্যঃ
করিবে । সুতরাং ‘এইটাই আমার পুত্র’ এইরূপই আমার ধারণা চলিয়া
আসিতেছে ॥২৩॥

কারণ, আমি পুত্রিকাপুত্র করিবার বিধান অনুসারে যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়াছি ;
তাহাতে ইহারই ‘পুত্র’ সংজ্ঞা হইয়াছে । সুতরাং অৰ্জুন ! তোমার দ্বারা ইহার
গর্ভে যে একটি পুত্র জন্মিবে, সে আমারই বংশকর হইবে ; এইরূপ শপথ করাই
ইহার পাণিগ্রহণে তোমার শুক হউক এবং এই শপথ করিয়াই তুমি ইহাকে
গ্রহণ কর” ॥২৪—২৫॥

‘তাহাই হইবে’ এইরূপ শপথ করিয়া অৰ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিয়া তিন
বৎসর সেই রাজবাড়ীতে বাস করিলেন ॥২৬॥

(২৭) শ্লোকোহিহং সমস্তপুস্তক নাস্তি । * ‘...ত্রয়োদশাধিক’, ‘...পঞ্চদশাধিক’
‘সপ্তদশাধিক...’, ‘...পঞ্চত্রিংশাধিক...’, ইতি পাঠান্তরাণি ।

নবাবিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:০:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সমুদ্রে তীর্থানি দক্ষিণে ভরতর্ষভঃ ।

অভ্যগচ্ছৎ স্পৃগুণ্যানি শোভিতানি তপস্বিভিঃ ॥১॥

বর্জয়ন্তি স্ম তীর্থানি পঞ্চ তত্র তু তাপসাঃ ।

অবকৌর্ণানি যাত্যাসন্ পুরস্তাত্ তপস্বিভিঃ ॥২॥

অগস্ত্যতীর্থং সৌভদ্রং পৌলোমঞ্চ স্থপাবনম্ ।

কারকমং প্রসন্নঞ্চ হয়মেধফলঞ্চ তৎ ॥৩॥

ভারত্বাজস্য তীর্থস্থ পাপপ্রশমনং মহৎ ।

এতানি পঞ্চ তীর্থানি দদর্শ কুরুসত্তমঃ ॥৪॥ (যুথাকম্)

ভারতকৌমুদী

তত্ৰামিতি । বরাহনাং চিত্রাঙ্গদাম্ । পরিবহিতুং দেশান্তরেসু বিচরিতুম্ ॥২৭॥

২৭ ত মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিশাসনিকাস্বৰ্গীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াঃ মহাভারতটীকায়াঃ

ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্য্যনি অঙ্কনবনবাসেষ্ঠাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:০:—

৩৩ ইতি । দক্ষিণে সমুদ্রে তীর্থানীতি সঙ্কঃ । ভরতর্ষভোৎক্ৰমঃ ॥১॥

বর্জয়ন্তীতি । অবকৌর্ণানি বাপ্তানি । পুরস্তাৎ পূৰ্ণম্ ॥২॥

অগস্ত্যেতি । স্থপাবনমিত্যগস্ত্যতীর্থাদিনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্ । কারকমং তদাখ্য-

ভারতভাবদীপঃ

“পশ্চম ভা শতং হিমাঃ” ইতি বেদে প্রয়োগাচ্চ ॥২৬—২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্য্যনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অষ্টাদিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২০৮॥

তাহার পর, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্র জন্মিলে, অঙ্কন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া
এবং রাজার নিকট বিদায় লইয়া দেশভ্রমণের জন্ত চলিয়া গেলেন ॥২৭॥

—:০:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অঙ্কন দক্ষিণসমুদ্রবর্তী অতিপবিত্র এবং
তপস্বিপরিশোভিত তীর্থসমূহের দিকে গমন করিলেন ॥১॥

পূর্বে যে পাঁচটি তীর্থ তপস্বিগণে ব্যাপ্ত থাকিত, কিন্তু তৎকালে সে পাঁচটি
তীর্থকে তপস্বীরা বর্জন করিয়াছিলেন ॥২॥

অত্যন্ত পবিত্রতাজনক অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্রতীর্থ এবং পৌলোমতীর্থ ; আর

বিবিক্তান্যুপলক্ষ্যাত্তানি তীর্থানি পাণ্ডবঃ ।

দৃষ্ট্বা চ বর্জ্যমানানি মুনিভির্দ্বন্দ্বিভিঃ ॥৫॥

তপস্বিনস্ততোহপৃচ্ছৎ প্রাজ্ঞলিঃ কুরুনন্দনঃ ।

তীর্থানীমানি বর্জ্যন্তে কিমর্থং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬॥ (যুগ্মকম্)

তাপসা উচুঃ ।

গ্রাহাঃ পঞ্চ বসন্ত্যেযু হরন্তি চ তপোধনান্ ।

তত এতানি বর্জ্যন্তে তীর্থানি কুরুনন্দন ! ॥৭॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেষাং শ্রুত্বা মহাবাহুর্দ্বার্য্যমাণস্তপোধনৈঃ ।

জগাম তানি তীর্থানি দ্রষ্টুং পুরুষসত্তমঃ ॥৮॥

ততঃ সৌভদ্রমাসাগ্র মহর্বেস্তীর্থযুত্তমম্ ।

বিগাহ্য সহসা শূরঃ স্নানং চক্রে পরন্তপঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

চতুর্থং তীর্থম্ । প্রসন্নঃ নিম্মলজলম্, হৃদয়েবলম্ অশ্বমেধফলজনকম্ । এতদ্ব্যং কারকমন্ত বিশেষণম্ । ভারতাজং পঞ্চমং তীর্থম্ ॥৩—৪॥

বিবিক্তানীতি । বিবিক্তানি নিজানি । দ্বন্দ্বিভিঃ তীথেহপামৃতৌ পাপমিতি বিদিত্বা তদ্ব্যবত্তিমতিভিঃ । ব্রহ্মবাদিভির্বেদবক্তৃভিঃ ॥৫—৬॥

গ্রাহা ইতি । গ্রাহা জলজন্তবঃ, এষু পঞ্চমং তীর্থম্ । হরন্তি আকৃণ্ডা নয়ন্তি ॥৭॥

তেষামিতি । তেষাং তাপসানাং মুখ্যং ভলচরবৃত্তান্তং শ্রুত্বা ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥৯॥ পঞ্চ তীর্থানি আগস্তা-সৌভদ্র-পৌলম-কারকম-ভারতাজীয়াণি পঞ্চ নিম্মলজলসম্পন্ন এবং স্নানে অশ্বমেধফলজনক কারকমতীর্থ । আর মহাপাপনাশক ভারতাজতীর্থ, এই পাঁচটি তীর্থকে অর্জুন দর্শন করিলেন ॥৩—৪॥

তাহার পর তিনি সেই পাঁচটি তীর্থকেই নির্জন দেখিয়া এবং ধর্ম্মার্থী মুনিরা সেই পাঁচটি তীর্থকেই বর্জন করিতেছেন ইহা লক্ষ্য করিয়া, কৃতাজ্ঞলি হইয়া, তপস্বীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—“ব্রাহ্মবাদীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করিতেছেন কেন ?” ॥৫—৬॥

তপস্বীরা বলিলেন—“অর্জুন ! এই পাঁচটি তীর্থেই পাঁচটি জলজন্ত বাস করে এবং তাহারা তপস্বীগণকে হরণ করিয়া লইয়া যায় ; সেই জন্যই তপস্বীরা এই তীর্থগুলিকে বর্জন করিয়া থাকেন” ॥৭॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জুন তাহাদের মুখে সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাহারা বারণ করিতে থাকিলেও সেই তীর্থগুলি দেখিতে গেলেন ॥৮॥

অথ তং পুরুষবাত্মমস্তর্জলচরো মহান্
 জগ্রাহ চরণে গ্রাহঃ কৃত্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥১০॥
 স তমাদায় কৌন্তেয়ো বিষ্ণু রস্তুং জলেচরম্ ।
 উদতিষ্ঠন্ন্যহাবাহুবলেন বলিনাং বরঃ ॥১১॥
 উৎকৃষ্ট এব গ্রাহস্ত্রু সোহর্জুনেন যশস্বিনা ।
 বভূব নারী কল্যাণী সর্বাভরণভূমিতা ॥১২॥
 দীপ্যামানা ত্রিণা রাজন্ । দিব্যরূপা মনোরমা ।
 তদদ্ভুতং মহদদ্ভুতং কৃত্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩॥
 তাং ত্রিয়ং পরমপ্রীত উদং বচনমব্রবীৎ ।

কা বৈ ত্বমসি কল্যাণি ! কতো বাহসি জলেচরি ! ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সৌভদ্রং তদাখ্যাম্ মহাশয়ঃ সপক্ষি বিগাহ্য অবগাহ ॥২॥
 অথেতি । জলসাস্ত্রবস্তর্জলং তত্র চরতীতি সঃ । গ্রাহো জলজন্তুঃ ॥১০॥
 স ইতি । বিষ্ণুরস্তুং স্পন্দমানম্ । উদতিষ্ঠৎ তীর ইতি শেষঃ ॥১১॥
 উৎকৃষ্ট ইতি । উৎকৃষ্ট এব অকৃত্যোপরি নীত এব, গ্রাহো জলজন্তুঃ । ত্রিণা কান্ত্যা ।
 দিব্যরূপা স্বর্গীয়াকৃতিঃ । কতো বাহসি অগতেতি শেষঃ ॥১২—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তীর্থানি ॥২—৪॥ ধর্মবুদ্ধিঃ চরিত্রভঃ দেবঃ ত্রীণমাপ্যবিনাশ্য পশ্যতি ॥৫—১১॥ উৎকৃষ্ট
 এব উৎকৃষ্টমাত্রঃ ॥১২—১৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে নবাধিকবিশত-
 তমোহধ্যায়ঃ ॥২০০॥

তাহার পর তিনি সৌভদ্রনামক মহয়িত্তার্থে উপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্বক
 স্নান করিতে লাগিলেন ॥২॥

তখন জলচারী বিশাল একটা জন্তু আসিয়া অর্জুনের চরণ আক্রমণ
 করিল ॥১০॥

আক্রমণ করিবামাত্র মহাবল অর্জুন বলপূর্বক সেই জন্তুটাকে লইয়া উপরে
 উঠিলেন ; উঠিবার সময়ে সেই জন্তুটা লাফাইতেছিল ॥১১॥

উপরে তুলিবামাত্র সেই জন্তুটা পরমশুন্দরী একটা রমণী হইয়া গেল ; তাহার
 সমস্ত অঙ্গে অলঙ্কার ছিল এবং স্বর্গীয় আকৃতি ছিল, আর সে আপন কান্ধিতে
 আলোকিত ছিল । অর্জুন সেই গুরুতর আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত
 হইয়া সেই রমণীটাকে এই কথা বলিলেন—“কল্যাণি ! তুমি কে ? কোথা
 হইতেই বা এই জলের ভিতরে আসিয়াছিলে ? ॥১২—১৪॥

কিমর্থঞ্চ মহৎ পাপমিদং কৃতবতী পুরা ।

বর্গোবাচ ।

অপ্সরাশ্চি মহাবাহো ! দেবারণ্যবিহারিণী ॥১৫॥

ইষ্টা ধনপতের্নিত্যং বর্গা নাম মহাবল ! ।

মম সখ্যশ্চতশ্চোহন্যাঃ সর্বাঃ কামগমাঃ শুভাঃ ॥১৬॥

তাভিঃ সার্কং প্রয়াতাস্মি লোকপালনিবেশনম্ ।

ততঃ পশ্যামহে সর্বা ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ॥১৭॥

রূপবন্তমধীয়ানমেকমেকাস্ত্বেচারিণম্ ।

তস্মৈ বৈ তপসা রাজন্ ! তদ্বনং তেজসা বৃতম্ ॥১৮॥ (যুগ্মকম্)

আদিত্য ইব তং দেশং কুৎসং স হি ব্যভাসয়ৎ ।

তস্মৈ দৃষ্ট্বা তপস্তাদৃগ্ রূপকাঙ্ক্ষুতমুত্তমম্ ॥১৯॥

অবতীর্ণাঃ স্ম তং দেশং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া ।

অহঞ্চ সৌরভেয়ী চ সমীচী বৃদ্ধদা লতা ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

কিমর্থমিতি । ইদং জলাবস্থানদ্ব্যংগহেতুভূতম্ । দেবারণ্যেযু নন্দনাদিষু বিহারিণী ॥১৫॥

ইষ্টেতি । ইষ্টা দয়িতা, ধনপতেঃ কুবেরস্ত । কামগমা ইচ্ছানুসারেণ গমনশক্তাঃ ॥১৬॥

তাভিরিতি । লোকপালনিবেশনম্ ইন্দ্রভবনম্ । ততো লোকপালনিবেশনাৎ, প্রস্থান-
কাল ইতি শেষঃ । একমেকাকিনম্, একাস্ত্বেচারিণং তপোবনৈকদেশে বিद्यমানম্ ॥১৭—১৮॥

আদিত্য ইতি । ব্যভাসয়ৎ প্রকাশিতবান্ । অবতীর্ণা আকাশাদিতি শেষঃ ॥১৯—২০॥

কি জন্মই বা পূর্বে এই গুরুতর পাপ করিয়াছিলে ?” । বর্গা বলিল—“হে মহাবীর ! আমি দেবোত্তানবিহারিণী অপ্সরা ॥১৫॥

আমার নাম—‘বর্গা’, আমি চিরদিনই কুবেরের প্রিয়তমা । আমার আর চারিটা সখী আছে, তাহার সকলেও শুভলক্ষণা এবং স্বেচ্ছাগামিনী ॥১৬॥

আমি একদা সেই সখীদের সহিত ইন্দ্রপুরীতে গিয়াছিলাম, সে স্থান হইতে ফিরিবার সময়ে আমরা সকলেই দেখিলাম—নিষ্ঠাবান্ ও রূপবান্ একটা ব্রাহ্মণ তপোবনের একদিকে থাকিয়া একাকী বেদপাঠ করিতেছেন, তাহার তপোজনিত তেজে সেই বনটী ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে ॥১৭—১৮॥

এবং তিনি সূর্য্যের স্তায় আপন তেজে সম্পূর্ণ সেই স্থানটাকেই আলোকিত করিতেছেন । তখন আমি, সৌরভেয়ী, সমীচী, বৃদ্ধদা ও লতা—এই পাঁচ

যৌগপঞ্চে ন তং বিপ্রমভ্যগচ্ছাম ভারত ! ।

গায়ন্ত্যেহথ হসন্ত্যশ্চ লোভয়ন্ত্যশ্চ তং বিজম্ ॥২১॥

স চ নাস্মাস্থ কৃতবান্ মনো বীর ! কথঞ্চন ।

নাকম্পত মহাতেজাঃ স্থিতস্তপসি নির্মলে ॥২২॥

সোহশপৎ কুপিতোহস্মাস্থ ব্রাহ্মণঃ কত্রিয়র্ষভ ! ।

গ্রাহভূতা জলে যুয়ং চরিস্যথ শতং সমাঃ ॥২৩॥

ইতি শ্রী মহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি অৰ্জুন-
বনবাসে তীর্থগ্রাহবিমোচনে নবাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

যৌগেতি । যৌগপঞ্চে ন সাহচর্যেণ । লোভয়কাঃ কটাক্ষপাতাদিনা ॥২১॥

স ইতি । নাকম্পত কামপ্রাচুর্যভাবাদিতি ভাবঃ । নির্মলে পাপসম্পর্শশূদ্রে ॥২২॥

স ইতি । গ্রাহভূতা জলজন্তুভূতাঃ । সমা বৎসবান্ ॥২৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাণ্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিয়চিভায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি অৰ্জুনবনবাসে নবাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

জনেই তাঁহার তপস্বী এবং সেই জাতীয় উদ্ভম ও অন্তঃকরণ দেখিয়া আকাশ হইতে
সেই স্থানে নামিলাম ॥১৯—২০॥

এবং গান ও হাস্য করিতে থাকিয়া সেই ব্রাহ্মণকে লুপ্ত করিতে করিতে এক
সঙ্গেই তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥২১॥

কিন্তু অত্যন্ত তেজস্বী ও নির্দোষ তপস্বী নিরত সেই ব্রাহ্মণ কোন
প্রকারেই আমাদের উপরে মন সমর্পণ করিলেন না বা একটুও বিচলিত
হইলেন না ॥২২॥

পরন্তু তিনি আমাদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যে, ‘তোমরা
জলজন্তু হইয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত ভলে বিচরণ করিবে’ ॥২৩॥

—:~:—

* ‘...চতুর্দশাধিক...’, ‘...ষোড়শাধিক...’, ‘...অষ্টাদশাধিক...’, ‘...ষট্টিংশাধিক...’
ইতি পাঠান্তরানি ।

দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বর্গোবাচ ।

ততো বয়ং প্রব্যথিতাঃ সৰ্ব্বা ভারতসত্তম ! ।
 অযাম শরণং বিপ্রং তং তপোধনমচ্যুতম্ ॥১॥
 রূপেণ বয়সা চৈব কন্দর্পেণ চ দর্পিতাঃ ।
 অযুক্তং কৃতবত্যাঃ স্ম কস্তুমহঁসি নো দ্বিজ ! ॥২॥
 এষ এব বধোহস্মাকং স্পর্ধ্যাপ্তস্তপোধন ! ।
 যদ্বয়ং সংশিতাত্মানং প্রলোকুং স্বামিহাগতাঃ ॥৩॥
 অবধ্যাস্তু দ্বিয়ঃ সৃষ্টা মন্যন্তে ধর্ম্মচারিণঃ ।
 তস্মাক্ষর্ষণেণ বর্দ্ধ স্বং নাস্মান্ হিংসিতুমহঁসি ॥৪॥
 সর্বভূতেষু ধর্ম্মজ্ঞ ! মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ।
 সত্যো ভবতু কল্যাণ ! এষ বাদো মনৌষিণাম্ ॥৫॥

ভারতকোমুদা

তত ইতি । অযাম প্রাপ্তুম্ । হস্তস্তা উত্তমপুরুষবহুবচনম্ । অচ্যুতং ধর্ম্মাদভ্রষ্টম্ ॥১॥
 রূপেণেতি । দর্পিতা বয়ম্ । অযুক্তম্ অসঙ্গতম্ । নঃ অস্মান্ ॥২॥
 এষ ইতি । স্পর্ধ্যাপ্তঃ সর্কষণা যথেষ্টঃ । সংশিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্ ॥৩॥
 অবধ্যা ইতি । বর্দ্ধ বর্দ্ধয় । হিংসিতুং জলচরভক্ষস্পাদকশাপেন হন্তুম্ ॥৪॥
 সর্কেতি । সর্বভূতেষু সর্বপ্রাণিষু । মৈত্রো দয়ালুস্বায়িত্বম্ । বাদঃ প্রবাদঃ ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ততো বয়মিতি । অযাম গতবত্যাঃ ॥১—২॥ প্রলোকুং প্রলোভয়িতুম্ ॥৩॥ বর্দ্ধ বর্দ্ধয়

বর্গা বলিল—“হে ভারতবংশশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমরা সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সেই ধার্ম্মিক ও তপস্বী ব্রাহ্মণের শরণাগত হইলাম ॥১॥

(এক বলিলাম—) ব্রাহ্মণ ! আমরা রূপে, বয়সে ও কামে দর্পিত হইয়া অসঙ্গত কার্যা করিয়া বসিয়াছি ; সুতরাং আপনি আমাদের ক্রমা করুন ॥২॥

হে তপোধন ! ইহাই আমাদের যথেষ্ট বধ হইয়াছে যে, আমরা জিতেন্দ্রিয় আপনাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি ॥৩॥

ধার্ম্মিকেরা মনে করেন যে, বিধাতা জীলোকদিগকে অবধ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন । অতএব আপনি আমাদের বধ করিতে পারেন না ; ধর্ম্মানুসারেই আপনি বুদ্ধি লাভ করুন ॥৪॥

(৩)...অস্মাকং বয়ং প্রাপ্তস্তপোধন ! ।

শরণঞ্চ প্রপন্নানাং শিষ্টাঃ কুর্কস্তু পালনম্ ।

শরণং ত্বাং প্রপন্নাঃ স্মন্তস্মাত্বং ক্ষন্তুর্মহসি ॥৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণঃ শুভকর্ম্মকুৎ ।

প্রসাদং কৃতবান্ বীর ! রবিসোমসমপ্রভঃ ॥৭॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

শতং শতসহস্রঞ্চ সর্ব্বমক্ষয়্যবাচকম্ ।

পরিমাণং শতং ত্বৈতন্মেদমক্ষয়্যবাচকম্ ॥৮॥

যদা চ বো গ্রাহভূতা গৃহুতীঃ পুরুষান্ জলে ।

উৎকর্ষতি জলাতশ্চাৎ স্থলং পুরুষসত্তমঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

শরণমিতি । শিষ্টাঃ শাস্ত্রশাসনাধীনাঃ । ত্বক শিষ্ট এবিতি ভাবঃ ॥৬॥

এবমিতি । শুভকর্ম্মকুৎ পুণ্যকার্য্যকারী । প্রসাদম্ অপ্সরঃসুগ্রহম্ ॥৭॥

অথ প্রসাদচিকীর্ষয়া প্রথমং নিজশাপবাক্যস্থশতশব্দার্থং বিবৃণোতি—শতমিতি । শতং শতসহস্রঞ্চ ইত্যাদিকং সর্ব্বং পদম্, অক্ষয়্যবাচকম্ অগ্ন্য “পশ্চম শরণঃ শতম্” ইত্যাদি-
বন্ধিরূঢ়লক্ষণয়া আনন্ত্যবোধকম্ । তু কিন্তু, এতৎ—“গ্রাহভূতা জলে যুৎ চয়িত্ত্ব শতং সমাঃ”
ইতি পূর্ব্বোক্তমজ্ঞাপবাক্যস্থঃ শতং শতপদম্, পরিমাণং সংখ্যাবোধকম্, ন পুনরিত্যং শতপদম্,
অক্ষয়্যবাচকম্ আনন্ত্যবোধকম্, তপৈব সঙ্কেতাৎ তদ্বিচ্ছয়োচ্চারণিতত্বাচ্চ । এবঞ্চ কালত্র
নিবন্ধিতয়া বধতুল্যা এবায়মন্ত্যকং শাপ ইতি যুগ্মাভির্মানকিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৮॥

ভারতভাবদোপঃ

১৪। মৈত্রঃ সর্ব্বভূতসুহৃৎ এষ বাদো মৈত্রো ব্রাহ্মণ ইতাদৃশোষঃ ॥৫—৭॥ শতসহস্রাদয়ঃ শব্দা
অনন্তবাচকাঃ, ইহ তু শতশব্দঃ শতমেব বক্তব্যার্থঃ ॥৮॥ যদা চেতি । উৎকর্ষণমেব অবধিঃ ন
শতসংখ্যোতি ভাবঃ ॥৯—১০॥

ইতি শ্রীমহাভাগতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদোপে দশাধিকষিণততমো-
হধ্যায়ঃ ॥১০॥

হে ধর্ম্মজ্ঞ ! জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণ সকল প্রাণীরই বন্ধু । হে
নঙ্গলময় ! জ্ঞানিগণের এই প্রবাদটা সত্য হউক ॥৫॥

শিষ্ট লোকেরা শরণাগত লোকদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন । অতএব আমরা
আপনার শরণাগত হইয়াছি ; আপনি ক্ষমা করুন” ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অপ্সরারা এইরূপ বলিলে, ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যকার্য্যকারী
ও চন্দ্র-সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ প্রসন্ন হইলেন ॥৭॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন—“শত ও শতসহস্রপ্রভৃতি শব্দ অগ্ন্য আনন্ত্যবোধক হয়
বটে ; কিন্তু আমার শাপবাক্যের এই শতশব্দ সংখ্যাবোধক, সে আনন্ত্যবোধক
নহে ॥৮॥

তদা যুয়ং পুনঃ সৰ্ব্বাঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্বথ ।

অনৃতং নোক্তপূৰ্ব্বং মে হসতাপি কদাচন ॥১০॥ (যুয়ংকম্)

তানি সৰ্ব্বানি তীৰ্থানি ততঃ প্রভৃতি চৈব হ ।

নারীতীৰ্থানি নাম্নেহ ধ্যাতিং যাস্ত্যস্তি সৰ্ব্বশঃ ।

পুণ্যানি চ ভবিষ্যন্তি পাবনানি মনৌষিণাম্ ॥১১॥

বর্গোবাচ ।

ততোহভিবাণু তং বিপ্রং কৃষ্ণা চাপি প্রদক্ষিণম্ ।

অচিন্তয়ামোহপস্মতাস্তস্মাদেদশাং হৃদ্বুধিতাঃ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

অথ তত্রত্যশতপদস্ত সংখ্যাবোধকত্বেহপি তত্ৰাত্তিদৌৰ্ঘকালত্বাৎ প্রায়েণ বধ এবাসৌ শাপ ইতি নিয়তিশয়প্রসাদাশয়েন তং কালমপি সঙ্কোচয়তি—যদেতি । কিঞ্চ যঃ কোহপি পুরুষ-সত্তমঃ, গ্রাহভূতা জলজন্তুভূতাঃ, জলে পুঙ্খান গৃহ্তীঃ, বো যুয়ান্, যদা যস্মিন্নেব কালে অজ্ঞা বো বেত্যর্থঃ, তন্মাজ্জলাৎ, স্থলম্, উৎকথতি আকৃষ্ণা নয়তি, তদৈব যুয়ং সৰ্ব্বা এব, পুনঃ স্বং রূপম্, প্রতিপৎস্বথ লপ্যধে । অথ প্রসঙ্গ এবাসি চেষ্টদা শাপ এবাসৌ ন শ্রাদ্ধিতি ক্রহীত্যাহ—অনৃতমিতি । মে ময়া হসতাপি পরিহাসং কুরুতাপি সত্য, কদাচন, অনৃতং মিথ্যা, ন উক্ত-পূৰ্ব্বং পূৰ্ব্বং নোক্তম্ । এবঞ্চ তথোক্তৌ শাপোক্তিমিথ্যা শ্রাদ্ধিতি তথা ন বক্তৃ-মহীমীতি ভাবঃ ॥২—১০॥

কিঞ্চৈতচ্ছাপে শুভফলমপীত্যাহ—তানাত । তানি যুয়ান্তিগ্রাহভাবেনাধিষ্ঠিতানি । ততঃ প্রভৃতি যুয়ানধিষ্ঠানাবধি । নারীতীৰ্থানি ইতি নাম্না । বটপদামদং পঠম্ ॥১১॥

তত ইতি । অচিন্তয়ামসি স্তিতবত্যঃ, অপস্মতাঃ কিঞ্চিদুদয়ং গতাঃ সত্যঃ ॥১২॥

অতএব তোমরা জলজন্তু হইয়া জলে থাকিয়া লোকদিগকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে থাকিলে, যে কোন শ্রেষ্ঠ মানুষ যখনই তোমাদিগকে সেই জল হইতে স্থলে তুলিয়া লইয়া যাইবে তখনই তোমরা সকলে আবার আপন আপন রূপ লাভ করিবে ; কিন্তু আমি পূৰ্ব্বে কখনও পরিহাস করিবার সময়েও মিথ্যা কথা বলি নাই (সুতরাং সে শাপবাক্য মিথ্যা হউক একথা বলিতে পারিব না) ॥২—১০॥

তোমরা জলজন্তু হইয়া যাইয়া প্রবেশ করিলেই সেই সব কয়টা তীর্থ ‘নারীতীর্থ’ নামে সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং জ্ঞানিগণের পুণ্য ও পবিত্রতা জন্মাইবে” ॥১১॥

বর্গা বলিল—“তাহার পর আমরা সেই ব্রাহ্মণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সেই স্থান হইতে একটু দূরে আসিয়া, অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়া, চিন্তা করিলাম—॥১২॥

ক নু নাম বয়ং সৰ্ব্বাঃ কালেনাগ্নেন তং নরম্ ।
 সমাগচ্ছেম যো নস্তদ্রূপমাপাদয়েৎ পুনঃ ॥১৩॥
 তা বয়ং চিন্তয়িত্বৈব মুহূর্তাদিব ভারত ! ।
 দৃষ্টবত্যো মহাভাগং দেবষিমুত নারদম্ ॥১৪॥
 সম্প্রহৃষ্টাঃ স্ম তং দৃষ্ট্বা দেবষিমমিতদ্ব্যতিম্ ।
 অভিবাণ চ তং পার্থ ! স্থিতাঃ স্ম ব্রীড়িতাননাঃ ॥১৫॥
 স নোহপৃচ্ছদুঃখমূলমুক্তবত্যো বয়ঞ্চ তৎ ।
 শ্রুত্বা তত্র যথারুভমিদং বচনমব্রবৌ ॥১৬॥
 দক্ষিণে সাগরানুপে পঞ্চ তীর্থানি সন্তি বৈ ।
 পুণ্যানি রমণীয়ানি তানি গচ্ছত মা চিরম্ ॥১৭॥
 তত্রাপ্ত পুরুষব্যাত্রাঃ পাণ্ডবেয়ো ধনঞ্জয়ঃ ।
 মোক্ষয়িষ্যতি শুদ্ধাত্মা দুঃখাদশ্মান্ন সংশয়ঃ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

কিমচিন্ত্যাম ইত্যাহ—কেতি । সমাগচ্ছেম পভেমহি । তং পূৰ্ণং রূপম্ ॥১৩॥
 তা ইতি । মুহূর্তাদিব অত্যল্পকালং পরমেব । উতশলো হর্ষে ॥১৪॥
 সম্প্রহৃষ্টা ইতি । ব্রীড়িতাননা ব্রীড়য়া অধোবদনাঃ ॥১৫॥
 স ইতি । স নারদঃ, নঃ অশ্মান্ । দুঃখস্ত মূলং কারণম্ ॥১৬॥
 দক্ষিণ ইতি । সাগরস্ত অনুপে জলপ্রায়দেশে । “জলপ্রায়মনুপং স্মাৎ” ইত্যমরঃ ॥১৭॥
 তত্রোতি । শুদ্ধাত্মা নির্দোষচিন্তঃ । অশ্মান্ জলজন্তুহনিবন্ধনান্ ॥১৮॥

আমরা সকলে অল্পকালের মধ্যে সে মানুষকে কোথায় পাইব, যিনি আবার আমাদিগকে সেই রূপ ধারণ করাইয়া দিবেন ॥১৩॥

আমরা এইরূপ চিন্তা করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ মহাত্মা দেবষি নারদকে দেখিতে পাইলাম ॥১৪॥

তখন আমরা সেই অসাধারণ তেজস্বী দেবষি নারদকে দেখিয়া, অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম ॥১৫॥

তখন তিনি আমাদের দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরাও তাহা বলিলাম । তখন তিনি যথাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া এই কথা বলিলেন—॥১৬॥

“দক্ষিণসমুদ্রের উপকূলে মনোহর ও পবিত্র পাঁচটা তীর্থ আছে, তোমরা পাঁচ জনই সেই পঞ্চ তীর্থে গমন কর, বিলম্ব করিও না ॥১৭॥

সেখানে নির্মলচিন্ত ও পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডনন্দন অর্জুন সত্বরই তোমাদিগকে এই দুঃখ হইতে মুক্ত করিবেন ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই” ॥১৮॥

তস্য সৰ্বা বয়ং বীর ! শ্রদ্ধা বাক্যমিহাগতাঃ ।
 তদিদং সত্যমেবাত্ম মোক্ষিতাহং ত্রয়ানব ! ॥১৯॥
 এতাস্থ মম তাঃ সখ্যশ্চতশ্চেহিহা জলে স্থিতাঃ ।
 কুরু কৰ্ম্ম শুভং বীর ! এতাঃ শাপাবিমোচয় ॥২০॥
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তাঃ পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠঃ সৰ্বা এব বিশংপতে ! ।
 তস্মাচ্ছাপাদদীনাত্মা মোক্ষয়ামাস বীর্যবান্ ॥২১॥
 উথায় চ জলাভগ্নাং প্রতিলভ্য বপুঃ স্বকম্ ।
 তাস্তদাপ্সরসো রাজন্ ! অদৃশ্যন্ত যথা পুরা ॥২২॥
 তীর্থানি শোধয়িত্বা তু তথানুজ্ঞায় তাঃ প্রভুঃ ।
 চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রষ্টুং মণিপূরপুরং যযৌ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

উদ্ভেতি । তস্য নারদস্য । তদিদং নারদবাক্যম্ । যেনাহং ত্রয়া মোক্ষিতা ॥১৯॥

এতা ইতি । শুভং শাপমোচনরূপভজনকম্ । এতাস্থতস্য এব সখীঃ ॥২০॥

তত ইতি । অদীনাত্মা হৃষ্টচিন্তঃ । বীর্যবান্, অতএব পূৰ্ব্ববদেব মোক্ষয়ামাস ॥২১॥

উথ্যেতি । স্বকং স্বকায়ম্, বপুঃস্বয়ঃপরায়ম্ । অদৃশ্যন্ত লোকৈঃ ॥২২॥

তীর্থানীতি । শোধয়িত্বা গ্রাহমোচনেন নবিত্বানি কৃত্বা । অনুজ্ঞায় গন্তুম্ ॥২৩॥

“হে নিষ্পাপ বীর ! তাহার সেই কথা শুনিয়া আমরা সকলেই এখানে আসিয়াছিলাম । আজ নারদের সেই কথা সত্য হইয়াছে, আপনি আমাকে মুক্ত করিয়াছেন ॥১৯॥

কিন্তু আমার অপর সেই চারিটা সখীও এই জলে রহিয়াছে ; অতএব হে বীর ! আপনি শুভকার্য্য করুন, ইহাদিগকেও শাপ হইতে মুক্ত করুন” ॥২০॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠ বলবান্ অৰ্জুন হৃষ্টচিন্তে অপর অঙ্গরা কয়টিকেও সেই শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ॥২১॥

তখন সেই অঙ্গরারা সেই জল হইতে উঠিয়া আপন আপন শরীর লাভ করিয়া পূর্ব্বের মতই সকলের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥২২॥

অৰ্জুন এইভাবে সেই তীর্থগুলিকে নিরুপদ্রব করিয়া এবং অঙ্গরাদিগকে যাইবার অনুমতি দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার জন্ত পুনরায় মণিপূরে গেলেন ॥২৩॥

(২০)---অগ্না জলে প্রিতাঃ ।...বীর ! এতাঃ সৰ্বা বিমোক্ষয় ।

(২১)---তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো রাজন্ ! গোবর্ধনভিত্তোহগমৎ । ইতঃ পরং কচিদধ্যায়-
 লম্বাশ্চিঃ । উত্তং চৈতৎপর্যবর্তিনঃ শ্লোকান দৃষ্ট্বাশ্চৈ ।

তস্তামজ্ঞনয়ং পুত্রং রাজানং বক্রবাহনম্ ।
 তং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবো রাজন্ ! চিত্রবাহনমব্রবীৎ ॥২৪॥
 চিত্রাঙ্গদায়াঃ শুক্লং ত্বং গৃহাণ বক্রবাহনম্ ।
 অনেন চ ভবিষ্যামি ঋণান্মুক্তো নরাধিপ ! ॥২৫॥
 চিত্রাঙ্গদাং পুনর্বাক্যমব্রবীৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
 ইহৈব ভব ভদ্রং তে বর্কেথা বক্রবাহনম্ ॥২৬॥
 ইন্দ্রপ্রস্থনিবাসং মে ত্বং তত্রাগত্য রংস্থসি ।
 কুন্তীং যুধিষ্ঠিরং ভীমং ভ্রাতরৌ মে কনীয়সৌ ॥২৭॥
 আগত্য তত্র পশ্যেথা অন্যানপি চ বান্ধবান্ ।
 বান্ধবৈঃ সহিতা সর্বেবনন্দসে ভ্রমনিন্দিতে ! ॥২৮॥ (যুগ্মকম্)
 ধর্মো স্থিতঃ সত্যপ্রতিঃ কোত্তেয়োহথ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 জিত্বা তু পৃথিবীং নন্দাং রাজসূয়ং করিষ্যতি ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

উক্তামিতি । তস্তাং চিত্রাঙ্গদায়াং । রাজানমিতি ভাবিনি ভূতবহনচারঃ ॥২৪॥
 চিত্রেতি । চিত্রাঙ্গদারাস্তদগ্রহণস্তার্থঃ । ঋণাং ঋণরূপাং শপথাং ॥২৫॥
 চিত্রেতি । স্থিতা ভব । তে তব ভদ্রং মঙ্গলমঙ্গ । বর্কেথা বর্কেয়েঃ ॥২৬॥
 ইন্দ্রেতি । রংস্থসি বিহবিস্তাসি । কনীয়সৌ কনীয়াসৌ নকুলসহদেবৌ । তত্র ইন্দ্রপ্রস্থে ।
 নন্দসে আনন্দিস্তাসি ॥২৭—২৮॥
 ধর্ম ইতি । সত্যপ্রতিষথার্থে ধৈর্যশীলঃ । রাজসূয়ং তদাখ্যং মহাযজ্ঞম্ ॥২৯॥

সেখানে যাইয়া অর্জুন চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বক্রবাহননামে একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন এবং তাহাকে দেখিয়া রাজা চিত্রবাহনকে বলিলেন—॥২৪॥

“মহারাজ ! চিত্রাঙ্গদাকে গ্রহণ করিবার শুক্লরূপ এই বক্রবাহনকে গ্রহণ করুন ; ইহা দ্বারাই আমি আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইব” ॥২৫॥

অর্জুন আবার চিত্রাঙ্গদাকে বলিলেন—“ভদ্রে ! তুমি এইখানেই থাক, তোমার মঙ্গল হউক, বক্রবাহনকে বাড়াইতে থাক ॥২৬॥

পরে, আমাদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া আনন্দিত হইবে এবং সেখানে কুন্তী, যুধিষ্ঠির, ভীম, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল-সহদেব ও অগ্ন্যাত্ত বান্ধবগণকে দেখিতে পাইবে এবং সেই সকল বান্ধবগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে ॥২৭—২৮॥

মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্মপথেই রহিয়াছেন এবং তাঁহার ধৈর্য্যও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; সুতরাং তিনি পৃথিবী জয় করিয়া রাজসূর্যযজ্ঞ করিবেন ॥২৯॥

তত্রাগচ্ছন্তি রাজানঃ পৃথিব্যাং নৃপসংজ্ঞিতাঃ ।
 বহুনি রত্নান্যাদায় আগমিষ্যতি তে পিতা ॥৩০॥
 একসার্থং প্রয়াতাসি চিত্রবাহনসেবয়া ।
 দ্রক্ষ্যামি রাজসূয়ে ত্বাং পুত্রং পালয় মা শুচঃ ॥৩১॥
 বক্রবাহননাম্না তু মম প্রাণো বহিঃচরঃ ।
 তস্মাদ্তব পুত্রং বৈ পুরুষং বংশবর্দ্ধনম্ ॥৩২॥
 চিত্রবাহনদায়াদং ধৰ্ম্মাৎ পৌরবনন্দনম্ ।
 পাণ্ডবানাং প্রিয়ং পুত্রং তস্মাৎ পালয় সৰ্ব্বদা ॥৩৩॥
 বিপ্রয়োগেন সন্তাপং মা কৃথাস্তমনিন্দিতে ! ।
 চিত্রাঙ্গদামেবমুক্ত্বা গোকৰ্ণমভিতোহগমৎ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

ভক্তোতি । আগচ্ছন্তীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্তমানা । রাজশব্দস্ত কত্রিয়পরত্বাশঙ্ক্যাহ—
 নৃপেতি । নৃন পাস্তি বক্ষন্তীতি যোগাৎ কত্রিয়েতরেহপি নররক্ষকাঃ সন্তবন্তীতি রাজান
 ইত্যুক্তম্ ॥৩০॥

একেতি । সমানঃ অথো যজ্ঞদর্শনরূপং প্রয়োজনং যেবাং তে সার্থাঃ, একে একত্র
 মিলিতাঃ সার্থা যস্মিন্ কৰ্ম্মণি তদযথা তথা । চিত্রবাহনস্ত ত্বংপিতৃঃ সেবয়া আনুকূল্যেন ॥৩১॥

বল্লীতি । বক্রবাহননাম্না বিশিষ্টঃ । বহিঃচরো হৃদয়াহর্বিষভী । ভবন্ত পালয় ॥৩২॥

চিত্রোতি । চিত্রবাহনস্ত রাজ্ঞো দায়াদমুত্তরাধিকারিণম্ । ধৰ্ম্মাৎ পুত্রীতাপুত্রবজ্রায়াং ॥৩৩॥

সেই যজ্ঞে পৃথিবীর ক্ষত্রিয় নৃপতিরা বহুতর রত্ন লইয়া আগমন করিবেন এবং
 তোমার পিতাও যাইবেন ॥৩০॥

তখন তুমি তোমার পিতার আনুকূল্যে এক সঙ্গে সেখানে যাইবে ; সেই
 যজ্ঞেই আমি তোমাকে আবার দেখিব । তুমি পুত্রটিকে পালন করিতে থাক,
 শোক করিও না ॥৩১॥

এটী আমার বক্রবাহননামক বাহিরের প্রাণ এবং এই পুরুষটী বংশবর্দ্ধক ;
 সুতরাং তুমি এই পুত্রটিকে পালন করিতে থাক ॥৩২॥

এই পুত্রটী পুরুবংশের আনন্দজনক, পাণ্ডবগণের প্রিয়তম এবং ত্রায় অনুসারে
 মহারাজ চিত্রবাহনের উত্তরাধিকারী হইবে ; সুতরাং তুমি ইহাকে সৰ্ব্বদাই পালন
 করিবে ॥৩৩॥

আর, সুন্দরি । তুমি আমার বিরহে ছুঃখ করিও না ।” চিত্রাঙ্গদাকে এই-
 রূপ বলিয়া অজ্ঞান গোকৰ্ণতার্থের দিকে গমন করিলেন ; যে গোকৰ্ণতীর্থ

আত্মং পশুপতে: স্থানং দৰ্শনাদেব যুক্তিদম্ ।

যত্র পাপোহপি মনুজঃ প্রাপ্নোত্যভয়দং পদম্ ॥৩১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বাণি
অঙ্কনবনবাসেহঙ্কুনতীর্থযাত্রায়াং দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

একাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সোহপরান্তেষু তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ ।

সৰ্ব্বাণ্যেবানুপূৰ্ণ্যেণ জগামামিৰ্তবিক্রমঃ ॥১॥

সমুদ্রে পশ্চিমে যানি তীর্থান্যায়তনানি চ ।

তানি সৰ্ব্বাণি গত্বা স প্রভাসমুপজ্জান্ববান্ ॥২॥

প্রভাসদেশং সম্প্রাপ্তং বাভং হুমপরাঞ্জিতম্ ।

সুপুণ্যং রমণীয়ঞ্চ শুশ্রাব মধুসূদনঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদা

বিপ্রেতি । বিপ্র.র.গেব মন ১১৭.২৭ । গোচরী নাম তীব্রম্ । অ.ভ.ত. পক্ষীকৃত্য ।

গোকৰ্ণমেব বিশনষ্ট—স্বাত্ম.মাত । পতপতে: ১৭৬৩ । পাপ: পাপবানাপ ॥৩৪—৩৫॥

হতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিক্তবাসীশতট্টাচাৰ্য্যাবরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদাসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বাণি অঙ্কনবনবাসে দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

স ইতি । স: অঙ্কনঃ, অপরান্তেষু ভারতপশ্চিমদেশেষু । অহুপূৰ্ণ্যেণ ক্রমেণ ॥১॥

অপি চাহ—সমুদ্র ইতি । প্রভাসং তদাখ্যং তীর্থম্ ॥২॥

শিবের প্রথম অধিষ্ঠানস্থান, দৰ্শনমাত্রেই মুক্তি দান করে এবং যে তীর্থে পাপিষ্ঠ
লোকও অভয় পদ লাভ করে ॥৩৪—৩৫॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অনাধারবিক্রমণালা অঙ্কন ভারতবর্ষের পশ্চিম
প্রান্তের সমস্ত তীর্থ এবং সমস্ত পবিত্র স্থানগুলি ক্রমেণ বিচরণ করিলেন ॥১॥

এক তিনি পশ্চিম সমুদ্রে যে সকল তীর্থ ও দেবালয় আছে, তাহাতেও ভ্রমণ
করিয়া ক্রমে প্রভাসতীর্থে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥২॥

* ‘...পঞ্চদশাধিক...’, ‘...সপ্তদশাধিক...’, ‘...উনাবংশত্যাধিক...’ ‘...সপ্তত্রিংশ-
দধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ । (৩)...তীর্থান্তমুত্তরভক শুশ্রাব মধুসূদনঃ ।

ততোহভ্যগচ্ছৎ কৌন্তেয়ঃ সখায়ং তত্র মাধবঃ ।
 দদৃশাতে তদান্যোন্মং প্রভাসে কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ॥৪॥
 তাবন্যোন্মং সমাল্লিঙ্গ্য পৃষ্ঠ্ৱ। চ কুশলং বনে ।
 আন্তাং প্রিয়সখায়ৌ তৌ নরনারায়ণাবুবা ॥৫॥
 ততোহর্জুনং বাহুদেবস্তাং চর্য্যাং পর্য্যপৃচ্ছত ।
 কিমর্থং পাণ্ডবৈতানি তীর্থানুচরন্ত্যত ॥৬॥
 ততোহর্জুনো যথারুভং সর্বমাখ্যাতবাস্তদা ।
 প্রহ্লাদোবাচ চ বাৰ্হস্পেয় এবমেতদিতি প্রভুঃ ॥৭॥
 তৌ বিহত্য যথাকামং প্রভাসে কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ।
 মহীধরং রৈবতকং বাসায়ৈবাভিজগ্মতুঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

প্রভাসেতি । সুপুণ্যং যমগৌরবং প্রভাসদেশমিতি সম্বন্ধঃ । বীতংস্বমর্জুনম্ ॥৩॥
 তত ইতি । দদৃশাতে ইতি কথ্যবাতীহারে আত্মনেপদম্ ॥৪॥
 তাবতি । আন্তাং স্থিতৌ । নম্র কথং তাবন্তোত্তমানিষ্টবস্তাবিত্যাহ—প্রিয়েতি ॥৫॥
 তত ইতি । চর্য্যাং তীর্থবিচরণম্ । উত প্রপ্নে ॥৬॥
 তত ইতি । বাৰ্হস্পেয়ো বৃষ্ণিবংশীয়ঃ কৃষ্ণঃ । এবমেতং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥৭॥
 তাবতি । বিহত্য বিচগ্ম । রৈবতকং নাম মহীধরং পর্বতম্ ॥৮॥

তিনি, পরমপবিত্র ও মনোহর প্রভাসতীর্থে আসিয়াছেন, এই বৃত্তান্ত লোক-
 পরম্পরায় কৃষ্ণ শুনিতে পাইলেন ॥৩॥

তাহার পর, কৃষ্ণ সখা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন ;
 তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন সেই প্রভাসতীর্থে পরস্পর সাক্ষাৎ করিলেন ॥৪॥

পরে, তাঁহারা পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন করিয়া এক বনপ্রান্তে অবস্থান
 করিতে লাগিলেন । কেন না, তাঁহারা পূর্বজন্মে নর-নারায়ণ ঋষি এবং ইহজন্মে
 পরস্পর প্রিয় সখা ছিলেন ॥৫॥

তাহার পর কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট সেই তীর্থভ্রমণের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন যে,
 “অর্জুন ! কি জন্ত তুমি এই তীর্থভ্রমণ করিতেছ ?” ॥৬॥

তদনন্তর অর্জুন যথাবৎ বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলেন । তখন তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ
 বলিলেন যে, “এ তীর্থভ্রমণ তোমার সঙ্গত হইয়াছে” ॥৭॥

কৃষ্ণ ও অর্জুন ইচ্ছানুসারে প্রভাসতীর্থে বিচরণ করিয়া বাস করিবার জন্ত
 রৈবতকপর্বতে গমন করিলেন ॥৮॥

পূৰ্বমেব তু কৃষ্ণস্ত বচনান্তং মহীধরম্ ।
 পুরুষা মণ্ডয়াঞ্চকুরুপাজহুঃ চ ভোজনম্ ॥৯॥
 প্রতিগৃহ্যার্জুনঃ সৰ্বমুপভূজ্য চ পাণ্ডবঃ ।
 সৰ্হৈব বাস্তদেবেন দৃষ্টবান্ নটনৰ্ত্তকান্ ॥১০॥
 অভ্যনুজ্ঞায় তান্ সৰ্বানৰ্চয়িত্বা চ পাণ্ডবঃ ।
 সংকৃতং শয়নং দিব্যমভ্যগচ্ছন্নহামতিঃ ॥১১॥
 ততস্তত্র মহাবাহুঃ শয়ানঃ শয়নে শুভে ।
 তীৰ্থানাং পল্ললানাঞ্চ পৰ্বতানাঞ্চ দৰ্শনম্ ।
 আপগানাং বনানাঞ্চ কথয়ামাস সাত্বতে ॥১২॥
 এবং স কথয়মেব নিদ্রয়া জনমেজয় ! ।
 কোন্তেয়োহপহতস্তস্মিন্ শয়নে স্বৰ্গসন্নিভে ॥১৩॥
 মধুরৈগৈব গীতেন বীণাশব্দেন চৈব হ ।
 প্রবোধ্যমানো বুৰুধে স্থতিৰ্ভিৰ্গলৈস্তথা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পূৰ্বমিতি । পুরুষাঃ কৃষ্ণস্ত ভূত্যাঃ । ভূত্যা ত ইতি ভোজনং খাদ্যম্ ॥৯॥
 প্রতীতি । নটনৰ্ত্তকান্ তেষাং নৃত্যগীতাদিকম্, দৃষ্টবান্ শ্রুতবাংস্ত ॥১০॥
 অতীতি । অভ্যনুজ্ঞায় গচ্ছন্নহমতা । অৰ্চয়িত্বা প্রশংসা । সংকৃতং সুসজ্জিতম্ ॥১১॥
 তত ইতি । শয়নে শয়্যায়াম্ । পল্ললানাম্ অন্নসরসাম্ । আপগানাং নদীনাম্ । সাত্বতে
 কৃষ্ণে তং প্রতীত্যর্থঃ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১২॥

এবমিতি । কোন্তেয়োহৰ্জুনঃ । শয়নে শয়্যায়াম্, স্বৰ্গসন্নিভে স্বৰ্গীয়শয়্যাতুল্যায়াম্ ॥১৩॥

কৃষ্ণের আদেশ অনুসারে তাহার ভৃত্যেরা পূৰ্বেই রৈবতকপৰ্ব্বতটিকে
 সুশোভিত করিয়াছিল এবং খাওয়া আনিয়া রাখিয়াছিল ॥৯॥

অৰ্জুন সেই সমস্ত গ্রহণ ও ভোজন করিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া নট ও
 নৰ্ত্তকদিগের নৃত্য দৰ্শন এবং গীত শ্রবণ করিলেন ॥১০॥

তাহার পর অৰ্জুন তাহাদিগকে প্রশংসা করিয়া এবং যাইবার অনুমতি দিয়া
 সুসজ্জিত দিব্য শয়্যায় গমন করিলেন ॥১১॥

তৎপরে তিনি সেই দিব্য শয়্যায় শয়ন করিয়া—পূৰ্বে যে সকল তীৰ্থ, ক্ষুদ্র
 জলাশয়, পৰ্ব্বত, নদী ও বন দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের বৃত্তান্ত কৃষ্ণের নিকট
 বলিতে লাগিলেন ॥১২॥

মহারাজ জনমেজয় ! অৰ্জুন সেই দিব্য শয়্যায় শয়ন করিয়া ঐক্লপ বলিতে
 বলিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ॥১৩॥

স কৃত্তাবশ্যকার্য্যাণি বাঞ্ছয়েনাতিনন্দিতঃ ।

রথেন কাঞ্চনাস্তেন দ্বারকামভিজগ্মিবান্ ॥১৫॥

অলঙ্কৃত্য দ্বারকা তু বভূব জনমেজয় ! ।

কুন্তীপুত্রস্ত পূজার্থমপি নিকটকেষপি ॥১৬॥

দ্বিদৃক্ষবশচ কৌন্তেয়ঃ দ্বারকাবাসিনো জনাঃ ।

নরেন্দ্রমার্গমাজগ্মু স্তৃণং শতসহস্রশঃ ॥১৭॥

অবলোকেষু নারীগাং সহস্রাণি শতানি চ ।

ভোজরক্ষ্যক্ককানাঞ্চ সমবায়ো মহানভূৎ ॥১৮॥

স তথা সংকৃতঃ সর্বৈর্ভোজরক্ষ্যক্ককাস্ত্রজৈঃ ।

অভিবাঢ়্যভিবাঢ়্যাংশচ সর্বৈশ্চ প্রতিনন্দিতঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

মধুরেণেতি । প্রবোধ্যমানো জাগৰ্ধ্যমাণঃ, বৃবধে জাগরিতঃ, কৌন্তেয় ইত্যাক্ষকঃ ॥১৪॥

স ইতি । অবশ্যকার্য্যাণি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি : বাঞ্ছয়েন কৃষেন, অভিনন্দিত আদৃতঃ ॥১৫॥

অলঙ্কতেতি । নিকটকেষপি ন কেবলং রাজপথাংশু গৃহসমীপকৃত্তিমবনেষপি ॥১৬॥

দ্বিদৃক্ষব ইতি । দ্বিদৃক্ষবো ত্রুটমিচ্ছবঃ । উদয়প্রত্যয়স্ত নিষ্ঠাদিত্যাং কক্ষ্যণি দ্বিতীয়া ॥১৭॥

অবেতি । অবলোকেষু অর্জুনদর্শনবিষয়ে । সমবায়ঃ সমূহঃ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

স ইতি । অপরাহ্নেষু পশ্চিমসমুদ্রতীরেষু ॥১—১৪॥ কাঞ্চনাস্তেন স্বর্ণময়ধ্বজাদিমতা

॥১৫॥ নিকটকেষু গৃহায়ামেষপি অলঙ্কৃত্য কিমুত রাজমার্গাদিষু ॥১৬—২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্কণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে একাদশাধিক-

বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১১॥

তাহার পর, মধুর গীত, বীণাশব্দ এবং বৈতালিকগণের মঙ্গল স্তুতি দ্বারা জাগরিত হইলেন ॥১৪॥

অর্জুন সন্ধ্যাবন্দনপ্রভৃতি নিত্য কৰ্ম্ম সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণের আগ্রহে স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন ॥১৫॥

অর্জুনের প্রতি সম্মান দেখাইবার জন্য রাজপথ হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহের নিকটবর্তী কৃত্তিম বনটী পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বারকানগরী সুসজ্জিত করা হইয়াছিল ॥১৬॥

শত শত এবং সহস্র সহস্র দ্বারকাবাসী লোক অর্জুনকে দেখিবার জন্য সমস্ত আসিয়া রাজপথে উপস্থিত হইল ॥১৭॥

অর্জুনকে দেখিবার জন্য শত শত ও সহস্র সহস্র নারী এবং ভোজ, বৃক্ষ ও অঙ্ককবংশীয় পুরুষদিগের একটা বিশাল সম্মেলন হইল ॥১৮॥

(১৭) দ্বিদৃক্ষবচ কৌন্তেয়... ।

কুমারৈঃ সৰ্বশো বীরঃ সংকারেণাভিচোদিতঃ ।

সমানবয়সঃ সৰ্বানাল্লিঙ্গ্য স পুনঃ পুনঃ ॥২০॥

কৃষ্ণস্ত ভবনে রম্যো রত্নভোজ্যসমাহৃতে ।

উবাস সহ কৃষ্ণেন বহ্নীসুত্র শৰ্ব্ববীঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি অৰ্জ্জুন-
বনবাসেহৰ্জ্জুনদ্বারকাগমনে একদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

(১৬ । হৃতদ্বাহরণপৰ্ব ।)

দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ কতিপয়াহস্ত তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ ।

বৃক্ষ্যক্ষকানামভবদুঃসবো নৃপসত্তম ! ॥১॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সংকৃত আদৃতঃ । অভিবাণ্ণ্য নমস্তান্ ॥১০॥

কুমারৈরিতি । অভিচোদিতঃ বহুগৃহগমনায় প্রণোদিতঃ । শৰ্ব্ববী রাজীঃ ॥২০—২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি অৰ্জ্জুনবনবাসে একদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । কতিপয়াহস্ত অতিক্রমে সতীতি শেষঃ । বৃক্ষ্যাদয়ো বংশাঃ ॥১॥

ভোজ, বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয় সকলেই অৰ্জ্জুনের সম্মান করিল ; অৰ্জ্জুনও
নমস্তুদিগকে নমস্কার করিলেন ; তখন সেই নমস্তুগণও তাঁহাকে আশীৰ্বাদ
করিলেন ॥১০॥

কুমারগণ বিশেষ আদরের সহিত অৰ্জ্জুনকে আপন আপন ভবনে লইয়া
যাইবার জন্ত আগ্রহ করিতে লাগিল ; তখন অৰ্জ্জুন সমবয়স্ক সেই কুমারগণকে
বার বার আলিঙ্গন করিয়া, বহু রত্ন ও খাদ্যসম্পন্ন মনোহর কৃষ্ণভবনে যাইয়া, কৃষ্ণের
সহিত সেখানে অনেক দিন বাস করিলেন ॥২০—২১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! তাহার পর কয়েক দিন অতীত হইলে,
সেই রৈবতকপৰ্ব্বতে বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়গণের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইল ॥১॥

* ‘...ষোড়শাধিক...’, ‘...অষ্টাদশাধিক...’, ‘...বিংশত্যাধিক...’, ‘...অষ্টত্রিংশত্যাধিক...’

ইতি পাঠান্তরাণি ।

তত্র দানং দদুর্বারা ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ।
 ভোজ্যবৃক্ষ্যকাকৈশ্চব মহে তস্য গিরেন্দ্রদা ॥২॥
 প্রাসাদৈ রত্নচিহ্নৈশ্চ গিরেন্দ্রস্য সমন্ততঃ ।
 স দেশঃ শোভিতো রাজন্ ! কল্পরূক্ষৈশ্চ সর্বশঃ ॥৩॥
 বাদিত্রাণি চ তত্রান্যে বাদকাঃ সমবাদয়ন্ ।
 ননৃত্তূর্নর্তকৈশ্চব জগুর্গেয়ানি গায়নাঃ ॥৪॥
 অলঙ্কতাঃ কুমারাশ্চ বৃক্ষগীনাং স্রমহৌজসাম্ ।
 যানৈর্হাটকচিহ্নৈশ্চ চংচূর্যন্তে স্ম সর্বশঃ ॥৫॥
 পৌরাশ্চ পাদচারেণ যানৈরুচ্চাবচৈস্তথা ।
 সদারাঃ সান্নযাত্রাশ্চ শতশোহণ সহস্রশঃ ॥৬॥
 ততো হলধরঃ ক্ষীবো রৈবতীসহিতঃ প্রভুঃ ।
 অমুগম্যমানো গন্ধর্বেবরচরভদ্র ভারত ! ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

ভজ্রেতি । মহে বার্ষিকোৎসবে । “মহ উদ্ধন উৎসবঃ” ইত্যমরঃ ॥১॥
 প্রাসাদৈরুতি । রত্নৈশ্চিহ্নৈঃ । অশ্চর্য্যাকৈঃ । কল্পরূক্ষৈস্তদাকারৈঃ কৃত্রিমবৃক্ষৈঃ ॥২॥
 বাদিত্রাণীতি । গেয়ানি গানানি, গানং শিল্পমেষামিতি গায়নাঃ, “গৃঢ় চ” ইতি গৃঢ় ॥৩॥
 অলঙ্কতা ইতি । হাটকৈঃ নর্তকৈশ্চিহ্নৈঃ । চংচূর্যন্তে স্ম পুনঃ পুনর্বিচরন্তি স্ম ॥৪॥
 পৌরা ইতি । উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ । সান্নযাত্রাঃ সান্নচরাঃ । চংচূর্যন্তে স্মেত্যাহুর্কর্মঃ ॥৫॥
 তত ইতি । ক্ষীবো মন্তপানেন মন্তঃ, “মন্তে শৌণ্ডোৎকটক্ষীবাঃ” ইত্যমরঃ । রৈবত্যা
 তদাখ্যয়া ভার্য্যয়া সহিতঃ । তৃতীয়চরণে অক্ষরাধিক্যমার্যম্ । এবং পরত্রাপি ॥৭॥

ভোজ, বৃক্ষ ও অঙ্কবংশীয় বীরগণ রৈবতকপর্ব্বতের সেই উৎসবে সহস্র সহস্র
 ব্রাহ্মণকে নানাবিধ বস্তু দান করিতে লাগিলেন ॥২॥

মহারাজ ! রৈবতকপর্ব্বতের সকল দিকেই রত্নবিচিত্রীকৃত বহুতর অট্টালিকা
 এবং কৃত্রিম কল্পবৃক্ষ দ্বারা সে স্থানটী শোভিত হইয়াছিল ॥৩॥

সে স্থানে বাজ্ঞকারেরা বাজ্ঞ বাজ্ঞাইতেছিল, নর্তকেরা নৃত্য করিতেছিল এবং
 গাথকেরা গান করিতেছিল ॥৪॥

মহাবীর বৃক্ষবংশীয় কুমারেরা অলঙ্কৃত হইয়া স্বর্ণময় যানে আরোহণ করিয়া
 সকল দিকে বার বার বিচরণ করিতে লাগিল ॥৫॥

আর, শত শত এবং সহস্র সহস্র পুরবাসীরা ভার্য্যা ও অমুচরবর্গের সহিত
 মিলিত হইয়া পাদচারে এবং নানাবিধ যানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে
 থাকিল ॥৬॥

তথৈব রাজা বৃক্ষীনামুগ্রসেনঃ প্রতাপবান্ ।
 অমুগম্যমানো গন্ধর্বেষঃ দ্রৌসহস্রসহায়বান্ ॥৮॥
 রৌক্ষিণেয়শ্চ শাস্ত্রশ্চ ক্ষীবৌ সমরদুশ্মদৌ ।
 দিব্যমাল্যাস্বরধরৌ বিজহ্রাতেহমরাবিব ॥৯॥
 অক্রুরঃ সারণশ্চৈব গদো বক্রবিদূরথঃ ।
 নিশঠশ্চাৰুদেয়শ্চ পৃথুর্বিপৃথুরেব চ ॥১০॥
 সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব ভঙ্গকারমহারবৌ ।
 হার্দিক্য উদ্ধবশ্চৈব যে চান্দ্রে নানুকীৰ্ত্তিতাঃ ॥১১॥
 এতে পরিব্রতাঃ দ্রৌভির্গন্ধর্বেষশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ।
 তম্বেসবং রৈবতকে শোভয়াক্রুরে তদা ॥১২॥ (বিশেষকম্)
 চিত্রকৌতূহলে তস্মিন্ বর্তমানে মহাস্থিতে ।
 বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ সহিতৌ পরিজগ্মতুঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তথৈতি । তথৈব অচরদিতার্থঃ । উগ্রসেনো নাম ॥৮॥
 রৌক্ষিণেয় ইতি । রৌক্ষিণেয়ঃ প্রহ্মায়ঃ । ক্ষীবৌ মত্তপানেন মত্তৌ ॥৯॥
 অক্রুর ইতি । অক্রুরাদীনি নামানি । নানুকীৰ্ত্তিতা নামতিঃ । রৈবতকে পৰ্ব্বতে ॥১০—১২॥
 চিত্রেতি । চিত্রাণি নানাবিধানি কৌতূহলানি যত্র তস্মিন্ । সহিতৌ মিলিতৌ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি ॥১॥ গিরেরূহে পৰ্ব্বতদৈবত্যে উৎসবে ॥২—৪॥ চক্ৰদ্বায়ে দেবীপাত্রে ॥৫—৬॥

তাহার পর, বলরাম মত্তপানে মত্ত হইয়া, রেবতীকে সঙ্গে লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ; গন্ধর্বেষরাও তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে থাকিল ॥৭॥

প্রতাপশালী বৃষ্ণিরাজ উগ্রসেন বহুতর দ্রৌ সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ; তাঁহার পিছনেও গন্ধর্বেষরা বিচরণ করিতে লাগিল ॥৮॥

যুদ্ধহর্ষ প্রহ্মায় ও শাস্ত্র মত্তপানে মত্ত হইয়া, দিব্য মাল্য ও বস্ত্র পরিধান করিয়া, দুইটী দেবতার দ্বায় বিচরণ করিতে থাকিলেন ॥৯॥

অক্রুর, সারণ, গদ, বক্র, বিদূরথ, নিশঠ, চারুদেয়, পৃথু, বিপৃথু, সত্যক, সাত্যকি, ভঙ্গকার, মহারব, হার্দিক্য ও উদ্ধব—ইহারা এক অগ্ৰাণ্ড অনেক লোক দ্রৌগণ ও গন্ধর্বেষণে পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ভাবে রৈবতকপৰ্ব্বতে সেই উৎসবটাকে শোভিত করিলেন ॥১০—১২॥

সেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য উৎসব চলিতে থাকিলে এক তাহার মধ্যে নানাধি

তত্র চংক্রম্যমাণো ভৌ বনুদেবহুতাং শুভাম্ ।
 অলঙ্কৃতাং সখীমধ্যে ভদ্রাং দদৃশুস্তদা ॥১৪॥
 দৃষ্টৌ ব তামৰ্জ্জুনশ্চ কন্দৰ্পঃ সমজায়ত ।
 তং তদৈকাগ্রমনসং কৃষ্ণঃ পার্থমলক্ষয়ৎ ॥১৫॥
 অত্রবীৎ পুরুষব্যাত্তঃ প্রহসন্নিব ভারত ! ।
 বনেচরশ্চ কিমিদং কামেনালোভ্যতে মনঃ ॥১৬॥
 মমৈষা ভগিনী পার্থ ! সারণশ্চ সহোদরা ।
 শূভদ্রা নাম ভদ্রং তে পিতুর্মে দয়িতা শূতা ।
 যদি তে বর্ততে বুদ্ধিবক্ষ্যামি পিতরং স্বয়ম্ ॥১৭॥
 অৰ্জ্জুন উবাচ ।

হুহিতা বনুদেবশ্চ বানুদেবশ্চ চ স্বসা ।
 রূপেণ চৈব সম্পন্না কমিবৈষা ন মোহয়েৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

ভদ্রেতি । চংক্রম্যমাণো ভৃশং পাদক্ষেপং কুৰ্জ্জাণো, ভৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ॥১৪॥
 দৃষ্টৌতি । কন্দৰ্পঃ কামঃ । একাগ্রমনসং সঙ্কল্পরতিমহুভবস্তমিত্যর্থঃ ॥১৫॥
 অত্রবীদিতি । পুরুষব্যাত্তঃ কৃষ্ণঃ । বনেচরশ্চ নিস্পৃহশ্চ বনবাসিনঃ ॥১৬॥
 মমেতি । তে তব, ভদ্রং যোগ্যত্ম্যজলময়ী । ষট্‌পাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৭॥
 হুহিতেতি । এষা কমিব জনং ন মোহয়েৎ, অপি তু সৰ্বমেবেত্যর্থঃ ॥১৮॥

কৌতুক ব্যাপার হইতে লাগিলে কৃষ্ণ ও অৰ্জ্জুন মিলিত হইয়া সকল দিকে
 বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহারা সেখানে বিচরণ করিতে থাকিয়া শূলক্ষণা ও অলঙ্কৃতা বনুদেবকন্যা
 শূভদ্রাকে দর্শন করিলেন ॥১৪॥

শূভদ্রাকে দেখিয়াই অৰ্জ্জুনের কাম আবির্ভূত হইল ; তাই তিনি তাহাকে
 একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; ইহা কৃষ্ণ লক্ষ্য করিলেন ॥১৫॥

লক্ষ্য করিয়াই তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“বনবাসীর মন কামে
 আলোড়িত হইতেছে কেন ? ॥১৬॥

ইনি আমার ভগিনী, সারণের সহোদরা এবং আমার পিতার প্রিয়তমা
 কন্যা ; ইহার নাম—‘শূভদ্রা’ । ইনি তোমার পক্ষে মঙ্গলময়ীই হইবেন :
 শূভরাং তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমি নিজেই পিতৃদেবকে বলিব” ॥১৭॥

কৃতমেব তু কল্যাণং সৰ্ব্বং মম ভবেদুৎকৰম্ ।

যদি শ্যাম্যম বাৰ্ষ্যেয়ী মহিষীয়ং স্বমা জন ॥১৯॥

প্রাপ্তৌ তু ক উপায়ঃ শ্যাত্তং ত্রবৌহি জনাৰ্দ্দন ! ।

আশ্ৰাস্ত্যামি তদা সৰ্ব্বং যদি শক্যং নরেন তৎ ॥২০॥

বাস্তুদেব উবাচ ।

স্বয়ংবরঃ কৃত্রিয়াণাং বিবাহঃ পুরুষৰ্ঘভ ! ।

স চ সংশয়িতঃ পার্থ ! স্বভাবস্থানিমিত্ততঃ ॥২১॥

প্রসহ্য হরণঞ্চাপি কৃত্রিয়াণাং প্রশস্ত্যতে ।

বিবাহহেতোঃ শুরাণামিতি ধৰ্ম্মবিদো বিদুঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । কল্যাণং মঙ্গলম্ । বাৰ্ষ্যেয়ী বৃষ্টিবৎস্তা, মহিষী ভাৰ্ঘ্যা ॥১৯॥

প্রাপ্তাবিতি । প্রাপ্তৌ ভাৰ্ঘ্যাভ্যেন স্তৃতদ্রায়া লাভে । এতেন “চতুরো ব্রাহ্মণভাজান্
প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ । ব্রাহ্মণঃ কৃত্রিয়শ্চৈকমাহরণং বৈজ্ঞানীভূতয়োঃ ।” ইতি শ্রুতে: “ব্রাহ্মণো
যুদ্ধহরণাৎ” ইতি শ্রুতে: কৃত্রিয়শ্চৈকমাহরণং বৈজ্ঞানীভূতয়োঃ পৃচ্ছতি, “ব্রাহ্মণ্যমি পিতরং
স্বয়ম্” ইতি কৃষ্ণেন স্মৃতিতঃ ব্রাহ্মণবিবাহঞ্চ নিরাকরোতীতি বোধাম্ । আশ্রাস্ত্যামি অব-
লম্বিষ্টো ॥২০॥

অথ স্বয়ংবরাহুষ্ঠানং ক্রিয়তাং তত্র চ স্তৃতদ্রা মাং বরয়েদিত্যাহ—স্বয়ংবর ইতি । হে পুরুষ-
ৰ্ঘভ ! পার্থ ! কৃত্রিয়াণাং স্বয়ংবরঃ স্বয়ংবরপ্রযুক্তো বিবাহোহস্মি । স চ বিবাহঃ, স্বভাবত
স্মীচরিত্রস্ত, অনিমিত্ততঃ অনিয়তত্বাৎ সংশয়িতঃ তৎপক্ষে সন্দেহবিষয়ঃ । পুরুষান্তরমগীয়ং
বরয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥২১॥

ভারতভাবদীপঃ

কীৰ্ত্তো মধুমন্তঃ ॥১—১৯॥ ব্রাহ্মণ্যমি পিতরং স্বয়মিতি কৃষ্ণেন দাপয়িত্বায়ীতি স্মৃতিভেদপি
প্রাপ্তৌ তু ক উপায় ইতি পৃচ্ছয়জ্জুনঃ প্রতিগ্রহং নানুমগত ইতি গম্যতে ॥২০॥ স্বভাবত

অৰ্জুন বলিলেন—“বাস্তুদেবের কন্যা, বাস্তুদেবের ভগিনী, অথচ রূপবতী ;
সুতরাং ইনি কোন্ পুরুষকে মোহিত না করেন ? ॥১৮॥

অতএব কৃষ্ণ ! তোমার এই ভগিনীটা যদি আমার ভাৰ্ঘ্যা হন, তবে
নিশ্চয়ই আমার সৰ্ব্বপ্রকার মঙ্গল সাধিত হয় ॥১৯॥

কিন্তু ইহাকে পাইবার উপায় কি, তাহা বল ; সে উপায় যদি মানুষের
শক্তিসাধ্য হয়, তবে তাহা আমি অবলম্বন করিব” ॥২০॥

কৃষ্ণ বলিলেন—“অৰ্জুন ! কৃত্রিয়ের স্বয়ংবর বিবাহ আছে বটে ; তবে তাহা
তোমার পক্ষে সন্দিগ্ধ । কেন না, স্ত্রীলোকের স্বভাব অনিয়ত (হয়ত স্তৃতদ্রা
স্বয়ংবরে অন্য পুরুষকেও বরণ করিয়া ফেলিতে পারেন) ॥২১॥

স ত্বমৰ্জুন ! কল্যাণীং প্রসহ ভগিনীং মম ।

হর স্বয়ংবরে হস্তাঃ কো বৈ বেদ চিকীর্ষিতম্ ॥২৩॥

ততোহৰ্জুনশ্চ কৃষ্ণশ্চ বিনিশ্চিত্যোতকৃত্যতাম্ ।

শীঘ্রগান্ পুরুষানন্যান্ প্রেষয়ামাসতুস্তদা ॥২৪॥

ধৰ্ম্মরাজায় তৎ সৰ্ব্বমিস্ত্রপ্রসংগতায় বৈ ।

শ্রুত্বৈব চ মহাবাহুরনুজ্ঞস্তে স পাণ্ডবঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি শ্রুতদ্রা-

হরণে যুধিষ্ঠিরানুজ্ঞায়াং দ্বাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

ভারতকৌমুদী

তর্হি কোহন্তঃ প্রকার ইত্যাহ—প্রসহোতি । শূরণং ক্ষত্রিয়গাম্, বিবাহহেতোঃ, প্রসহ বলেন, কস্তায়া হরণকাপি প্রশস্ততে, “বাকসং ক্ষত্রিয়শ্চৈকম্” ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ । অত-
এবোক্তম্—“ইতি ধর্ম্মবিদো বিহু”রिति ॥২২॥

ভদ্রবোধদিশতি—স ইতি । হে অৰ্জুন ! স ত্বম্, কল্যাণীং মম ভগিনীম্, প্রসহ বলেন হর । হি যস্মাৎ, স্বয়ংবরে, হস্তাঃ শ্রুতদ্রায়াঃ, চিকীর্ষিতং কৰ্ণুমিষ্টম্, কো বেদ জানাতি, কোহপি নেত্যর্থঃ । পুরুষাস্তরমপি বরয়িতুমর্হীতীতি ভাবঃ ॥২৩॥

তত ইতি । ইতিকৃত্যতাং প্রসহ হরণে ইতিকর্ষব্যতাম্ । তৎ সর্বং বক্তুমিতি শেষঃ । স পাণ্ডবো যুধিষ্ঠিরঃ, অনুজ্ঞে শ্রুতদ্রায়া হরণং বিবাহকর্জুনস্মাত্মমতবান্ । ন চ মাতুল-
কস্তায়াহৰ্জুনেন শ্রুতদ্রায়া অবিবাহস্বেহপি কথং ধর্ম্মরাজোহপি তদনুজ্ঞ ইতি বাচ্যম্, বহু-
দেবপিত্রা শূরেণ নিজকস্তায়াঃ কুন্ত্যাঃ কুন্তিভোজায় রাজে দত্তকপুত্রবদেব দত্তত্বাৎ “গোত্র-
ভারতভাবদীপঃ

অনিমিত্ততঃ ত্রীচিন্তস্ত শৌৰ্য্যপাণ্ডিত্যাত্মনপেক্ষত্বাৎ । ত্রয়ো হৃণরীক্ষিতেহপি পুংসি
আপাততো যমগীয়ে সন্তঃ সকামা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥২১—২৪॥ অনুজ্ঞে অনুজ্ঞাতবান্ ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাদশাধিকদ্বিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥২১২॥

তা’র পর, বিবাহের জন্ত বীর ক্ষত্রিয়গণের বলপূর্বক কস্তাহরণও প্রশস্ত—
ইহা ধর্ম্মস্তেরা বলিয়া থাকেন ॥২২॥

অতএব অৰ্জুন ! তুমি বলপূর্বকই আমার ভগিনী শ্রুতদ্রাকে হরণ কর ।
কারণ, সে স্বয়ংবরে কাহাকে বরণ করিবে, তাহা কে জানে” ॥২৩॥

তাহার পর, কৃষ্ণ ও অৰ্জুন শ্রুতদ্রাকে হরণ করিবার বিষয়ে ইতিকর্ষব্যতা
স্থির করিয়া, সে বিষয়ের অনুমতি লইবার জন্ত ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট

* ‘...সপ্তদশাধিক...’, ‘উনবিংশতাধিক...’, ‘...একবিংশতাধিক...’, ‘...উন-
চত্বাংশাধিক...’ ইতি পার্ঠভেদাঃ । ইতঃ পরং দ্বাদশাধিকপুস্তকবিশেষে চত্বার এবাধ্যায়-
অধিকা দৃষ্টে ।

ত্রয়োদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংবাদিতে তস্মিন্মনুজ্ঞাতো জনঞ্জয়ঃ ।

গতাং রৈবতকে কন্যাং বিদিত্বা জনমেজয় ! ॥১॥

বাসুদেবাত্মনুজ্ঞাতঃ কথয়িত্ত্বৈতকৃত্যতাম্ ।

কৃষ্ণস্ত মতমাদায় প্রযযৌ ভরতবভঃ ॥২॥ (যুগ্মকম্)।

রথেন কাঞ্চনাপ্পেন কল্লিতেন যথাবিধি ।

শৈব্যম্গ্রীবযুক্তেন কিঙ্কণীজালমালিনা ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

যিক্বে জনয়িতুর্ন হরেকত্রিমঃ স্ততঃ” ইতি মহাবচনেন দত্তকপুত্রবদেব দত্তকস্তায়। অপি জনক-
গোত্রজাদিনিবৃতিস্থচনাং স্তভদ্রয়া সহজ্জুনস্ত সর্কসম্বন্ধাভাবাৎ । অথ তহি ভিন্নগোত্রগতস্ত
দত্তকপুত্রস্তাপি জনককস্তা বিবাহা স্তাদিতি চেন্ন, “অসপিত্রা চ যা মাতুঃসগোত্রা চ যা পিতৃঃ”
ইত্যাদিমহাবচনে পিতৃপদেন দত্তকাদীনাং জনকস্তাপি গ্রহণাৎ অন্তথা তদৈয়থাং শূদ্রপাদিনা
সম্বন্ধবাবেকে তথৈব সিদ্ধান্তিতত্বাৎ । কৃষ্ণাজুনয়োর্মাতৃপুত্রপিতৃস্বপুত্রজাদিবিবাহারম্
ভূতপূর্বগতোতি সর্কঃ সমঞ্জসম্ ॥২৪—২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাস/সঙ্কাস্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণে স্তভদ্রাহরণে ষাটশাধিকাষপততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

তত ইতি । তস্মিন্ স্তভদ্রয়া হরণে, সংবাদিতে কৃষ্ণযুধিষ্ঠিরয়োঃপি সম্মতত্বাদযুক্ত্যা
মিলিতে সতি । অনুজ্ঞাতো দৃত্বারা যুধিষ্ঠিরোণামৃতঃ । কস্তাং স্তভদ্রাম্ । ইতিকৃত্যভাঃ
কথয়িত্বা, তদ্বিষয়ে বাসুদেবাত্মনুজ্ঞাতঃ সন্, পুনশ্চ কৃষ্ণস্ত মতমাদায় হস্তং প্রযযৌ ॥১—২॥

দ্রুতগামী অন্য কয়েকটী লোককে পাঠাইয়া দিলেন ; যুধিষ্ঠির তাহাদের নিকট
সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াই সে বিষয়ে অনুমতি দিলেন ॥২৪—২৫॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয় ! অর্জুন স্তভদ্রাকে হরণ করার
বিষয়ে কৃষ্ণের সম্মতি এবং যুধিষ্ঠিরেরও অনুমতি পাইয়া, স্তভদ্রা রৈবতকপৰ্ব্বতে
গিয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে হরণ করিবার ইতিকর্তব্যতার বিষয় কৃষ্ণের নিকট
বলিয়া, তাহারও অনুমতি পাইয়া, আবারও তাঁহার মত লইয়া গমন করিতে
লাগিলেন ॥১—২॥

সর্বশস্ত্রোপপন্নেন জীমূতরবনাদিনা ।

জ্বলিতাগ্নিপ্রকাশেন দ্বিষতাং হর্বঘাতিনা ॥৪॥

সম্বন্ধঃ কবচী খড়গী বন্ধগোধাগ্নিত্রবান্ ।

যুগয়াব্যপদেশেন প্রযযৌ পুরুষর্ষভঃ ॥৫॥ (বিশেষকম্)

সুভদ্রা স্বথ শৈলেন্দ্রমত্যর্চ্যেব হি রৈবতম্ ।

দৈবতানি চ সর্বাণি ব্রাহ্মণান্ স্বস্তি বাচ্য চ ॥৬॥

প্রদক্ষিণং গিরেঃ কৃৎস্না প্রযযৌ দ্বারকাং প্রতি ।

তামভিভ্রত্য কৌন্তেয়ঃ প্রসহারোপয়দ্রথম্ ।

সুভদ্রাং চারুসর্বাঙ্গীং কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কেন প্রযযাবিত্যাহ—যথেনেতি । কাঞ্চনাদ্ধেন স্বর্ণময়েন, যথাবিধি কল্পিতেন কৃষ্ণাঙ্কমতসারথিনা যোজ্বিতেন, শৈবাস্ত্রগ্রীবৌ তদাখ্যৌ কৃষ্ণশ্রাবাখৌ তাভ্যাং যুদ্ধেন, “তুরগাঃ শৈবাস্ত্রগ্রীবমেঘপুষ্পবলাহকাঃ” ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ । কিঙ্কণীজালমেব মালা-
স্বাস্তীতি তেন । জীমূতরববৎ মেঘধ্বনিবৎ নদতীতি তেন । সম্বন্ধো যুদ্ধায় সজ্জিতঃ । বন্ধা বাসবস্তপ্রকোষ্ঠে ধৃত্য গোধা গুণাঘাতবারণায় চর্মপটিকা যেন স বন্ধগোধঃ, অঙ্গুলিত্রাণি বাণঘর্ষণকৃতবারণায় অঙ্গুলিষু পুতানি চক্ষাঙ্করাণি অস্ত্র সজ্জীতি সঃ অঙ্গুলিত্রবান্, বন্ধগোধ-
শ্চাক্ষৌ অঙ্গুলিত্রবাংশ্চেতি সঃ । যুগয়ায়া ব্যপদেশেন জ্বলেন ॥৫—৫॥

সুভদ্রেতি । সর্বাণি দৈবতানি চাত্যর্চ্যেতি সম্বন্ধঃ । অভিভ্রত্য অভিধাব্য । কৌন্তেয়ো-
র্জর্জুনঃ, প্রসহ বলেন । সপ্তমশ্লোকঃ ষট্‌পাদঃ ॥৬—৭॥

সারথি কৃষ্ণেরই অনুমতিক্রমে একখানি স্বর্ণময় রথ প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে শৈব্য ও সুগ্রীবনামে দুইটা ঘোড়া সংযোজিত ছিল এবং কিঙ্কণীর মালা ছিলিতেছিল, আর তাহার ভিতরে সর্বপ্রকার অস্ত্র ছিল এবং সে রথখানি প্রজ্বলিত অগ্নির জ্বায় প্রকাশ পাইতেছিল, মেঘের জ্বায় গম্ভীর শব্দ করিতেছিল এবং শত্রুপক্ষের আনন্দ নষ্ট করিতেছিল । অর্জুন এহেন রথে আরোহণ করিয়া, কবচ, খড়্গ, তল ও অঙ্গুলিত্র ধারণপূর্বক যুদ্ধের জন্ত সজ্জিত হইয়া সুভদ্রাকে হরণ করিবার জন্ত যাইতে লাগিলেন ॥৫—৫॥

এদিকে সুভদ্রা সমস্ত দেবতার ও রৈবতকপর্বতের পূজা সমাপ্ত করিয়া, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া এবং রৈবতকপর্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকার দিকে গমন করিতে লাগিলেন ; এমন সময়ে অর্জুন কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া, হঠাৎ যাইয়া, সেই সর্বাঙ্গমুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া লইলেন ॥৬—৭॥

ততঃ স পুরুষব্যাহ্রস্তামাদায় শুচিস্থিতাম্ ।
 রথেন কাঞ্চনাস্তেন প্রযযৌ স্বপুং প্রতি ॥৮॥
 হ্রিয়মাণাস্তু তাং দৃষ্ট্। সুভদ্রাং সৈনিকা জনাঃ ।
 বিক্ৰোশন্তোহদ্রবন্ সর্কে দ্বারকামভিতঃ পুরীম্ ॥৯॥
 তে সমাসাগ্র সহিতাঃ সুধর্ম্মামভিতঃ সভাম্ ।
 সভাপালস্ত তৎ সর্ব্বমাচখ্যুঃ পাথবিক্রমম্ ॥১০॥
 তেষাং শ্রদ্ধা সভাপালো ভেরীং সামাহিকীং ততঃ ।
 সমাজয়ে মহাঘোরং জাম্ব্বীনদপরিপ্লুতাম্ ॥১১॥
 ক্ষুক্রাস্তেনাথ শব্দেন ভোজরম্যক্ষকাস্তদা ।
 অন্নপানমপাস্মাথ সমাপেতুঃ সমস্ততঃ ॥১২॥
 তত্র জাম্ব্বীনদাপানি স্পর্দ্ধ্যাস্তরগবন্তি চ ।
 মণিবিদ্রুমচিত্রাণি জ্বলিতাণি প্রভাণি চ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । সঃ অর্জুনঃ । কাঞ্চনাস্তেন স্বর্ণখচিতেন । স্বপুং যিহ প্রযম্ ॥৮॥
 হ্রিয়মাণমিতি । বিক্ৰোশন্তঃ কোলাহলং কুরুন্তঃ । অভিতঃ প্রতি ॥৯॥
 ত ইতি । সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ । সুধর্ম্মাং নাম । অভিতঃ সর্কাং দিক্ স্থিতাঃ ॥১০॥
 তেষামিতি । সামাহিকীং যুদ্ধসজ্জাসূচিকাম্ । জাম্ব্বীনদপরিপ্লুতাঃ স্বর্ণভূষিতাম্ ॥১১॥
 ক্ষুক্রা ইতি । অন্নমন্নস্ত ভোজনং জনাদেঃ পানঞ্চ, অপাস্ত বিহার ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । তস্মিন্ বিবাহসম্বন্ধে ॥.। ইতিকৃত্যতাম্ অগ্রেভনীম্ ইতিকর্তব্যতাম্
 ১২—১০। ভেরীং দুন্দুভিম্, সামাহিকীং সঙ্গতাঃ সর্কে ভবত ইতি সূচয়ন্তীম্ ॥১১—১০॥

তাহার পর তিনি স্বর্ণখচিত রথে সেই মধুরহাসিনী সুভদ্রাকে লইয়া
 ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে প্রস্থান করিলেন ॥৮॥

অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া তদ্রথ্য সৈন্তেরা
 কোলাহল করিতে করিতে দ্বারকানগরীর দিকে ধাবিত হইল ॥৯॥

তাহারা মিলিত হইয়া, সুধর্ম্মাসভায় যাইয়া, সভাপালের চারি দিকে
 দাঁড়াইয়া, তাঁহার নিকট অর্জুনের বিক্রমসম্বন্ধে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥১০॥

তখন সভাপাল তাহাদের নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া, স্বর্ণখচিত বিশালা-
 কৃতি যুদ্ধসজ্জাসূচক মহাভেরী বাজাইতে লাগিলেন ॥১১॥

তখন সেই শব্দে উদ্বেলিত হইয়া ভোজ, বৃষ্টি ও অক্ষকবংশীয়েরা ভোজন
 ও পান পরিত্যাগ করিয়া, সকল দিক্ হইতে আসিতে লাগিলেন ॥১২॥

ভেজিরে পুরুষব্যাত্তা বৃক্ষ্যন্ধকমহারথাঃ ।
 সিংহাসনানি শতশো ধিক্যানীব হতাশনাঃ ॥১৪॥ (যুগ্মকম্)
 তেবাং সমুপবিষ্টানাং দেবানামিব সময়ে ।
 আচর্য্যো চেষ্টিতং জিষ্যোঃ সভাপালঃ সহানুগঃ ॥১৫॥
 তচ্ছ্রুত্বা বৃক্ষিবীরাস্তে মদসংরক্তলোচনাঃ ।
 অমৃতায়াণাং পার্থস্য সমুৎপেতুরহঙ্কতাঃ ॥১৬॥
 যোজয়ধ্বং রথানাশু প্রাসানাহরতেতি চ ।
 ধনুংষি চ মহার্হাণি কবচানি বৃহস্তু চ ॥১৭॥
 সূতানুচ্চক্রুশুঃ কেচিদ্রথান্ যোজয়তেতি চ ।
 স্বয়ং তু বুরগান্ কেচিদযুগ্মন্থ হেমভূষিতান্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তদ্ব্রুত্বিতি । তত্র সভাসমুপে, জাযুনদাঙ্গানি স্বর্ণখচিতানি, শত্ৰুানি উপধানানি তদুপৰ্য্যা-
 স্তরণানি চৈবাং সঙ্কীৰ্ত্তিতানি । ভেজিরে মঙ্গণার্থম্ । ধিক্যানি তেজাংসি ॥১৩—১৪॥
 ভেযামিতি । সময়ে সভায়াম্ । জিষ্যেবর্জুনস্ত । সহানুগঃ সাহচরঃ ॥১৫॥
 ভদ্বিতি । পার্থতর্জুনস্ত, অমৃতায়াণাং ব্যবহারমসহমানাঃ ॥১৬॥
 যোজয়ধ্বমিতি । প্রাসান্ কুন্তান্ । কবচানি চাহরতেতি চাদিদিগুরিতি শেষঃ ॥১৭॥
 সূতানিতি । উচ্চক্রুশুঃ উচ্চৈরাহুতবস্তুঃ । ইতি চাদিষ্টবস্তু ইতি শেষঃ ॥১৮॥

তঁাহারা সেখানে আসিয়া মন্ত্রণা করিবার জন্য স্বর্ণখচিত, গদি ও আস্তরণ-
 যুক্ত, মণি ও প্রবালশোভিত এবং অগ্নির দ্বারা উজ্জ্বলবর্ণ শত শত সিংহাসনে
 উপবেশন করিলেন । তখন তঁাহাদিগকে নিজকিরণরূঢ় অগ্নির দ্বারা দেখা
 যাইতে লাগিল ॥১৩—১৪॥

দেবগণের দ্বারা তঁাহারা সভায় উপবিষ্ট হইলে, সভাপাল অনুচরবর্গের
 সহিত মিলিত হইয়া তঁাহাদের নিকট অর্জুনের ব্যবহারের কথা বলিলেন ॥১৫॥

তাহা শুনিয়া বৃক্ষিবংশীয় সেই বীরগণ ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া, গর্ব
 প্রকাশ করিতে থাকিয়া, অর্জুনের ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্ৰোত্থান
 করিলেন ॥১৬॥

এবং অনেকে আদেশ করিলেন যে, “সম্বর রথ প্রস্তুত কর এবং কুন্ত, ধনু
 ও মহামূল্য বৃহৎ কবচ আনয়ন কর” ॥১৭॥

কেহ কেহ উচ্চস্বরে সারথীগণকে ডাকিতে লাগিলেন, কেহ কেহ রথ প্রস্তুত
 করিতে বলিলেন এবং কেহ কেহ নিজেরাই স্বর্ণভূষিত অশ্ব আনয়ন করিয়া
 রথে যোগ করিতে থাকিলেন ॥১৮॥

রথেষানীয়মানেষু কবচেষু ধ্বজেষু চ ।
 অভিক্রন্দে নৃবীরাণাং তদাসৌভুখুলং মহৎ ॥১৯॥
 বনমালী ততঃ ক্রীবঃ কৈলাসশিখরোপমঃ ।
 নীলবাসা মদোৎসিক্ত ইদং বচনমব্রবীৎ ॥২০॥
 কিমিদং কুরুথা প্রাজ্ঞাঃ ! তৃষ্ণীভূতে জনাদিনে ।
 অশ্রু ভাবমবিজ্ঞায় সংক্রুদ্ধা মোঘগজ্জিতাঃ ॥২১॥
 এষ তাবদভিপ্রায়মাখ্যাতু স্বং মহামতিঃ ।
 যদশ্রু রুচিতং কৰ্ত্তুং তং কুরুধ্বমতশ্চিত্তাঃ ॥২২॥
 ততস্তে তদ্বচঃ শ্রুত্বা গ্রাহরূপং হলায়ুধাৎ ।
 তৃষ্ণীভূতাস্ততঃ সৰ্বে সাধু সাক্ষিতি চাক্রবন্ ॥২৩॥
 সমং বচো নিশম্যৈব বলদেবশ্রু ধীমতঃ ।
 পুনরেব সভামধ্যে সৰ্কে তে সমুপাবিশন্ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

রথেষিতি । অভিক্রন্দে কোলাহলে । তং বৃন্দম্, ভূমূলং বিশৃঙ্খলম্ ॥১৯॥
 বনেতি । বনমালী বনপুষ্পমালাধারী । ক্রীবো মত্তপানমত্তঃ । নীলবাসা রামঃ ॥২০॥
 কিমিতি । ভাবমভিপ্রায়ম্ । মোঘগজ্জিতা বাখ্যাহঙ্কারবচনাঃ ॥২১॥
 এষ ইতি । এষ জনাদিনঃ । আখ্যাতু ব্রবীতু । রুচিতমভিপ্রেতম্ ॥২২॥
 তত ইতি । গ্রাহরূপং যুক্তিযুক্তগ্রাহপাদেয়লক্ষণম্ । ততৃষ্ণীভবনাত পূৰ্ব্বক ॥২৩॥
 সমামতি । সমং যুগপৎ সমুপাবিশ্রিতঃ সম্বন্ধঃ ॥২৪॥

অপর দিকে রথ, কবচ ও ধ্বজপ্রভৃতি আনয়ন করিলে এবং মহাকোলাহল চলিতে থাকিলে, বীরগণ ছুটাছুটি করিতে থাকিলেন ॥১৯॥

তখন বনমালাধারী, মত্তপানমত্ত, কৈলাসপর্বতশৃঙ্গের দ্বায় উন্নতদেহ এবং মদগর্বিত বলরাম এই কথা বলিলেন—৥২০॥

“হে মুঢ়গণ! কৃষ্ণ এখনও নীরব রহিয়াছেন, এ অবস্থায় তোমরা ইহার অভিপ্রায় না জানিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, বৃথা গজ্জন করিতে থাকিয়া এটা কি করিতেছ ? ॥২১॥

প্রথমে মহামতি কৃষ্ণ নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন; তা’র পর উহার যাহা অভিপ্রেত হয়, তাহাই তোমরা উদ্যোগী হইয়া কর” ॥২২॥

তাহার পর, সেই বীরগণ বলরামের মুখে সেই উপাদেয় বাক্য শুনিয়া “সাধু সাধু” বলিয়া নীরব হইলেন ॥২৩॥

(২৪) সৰ্কে বাচঃ নিশম্যৈব... ।

ততোহব্রবীৰচো রামো বাহুদেবং পরম্পরঃ ।
 কিমবাণ্ডপবিক্টোহসি প্রেক্ষমাণো জনাৰ্দ্দন ! ॥২৫॥
 সংকৃতস্তংকৃতে পার্থঃ সর্পৈরশ্মাভিরচ্যুত ! ।
 ন চ সোহর্হতি তাং পূজাং ছবুন্ধিঃ কুলপাংসনঃ ॥২৬॥
 কো হি তত্রৈব ভুক্তদ্বাং ভাজনং ভেতুমর্হতি ।
 মন্যমানঃ কুলে জাতমাত্মানং পুরুষ কচিৎ ॥২৭॥
 ইচ্ছম্বেব হি সম্বন্ধং কৃতং পূৰ্ব্বঞ্চ মানয়ন্ ।
 কো হি নাম ভবেনার্থা সাহসেন সমাচরেৎ ॥২৮॥
 সোহবমন্ত তথা চাস্মাননাদৃত্য চ কেশবন্ ।
 প্রসহ্য হতবানগ্ন স্তভদ্রাং মৃত্যুমাশ্রয়ঃ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অবাক্ ভূষীভূতঃ সন্ । প্রেক্ষমাণো বীরাণামন্তেজসামিতি শেষঃ ॥২৫॥
 সদিতি । স্বংকৃতে ঐশ্রমিস্তে তব সম্ভোষার্থমেবেত্যর্থঃ, সংকৃতো বিশেষণাদৃতঃ । স
 পার্থঃ । কুলপাংসনঃ স্তভদ্রায় হরণাদেবাস্মাকং কুলদূষকঃ ॥২৬॥
 ক ইতি । তত্রৈব তস্মিন্ ভাজন এব । কুলে সম্বংশে ॥২৭॥
 ইচ্ছমিতি । কো হি নাম জনঃ, পূৰ্ব্বং পিতৃপিতৃভিঃ কৃতং সম্বন্ধং মানয়ন্ যোগ্যত্বাৎ জ্ঞাঘ-
 মানঃ, নূতনং সম্বন্ধকং কৰ্ত্তুমিচ্ছন্, ভবেন লাভেন অথী যাচকঃ তৎকূলদেব চ কন্তাং লঙ্ঘ-
 মিচ্ছমিতিার্থঃ, সাহসেন কার্য্যং সমাচরেৎ কুধ্যাৎ । কোহপি নেত্যর্থঃ । অর্জুনস্ত স্তভদ্রা-
 যাচনমেবোচিতমাসাদিতি ভাবঃ । “ভবঃ ক্ষেমেশসংসারে সত্যায় প্রাপ্তিজয়নোঃ” ইতি
 মেদিনী ॥২৮॥

স ইতি । কেশবং সখায়মেব ভাম্ । প্রসহ্য বলেন । মৃত্যুং মৃত্যুশরণাম্ ॥২৯॥

তাহারা সকলে বুদ্ধিমান্ বলরামের বাক্য শুনিয়াই পুনরায় সভামধ্যে
 যুগপৎ উপবেশন করিলেন ॥২৪॥

তাহার পর, বলরাম কৃষ্ণকে বলিলেন—“কৃষ্ণ । তুমি বীরগণের অবস্থা
 দেখিয়াও নীরব হইয়া বসিয়া রহিয়াছ কেন ? ॥২৫॥

কৃষ্ণ ! তোমার সম্ভোষের জন্তই আমরা সকলে অর্জুনের সম্মান করিয়াছি ;
 কিন্তু কুলদূষক সে ছবুন্ধি সে সম্মান পাইবার যোগ্য নহে ॥২৬॥

কোন ব্যক্তি আপনাকে সংকুলজাত মনে করিয়া, যে পাত্রে অন্ন ভোজন
 করে, সেই পাত্রখানাকেই ভাজিয়া ফেলিতে পারে ? ॥২৭॥

এক কোন ব্যক্তি পূৰ্ব্ব সম্বন্ধের গৌরব রাখিয়া এবং নূতন সম্বন্ধ করিবার
 ইচ্ছা করিয়া, অথচ কোন বস্তুর প্রার্থী হইয়া, সাহসের কার্য্য করে ? ॥২৮॥

(২৮) ইচ্ছম্বেব হি সম্বন্ধং কৃতপূৰ্ব্বঞ্চ মানয়ন্ । (২৯) সোহবমন্ত তথাস্মাকম্... ।

কথং হি শিরসো মধ্যো কৃতং তেন পদং মম ।

মর্ষয়িষ্যামি গোবিন্দ ! পাদস্পর্শমিবোরগঃ ॥৩০॥

অগ্নি নিকৌরবামেকঃ করিষ্যামি বশুন্ধরাম্ ।

ন হি মে মর্ষণীয়োহয়মর্জ্জুনস্ত্য ব্যতিক্রমঃ ॥৩১॥

তং তথা গর্জ্জমানস্ত মেঘত্বন্দুভিনিশ্বনম্ ।

অশ্বপগন্ত তে সর্বে ভোজবৃক্ষাকাস্তদা ॥৩২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্বণি স্তভদ্রা-
হরণে বলদেবক্ৰোধে ত্রয়োদশাধিকর্ষিততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

কথমিতি । কৃতমপিতম্ । মর্ষয়িষ্যামি সহিত্যে । উরগঃ সর্পঃ ॥৩০॥

অন্ত্যেতি । নিকৌরবাং কুরুবংশশৃণাম্ । ব্যতিক্রমঃ কর্তব্যপজনম্ ॥৩১॥

তমিতি । অশ্বপগন্ত অশ্বসরন্ শিরঃকম্পনাদিনা অশ্বমোদিতবন্তঃ ॥৩২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসমিত্রাচাৰ্য্যশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়াদিপৰ্বণি স্তভদ্রাহরণে ত্রয়োদশাধিকর্ষিততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

সন্নয়ে সমুদায়ে ॥১৫—২২॥ অহা পাতন্ত্য বিক্রমং অহা । গ্রাহ্য গৃহীত্বা । রূপম্ উপদেশা-

দ্বকম্ আলোকম্ ॥২৩—২৭॥ ভবেন ঐশ্বৰ্য্যেণ ॥২৮—৩১॥ অশ্বপগন্ত অশ্বমোদিতবন্তঃ ॥৩২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈনকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ত্রয়োদশাধিকর্ষিত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২১৩॥

—:~:—

অর্জুন আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া এবং তোমাকেও অগ্রাহ্য করিয়া আজ
নিজের মৃত্যুস্বরূপ স্তভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করিয়াছে ॥২৯॥

সুতরাং অর্জুন আমার মস্তকের মধ্যস্থানে পদার্পণ করিয়াছে ; অতএব
কৃষ্ণ ! সর্পের ন্যায় আমি সেই পদার্পণ কি করিয়া সহ্য করিব ? ॥৩০॥

অতএব আমি একাকীই পৃথিবীকে কৌরবশৃণু করিব । কারণ, অর্জুনের
এই অত্যাচার সহ্য করিবার যোগ্য নহে” ॥৩১॥

বলরাম—মেঘ ও ত্বন্দুভির ন্যায় গম্ভীর স্বরে সেইরূপ গর্জ্জন করিতে
লাগিলে, তখন ভোজ, বৃক্ষ ও অন্ধকবংশীয়েরা সকলেই তাঁহার কথার
অনুমোদন করিলেন ॥৩২॥

* ‘অষ্টাদশাধিক...’, ‘...বিংশত্যাধিক’, ‘...ষাণ্বিংশত্যাধিক...’, ‘...চতুষ্পাণ্ডাধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—ঃ#ঃ—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

উক্তবস্তো যথাবীৰ্য্যমসকুৎ সৰ্ব্ববৃষয়ঃ ।

ততোহত্রবীৰ্য্যদেবো বাক্যং ধৰ্ম্মার্থসংযুতম্ ॥১॥

নাবমানং কুলশ্রাস্ত গুড়াকেশঃ প্রযুক্তবান্ ।

সম্মানোহভ্যধিকস্তেন প্রযুক্তোহয়মসংশয়ম্ ॥২॥

অর্থলুকান্ ন বঃ পার্থো মন্যতে সাত্ত্বতান্ সদা ।

স্বয়ংবরমনাপ্রম্যং মন্যতে চাপি পাণ্ডবঃ ॥৩॥

প্রদানমপি কন্যায়াঃ পশুবৎ কোহনুমন্যতে ।

বিক্রয়কাপ্যপত্যশ্চ কঃ কুৰ্য্যাৎ পুরুষো ভূব ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

উক্তেতি । যথাবীৰ্য্যং শক্ত্যনুসারেণ । ধৰ্ম্মোক্তায়া যুক্তিরিতি যাবৎ স এবার্থো বিধয়-
স্তেন সংযুতং যুক্তিযুক্তমিত্যর্থঃ ॥১॥

নেতি । গুড়াকেশোহৰ্জুনঃ । তেন অৰ্জুনেন । অয়ং হুত্ৰাপরিগ্রহঃ ॥২॥

নবধদানেনাস্মান্ সন্তোশ্য কথং হুত্ৰাং ন গৃহীতবানিত্যাহ—অর্থেনিতি । বো যুয়ান্, সাত্ত্ব-
তান্ তৎসংগ্ৰাহান্ । তহি স্বয়ংবরে গ্রহণমেবোচিতমাসীদিত্যাহ—স্বয়ংবরমিতি । অনাপ্রম্যম্ অগ্রে-
নাপি গ্রহণসম্ভবাৎ অসম্ভবম্ । “ধৃষ প্রসহনে” ইতি চৌরাদিকধৃষধাতোঃ ঋত্ৰপথত্বাৎ ক্যপ্ ॥৩॥

তহি ব্রাহ্মবিবাহেন হুত্ৰা গৃহতামিত্যাহ—প্রদানমিতি । পশুবৎ, বিক্রমশূন্তাদিতি
ভাবঃ, কো বীরঃ ক্ষত্রিয়ঃ, অনুমন্যতে অপ্রতিগ্রহায়ৈতি শেষঃ । তহি ক্রয়েণ গৃহতামিত্যাহ—
বিক্রয়মিতি । বিক্রয়ভাবে ক্রয়ঃ স্বৰসম্ভব এবোতি ভাবঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—বৃষ্ণিবংশীয়েরা সকলেই শক্তি অনুসারে বার বার
আপনাদের মত ব্যক্ত করিল । তাহার পর কৃষ্ণ যুক্তিসম্মত কথা বলিলেন—॥১॥

“অৰ্জুন এই বংশের অপমান করেন নাই, বরং তিনি এটা অধিক সম্মানের
কার্য্যই করিয়াছেন ; এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২॥

তা’র পর, অৰ্জুন আপনাদিগকে ধনলুক মনে করেন না, বা স্বয়ংবর
ব্যাপারটাকেও তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন না ॥৩॥

আর, কোন ক্ষত্রিয় বীর কন্যাদানের অনুমোদন করিয়া থাকে ? এবং
জগতে কোন পুরুষই বা সম্ভ্রান বিক্রয় করে ? ॥৪॥

এতান্ দোষাংস্ত্ব কৌন্তেয়ো দৃষ্টবানিতি মে মতিঃ ।

অতঃ প্রসহ্য হতবান্ কন্যাং ধ্বংসেণ পাণ্ডবঃ ॥৫॥

উচিতশৈব সম্বন্ধঃ স্তভদ্রা চ যশস্বিনী ।

এষ চাপীদৃশঃ পার্থঃ প্রসহ্য হতবানিতি ॥৬॥

ভরতস্তান্নয়ে জাতং শাস্ত্রনোশ্চ যশস্বিনঃ ।

কুন্তিভোজ্যাজ্ঞাপুত্রং কো বভূষেত নাজ্জুনম্ ॥৭॥

ন তং পশ্যামি যঃ পার্থং বিজয়েত রণে বলাৎ ।

অপি সর্বেষু লোকেষু সেন্দ্ররুদ্ৰেষু মারিষ ! ॥৮॥

স চ নাম রথস্তাদৃগ্ মদীয়ান্তে চ বাজিনঃ ।

যোদ্ধা পার্থশ্চ শীঘ্রান্নঃ কো নু তেন সমো ভবেৎ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

এতানিতি । দৃষ্টবান্ মনসা পর্যালোচিতবান্ । ধ্বংসে কৃত্রিয়নিবন্ধে ॥৫॥

ইতচ্চৈব ভবন্তিরহমন্তব্যমিত্যাহ—উচিত ইতি । ঈদৃশো মহাবীরঃ ॥৬॥

ভরতস্তেতি । বভূষেত প্রাপ্নুমিচ্ছেৎ । “ভু প্রাপ্যবাস্তানেপদী বা” ইত্যন্ত প্রয়োগঃ ॥৭॥

নেতি । হে মারিষ ! অগ্নি ! “মারিষমার্ঘ্যশাক্যোঃ” ইতি হেমচন্দ্রঃ ॥৮॥

স ইতি । বাজিনোহবাঃ । শীঘ্রম্ অস্তম্ অস্তপ্রয়োগনৈপুণ্যং যন্ত সঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

উক্তবস্ত ইতি ॥১—২॥ অনাগত্যাং কন্যাস্তান্যনিয়মানাদেশম্ ॥৩॥ প্রধানং প্রতিগ্রহো নীচং কৰ্ম ইত্যর্থঃ ॥৪—৬॥ বভূষেত প্রাপ্নুমিচ্ছেৎ ॥৭॥ অস্ত নিকৌরবামিত্যাক্তম্, তজ্জাহ—

অজ্জুন মনে মনে এই সমস্ত দোষের পর্যালোচনা করিয়াছিলেন ইহাই আমার ধারণা এবং এই জন্তই তিনি কৃত্রিয়ের নিয়ম অনুসারে বলপূর্ব্বক স্তভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন ॥৫॥

তা’র পর, এসম্বন্ধেও উচিত, স্তভদ্রাও সৌন্দর্যানিবন্ধন যশস্বিনী এবং এই রূপ অজ্জুনই বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন ॥৬॥

আর অজ্জুন, যশস্বী ভরত ও শাস্ত্রমুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াছেন । স্তভদ্রাং কোন্ ব্যক্তি অজ্জুনকে পাত্ররূপে লাভ করিতে ইচ্ছা না করে ? ॥৭॥

তা’র পর, অর্ঘ্য ! আমি ইন্দ্রলোক ও রুদ্রলোকপ্রভৃতি সমস্ত লোকের মধ্যেও সেরূপ ব্যক্তিকে দেখি না, যিনি যুদ্ধে বলপূর্ব্বক অজ্জুনকে জয় করিতে পারেন ॥৮॥

কারণ, সেই প্রকার রথ, আমার সেই ঘোড়াগুলি এবং যোদ্ধা ও লঘুহস্ত অজ্জুন । অতএব অপর কোন ব্যক্তি অজ্জুনের তুল্য হইতে পারে ? ॥৯॥

(৮) প্রথমার্ধাৎ পরম্ ‘বর্জয়িত্বা বিরূপাক্ষ ভগনেজ্জহরং হরম্’ ইত্যর্দ্ধমধিকং কচিৎ ।

তমভিক্ষত্য সাস্থেন পরমেণ ধনঞ্জয়ম্ ।
 নিবর্তয়ত সংহৃষ্টা মমৈষা পরমা মতিঃ ॥১০॥
 যদি নির্জিত্য বঃ পার্থো বলাদগচ্ছেৎ স্বকং পুরম্ ।
 প্রগশ্চেদ্বো যশঃ সত্তো ন তু সাস্থে পরাজয়ঃ ॥১১॥
 পিতৃষস্শচ পুত্রো মে সম্বন্ধং নারীতি দ্বিষাম্ ।
 তচ্ছৃৎবা বাস্তদেবস্ম্য তথা চক্রুর্জনাধিপ ! ॥১২॥
 নিবৃত্তশ্চাম্বুর্নস্তত্র বিবাহং কৃতবান্ প্রভুঃ ।
 উষিত্বা তত্র কৌন্তেয়ঃ সংবৎসরপরাঃ ক্রপাঃ ॥১৩॥
 বিহ্রত্য চ যথাকামং পুঞ্জিতো বৃষ্ণিনন্দনৈঃ ।
 পুঙ্করে তু ততঃ শেষং কালং বর্তিতবান্ প্রভুঃ ॥১৪॥ (যুথকম্)

ভারতকৌমুদী

তমিতি । সাস্থেন সাস্থবাদেন । সংহৃষ্টা এব যুগং ন তু ক্রুদ্বা ইতি ভাবঃ ॥১০॥
 যদীতি । সাস্থে সাস্থবাদে তু ন পরাজয়ঃ, যুদ্ধাভাবাদিত্যাশয়ঃ ॥১১॥
 অথ বয়ং সাস্থং ক্রমঃ স যদি প্রহরেদিতি—পিতৃষস্শচিতি । ভূতপূর্বগত্যা সঙ্গচ্ছত ইতি
 প্রাগেবোক্তম্ । তথা সাস্থবাদমেব, চক্রুর্বাদবা ইতি শেষঃ ॥১২॥
 নিবৃত্ত ইতি । তত্র দ্বারকায়াম্ । সংবৎসরায়ং পরা, অধিকাঃ, ক্রপা রাজ্ঞীঃ । পুঙ্করে
 তদ্বাখ্যে তীর্থে । শেষং দ্বাদশবৎসরাবশিষ্টম্ । বর্তিতবান্ অবস্থিতবান্ ॥ ১০—১৪ ॥

অতএব আপনারা আনন্দিত হইয়া দ্রুত যাইয়া অতিমধুর বাক্যে অর্জুনকে
 ফিরাইয়া আনুন ; ইহাই আমার সম্পূর্ণ মত ॥১০॥

কেন না, অর্জুন বলপূর্বক আপনাদিগকে জয় করিয়া যদি নিজের ইন্দ্রপ্রস্থে
 যাইতে পারেন, তবে সত্যই আপনাদের যশ নষ্ট হইবে ; কিন্তু মধুরবাক্যে
 ফিরাইয়া আনিলে আপনাদের পরাজয় হইবে না ॥১১॥

তা'র পর, তিনি আমাদের পিস্তাত ভাই হইয়া শত্রুর মত ব্যবহার করিতে
 পারিবেন না” । কৃষ্ণের সেই কথা শুনিয়া যাদবেরা সেইরূপ কার্য্যই
 করিলেন ॥১২॥

তখন অর্জুন দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া শ্রুত্বাৎকে বিবাহ করিলেন এবং
 এক বৎসরেরও অধিক দিন দ্বারকায় থাকিয়া, ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া,
 যাদবগণকর্তৃক সম্মানিত হইয়া, বার বৎসরের অবশিষ্ট কাল পুঙ্করতীর্থে যাইয়া
 অতিবাহিত করিলেন ॥১৩—১৪॥

(২) প্রথমার্ধঃ কৃত্বাচমাস্তি । পিতৃষস্যাঃ পুত্রো মে-

পূৰ্ণে তু দাদশে বর্ষে ঋগুবপ্রস্থমাত্মনঃ ।

অভিগম্য চ রাজানং নিয়মেন সমাহিতঃ ॥১৫॥

অভ্যর্চ্য ব্রাহ্মণান্ পার্থো দ্রৌপদৌর্ভজয়িত্বান্ ।

তং দ্রৌপদৌ প্রত্যুবাচ প্রণয়াৎ কুরুনন্দনম্ ॥১৬॥ (যুয়াকম্)

তত্রৈব গচ্ছ কৌন্তেয় ! যত্র সা সাত্ততাভ্রাজা ।

স্ববন্ধস্তাপি ভারত পূর্ববন্ধঃ স্নাত্বায়তে ॥১৭॥

তথা বহুবিধং কৃষ্ণাং বিলপন্তীঃ ধনঞ্জয়ঃ ।

সাস্তুয়ামাস ভূয়শ্চ ক্ষময়ামাস চাসকৃৎ ॥১৮॥

সুভদ্রাং হরমাণশ্চ রক্তকৌম্বেয়বাসিনৌ ।

পার্থঃ প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বা গোপালিকাবপুঃ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

পূর্ণ ইতি । ঋগুবপ্রস্থম্ ইন্দ্রপ্রস্থম্ । রাজানং যুধিষ্ঠিরক্যভ্যর্চ্য ইতি সন্ধঃ । নিয়মেন বনবাসব্রতচায়েণ, সমাহিতঃ সংযতচিত্তঃ । পার্থোহর্জুনঃ ॥১৫—১৬॥

তত্রৈতি । সাত্ততাভ্রাজা সুভদ্রা । তত্র হেতুমাচ—স্ববন্ধকোত । রক্তকৌম্বেয়ং শেবঃ । নবীনসুভদ্রাপ্রণয়াম্যং প্রণয়ঃ শিথিলীভূত ইত্যশয়ঃ ॥ ১৭॥

ভবেতি । কৃষ্ণাং দ্রৌপদীম্ । ভূয়ো বহুতম্ । ক্ষময়ামাস ক্ষমাং কারয়ামাস ॥১৮॥

সুভদ্রামিতি । রক্তকৌম্বেয়ং বস্ত্রং বস্ত্রে পরিধন্ত ইতি তাম্ । গোপবেশস্ত কৃষ্ণস্ত তগিনী-
ত্বাং গোপালিকায়া গোপবন্ধা ইব বপুঃ কৃত্বা, অস্তথা রাজীবশে দ্রৌপদ্যাঃ ক্রোধসত্ত্ব-
ইত্যশয়ঃ, প্রস্থাপয়ামাস কৃত্বাঃ সমীপে ইতি শেবঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

ন চেতি । অহং তু তত্কাব তেন জিতোহস্মি, পরিশেষাৎ তু হর এব তৎপ্রতিযোগ্যো নান্ত
ইতি ভাবঃ ॥৮—১০॥ সংবৎসরপর্যায়ঃ সংবৎসরাদধিকঃ ॥১৩॥ শেবঃ ঋগুবপ্রস্থপূরণম্ ॥১৪—১৬॥
স্নাত্বায়তে দৃঢ়তয়ে বন্ধাস্তয়ে সতি ॥১৭—১৮॥ গোপালিকাবপুঃ বচনীবেশম্, গোপালঃ কৃষ্ণঃ

তাহার পর, বার বৎসর পূর্ণ হইলে, অর্জুন বনবাসনিয়মে সংযত থাকিয়াই
নিজদের ইন্দ্রপ্রস্থে যাইয়া যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট
গেলেন । তখন দ্রৌপদী প্রণয়বশতই তাঁহাকে বলিলেন— ॥১৫—১৬॥

“পার্থ ! যেখানে সুভদ্রা রহিয়াছেন, আপনি সেইখানে যান । কারণ, কোন
বস্ত্র দ্বিতীয় বার বন্ধন করিলে, পূর্বের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়” ॥১৭॥

দ্রৌপদী সেইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলে, অর্জুন তাঁহাকে অনেক
সান্ত্বনা করিলেন এবং বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥১৮॥

তাহার পর অর্জুন সত্ত্বর হইয়া রক্তকৌম্বেয়বসনা সুভদ্রাকে গোপবধুর বেশ
ধরাইয়া কুন্তীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥১৯॥

সাধিকং তেন রূপেণ শোভমানা যশস্বিনী ।
 ভবনং শ্রেষ্ঠমাঙ্গাচ্চ বীরপত্নী বরাদ্রনা ॥২০॥
 ববন্দে পৃথুতাত্মাকৌ পৃথাং ভদ্রা যশস্বিনী ।
 তাং কুন্তী চারুসর্ব্বাঙ্গীমুপাজিহ্বত মূৰ্দ্ধনি ॥২১॥ (যুগ্মকম্)
 প্রীত্যা পরময়া যুক্তা আশীর্ভিষুঞ্জতাতুলম্ ।
 ততোহভিগম্য স্বরিতা পূর্ণেন্দুসদৃশাননা ॥২২॥
 ববন্দে দ্রৌপদীং ভদ্রা প্রেষাহমিতি চাত্রবীৎ ।
 প্রত্যাখ্য তদা কৃষ্ণা স্বসারং মাধবস্ত চ ॥২৩॥
 পরিষজ্যাবদৎ প্রীত্যা নিঃসপত্তোহস্থ তে পতিঃ ।
 তথৈব মুদিতা ভদ্রা তাম্বাবাচৈবমস্থিতি ॥২৪॥ (বিশেষকম্)
 ততস্তে হৃষ্টমনসঃ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ ।
 কুন্তী চ পরমপ্রীতা বভূব জনমেজয় ! ॥২৫॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । শ্রেষ্ঠং ভবনমাঙ্গাচ্চ, তত্রৈব কুন্ত্যাঃ স্থিতবাদিতি ভাবঃ । পৃথুতাত্মাকৌ বিশাল-
 রক্তনয়না । পৃথাং কুন্তীম্ । তাং ভদ্রাম্ ॥২০—২১॥

প্রীত্যেতি । যুক্ততৈত্বার্থঃ প্রায়োগঃ অযুক্তৈত্বার্থঃ । অহং প্রেষাহা তব দাসী । কৃষ্ণা দ্রৌপদী ।
 পরিষজ্য আলিঙ্গ্য । নিঃসপত্তঃ শত্রুশৃঙ্গঃ ॥২২—২৪॥

তত ইতি । হৃষ্টমনসো বভূবুরিতি শেষঃ, উভয়ত্রাপি সুভদ্রায়া লাভাদিতি ভাবঃ ॥২৫॥

ভারতভাবদীপঃ

তৎ সৰ্ব্বদ্বাং ; পট্টমহিষীবেশেন দ্রৌপদ্যাঃ কোপো মাভূদ্বিতি ভাবঃ ॥২০—২১॥ ভদ্রা সুভদ্রা

তদনন্তর বিশালরক্তনয়না বীরপত্নী উত্তম রমণী যশস্বিনী সুভদ্রা সেই
 বেশে অত্যন্ত শোভা পাইতে থাকিয়া, প্রধান ভবনে যাইয়া, কুন্তীদেবীকে
 নমস্কার করিলেন; তখন কুন্তীদেবী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রার মস্তকোচ্চারণ
 করিলেন ॥২০—২১॥

এক তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অসাধারণ আশীর্ব্বাদ করিলেন ।
 তাহার পর, পূর্ণচন্দ্রমুখী সুভদ্রা সত্বর যাইয়া দ্রৌপদীকে নমস্কার করিলেন
 এবং বলিলেন—“আমি আপনার দাসী” । তখন দ্রৌপদী উঠিয়া কৃষ্ণের
 ভগিনী সুভদ্রাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন—“তোমার পতি
 শত্রুশৃঙ্গ হউন” । সেইরূপ সুভদ্রাও আনন্দিত হইয়া বলিলেন—“এইরূপই
 হউক” ॥২২—২৪॥

তাহার পর, মহারথ পাণ্ডবগণ আনন্দিত হইলেন এবং কুন্তীদেবীও পরম
 প্রীতি লাভ করিলেন ॥২৫॥

অশ্বা তু পুণ্ডরীকাকঃ সংপ্রাপ্তং স্বং পুরোত্তমম্ ।
 অজুর্নং পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠমিন্দ্রপ্রসঙ্গতং তদা ॥২৬॥
 আজগাম বিশুদ্ধাত্মা সহ রামেণ কেশবঃ ।
 বৃষ্যক্ককমহামাত্রেঃ সহ বীরৈর্মহারথৈঃ ॥২৭॥
 ভ্রাতৃভিষ্চ কুমারৈশ্চ যোধৈশ্চ বহুভির্বৃতঃ ।
 সৈন্যেন মহতা শৌরিরভিগুপ্তঃ পরমুপঃ ॥২৮॥ (বিশেষকম্)
 তত্র দানপতির্ধীমানাজগাম মহাযশাঃ ।
 অক্রুরো বৃষ্ণিবীরগাং সেনাপতিরিরিন্দমঃ ॥২৯॥
 অনাধৃষ্টির্মহাতেজা উদ্ধবশ্চ মহাযশাঃ ।
 সাক্ষাদবৃহস্পাতেঃ শিষ্যো মহাবুদ্ধির্মহামনাঃ ॥৩০॥
 সত্যকঃ সাত্যকিশ্চৈব কৃতবর্ণা চ সাহুতঃ ।
 প্রহ্ম্যশ্চৈব শাস্বশ্চ নিশঠঃ শকুরেব চ ॥৩১॥
 চারুদেয়শ্চ বিক্রান্তো বিল্লী বিপৃথুরেব চ ।
 সারণশ্চ মহাবাহুর্গদশ্চ বিদ্রুমাং বরঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

প্রবেতি । সন্তাপ্তমাগতম্ । বৃষ্যক্ককরোবংশয়োর্মধ্যে যে মহামাতাঃ প্রধানতৈঃ ।
 যোধৈর্ধৌকুভিঃ । শূরতাপত্যং পৌত্র ইতি শৌরিঃ । অতিগুপ্তঃ সর্বতো রক্ষিতঃ ॥২৬—২৮॥
 তত্রৈতি । দানপতির্দানশৌণ্ডঃ । অক্রুরো নাম ॥২৯॥
 অনাধৃষ্টিরিতি । অনাধৃষ্টিপ্রভৃতীনি নামানি । সাহুতত্ত্বংশীয়াঃ । বিক্রান্তো বিক্রম-
 ভারতভাবদীপঃ

৥২১॥ যুক্ত অযুক্ত ॥২২—২৩॥ মহামাত্রেঃ শ্রেষ্ঠৈঃ ॥২৭—২৮॥ দানপতিরিত্যক্রুরশ্চৈব

এদিকে পাণ্ডবশ্ৰেষ্ঠ অজুর্ন আপনাদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন
 করিয়াছেন ইহা শুনিয়া বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান লোক, বীরগণ,
 মহারথগণ, ভ্রাতৃগণ, কুমারগণ ও যোদ্ধগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক বিশাল
 সৈন্যগণে রক্ষিত থাকিয়া, শক্রসম্ভাপী কৃষ্ণ বলরামের সহিত সে স্থানে আগমন
 করিলেন ॥২৬—২৮॥

দানবীর, বুদ্ধিমান, যশস্বী, বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের সেনাপতি ও শত্রুহস্তা
 অক্রুর সেখানে আসিলেন ॥২৯॥

এক তেজস্বী অনাধৃষ্টি, সাক্ষাৎ বৃহস্পতির শিষ্য, বুদ্ধিমান, উদারচেতা ও
 যশস্বী উদ্ধব, সত্যক, সাত্যকি, কৃতবর্ণা, প্রহ্ম্য, শাস্ব, নিশঠ, শকু, বিক্রমশালী
 চারুদেয়, বিল্লী, বিপৃথু, মহাবাহু সারণ এক জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ গদ—ইহার এক

এতে চান্দ্রে চ বহুবো বৃষ্টিভোজ্যাকাস্থা ।

আজগুঃ ষাণ্ডবপ্রস্থমাদায় হরণং বহু ॥৩৩॥ (কলাপকম্)

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রতাপা মাধবমাগতম্ ।

প্রতিগ্রহার্থং কৃষ্ণস্য যমৌ প্রাস্থাপয়ন্তদা ॥৩৪॥

তাভ্যাং প্রতিগতীতন্তু বৃষ্টিচক্রং মহর্দ্ধিমং ।

বিবেশ ষাণ্ডবপ্রস্থং পতাকাধ্বজশোভিতম্ ॥৩৫॥

সংযুগ্মসিক্তপশ্চানং পুষ্পপ্রকরশোভিতম্ ।

চন্দনস্য রসৈঃ শীতৈঃ পুণ্যগৈর্দ্ধিমিষেবিতম্ ॥৩৬॥

দহতাহংকরণা চৈব দেশে দেশে স্তগন্ধিনা ।

হৃষ্টপুষ্পজনাকীর্ণং বণিগ্ভিরুপশোভিতম্ ॥৩৭॥

প্রতিপেদে মহাবাহুঃ সহ রামেন কেশবঃ ।

বৃষ্ণ্যক্কটকস্তথা ভোজৈঃ সমেতঃ পুরণোত্তমঃ ॥৩৮॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

শালী । ত্রিযুত ইতি হরণং যৌতুকধনম্ । “হরণঞ্চ কঠো দোক্ষি যৌতুকাধিনেহপি চ ।” ইতি ছেমচন্দ্রঃ ॥৩০—৩৩॥

তত ইতি । প্রতিগ্রহার্থম্ আদবেগমনাদীকারার্থম্ । যমৌ নকুলসহদেবৌ ॥৩০॥

তাভ্যামিতি । বৃষ্টিচক্রং যাদবসমূহঃ, মহর্দ্ধিমং ধনরত্নাদিতিরতীবসমূহম্ ॥৩৫॥

সংযুগ্মেতি । আদৌ সংযুগ্মাঃ পরিক্রতাঃ পবক সিক্তা ধোতাঃ পশ্চানো যত্র তম্ । পুষ্পপ্রকরশোভিতম্ । সমূহৈঃ শোভিতম্ । দহতাহংকরণা অগুরুণা স্বয়ত্ত্বিত্রব্যবিশেষঃ । স্তবাসিতমিঙ্গপ্রস্থমিতি শেষঃ । প্রতিপেদে প্রাপ্তবান্ ॥৩৬—৩৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কর্ণজং নাম ॥২২—৩২॥ হরণং প্রীতিদায়কম্ ॥৩৩॥ প্রতিগ্রহার্থং সম্মানেন আনন্তম্ ॥৩৪—৩৫॥

অস্তান্ত বহুতর বৃষ্টিবংশীয়, ভোজবংশীয় ও অন্ধকবংশীয়েরা প্রচুর যৌতুকধন লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন ॥৩০—৩৩॥

তাহার পর, রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে আদরপূর্বক আনিবার জন্য তখনই নকুল ও সহদেবকে পাঠাইয়া দিলেন ॥৩৪॥

তাঁহারা যাইয়া আদরপূর্বক প্রবেশ করিবার আগ্রহ জানাইলে, মহাসমুদ্র-শালী যাদবগণ পতাকা-ধ্বজ-শোভিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৫॥

এক বলরামের সহিত কৃষ্ণও আসিয়া প্রবেশ করিলেন ; তাঁহাদের সঙ্গে বৃষ্টি, অন্ধক ও ভোজবংশীয়েরাও অনেকেই ছিলেন । তাহার পূর্বেই ইন্দ্র প্রস্থের সমস্ত পথগুলিকে পরিষ্কার করিয়া প্রক্ষালন করিয়া রাখিয়াছিল।

সম্পূজ্যমানঃ পৌরৈশ্চ ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ ।
 বিবেশ ভবনং রাজ্ঞঃ পুরন্দরগৃহোপমম্ ॥৩৯॥
 যুধিষ্ঠিরস্ত্ব রামেণ সমাগচ্ছদ্যথাবিধি ।
 যুদ্ধি কেশবমাত্রায় বাহুভ্যাং পরিষদজ্ঞে ॥৪০॥
 তং প্রীয়মাণো গোবিন্দো বিনয়েনাভ্যপূজয়ৎ ।
 ভীমঞ্চ পুরুষব্যাত্রং বিধিবৎ প্রত্যপূজয়ৎ ॥৪১॥
 তাংশ্চ বৃষ্যঙ্ককশ্রেষ্ঠান্ কৃত্তৌপ্ত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 প্রতিজগ্রাহ সৎ কাটৈরর্ঘ্যথাবিধি যথাগতম্ ॥৪২॥
 গুরুবৎ পূজয়ামাস কাংশ্চিৎ কাংশ্চিদ্রয়শ্চবৎ ।
 কাংশ্চিদভ্যবদৎ প্রেমাণা কৈশ্চিদপ্যভিবাদিতঃ ॥৪৩॥

ভারতকৌমুদী

সম্পূজ্যমান ইতি । বিবেশ কেশব ইতি সহস্রঃ । রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্ত্ব ॥৩৯॥
 যুধিষ্ঠির ইতি । যথাবিধি রামস্তাপি কনিষ্ঠভ্রাতৃ সাক্ষীবাদম্ ॥৪০॥
 তমিতি । তং যুধিষ্ঠিরম্ । অভ্যপূজয়ৎ প্রত্যপূজয়ৎ প্রাণমৎ, উভয়োবিধি জ্যোত্বাৎ ॥৪১॥
 তানিতি । যথাগতং প্রাচীনেভ্যো যথাবগতম্ ॥৪২॥
 গুরুবদिति । কাংশ্চিৎ সম্পর্কেণ বয়সা চ জ্যেষ্ঠান, পূজয়ামাস পাদগ্রহণেন । কাংশ্চিৎ
 সমবয়স্কান্, পূজয়ামাস আলিঙ্গনে সমানয়ামাস । কাংশ্চিৎ অজ্ঞাতসম্পর্কান্ বয়োমাত্রেণ
 জ্যেষ্ঠান্ । অভ্যবদৎ অভিবাদিতবান্ । কৈশ্চিদ্রয়ঃ কনিষ্ঠৈঃ ॥৪৩॥

নানাবিধ ফুল ছড়াইয়া দিয়াছিল এবং স্থানে স্থানে শৃগন্ধি অশ্রু দক্ষ করিতে-
 ছিল এবং সে নগরটী হৃষ্টপুষ্ট লোক পরিপূর্ণ ও বণিকসমূহে পরিশোভিত
 ছিল ॥৩৬—৩৮॥

কৃষ্ণ আসিয়া প্রবেশ করিলে, সহস্র সহস্র পুরবাসীরা ও ব্রাহ্মণেরা তাঁহার
 সম্মান করিতে লাগিলেন ; এই অবস্থায় তিনি ইন্দ্রভবনতুল্য যুধিষ্ঠিরভবনে
 যাইয়া প্রবেশ করিলেন ॥৩৯॥

যুধিষ্ঠির আশীর্ব্বাদ করিয়া বলরামকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কৃষ্ণের
 নস্তকাত্মাণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকেও আলিঙ্গন করিলেন ॥৪০॥

কৃষ্ণও আনন্দিতচিত্তে বিনয়পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীমসেনকে
 যথানিয়মে প্রণাম করিলেন ॥৪১॥

তাঁহার পর, যুধিষ্ঠির প্রাচীনদের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইভাবে
 যথানিয়মে বৃষ্ণিবংশীয় ও অন্ধকবংশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে আদরপূর্ব্বক
 গ্রহণ করিলেন ॥৪২॥

তেষাং দদৌ হৃষীকেশো জ্ঞাতার্থে ধনযুতমম্ ।
 হরণং বৈ স্তভদ্রায়া জ্ঞাতিদেয়ং মহাযশাঃ ॥৪৪॥
 রথানাং কাঞ্চনান্নানাং কিঙ্কলীজালমালিনাম্ ।
 চতুৰ্যুজ্যাপেতানাং সূতৈঃ কুশলশিক্ষিতৈঃ ॥৪৫॥
 সহস্রং প্রদদৌ কৃষ্ণো গবামযুতমেব চ ।
 শ্রীমশ্মাথুরদেশ্যানাং দোন্ধ্রীণাং পুণ্যবর্চসাম্ ॥৪৬॥ (যুগ্মকম্)
 বড়বানাঞ্চ শুদ্ধানাং চন্দ্রাংশুসমবর্চসাম্ ।
 দদৌ জনার্দনঃ প্রীত্যা সহস্রং হেমভূষিতম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

তেষামিতি । জ্ঞাতার্থে বরনিষ্ঠজনার্থে । “জ্ঞাতো জামাতুবৎসলে” ইতি হেমচন্দ্রঃ ।
 হরণং যৌতুকধনম্ । “হরণং যৌতুকভ্রব্যো ভূজেষপি হরণং হৃতৌ” ইতি বিশ্বঃ ॥৪৪॥
 রথানামিতি । কাঞ্চনান্নানাং স্বর্ণখচিতানাম্ । চতুরোহস্থান্ যুক্তত ইতি তেষাম্,
 কুশলং নিপুণং যথা শাস্ত্রাণাং শিক্ষিতৈঃ, সূতৈঃ সারথিভিঃ, উপেতানাং যুক্তানাম্ । শ্রীমত্যাঃ
 কাঙ্ক্ষিত্যশ্চ তা মথুরাদেশাঃ মথুরাদেশোক্তবাসেতি তাসাম্, দোন্ধ্রীণাং বহুকীর্যণাম্ ।
 “দোন্ধ্রী বহুকীর্য” ইতি প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে স্মার্ত্তঃ । পুণ্যবর্চসাং দর্শনমাত্রমেব পুণ্যজনক-
 কাস্তীনাম্ ॥৪৫—৪৬॥

বড়বানামিতি । বড়বানামবীনাম্ । চন্দ্রাংশুসমবর্চসাং শুভ্রবর্ণানামিত্যর্থঃ ॥৪৭॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিপেদে প্রাপ্তবান্ খাণ্ডবপ্রহ্মমিতি সহস্রঃ ॥৩৮—৪৩॥ জ্ঞাতার্থে জনী বধুঃ তামহঙ্কো জ্ঞাতাঃ
 বরণকীর্যঃ তেষামর্থঃ ॥৪৪॥ চতুৰ্যুজ্যং বাহচতুৰ্যুজ্যম্ ॥৪৫॥ সহস্রং রথানাং গবাং দোন্ধ্রীণাম্

এবং তিনি সম্পর্কে ও বয়সে জ্যেষ্ঠ কতকগুলি লোককে গুরুর আয় পূজা
 করিলেন, সমবয়স্কদিগকে বয়স্কের আয় আলিঙ্গন করিলেন, আর কেবল
 বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন করিলেন ; তখন কেহ কেহ প্রণয়বশতঃ তাঁহাকেও
 অভিবাদন করিল ॥৪৩॥

তাহার পর, যশস্বী কৃষ্ণ বরণকীর্যদিগের জ্ঞাত তাঁহাদের হাতে উৎকৃষ্ট ধন
 উপহার দিলেন এবং স্তভদ্রাকেও জ্ঞাতীগণের দেয় যৌতুক দান করিলেন ॥৪৪॥

আর, তিনি স্বর্ণখচিত, কিঙ্কলীমালাসম্পন্ন, চারিটা অশ্বযুক্ত এবং সুশিক্ষিত
 সারথিচালিত সহস্র রথ উপহার দিলেন এবং মথুরাদেশজাত, পরমশুন্দর, প্রচুর
 দুগ্ধশালী ও পবিত্রমুর্তি দশসহস্র গো দান করিলেন ॥৪৫—৪৬॥

কৃষ্ণ প্রণয়পূর্বক নির্মল চন্দ্রের আয় শুভ্রবর্ণ এবং স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত এক
 সহস্র অশ্বী দান করিলেন ॥৪৭॥

তথৈবান্বতরীণাঞ্চ দাস্তানাং বাতরংহসাম্ ।
 শতান্বজ্ঞনকেশীনাং শ্বেতানাং পঞ্চ পঞ্চ চ ॥৪৮॥
 স্নানপানোৎসবে চৈব প্রযুক্তং বয়সান্বিতম্ ।
 ত্রীণাং সহস্রং গৌরীণাং হ্রবেশানাং হ্রবর্চসাম্ ॥৪৯॥
 হ্রবর্ণশতকণ্ঠীনাংরোমাণাং স্বলঙ্কৃতাম্ ।
 পরিচর্য্যাস্ত দক্ষাণাং প্রদদৌ পুঙ্করেক্ষণঃ ॥৫০॥ (মুখ্যকম্)
 প্রষ্ঠানামপি চাখানাং বাহ্লিকানাং জনাদনঃ ।
 দদৌ শতসহস্রাণি কন্যাধনমনুভবম্ ॥৫১॥
 কৃতাকৃতস্ত মুখ্যস্ত কনকস্ত্রাগ্নিবর্চসঃ ।
 মনুষ্যভারান্ দাশাহৌ দদৌ দশ জনাদনঃ ॥৫২॥

ভারতকৌমুদী

তথ্যেতি । দাস্তানাং শিক্ষিতানাম্, বাতরংহসাং বায়ুবেগানাম্, অজ্ঞনবৎ কেশা যাসাং তাসাম্, অথ চ শ্বেতানাং গাত্রে শ্বেতবর্ণানাম্, পঞ্চ পঞ্চ চ শতানি দদাবিত্যাহুর্কথঃ ॥৪৮॥

স্নানেতি । প্রযুক্তং নিযুক্তপুঙ্কম্ । বয়সা যৌবনে, “বয়ঃ পক্ষিণি বাণ্যাকৌ যৌবনে চ নপুংসকম্” ইতি মেদিনী । গৌরীণাং গৌরবর্ণানাম্ । হ্রবর্চসাং শোভনলাবণ্যানাম্ । অরোমাণাং গাত্রে রোমহীনানাম্ । হ্রু অলঙ্কৃষ্টোক্ত তাসাম্ ॥৪৯—৫০॥

প্রষ্ঠানামিতি । প্রষ্ঠানাং বেগাদগ্রগামিনাম্ । কন্যাধনং যৌতুকম্ ॥৫১॥

কৃত্যেতি । কৃতমলঙ্কারাদিরূপেণ ঘটিতঞ্চ তদকৃতং মূলরূপেণ হিতকোতি কৃতাকৃতং তত্ত্ব । অগ্নিবর্চসঃ অগ্নিবহ্নজ্জলস্ত । দশ মনুষ্যভারান্ দশতিমহুস্ত্রৈবোচুঃ শক্যান্ গ্রাসীন ॥৫২॥

ভারতভাবদীপঃ

৪৮। বজ্রবানাম্ অখানাম্ ৪৭—৪৮। গৌরীণাম্ অদৃষ্টরঙ্গসাম্ ৪৯। হ্রবর্ণশতং হ্রবর্ণ-
 মণিশতং কণ্ঠে যাসাং তাসাম্ । অরোমাণাম্ অহাস্তরংরোমাবলীনাম্ । স্বলঙ্কৃতং হ্রতরাল-

এবং মস্তকে কৃষ্ণবর্ণ-কেশ-যুক্তা, গাত্রে শ্বেতবর্ণা, বায়ুর স্ত্রায় বেগবতী
 ও সুশিক্ষিতা এক সহস্র অশ্বতরী দান করিলেন ॥৪৮॥

আর, এক সহস্র গৌরবর্ণা যুবতি ত্রী দান করিলেন; তাহারা পূর্বে
 স্নানে, পানে ও উৎসবে নিযুক্ত হইত এবং তাহাদের বেশ ও লাবণ্য সুন্দর
 ছিল, কণ্ঠদেশে নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ছিল, অঙ্গে লোম ছিল না; আর তাহারা
 অস্ত্রকে সাজাইয়া দিতে নিপুণ এবং পরিচর্য্যায় দক্ষ ছিল ॥৪৯—৫০॥

এবং তিনি বাহ্লিকদেশীয় অতিদ্রুতগামী এক লক্ষ উৎকৃষ্ট অশ্ব যৌতুক
 দিলেন ॥৫১॥

(৪৮)---শ্বেতানাং দশ পঞ্চ চ । (৫০)---অরোমাণাং স্বলঙ্কৃতাম্ ।

(৫১) পৃষ্ঠানামপি চাখানাম্... ।

গজানাস্তু প্রভিন্নানাং ত্রিধা প্রস্রবতাং মদম্ ।
 গিরিকূটনিকাশানাং সমরেন্নিবর্তিনাম্ ॥৫৩॥
 কপ্তানাং পটুঘণ্টানাং চারুণাং হেমমালিনাম্ ।
 হস্ত্যারোহৈরুপেতানাং সহস্রং সাহসপ্রিয়ঃ ॥৫৪॥
 রামঃ পাণিগ্রহণিকং দদৌ পার্থায় লাক্ষ্মণৌ ।
 প্রীয়মাণো হলধরঃ সম্বন্ধং প্রতিমানয়ন্ ॥৫৫॥ (বিশেষকম)
 স মহাধনরত্নোযো বস্ত্রকম্বলফেনবান্ ।
 মহাগজমহাগ্রাহঃ পতাকাশৈবলাকুলঃ ॥৫৬॥
 পাণ্ডুসাগরমাবিধ্য প্রবিবেশ মহানদঃ ।
 পূর্ণমাপূরয়ন্তেষাং দ্বিষচ্ছোকাবহোহভবৎ ॥৫৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

গজানামিতি । প্রভিন্নানাং মতানাম্ । ত্রিধা গণ্ডদ্বয়গুদৈঃ । গিরিকূটনিকাশানাং পৰ্ব্বত-
 শৃঙ্গসদৃশানাং । কপ্তানাং সজ্জিতানাং । পটবো গুপ্তনদকা ঘণ্টা যেষাং তেষাম্ । সাহসং
 প্রিয়ং যন্ত সঃ । পাণিগ্রহণেন সংস্রষ্টমিতি পাণিগ্রহণিকং যৌতুকম্ । সম্বন্ধং স্তম্ভ-
 পরিণয়নিবন্ধনং সম্পর্কম্ । প্রতিমানয়ন্ প্রাধমানঃ ॥৫৩-৫৫॥

স ইতি । মহাধনাশ্চৈব রত্নোযো যন্ত সঃ, বস্ত্রাণি কম্বলানি চ কেনা অস্ত সস্তীতি সঃ,
 মহাগজা এব মহাগ্রাহা মহাস্তো জলজন্তবো যন্ত সঃ, তথা পতাকা এব শৈবলাস্তৈরাকুলো
 ব্যাপ্তঃ, স যৌতুকরাশিরূপো মহানদঃ, আবিধ্য সংস্রজ্য, ধনৈর্জলৈশ্চ পূর্ণমপি, আপূরয়ন,
 পাণ্ডুঃ পাণ্ডুপুত্রগণ এব সাগরম্, প্রবিবেশ ; প্রবিষ্টা চ তেষাং পাণ্ডুপুত্রাণাম্, যে দ্বিষন্তস্তেষাং
 শোকাবহঃ অভবৎ । সুন্দরং সাক্ষমিদং রূপকম্ ॥৫৬-৫৭॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃতানাং ॥৫০॥ পৃষ্ঠানাং পৃষ্ঠবাহিনাম্ । বাহ্লিকানাং বাহ্লিকদেশজানাং ॥৫১॥ কৃত-
 কৃতস্ত কৃতমাকরজং ধমনাদিনা সাধিতম্, অকৃতং জাহ্নবদং স্বতঃসিদ্ধং তন্ত ॥৫২॥ প্রভিন্নানাং

আর, দশ জন মানুষে বহন করিতে পারে এত পরিমাণে সোণার তৈয়ারি
 জিনিষ এবং আদত সোণা যৌতুক দিলেন ॥৫২॥

বলরামও অৰ্জুনকে এক হাজার হাতী যৌতুক দিলেন ; সেই পৰ্ব্বতশৃঙ্গ-
 প্রমাণ মদমস্ত হাতীগুলি যুদ্ধে ফিরিত না, গণ্ডযুগল ও গুহাদেশ হইতে মদপ্রাব
 করিত এবং স্বর্ণমালায় ভূষিত, শিক্ষিত ও দেখিতে সুন্দর ছিল ; সেগুলির গল-
 দেশে ঘণ্টা ছিল এবং সঙ্গে মাহুত ছিল ॥৫৩-৫৫॥

সেই যৌতুকরূপ মহানদ যাইয়া পাণ্ডবরূপ সাগরে প্রবেশ করিল ; ধন-
 রাশি ছিল তাহার রত্নসমূহ, বস্ত্র ও কম্বল ছিল তাহার ফেন, বিশাল হস্তিগণ

প্রতিজগ্রাহ তং সৰ্বং ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 পূজয়ামাস তাংশ্চৈব বৃক্ষ্যক্ষকমহারথান্ ॥৫৮॥
 তে সমেতা মহাত্মানঃ কুরুবৃক্ষ্যক্ষকোত্তমাঃ ।
 বিজহুঃ কুরুবাসে নরাঃ স্বকৃতিনো যথা ॥৫৯॥
 তত্র তত্র মহাযানৈরুৎকৃষ্টতলনাদিতৈঃ ।
 যথাযোগং যথা প্রীতিং বিজহুঃ কুরুবৃক্ষ্যঃ ॥৬০॥
 এবমুত্তমবীৰ্য্যাস্তে বিহত্য দিবসান্ বহুন্ ।
 পূজতাঃ কুরুভির্জগ্মুঃ পুনর্বারবতাং পুরীম্ ॥৬১॥

ভারতকৌমুদী

প্রতীতি । তদ্ যৌতুকরূপং সৰ্বং ধনম্ । পূজয়ামাস শুশ্রূষাশাপাদিভিঃ ॥৫৮॥
 ত ইতি । সমেতাঃ সম্মিলিতাঃ । অমরাবাসে স্বর্গলোকে । স্বকৃতিনঃ পুণ্যবন্তঃ ॥৫৯॥
 তজ্জেতি । উৎকৃষ্টানি উচ্চৈঃ শক্তিতানি যানি তলানি নিম্নচক্রাণি তৈর্নাদিতৈঃ
 শক্তিভিঃ ॥৬০॥

এবমিতি । উত্তমবীৰ্য্যঃ মহাবীৰ্য্যঃ, তে যাদবঃ । কুরুভির্যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ ॥৬১॥

ভারতভাবদাপঃ

মন্ত্রানাম্, ত্রিধা গণ্ডগুহকর্ণমূলৈঃ ॥১৩—১৭॥ সরস্বতীধঃ পাণ্ডুনাগরং প্রবিবেশ ইতি শব্দঃ
 ॥৫৬॥ আধিকঃ সৰ্বতো বিপ্রকর্ণঃ, মহাধনো বহুমুখাঃ ॥৫৭—৫৯॥ তজ্জেতি । তলস্তলানাদি:
 ছিল বিশাল জলজন্তুসমূহ এবং পাতকা শৈবল (সেউলা) । এহেন মহানদ
 সেই পূর্ণ সমুদ্রকে অধিক পূর্ণ করিয়া পাণ্ডবশত্রুগণের উদ্বেগ জন্মাইয়া-
 ছিল ॥৫৬—৫৭॥

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সে সমস্ত যৌতুকধনই গ্রহণ করিলেন এবং সম্ভাষণ ও
 সদ্যবহার দ্বারা সেই বৃক্ষিবংশীয় ও অক্ষকবংশীয় মহারথদিগকে সম্মানিত
 করিলেন ॥৫৮॥

তাহার পর সেই কুরু, বৃক্ষ ও অক্ষকবংশীয় মহাত্মারা মিলিত হইয়া,
 পুণ্যবান্ লোকেরা যেমন স্বর্গলোকে বিহার করেন, সেইরূপ বিহার করিতে
 লাগিলেন ॥৫৯॥

তাহারা উত্তম উত্তম যানে আরোহণ করিয়া সুবিধা অনুসারে এবং
 আমোদ সহকারে বিহার করিতে লাগিলেন ; তাহাদের যানভ্রমণের সময়ে
 সুন্দর চক্রশব্দ হইত ॥৬০॥

বলবান্ যাদবগণ এইভাবে অনেক দিন আমোদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি-
 কর্তৃক সম্মানিত হইয়া পুনরায় দ্বারকানগরে গমন করিলেন ॥৬১॥

রামং পুরস্কৃত্য যযুর্ষ্যক্কমহারথাঃ ।
 রত্নাশ্চাদায় শুভ্রাণি দত্তানি কুরুসত্তমৈঃ ॥৬২॥
 বাসুদেবস্ত পার্শ্বেন তত্রৈব সহ ভারত ! ।
 উবাস নগরে রম্যে শক্রপ্রস্বে মহামনাঃ ॥৬৩॥
 ব্যচরদ্যমুনাতীরে যুগয়াং স মহাযশাঃ ।
 যুগান্ বিধান্ বরাহাংশ্চ রেমে সার্কং কিরীটিনা ॥৬৪॥
 ততঃ শ্ৰভদ্রা সৌভদ্রং কেশবস্ত প্রিয়া স্বসা ।
 জয়ন্তমিব পৌলোমী খ্যাতিমন্তমজীজনং ॥৬৫॥
 দৌর্ঘবাহুং মহোরস্কং বৃষভাক্ষমরিন্দমম্ ।
 শ্ৰভদ্রা স্নষুবে বীরমভিমন্যুং নরর্ষভম্ ॥৬৬॥
 অভিশ্চ মন্যুমাংশ্চৈব ততস্তমরিমদনম্ ।
 অভিমন্যুমিতি প্রাহুরাজ্জুনিং পুরুষর্ষভম্ ॥৬৭॥

ভারতকৌমুদী

অথ সৰ্ব্ব এব কিং জগ্মুঃ ইত্যাহ—রামমিতি । শুভ্রাণি নির্মলানি ॥৬২॥
 বাসুদেব ইতি । পার্শ্বেন অৰ্জুনেন, সখিষ্মেন যোগ্যত্বাৎ । শক্রপ্রস্বে ইন্দ্রপ্রস্বে ॥৬৩॥
 ব্যচরদ্বিতি । স বাসুদেবঃ । রেমে আনন্দম্ । কিরীটিনা অৰ্জুনেন ॥৬৪॥
 তত ইতি । স্বসা ভগিনী । পৌলোমী ইন্দ্রাণী । খ্যাতিমন্তং যশস্বিনম্ ॥৬৫॥
 দৌর্ঘেতি । মহোরস্কং বিশালবক্ষসম্ । বৃষভাক্ষং বৃষভুল্যানয়নম্ । সৰ্ব্বমিদং ভাবিনি
 ভূতবহুপচার্য্য ॥৬৬॥

নবভিমন্ত্যনায়ঃ কোহর্ষ ইত্যাহ—অভিমিতি । ন বিত্ততে ভীর্ষয়ং যন্ত সঃ অভিঃ । বৃষভ-
 মর্ষম্ । মহ্যমান্ ক্রোধী, “মহ্যর্দেস্তে ক্রোধে ক্রুধি” ইত্যমরঃ । অৰ্জুনিমৰ্জ্জুনাপত্যম্ ॥৬৭॥

ঠাঁহারা যুধিষ্ঠিরপ্রদত্ত নির্মল ধনরত্ন গ্রহণপূর্বক বলরামকে অগ্রবর্তী
 করিয়া চলিয়া গেলেন ॥৬২॥

কিন্তু কৃষ্ণ অৰ্জুনের সহিত সেই মনোহর ইন্দ্রপ্রস্থনগরেই রহিলেন ॥৬৩॥

তিনি যুগয়া করতঃ যমুনাতীরে বিচরণ করিতেন এবং অৰ্জুনের সহিত
 মিলিত হইয়া হরিণ ও শূকর বিদ্ধ করতঃ আনন্দিত হইতেন ॥৬৪॥

তাহার পর, শচীদেবী যেমন যশস্বী জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ
 কৃষ্ণের প্রিয়তমা ভগিনী শ্ৰভদ্রা অভিমন্ত্যাকে প্রসব করিলেন ॥৬৫॥

ক্রমে, সেই অভিমন্ত্য দৌর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা, বৃষভুল্যানয়ন, শক্রহস্তা,
 মহাবীর ও নরশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ॥৬৬॥

স সাহিত্য্যামতিরথঃ সংবভূব ধনঞ্জয়াৎ ।
 মথে নির্মথনেনেব শমীগর্ভাদ্ভূতাননঃ ॥৬৮॥
 যস্মিন্ জাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 অযুতং গা দ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্নিকং চ ভারত ! ॥৬৯॥
 দয়িতো বাহুদেবস্ত্র বাল্যাৎ প্রভৃতি চাভবৎ ।
 পিতৃণাঐক্যেব সর্বেষাং প্রজানামিব চন্দ্রমাঃ ॥৭০॥
 জন্মপ্রভৃতি কৃষ্ণশ্চ চক্রে তস্য ক্রিয়াঃ শুভাঃ ।
 স চাপি বরধে বালঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥৭১॥
 চতুষ্পাদং দশবিধং ধনুর্বেদমরিন্দমঃ ।
 অর্জুনাদ্বেদ বেদভ্রঃ সকলং দিব্যমানুষম্ ॥৭২॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । সাহিত্য্যং সাহিত্যবংস্ত্রায়াং হৃতপ্রায়াম্ । মথে যজ্ঞে ॥৬৮॥
 যস্মিন্ভিত্তি । নিকান্ স্বর্ণালঙ্কারান্ । “পলমণ্ডনয়োনিঃ” ইত্যনেকার্থধ্বনিমত্ভবিঃ ॥৬৯॥
 দয়িত ইতি । দয়িতঃ প্রিয়ঃ । পিতৃণাং পিতৃপর্থায়াণাং যুধিষ্ঠিরাদীনাম্ ॥৭০॥
 জন্মেতি । ক্রিয়াঃ সংস্কারকর্মাণি, চক্রে বাৎসল্যাভিলাষাৎ প্রতিনিধিষ্মেন ॥৭১॥
 চতুষ্পাদমিতি । চত্বারঃ পাদাঃ শিক্ষাভ্যাসপ্রয়োগোপসংহারবিধয়কা অবয়বা যন্ত তন্ম্ ।

ভারতভাবদীপঃ

গায়স্তো বাদয়ন্ত চ বিজহ রিতার্থঃ ॥৬৮—৬৯॥ অভিভূতঃ, অভিভূতি হৃৎস্বার্থম্, মত্ভায়াং
 ক্রোধবান্ অভিভূত ইত্যর্থঃ ॥৬৯॥ শমীগর্ভাৎ শমীগর্ভে জাতাদেশবাৎ । নির্মথনে অধরা-
 যণ্যাং স্তবধ্বনে, অত্রাধ্ববদর্জুনঃ “তস্মাক্ষো বা এষ আশ্বনো যংপতী” ইতি ঋতেরধঃস্বাক্ষ-
 বেহরূপস্বাদধরাগীবাৎ হৃতপ্রা, অগ্নিবদভিমত্ভ্যামিতি সাম্যাম্ ॥৭০॥ নিকান্ স্বর্ণমণিমালাঃ
 ॥৬৯—৭০॥ ক্রিয়াঃ লালনপালনালঙ্করণাদিকাঃ ॥৭১॥ চতুষ্পাদমিতি—“মহামুত্তং পাণিমুক্তং

পুরুষশ্রেষ্ঠ সেই অর্জুনপুত্রের ভয় ছিল না এবং ক্রোধ ছিল বলিয়া সকলেই
 তাঁহাকে ‘অভিমত্ভ্য’ বলিত ॥৬৭॥

যজ্ঞে মন্থন করায় শমীবৃক্ষের ভিতর হইতে অগ্নির স্রাব, সেই অতিরথ
 অভিমত্ভ্য অর্জুন হইতে শূভদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ॥৬৮॥

যিনি জন্মিলে পর যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণকে দশ হাজার গরু এবং স্বর্ণালঙ্কার
 দান করিয়াছিলেন ॥৬৯॥

চন্দ্র যেমন লোকের প্রিয়, সেইরূপ অভিমত্ভ্য বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণ
 ও যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতির প্রিয় হইয়াছিলেন ॥৭০॥

এই জন্মই কৃষ্ণ অভিমত্ভ্যর জন্ম হইতেই তাঁহার সমস্ত শুভকর্মা করিয়া-
 ছিলেন এক অভিমত্ভ্যও শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের স্রাব বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন ॥৭১॥

বিজ্ঞানেষপি চাত্তাণাং সৌষ্ঠবে চ মহাবলঃ ।

ক্রিয়াষপি চ সৰ্ব্বাস্থ বিশেষানভ্যশিক্ষয়ৎ ॥৭৩॥

আগমে চ প্রয়োগে চ চক্রে তুল্যমিবাভ্যনা ।

তুতোষ পুত্রং সৌভদ্রং প্রেক্ষমাণো ধনঞ্জয়ঃ ॥৭৪॥

ভারতকৌমুদী

দশবিধং ভরত-মাহুত-কাগুপ-কৌশিকানীচ-প্রত্যালীঢ়াত্মপদ-বিশাখ-দুর্জয়-মণ্ডল-বিবৃততয়া দশ-প্রকারম্ । বেদ শিখিক্ষে । দিব্যঃ স্বর্গায়শ্চাসৌ মাহুতযো মতৌয়শ্চোত তম্ ॥৭২॥

বিজ্ঞানেষিতি । বিজ্ঞানেষু বৈশিষ্ট্যেন জ্ঞানেষু । সৌষ্ঠবেষু হুতুপ্রয়োগেষু । মহাবলো-হজ্জুনঃ । ক্রিয়াস্ব উপবনাদিদৈহিকব্যাপায়েষু । বিশেষান্ অভিবেকান্, অভ্যশিক্ষয়ৎ সাকল্যেনাশিক্ষয়ৎ, অভিমত্ব্যামাত শেষঃ ॥৭৩॥

আগম ইতি । আগমে অস্ত্রাণাং জ্ঞানে, প্রয়োগে তেষাং চালনে চ । সৰ্ব্বৈঃ সংহৃত্যন্তে

ভারতভাবদীপঃ

মুক্তামুক্তং তথৈব চ । “অমুক্তঞ্চ ধনুর্বেদে চতুশ্চাক্ষরমীরিতম্ ॥” যস্ত প্রয়োগ এবাস্তি ন তু উপসংহারঃ তদাঙ্গম্, বাণাদি দ্বিতীয়ম্, প্রয়োগোপসংহারভ্যাং যুক্তং তৃতীয়ম্, চতুর্থং মন্ত্রসাধিতং ধ্বজাদি, যদর্শনাদেব শত্রবঃ পলায়ন্তে, যদা সূত্রশিক্ষাপ্রয়োগরহস্যানীতি চত্বারো গ্রন্থপাদাঃ । দশবিধং গ্রন্থার্থাভিধানং যথা—“আদানমথ সজ্ঞানং মোক্ষণং বিনিবৰ্ত্তনম্ । স্থানং মৃষ্টিঃ প্রয়োগশ্চ প্রায়শ্চিত্তানি মণ্ডলম্ । রহস্যক্ষেতি দশধা ধনুর্বেদাঙ্গমিহ ॥” আদানং বাণস্ত নিষক্ৰাৎ, সজ্ঞানং মোক্ষণ্য যোগঃ, মোক্ষণং লক্ষ্যে নিপাতনম্, বিনিবৰ্ত্তনং হীনশক্তৌ লক্ষ্যে পাতিতস্ত্রাস্ত্রস্ত প্রত্যাবৰ্ত্তনম্, স্থানং মধ্যম্পমধ্যং বা ধনুযো জ্যায়াশ্চ ধারণে শরসজ্ঞানে চ, মৃষ্টিঃ ত্রাদুলিচতুরঙ্গুলিবা, প্রয়োগঃ তর্জনীমধ্যময়োঃ মধ্যমাজ্জুঠোরোবা মথোন বাণসংযোজনম্, প্রায়শ্চিত্তানি স্বতঃ পরতো বা প্রাপ্তস্ত প্রাপ্যমানস্ত বা জ্যাঘাতশরঘাতাদে-রভিঘাতাখাঙ্গলজাগপ্রত্যাহাদিবিধঃ, মণ্ডলানি চক্রবৎ ভ্রমতা যথেন ভ্রাম্যমাণস্ত লক্ষ্যস্ত বেধঃ, রহস্যং শব্দাদিবেধো যুগপদনেকেষু লক্ষ্যেষু শরপাত ইত্যাদি । দিব্যঃ ব্রহ্মজাদি, মাহুতং ধ্বজাদি ॥৭২॥ অস্ত্রাণামকালে প্রয়োগাণাং বিজ্ঞানে বৈশিষ্ট্যে জ্ঞানে । সৌষ্ঠবে অস্ত্রেণাং প্রয়োগপটুত্বে । ক্রিয়াস্ব শারীরীষু উৎসর্গপ্রদর্পণাদিষু । বিশেষান্ আধিক্যানি । অভিহিতঃ সাকল্যেন অশিক্ষয়দজ্জুনঃ পুত্রম্ ॥৭৩॥ আগমে শাস্ত্রে প্রয়োগেহহুতানে ॥৭৪॥ সৰ্ব্ব

শত্রুবিজয়ী অভিমত্ব্য বেদ এবং সমস্ত ধনুর্বেদে অজ্জুনের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন ; যে ধনুর্বেদের চারিটি পাদ ও দশটি অবস্থা আছে এবং বাহা স্বর্গে ও মর্ত্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥৭২॥

অজ্জুন অভিমত্ব্যকে অস্ত্রজ্ঞানে ও অস্ত্রপ্রয়োগে নিজের তুল্যই করিয়া-ছিলেন এবং তিনি অভিমত্ব্যকে দেখিয়া আনন্দলাভ করিতেন ॥৭৩॥

কেন না, অভিমত্ব্য শত্রুবিজয়ের সমস্ত কৌশল জানিতেন, সর্বপ্রকার সুলক্ষণে লক্ষিত ছিলেন এবং বিবৃতমুখ সর্পের আয় দুর্দ্বর্ষ ও মহাধনুর্দ্বর্ষ

সৰ্বসংহননোপেতং সৰ্বলক্ষণলক্ষিতম্ ।
 দুৰ্দ্ধৰ্ভম্ভস্ককং ব্যাতাননমিবোরগম্ ॥৭৫॥
 সিংহদৰ্পং মহেশাসং মত্তমাতঙ্গবিক্রমম্ ।
 মেঘহুন্দুভিনিঘোষং পূৰ্ণচন্দ্রনিভাননম্ ॥৭৬॥ (বিশেষকম্)
 কৃষ্ণস্ত্র সদৃশং শৌৰ্য্যে বীৰ্য্যে রূপে তথাকৃতো ।
 দদৰ্শ পুত্রং বীভৎসুৰ্মবানিব তং যথা ॥৭৭॥
 পাক্ষাণ্যপি তু পক্ষভ্যাং পতিভ্যাং শুভলক্ষণা ।
 লেভে পক্ষ স্ততান্ বীরান্ শ্রেষ্ঠান্ পক্ষাচলানিব ॥৭৮॥
 যুধিষ্ঠিরাং প্রতিবিক্ষ্যং স্ততদোমং বকোদরাৎ ।
 অৰ্জ্জুনাচ্চ তকম্মাণং শতানৌক্যং নাকুলিন্ ॥৭৯॥
 সহদেবাচ্চ তসেনমেতান্ পদং মহারথান্ ।
 পাক্ষালী স্তবুবে বীরানাদিত্যানদিতিযথা ॥৮০॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

শত্রব এতিয়িতি সংহননানি কৌশলানি তৈঃ । ব্যাতাননং বিব্রতমুখম্ । মহেশাসং মহা-
 ধনুর্দ্ধরম্ । মেঘহুন্দুভোরিব নিৰ্গোষো গহ্বীকঃ কণ্ঠবরো যস্য তম্ ॥৭৫—৭৬॥

কৃষ্ণস্ত্রোতি । মধবান্ ইক্ষুঃ, যথা তং বীভৎসুঃ দদৰ্শ, তথা বীভৎসুঃকেনোহপি, পুত্রমতি-
 মহ্যম্, শৌৰ্য্যে, বীৰ্য্যে, রূপে সৌন্দর্য্যে, তথা আকৃতিতে, কৃষ্ণস্ত্র সদৃশং দদৰ্শ ॥৭৭॥

পাক্ষানীতি । পাক্ষাণ্যপি দ্রোপদাদি । অচলান পক্ষতানিব ॥৭৮॥

অথ পাক্ষালী কতমাং পত্যাঃ কং হুতং নেভে ইত্যাহ—যুধিষ্ঠিরাদিতি । নকুলসাপত্যমিতি
 নাকুলিস্তম্ । পাক্ষালী দ্রোপদা । আদিত্যান্ দেবান্ ॥৭৯—৮০॥

ভারতভাবদীপঃ

সংহননোপেতং সৰ্বৈঃ সংহননৈঃ পরাভিভাবকৈশ্চৈকোপেতম্ ॥৭৫—৭৬॥ কৃষ্ণস্ত্রোতি ।
 ছিলেন; আর তাঁহার বয়েস ত্রায় দ্বক, সিংহের ত্রায় দপ, মত্ত হস্তীর ত্রায়
 বিক্রম, মেঘ ও হুন্দুভির ত্রায় গহ্বীর কণ্ঠবর এবং পূর্ণচন্দ্রের ত্রায় সুন্দর মুখ
 ছিল ॥৭৫—৭৬॥

পূর্বে ইন্দ্র যেমন অৰ্জ্জুনকে কৃষ্ণের তুল্য দেখিয়াছিলেন, তেমন অৰ্জ্জুনও
 অভিমন্যুকে শৌৰ্য্যে, বীৰ্য্যে, সৌন্দর্য্যে ও আকৃতিতে কৃষ্ণেরই তুল্য দেখি-
 তেন ॥৭৭॥

এদিকে শুভলক্ষণা দ্রোপদাও পক্ষ পতি হইতে পক্ষ পৰ্ব্বতের ত্রায় পাঁচট
 শ্রেষ্ঠ বীর পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ॥৭৮॥

অদিতি যেমন দেবগণকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ দ্রোপদা যুধিষ্ঠির

শাস্ত্রতঃ প্রতিবিদ্যং তমুচুর্বিপ্রা যুধিষ্ঠিরম্ ।
 পরপ্রহরণজ্ঞানে প্রতিবিদ্যো ভবত্বয়ম্ ॥৮১॥
 স্নতে সোমসহস্রে তু সোমার্কসমতেজসম্ ।
 স্নতসোমং মহেবাসং স্নবুবে ভীমসেনতঃ ॥৮২॥
 ঋতং কৰ্ম্ম মহং কৃত্বা নিবৃন্তেন কিরীটিনা ।
 জাতঃ পুত্রস্তথৈত্যেবং ঋতকৰ্ম্মা ততোহভবৎ ॥৮৩॥

ভারতকৌমুদী

অথ তেবাং প্রতিবিদ্যাধিনামহ কো হেতুরিত্যাহ পঞ্চতিঃ—শাস্ত্রত ইতি । অয়ং যুধি-
 ঠিরপুত্রঃ, পরপ্রহরণজ্ঞানে শক্রকৃতপ্রহারাবগমে বিষয়ে, বিদ্যাস্ত পক্ষতস্ত প্রতি প্রতিপক্ষো
 ভবতু বিদ্যাপক্ষত ইব পরপ্রহারং তুচ্ছং মন্ততামিত্যর্থঃ; ইত্যুক্তা বিপ্রাঃ, তং যুধিষ্ঠিরং
 যুধিষ্ঠিরপুত্রম্, শাস্ত্রতো ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারেণ প্রতিপক্ষবিদ্যাপক্ষরোর্থোগার্থাহ্বানেনেত্যর্থঃ,
 প্রতিবিদ্যামুচুঃ ॥৮১॥

স্নত ইতি । সোমসহস্রে সোমাখ্যাগসমূহে, স্নতে কৃতে সতি, পাকালী ভীমসেনতঃ,
 সোমার্কসমতেজসম্, মহেবাসং মহাধনুর্দ্ধরম্, স্নতসোমং স্নবুবে । স্নতে সোমে জাতত্বাৎ
 স্নতসোমো নামৈত্যাশয়ঃ ॥৮২॥

ঋতমিতি । তথা, ঋতং লোকবিঋতং মহং তীর্থপর্যটনাত্মকং কৰ্ম্ম কৃত্বা নিবৃন্তেন,
 কিরীটিনা অজ্ঞুনেন করণেন, পুত্রো জাতঃ, ততঃ, ঋতকৰ্ম্মা ইত্যেবং তস্ত নাম অভবৎ ॥৮৩॥

ভারতভাবদীপঃ

“নরাণাং মাতুলক্রমঃ” ইতি জ্ঞায়েন । যেতঃসেতুর্নিত্যং কৃষ্ণায়াশ্বেন বা কৃষ্ণস্ত সদৃশম্ ।
 তম্ অজ্ঞুনং যথা মধুবান্ ॥৭৭—৮০॥ পরপ্রহরণজ্ঞানে শক্রকৃতপ্রহারবেদনারাং বিদ্যা ইব
 নির্বিজ্ঞান ইতি প্রতিবিদ্যাঃ, স্পষ্টার্থমন্তঃ ॥৮১—৮২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুর্দশাধিকাবিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥২১৪॥

হইতে প্রতিবিদ্যাকে, ভীম হইতে স্নতসোমকে, অজ্ঞুন হইতে ঋতকৰ্ম্মাকে,
 নকুল হইতে শতানীককে এবং সহদেব হইতে ঋতসেনকে প্রসব করিয়া-
 ছিলেন ॥৭৯—৮০॥

‘এই যুধিষ্ঠিরের পুত্র অস্ত্রের প্রহার বুঝিবার বিষয়ে বিদ্যাপর্ব্বতের তুল্য
 হউক’ এই কথা বলিয়া ব্যাকরণ অনুসারে সেই যুধিষ্ঠিরপুত্রকে ‘প্রতিবিদ্যা’
 বলিতেন ॥৮১॥

বহুতর সোমযাগ করিবার পরে দ্রৌপদী ভীমসেন হইতে চন্দ্র ও সূর্য্যের
 তুল্য তেজস্বী পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম হইয়াছিল—
 ‘স্নতসোম’ ॥৮২॥

অজ্ঞুন লোকবিঋত মহং কৰ্ম্ম (তীর্থপর্যটন) করিয়া কিরীট আনিয়া
 উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই পুত্রের নাম হইয়াছিল—‘ঋতকৰ্ম্মা’ ॥৮৩॥

শতানীকস্য রাজর্ষেঃ কৌরব্যস্য মহাস্থনঃ ।

চক্রে পুত্রং সনামানং নকুলঃ কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধনম্ ॥৮৪॥

ততস্ত্বজীজনং কৃষ্ণা নক্ষত্রে বহ্নিদৈবতে ।

সহদেবাং স্তুতং তস্মাৎ শ্রুতসেনেতি তং বিদুঃ ॥৮৫॥

একবর্ষাস্তুরাস্ত্রেতে দ্রৌপদেয়া যশস্বিনঃ ।

• অম্বজায়ন্ত রাজেন্দ্র ! পরম্পরহিতৈষিণঃ ॥৮৬॥

জাতকর্মাণ্যানুপূর্ব্বা চূড়োপনয়নানি চ ।

চকার বিধিবন্ধোম্যাস্তেবাং ভরতসন্তম ! ॥৮৭॥

কৃষ্ণা চ বেদাধ্যয়নং ততঃ সূচরিতব্রতাঃ ।

জগৃহুঃ সৰ্ব্বমিষদ্ব্যমজ্জুনা দিব্যামানুষম্ ॥৮৮॥

ভারতকৌমুদী

শতেতি । কৌরব্যস্ত কুরুবংশীয়স্ত । সমানং নাম যন্ত তম্ ॥৮৪॥

তত ইতি । বহ্নিদৈবতে কৃত্তিকাখ্যে ! অত্রায়ম্ভরঃ—কৃষ্ণঃ খলু কৃত্তিকাস্থ জাততয়া
শ্রুতসেনস্বাম্বাহাসেন ইত্যাদিনাম্বাহাখ্যায়তে, তদ্বদয়ঃ সহদেবস্তুতোহপি কৃত্তিকানক্ষত্রে জাত-
তয়া বিজ্ঞতসেনস্বাং শ্রুতসেনেত্যখ্যাতমিতি ॥৮৫॥

একেতি । একেন বর্ষণে অন্তর্যং ব্যবধানং যেষাং তে একৈকবৎসরকনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ ॥৮৬॥

জাতেতি । জাতকর্মাণি জাতকর্মাধীন, আত্মপূর্ব্বা দ্রোণানুক্রমেণ ॥৮৭॥

কৃষেতি । ততশ্চ উপনয়নাং পরম্, সূচরিতব্রতাঃ সমাগমুত্তীতব্রহ্মচর্যনিয়মাঃ পাণ্ডব-
কুমারাঃ, বেদাধ্যয়নং কৃষ্ণা দিব্যামানুষং স্বর্গীয়মর্ত্যীয়ম্, সৰ্ব্বম্, ইষজং বাণাজস্রম্, অজ্জুনাং,
জগৃহুঃ শিশিকিরে ॥৮৮॥

কুরুবংশে শতানীকনামে এক মহাত্মা রাজর্ষি ছিলেন ; তাহারই নাম
অনুসারে নকুল কীৰ্ত্তিবৰ্দ্ধক নিজ পুত্রটীর নাম করিয়াছিলেন—‘শতানীক’ ॥৮৪॥

তাহার পর, দ্রৌপদী কৃত্তিকানক্ষত্রে সহদেবসমুত্ত একটা পুত্র প্রসব করেন ;
তাহাতেই তাহার নাম হইয়াছিল—‘শ্রুতসেন’ (টীকা দ্রষ্টব্য) ॥৮৫॥

মহারাজ ! এই দ্রৌপদীর পুত্রগণ এক এক বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়াছিল
এবং তাহারা যথাসময়ে যশস্বী ও পরম্পরহিতৈষী হইয়াছিল ॥৮৬॥

ধৌম্যপুরোহিত জ্যোষ্ঠানুক্রমে এবং যথাবিধানে তাহাদের জাতকর্মপ্রস্তুতি
সংস্কার এবং চূড়া ও উপনয়নসংস্কার করিয়াছিলেন ॥৮৭॥

তাহার পর, তাহারা যথানিয়মে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে থাকিয়া এক
বেদাধ্যয়ন করিয়া অজ্জুনের নিকট সর্ব্বপ্রকার দেবান্ত্র ও মনুস্মৃতি শিক্ষা
করিয়াছিল ॥৮৮॥

দিব্যগর্ভোপমৈঃ পুত্রৈর্ব্যটোরস্কর্মহারথৈঃ ।

অম্বিতা রাজশাদৃল ! পাণ্ডবা মুদমাগ্নুবন্ ॥৮৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি

হরণাহরণে চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

(১৮ । পাণ্ডবদাহপর্ব ।)

পঞ্চদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্থে জগ্নুরন্যামরাধিপান্ ।

শাসনাদ্ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞঃ শাস্তনবস্ত্য চ ॥১॥

আশ্রিত্য ধর্মরাজানং সর্বলোকোহবসৎ স্তম্ভম্ ।

পুণ্যলক্ষণকর্ণাণং স্বদেহমিব দেহিনঃ ॥২॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিব্যোতি । দিব্যগর্ভোপমৈঃ স্বর্গীয়বালকতুল্যৈঃ, ব্যটোরস্কৈঃ স্নদৃঢ়বক্ষোভিঃ ॥৮৯॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিকাস্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবির চতুয়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যাত্যামাদিপর্বণি হরণাহরণে চতুর্দশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

ইজ্জতি । তে পাণ্ডবাঃ, জগ্নুঃ মৈন্ত্রাদিহননেন বিজিতবন্তঃ । শাসনাদাদেশাৎ ॥১॥

আশ্রিত্যেতি । দেহিনঃ, পুণ্যানি পুণ্যস্থচকানি পুণ্যজনকানি চ লক্ষণানি উর্জ্জ্বেরখাদীনি
চিহ্নানি যাগাদীনি কৰ্ম্মাণি চ যস্য তং তথোক্তম্, স্বদেহমিব, সর্বলোকঃ, পুণ্যলক্ষণকর্ণাণং
ধর্মরাজানং যুধিষ্ঠিরম্, আশ্রিত্য, স্তম্ভবসৎ । ধর্মরাজানামত্যাগাদিদন্তত্বাভাবঃ ॥২॥

ভারতভাবদীপঃ

ইন্দ্রপ্রস্থে বসন্তস্থ ইতি ॥১॥ পুণ্যানি লক্ষণানি উর্জ্জ্বেরখাদীনি গান্ধীর্ষাদীনি চ কৰ্ম্মাণি

মহারাজ ! এইভাবে পাণ্ডবগণ দেববালকতুল্য, স্নদৃঢ়বক্ষা ও মহারথ সেই
পুত্রগণের সহিত মিলিত থাকিয়া আনন্দ লাভ করিতে থাকিলেন ॥৮৯॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন—পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে থাকিয়া রাজা
ধৃতরাষ্ট্রের ও ভীষ্মের আদেশে অত্যাচারী রাজগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন ॥১॥

* ‘...উনবিংশত্যধিক...’, ‘...একবিংশত্যধিক...’, ‘অয়োবিংশত্যধিক...’, ‘...সপ্ত
চত্বারিংশত্যধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

স সমং ধৰ্ম্মকামার্থান্ সিমেষে ভরতৰ্ষভ ! ।

ত্ৰীনিবাসমান্ বন্ধুন্ নীতিমানিব মানয়ন্ ॥৩॥

তেষাং সমবিতক্তানাং ক্ষিতৌ দেহবতামিব ।

বভৌ ধৰ্ম্মার্থকামানাং চতুৰ্থ ইব পার্শ্বিণঃ ॥৪॥

অধ্যোতারং পরং বেদান্ প্রয়োক্তারং মহাধ্বরে ।

রক্ষিতারং শুভাল্লৌকান্ লেভিরে তং জনাধিপন্ ॥৫॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । হে ভরতৰ্ষভ ! নীতিমান্ স ধৰ্ম্মরাজঃ, ত্রীনেব ধৰ্ম্মকামার্থান্, আত্মসমান্ ত্রীন্ বন্ধুনিব, মানয়ন্ উপকারিত্যাং সেবায়েন মহামানঃ সন, তানাশ্বসমান্ ত্রীন্ বন্ধুনিব, তাংত্ৰীনেব ধৰ্ম্মকামার্থান্, সমং সমাং যথা স্যাদ্ভাং, সিমেষে । অসুখা কষ্টচং সেবায়া নানশ্চে বন্ধোরিব তস্ত আক্রোশ ইব বাঘাতঃ সাদৃশ্যে ভাবঃ ॥৩॥

তেষামিতি । ক্ষিতৌ পৈতৃকাদিধনগ্রহণায় বিবদাং পরং মধ্যস্থেন সমবিতক্তানাং ত্রয়াণাং দেহবতাং নহাণাং যথা চতুৰ্থঃ স মধ্যস্থো উপকারিত্বাদৃশ্যতি ; তথা স পার্শ্বিণো যুধিষ্ঠিরঃ, সেবায়ে সমবিতক্তানাং সমানমেব সেবামানানামিত্যাং, তেষাং ধৰ্ম্মার্থকামানাম্, চতুৰ্থ ইব সন, উপকারিত্বাভৌ । যুধিষ্ঠিরো ধৰ্ম্মার্থকামানামপি প্রত্যুপকার্য আদীদিত্যি ভাবঃ ॥৪॥

অধ্যোতারমিতি । পরম্ অত্যন্তমেন, বেদান্ অধ্যোতারম্ । অতএব “বিজ্ঞা দ্বাতি বিনয়ম্” ইত্যুক্তেবিনয়িনমিতি ভাবঃ । মহাপরমো জ্যোতিষ্টোমাদৌ, স্বাক্ষতঃ প্রযোক্তারম্ । অতএব ধার্ম্মিকমিত্যাশয়ঃ । তথা শুভান্ সচ্চরিত্রান্ লোভান্ রক্ষিতারম্ । তেন চ নীতিজ্ঞমিত্যাতিপ্রায়ঃ । তং যুধিষ্ঠিরম্, জনাধিপং রাজানম্, লেভিরে, ভাগ্যবশাদেব প্রজা ইতি শেষঃ । অধ্যোতারমিত্যাদৌ তাক্ষীনো তনুপ্রত্যয়াং সৰ্ব্বত্র কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণবোধোদ্যতীষ্টৈব ॥৫॥

ভারতভাবদীপঃ

আরম্ভকালি ক্রিয়মাণানি যস্য তন্মতঃ সমং পরম্পরাপীড়য় ॥৩॥ তেষামিতি । যথা ত্রয়াণা-
মমাত্যানাং চতুর্থো রাজা আরাধ্যয়েন ভাতি, যথা বা ধৰ্ম্মার্থকামানাং ত্রয়াণাং চতুর্থো মোক্ষ-
বরূপ আত্মা আরাধ্যয়েন ভাতি তবৈবম্ বন্দ্যায়ঃ স্বয়মুপতীষ্ণি ইত্যর্থঃ ॥৪॥ পরম্ অধ্যো-
তারং পরম্ ব্রহ্মণোহধিগম্যন্তঃ বেদান্ বেদানাং ব্রহ্মকৰ্ম্মনীতিনিষ্ঠামিতি বিশেষণজ্ঞার্থঃ ॥৫॥

প্রাণিগণ সুলক্ষণ ও সংকর্মাধিত আপন দেহ অবলম্বন করিয়া যেমন
সুখে বাস করে, তেমন তৎকালীন সমস্ত লোকই সুলক্ষণ ও সংকর্মাধিত ধৰ্ম্ম-
রাজ যুধিষ্ঠিরকে অবলম্বন করিয়া সুখে বাস করিতে লাগিল ॥২॥

তৎকালে নীতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামকে আয়ত্বত্বা তিনটী বন্ধুর
জায় মনে করিয়া সমানভাবে সেই তিনটির সেবা করিতেন ॥৩॥

রাজা যুধিষ্ঠির তিনটী মনুষ্যের জায় সেই ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কামকে সমানভাবে
বিভক্ত করিয়া তাহাদের চতুর্থের জায় হইয়া পৃথিবীতে শোভা পাইতে
লাগিলেন ॥৪॥

অধিষ্ঠানবতী লক্ষ্মীঃ পরায়ণবতী মতিঃ ।
 বর্দ্ধমানোহখিলো ধর্ম্মস্তেনাসীৎ পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥৬॥
 ভ্রাতৃত্বিঃ সহিতো রাজা চতুর্ভিরধিকং বভৌ ।
 প্রযুজ্যমানৈর্বিততো বেদৈরিব মহাধ্বজঃ ॥৭॥
 তং তু ধোম্যাদয়ো বিপ্রাঃ পরিবার্যোপতস্থিরে ।
 বৃহস্পতিসমা মুখ্যাঃ প্রজাপতিমিবামরাঃ ॥৮॥
 ধর্ম্মরাজে হুতিপ্রীত্যা পূর্ণচন্দ্র ইবামলে ।
 প্রজানাং রেমিরে তুল্যং নেত্রাণি হৃদয়ানি চ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

অধীতি । তেন অধিপতিনা যুধিষ্ঠিরেণ করণেন, পৃথিবীক্ষিতাং তদধীনানাং রাজ্যাম্, চক্ৰলাপি লক্ষ্মীঃ, অধিষ্ঠানবতী চিত্তস্থিতা আসীৎ ; মতিবৃদ্ধিঃ, পরায়ণং ত্রায়ৈকাত্মতা তদ্বতী আসীৎ ; অখিলো ধর্ম্মচ বর্দ্ধমান আসীৎ ; সর্বত্র প্রভৌষু যুধিষ্ঠিরস্ত শাসনানুসরণাদিতি ভাবঃ ॥৬॥

ভ্রাতৃত্বিরিতি । প্রযুজ্যমানৈর্ধন্যাত্মনঃ ব্যাপার্যমাঠৈঃ, চতুর্ভির্বেদৈঃ, বিততো বিস্তারষণ-
 হুতিভঃ, মহাধ্বজো মহাযজ্ঞ ইব, উপযুক্তকর্ম্মস্থ প্রযুজ্যমানৈঃ, ভীমাধিভিঃ চতুর্ভির্ভ্রাতৃত্বিঃ সহিতো
 রাজা যুধিষ্ঠিরঃ, অধিকং বভৌ রাজস্ব ভুত্তে ॥৭॥

তম্বিতি । পরিবার্য পরিবেষ্টা । মুখ্যাঃ প্রধানাঃ । প্রজাপতিং ব্রহ্মাণমিব ॥৮॥

ধর্ম্মেতি । ধর্ম্মরাজে যুধিষ্ঠিরে । রেমিরে আননন্দঃ । হৃদয়ানি মনঃসি ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠানেতি । চলাপি লক্ষ্মীদর্শনাদা অতুং, পরায়ণং পরা কাষ্ঠা তদ্বতী তাং ক্রান্তা ইত্যর্থঃ
 ॥৬॥ মহান্ অধর্কবেদোক্ততত্ত্বকর্ম্মাঙ্গোপাসনায়ুক্তঃ ঋগ্‌যজুঃসামসাধ্যো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ

বিশেষভাবে বেদাধ্যায়ী, মহাযজ্ঞকারী এবং সচরিত্র লোকের রক্ষক
 যুধিষ্ঠিরকে প্রজারা ভাগ্যবশতই রাজা পাইয়াছিল ॥৫॥

যুধিষ্ঠির সত্রাট্ হইলে, তাঁহার অধীনস্থ রাজগণের লক্ষ্মী চিরস্থায়িনী
 হইয়াছিল, বুদ্ধি ত্রায়পরায়ণতা লাভ করিয়াছিল এবং সমস্ত ধর্ম্মই বুদ্ধি
 পাইয়াছিল ॥৬॥

চারিটী বেদবিধানে অমুষ্ঠিত মহাযজ্ঞের ত্রায় যুধিষ্ঠির চারিটী ভ্রাতার
 সহিত মিলিত হইয়া অধিক শোভা পাইতে লাগিলেন ॥৭॥

দেবতার। যেমন ব্রহ্মার উপাসনা করেন, সেইরূপ ধোম্যপ্রভৃতি বৃহস্পতি-
 তুলা প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণেরা পরিবেষ্টনপূর্বক যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতেন ॥৮॥

নির্ম্মল পূর্ণচন্দ্রের তুল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রণয়বশতঃ প্রজাদের নয়ন ও মন
 সমানভাবে প্রীতিলাভ করিত ॥৯॥

ন তু কেবলদৈবেন প্রজা ভাবেন রেমিরে ।
 যদ্বভুব মনঃ কাস্তং কক্ষণা স চকার তৎ ॥১০॥
 নহমুক্তং ন চাসত্যং নাসহ্যং ন চ বিপ্রিয়ম্ ।
 ভাবিতং চারুভাষস্ত অজ্ঞে পার্থস্ত ধীমতঃ ॥১১॥
 স হি সৰ্ব্বস্ত লোকস্ত হিতমাত্মন এব চ ।
 চিকীৰ্ষন্ স্তমহাতেজা য়েমে ভরতসন্তমঃ ॥১২॥
 তথা তু মুদিতাঃ সৰ্ব্বে পাণ্ডবা বিগতজ্বরাঃ ।
 অবসন্ পৃথিবীপালাংস্তাপয়ন্তঃ স্ততেজসা ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । প্রজা জনাঃ, কেবলদৈবেন একমাত্রতৎকালীনভূতাদৃষ্টেন, ন রেমিরে ন আনন্দঃ, তু কিন্তু, ভাবেন স্বব্যবহারেণাপি রেমিরে । যদ্ যদ্বাং, কক্ষণা তাসামেব পরম্পর-ব্যবহারেণ তাসাং মনঃ, কাস্তং নির্মলং বভূব । তৎ তাদৃশক কথ, স যুধিষ্ঠির এব, চকার শাসনগুণেন সম্পাদয়ামাস ॥১০॥

নহীতি । চারু স্বভাবমধুরা ভাষা যন্ত তন্ত । পার্থস্ত যুধিষ্ঠিরস্ত ॥১১॥

স ইতি । লোকহিতকরণাদেবানন্দো ভরতসন্তমস্বাদেবেতি ভাবঃ ॥১২॥

উধেতি । বিগতজ্বর্যস্তিরোহিতসৰ্ব্বসম্ভাপাঃ । স্ততেজসা নিজবিক্রমেণ ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

১৭—৮। তুল্যং যুগপৎ, তুল্যমিত্যত্র “দ্ব্যত্যা” ইতি পাঠে দ্ব্যত্যা নেত্রাণি প্রীত্যা হৃদয়ানি চ রেমিরে ইত্যর্থঃ ॥১০॥ দৈবেন দেবো রাজা তৎকক্ষণা পালনেন ন কেবলং রেমিরে অপি তু ভাবেন ভক্ত্যা, তত্র হেতুঃ যদিতি । মনঃকাস্তং মনোরমং প্রজানাম্ ॥১০॥ কক্ষণা প্রিয়-করমুক্তা বাসনসাভ্যামপি তদাহ বাভ্যাম্—ন হীতি । অসহ্যং ক্লেশধম্, “অহিতম্” ইতি পাঠেহপি স এবার্থঃ । অপ্রিয়ং প্রীতাস্তৎপাদকম্ । ভাবিতং বচনম্ । অজ্ঞে প্রোদ্বৰ্দ্ধত্ব

তৎকালে প্রজারা কেবল শুভাদৃষ্টের প্রভাবে নহে ; কিন্তু পরম্পরের ব্যবহারেও আনন্দ লাভ করিত । কারণ, তাহাদের মন পরম্পরের ব্যবহারে নির্মল হইয়া গিয়াছিল ; সে রূপ ব্যবহারটা যুধিষ্ঠিরই জন্মাইয়া দিয়া-ছিলেন ॥১০॥

বুদ্ধিমান্ ও মধুরভাবী যুধিষ্ঠির অসঙ্গত, অসত্য এক লোকের অসহ্য বা অপ্রিয় কথা বলিতেন না ॥১১॥

অসাধারণ প্রভাবশালী ও ভরতবংশশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সমস্ত লোকের এক নিজের হিতসাধন করিয়াই আনন্দ লাভ করিতেন ॥১২॥

(১০)....প্রভাবে চ রেমিরে । (১১)....ন চ বাহপ্রিয়ম্ । ভাবিতং চারুভাষস্ত... ।

ততঃ কতিপয়াহস্য বীভৎসুঃ কৃষ্ণমব্রবীৎ ।

উষ্ণানি কৃষ্ণ ! বর্তন্তে গচ্ছাবো যমুনাং প্রতি ॥১৪॥

শুহৃজ্জনরতো তত্র বিহত্য মধুসূদন ! ।

সায়াক্ষে পুনরেষাবো রোচতাং তে জনাৰ্দ্দন ! ॥১৫॥

বাসুদেব উবাচ ।

কুন্তীমাতৰ্মমাপ্যেতদ্রোচতে যদ্বয়ং জলে ।

শুহৃজ্জনরতাঃ পার্থ ! বিহরেম যথাস্বপ্নম্ ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

আমন্ত্য তৌ ধৰ্ম্মরাজমক্সাপ্য চ ভারত ! ।

জগ্মতুঃ পার্থগোবিন্দৌ শুহৃজ্জনরতো ততঃ ॥১৭॥

বিহরন্ ষাণ্ডবপ্রস্থে কাননেষু চ মাধবঃ ।

পুষ্পিতোপবনাং দিব্যাং দদর্শ যমুনাং নদীম্ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । কতিপয়াহস্য অভিহ্রমে কতীতি শেঃ । উষ্ণানি গ্রীষ্মদিনানি ॥১৪॥

শুহৃদ্বিতি । রোচতাং অগ্নি বিহরে ত্বাপাভিপ্রায়ো ভবতু ॥১৫॥

কুন্তীতি । কুন্তী মাতা যন্তেতি তৎসংহোধনম্ । আৰ্হভাদ্রপ্রত্যয়াভাবঃ ॥১৬॥

আমন্ত্যেতি । আমন্ত্য গমনমাপৃচ্ছ্য । অক্সাপ্য গমনমুদ্ভতিং কারয়িত্বা ॥১৭॥

বিহরয়িত্বিতি । বিহরন্ কৃতবিহারঃ । পুষ্পিতানি স্ফাটপুষ্পাণি উপবনানি হস্তান্ত্রম্ ॥১৮॥

পাণ্ডবেরা সকলেই আনন্দিত ও সন্তোষশ্রুত থাকিয়া আপন প্রভাবে অশ্রুত রাজাকে উদ্বিগ্ন রাখিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর কিছু দিন অতীত হইলে, অৰ্জুন কৃষ্ণকে বলিলেন—“কৃষ্ণ ! বড়ই গ্রীষ্ম পড়িয়াছে ; সুতরাং চল, আমরা যমুনা যাই ॥১৪॥

কৃষ্ণ ! আমরা শুহৃজ্জনে পরিবেষ্টিত হইয়া দিনের বেলা সেখানে বিচরণ করিয়া, সন্ধ্যাকালে পুনরায় আসিব ; এবিষয়ে তোমারও অভিপ্রায় হউক” ॥১৫॥

কৃষ্ণ বলিলেন—“অৰ্জুন ! আমারও ইচ্ছা এই যে, আমরা শুহৃজ্জনে পরিবৃত্ত হইয়া যথাস্থে জলবিহার করি” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন কহিলেন—তাহার পর, কৃষ্ণ ও অৰ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার অনুমতি লইয়া, শুহৃজ্জনে পরিবৃত্ত হইয়া, যমুনা গমন করিলেন ॥১৭॥

কৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে এবং তত্রত্য উত্তানসমূহে পূৰ্বেই বিচরণ করিয়াছিলেন,

তস্তাস্তৌরে বনং দিব্যং সৰ্ব্বৰ্ত্তুঃসমনোহরম্ ।

আলয়ং সৰ্ব্বভূতানাং ঋগুবং ঋগুচৰ্ম্মভূৎ ॥১৯॥

দৰ্শনং কৃৎস্নং তং দেশং সহিতং সবাসাচ্চিনা ।

ঋকগোমায়ুশার্দূল-বৃককৃষ্ণমৃগান্নিতম্ ॥২০॥ (যুগ্মকম্)

বিহারদেশং সম্প্রাপ্য নানাদ্রুমমমুত্তমম্ ।

গৃহৈরুচ্চাবচৈষুচ্চং পুরন্দরপুরোপমম্ ॥২১॥

ভক্যৈর্ভোজ্যৈশ্চ পৈয়ৈশ্চ রসবন্তির্মহাধনৈঃ ।

মালৈশ্চ বিবিধৈর্গন্ধৈশ্চৈষুচ্চং বাক্ষৈর্য়পার্থয়োঃ ॥২২॥

বিবেশাস্তঃপুরং ভূৰ্ণং দ্রৌব্যরুচ্চাবচৈঃ শুভৈঃ ।

যথোপজোষং সৰ্ব্বশ্চ জনশ্চিক্রৌড় ভারত ! ॥২৩॥ (বিশেষকম্)

দ্রিয়শ্চ বিপুলশ্রোণ্যশ্চারুপীনপয়োধরাঃ ।

মদম্মলিতগামিন্যশ্চিক্রৌড় বামলোচনাঃ ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

তস্তা ইতি । ঋগুচৰ্ম্মভূতম্ ইতি পূৰ্ব্বাহবৃত্তিঃ । ঋকো ভক্তৃকঃ ॥১৯—২০॥

বিহারেতি । নানা দ্রুমা যত্র তম্ । উচ্চাবচৈরনেকবিধৈঃ । বাক্ষৈর্য়পার্থয়োঃ কৃষ্ণা-
জুনয়োঃ সৰ্ব্বো জন ইতি সম্বন্ধঃ । যথোপজোষং যথাস্থখম্, “ভূকীমথে স্থথে জোষম্”
ইত্যমরঃ ॥২১—২৩॥

ভারতভাবদীপঃ

১১—১৩। উকানি নিবাসিনানি ১৪—১৫। কৃতী মাতা যন্তেতি, তে কৃতীমাতঃ ! হে
এখন যাইয়া মনোহর যমুনানদী দৰ্শন করিলেন ; তৎকালে যমুনার তীরবর্তী
উদ্যানগুলিতে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া রহিয়াছিল ॥১৮॥

ঋগু ও চন্দ্রধারী কৃষ্ণ অৰ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া, যমুনার তীরবর্তী
ঋগুবন এবং তাহার নিকটবর্তী সমস্ত স্থান দৰ্শন করিলেন । সে ঋগুবন সকল
ঋতুতেই অত্যন্ত মনোহর এবং সৰ্ব্বপ্রকার প্রাণীর বাসস্থান ছিল, আর তাহাতে
ভল্লুক, শৃগাল, ব্যাজ্র, ক্ষুদ্র ব্যাজ্র ও কৃষ্ণসার মৃগ বিচরণ করিত ॥২০—২১॥

কৃষ্ণ ও অৰ্জুন যাইয়া বিহারস্থানে উপস্থিত হইলেন ; সে স্থানটা নানা-
বিধ বৃক্ষ ও নানাবিধ গৃহ থাকায় ইন্দ্রপুরীর স্থায় শোভিত ছিল এবং সেখানে
মুন্ডাছ খাজ, পেয়, মহামূল্য মালা, নানাবিধ গন্ধদ্রব্য ও মাজলিক নানাবিধ
দ্রব্য ছিল । তখন কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের সহচর সমস্ত লোকই সৰ্ব্ব যাইয়া অস্ত্র-
পুরে প্রবেশ করিল এবং যথাস্থখে ক্রীড়া করিতে লাগিল ॥২১—২৩॥

(২৩)...দ্রৌব্যরুচ্চাবচৈঃ শুভৈঃ ।

বনে কাশ্চিচ্ছলে কাশ্চিৎ কাশ্চিৎশ্চৈব চাঙ্গনাঃ ।
 যথাদেশং যথাশ্রীতি চিক্রৌড়ঃ পার্থকৃষ্ণয়োঃ ॥২৫॥
 দ্রৌপদী চ সুভদ্রা চ বাসাংস্তাভরণানি চ ।
 প্রায়চ্ছতাং মহার্হাণি দ্রৌণাং তে স্য মদোৎকটে ॥২৬॥
 কাশ্চিৎ প্রজ্ঞতা ননৃতুশ্চুক্রুশ্চ তথাপর্যঃ ।
 জহতুশ্চাপরা নার্যঃ পপুশ্চাত্মা বরাসবম্ ॥২৭॥
 রুরুধুশ্চাপরাস্তত্র প্রজয়ুশ্চ পরম্পরম্ ।
 মস্ত্রয়ামাস্তবত্যাশ্চ রহস্ত্যানি পরম্পরম্ ॥২৮॥
 বেণুবীণায়ুদঙ্গানাং মনোস্ত্যানাঞ্চ সর্ববশঃ ।
 শব্দেনাপূর্য্যতে হ স্য তদ্বনং স্তসমুদ্ভিন্নম্ ॥২৯॥

ভারতকৌমুদী

দ্বিত্ব ইতি । বিপুলশ্রোণ্যো বিশালানাং দ্বাঃ । বামলোচনাঃ সুন্দরনয়নাঃ ॥২৪॥
 বন ইতি । পার্থকৃষ্ণয়োরাদেশমনতিক্রমোতি যথাদেশম্, যথাশ্রীতি চ তয়োরেব ॥২৫॥
 দ্রৌপদীতি । মহার্হাণি মহামূল্যানি । তে দ্রৌপদীসুভদ্রে, মদেন উৎকটে বিহ্বলে ॥২৬॥
 কাশ্চিদ্ভিত্তিঃ । চুক্রুশ্চরাতবত্যাঃ । বরাসবম্ উত্তমমন্তম্ ॥২৭॥
 রুরুধুভ্রতি । রুরুধুগৃহাভ্যন্তরে । প্রজয়ুঃ সলীলঃ প্রহৃতবত্যাঃ । রহস্ত্যানি গুপ্তানি ॥২৮॥

এবং বিশালানন্তরা, সুন্দর-পীন-স্তনী, মদবিহ্বলগামিনী ও মনোহরনয়না রমণীরাও ক্রৌড়া করিতে থাকিল ॥২৪॥

কৃষ্ণ ও অর্জুনের আদেশক্রমে এবং তাঁহাদের শ্রীতি অনুসারে রমণীদের মধ্যে কেহ কেহ বনে, কেহ কেহ জলে এবং কেহ কেহ গৃহে ক্রৌড়া করিতে লাগিল ॥২৫॥

তখন দ্রৌপদী ও সুভদ্রা মদে বিহ্বল হইয়া সেই রমণীগণকে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার দান করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আনন্দিত হইয়া নাচিতে লাগিল, কেহ কেহ ডাকিতে থাকিল, কেহ কেহ হাসিতে থাকিল এবং কেহ কেহ উত্তম মস্ত্র পান করিতে লাগিল ॥২৭॥

কোন কোন রমণী অগ্ন্যাগ্ন রমণীকে রুদ্ধ করিল, কেহ কেহ লীলার সহিত পরস্পর প্রহার করিল এবং কেহ কেহ পরস্পর রহস্ত্যাপন করিতে লাগিল ॥২৮॥

তখন বেণু, বীণা ও যুদঙ্গের মধুর শব্দ সেই সমুদ্ভিশালী সমস্ত উপ-বনটাকেই পরিপূর্ণ করিল ॥২৯॥

তস্মিংস্তথা বৰ্ত্তমানে কুরুদাশাহনন্দনো ।

সমীপে জগ্মভুঃ কক্ষিভূদ্দেশঃ স্তম্ভনোরমম্ ॥৩০॥

তত্র গত্বা মহাত্মানো কৃক্ষৌ পরপূৰ্ণয়ো ।

মহার্হাসনয়ো রাজন্ ! ততস্তৌ সন্নিষীদভুঃ ॥৩১॥

তত্র পূৰ্বব্যতীতানি বিক্রান্তানীতরাণি চ ।

বহুনি কথয়িত্বা তৌ রেমাতে পাথমাধবৌ ॥৩২॥

তত্রোপবিষ্টৌ মুদিতৌ নাকপৃষ্ঠেহগ্নিনাবিব ।

অভ্যাগচ্ছত্বদা বিপ্রো বাস্তুদেবধনঞ্জয়ো ॥৩৩॥

বৃহচ্ছালপ্রতীকাশঃ প্রতপ্তকনকপ্রভঃ ।

হরিপিস্পোজ্জ্বলশ্মশ্রুঃ প্রমাণায়ামতঃ সমঃ ॥৩৪॥

ভারতকৌমুদী

বোধিতি । সন্ধাঃ সন্ধম্ । বনম্ উপবনম্, স্তম্ভমুদিতম্ ধনবজ্রাদিভিঃ ॥৩০॥

তস্মিন্নিতি । তস্মিন্নুৎসবে । কুরুদাশাহনন্দনৌ অজ্ঞানকৃক্ষৌ । উদ্দেশঃ স্থানম্ ॥৩১॥

তত্রোতি । কৃক্ষৌ কৃক্ষাঙ্কুনৌ । সন্নিষীদভুঃ উপবিবেশভুঃ ॥৩২॥

তত্রোতি । বিক্রান্তানি বিক্রমচরিত্রাণি, ইতরাণি চ বৃত্তানি ॥৩৩॥

তত্রোতি । নাকপৃষ্ঠে অগোপ্যং । অগ্নিঃ সন্ধাপ্রভা । বৃহচ্ছালপ্রতীকাশো বিশাল-
শালবৃক্ষতুল্যঃ । হরিভিঃশ্রুভিঃ পিঙ্গাল পিঙ্গলবর্ণানি উজ্জ্বলানি চ শ্মশ্রুণি যস্য সঃ, প্রমাণায়াম-
মতো দৈর্ঘ্যম্ভোগ্যাত্যাম্, সমঃ সঙ্গতাকৃতিঃ । কুরুদাশাহনন্দনৌ নবোদিতস্তম্ভনোরমঃ, চিহ্ন-

ভারতভাবদীপঃ

অজ্ঞান ! ॥ ৩—২০ ॥ গৃহেঃ মধ্যোযমনঃ নিম্নিতৈঃ ক্রীড়াবাণাদিদ্রুতৈঃ ॥২১—২২॥ তক্ষ্যাত্ম-
যুক্তং বিহারস্থানং বিবেশ, অস্তঃপুং কক্ষ, প্ৰেতদ্রুতম্ ॥২৩—২৪॥ উদ্দেশঃ প্রদেশম্

সেই উৎসব সেইভাবে চলিঃ লাগিলে, কক্ষ ও অজ্ঞান নিকটবর্ত্তী কোন
একটী মনোহর স্থানে গমন করিলেন ॥৩০॥

মহারাজ ! শরৎপূৰ্ববিজয়া মহায়া কক্ষ ও অজ্ঞান সেই স্থানে যাইয়া ছই-
খানি মহামূল্য আসনে উপবেশন করিলেন ॥৩১॥

তাহারা সেখানে উপবেশন করিয়া পূৰ্ববর্ত্তী বিক্রম এবং অগ্রান্ত বহু বিষয়
আলোচনা করিতে থাকিয়া আরাম করিতে লাগিলেন ॥৩২॥

স্বর্গের উপরিভাগে উপবিষ্ট অগ্নিনীকুমারদ্বয়ের স্নায় তাহারা সেখানে
উপবিষ্ট হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । তখন একটী ব্রাহ্মণ
তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আসিতে লাগিলেন ; তাহার শরীরটী বিশাল শাল-
বৃক্ষের স্নায় দীর্ঘ, তাহার বর্ণ উদ্ভপ্ত স্বর্ণের তুল্য, শ্মশ্রুগুলি পিঙ্গলবর্ণ ও

তরুণাদিত্যসঙ্কাসচীরবাসা জটাধরঃ ।

পদ্মপত্রাননঃ পিক্সন্তেজসা প্রভলম্মিব ॥৩৫॥ (বিশেষকম্)

উপস্বক্ন্ত তং কৃষ্ণো ভ্রাজমানঃ দ্বিজোত্তমম্ ।

অৰ্জুনো বাসুদেবশ্চ তূর্ণমুৎপত্য তম্বভুঃ ॥৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতনান্দ্রিয়াং সংহিতায়াং বৈদ্যাসিক্যামাদিপর্বণি ঋগু-
দাহে ব্রাহ্মণরূপ্যনলাগমনে পঞ্চদশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ষোড়শাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সোহব্রবীদৰ্জুনৈকৈব বাসুদেবঞ্চ সাব্বতম্ ।

লোকপ্রবীরৌ তিষ্ঠন্তৌ ঋগুবস্ত্র সমীপতঃ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

বাগাঃ কোপীনধারী । পদ্মপত্রবৎ আননম্ আননগন্ত নয়নং যন্ত নঃ । তেজসাপি পিক্সঃ
পিক্সলবর্ণঃ ॥৩৩—৩৫॥

উপেতি । অৰ্জুনো বাসুদেবশ্চৈতৌ কৃষ্ণো, ভ্রাজমানঃ তেজসা দীপ্যমানঃ তং দ্বিজো-
ত্তমম্, উপস্বক্ন্ত সন্নিহিতম্, দৃষ্টেতি শেষঃ, তূর্ণম্, উৎপত্য উৎসার, তম্বভুঃ ॥৩৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীশাখায়ামাদিপর্বণি ঋগুবদাহে পঞ্চদশাধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

স ইতি । স ব্রাহ্মণঃ । সাব্বতং ভবংশীয়ম্ । লোকে মর্ত্যভূবনে প্রবীরৌ প্রধানবীরৌ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

৩৩—৩৩। হরিপিক্সঃ নীলপীতাতিলাকঃ, জলম্প্রঃ জালাবৎ ম্প্রঃ ॥৩৪—৩৫॥ উপস্বক্ন্ত
সমীপাগতমুপলক্ষ্য উৎপত্য আসনাং ৩৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চদশাধিক-
বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২:৫॥

ও উজ্জল, আকারটী যেমন দীর্ঘ তেমন স্থূল ; আর তিনি নবোদিত সূর্য্যের
শ্রায় তেজস্বী, কোপীন ও জটধারী এবং পিক্সলবর্ণ তেজ দ্বারা যেন জলিতে-
ছিলেন ; আর তাঁহার নয়নমুগল পদ্মপত্রের শ্রায় সুল্লম্ব ছিল ॥৩৩—৩৫॥

তিনি নিকটে আসিয়াছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ও অৰ্জুন সস্তর গাত্রোথান করিয়া
অবস্থান করিতে লাগিলেন ৩৬॥

* ‘...বিশত্যাধিক...’ ‘...ষাণ্বিশত্যাধিক...’ ‘...চতুর্বিংশত্যাধিক...’ ‘...অষ্ট-
চত্বাংশত্যাধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ব্রাহ্মণো বহুভোক্তাস্মি ভুঞ্জেহপরিমিতং সদা ।
 ভিক্ষে বাঞ্ছ্যপার্থো ! বামেকাং তৃপ্তিং প্রযচ্ছতম্ ॥২॥
 এবমুক্তৌ তমকৃতাং তাবুভৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ।
 কেনামেন ভবাংস্তৃপ্যেত্তস্মাস্মাং যতাবহে ॥৩॥
 এবমুক্তস্তু ভগবানব্রবীৎ পাবকস্ততঃ ।
 ভাষমাণৌ তদা বীরৌ কিমন্নং ক্রিয়তামিতি ॥৪॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

নাহমন্নং বুভুক্ষে বৈ পাবকং মাং নিবোধতম্ ।
 যদন্নমন্নুরূপং মে তদ্যুবাং সম্প্রযচ্ছতম্ ॥৫॥
 ইদমিদ্ৰং সদা দাবং খাণ্ডবং পরিব্রুজতি ।
 ন চ শক্ৰোম্যহং দধ্ৰুং বক্ষ্যমাণং মহাত্মনা ॥৬॥

ভারতকৌমুদী

ব্রাহ্মণ ইতি । হে বাঞ্ছ্যপার্থো ! কৃষ্ণার্জুনৌ ! বাঃ শুবাম্, ভিক্ষে প্রার্থয়ে ॥২॥
 এবমিতি । তং ব্রাহ্মণম্ । তত্ত্ব অন্নং সংগ্রহায়েতি শেষঃ ॥৩॥
 এবমিতি । পাবকো ব্রাহ্মণরূপী বহির্দেবঃ । কিমন্নমাবাভ্যাং ক্রিয়তামিতি ভাষমাণৌ ॥৪॥
 নেতি । বুভুক্ষে ভোক্তুমিচ্ছামি । নিবোধতং জানীতম্ । অন্নং খাণ্ডম্ ॥৫॥
 ইদমিতি । দাবং বনম্, “দবদাবৌ বনারণাবক্ষৌ” ইত্যমরঃ । মহাত্মনা ভেনেক্ষেণ ॥৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই ব্রাহ্মণ, খাণ্ডববনের সন্নিহিত কুমণ্ডলমধ্যে
 প্রধান বীর কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন—॥১॥

“আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, আমি সর্বদাই অপরিমিত ভোজন করিয়া
 থাকি । অতএব হে কৃষ্ণার্জুন ! আমি আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে,
 আপনারা একটীবার মাত্র আমার তৃপ্তি সম্পাদন করুন” ॥২॥

ব্রাহ্মণ এইরূপ বলিলে, কৃষ্ণ ও অর্জুন দুই জনেই তাঁহাকে বলিলেন—
 “আপনি কি খাণ্ড খাইয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন ? আমরা সেই খাণ্ড
 সংগ্রহের জন্তই চেষ্টা করিব” ॥৩॥

‘আমরা কি খাণ্ড সংগ্রহ করিব’ এই কথা কৃষ্ণ ও অর্জুন বলিলে, ব্রাহ্মণরূপী
 ভগবান্ অগ্নি তাঁহাদিগকে কহিলেন ॥৪॥

ব্রাহ্মণরূপী অগ্নি বলিলেন—“আমি অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি না ।
 কারণ, আপনারা আমাকে অগ্নিদেব বলিয়া জ্ঞাতুন । অতএব যে অন্ন আমার
 বোধ্য হয়, তাহাই আপনারা আমাকে দান করুন ॥৫॥

(৩)...ততস্তৌ কৃষ্ণপাণ্ডবৌ । (৪)...অব্রবীত্তাবুভৌ ততঃ ।

বসত্যত্র সখা তস্য তক্ষকঃ পন্নগঃ সদা ।
 সগণস্তৎকৃতে দাবং পরিবক্ষতি বজ্রভৃৎ ॥৭॥
 তত্র ভূতান্যনেকানি রক্ষ্যন্তে স্য প্রসঙ্গতঃ ।
 তং দিধক্ষুর্ন শক্ৰোমি দন্ধুঃ শত্রুস্য তেজসা ॥৮॥
 স মাং প্রজ্বলিতং দৃষ্ট্বা মেঘান্তোভিঃ প্রবর্ষতি ।
 ততো দন্ধুঃ ন শক্ৰোমি দিধক্ষুর্দাবমীপ্সিতম্ ॥৯॥
 স যুবাভ্যাং সহায়্যভ্যামদ্রবিদ্যাং সমাগতঃ ।
 দহেয়ং ঋগুবং দাবমেতদমং বৃতং ময়া ॥১০॥
 যুবাং হৃদকধারাস্তা ভূতানি চ সমস্ততঃ ।
 উত্তমাদ্রবিদৌ সম্যক্ সর্ব্বতো বারয়িষ্যথঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কথং স্তেন এক্যমাগমিত্যাহ—বসত্যতি । তস্য ইন্দ্রস্ত । সগণঃ সপরিবারঃ । বজ্রভৃদ্বিধঃ ॥৭॥
 তত্রৈতি । ভূতানি প্রাণিনঃ । রক্ষ্যন্তে ইন্দ্রেণৈব । দিধক্ষুর্দন্ধুমিচ্ছুঃ ॥৮॥
 স ইতি । স ইন্দ্রঃ । জ্বলিতং দাবং বনম্, দিধক্ষুর্দধি সন্ ॥৯॥
 স ইতি । সোহহম্ । সমাগতঃ সম্মিলিতঃ । এতদীদৃশম্ । বৃতং প্রাণিতম্ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

সোহব্রবীদ্বিতি ॥১॥ বাং ভিক্ষে যুবাং দাতুং সমর্থো প্রার্থয়ে ॥২॥ তস্য অন্নস্ত দানে ॥৩॥
 ক্রিয়তামিতি ভাবমাণো ভৌ প্রত্যব্রবীদ্বিত্যর্থঃ ॥৪—৭॥ ভূতানি বহির্নিগন্তকামানি

ইন্দ্র এই ঋগুবনটিকে সর্ব্বদাই রক্ষা করেন । তিনি রক্ষা করিতে থাকাতেই আমি ইহা দন্ধ করিতে পারি না ॥৬॥

ইন্দ্রের সখা তক্ষকনাগ সর্ব্বদাই সপরিবারে এই বনে বাস করে ; তাহার জগ্ৰুই ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন ॥৭॥

ইন্দ্র সেই তক্ষকনাগকে রক্ষা করিবার প্রসঙ্গে অত্রত্য অনেক প্রাণীকেই রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাহাতেই আমি এই বনটিকে দন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও ইন্দ্রের প্রভাবে দন্ধ করিতে পারি না ॥৮॥

আমি জলিয়া উঠিয়াছি—ইহা দেখিয়াই ইন্দ্র মেঘ হইতে জল বর্ষণ করিতে থাকেন ; তাহাতেই আমি অভীষ্ট বনটিকে দন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াও দন্ধ করিতে পারি না ॥৯॥

আপনারা ছুই জনই অস্ত্রজ ; সুতরাং আপনাদের সহায়তায় আমি ঋগুবন দন্ধ করিতে পারিব । এই অন্নই আমি প্রার্থনা করিয়াছি ॥১০॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং ভগবানমিঃ খাণ্ডবং দন্ধুমিচ্ছতি ।

রক্ষ্যমাণং মহেন্দ্রেণ নানাসত্ত্বসমায়ুতম্ ॥১২॥

নহেতৎ কারণং ব্রহ্মন্ ! অল্পং সম্প্রতিভাতি মে ।

যদদাহ স্তসংক্রুদ্ধঃ খাণ্ডবং হব্যবাহনঃ ॥১৩॥

এতদ্বিস্তরশো ব্রহ্মন্ ! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ।

খাণ্ডবস্ত পুরা দাহো যথা সমভবন্মুনে ! ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শৃণু মে ব্রহ্মবতো রাজন্ ! সর্বমেতদযথা তথম্ ।

যস্মিন্মিত্তং দদাহাগ্নিঃ খাণ্ডবং পৃথিবীপতে ! ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

যুস্মিতি । উদকধারা মেধানাম্ ! ভূতানি প্রাণিনশ্চ ॥১১॥

কিমিতি । নানা সত্ত্বৈবহতিজ্জঙ্ঘতিঃ সমায়ুতম্ ॥১২॥

নহীতি । সম্প্রতিভাতি সমাগজ্ঞানবিঘ্নোভবতি । হব্যবাহনো বহিঃ ॥১৩॥

এতদ্বিতি । তত্ত্বতো যথার্থভাবেন । যথা যৎ ॥১৪॥

শৃণুতি । “রাজা প্রকৃতিরজনাস” ইত্যাক্কেঃ তে রাজন্ ! প্রকৃতিরজক ! ইত্যপোন-
কৃত্যম্ ॥১৫॥

আপনারা উত্তম অশ্রুজ্ঞ ; অতএব আপনারা সেই জলধারাকে এবং সমস্ত
প্রাণীকে সকল দিক্ হইতেই সম্যকরূপে বারণ করিবেন” ॥১১॥

জনমেজয় বলিলেন—“মহর্ষি ! নানা প্রাণিসমায়িত খাণ্ডববনটিকে ইন্দ্র
রক্ষা করিতেছিলেন ; এ অবস্থায় অগ্নি তাহা দন্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন
কেন ? ॥১২॥

যে কারণে অগ্নি ক্রুদ্ধ হইয়া খাণ্ডববন দন্ধ করিয়াছিলেন, সে কারণটা যে
ক্লুষ্ট হইবে, তাহা আমার মনে হয় না ॥১৩॥

অতএব মহর্ষি ! যে কারণে পূর্বকালে খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল, তাহা আমি
বিস্তরক্রমে ও যথার্থভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—প্রজারঞ্জক জনমেজয় ! যে জন্তু অগ্নি খাণ্ডববন দন্ধ
করিয়াছিলেন, সে বৃন্তান্ত আমি যথাযথভাবে সমস্তই বলিতেছি ; আপনি শ্রবণ
করুন ॥১৫॥

হস্ত তে কথয়িষ্যামি পৌরাণীম্বিসংস্কৃতাম্ ।
 কথামিমাং নরশ্রেষ্ঠ ! খাণ্ডবস্ত্র বিনাশিনীম্ ॥১৬॥
 পৌরাণঃ শ্রয়তে তাত ! রাজা হরিহর্যোপমঃ ।
 শ্বেতকির্নাম বিখ্যাতো বলবিক্রমসংযুতঃ ॥১৭॥
 যজ্ঞা দানপতির্ধীমান্ যথা নান্যোহস্তি কশ্চন ।
 ঈজে চ স মহায়জ্ঞেঃ ক্রতুভিচ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥১৮॥
 তস্ম নান্যাত্তবদবুদ্ধির্দিবসে দিবসে নৃপ ! ।
 সত্রে ক্রিয়াসমারম্ভে দানেষু বিবিধেষু চ ॥১৯॥
 ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতো ধীমানেবমৌজে স ভূমিপঃ ।
 ততস্ত্ব ঋত্বিজ্ঞান্যাস্ত্র ধূমব্যাকুললোচনাঃ ॥২০॥
 কালেন মহতা খিন্নাস্ত্যজ্ঞাস্তে নরাধিপম্ ।
 ততঃ প্রচোদয়ামাস ঋত্বিজ্ঞান্ মহৌপতিঃ ॥২১॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

হন্তেতি । হস্ত হর্ষে । হর্ষচ উত্তমকথাকথনসম্বন্ধাৎ । ঋষিভিঃ সংস্কৃতাং প্রশস্তাম্ ॥১৬॥
 পৌরাণ ইতি । পৌরাণঃ পুরাণশাস্ত্রোক্তঃ । হরিহর্যোপম ইন্দ্রতুলাঃ ॥১৭॥
 যজ্ঞেতি । যজ্ঞা বিধিনা কৃতযজ্ঞঃ, দানপতির্দানমন্তঃ । ঈজে দেবান্ পূজিতবান্ । সমো-
 মকো যজ্ঞঃ, নিঃসৌমকশ্চ ক্রতুবিহিত ভেদঃ । আপ্তা প্রচুরা দক্ষিণা যেষাং তৈঃ ॥১৮॥
 তন্তেতি । কৃত্ত বুদ্ধিরভবদিত্যাহ—সত্র ইতি । সত্রে যজ্ঞে, কৃপাদিক্রিয়াসমারম্ভে চ ॥১৯॥
 ঋত্বিগ্ভিঃ । ঈজে যজ্ঞঃ কৃতবান্ । প্রচোদয়ামাস যজ্ঞকরণায় প্রণোদয়ামাস ॥২০—২১॥

ভারতভাবদীপঃ

৮—১৭। মহায়জ্ঞেঃ পঞ্চভির্দেবযজ্ঞাদিভিঃ স্মার্তৈঃ ক্রতুভিঃ, শ্রোতৈর্জ্যোতিষোমাদিভিঃ ।

হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনার নিকট আমি খাণ্ডবদাহের বৃত্তান্ত বলিব ; এই বৃত্তান্ত পুরাণোক্ত এবং মুনিরাও ইহার প্রশংসা করিয়া থাকেন ॥১৬॥

বৎস ! পুরাণশাস্ত্রে শুনিতে পাই, ইন্দ্রের তুলা বল-বিক্রমশালী ‘শ্বেতকি’ নামে বিখ্যাত এক রাজা ছিলেন ॥১৭॥

তিনি যথাবিধানে যজ্ঞ করিতেন এবং দানে মন্ত ছিলেন ; সে বিষয়ে অশ্রু কোন রাজাই তাঁহার তুলা ছিলেন না । তিনি প্রচুর-দক্ষিণায়ুক্ত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ করিয়া দেবগণের তৃপ্তি সাধন করিতেন ॥১৮॥

মহারাজ ! তাঁহার অশ্রু দিকে বুদ্ধি ছিল না, প্রত্যহই কেবল যজ্ঞ, নানাবিধ সংকার্য্য এবং নানাবিধ দানের দিকে বুদ্ধি যাইত ॥১৯॥

(১৭) পৌরাণঃ শ্রয়তে রাজন্!... । (২০) ইতঃপ্রভৃতি সাক্ষ্যেনোক্তম্ অন্বয়পিতামহ-পুত্রকে নাতি ।

চক্ষুৰ্বিকলতাং প্রাপ্তা ন প্রপেদুশ্চ তে ক্রতুম্ ।

ততস্তেষামনুমতে তদ্বৈপ্রস্থ নরাধিপঃ ॥২২॥

সত্রং সমাপয়ামাস ঋত্বিগ্ভিরপরৈঃ সহ ।

তঠৈবং বর্তমানশ্চ কদাচিৎ কালপর্য্যয়ে ॥২৩॥

সত্রমাহৰ্ত্তুকামশ্চ সংবৎসরশতং কিল ।

ঋত্বিজো নাভ্যপগন্ত সমাহৰ্ত্তুঃ মহাত্মনঃ ॥২৪॥ (বিশেষকম্)

স তু রাজাহকরোদ্যত্বং মহাত্মং সমুহজ্জননঃ ।

প্রণিপাতেন সান্বেন দানেন চ মহাযশাঃ ॥২৫॥

ঋত্বিজোহনুনয়ামাস ভূয়োভূয়ন্ততক্রিতঃ ।

তে চাস্ত তমতিপ্রায়ং ন চক্রুরমিতৌজসঃ ॥২৬॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

চক্ষুরিতি । চক্ষুৰ্বিকলতাং প্রাপ্তা যজ্ঞধূমেন নেত্রযোগপ্রাপ্তাঃ । অতএব তে ঋত্বিজঃ, ক্রতুং যজ্ঞম্, ন প্রপেদুঃ সমাপয়িতুং ন গতঃ । তদ্বৈপ্রস্থপরৈর্ঋত্বিগ্ভিঃ সহৈতি সন্দেহঃ । সত্রম্ আবহৎ যজ্ঞম্ । কালশত পর্য্যয়ে অতিক্রমে । সংবৎসরশতং যাবৎ, সত্রং যজ্ঞম্, আহৰ্ত্তুকামশ্চ পুনরপ্যাহৰ্ত্তুমিচ্ছতঃ, মহাত্মনঃ শ্বেতকেতুপতেঃ, তৎ সত্রং সমাহৰ্ত্তুং সম্পাদয়িতুম্, ঋত্বিজো নাভ্যপগন্ত নাকীকৃতবন্তঃ ॥২২—২৪॥

স ইতি । সমুহজ্জননঃ সহৈতি সমুহজ্জননঃ । সান্বেন মধুরবাক্যেন । অনুনয়ামাস যজ্ঞং সম্পাদয়িতুমহুনিয়ায় । অতক্রিতঃ অনলসঃ । অমিতৌজসো রাজাঃ ॥২৫—২৬॥

বুদ্ধিমান্ সেই শ্বেতকি রাজা এইভাবে পুরোহিতগণের সহিত মিলিত হইয়া কেবল যজ্ঞই করিতেন; তাহাতে তাঁহার পুরোহিতগণের নয়ন ধূমে আকুল হইয়া পড়িত; তাই তাঁহারা দীর্ঘকালের পর ক্রান্ত হইয়া রাজাকে ত্যাগ করিলেন । তথাপি রাজা তাঁহাদিগকে যজ্ঞে প্রণোদিত করিলেন ॥২০—২১॥

কিন্তু তাঁহারা নয়নরোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া আর সে যজ্ঞ সমাপন করিতে গেলেন না । তাহার পর রাজা তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে তাঁহাদেরই সম্পর্কিত অগ্ন্যশ্ব পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সহিত মিলিত হইয়া সে যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন । এইরূপ ঘটনা ঘটিবার পর অনেক দিন চলিয়া গেল; তাহার পর কোন সময়ে শ্বেতকি রাজা আবার শতবর্ষব্যাপী এক যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পুরোহিতেরা তাহা কারতে স্বাকার পাইলেন না ॥২২—২৪॥

তথাপি রাজা বদ্ধজনের সহিত মিলিত হইয়া, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া, প্রণিপাত, সান্ববাদ এবং ধনদানপূর্ব্বক বার বার পুরোহিতগণের অনুনয় করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা রাজার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না ॥২৫—২৬॥

স চাশ্রমস্থান্ রাজর্ষিস্তানুবাচ কুশাস্বিতঃ ।
 যদ্বহং পতিতো বিপ্রাঃ ! শুশ্রূষায়াং ন বঃ স্থিতঃ ॥২৭॥
 আশু ত্যাজ্যোহস্মি যুগ্মাভিব্রাজ্ঞৈশ্চ জুগুপ্সিতঃ ।
 তন্মাইধ ক্রতুশ্রদ্ধাং ব্যাঘাতয়িতুমগ্ৰ তাম্ ॥২৮॥
 অস্থানে বা পরিত্যাগং কৰ্ত্তুং মে বিজ্ঞসন্তমাঃ ! ।
 প্রপন্ন এব বো বিপ্রাঃ ! প্রসাদং কৰ্ত্তুমহঁথ ॥২৯॥
 সাম্বদানাদিভির্বাক্যৈস্তত্ত্বতঃ কার্য্যবত্তয়া ।
 প্রসাদয়িত্বা বক্ষ্যামি যমঃ কার্য্যং বিজ্ঞোত্তমাঃ ! ॥৩০॥

ভারতকৌমুদী

স ইতি । বো যুগ্মকম্, শুশ্রূষায়ামপি, ন স্থিতো ন বোগ্যঃ পতিতস্থান্ ॥২৭॥

আশ্বিতি । ত্যাজ্যোহস্মি, পতিতশ্চেদিত্যশয়ঃ । জুগুপ্সিতো নিন্দিতো ভবেয়ম্ । তন্তু
 নেত্যশয়ঃ । ক্রতুশ্রদ্ধাং যজ্ঞং প্রতি বিশ্বাসম্ । নাইধ, স্বাপ্রবৃত্তেয়িতি ভাবঃ ॥২৮॥

অস্থান ইতি । হে বিজ্ঞসন্তমাঃ ! অস্থানে পাতিত্যাভাববিষয়ে বা মে পরিত্যাগং
 কৰ্ত্তুম্, নাইথেতি পূৰ্ব্বাহুকথঃ । হে বিপ্রাঃ ! বো যুগ্মানেবাহং প্রপন্ন আত্মিক্যার্থং প্রাপ্তঃ ।
 অতো ময়ি প্রসাদং কৰ্ত্তুমহঁথ ॥২৯॥

সাধেতি । হে বিজ্ঞোত্তমাঃ ! তত্ত্বতো যথার্থতঃ কার্য্যবত্তয়া প্রয়োজনবত্তয়া হেতুনা,
 সাম্বদানাদিভিঃ সাম্বদানাদিসূচকৈর্বাক্যৈঃ, প্রসাদয়িত্বা, নঃ অস্মাকং যুগ্মাভিব্রজ্ঞৈঃ কার্য্যম্,
 তদ্বক্ষ্যামি ॥৩০॥

তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, আশ্রমে যাইয়া, সেই পুরোহিতদিগকে বলিলেন—
 “ব্রাহ্মণগণ ! আমি যদি পতিত হইয়া থাকি, তবে ত আপনাদের পরিচর্যা
 কারবারও যোগ্য নহি ॥২৭॥

এবং সত্তরই আমি আপনাদের পরিত্যাজ্য, আর সমস্ত ব্রাহ্মণের নিকটই
 নিন্দনীয় । কিন্তু আমি পতিত নহি ; সুতরাং আপনারা আজ আমার সেই
 যজ্ঞের প্রতি বিশ্বাসটাকে নষ্ট করিতে পারেন না ॥২৮॥

কিংবা আমাকে বিনা কারণে পরিত্যাগ করিতে পারেন না । আমি
 আপনাদেরই আশ্রয় লইয়াছি : সুতরাং আপনারা আমার প্রতি অনুগ্রহ
 করুন ॥২৯॥

ব্রাহ্মণগণ ! যথার্থই আমার প্রয়োজন আছে ; তাই আমি সাম ও
 দানাদিসূচক বাক্য দ্বারা আপনাদিগকে প্রসন্ন করিয়া, পরে আপনারা আমার
 যে কার্য্য করিবেন তাহা বলিব ॥৩০॥

(২৮)...ব্যাঘাতয়িতুমগ্ৰতাম্, ব্যাঘাতয়িতুমগ্ৰতাম্ । (৩০) অয়ং শ্লোকঃ কচিং পরজ্ঞোক্তাং
 পরং বিজ্ঞতঃ ।

অথবাহং পরিত্যক্তো ভবন্তিষেঁষকারগাং ।

ঋত্বিজোহুতান্ গমিষ্যামি যাজ্ঞনার্থং দ্বিজোক্তমাঃ ॥৩১॥

এতাবদ্বক্তৃঃ। বচনং বিররাম স পার্থিবঃ ।

যদা ন শেকু রাজানং যাজ্ঞনার্থং পরম্প ! ॥৩২॥

ততস্তে যাজ্ঞকাঃ ক্রুদ্ধাস্তম্ভচ্যুত্ৰপসন্তমম্ ।

তব কৰ্ম্মাণ্যজ্ঞস্রং বৈ বর্তন্তে পার্থিবোক্তম ॥৩৩॥ (যুগ্মকম্)

ততো বয়ং পরিশ্রাস্তাঃ সততং কৰ্ম্মবাহিনঃ ।

শ্রমাদস্মাং পরিশ্রাস্তান্ স ত্বং নস্ত্যক্তুমর্হসি ॥৩৪॥

বুদ্ধিমোহং সমাস্তায় ত্বরাসম্ভাবিতোহনঘ ! ।

গচ্ছ রুদ্ৰসকাশং ত্বং স হি ত্বাং যাজ্ঞয়িষ্যতি ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

অথবেতি । ময়ি ধেব এব কারণং তস্মাৎ । গমিষ্যামি প্রাপ্যামি ॥৩১॥

এতাবদ্বিত্তি । যদা তে যাজ্ঞকাঃ, যাজ্ঞনার্থং রাজানং গ্রহীত্বং ন শেকুঃ, ততস্তদা, ক্রুধ্যাঃ সন্তঃ, তং নৃপসন্তমম্ভুঃ । কিমুচুরিত্যাহ—তবেত্যাদি ॥৩২—৩৩॥

ভূত ইতি । কৰ্ম্মবাহিনঃ কৰ্ম্মনিষ্ঠাহাত্মকভাববাহিনঃ । নঃ স্মনান্ ॥৩৪॥

বুদ্ধীতি । বুদ্ধিমোহম্ অস্বাকং শ্রাস্তদানবগমাৎ বুদ্ধিস্রবণম্ । ত্বরা সন্ভাবিতো গ্রস্তঃ, স্মানাগত ইতি শেবঃ । রুদ্ৰস্ত শিবস্ত সকাশং গচ্ছ, অস্বাকমবীকারং ॥৩৫॥

ভারতভাবদীপঃ

“মহাসট্জঃ” ইতি পাঠে মত্ৰমন্নদানং লোকপ্রসিদ্ধেঃ ॥১৮॥ সত্রে যজ্ঞে ॥১৯—২৪॥ বুদ্ধিমোহং

অথবা বিদ্বেষবশতঃ যদি আপনারঃ আমাকে পরিত্যাগ করেন, তবে আমি যাজ্ঞনের জন্তু অন্য পুরোহিতদিগের নিকট যাইব” ॥৩১॥

শ্বেতকি রাজা এই সকল কথা বলিয়া বিরত হইলেন । কিন্তু সেই যাজ্ঞকেরা যখন যাজ্ঞনের জন্তু রাজাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ ! আপনার যজ্ঞকাৰ্য্য অনবরত চলিয়াছে ॥৩২—৩৩॥

তাহাতে আমরা সেই ভার বহন করিতে থাকিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি । অতএব আপনি আমাদের পরিত্যাগ করিতে পারেন ॥৩৪॥

আপনি বুদ্ধিবৈকল্যবশতঃ ব্যস্ত হইয়া আমাদের নিকট আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা পারিব না । আপনি রুদ্ৰের নিকট যান, তিনিই আপনার যাজ্ঞন করিবেন” ॥৩৫॥

(৩৫)...ত্বাং সন্ভাবিতোহনঘ ! ।

সাধিক্ষেপং বচঃ শ্রুত্বা সংক্রুদ্ধঃ শ্বেতকিনূপঃ ।
 কৈলাসং পৰ্ব্বতং গত্বা তপ উগ্রং সমাহিতঃ ॥৩৬॥
 আরাধয়ামহাদেবং নিয়তঃ সংশিতব্রতঃ ।
 উপবাসপরো রাজন্ ! দীর্ঘকালমতিষ্ঠত ॥৩৭॥
 কদাচিদ্বাদশে কালে কদাচিদপি ষোড়শে ।
 আহারমকরোদ্ভাজা মূলানি চ ফলানি চ ॥৩৮॥
 উৰ্দ্ধবাহুস্থনিমিষন্তিষ্ঠন্ স্থাপুরিবাচলঃ ।
 যগ্মাসানভবদ্ভাজা শ্বেতকিঃ স্তমসাহিতঃ ॥৩৯॥
 তং তথা নৃপশার্দূলং তপ্যমানং মহন্তপঃ ।
 শঙ্করঃ পরমশ্রীত্যা দর্শয়ামাস ভারত ! ॥৪০॥
 উবাচ চৈনং ভগবান্ স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ।
 শ্রীতোহগ্নি নরশার্দূল ! তপসা তে পরমুপ ! ॥৪১॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । সাধিক্ষেপং “বুদ্ধিমোহং সমাহার” ইত্যুক্তবাৎ সতিহকারম্ ॥৩৬॥

আরাধয়াম্ভিত । নিয়তো ধ্যানৈকনিষ্ঠঃ, সংশিতব্রতঃ স্তমসাক্রম্যঃ ॥৩৭॥

কদাচিদিতি । কালে মুহূর্ত্তে । ষোড়শে চ মুহূর্ত্তে ॥৩৮॥

উৰ্দ্ধেতি । যগ্মাসান্ যাবৎ, স্থাপুনিঃশাখবৃক্ষ ইব অচলঃ অন্তবহিত্তি নবম্ ॥৩৯॥

তস্মিন্ । তপ্যমানং কুর্কীণম্ । দর্শয়ামাস আশ্বানমিত্তি শেষঃ ॥৪০॥

উবাচেতি । ভগবান্ ন শঙ্করঃ । কিমুবাচেত্যাহ—শ্রীতোহগ্নীতি ॥৪১॥

শ্বেতকি রাজা ব্রাহ্মণগণের সেই তিরস্কারবাক্য শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, কৈলাস-পৰ্ব্বতে যাইয়া, ভয়ঙ্কর তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥৩৬॥

তিনি ধ্যানী, ব্রহ্মচারী ও উপবাসী হইয়া, মহাদেবের আরাধনা করিতে থাকিয়া, দীর্ঘকাল অবস্থান করিলেন ॥৩৭॥

শ্বেতকি রাজা কোন দিন দ্বাদশ মুহূর্ত্তের সময়, কোন দিন বা ষোড়শ মুহূর্ত্তের সময় ফল-মূল আহার করিতেন ॥৩৮॥

তিনি ছয় মাস যাবৎ উৰ্দ্ধবাহু ও নির্নিমেষ নয়ন হইয়া সমাহিতচিত্তে স্থাপুর-প্রায় অচল হইয়া রহিলেন ॥৩৯॥

মহারাজ ! শ্বেতকি রাজা সেইভাবে গুরুতর তপস্যা করিতে লাগিলে, মহাদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া আসিয়া তাঁহাকে দর্শনদান করিলেন ॥৪০॥

এক তিনি স্নিগ্ধ-গম্ভীর বাক্যে রাজাকে বলিলেন—“মহারাজ ! আপনার তপস্যার আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥৪১॥

বরং বৃগীষ ভদ্রং তে যং ত্বমিচ্ছসি পার্শ্বিণ ! ।
 এতচ্ছৃদ্ধা তু বচনং রুদ্রস্থামিততেজসঃ ॥৪২॥
 প্রণিপত্য মহাত্মানং রাজর্ষিঃ প্রত্যভাষত ।
 যদি মে ভগবান্ প্রীতঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৪৩॥
 স্বয়ং মাং দেবদেবেশ ! যাজয়স্ব হুবেশ্বর ! ।
 এতচ্ছৃদ্ধা তু বচনং রাজ্ঞা তেন প্রভাষিতম্ ॥৪৪॥
 উবাচ ভগবান্ প্রীতঃ শ্রিতপূৰ্ব্বমিদং বচঃ ।
 নাস্মাকমেব বিময়ো বর্ততে যাজনং প্রতি ॥৪৫॥ (কলাপকম্)
 ত্বয়া চ হুমহতপুং তপো রাজন্ ! বরার্শ্বিনা ।
 যাজয়িষ্যামি রাজংস্থাঃ সময়েন পরমুপ ! ॥৪৬॥
 সমা দাদশ রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
 সততং হ্যাজ্যধারাভির্যদি তর্পয়সেহনলম্ ॥৪৭॥

ভারতকৌমুদী

বরমিতি । তে তব, ভদ্রং মঙ্গলং তদাত্মকমিতিার্থঃ । মহাত্মানং কৃত্বম্ । ভগবান্ মহাত্ম্যবান্ ভবান্ । বরমাশ্বনা । অশ্বনাং দেবানাম, যাজনং প্রতি, এব বিবরঃ অধিকাৰো ন বর্ততে, “তিথ্যবৎস্তুতাপ্যদেবানাং নাত্যধিবারঃ” ইতি মীমাংসকোক্তোহতি ভাবঃ ॥৪২—৪৫॥

স্বয়েতি । সময়েন ত্বয়া কৃতেন কেনচিত্ত্বয়মেব ॥৪৬॥

ভারতভাবদীপঃ

বৃদ্ধিবৈকল্যম্, অরাসজ্জাতিতঃ অরাসবঃ তদুদীচ্যস্তমাজানাদিত্যর্থঃ ॥৩৫—৪৪॥ যাজনং প্রতি যাজনমুদ্ভিত্ত্ব ত্বয়া চ হুমহৎ তপস্তপম্, এতদ্যাজনমস্মাকং বিবরে ন বর্ততে ইতি সৰ্বভঃ, বরং

রাজা ! আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, সেইরূপ মাজলিক বর গ্রহণ করুন” । রাজা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—“সর্বলোকপূজিত ! আপনি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে হে দেবদেব ! আপনি নিজেই আমার যাজন করুন” । রাজার এই কথা শুনিয়া মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, এই কথা বলিলেন—“মহারাজ ! আমাদের যাজন করিবার অধিকার নাই ॥৪২—৪৫॥

রাজা ! আপনি বরপ্রার্থী হইয়া গুরুতর তপস্তা করিয়াছেন ; সুতরাং আপনি একটা নিয়ম স্বীকার করিলে, আমি আপনার যাজন করিব ॥৪৬॥

আপনি বার বৎসরপর্যন্ত ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিন্ত হইয়া যদি সর্বদাই

(৪৫)....নাস্মাকমেভবিষয়ে ।

কামং প্রার্থয়সে যং স্বং মত্তঃ প্রাপ্যসি তং নৃপ ! ।

এবমুক্তস্ত রুদ্রেণ শ্বেতকিৰ্ম্মজাধিপঃ ॥৪৮॥

তথা চকার তং সৰ্বং যথোক্তং শূলপাণিনা ।

পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে পুনরায়াম্বেশ্বরম্ ॥৪৯॥ (বিশেষকম্)

দৃষ্টে ব চ স রাজানং শকরো লোকভাবনঃ ।

উবাচ পরমশ্রীতঃ শ্বেতকিং নৃপসন্তমম্ ॥৫০॥

তোষিতোহহং নৃপশ্রেষ্ঠ ! স্বয়েহ শ্বেতকর্ষণা ।

যাজনং ব্রাহ্মণানাস্তু বিধিদৃষ্টং পরস্তপ ! ॥৫১॥

অতোহহং স্বাং স্বয়ং নাগ যাজয়ামি পরস্তপ ! ।

মমাংশস্তু ক্ষিতিতলে মহাভাগো বিজোত্তমঃ ॥৫২॥

দুর্বাসা ইতি বিখ্যাতঃ স হি স্বাং যাজয়িষ্যতি ।

মম্মিয়োগাম্মহাতেজাঃ সম্ভারাঃ সন্নিয়ন্ত তে ॥৫৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

অথ কোহসৌ সমর ইত্যাহ—সমা ইতি । সমা বৎসরান্ । সমাহিত একাগ্রচিত্তঃ । তদা, কাম্যত ইতি কামঃ অভিষ্টঃ পদার্থস্তম্ । মত্তো মম সকাশাৎ । আয়াদাগতবান্ ॥৪৭—৪৯॥
দৃষ্টেতি । লোকান্ ভাবয়তীতি লোকভাবনো জগৎসৃষ্টিকর্তা ॥৫০॥

তোষিত ইতি । শ্বেতকর্ষণা নির্মলকার্ষেণ তপসা । বিধিদৃষ্টং বেদাবগতম্ । তথা চ “যাজনং যাজনকৈবায়রনাধ্যাপনে তথা । দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি চতুর্কর্মাণ্যগ্রজয়নঃ ।” ইতি মহাবচনদর্শনে তন্মূলীভূতবেদাহুমানাদিভি ভাবঃ ॥৫১॥

অত ইতি । মহাভাগস্তপঃপ্রভাবায়মহাভাগ্যধরঃ । সম্ভারা যজোপকরণানি, সন্নিয়ন্ত সন্নিয়ন্তাম্ আযোজ্যস্তামিতার্থঃ, তে স্বরা । পরম্পরমার্থম্ ॥৫২—৫৩॥

দ্বতধারা দ্বারা অগ্নিদেবের তৃপ্তি সাধন করেন, তবে আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই আমার নিকট পাইবেন” । মহাদেব এই কথা বলিলে, শ্বেতকি রাজা তাঁহার কথা অনুসারে সে সমস্তই করিলেন এবং বার বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় মহাদেবের নিকট গেলেন ॥৪৭—৪৯॥

জগতের সৃষ্টিকর্তা মহাদেব শ্বেতকি রাজাকে দেখিয়াই পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন—॥৫০॥

“মহারাজ ! আপনি তপস্বী দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন বটে ; কিন্তু বেদে দেখা যায় যে, যাজন কার্য্যটা ব্রাহ্মণদেরই ॥৫১॥

অতএব আমি নিজে আপনার যাজন করিব না ; কিন্তু ভূমণ্ডলে আমারই অংশসম্ভূত অত্যন্ত ভাগ্যবান্ ‘দুর্বাসা’ নামে বিখ্যাত এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন ;

এতচ্ছ ত্বা তু বচনং রুদ্রেণ সমুদাহৃতম্ ।
 স্বপূরং পুনরাগম্য সম্ভারান্ পুনরার্জয়ৎ ॥৫৪॥
 ততঃ সম্ভৃতসম্ভারো ভূয়ো রুদ্রমুপাগমৎ ।
 সম্ভৃতা মম সম্ভারাঃ সর্কোপকরণানি চ ॥৫৫॥
 ত্বৎপ্রসাদাম্মহাদেব ! শ্বে মে দীক্ষা ভবেদिति ।
 এতচ্ছ ত্বা তু বচনং তস্মৈ রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ॥৫৬॥
 দুর্ব্বাসসং সমাহুয় রুদ্রো বচনমব্রवीৎ ।
 এষ রাজা মহাভাগঃ শ্বেতকিনূপসত্তমঃ ॥৫৭॥
 এনং যাজয় বিপেক্ষ ! মন্নিয়োগেন ভূমিপম্ ।
 বাঢ়মিত্যেব বচনং রুদ্রং স্মিরুবাচ হ ॥৫৮॥ বিশেষকম্ ।
 ততঃ সত্রং সমভবত্তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ ।
 যথাবিধি যথাকালং যথোক্তং বহুদক্ষিণম্ ॥৫৯॥

ভারতকৌমুদী

এতদिति । সম্ভারান্ যজোপকরণানি, আর্জয়ৎ সংগৃহীতবান্ শ্বেতকিরিতি শেষঃ ॥৫৪॥
 তত ইতি । সম্ভৃতাঃ সংগৃহীতাঃ সম্ভারা উপকরণানি যেন সঃ । মম ময়া ॥৫৫॥
 বদिति । স্বঃ পরদিনে । দুর্ব্বাসসং মুনিম্ । বাঢ় যাজয়াম্বেভ্যর্থঃ ॥৫৬—৫৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তু ন যাজনে অধিকারিণ ইত্যর্থঃ ॥৫৪—৫৬॥ সততঃ তু আজ্ঞাধারাতিঃ অজিগম্য আজ্য-
 ধারয়া, বহুসমবয়বাতিপ্রায়ম্ ॥৫৭—৫৯॥ আত্মেন অনাদিবেদবোধিতেন, বিধিদৃষ্টে “ব্রাহ্মণানা-
 সেই তেজস্বী ব্রাহ্মণই আমার আদেশে আপনার যাজন করিবেন ; সুতরাং
 আপনি যাইয়া তাহার উপকরণ সংগ্রহ করুন” ॥৫২—৫৩॥

শ্বেতকিরাজা মহাদেবের এই কথা শুনিয়া পুনরায় আপন রাজধানীতে আসিয়া
 যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিলেন ॥৫৪॥

সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহার পর আবার মহাদেবের নিকট যাইয়া
 বলিলেন—“আমি সমস্ত দ্রব্য এবং উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি ॥৫৫॥

মহাদেব ! আপনার অনুগ্রহে আগামী কলা আমার দীক্ষা হইবে” ।
 মহাত্মা শ্বেতকিরাজার এই কথা শুনিয়া মহাদেব দুর্ব্বাসা মুনিকে ডাকিয়া
 বলিলেন—“ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! ইনি মহাত্মা শ্বেতকিরাজা ; আমার আদেশ
 অনুসারে তুমি ইহার যাজন কর” । তখন দুর্ব্বাসা বলিলেন—“অবশ্যই
 করিব” ॥৫৬—৫৮॥

(৫৫)...নুশো রুদ্রমুপাগমৎ । (৫৬)...সত্রং বহুদক্ষিণম্ ।

তস্মিন্ পরিসমাণ্ডে তু রাজঃ সত্রে মহাত্মনঃ ।
 দুর্বাসমাত্মনুষাভাঃ প্রযযুঃ সৰ্ব্বযাজকাঃ ॥৬০॥
 যে তত্র দীক্ষিতাঃ সত্রে সদশ্বাশ্চ মহোজসঃ ।
 সোহপি রাজা মহাভাগঃ স্বপুরুঃ প্রাবিশত্তদা ॥৬১॥
 পূজ্যমানো মহাভাগৈব্রাহ্মণৈর্কৈদপারগৈঃ ।
 বন্দিভিঃ স্তূয়মানশ্চ নাগারৈশ্চাভিনন্দিতঃ ॥৬২॥ (যুগ্মকম্)
 এবংবৃত্তঃ স রাজর্ষিঃ শ্বেতকিনৃপসত্তমঃ ।
 কালেন মহতা চাপি যযৌ স্বর্গমভিষ্টুতঃ ॥৬৩॥
 ঋত্বিগ্ভিঃ সহিতঃ সর্কৈবঃ সদাশ্বাশ্চ সমন্বিতঃ ।
 তস্য সত্রে পপৌ বহির্বিদ্বাদশ বৎসরান্ ॥৬৪॥ (যুগ্মকম্)
 সততঞ্চাজ্যধারাবিরৈকাভ্যো তত্র কশ্মণি ।
 হবিষা চ ততো বহিঃ পরাং তৃপ্তিমগচ্ছত ॥৬৫॥

ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । সত্রং যজ্ঞঃ । উক্তম্ ঋত্বিকৃন্দশ্বাদিভিরভিহিতমনতিক্রম্যেতি যথোক্তম্ ॥৬০॥

ভস্মিহিতি । প্রযযুঃ স্বপ্নস্থানমিতি শেষঃ ॥৬০॥

য ইতি । দীক্ষিতাঃ প্রবৃত্তাঃ, তেহাপি প্রযযুর্ভিত্যভ্যুত্থিত্তিঃ । বন্দিভির্বেতালিকৈঃ ॥৬১—৬২॥

এবমিতি । এবমিথং বৃত্তং চরিত্বং যস্য সঃ । তস্য শ্বেতকৈঃ, সত্রে যজ্ঞে ॥৬৩—৬৪॥

তাহার পর, যথাবিধানে, যথাসময়ে, ব্রতীদিগের উপদেশক্রমে এবং প্রচুর দক্ষিণায়ুক্ত অবস্থায় সেই মহাত্মা শ্বেতকিরাজার যজ্ঞ হইয়া গেল ॥৬২॥

মহাত্মা শ্বেতকিরাজার সেই যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গেলে, দুর্বাসার অনুমতিক্রমে সমস্ত যাজকেরা স্বপ্ন স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৬০॥

যাহারা সেই যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, সেই সদশ্বেরাও চলিয়া গেলেন এবং সেই মহাত্মা শ্বেতকিরাজাও আপন রাজধানীতে যাইয়া প্রবেশ করিলেন । তখন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাহার গৌরব করিতে লাগিলেন, বৈতালিকেরা স্তব করিতে লাগিল এবং পুরবাসীরা প্রশংসা করিতে থাকিল ॥৬১—৬২॥

এইরূপ চরিত্রসম্পন্ন সেই শ্বেতকিরাজা সকলের প্রশংসাতাজন হইয়া দীর্ঘকালের পর সমস্ত পুরোহিত ও সমস্ত সদশ্বের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন । ওদিকে সেই শ্বেতকিরাজার যজ্ঞে অগ্নিদেব বার বৎসর পর্য্যন্ত ছাপান করিয়াছিলেন ॥৬৩—৬৪॥

(৬০)....বিপ্রভৃষুঃ স যাজকাঃ । (৬১) যে তত্র দীক্ষিতাঃ সর্কৈঃ...সোহপি রাজা মহাভাগঃ... ॥ (৬২) ইমং শ্লোকমারভ্য পঞ্চ শ্লোকাঃ কতিপয়পুস্তকে ন সন্তি ।

ন চৈচ্ছং পুনরাদাতুং হবিরন্যস্ত কশ্চচিৎ ।
 পাণ্ডুবর্ণো বিবৰ্ণশ্চ ন যথাবৎ প্রকাশতে ॥৬৬॥
 ততো ভগবতো বহুবিংকারঃ সমজ্জায়ত ।
 তেজসা বিপ্রহীণশ্চ গ্লানিশ্চৈনং সমাবিশৎ ॥৬৭॥
 স লক্ষয়িত্বা চান্নানং তেজোহীনং হৃতাশনঃ ।
 জগাম সদনং পুণ্যং ব্রহ্মণো লোকপঞ্জিতন ॥৬৮॥
 তত্র ব্রহ্মাণমাসীনমিদং বচনমব্রবীৎ ।
 ভগবন্ ! পরমা প্রীতিঃ কৃত্য শ্বেতকিনা যম ॥৬৯॥
 অরুচিশ্চাভবতীত্রা তাং ন শক্যম্যাপোহিত্বম্ ।
 তেজসা বিপ্রহীণোহস্মি বলেন চ জগৎপতে ! ॥৭০॥

ভারতকৌমুদী

সত্যতমিতি । একাত্মো একভাবে সংস্রবেন সংযোগে সত্ত্বীভাবঃ ॥৬৫॥
 নেতি । আদাতুং গ্রহীত্বম্ । অন্তস্ত যজমানস্ত । পাণ্ডুবর্ণঃ, যতএব বিবৰ্ণঃ ॥৬৬॥
 তত ইতি । বিকারো জঠরাগ্নিমান্দ্যম্ । গ্লানিরন্যাহ্ব্যম্ ॥৬৭॥
 স ইতি । লক্ষয়িত্বা দৃষ্ট্বা, আস্থানং স্বদেশম্ । সদনং ভবনম্ ॥৬৮॥
 তত্র ইতি । আনীনমূপবিষ্টম্ । শ্বেতকিনা তদ্বাগোন রাজ্ঞা ॥৬৯॥

ভারতভাবদীপঃ

মিদং হবিঃ" ইতি চতুর্ধাকরণমন্ত্রলিঙ্গাত্মমিত্যিদিদৃষ্টম্ ॥৬৫॥ অতঃ প্রতি । স্বয়ং যজ্ঞভোক্তা
 হৃদ্যা ঋত্বিগ্ণানভক্তভয়াৎ স্বয়ং ন যাজয়ামীত্যর্থঃ ॥৬৬॥ দীক্ষিতাঃ কশ্চন নিকাভাঃ

সেই যজ্ঞে অনবরত ঘৃতের দ্বারা পড়িতে থাকায় অগ্নিদেব অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ
 করিয়াছিলেন ॥৬৫॥

তাহাতে তিনি অল্প কোন ব্যক্তিরই ঘৃত পুনরায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেন
 না এক পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যথাযথভাবে প্রকাশ পাইতেন না ॥৬৬॥

তৎপরে ক্রমশঃ অগ্নিদেবের অগ্নিমান্দ্যরোগই জন্মিল ; তাহাতে তিনি
 তেজোহীন হইয়া পড়িলেন এবং সেই রোগের যাতনাও আসিয়া উপস্থিত
 হইল ॥৬৭॥

তখন তিনি আপনাকে তেজোহীন লক্ষ্য করিয়া, জগৎপঞ্জিত ও পবিত্র ব্রহ্মভবনে
 গমন করিলেন ॥৬৮॥

সেখানে যাইয়া ব্রহ্মাকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার নিকট এই কথা বলিলেন—
 "ভগবন্ ! শ্বেতকিরাজা আমার অত্যন্ত তৃপ্তি জন্মাইয়া দিয়াছেন ॥৬৯॥

(৬৯)... প্রীতিঃ কৃত্য যে শ্বেতকেতুনা ।

ইচ্ছেয়ং স্বং প্রসাদেন চাত্ত্বনঃ প্রকৃতিং স্থিরাম্ ।
 এতচ্ শ্রদ্ধা তু বচনং ভগবান্ সৰ্বলোককৃৎ ॥৭১॥
 হব্যবাহমিদং বাক্যমুবাচ প্রহসন্নিব ।
 ত্বয়া দ্বাদশ বর্ষাণি বসোর্ধারাহুতং হবিঃ ॥৭২॥
 উপযুক্তং মহাভাগ ! তেন স্বাং গ্রানিরাবিশৎ ।
 তেজসা বিপ্রহীণস্বাৎ সহসা হব্যবাহন ! ॥৭৩॥
 মা গমস্বং ব্যথাং বহু ! প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি ।
 অরুচিং নাশয়িষ্যামি সময়ং প্রতিপত্ত তে ॥৭৪॥ (কলাপকম্)

ভারতকৌমুদী

অরুচিরিতি । অরুচির্ভোজনানিচ্ছারোগঃ । অপোহিতুং দূরীকৰ্ত্ত্বম্ ॥৭০॥

ইচ্ছেয়মিতি । প্রকৃতিং স্বাস্থ্যম্ । সৰ্বলোককৃৎ ব্রহ্মা । হব্যবাহমগ্নিদেবম্ । বসো-
 হৌমীয়পাণ্ডবিশেষাৎ ধারয়া হুতং ত্যক্তং হবির্ব্যতম্, উপযুক্তং পীতম্ । গ্রানিরগ্নিমান্দ্যাদি-
 যোগযাতনা । বিপ্রহীণস্বাৎ রহিতস্বাৎ, ব্যথাং মনোহঃখম্, মা গমঃ ন প্রাপ্নুহি । যেন হি
 সহসা অচিরমেব অং প্রকৃতিস্থো ভবিষ্যসি । সময়ম্ ঔষধসেবনকালম্, প্রতিপত্ত প্রাপ্য, অহং তে
 তব অরুচিং রোগং নাশয়িষ্যামি ॥৭১—৭৪॥

ভারতভাবদীপঃ

৭০—৭০। প্রকৃতিং স্বভাবম্ ॥৭১॥ বসোর্ধারা পাণ্ডবিশেষঃ, যেন হুয়মানঃ দ্ব্যতন্ত্রবাৎ
 সন্ততধারায়ুগপেণ বন্ধতি, তেন হুতং হবিরব্যাৎ দ্ব্যতমেব, “বসোর্ধারা জ্বহোতি” ইত্যুপক্রম্য
 “দ্ব্যতন্ত্র বা এবমেবা ধারা” ইতি বাক্যশেষাৎ ॥৭২॥ উপযুক্তং ভুক্তম্ ॥৭৩॥ মা গমঃ
 গ্রানিমিতি বিপরিশ্রমেণ অল্পবজ্র্যতে, যথেষ্টাশ্র যথাপূৰ্ণমিত্যর্থঃ ॥৭৪॥ কিং তৎ খাণ্ডব-

তাহাতে আমার গুরুতর অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, সে রোগকে আমি দূর করিতে
 পারিতেছি না ; তাহাতে আমি তেজ ও বলশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ॥৭০॥

অতএব আমি ইচ্ছা করি যে, আপনার অনুগ্রহে আবার আমার স্থায়ী স্বাস্থ্য
 হউক ।” অগ্নিদেবের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা হাসিতে হাসিতেই যেন তাঁহাকে এই
 কথা বলিলেন—“অগ্নি ! তুমি বার বৎসর পর্য্যন্ত পাত্র হইতে ধারাক্রমে আহুত
 যুত পান করিয়াছ ; তাহাতেই তোমার এই গ্রানি উপস্থিত হইয়াছে । সে
 যাহা হউক, অগ্নি । তুমি তেজোহীন হইয়াছ বলিয়া দুঃখিত হইও না, অচিরকাল-
 মধ্যেই তুমি প্রকৃতিস্থ হইবে ; যথাসময়ে আমিই তোমার অরুচিরোগ সারিয়া
 দিব” ॥৭১—৭৪॥

(৭১)....এতচ্ শ্রদ্ধা হব্যবাহাস্তগবান্....। (৭৪) অরুচিং নাশয়িত্তে তে সময়ং প্রতি-
 পত্তসে, অরুচিং নাশয়িত্তেহং সময়ং প্রতিপত্ততে ।

পুরা দেবনিয়োগেন যত্নয়া ভক্ষ্যসাৎ কৃতম্ ।
 আলয়ং দেবশক্রগাং স্তবোরং ঋগুবং বনম্ ॥৭৫॥
 তত্র সৰ্ব্বাণি সত্ত্বানি নিবসন্তি বিভাবসো ।।
 তেষাং হং মেদসা তৃপ্তং প্রকৃতিস্থো ভাবিষ্যসি ॥৭৬॥ (যুগ্মকম্)
 গচ্ছ শীঘ্রং প্রদক্ষুং হং ততো মোক্ষ্যসি কিম্বিধাৎ ।
 এতচ্ শ্রুত্বা তু বচনং পরমেষ্ঠিনুখাচ্চ্য তম্ ॥৭৭॥
 উত্তমং বেগমাস্থায় প্রতুজাব হতাশনঃ ।
 আগম্য ঋগুবং দাবমুত্তমং বীখ্যমাস্থিতঃ ।
 সহসা প্রাজ্বলচ্চাঘ্নিঃ ক্রুদ্ধো বায়ুসমৌরিতঃ ॥৭৮॥ (যুগ্মকম্)
 প্রদৌপ্তং ঋগুবং দৃষ্ট্বা যে স্ম তত্র নিবাসিনঃ ।
 পরমং যত্নমাতিষ্ঠন্ পাবকস্ত প্রশাস্তয়ে ॥৭৯॥
 কঠৈস্ত করিণঃ শীঘ্রং জ্বলমাদায় সত্ত্বরাঃ ।
 সিঘিচুঃ পাবকং ক্রুদ্ধাঃ শতশোহথ সহশ্রণঃ ॥৮০॥

ভারতকৌমুদী

পুরেতি । দেবশক্রগাং ময়দানবাদীনাম্, আলয়ং বাসস্থানভূতম্, যং ঋগুবম্ । তত্র
 ঋগুববনে । সত্ত্বানি জন্তবঃ । মেদসা শবীরধাতুবিশেষেণ ॥৭৫—৭৬॥

গচ্ছতি । কিম্বিধাৎ পাপাৎ পাপজনতায়মান্দ্যাদিযোগাৎ । পরমেষ্ঠিনো ব্রহ্মণো
 মুখাৎ, চ্যুতং নির্গতম্ । দাবং বনম্ । আস্থিত আস্থিতঃ । পরমোক্তঃ ষট্‌পাদঃ ॥৭৭—৭৮॥
 প্রদৌপ্তমিতি । যে জন্তবঃ । আতিষ্ঠন্ অবাসস্থত । পাবকস্ত অগ্নেঃ ॥৭৯॥

অগ্নি ! তুমি পূর্বে দেবগণের আদেশে দেবশক্রগণের বাসস্থান অতিভয়ঙ্কর
 যে ঋগুবন দক্ষ করিয়াছিলে, সে বনে এখন আবার সকল জন্ত বাস করিতেছে ;
 তুমি তাহাদের মেদ (খাতুবিশেষ) পান করিয়া পরিভূপ্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ
 হইবে ॥৭৫—৭৬॥

শীঘ্র সেই বন দক্ষ করিবার জন্ত গমন কর, সেই বন দক্ষ করিতে পারিলেই
 সমস্ত রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিবে । অগ্নিদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া
 মহাবেগ অবলম্বন করিয়া ধাবিত হইলেন এবং ঋগুবনে উপস্থিত হইয়া,
 তৎক্ষণাৎ প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠিলেন ; বায়ুও তখন তাহাকে উত্তেজিত করিতে
 লাগিলেন ॥৭৭—৭৮॥

সেই ঋগুবনে যে সকল প্রাণী বাস করিত, তাহারা ঋগুবন জ্বলিয়া
 উঠিয়াছে দেখিয়া অগ্নি নির্বাপনের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল ॥৭৯॥

(৭৮) উত্তমং অবমাস্থায়...উত্তমং অবমাস্থিতঃ । (৭৯)...যে স্ব্যস্তজ্জ নিবাসিনঃ ।

বহুশীর্ষাস্তথা নাগাঃ শিরোভিজ্জলসমুত্তম্ ।

মুমুচুঃ পাবকাভ্যাসে সস্বরাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥৮১॥

তথৈবান্মানি সস্বানি নানা প্রহরণোত্তমৈঃ ।

বিলয়ং পাবকং শীঘ্রমনয়ন্ ভরতর্বভ ! ॥৮২॥

অনেন তু প্রকারেণ ভূয়ো ভূয়শ্চ প্রজ্বলন্ ।

সপ্তকৃৎ প্রশমিতঃ খাণ্ডবে হব্যবাহনঃ ॥৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি খাণ্ডব-
দাহে অগ্নিপরাভবে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

কঠৈরিত্তি । কঠৈঃ স্তম্ভাভিঃ । সস্বরা ব্যস্তচিত্তাঃ ॥৮০॥

বিস্ফলিত্তি । শিরোভিজ্জলসমুত্তমৈঃ । পাবকস্ত্রায়ে অভ্যাসে উপরীতার্থঃ ॥৮১॥

তথোত্তি । সস্বানি বানবাদয়ো জন্তবঃ, নানা প্রহরণানাং তরুশাখাদীনাম্ উত্তমৈরুত্তম-
পূর্বকতাড়নৈঃ, বিলয়ং নির্বাণম্, পাবকমগ্নিম্ ॥৮২॥

অনেনেতি । সপ্তকৃৎ সপ্তবারানেন, প্রশমিতস্তত্রৈত্যর্জ্জ্বলিত্বৈব ॥৮৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাত্ম্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি খাণ্ডবদাহে ষোড়শাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

মিত্যাকাজ্জায়াং পুরাণস্তং স্মরয়াত পুরেতি ॥৭৫—৭৬॥ কিম্বিধাৎ মানিকপাৎ ॥৭৭—৮১॥
নানা প্রহরণোত্তমৈঃ নানাবিধৈঃ প্রহরণৈঃ পাংশুপ্রক্ষেপবৃক্ষশাখাতাড়নাদিভিঃ, উত্তমৈঃ জল-
সেকাদিভিঃ ॥৮২—৮৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে ষোড়শাধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২১০॥

শত শত ও সহস্র সহস্র হস্তী ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া শুঁড়ে করিয়া সস্বর জল
আনিয়া আগুনের উপরে ঢালিতে লাগিল ॥৮০॥

বহুমন্তক নাগসমূহ ক্রুদ্ধ ও ব্যস্ত হইয়া মুখে করিয়া জল আনিয়া আগুনের
উপরে ঢালিতে থাকিল ॥৮১॥

এবং অগ্ন্যাগ্ন প্রাণীরাও নানাবিধ উপায়ে সস্বরই সে অগ্নিকে নির্বাপিত
করিল ॥৮২॥

এইভাবে অগ্নি বার বার খাণ্ডববনে জলিয়া উঠিলেন এবং তদ্রূপে প্রাণীরাও এই
ভাবে সাত বারই তাঁহাকে নির্বাপিত করিল ॥৮৩॥

* ‘...একবিংশত্যধিক...’, ‘...ত্রয়োবিংশত্যধিক...’, ‘...পঞ্চবিংশত্যধিক...’, ‘উন-
পঞ্চাশদধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:❀:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তু নৈরাশ্যমাপন্নঃ সদা শ্মানিসমংগতঃ ।

পিতামহনুপাগচ্ছৎ সংযুক্তো হব্যবাহনঃ ॥১॥

তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তং ব্রজ্যে ন কবেদয়ৎ ।

উবাচ চৈনং শগবান্ মুখ্যন্তঃ স বিচিন্ত্য হু ॥২॥

উপায়ঃ পরিদৃষ্টো মে যথা হং ধক্ষ্যসেহনব ! ।

কালঞ্চ কক্ষং ক্ষমতাং ততঃ ধক্ষ্যসেহনব ! ॥৩॥

ভবিষ্যতঃ সহায়ো তে নরনারায়ণো তদা ।

তাভ্যাং হং সহিতো দাবং ধক্ষ্যসে হব্যবাহন ! ॥৪॥

এবমব্রুতি তং বহির্বক্ষ্যণং প্রত্যভাসত ।

সমুত্তৌ তৌ বিদিত্বা তু নরনারায়ণাবুবা ॥৫॥

ভারতকোমুদা

স ইতি । নৈরাশ্যমাপন্নঃ, তত্রৈত্যর্জুন ভয়েব পুনঃ পুনর্বাখ্যানাদিহিত ভাবঃ ॥১॥

তদ্বিতি । যথাবৃত্তং যথাযটিতম্ । স হব্যবাহনঃ । স ব্রজ্য ॥২॥

উপায় ইতি । মে ময়া : ধক্ষ্যসে খাণ্ডবদাহং করিষ্যামি ক্ষমতাং সহতাম্ ॥৩॥

ভবিষ্যত ইতি । নরনারায়ণো রূপাণ্ডবেত্যবাস্ত ভাবঃ । দাবং খাণ্ডববনম্ ॥৪॥

এবমিতি । সমুত্তৌ কৃষ্ণাৰ্জুনরূপেণ জাতৌ ইতি বিদিত্বা বচিঃ প্রত্যভাসত ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অগ্নিদেব (পুরোক্ত কারণে) খাণ্ডবদাহে নিরাশ হইয়া পড়িলেন, অথচ সর্বদাই রোগের যাতনা ভোগ করতেন; তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় ব্রহ্মার নিকট গেলেন ॥১॥

ব্রহ্মার নিকট যাওয়া তিনি যথার্থ বৃত্তান্ত সমস্তই ব্রহ্মাকে জানাইলেন । তখন ব্রহ্মা একটু কাল চিন্তা করিয়া অগ্নিকে কহিলেন—৥২॥

“অগ্নি ! যে ভাবে তুমি খাণ্ডবদাহ করিতে পারিবে, আমি তাহার উপায় দেখিয়াছি । তুমি কিছু কাল অপেক্ষা কর, তাহার পরেই খাণ্ডব দহ করিতে পারিবে ॥৩॥

নর-নারায়ণ ঋষি তোমার সহায় হইবেন ; তুমি তখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডববন দহ করিতে পারিবে” ॥৪॥

সেই নর-নারায়ণ ঋষি অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মিয়াছেন ইহা ধ্যানে জানিয়া অগ্নিদেব ব্রহ্মাকে বলিলেন—“এইরূপই হউক” ॥৫॥

কালশ্চ মহতো রাজন্ ! তশ্চ বাক্যং স্বয়ম্ভুবঃ ।
 অনুস্মৃত্য জগামাথ পুনরেব পিতামহম্ ॥৬॥
 অত্রবীচ্চ তদা ব্রহ্মা যথা হুং ধন্যসেহনল ! ।
 ঋগুং দাবমঔব মিমতোহশ্চ শচীপতেঃ ॥৭॥
 নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পূৰ্বদেবৌ বিভাবসৌ ! ।
 সম্প্রাপ্তৌ মানুসং লোকং কার্য্যার্থং হি দিবৌকসাম্ ॥৮॥
 অৰ্জুনং বাসুদেবঞ্চ যৌ তৌ লোকোহভিমন্যতে ।
 তাবেতৌ হি স্থিতৌ তত্র ঋগুবশ্চ সমীপতঃ ॥৯॥
 তৌ হুং যাচস্ব সাহায্যে দাহার্থং ঋগুবশ্চ চ ।
 ততো ধন্যসি তং দাবং রক্ষিতং ত্রিদশৈরপি ॥১০॥
 তৌ তু সন্তানি সৰ্ব্বাণি যত্নতো বারয়িষ্যতঃ ।
 দেবরাজঞ্চ সহিতৌ তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

কালশ্চেতি । মহতঃ কালশ্চ অতিক্রমে সতীতি শেষঃ । স্বয়ম্ভুবো ব্রহ্মণঃ ॥৬॥
 অত্রবীদ্বিতি । মিমতঃ পশ্চতঃ, পশ্চত্তং শচীপতিমিত্রমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥৭॥
 নয়েতি । পূৰ্বদেবৌ পূৰ্বং দেবগণमध्ये গণ্যৌ আস্তাম্ । দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥৮॥
 অৰ্জুনমিতি । অৰ্জুনং বাসুদেবঞ্চ নাম্না । তাবেতৌ অৰ্জুনবাসুদেবৌ ॥৯॥
 ভাবিতি । তং দাবং ঋগুং বনম্ । ত্রিদশৈর্দেবৈ রক্ষিতমপি ॥১০॥

মহারাজ ! তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত হইলে, অগ্নিদেব ব্রহ্মার সেই কথা
 শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার নিকট গেলেন ॥৬॥

তখন ব্রহ্মা অগ্নিকে বলিলেন—“অগ্নি ! তুমি অতাই প্রত্যক্ষদর্শী ইন্দ্রকে
 অগ্রাহ্য করিয়া ঋগুবন দক্ষ করিতে পারিবে ॥৭॥

অগ্নি ! সেই যে নর-নারায়ণ ঋষি পূৰ্বে দেবগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন,
 তাঁহারাই এখন দেবগণের কার্য্য সাধন করিবার জন্ত মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন ॥৮॥

মনুষ্যলোক বাহাদিগকে অৰ্জুন ও কৃষ্ণ বলিয়া মনে করে, তাঁহারাই সেই
 নর-নারায়ণ ঋষি ; তাঁহারা এখন সেই ঋগুবনের নিকটেই রহিয়াছেন ॥৯॥

তুমি যাইয়া ঋগুবদাহের সাহায্যের জন্ত তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা কর ;
 তাঁহারা সাহায্য করিলে, দেবতারা রক্ষা করিলেও তুমি ঋগুব দাহ করিতে
 পারিবে ॥১০॥

এতচ্শ্রদ্ধা তু বচনং হুরিতো হব্যবাহনঃ ।
 কৃষ্ণপার্থাবুপাগম্য যমর্থং স্বভ্যভাষত ॥১২॥
 তং তে কথিতবানস্মি পূৰ্বমেব নৃপোত্তম ! ।
 তচ্শ্রদ্ধা বচনং হুয়েবীভংস্তুৰ্জাতবেদসম্ ॥১৩॥
 অত্রবীন্মৃপশাদ্ভীল ! তৎকালসদৃশং বচঃ ।
 দিধক্ষুং খাণ্ডবং দাবমকামস্ত শতক্রতোঃ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)
 অৰ্জুন উবাচ ।

উত্তমাত্মাণি মে সন্তি দিব্যানি চ বহুনি চ ।
 যৈরহং শরুয়াং যোদ্ধুমপি বজ্রধরান্ বহুন্ ॥১৫॥
 ধনুর্মে নাস্তি ভগবন্ ! বাহুবৌধ্যেন সান্ন্যতম্ ।
 কুৰ্ব্বতঃ সমরে যত্নং বেগং যদ্বিষহেম্যম ॥১৬॥
 শরৈশ্চ মেহর্থো বহুভিরক্ষয়ৈঃ কিপ্রমশ্রুতঃ ।
 নহি বোঢ়ং রথঃ শত্রুঃ শরান্ যম যথেষ্পিতান্ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

ভাবিত্তি । ভৌ সহিতৌ সন্তৌ, সৰ্ব্বাণ সৰ্ব্বান অহুন্ দেবরাজক বারম্ভিত্ততঃ ॥১১॥

এতদ্বিত্তি । যম্ অর্থং বিবরম্ । বীভংস্তুৰ্জুনঃ, অকামস্ত খাণ্ডবদাহমনিচ্ছতঃ, শতক্রতোরিদ্রস্ত, তম্নাদুত্ত্যতি অনাদয়ে বজ্রা, খাণ্ডবং দাবঃ বনম্, দিধক্ষুং দধুমিচ্ছম্, জাতবেদসমগম্, তৎকালসদৃশং বচঃ অত্রবীন্ ॥১২—১৪॥

উত্তমোত্ত । দিব্যানি অলৌকিকানি । বহুন্ বজ্রধরান্ হস্তানাদি ॥১৫॥

সেই কৃষ্ণ ও অৰ্জুন মিলিত হইয়া যত্নপূৰ্ব্বক সমস্ত জন্তুদিগকে এবং দেব-রাজকে বারণ করিবেন ; সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই” ॥১১॥

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অগ্নিদেব সহর কৃষ্ণ ও অৰ্জুনের নিকট যাইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, রাজা ! তাহা আপনার নিকট আমি পূৰ্বেই বলিয়াছি । এদিকে খাণ্ডববন দক্ষ হয় একরূপ ইচ্ছা ইন্দ্ৰের ছিল না, তাই তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই অগ্নি খাণ্ডববন দক্ষ কারবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ; এই অবস্থায় অৰ্জুন অগ্নির সেই কথা শুনিয়া তৎকালোচিত বাক্যই অগ্নিকে বলিলেন ॥১২—১৪॥

অৰ্জুন বলিলেন—“অগ্নিদেব । আমার বহুতর অলৌকিক উৎকৃষ্ট অস্ত্র আছে, যেগুলি দ্বারা আমি বহুতর ইন্দ্ৰের সহিতও যুদ্ধ করিতে পারি ॥১৫॥

কিন্তু আমি যত্নের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়ে যে ধনু আমার বেগে সস্থ্য করিতে পারে, এমন বাহুবলোপযোগী ধনু আমার নাই ॥১৬॥

অশ্বাংশ্চ দিব্যানিচ্ছেয়ং পাণ্ডবান্ বাতরংহসঃ ।

রথঞ্চ মেঘনির্দোষং সূর্য্যপ্রতিমতেজসম্ ॥১৮॥

তথা কৃষ্ণস্ত বীৰ্য্যেণ নায়ুধং বিগৃহতে সমম্ ।

যেন নাগান্ পিশাচাংশ্চ নিহন্ত্যাম্মাধবো রণে ॥১৯॥

উপায়ং কৰ্ম্মসিদ্ধৌ চ ভগবন্ ! বক্তুমর্হসি ।

নিবারয়েয়ং যেনেন্দ্রং বর্ষমাণং মহাবনে ॥২০॥

পৌরুষেণ তু যৎ কার্য্যং তৎ কর্তারৌ স্ম পাবক ! ।

করণানি সমর্থানি ভগবন্ ! দাতুমর্হসি ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্ব্বণি থাণ্ডব-
দাহে অর্জুনায়িসংবাদে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

ধনুরিতি । বাহুবীৰ্য্যেণ সাক্ষ্যতঃ বাহুবলোপযোগি । বিষহেৎ বিশেষেণ সহেত ॥১৬॥

শতৈরিতি । অর্থঃ প্রয়োজনমন্তি । অস্ততঃ শরানিব ক্ষিপতঃ । নহি অন্তীতি শেষঃ ॥১৭॥

অশ্বানিতি । পাণ্ডবান্ শ্বেতান্, বাতরংহসো বায়ুবহগশালিনঃ । রথঞ্চচ্ছেয়ম্ ॥১৮॥

ভবেতি । বীৰ্য্যেণ সমং বলোপযোগি, আয়ুধমস্তম্ ॥১৯॥

উপায়মিতি । কৰ্ম্মণঃ থাণ্ডবদাহস্ত সিদ্ধৌ বিষয়ে । বর্ষমাণং জলং বর্ষন্তম্ ॥২০॥

ভারতভাবদীপঃ

সংস্থিতি ॥১—৬॥ বিষয়তঃ পশ্চাতঃ ॥৭—১০॥ শতক্রতোঃ সমস্তি ॥১৪—২০॥ করণানি
যুদ্ধসাধনানি ধনুসাদীনি ॥২১॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে সপ্তদশাধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২১॥

এবং সত্তর বাণক্ষেপ করিবার সময়ে বহুতর অক্ষয় বাণ থাকা আমার
আবশ্যক । আর, বহুতর অভীষ্ট বাণ বহন করিতে পারে, এমন রথও আমার
নাই ॥১৭॥

তা'র পর, শ্বেতবর্ণ, বায়ুর তুল্য বেগবান্ এবং অলৌকিক শক্তিশালী অশ্বও
আমি চাই এবং সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী ও মেঘের তুল্য গভীরনাদী একখানি রথও
চাই ॥১৮॥

এবং কৃষ্ণেরও বলোপযোগী কোন অস্ত্র নাই, যাহা দ্বারা উনি যুদ্ধে নাগ ও
পিশাচদিগকে বধ করিবেন ॥১৯॥

অতএব অগ্নিদেব ! আপানি কার্য্যসিদ্ধির উপায় বলিতে পারেন কি ? যে
উপায়ে আমি থাণ্ডববনে বর্ষণ করিবার সময়ে ইন্দ্রকে বারণ করিতে পারিব ॥২০॥

(২০)...ভগবন্ ! কৰ্ত্তুমর্হসি... । * '...দ্বাবিংশত্যাধিক...', 'চতুর্বিংশত্যাধিক...',
'...ষট্টিবিংশত্যাধিক...', '...পঞ্চাশত্যাধিক...' ইতি পাঠভেদাঃ ।

অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ ধূমকেতুর্হৃতাশনঃ ।

চিন্তয়ামাস বরুণং লোকপালং দিদৃক্ষয়া ॥১॥

আদিত্যমুদকে দেবং নিবসন্তং জলেশ্বরম্ ।

স চ তচ্চিন্তিতং জ্ঞাত্বা দর্শয়ামাস পাবকম্ ॥২॥ (যুগ্মকম্)

তমববৌদ্ধুমকেতুঃ প্রতিগৃহ্য জলেশ্বরম্ ।

চতুর্থং লোকপালানাং দেবদেবং সনাতনম্ ॥৩॥

সোমেন রাজ্ঞা যদন্তং ধনুশ্চৈবেষুধী চ তে ।

তৎ প্রযচ্ছোভয়ং শীঘ্রং রথঞ্চ কাপলক্ষণম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

পৌরুষেণেতি । কার্যং কন্তুং শক্যম্ । কর্ত্তব্যৌ কৰিষ্যাবঃ । করণানি সাধনানি ॥২১॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য শ্রীহরিদাস সঙ্কটচর্চাশতট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বণি বাণবদায়ে সপ্তদশাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ॥১॥

—:~:—

এবমিতি । ধূমঃ কেতুর্দর্শক ইব যন্ত সঃ । আদিত্যম্ অদিতোঃ পুত্রম্, উদকে জলে
নিবসন্তম্ । স বরুণশ্চ । দর্শয়ামাস আত্মানমিতি শেখঃ । পাবকম্ ॥১—২॥

তমিতি । ধূমকেতুরগ্নিঃ । চতুর্থং স্বব্যতিরেকেণ ॥৩॥

সোমেনেতি । ইষুধী ত্বাঃরথম্ । কাপলক্ষণং বানরপদম্ ॥৪॥

পুরুষকার দ্বারা যাহা করা যাইবে, তাহা আমরা কারব ; কিন্তু তাহার উপযুক্ত
উপকরণ আপনি দিতে পারিবেন কি ?” ॥২১॥

—:~:—

বৈশম্পায়ন বলিলেন- অর্জুন এইরূপ কহিলে, নানাস্থাশালী ধূমধ্বজ অগ্নিদেব,
অদিতির পুত্র জলনিবাসী ও জলের অধিপতি লোকপাল বরুণদেবকে দেখিবার
ইচ্ছায় স্মরণ করিলেন । তখন বরুণদেব সেই স্মরণের বিষয় জানিয়া অগ্নিদেবের
সাক্ষাতে উপস্থিত হইলেন ॥১—২॥

তখন অগ্নিদেব চতুর্থ লোকপাল, দেবদেব ও সনাতনমুক্তি বরুণদেবকে আদর-
পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া বলিলেন— ॥৩॥

“চন্দ্রদেব আপনাকে যে ধনু, যে ছুইটি তুণী এবং বানরধ্বজ যে রথ দিয়াছিলেন,
সে সমস্তই শীঘ্র আমাকে দান করুন ॥৪॥

কার্য্যঞ্চ স্তমহং পার্থো গাণ্ডীবেন করিষ্যতি ।
 চক্রেণ বাসুদেবশ্চ তন্মমাত্র প্রদীয়তাম্ ॥৫॥
 দদানীত্যেব বরুণঃ পাবকং প্রত্যভাষত ।
 তদদ্ভুতং মহাবীৰ্য্যং যশঃকীৰ্ত্তিবিবৰ্দ্ধনম্ ॥৬॥
 সৰ্ব্বশস্ত্রেব্রনাদ্বিষ্যৎ সৰ্ব্বশস্ত্রপ্রমাণি চ ।
 সৰ্ব্বানুধুমহামাত্রং পরসৈন্যপ্রধৰ্ষণম্ ॥৭॥
 একং শতসহস্রেন সন্মিতং রাষ্ট্রবৰ্দ্ধনম্ ।
 চিত্রমুচ্চাবচৈবর্ণৈঃ শোভিতং শ্লক্ষ্মমব্রণম্ ॥৮॥
 দেবদানবগন্ধর্কৈঃ পূজিতং শাশ্বতীঃ সমাঃ ।
 প্রাদাচ্চৈব ধনুরভ্রমক্ষ্যে চ মহেশুধী ॥৯॥ (কলাপকম্)
 রথঞ্চ দিব্যাশ্বযুজং কপি প্রবরকেতনম্ ।
 উপেতং রাজ্যতৈরথৈর্গান্ধর্কৈর্বেহেমমালিভিঃ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

কার্য্যমিতি । পার্থোহর্জুনঃ । বাসুদেবশ্চ চক্রেণ স্তমহং কার্য্যং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৫॥
 দদানীতি । “শৌৰ্য্যাদিপ্রভবা কীৰ্ত্তিদানাদিশ্রুতবৎ যশঃ” ইত্যুক্তে যশঃকীৰ্ত্ত্যোৰ্ভেদঃ ।
 অত্র চ খাণ্ডবদাহেন যশঃ, ইন্দ্রবিজয়েন চ কীৰ্ত্তিরিতি बोধ্যম্ । অনানুধুমমজ্যাম্ । সর্কেষাং
 শস্ত্রাণাং প্রমাণি বিজয়ি । সর্কেষায়ুধেষু মধ্যে মহতী মাত্রা প্রমাণং যস্ত তৎ । একমপি,
 শতসহস্রেন ধনুর্বাৎ লক্ষেন, সন্মিতং তুল্যম্ । উচ্চাবচৈর্নানাবিধৈঃ । শ্লক্ষ্মং মন্থণম্, অব্রণং
 কীটক্ষতাদিরহিতম্ । সমা বৎসরান দীর্ঘকালমিত্যর্থঃ । অক্ষযো ক্ষেত্ৰমশ্যে সর্বদৈব
 বাণপূর্ণে, মহেশুধী মহাতুণধরম্ ॥৬—৯॥

অর্জুন সেই গাণ্ডীবধনু দ্বারা এবং কৃষ্ণ সুদর্শন চক্র দ্বারা গুরুতর কার্য্য সাধনা
 করিবেন ; অতএব সেগুলি আমাকে এখনই দিন” ॥৫॥

তখন বরুণদেব অগ্নিদেবকে কহিলেন—“অবশ্যই দিব” । এই বলিয়া বরুণ-
 দেব সেই ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব এবং অক্ষয় দুইটী তুণ সমর্পণ করিলেন । সেই
 গাণ্ডীব অত্যন্ত ভারসহ ও অদ্ভুত ছিল, যশ ও কীৰ্ত্তি বৃদ্ধি করিত, সমস্ত অস্ত্রের
 অজেয়, অথচ সমস্ত অস্ত্রবিজয়ী ছিল, সমস্ত অস্ত্রের মধ্যেই তাহার প্রমাণ
 বৃহৎ ছিল, সে ধনু শত্রুসৈন্যকে জয় করিত এবং এক হইয়াও অস্ত্র লক্ষ ধনুর তুল্য
 ছিল, রাজ্যবৃদ্ধি করিত এবং নানাবর্ণে বিচিত্র ও শোভিত ছিল ; আর তাহা শ্লক্ষ্ম
 (পালিস) ও ব্রণশূন্য ছিল এবং দেব, দানব ও গন্ধর্বেরা দীর্ঘকাল তাহার পূজা
 করিয়াছিলেন ॥৬—৯॥

পাণ্ডুরাভপ্রতীকানৈর্মনোবায়ুসমৈর্জবে ।

সর্বোপকরণৈযুক্তমজ্যং দেবদানবৈঃ ॥১১॥ যুগ্মকম্

ভানুমন্তং মহাঘোষং সর্বভূতমনোরমম্ ।

সসজ্জং যং স্ততপসা ভোমনো ভুবনপ্রভুঃ ॥১২॥

প্রজাপতিরনির্দেশ্যং যস্য রূপং রবেরিব ।

যং স্ত্র সোমঃ সমারুহ্য দানবানজয়ং প্রভুঃ ॥১৩॥

নবমেঘপ্রতীকাশং জ্বলন্তমিব চ শ্রিয়া ।

আশ্রিতৌ তং রথশ্রেষ্ঠং শক্রায়ুধসমাবৃতৌ ॥১৪॥ (বিশেষকম্)

ভারতকৌমুদী

রথমিতি । কপিপ্রবরকেতনং বিশালবানবধকম্ । রাজতৈ রজতবর্ণৈঃ, গান্ধবৈর্গন্ধক-
দেহজাতৈঃ । পাণ্ডুরাভপ্রতীকানৈঃ স্ত্রমেঘভূটানৈঃ । জবে বেগে । রথক প্রাদাহিত্যভ-
কর্ষঃ ॥১০—১১॥

ভাষিতি । ভানুমন্তম্ভজম্ । সসজ্জং নিষকম্, স্ততপসা অতিকষ্টেন, ভোমনো বিশ্বকর্মা ।
অনির্দেশ্যম্ অনির্বচনীয়ম্ । আশ্রিতৌ আকৃষ্টৌ । শক্রায়ুধসমৌ বসনগাজবর্ণ বৈচিত্র্যাবিশিষ্ট-
ধনুস্তল্যৌ, উভৌ কৃষ্ণাঙ্গনৌ ॥১২—১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

এবমিতি ॥১॥ আদিত্যরথিতঃ পুত্রম্ ॥২॥ প্রতিগৃহ পূজাধিনা স্বায়তীকৃত্য ১০—১১
মহামাজম্ অতিপ্রমাণং সমুদ্রং প্রধানং বা ১১—১২ । রাজতৈ রজতবর্ণৈঃ ১০—১১ । ভানু-
মন্তং দীপ্তিমন্তম্, ভোমনো বিশ্বকর্মা ১২—১৩ । শক্রায়ুধসমৌ দেহবাসজ্জবিত্যাং নীল-

বরুণদেব একখানি রথও দিলেন ; তাহাতে চারিটা দিবা অশ্ব যোজিত
ছিল এবং তাহার ধ্বজের উপরে বিশাল একটা বানর ছিল । সেই চারিটা
অশ্বই রোপ্যের স্থায় উজ্জ্বল, গন্ধর্ব্বদেশে উৎপন্ন, স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত, নির্জল
মেঘের স্থায় শুভ্রবর্ণ এবং বেগে মন ও বায়ুর তুল্য ছিল । সেই রথখানিতে যুদ্ধের
সমস্ত উপকরণ ছিল, আর সে রথ দেবগণ এবং দানবগণেরও অজেয়
ছিল ॥১০—১১॥

মহাত্মা বিশ্বকর্মা অতিকষ্টে উজ্জ্বল, গান্ধীরশব্দশালী এবং সমস্ত লোকের মনোহর
করিয়া যে রথখানিকে নির্মাণ করিয়াছিলেন ; যে রথখানির রূপ সূর্য্যের রূপের
স্থায় অনির্বচনীয় ছিল এবং প্রজাপতি চন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া দানবগণকে
জয় করিয়াছিলেন ; ইন্দ্রধনুর তুল্যবর্ণ কৃষ্ণ ও অর্জুন নবমেঘতুল্য সেই উজ্জ্বল রথে
আরোহণ করিলেন ॥১২—১৪॥

(১৪) আশ্রিতৌ ভৌ রথশ্রেষ্ঠম্... ।

তাপনীয়া স্মরুচিরা ধ্বজযষ্টিবনুস্তমা ।
 তস্থাস্ত বানরো দিব্যঃ সিংহশাৰ্দূলকেতনঃ ॥১৫॥
 দিশক্ষন্নিব তত্র স্য সংস্থিতো মূৰ্দ্ধ্যশোভত ।
 ধ্বজে ভূতানি তত্রাসন্ বিবিধানি মহাস্তি চ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
 নাদেন রিপুসৈন্যানাং তেষাং সংজ্ঞা প্রণশ্চতি ।
 স তং নানাপতাকাভিঃ শোভিতং রথসত্তমম্ ॥১৭॥
 প্রদক্ষিণমুপারুত্য দৈবতেভ্যঃ প্রণম্য চ ।
 সম্রাটঃ কবচী খড়্গী বন্ধগোধানুলিত্রকঃ ॥১৮॥
 আরুরোহ তদা পার্থো বিমানং স্মকৃতী যথা ।
 তচ্চ দিব্যং ধনুঃশ্রেষ্ঠং ব্রহ্মণা নিৰ্ম্মিতং পুরা ॥১৯॥
 গাণ্ডীবমুপসংগৃহ্য বভূব মুদিতোহৰ্জুনঃ ।
 হুতাশনং পুরস্কৃত্য ততস্তদপি বীৰ্য্যবান্ ॥২০॥
 অগ্রাহ বলমান্দ্রায় জ্যয়া চ যুযুজে ধনুঃ ।
 মৌৰ্ব্যাস্ত যোজ্যমানায়াং বলিনা পাণ্ডবেন হ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

তাপনীয়েতি । তাপনীয়া স্বর্ণনিৰ্ম্মিতা । সিংহশাৰ্দূলয়োবিব কেতনং চিহ্নং যন্ত সঃ ।
 “তপনীয়ং শাতকুন্তম্” ইতি স্বর্ণপৰ্য্যায়োহমরঃ । “কেতনং সদনে চিহ্নে কৃত্যে চোপনিষদ্বর্ণে”
 ইতি হেমচন্দ্রঃ । দিশক্ষন্ পৰ্যবলং দক্ষুক্ষিণিব, তত্র মুক্তি, ধ্বজোপরীত্যর্থঃ, সংস্থিতঃ সম-
 শোভত । ভূতানি প্রাণিনঃ ॥১৫—১৬॥

নাদেনেতি । তেষাং ভূতানাং নাদেন । সঃ অৰ্জুনঃ । উপারুত্য পরিবৃত্য । সম্রাটঃ
 কৃতযুদ্ধসজ্জঃ । বন্ধে ধৃতে গোধানুলিত্রে চৰ্ম্মময়প্রকোষ্ঠাঘাতানুল্যাঘাতবারণে যেন সঃ ।

সেই রথখানিতে স্বর্ণনিৰ্ম্মিত একটা সুন্দর ধ্বজ ছিল ; তাহার উপরে সিংহ ও
 ব্যাঘ্রের ছায় ভীষণাকৃতি একটা বানর ছিল এবং সে বানরটা যেন শত্রুগণকে দক্ষ
 করিতে ইচ্ছা করিতেছিল ; আর সেই ধ্বজে নানাবিধ বৃহৎ বৃহৎ জন্তু বাস
 করিতেছিল ॥১৫—১৬॥

সেই জন্তুগণের গৰ্জনে শত্রুসৈন্যের চৈতন্য লোপ পাইত । অৰ্জুন সেই
 পতাকায়ুক্ত রথখানিকে প্রদক্ষিণ করিয়া এবং অভীষ্ট দেবতাদিগকে নমস্কার
 করিয়া কবচ, খড়্গ, তলবারণ ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূৰ্বক সজ্জিত হইয়া, পুণ্যবান্
 লোক যেমন বিমানে আরোহণ করেন, সেইরূপ সেই রথে আরোহণ করিলেন,
 তৎপরে ব্রহ্মার নিৰ্ম্মিত সেই অলৌকিক গাণ্ডীবধনু ধারণ করিয়া আনন্দিত
 হইলেন এবং অগ্নিদেবকে সম্মুখে রাখিয়া বলপ্রয়োগপূৰ্বক সেই ধনুতে গুণা-

যেহশৃণ্বন্ কৃজিতং তত্র তেষাং বৈ ব্যথিতং মনঃ ।

লব্ধ্বা বথঃ ধনুশ্চৈব তথাহক্ষ্যো মহেশ্বরৌ ॥২২॥

বভূব কল্যাঃ কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্তং সাহকর্ষ্যণি ।

বজ্রনাভং ততশ্চক্রং দদৌ কৃষ্ণায় পাবকঃ ॥২৩॥ কুলকন্

আগ্নেয়মন্ত্রং দয়িতং স চ কল্যোহভবত্তদা ।

অব্রবীৎ পাবকশ্চৈবমেতেন মধুসূদন ! ॥২৪॥

অমানুষানপি রণে জ্যৈষ্ঠ্যসি ভ্রমসংশয়ন্ ।

অনেন তু মনুষ্যাণাং দেবানামপি চাহবে ॥২৫॥

রক্ষঃপিশাচদৈত্যানাং নাগানাপাধিকস্তথা ।

ভবিষ্যসি ন সন্দেহঃ প্রবরোহপি নিবহনে ॥২৬॥ বিশেষকন্

ভারতকৌমুদী

স্বকৃতী পুণ্যবান্ । উপসংগৃহ্য যথা । তদপি ধনুঃ জায়া গুণেন । মৌর্য্যং গুণে ।
কৃজিতং শব্দম্ । সাহকর্ষ্যণ অগ্নেঃ সাহায্যকার্য্যে যুদ্ধে কল্যাঃ সক্ষমঃ । সাহায্যার্থে সাহস্বকো
মুনিরুচ ইতি প্রাগেযোক্তম্ । “কল্যো সক্ষনিয়াময়ো” ততামরঃ । বজ্রমিব নাতিমধ্যমেশো
যন্তা তৎ ॥১৭—২০॥

আগ্নেয়মিতি । স কৃষ্ণঃ তদা আগ্নেয়মন্ত্রমিব দয়িতং প্রিয়ম্, তদ্বজ্র চক্রম্, আদ্যেতি

ভারতভাবদীপঃ

শিশবর্ণো ॥১৪॥ তাপনীয়ঃ সৌবর্ণী, সিংহলাক্ষ্মণবৎ ভদ্রবঃ কেতনঃ কায়ে যন্তা সঃ,
“কেতনঃ লাক্ষনে কায়ে” ইতি বিধঃ ॥১৫—১৬॥ নাদেন যেযাম্ ১৭—২০॥ জায়া মৌর্য্যঃ
৥২১—২২॥ কল্যাঃ সমর্থঃ, সাহকর্ষ্যণ সাহায্যকে, বজ্রং বরজা সা নাতৌ যন্তা তৎ মন্ত্রবক-
শকুনিবৎ পুনঃ পুনঃ প্রয়োক্তুং ইন্তমায়াতীশাপঃ । “বজ্রং ত্রপুবরজয়োঃ” ইতি মেদিনী ॥২৩॥

রোপণ করিলেন । তিনি গুণারোপণ করবার সময়ে যে শব্দ হইল, তাহা
শুনিয়া সকলের হৃদয় কম্পিত হইল অর্জুন সেই রথ, ধনু ও অক্ষয় ভূগীর
দুইটি লাভ করিয়া, আনন্দিত হইয়া, যুদ্ধের জগা সজ্জিত হইলেন । তখন
অগ্নিদেব কৃষ্ণকে একটি চক্র দান করিলেন ; সেই চক্রটীর মধ্যস্থানটা বজ্রের
স্থায় ছিল ॥১৭—২০॥

কৃষ্ণও আগ্নেয় অস্ত্রের জায় প্রিয় সেই চক্র লাভ করিয়া তখনই যুদ্ধের জগা
সজ্জিত হইলেন । সেই সময়ে অগ্নিদেব তাঁহাকে এইরূপ বলিলেন—“কৃষ্ণ !
আপনি এই চক্র দ্বারা যুদ্ধে দেবতাপ্রভৃতিকেও জয় করিতে পারিবেন ; এ
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; আর আপনি এই চক্রের প্রভাবে দেবতা, মনুষ্য,

ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং রশে চৈতত্ত্বয়া মাধব ! শত্রুশু ।
 হস্তাঃপ্রতিহতং সংখ্যে পাণিমেঘ্যতি তে পুনঃ ॥২৭॥
 বরুণশ্চ দদৌ তস্মৈ গদামশনিনিষ্পনাম্ ।
 দৈত্যাস্তকরণীং ঘোরাং নান্না কৌমোদকীং প্রভুঃ ॥২৮॥
 ততঃ পাবকমক্রতাং প্রহৃষ্টাবর্জ্জুনান্যুচ্যতে ।
 কৃতাত্ত্রো শস্ত্রসম্পন্নো রথিনো ধ্বজিনাবপি ॥২৯॥
 কল্যো স্যো ভগবন্ ! যোদ্ধুমপি সর্বৈঃ সুরাসুরৈঃ ।
 কিং পুনর্বর্জ্জিগৈকেন পন্নগার্ধে যুযুৎসতা ॥৩০॥

অর্জুন উবাচ ।

চক্রপাণির্জঘীকেশো বিচরন্ যুধি বীর্যবান্ ।
 চক্রেণ ভস্মসাৎ সর্বং বিসৃষ্টেন তু বীর্যবান্ ।
 ত্রিষু লোকেষু তন্নাস্তি যন্ন কুর্য্যাজ্জনর্দিনঃ ॥৩১॥

ভারতকৌমুদী

শেবঃ, কল্যো যুদ্ধায় সজ্জিতোহুতবৎ । আহবে যুদ্ধে । অধিকঃ প্রবলঃ । নিবর্হণে শত্রু-
 বিনাশনে, প্রবয়ঃ প্রেষ্টঃ ॥২৪—২৬॥

চক্রশ্চ গুণমাহ—ক্ষিপ্তমিতি । অপ্রতিহতম্ অক্ষতং সং । সংখ্যে যুদ্ধে ॥২৭॥
 বরুণ ইতি । তস্মৈ কৃষ্ণায় । অশনিনিষ্পনাং বজ্রবদগজ্জিনীম্ ॥২৮॥
 তত ইতি । পাবকমগ্নিদেবম্ । কৃতাত্ত্রো শিক্ষিতাত্ত্রো, তদানীঞ্চ শস্ত্রসম্পন্নো ॥২৯॥
 কল্যাবিতি । কল্যো সজ্জিতো । বজ্রিণা ইন্দ্রেণ । পন্নগার্ধে তক্ষকরক্ষার্ধে ॥৩০॥

রাক্ষস, পিশাচ, দৈত্য ও নাগদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবল হইয়া তাহাদিগকে বধ করিতে
 সমর্থ হইবেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই ॥২৪—২৬॥

আর কৃষ্ণ ! আপনি যুদ্ধের সময়ে শত্রুগণের প্রতি এই চক্র বার বার
 ফেপ করিলেও, ইহা সেই শত্রুকে বধ করিয়া অক্ষত থাকিয়া আবার আপনার
 হাতে আসিবে” ॥২৭॥

তখন বরুণও কৃষ্ণকে ‘কৌমোদকী’ নামে ভয়ঙ্কর একটা গদা দান করিলেন ;
 সে গদা বজ্রের স্থায় গর্জন করিত এবং দৈত্যগণকে বিনাশ করিত ॥২৮॥

তাহার পর, অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং তৎকালে উপযুক্ত অস্ত্রসম্পন্ন,
 রথারোহী ও ধ্বজশালী কৃষ্ণ ও অর্জুন আনন্দিত হইয়া অগ্নিদেবকে বলি-
 লেন—৥২৯॥

“ভগবন্ ! আমরা এখন সমস্ত দেবদানবগণের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে সমর্থ ।
 অতএব তক্ষকনাগকে রক্ষা করিবার জন্ত যুদ্ধার্থী একমাত্র ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার
 কথা আর কি বলিব” ॥৩০॥

গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তথাক্ষযো মহেশ্বৰী ।

অহমপ্যুৎসহে লোকান্ বিজেতুং যুধি পাবক ! ॥৩২॥

সৰ্ব্বতঃ পরিবাহ্যেব দাবমেতং মহাপ্রভো ! ।

কামং সম্প্রভুলাগ্নেব কল্যো যঃ সাহকৰ্ম্মণি ॥৩৩॥

যদি ঋগুণবমেণ্যত প্রমাদাৎ সগণো বা পরিবর্জিতুং মহেশ্বরঃ ।

শরতাড়িতগাত্রকুণ্ডলানাং কদনং দ্রক্ষ্যতি দেববাহিনীনাং ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ স ভগবান্ দাশার্হেণাজ্জুনেন চ ।

তৈজসং রূপমান্ধায় দাবং দধুং প্রচক্রমে ॥৩৫॥

ভারতকৌমুদী

চক্রেতি । বীৰ্য্যবান্ একত্র দৈহিকবলবান্ অগ্নয় মানসিকবলবান্ । বিবৃষ্টেন নিষ্কপেন ।

৩২ সৰ্ব্বং ভবস্যায় কুৰ্য্যানিতি সম্বন্ধঃ । যটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥৩২॥

গাণ্ডীবমিতি । উৎসহে শক্রোঃ । লোকান্ জয়িষ্যত্বানি ॥৩২॥

সৰ্ব্বতঃ ইতি । পরিবাধ্য পরিবেষ্টা, দাবং বনম্ । কামং পর্যাগম্ । অষ্টৈব ইদানী-
মেব । কল্যো সজ্জিতো । সাহকৰ্ম্মণি সাহসকার্য্যে যুক্তে ॥৩৩॥

যদীতি । সগণঃ সৈন্যসংহিতঃ । কদনং ছয়বস্তাম্ ॥৩৪॥

এবমিতি । সঃ অগ্নিদেবঃ । দাশার্হেণ কৃষ্ণেন । তৈজসং তেজোময়ম্ ॥৩৫॥

অৰ্জুন বলিলেন—“দৈহিক ও মানসিক-শক্তিশালী কৃষ্ণ, চক্র ধারণপূৰ্ব্বক
যুদ্ধে বিচরণ করিতে লাগিলে, ত্রিভুবনে তেমন কোন বস্তু নাই, যাহা উনি
চক্র নিক্ষেপ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারেন না ॥৩২॥

এবং আমিও গাণ্ডীবধনু এবং অক্ষয় তৃণীর দুইটা লইয়া যুদ্ধে সমস্ত
ত্রিভুবনকেই জয় করিতে পারি ॥৩২॥

অতএব ভগবন্ অগ্নিদেব! আপনি এখনই এই ঋগুবনটাকে পরিবেষ্টন
করিয়া সকল দিকেই পর্য্যাপ্তরূপে জলিয়া উঠুন; আমরা আপনার সাহায্য
করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি ॥৩৩॥

যদি দেবরাজ অনবধানতাবশতঃ সৈন্যগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া এই ঋগুব-
ন রক্ষা করিবার জন্য আগমন করেন, তবে আমার বাণে অগ্ন ও কুণ্ডল
তাড়িত হইতে থাকিলে, সেই দেবসৈন্যগণের কিরূপ ছয়বস্থা হয়, তাহা
দেখিতে পাইবেন” ॥৩৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—কৃষ্ণ ও অৰ্জুন এইরূপ বলিলে, অগ্নিদেব ব্রাহ্মণরূপ

(৩২)....দাবমেতং মহং প্রভো!, দাবমেতং মহাপ্রভু...কল্যো যঃ সাহকৰ্ম্মণি ।

(৩৪) অগ্নং যোকো দাক্ষিণাত্যপুস্তক এব দৃষ্টতে ।

সর্বতঃ পরিবার্যাপ সপ্তাচ্ছিহ্ননস্তদা ।

দদাহ ঋগুং দাবং যুগাস্তমিব দর্শয়ন্ ॥৩৬॥

প্রতিগৃহ্য সমাবিশ্য তদ্বনং ভরতর্ষভ ! ।

মেঘস্তনিতনির্ঘোষঃ সর্বভূতান্যকম্পয়ং ॥৩৭॥

দহতস্তস্মা চ বভৌ রূপং দাবস্ত ভারত ! ।

মেরোরিব নগেন্দ্রস্য কীর্ণস্থাংশুমতোহংশুভিঃ ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ঋগুং-
দাহে গাণ্ডীবাদ্দিনে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

সর্বত ইতি । পরিবার্য পরিবেষ্ট্য । দাবং বনম্ । যুগাস্তং প্রলয়ম্ ॥৩৬॥

প্রতীতিঃ । প্রতিগৃহ্য গৃহ্য সংলগ্নীভূয়েত্যর্থঃ । সর্বভূতানি তত্রত্যন প্রাণিনঃ ॥৩৭॥

দহত ইতি । হে ভারত ! দহতঃ অগ্নিনা দহমানস্ত, তস্ত দাবস্ত বনস্ত রূপম্, অংশু-
মতঃ সূর্য্যস্ত অংশুভিঃ, কীর্ণস্ত ব্যাপ্তস্ত নগেন্দ্রস্য মেরো রূপমিব বভৌ ॥৩৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতাচার্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি ঋগুংদাহে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

অতএব আগ্নেয়মন্ত্রমিবাস্তম্ ॥২৪—২৫॥ তদেবাহ—ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তমিতি ॥২৭—২৮॥ যুগং-
সত্য যোকুমিচ্ছতা ॥৩০—৩১॥ সপ্তাচ্ছিহ্ননস্তদা কালীকরালীপ্রভৃতিসপ্তজিহ্বাবান্ ॥৩৬—৩৭॥
দহতো দহমানস্ত ॥৩৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে অষ্টাদশাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২১৮॥

পরিভ্যাগপূর্বক তেজোময়রূপ ধারণ করিয়া ঋগুংবন দহ করিতে আরম্ভ
করিলেন ॥৩৫॥

তখন তিনি সকল দিকে পরিবেষ্টন করিয়া, প্রলয়কালের অবস্থাই যেন
দেখাইতে থাকিয়া ঋগুংবন দহ করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

মহারাজ ! অগ্নি সেই ঋগুংবনে লাগিয়া এবং তাহার ভিতরে প্রবেশ
করিয়া মেঘের স্থায় গর্জন করিতে থাকিয়া, তদ্রূপ সমস্ত প্রাণীকে কম্পিত
করিতে লাগিলেন ॥৩৭॥

সেই ঋগুংবন দহ হইতে লাগিলে, সূর্য্যের কিরণে পরিব্যাপ্ত সূর্য্য-
পর্বতের আকৃতির স্থায় তাহার আকৃতি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥৩৮॥

* ‘...ত্রয়োবিংশত্যধিক...’, ‘...পঞ্চবিংশত্যধিক...’, ‘...সপ্তবিংশত্যধিক-
পঞ্চাশদধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ঊনবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোইধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তো রথাভ্যাং রথিশ্রেষ্ঠৌ দাবস্ত্রোভয়তঃ স্খিতে ।

দিক্ষু সর্বাশ্ব ভূতানাং চক্রাতে কদনং মহৎ ॥১॥

যত্র যত্র স্ম দৃশ্যন্তে প্রাণিনঃ খাণ্ডবালয়াঃ ।

পলায়ন্তঃ প্রবীরৌ তৌ তত্র তত্রাভাধাবতাস্ ॥২॥

ছিদ্রং ন স্ম প্রপশ্যন্তি রথয়োরাশ্চচারিণোঃ ।

আবিদ্ধাবিব দৃশ্যেতে রথিনৌ তৌ রথোক্তমৌ ॥৩॥

খাণ্ডবে দহ্যমানে তু ভূতানি শতসংঘশঃ ।

উৎপেতুর্ভৈরবান্ নাদান্ বিনদন্তঃ সমন্ততঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তাবিতি । দাবস্ত্রা খাণ্ডববনস্ত, উভয়ত উভয়পার্শ্বে স্থিতৌ । পুষ্কর্যদন্তবধমেবোত্তরা-
রুচৌ, ইদানীচ্ছ অগ্নিদন্তবধেওর্জুনঃ, ইন্দ্রপ্রস্থাগতে বধে চ কৃষ্ণ ইতি ন বিরোধঃ ॥১॥

যজ্ঞেতি । খাণ্ডবালয়াঃ খাণ্ডববাসিনঃ । পলায়ন্তঃ পলায়মানাঃ ॥২॥

ছিদ্রমিতি । ছিদ্রমবকাশম্ । আশ্চচারিণোঃ শীঘ্রগামিনোঃ । আবিদ্ধৌ বুদ্ধৌ ॥৩॥

খাণ্ডব ইতি । ভূতানি তত্রত্যাঃ প্রাণিনঃ । বিনদন্ত ইতি পুংসম্বাধম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

তো রথাভ্যামিতি । “আশ্রিতৌ তং পং শ্রেষ্ঠম্” তত্র যথোক্তবধদ্বয়ং প্রাপ্তকং
তচ্ছোভায়াত্র ভাব্যপযোগস্যন্বার্থম্, ইহ তু পৃথক্ বধদ্বাবেবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥—১॥ আবিদ্ধাবেব

বৈশম্পায়ন বলিলেন—রথিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জুন দুইখানি রথে আরোহণ
করিয়া খাণ্ডববনের দুই দিকে রহিলেন এবং সকল দিকেই তত্রতা প্রাণিগণের
শব্দতর ছরবস্থা করিতে লাগিলেন ॥১॥

কৃষ্ণ ও অর্জুন পলায়নপ্রবৃত্ত খাণ্ডববাসী প্রাণিগণকে যেখানে দেখানে
দেখিতে লাগিলেন, তাঁহারা সেইখানে সেইখানেই ধাবিত হইতে থাকিলেন ॥২॥

সেই রথ দুইখানি এত দ্রুত চলিতে লাগিল যে, সেই রথ দুইখানি বা
তদারোহী কৃষ্ণ ও অর্জুনকে পবম্পর মিলিতের গ্রায় দেখা যাইতে লাগিল;
তাহাতেই তত্রতা প্রাণীরা তাঁহাদের কঁক দেখিতে লাগিল না ॥৩॥

এইভাবে খাণ্ডববন দহ হইতে লাগিল, তত্রতা বহুতর প্রাণী ভয়ঙ্কর শব্দ
করিতে করিতে সকল দিক্ হইতেই উঠিতে লাগিল ॥৪॥

দক্ষৈকদেশা বহবো নিকৃষ্টাশ্চ তথাহপরে ।
 ক্ষুটিতাক্ষা বিশীর্ণাশ্চ বিপ্লুতাশ্চ তথা পরে ॥৫॥
 সমালিন্স্য স্ততানন্তো পিতৃন ভ্রাতৃনথাপরে ।
 ত্যক্তুং ন শেকুঃ স্নেহেন তত্রৈব নিধনং গতাঃ ॥৬॥
 সন্দর্শনানাশ্চাত্তো সমুৎপেতুরনেকশঃ ।
 ততস্তেহতীব ঘূর্ণন্তুঃ পুনরগ্নৌ প্রপেদিরে ॥৭॥
 দগ্ধপক্ষাক্ষিচরণা বিচেষ্টন্তো মহীতলে ।
 তত্র তত্র স্ম দৃশ্যন্তে বিনশ্যন্তুঃ শরীরিণঃ ॥৮॥
 জলাশয়েষু তপ্তেষু কাথ্যমানেষু বহিনা ।
 গতসত্তাঃ স্ম দৃশ্যন্তে কৃশ্মমৎস্তাঃ সমস্ততঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

দৃষ্টেতি । নিষ্টপ্তা অর্দ্ধদগ্ধাঃ । ক্ষুটিতাক্ষা বিদীর্ণনয়নাঃ । বিশীর্ণাঃ কীণাঃ । বিপ্লুতা
 গলিতাক্ষা আসন্নিস্তি সর্কজ শেবঃ ॥৫॥

সমিতি । ত্যক্তুং ন শেকুঃ, অতএব তত্রৈব নিধনং গতাঃ ॥৬॥

সন্দর্শেতি । অতীব ঘূর্ণন্তুঃ অগ্নিতাপেনেতি ভাবঃ । প্রপেদিরে প্রাপ্তাঃ ॥৭॥

দৃষ্টেতি । বিচেষ্টন্তুঃ স্পন্দমানাঃ । শরীরিণঃ পক্ষিণ এব ॥৮॥

জলেতি । কাথ্যমানেষু পচ্যমানেষু সংস্থ । গতসত্তা নিস্রাণাঃ ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

অলাভচক্রবৎ ভ্রমিতাবেব ॥৩—৪॥ নিষ্টপ্তা অতিতপ্তাঃ, বিশীর্ণাঃ কৰ্কটীফলবৎ বিদীর্ণাঃ,

অনেকের শরীরের একদেশ দগ্ধ হইয়া গেল, কতকগুলি অর্দ্ধদগ্ধ হইল, কতকগুলির চোখ ফুটিয়া গেল এবং অনেকগুলি বিশীর্ণ ও গলিতাক্ষ হইয়া গেল ॥৫॥

কতকগুলি প্রাণী সম্মানদিগকে, কতকগুলি প্রাণী পিতৃগণকে এবং কতক-
 গুলি প্রাণী ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল ; কিন্তু স্নেহবশতঃ তাহাদিগকে
 ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহাতেই তাহারা সেইখানেই মরিয়া গেল ॥৬॥

অন্য অনেক প্রাণী দন্ত দংশন করিয়া উঠিল, আবার অত্যন্ত ঘুরিতে ঘুরিতে
 যাইয়া আগুনের ভিতরেই পড়িল ॥৭॥

নানাস্থানেই দেখা যাইতে লাগিল যে, পক্ষীগুলির পক্ষ, চক্ষু ও চরণ দগ্ধ
 হইলে তাহারা মাটিতে ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মরিয়া যাইতেছে ॥৮॥

আরও দেখা যাইতে লাগিল যে, অগ্নির উত্তাপে জলাশয়গুলি প্রথমে
 উত্তপ্ত হইল, ক্রমে তাহার জল ফুটিতে লাগিল ; তখন কচ্ছপ ও মৎস্য সকল
 প্রাণত্যাগ করিতে থাকিল ॥৯॥

শরীরৈরপরৈর্দৌপ্তর্দেহবন্ত ইবাগ্নয়ঃ ।

অদৃশ্যন্ত বনে তত্র প্রাণিনঃ প্রাণসংক্ষয়ে ॥১০॥

কাংশ্চিদ্বৃৎপততঃ পার্থঃ শরৈঃ সংছিন্ন খণ্ডশঃ ।

পাতয়ামাস বিহগান্ প্রদৌপ্তে বহুরেতসি ॥১১॥

তে শরাচিতসর্বাঙ্গা বিনদন্তো মহারবান্ ।

উর্দ্ধমুৎপত্য বেগেন নিপেতুঃ খাণ্ডবে পুনঃ ॥১২॥

শরৈরব্যাহতানাঞ্চ সংঘণঃ স্ম বনৌকসাম্ ।

বিরাবঃ শুশ্রুবে ঘোরঃ সমুদ্রশ্চৈব মথ্যতঃ ॥১৩॥

বহুশ্চাপি প্রদৌপ্তস্য খমুৎপেতুমহাচ্চিষঃ ।

জনয়ামাস্তরুরেগং স্তমহান্তং দিবৌকসাম্ ॥১৪॥

তেনাচ্চিষা স্তমন্তপ্তা দেবাঃ সধিপুরুগমাঃ ।

ততো জগ্মুর্নহাঙ্গানঃ সর্বা এব দিবৌকসঃ ।

শতক্রতুং সহস্রাঙ্কং দেবেশমস্তরাদিনম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

শরীরৈরিতি । দৌপ্তেঃ প্রজ্জ্বলিতৈঃ অপরৈঃ শরীরৈরিত্যভেদে তৃতীয়া ॥১০॥

কাংশ্চদিতি । বিহগান্ পক্ষিণঃ, প্রদৌপ্তে প্রজ্জ্বলিতে, বহুরেতসি বহৌ ॥১১॥

ত ইতি । শরৈরাচিতানি ব্যাপ্তানি সর্বাঙ্গাঙ্গান যেষাং তে, তে অপরে পক্ষিণঃ ॥১২॥

শরৈরিতি । অব্যাহতানাঞ্চ মতাক্তিতানামপ । মথ্যতো মথ্যমানস্ত ॥১৩॥

বহুরিতি । প্রদৌপ্তস্য প্রজ্জ্বলিতস্য, খমাকাশম্ । দিবৌকসাং দেবানাম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

বিপ্লুতাঃ ভয়াং বিক্রগাঃ ॥১—২॥ শরীরৈঃ দৌপ্তৈঃ লোহপ্রতিমাবৎ অত্যন্ততপ্তৈঃ ॥১০॥

সেই বনে অগ্নি প্রাণিগণের শরীরে আগুন লাগিয়া জ্বলিতে থাকিলে, সে অগ্নিকেই মূর্ত্তিমান্ বলিয়া দেখা যাইতে লাগিল ॥১০॥

কতকগুলি পক্ষী যেই উড়িতে লাগিল, অমন অর্জুন বাণ দ্বারা সেগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ভিতরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১১॥

অর্জুনের বাণে সমস্ত অগ্নি বিক হইলে, অপর পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর রব করিয়া বেগে উপরে উঠিয়া আবার খণ্ডববনেই পাড়িতে থাকিল ॥১২॥

যে সকল প্রাণীর শরীর অর্জুনের শরে বিক হইয়াছিল না, তাহাদেরও মধ্যমান সমুদ্রের জায় ভয়ঙ্কর শব্দ শুনা যাইতে লাগিল ॥১৩॥

সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নির বিশাল শিখা যাইয়া আকাশে উঠিল এবং দেবগণের গুরুতর উদ্বেগ জন্মাইতে থাকিল ॥১৪॥

দেবা উচুঃ ।

কিং স্মিমে মানবাঃ সর্বৈ দহন্তে চিত্রভানুনা ।

কচ্ছিন্ন সংক্ষয়ঃ প্রাপ্তো লোকানামমরেশ্বর ! ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ শ্রুত্বা বৃত্রহা তেভ্যঃ স্বয়মেবান্নবেক্ষ্য চ ।

থাণ্ডবস্ত বিমোক্ষার্থং প্রযযৌ হরিবাহনঃ ॥১৭॥

মহতা রথবৃন্দেন নানারূপেণ বাসবঃ ।

আকাশং সমবাকীৰ্য্য প্রববর্ষ সুরেশ্বরঃ ॥১৮॥

ততোহক্ষমাত্রা ব্যসৃজন্ ধারাঃ শতসহস্রশঃ ।

চোদিতা দেবরাজেন জলদাঃ থাণ্ডবং প্রতি ॥১৯॥

অসম্প্রাপ্তাস্ত তা ধারাস্তেজসা জাতবেদসঃ ।

থ এব সমশৃঙ্গ্যস্ত ন কাশ্চিৎ পাবকং গতাঃ ॥২০॥

ভারতকৌমুদী

ভোনেতি । ঋষিভিঃ সহ পুরো গচ্ছন্তীতি তে । ষট্শাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১৫॥

কিমিতি । চিত্রভানুনা অগ্নিনা । সংক্ষয়ঃ প্রলয়ঃ, প্রাপ্ত উপস্থিতঃ ॥১৬॥

তদ্বিতি । বৃত্রহা বৃত্রাহরবধকর্তা মহাবল ইত্যাদ্যঃ । হরিবাহনঃ ইন্দ্রঃ ॥১৭॥

মহভেতি । বাসব ইন্দ্রঃ । সমবাকীৰ্য্য ব্যাপ্য, প্রববর্ষ মেঘজলানীতি শেষঃ ॥১৮॥

তত ইতি । অক্ষে জপমালা ভক্ত মাত্রা ইব মাত্রা প্রমাণং যাসাং তাঃ ॥১৯॥

অসমিতি । জাতবেদসো বহুঃ । থ এব আকাশ এব । পাবকমগ্নিম্ ॥২০॥

তখন দেবগণ ও ঋষিগণ সেই অগ্নির তেজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে থাকিলেন ; তাই তাঁহারা সকলে মিলিয়া ইন্দ্রের নিকট গেলেন ॥১৫॥

দেবগণ বলিলেন—“দেবরাজ ! অগ্নি কি সমস্ত মনুষ্যকেই দহন করিতেছেন ? জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয় নাই ত ?” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—দেবরাজ তাঁহাদের মুখে সেই কথা শুনিয়া এবং নিজে দেখিয়া থাণ্ডবন রক্ষা করিবার জন্য গমন করিলেন ॥১৭॥

তিনি যাইয়া নানাজাতীয় অসংখ্য রথ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥১৮॥

তখন দেবরাজের আদেশে মেঘসমূহ থাণ্ডববনের উপরে জপমালার ন্যায় বড় বড় বিন্দুর শত সহস্র জলধারা বর্ষণ করিতে থাকিল ॥১৯॥

কিন্তু অগ্নির তেজে সে জলধারাগুলি উপস্থিত হইতে না হইতেই আকাশেই শুকাইয়া গেল, অগ্নির ভিতরে পড়িল না ॥২০॥

ততো নমুচিহা ক্রুদ্ধো ভ্ৰমচ্চিস্যতস্তদা ।

পুনরেব মহামৈধৈরম্মাসি বাস্তুজবহু ॥২১॥

অর্চিধার্যভিসম্বন্ধং ধূমবিদ্যুৎসমাকুলম্ ।

বভূব তদ্বনং ঘোরং স্তনয়িত্বু সমাকুলম্ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বণি খাণ্ডব-
দাহে ইন্দ্রক্রোধে উনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্মাথ বর্ষতো বারি পাণ্ডবঃ প্রত্যবারয়ৎ ।

শরবর্ষণে বীতশত্রুভ্রমাদ্রাণি দর্শয়ন্ ॥১॥

ভারতকৌমুদী

ভত ইতি । নমুচিহা ইন্দ্রঃ । অর্চিস্ততঃ অগ্নেরূপণি । বহু প্রচুরং যথা সাস্তবা ॥২১॥

অর্চিষিতি । অর্চিধার্যভ্যাম্ অগ্নিশিখাজলধার্যভ্যাম্ভিসম্বন্ধং সংযুক্তম্, ধূমেণ বিদ্যুত্যা
চ সমাকুলং ব্যাপ্তম্ । স্তনয়িত্বুভিমেধৈঃ সমাকুলম্ আবৃতম্ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীভগবদ্গীতাভ্যামাদিপৰ্ব্বণি খাণ্ডবদাহে উনবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

তন্ত্ৰেতি । তন্ত ইন্দ্রস্ত । উত্তমাস্ত্রাণি উত্তমাস্ত্রপ্রয়োগকৌশলানি ॥১॥

ভারতভাবদাপঃ

বহুবেতসি বহৌ ॥১, -১২॥ মধ্যতো মধ্যমানস্ত ॥১৩-১৮॥ অক্ষৌ ষ্ণেচক্রবরলঙ্ঘনকাটং
ভংগ্রমাণাঃ অক্ষমাত্রাঃ ॥১৯-২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদাপে উনবিংশত্যধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২১০॥

—:~:—

তাহার পর, ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া তখনই সেই অগ্নির উপরে মহামেঘসমূহ দ্বারা
পুনরায় প্রচুর পরিমাণে জলবষণ করিতে লাগলেন ॥২১॥

তখন অগ্নির শিখায় অথচ জলধারায় এবং ধূমে ও বিদ্যুতে ব্যাপ্ত হইয়া
মেঘাচ্ছাদিত সেই খাণ্ডববন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥২২॥

* ‘...চতুর্বিংশত্যধিক...’, ‘...বহুবিংশত্যধিক...’, ‘...অষ্টাবিংশত্যধিক...’, ‘...বিপঞ্চাশ-
ত্বধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

খাণ্ডবঞ্চ বনং সৰ্বং পাণ্ডবো বহুভিঃ শরৈঃ ।
 প্রাচ্ছাদয়দমেয়াস্তা নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ ॥২॥
 ন চ স্ম কিঞ্চিচ্ছক্ৰোতি ভূতং নিশ্চরিতুং ততঃ ।
 সংছাদ্যমানে থে বাণৈরশ্রুতা সব্যসাচিনা ॥৩॥
 তক্ষকস্ত ন তত্রাসীন্নাগরাজো মহাবলঃ ।
 দহ্যমানে বনে তস্মিন্ কুরুক্ষেত্রং গতো হি সঃ ॥৪॥
 অশ্বসেনোহভবত্তত্র তক্ষকশ্চ স্মৃতো বলী ।
 স যত্নমকরোত্তীত্রং মোক্ষার্থং জাতবেদসঃ ॥৫॥
 ন শশাক স নির্গন্তুং নিরুদ্ধোহৰ্জুনপত্নিভিঃ ।
 মোক্ষয়ামাস তং মাতা নিগীৰ্য্য ভুজগাস্ত্রজা ॥৬॥
 তস্য পূৰ্বং শিরো গ্রন্থং পুচ্ছমশ্চ নিগীৰ্য্য চ ।
 নিগীৰ্য্যমাণা সাক্রামৎ স্মৃতং নাগী মুমুক্ষয়া ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

নহু শরবর্ষণে কথং বারিবর্ষণং প্রত্যাবারয়দিত্যাহ—খাণ্ডবমিতি ॥২॥
 নেতি । ভূতং প্রাণী, নিশ্চরিতুং নির্গন্তুং, ততঃ খাণ্ডবাং । থে আকাশে ॥৩॥
 তক্ষক ইতি । তস্মিন্ বনে খাণ্ডবে । স তক্ষক ॥৪॥
 অশ্বতি । অভবৎ স্থিত ইতি শেষঃ । জাতবেদসো বহুঃ সকাশাং ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্র জলবর্ষণ করিতে লাগিলে, অর্জুন অস্ত্রপ্রয়োগের
 উত্তম কৌশল দেখাইতে থাকিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা সে জলবর্ষণ বারণ করিতে
 লাগিলেন ॥১॥

চন্দ্র যেমন নীহার দ্বারা জগৎ আচ্ছাদিত করেন, অর্জুনও তেমন বহুতর বাণ
 দ্বারা সমস্ত খাণ্ডববনটা আচ্ছাদিত করিলেন ॥২॥

লঘুহস্ত অর্জুন বাণ দ্বারা আকাশ আচ্ছাদিত করিলে, কোন প্রাণীই সে
 খাণ্ডববন হইতে নির্গত হইতে পারিল না ॥৩॥

এইভাবে খাণ্ডববন দক্ষ হইতে থাকিলে, মহাবল নাগরাজ তক্ষক সেখানে ছিল
 না, সে পূৰ্বেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিল ॥৪॥

কিন্তু তাহার বলবান্ পুত্র অশ্বসেন সেখানে ছিল ; সে অগ্নি হইতে মুক্ত
 হইবার জন্য গুরুতর চেষ্টা করিল ॥৫॥

কিন্তু অর্জুনের বাণে নিরুদ্ধ থাকায় সে অশ্বসেন নির্গত হইতে পারে নাই,
 তবে তাহারা মাতা তাহাকে গিলিয়া লইয়া মুক্ত করিয়াছিল ॥৬॥

তস্তাঃ শরৈণ তীক্ষ্ণেন পৃথুধারেণ পাণ্ডবঃ ।

শিরশ্চিচ্ছেদ গচ্ছন্ত্যাস্তামপশ্যচ্ছটীপতিঃ ॥৮॥

তং মূমোচয়িবুৰ্জী বাতবর্ষণে পাণ্ডবম্ ।

মোহয়ামাস তৎকালমশ্বসেনস্তমুচ্যত ॥৯॥

তাক্ষ মায়াং তদা দৃষ্ট্বা ঘোরাং নাগেন বধিতঃ ।

দ্বিধা ত্রিধা চ খগতান্ প্রাণিনঃ পাণ্ডবোহচ্ছিনৎ ॥১০॥

শশাপ তক্ষ সংক্লুক্কো বীভৎসুজিহ্বগামিনম্ ।

পাবকো বাসুদেবশ্যাপ্যপ্রতিষ্ঠো ভবিষ্যসি ॥১১॥

ততো জিহ্বাঃ সহস্রাক্ষাং খং বিতত্যাশুগৈঃ শরৈঃ ।

যোধয়ামাস সংক্লুক্কো বক্ষনাং তামনুস্মরন্ ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । সঃ অশ্বসেনঃ । অর্জুনস্ত পত্রিভিবানৈঃ । মাতা তস্তেব ১৬।

তন্তেতি । তস্ত অশ্বসেনস্ত । সূতং নির্গীৰ্ণমাণা নিগিরস্তী । অক্রামর্গিতা ১৭।

তস্তা ইতি । তস্তাস্তক্ষকপত্ন্যাঃ । পৃথুধারেণ স্বধারেণ, অতএব তীক্ষ্ণেন ১৮।

তমিতি । তমশ্বসেনম্ । ব্রজী ইন্দ্রঃ । অমুচ্যত মাতুলকদম্বার্গিতা ১৯।

তামিতি । নাগেন অশ্বসেনেন । খগতান আকাশগতান্ ২০।

শশাপেতি । জিহ্বগামিনং সর্পমশ্বসেনম্ । অপ্রতিষ্ঠ আশ্রয়হরিতঃ ২১।

ভারতভাবদীপঃ

তস্তাথেতি ১১—১২। নির্গীৰ্ণাতে যাবতা কালেন তাবতৈব নির্গীৰ্ণমাণা অর্জুনেন হস্ত-
মানা সতী আক্রাম্য ক্রান্তবতী খমিতি শেষঃ । মুমুক্ষ্যা মোচনেচ্ছয়া ১৬—১৭। অপ্রতিষ্ঠো

তক্ষকপত্নী প্রথমে অশ্বসেনের মস্তক গিলিল, ক্রমে তাহার লেজপর্যন্ত
গিলিয়া একেবারে উদরের ভিতরে নিয়া তাহাকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় নির্গত
হইল ১৭।

তখন অর্জুন সুধার সুত্রীক্ষ বাণ দ্বারা সেই তক্ষকপত্নীর মস্তকচ্ছেদন
করিলেন ; সেই অবস্থায় তাহাকে ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন ১৮।

সুতরাং ইন্দ্র অশ্বসেনকে মুক্ত করিবার ইচ্ছায় বায়ুবর্ষণ করিয়া অর্জুনকে
মোহিত করিলেন ; এই অবসরে অশ্বসেন মুক্ত হইয়া গেল ১৯।

তখন ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর মায়া দেখিয়া এবং অশ্বসেন প্রতারণা করিয়া গিয়াছে
বুঝিয়া অর্জুন আকাশস্থ প্রাণিগণকে দুই তিন খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে
লাগিলেন ২০।

আর, কৃষ্ণ, অগ্নি ও অর্জুন—ইহারা ক্লুদ্ধ হইয়া সেই অশ্বসেনকে অস্ত্র-
সম্পাত করিলেন যে, ‘দুই নিরাশ্রয় হইবি’ ২১।

দেবরাজোহপি তং দৃষ্ট্ৱা সংরক্তং সমরেহর্জুনম্ ।
 স্মদ্রমস্জন্তোত্রং ছাদয়িত্বাহধিলং নভঃ ॥১৩॥
 ততো বায়ুর্মহাবোষঃ ক্ৰোভয়ন্ সর্বসাগরান্ ।
 বিয়ংস্তোহজনয়শ্চোঘান্ জলধারাসমাকুলান্ ॥১৪॥
 ততোহশনিমূঢ়ো ঘোরাংস্তড়িৎস্তনিতনিস্থনান্ ।
 তদ্বিঘাতার্থমস্জদর্জুনোহপ্যস্তমুত্তমম্ ॥১৫॥
 বায়ব্যমভিমন্ত্যথ প্রতিপত্তিবিশারদঃ ।
 তেনেন্দ্রাশনিমেঘানাং বৌর্যোজস্তবিনাশিতম্ ॥১৬॥ (যুগ্মকম্)
 জলধারাশ্চ তাঃ শোষণং জগ্মুর্নৈশুশ্চ বিদ্যুতঃ ।
 ক্রণেন চাভবদ্ব্যোম সম্প্রশান্তুরজন্তমঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অিক্ৰমর্জুনঃ, সহস্রাক্ষমিজ্জম্, খমাকাশম্, বিভভ্য ব্যাপ্য ॥১২॥

দেবেতি । সংরক্তং ক্রুদ্ধম্, অধিলং সর্বম্, নভ আকাশম্ ॥১৩॥

ভত ইতি । বিয়ংস্থ আকাশম্ । ইয়মগীজ্জন্তৈব ক্রিয়া ॥১৪॥

ভত ইতি । অশনিমূঢ়ো বজ্রক্ষেপিণঃ । তড়িতাং বিদ্যুতাং স্তনিতং গর্জনমেব নিশ্বনো
 ঘেবাং তান্ মেঘান্ বিলোক্যতি শেবঃ, প্রতিপত্তিবিশারদঃ প্রতীকারনিপুণঃ অর্জুনোহপি,
 উত্তমং বায়ব্যমভিমন্ত্য তদ্বিঘাতার্থমস্জং প্রযুক্তবান্ । অথ তেন বায়ব্যাত্মেণ, ইন্দ্রাশনি-
 মেঘানাং তবীর্ঘোজঃ, বিনাশিতম্ ॥১৫—১৬॥

জলেতি । সম্প্রশান্তে নিবৃন্তে বজ্রন্তমসী ধূল্যাক্তকারৌ যন্ত তৎ ॥১৭॥

তাহার পর অর্জুন ইন্দ্রের সেই প্রতারণা স্মরণ করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া,
 শীঘ্রগামী বাণ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগি-
 লেন ॥১২॥

ইন্দ্রও যুদ্ধে অর্জুনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া,
 নিজের তীব্র অস্ত্র ক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥১৩॥

তাহার পর মহাগর্জনশালী বায়ু সমস্ত সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়া, আকাশে
 থাকিয়া, জলধারাবর্ষী মেঘ সৃষ্টি করিতে লাগিল ॥১৪॥

তাহার পর, ভয়ঙ্কর মেঘ সকল বজ্রপাত, বিদ্যুৎপ্রকাশ ও গম্ভীর গর্জন
 করিতেছে দেখিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য প্রতীকারনিপুণ অর্জুনও মস্তপাট-
 পূর্বক উত্তম বায়ব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; তাহাতে ইন্দ্রের বজ্র ও মেঘসমূহের
 প্রভাব ও তেজ নষ্ট হইল ॥১৫—১৬॥

এবং ক্রণকালের মধ্যে সেই সকল জলধারা তিরোহিত হইল, বিদ্যুৎ
 লুকাইয়া গেল এবং আকাশের ধূলি ও অন্ধকার দূর হইল ॥১৭॥

সুখশীতানিলবহং প্রকৃতিস্বাক্ষমগুলম্ ।

নিম্প্রতীকারহৃষ্টচ্চ হতভুগ্ বিবিধাকৃতিঃ ॥১৮॥

সিচ্যমানো বসৌঘৈস্তৈঃ প্রাণিনাং দেহনিঃসৃতৈঃ ।

প্রজ্জ্বালাথ মোহচ্ছিগ্নান্ স্বনাদৈঃ পূরয়ন্ জগৎ ॥১৯॥

কৃষ্ণাভ্যাং রক্ষিতং দৃষ্ট্৷ তঞ্চ দাবমহঙ্কৃতাঃ ।

ধমুৎপেতুর্মহারাজ ! সুপর্ণাভ্যাং পতন্তিগঃ ॥২০॥

গরুড়া বজ্রসদৃশৈঃ পক্ষতুণ্ডনথৈস্তদা ।

প্রহর্তুকামা ন্যপতন্মাকাশাং কৃষ্ণপাণ্ডবৌ ॥২১॥

তথৈবোরগসংঘাভাঃ পাণ্ডবস্ত সমীপতঃ ।

উৎসৃজন্তো বিষং ঘোরং নিপেতুর্জলিতাননাঃ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

হুখেতি । হুখং হুখজনকং শীতঃ শীতলঞ্চ অনিলঃ বায়ুঃ বহতিতি তৎ, তথা প্রকৃতিত্ব-
মৰ্কমগুলং যত্র তস্তাদৃশঞ্চ ব্যোম অভবদ্বিতি পূৰ্ণাত্মকত্বঃ । তথা বিবিধাকৃতিঃ দীর্ঘত্বাদ্বিভেদেন
নানাপ্রকারমুত্তিঃ, হতভুগ্ অগ্নিঃ, নিম্প্রতীকারেণ প্রতিবন্ধকাতাবেন হৃষ্টঃ, অভবৎ ॥১৮॥

সিচ্যমান ইতি । বসন্তরসলা ধাতুবিশেষান্তাসামোঘৈঃ সযুগৈঃ । অচ্চিমানয়িঃ ॥১৯॥

কৃষ্ণাভ্যামিতি । কৃষ্ণাভ্যাং কৃষ্ণাঙ্কুনাভ্যাম্ । দাবঃ বনম্ । অহঙ্কৃতা গন্ধিণঃ লভ্যঃ
কৃষ্ণাঙ্কুনেরোঃ স্বপক্ষদ্বাদেবেতি ভাবঃ । সুপর্ণাভ্যাং গরুড়বংশীয়াঃ ॥২০॥

গরুড়া ইতি । গরুড়াকৃৎবংশীয়াঃ । প্রহর্তুকামা বিপক্ষান্ । ন্যপতন্ আগতবৎ ॥২১॥

তথেন্ধি । উরগসংঘাভাঃ সৰ্পসমূহাঃ । পাণ্ডবস্তাঙ্কুনস্ত সমীপতঃ সমীপে ॥২২॥

ভারতভাবদীপঃ

নিরাশ্রয়ঃ অসন্ততিৰ্কা ॥১১— ৭। নিম্প্রতীকারঃ বসবদাশ্রয়াৎ ভাবিগ্নানিহীনঃ হৃষ্টঃ হৰ্ষো

আর, সুখম্পর্শ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল, সূর্য্যমগুল প্রকৃতিস্থ হইল এবং
নানাবিধমুত্তিধারী অগ্নিও প্রতিবন্ধক না থাকায় আনন্দিত হইলেন ॥১৮॥

প্রাণিগণের দেহনিঃসৃত সেই বসাপ্রবাহে সিক্ত হইতে থাকিয়া অগ্নিও
আপন গর্জনে জগৎ পূর্ণ করিয়া জ্বলিতে লাগিলেন ॥১৯॥

এদিকে কৃষ্ণ ও অঙ্কুন সেই খাণ্ডববন রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া গরুড়-
বংশীয় পক্ষিগণ গন্ধিত হইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল ॥২০॥

এবং অস্ত্রাস্ত্র গরুড়বংশীয় পক্ষীর বজ্রতুল্য পক্ষ, চক্ষু ও নখ দ্বারা বিপক্ষ-
গণকে প্রহার করিবার ইচ্ছায় আকাশ হইতে কৃষ্ণ ও অঙ্কুনের নিকট
আসিল ॥২১॥

জ্বলিতমুখ সৰ্পসমূহ ভয়ঙ্কর বিষ উদ্বিগ্ন করিতে করিতে অঙ্কুনের নিকট
বাইয়া পড়িতে লাগিল ॥২২॥

তাংচকর্ত শরৈঃ পার্থঃ স্বরোষাগ্নিসমগ্নিতৈঃ ।

বিবিল্লশ্চাপি তং দৌপ্তং দেহাভাবায় পাবকম্ ॥২৩॥

ততোহসুয়াঃ সগন্ধর্বা যক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ ।

উৎপেতুর্নাদমতুলমুৎসৃজন্তো রণার্থিনঃ ॥২৪॥

অয়ঃকনকচক্রাশ্চভূষুণ্ড্যগতবাহবঃ ।

কৃষ্ণপার্শ্বো জিবাংসস্তঃ ক্রোধসংমূচ্ছিতোজসঃ ॥২৫॥ (যুগ্মকম্)

তেষামতিব্যাহরতাং শস্ত্রবর্ষণ মুগ্ধতাম্ ।

প্রমমাথোত্তমাক্রান্তি বীভৎসুনিশিতৈঃ শরৈঃ ॥২৬॥

কৃষ্ণশ্চ স্তমহাতেজাশ্চক্রেণারিবিনাশনঃ ।

দৈত্যদানবসংঘানাং চকার কদনং মহৎ ॥২৭॥

ভারতকৌমুদী

ভানিতি । তান্ উরগগংঘাতান্ । দেহস্ত অভাবায় নাশায় ॥২৩॥

তত ইতি । ততঃ, অয়ঃকনকয়োর্লৌহবর্ণয়োশ্চক্রে অশ্বা পাষণঃ ভূষুণী অস্ত্রবিশেষশ্চ উত্ততা যেসু তে তাদৃশা বাহবো যেবাং তে, ক্রোধেন সংমূচ্ছিতম্ সংবদ্ধিতম্ ওজো বলং যেবাং তে চ, কৃষ্ণপার্শ্বো, জিবাংসস্তো হস্তমিচ্ছন্তঃ সগন্ধর্বা অসুয়াঃ, যক্ষরাক্ষসপন্নগাশ্চ, রণার্থিনঃ, অতএবাতুলং নাদমুৎসৃজন্তঃ, সস্ত উৎপেতুঃ ॥২৪—২৫॥

তেষামিতি । অতিব্যাহরতাম্ অতীবকোলাহলং কুরুতাম্ । উত্তমাক্রান্তি শিরাসি ॥২৬॥

ভারতভাবদীপঃ

যন্ত সঃ ॥১৮—২৪॥ অয়ঃকণান্ লোহণ্ডলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভ-সমুত্তা লোহণ্ডলিকান্তারকা ইব বিকীর্ণ্যন্তে যেন তৎ যন্তম্ অয়ঃকণং লোহময়ম্, তথা চক্রাশ্চংসংসং যন্ত ভ্রমিবলেন মহাস্তোহপি পাষণা অতিদূরে ক্ষিপ্যন্তে তৎ কাষ্ঠময়ং যন্তম্, ভূষুণী চন্দ্রবজ্রময়ং যন্তং পাষণক্ষেপণমেব, তৈরুত্ততাঃ বাহবো যেবাং তে অসুয়াদয়ঃ অয়ঃ-

অর্জুনও আপন ক্রোধাগ্নিসমন্বিত বাণ দ্বারা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিতে লাগিলেন; তখন তাহারা যাইয়া মরণের জন্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করিতে থাকিল ॥২৩॥

তাহার পর বলবান্ অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া, লোহার ও সোণার চক্র, পাথর এবং ভূষুণী উত্তোলনপূর্ব্বক যুদ্ধার্থী হইয়া, গুরুতর সিংহনাদ করিতে করিতে উপস্থিত হইল ॥২৪—২৫॥

তাহারা আসিয়া অত্যন্ত কোলাহল করিতে লাগিলে এবং অস্ত্রবর্ষণ করিতে থাকিলে, অর্জুন সুধার বাণ দ্বারা তাহাদের মস্তকচ্ছেদন করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

অথাপরে শরৈবিক্কাশচক্রবেগেরিতাস্তথা ।
 বেলামিব সমাসাগ্র ব্যতিষ্ঠম্মিতৌজসঃ ॥২৮॥
 ততঃ শক্ৰোহতিসংক্রুদ্ধজিহ্মশানাং মহেশ্বরঃ ।
 পাণ্ডুরং গজমান্বায় তাবুভৌ সমুপাদ্রবৎ ॥২৯॥
 বেগেনাশনিমাদায় বজ্রমস্ত্রঞ্চ সোহস্রজং ।
 হতাবেতাং বিতি প্রাহ স্তরানস্তরসূদনঃ ॥৩০॥
 ততঃ সমুগতাং দৃষ্ট্বা দেবেন্দ্রেণ মহাশনিম্ ।
 জগৃহঃ সর্বশস্ত্রাণি স্থানি স্থানি স্তরাস্তথা ॥৩১॥
 কালদণ্ডং যমো রাজন্ ! গদাকৈব ধনেশ্বরঃ ।
 পাশাংশ্চ তত্র বরুণো বিচিত্রাঞ্চ তথাহশনিম্ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

কৃষ্ণ ইতি । কদনং বিনাশেন ছুরবস্তাম্ ॥২৭॥
 অথেতি । স্রোতোবেগেনেবিতাস্তৃণাদয়ো বেলাং তীরমিব দূরে ইত্যর্থঃ ॥২৮॥
 তত ইতি । জিহ্মশানাং দেবানাম্, মহেশ্বরো মহারাজঃ । পাণ্ডুরং শেতম্ ॥২৯॥
 বেগেনেতি । বজ্রং হীরকং তৎখচিতমস্ত্রক্ষেত্ৰ্যপৌনরুক্রাম্ । অস্রজং স্তম্ভমুক্ততঃ ॥৩০॥
 তত ইতি । সমুগতাং নিক্ষেপায় সমুত্তোলিতাম্ ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

কণপচক্রান্নতুযুগ্মাচ্ছতবাহবঃ । কোধসংযুক্তিতৌজসঃ কোধেন সংবিক্তিতৌজসঃ ॥২৪॥
 অতিবাহরতাং কথমানানাম্ ॥২৬—২৭॥ যথা চক্রবেগেণ জলাবর্তপ্রবাহেণ ঈরিতাত্ত্বপানদয়ে
 বেলাং প্রাপ্য বিষ্ঠিতত্বং স্তকত্বং প্রাপ্য শিষ্টম্, এবং চক্রবেগেণ অন্তবলজবেন ঈরিতা
 অনুরাঘাঃ কৃষ্ণার্জুনৌ প্রাপ্য ব্যতিষ্ঠন্ ইত্যর্থঃ । “চক্রঃ কোকে” ইত্যপক্রমা “হস্তকাষোপ-

অত্যন্ত বলবান্ এবং শক্ৰহস্তা কৃষ্ণ ও চক্র দ্বারা দৈত্য ও দানবগণের গুরুতর
 ছুরবস্থা করিতে লাগিলেন ॥২৭॥

জলের বেগে ঘুরিতে ঘুরিতে যাইয়া ভূগপ্রভৃতি যেমন তীরে সাগর হয়,
 তেমন অপর শক্ৰরা অর্জুনের শরে বিদ্ধ এবং কৃষ্ণের চক্রের বেগে প্রাঙ্কিত হইয়া
 দূরে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥২৮॥

তাহার পর দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ঐরাবতে আরোহণ করিয়া
 কৃষ্ণ ও অর্জুনের দিকে ধাবিত হইলেন ॥২৯॥

তিনি বেগে বজ্র এবং হীরকখচিত অস্ত্র অস্ত্র ধারণ করিয়া এবং নিক্ষেপ করিতে
 উদ্ভূত হইয়া দেবগণকে বলিলেন—‘ইহারা হত হইল’ ॥৩০॥

তৎপরে দেবরাজকে বজ্র উত্তোলন করিতে দেখিয়া অন্তান্ত দেবতারাও আপন
 আপন সমস্ত অস্ত্র ধারণ করিলেন ॥৩১॥

ক্লম্ভঃ শক্তিঃ সমাদায় তস্থৌ মেরুরিবাচলঃ ।

ওষধীদীপ্যমানাশ্চ জগৃহাতেহশ্বিনাবপি ॥৩৩॥

জগৃহে চ ধনুর্ধাতা মুষলস্ত জয়ন্তথা ।

পর্বতকাপি জগ্রাহ ক্রুদ্ধস্তব্ধা মহাবলঃ ॥৩৪॥

অংশস্ত শক্তিঃ জগ্রাহ মৃত্যুদেবঃ পরশ্বধম্ ।

প্রগৃহ্য পরিঘং ঘোরং বিচচার্য্যমা অপি ॥৩৫॥

মিত্রশ্চ ক্ষুরপর্ধ্যস্তং চক্রমাদায় তস্থিবান্ ।

পুষা ভগশ্চ সংক্রুদ্ধঃ সবিতা চ বিশাংপতে ! ॥৩৬॥

আত্মকাম্মুর্কনিদ্রিংশাঃ কৃষ্ণপাথৌ প্রভুদ্রবুঃ ।

রুদ্রাশ্চ বসবশ্চৈব মরুতশ্চ মহাবলাঃ ॥৩৭॥

ভারতকৌমুদী

কাপেতি । কালায় সংহারায় দণ্ডঃ কালদণ্ডস্তম্ । ধনেশ্বরঃ কুবেরঃ ॥৩২॥

ক্লম্ভ ইতি । দীপ্যমানা উজ্জ্বলাঃ, ওষধীঃ প্রাণনাশিকা লতাঃ ॥৩৩॥

জগৃহ ইতি । ধাতা জয়ন্তঃ চ দেববিশেষাঃ ॥৩৪॥

অংশ ইতি । অংশোহপি দেববিশেষঃ । অর্ধ্যমা সূর্যাঃ ॥৩৫॥

মিত্র ইতি । ক্ষুরপর্ধ্যস্তং ক্ষুরবৎ সুধারামত্যর্থঃ । তস্থিবান্ স্থিতবান্ ॥৩৬॥

আন্তেতি । আত্মা গৃহীতাঃ কাম্মুর্কনিদ্রিংশা ধনুঃখণ্ডা যেষন্তে ॥৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

করণাশ্রয়োঃ । জলাবর্জেহপি" ইতি মেদিনী ॥২৮—৩১॥ গদাং চৈবেত্যজ্ঞ "শিবিকাম্" ইতি পাঠে শিবিকা গদেতি প্রাকঃ, "শিষিকাম্" ইতি সাহস্ময়পাঠে তু তৎসদৃশমৌষধজ-মাযুধমিতি তু তত্ত্বম্, তচ্চ ত্রবিড়কৈবর্জেষু প্রসিদ্ধং দারুণময়ম্, লোহময়মপি বলবৎসু সম্ভাব্যত এব ॥৩২—৩৩॥ পর্বতকাপীত্যজ্ঞ "বিচক্রং পরিজগ্রাহ" ইতি পাঠে বিচক্রং

যম কালদণ্ড, কুবের গদা এবং বরুণ পাশ ও বিচিত্র বজ্র ধারণ করিলেন ॥৩২॥

কান্তিক শক্তি গ্রহণ করিয়া সূমেরুপর্বতের জ্বায় অচল হইয়া রহিলেন এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় উজ্জ্বল ওষধি লইলেন ॥৩৩॥

ধাতা ধনু লইলেন, জয় মুষল ধরিলেন এবং মহাবল বৃষ্টা ক্রুদ্ধ হইয়া একটা পর্বত গ্রহণ করিলেন ॥৩৪॥

অংশ শক্তি গ্রহণ করিলেন, মৃত্যুদেব পরশু লইলেন এবং সূর্যাও ভয়ঙ্কর পরিঘ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

মিত্র, পুষা, ভগ ও সবিতা—ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরের জ্বায় সুধার চক্র ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৩৬॥

বিশ্বদেবান্তথা সাধ্যা দীপ্যমানাঃ স্বতেজসা ।
 এতে চান্নে চ বহবো দেবান্তৌ পুরুষোত্তমৌ ॥৩৮॥
 কৃষ্ণপার্থো জিঘাংসন্তুঃ প্রতীয়ুবিবিধায়ুধাঃ ।
 তত্রাদ্বিতান্যদৃশ্যন্ত নিমিত্তানি মহাহবে ॥৩৯॥
 যুগান্তসমরূপানি ভূতসম্মোহনানি চ ।
 তথা দৃষ্ট্ৱা স্তসংরক্তং শক্রং দেবৈর্জয়াচ্যাতৌ ॥৪০॥
 অভীতৌ যধি তর্কযৌ তস্মত্তঃ সজ্যাকাম্যুকৌ ।
 আগচ্ছতস্ততো দেবানুভৌ যুদ্ধবিশারদৌ ॥৪১॥
 ব্যতাড়য়েতাং সংক্লুকৌ শরৈর্বজ্রোপমৈস্তদা ।
 অসক্লুদ্যসংকল্পাঃ স্তরাশচ বহুশঃ কৃতাঃ ॥৪২॥
 ভয়াদ্রণং পরিত্যজ্য শক্রমেবাভিশিশ্রিয়ুঃ ।
 দৃষ্ট্ৱা নিবারিতান্ দেবান্ মাধবেনার্জুনেন চ ॥৪৩॥
 আশ্চর্য্যমগমংস্তত্র মুনয়ো নভসি স্থিতাঃ ।
 শক্রশ্চাপি তয়োর্বীৰ্য্যমপলভ্যাসক্লুদ্রণে ॥৪৪॥

ভারতকৌমুদী

বিশ্বেদেবা ইতি । প্রতীয়ুঃ প্রসিদ্ধয়ুঃ । নিমিত্তানি তুল্যকণানি উভাপাতদীনি । যুগান্ত-
 সমরূপানি প্রলয়কালীনতুল্যানি, ভূতানাং প্রাণিনাং সম্মোহনানি । স্তসংরক্তং অভীতকৃতম্ ।
 দেবৈঃ সহ । জয়াচ্যাতৌ অর্জুনকৃষ্ণৌ । উভৌ কৃষ্ণার্জুনৌ । তস্যসত্তরা দূরীকৃতজয়েজ্যৈঃ ।

ভারতভাবদীপঃ

ত্রিশূলম্ ॥৩৪॥ অধ্যম্ অপরিত্যজ্য সন্ধিঃবিবক্ষিতঃ ॥৩৫—৩৮॥ নিমিত্তানি দৃষ্টকানি উভা-

আর মহাবল একাদশ রুদ্র, অষ্ট বশু এবং উনপঞ্চাশং বায়ু—ইহারা
 প্রত্যেকেই ধনু ও তরবারি ধারণপূর্বক কৃষ্ণ ও অর্জুনের প্রতি ধাবিত
 হইলেন ॥৩৭॥

আপন আপন তেজে উজ্জ্বলমুষ্টি বিশ্বেদেবগণ ও সাধ্যাদেবগণ এক অস্ত্রাঙ্গ
 বহুতর দেবতা নানাবিধ অস্ত্র ধারণ করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বধ
 করিবার ইচ্ছায় ধাবিত হইলেন । তখন সেই মহাযুদ্ধে প্রলয়কালের স্থায়
 প্রাণিগণের মোহজনক আশ্চর্য্য তুল্যকণ সকল দেখা যাইতে লাগিল । এদিকে
 যুদ্ধতর্কর্ষ কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়াও নির্ভয়-
 চিন্তে ধনু ধারণপূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহার পর দেবতার
 আসিবামাত্র বজ্রতুলা বাণ দ্বারা তাঁহাদিগকে তাড়ন করিলেন । এইভাবে

বভ্রুব পরমগ্রীতো ভূয়শ্চৈতাবোধয়ৎ ।

ততোহশ্ববর্ষং স্তুমহদ্ ব্যসৃজৎ পাকশাসনঃ ॥৪৫॥ (কুলকম্)

ভূয় এব তদা বীর্যং জিজ্ঞাসুঃ সব্যসাচিনঃ ।

তচ্ছরৈরর্জুনো বর্ষং প্রতিজ্ঞয়েহত্যমর্ষিতঃ ॥৪৬॥

বিফলং ক্রিয়মাণং তৎ সমবেক্ষ্য শতক্রতুঃ ।

ভূয়ঃ সংবর্জয়ামাস তবর্ষং পাকশাসনঃ ॥৪৭॥

সোহশ্ববর্ষং মহাবৌগরিযুভিঃ পাকশাসনিঃ ।

বিলয়ং গময়ামাস হর্ষয়ন্ পিতরং তথা ॥৪৮॥

তত উৎপাট্য পাণিত্যাং মন্দরাচ্ছিখরং মহৎ ।

সদ্রুমং ব্যসৃজচ্ছক্ৰো জিঘাংসুঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৪৯॥

ভারতকৌমুদী

অভিশিপ্রিয়রাশ্রিতবন্তঃ । নভসি আকাশে । উপলভ্য দৃষ্টা । অশ্ববর্ষং পাষাণবর্ষণম্ ।

পাকশাসন ইন্দ্রঃ ॥৩৮—৪৫॥

ননুতং বজ্রং পরিহার্য কথমিন্দ্রঃ পাষাণবর্ষণকরোদিত্যাহ—ভূয় ইতি । জিজ্ঞাসুর্জাতু-
মিচ্ছুয়ানীৎ । পুত্রার্জুনস্ত বনপরীক্বেবেন্দ্রস্ত প্রয়োজনং ন পুনর্বধ ইতি ভাবঃ ॥৪৬॥

বিফলমিতি । সংবর্জয়ামাস আধিক্যেন চকায়, তবর্ষং পাষাণবর্ষণম্ ॥৪৭॥

স ইতি । পাকশাসনিরিন্দ্রপুত্রোহর্জুনঃ । বিলয়ং নাশম্ ॥৪৮॥

তত ইতি । মন্দরাৎ পর্কতাৎ । জিঘাংসুর্হৃষ্টমিচ্ছুরিব ॥৪৯॥

বার বার তাঁহারা বার্থসঙ্কল্প হইয়া, ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যাইয়া, ইন্দ্রের
আশ্রয় লইলেন । তখন কৃষ্ণ ও অর্জুন দেবগণকে বিতাড়িত করিয়াছেন
দেখিয়া আকাশস্থ মুনিগণ বিস্ময়াপন্ন হইলেন । ইন্দ্রও যুদ্ধে বার বার কৃষ্ণ ও
অর্জুনের ক্ষমতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং আবার যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন,
পরে তিনি গুরুতর পাষাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥৩৮—৪৫॥

কারণ, তখন ইন্দ্র আবারও অর্জুনের বল জানিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন ।
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অর্জুনও বাণ দ্বারা সেই পাষাণবৃষ্টি প্রতিহত করিলেন ॥৪৬॥

ইন্দ্র সেই পাষাণবৃষ্টি নিফল হইল দেখিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণে সেই
পাষাণবৃষ্টিই করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥

তখন অর্জুন পিতৃদেব ইন্দ্রকে আনন্দিত করতঃ মহাবেগসম্পন্ন বাণসমূহ
দ্বারা সেই পাষাণবৃষ্টিকেও বিনষ্ট করিলেন ॥৪৮॥

তৎপরে ইন্দ্র অর্জুনকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াই যেন হস্তযুগল দ্বারা
বৃক্ষের সহিত মন্দরপর্বতের বৃহৎ একটা শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ
করিলেন ॥৪৯॥

ততোহৰ্জুনো বেগবন্তিহ্নলিতাগ্নৈরজিহ্মগৈঃ ।

শরৈর্বিধ্বংসয়ামাস গিরেঃ শৃঙ্গং সহস্রধা ॥৫০॥

গিরেবিশীৰ্য্যমাণস্ত তস্ত রূপং তদা বভৌ ।

সার্কচক্ষুগ্রহস্তেব নভসঃ পরিশীৰ্য্যতঃ ॥৫১॥

তেনাভিপততা দাবং শৈলেন মহতা ভূশম্ ।

শৃঙ্গেণ নিহতাস্তত্র প্রাণিনঃ খাণ্ডবালয়াঃ ॥৫২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বাণি খাণ্ডব-

দাহে দেবকৃষ্ণাৰ্জুনযুদ্ধে বিংশত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥৫০॥ *

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । অলিতাগ্নৈরজিহ্মগৈঃ সরলগামিভিঃ ॥৫০॥

গিরেৱিতি । তদা বিশীৰ্য্যমাণস্ত অৰ্জুনশরৈঃ খণ্ডখণ্ডীকৃত্যমাণস্ত, তত গিরেগিরিশৃঙ্গস্ত
রূপম্, পরিশীৰ্য্যতঃ কুতোহপি কারণাং পরিশীৰ্য্যমাণস্ত ভজ্যমানস্তেত্যর্থঃ, অৰ্কেণ চক্ষুণ
ভহিতয়গ্রহৈশ্চ স্নেহেতি তত, নভস আকাশস্ত, রূপমিব বভৌ, গিরিশৃঙ্গখণ্ডানাং বর্ণনয়ত্যা-
দীদিবদুজ্জলবাদিতি ভাবঃ ॥৫১॥

তেনেতি । দাবং খাণ্ডববনম্, শৈলেন শৈলসম্বন্ধিনা ॥৫২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
চীকাৰ্য্য ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বাণি খাণ্ডবদাহে বিংশত্যধিকবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

পাভাৱীনি ১৩২—৫০। গিরেঃ গিরিশৃঙ্গস্ত ॥৫১॥ শৈলেন শিলাসমূহেন কয়ণেন, শৃঙ্গেণ
কৰ্ম্মা ॥৫২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্ব্বাণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে বিংশত্যধিকবিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ॥২২০॥

তখন অৰ্জুন বেগবান্, উজ্জলমুখ ও সরলগামী বাণসমূহ দ্বারা সেই
শৃঙ্গটাকে সহস্রখণ্ড করিয়া ফেলিলেন ॥৫০॥

সেই সময়ে ভজ্যমান আকাশ হইতে চন্দ্র, সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ পড়িতে
থাকিলে যেমন দেখা যায়, সেই পৰ্ব্বতশৃঙ্গটা খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িতে থাকিলেও
তেমন দেখা যাইতে লাগিল ॥৫১॥

সেই বিশাল পৰ্ব্বতশৃঙ্গ খাণ্ডববনের উপরে পড়িয়া তদ্রূপে প্রাণিগণকে
বিধ্বস্ত করিল ॥৫২॥

* ‘...পৰ্ব্ববিশত্যধিক...’, ‘...সপ্তবিশত্যধিক...’, ‘...ঊনবিংশত্যধিক...’, ‘...ত্রিংশত্য-
ধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

একবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা শৈলনিপাতেন ভীষিতাঃ খাণ্ডবালয়াঃ ।
দানবা রাক্ষসা নাগাস্তরক্ষুঃ কুবনৌকসঃ ॥১॥
দ্বিপাঃ প্রভিন্নাঃ শার্দূলাঃ সিংহাঃ কেশরিগন্তথা ।
য়ুগাশ্চ মহিষাশ্চৈব শতশঃ পক্ষিগন্তথা ॥২॥
সমুদ্রিগ্না বিসম্প্রপুস্তথান্ধ্য ভূতজাতয়ঃ ।
তং দাবং সমুদৈক্ষন্ত কুষৌ চাভ্যুতায়ুধৌ ।
উৎপাতনাদশব্দেন ত্রাসিতা ইব চাভবন্ ॥৩॥
তে বনং প্রসমীক্ষ্যাত দহমানমনেকথা ।
কুষমভ্যুতাত্ত্রক্ষ নাদং যুমুচুরুল্লগম্ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

ভবেতি । তথা তাদৃশেন । ভীষিতা ভয়ং প্রাপিতাঃ । তরক্ষবঃ কুবব্যাভ্রাঃ, কক্ষা
ভল্লুকাঃ অন্ত্রে বনৌকসো বনবাসিনো বানবাদয়শ্চ তে ॥১॥
দ্বিপা ইতি । দ্বিপা হস্তিনঃ, প্রভিন্নান্তেনৈব শৈলনিপাতেন বিদারিতাঃ ॥২॥
সমুদ্রিগ্না ইতি । বিসম্প্রপুস্ততাঃ । ভূতজাতয়ঃ প্রাণিসমূহাঃ । কুষৌ কুষাৰ্জুনৌ ।
উৎপাতনাদৌ নির্ধাতাদিশব্দ ইব শব্দন্তেন । ইবশব্দ এবার্থে । বটপদবিদং পতম্ ॥৩॥
ও ইতি । তে দানবাদয়ঃ । উল্লগম্ভাব্যাক্ষকমুৎকটম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

ভবেতি । তরক্ষবঃ কুবব্যাভ্রাঃ, কক্ষা ভল্লুকাঃ ॥১॥ প্রভিন্না মদচ্যুতাঃ, কেশরিণ উৎপন্ন-
কেশরাঃ যুবান ইত্যর্থঃ ॥২॥ দাবং বনম্, উৎপাতনাদাঃ নির্ধাতাদয়ঃ তচ্ছব্দেন সজ্ঞাসিতে,

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সেই পর্বতশৃঙ্গ পতিত হওয়ায় খাণ্ডববাসী দানব,
রাক্ষস, নাগ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও অন্যান্য প্রাণীরা ভীত হইল ॥১॥

এবং শত শত হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, হরিণ, মহিষ ও পক্ষী চূর্ণ হইয়া গেল ॥২॥

অন্যান্য প্রাণীরা ভীত হইয়া সরিয়া গেল এবং সরিয়া যাইয়া সেই বনের
দিকে এক অস্ত্রধারী কুষ ও অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল ; আর,
নির্ধাতাশব্দের তুল্য সেই ভীষণ শব্দে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল ॥৩॥

(৩)---তং দাবং সমুদৈক্ষন্ত... । উৎপাতনাদশব্দেন সংজ্ঞাসিত ইব দ্বিতাঃ... ।

তেন নাদেন রৌদ্রেণ নাদেন চ বিভাবসোঃ ।
 ররাস গগনং কৃৎস্নমুৎপাতজ্বলদৈরিব ॥৫॥
 ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহুঃ স্বতেজোভাস্বরং মহৎ ।
 চক্রে ব্যসৃজদত্যাগ্ৰং তেষাং নাশায় কেশবঃ ॥৬॥
 তেনার্তা জাতয়ঃ ক্ষুদ্রাঃ সদানবনিশাচরাঃ ।
 নিকৃভাঃ শতশঃ সৰ্ব্বা নিপেতুরনলং ক্ষণাৎ ॥৭॥
 তত্রাদৃশ্যন্ত তে দৈত্যাঃ কৃষ্ণচক্রবিদারিতাঃ ।
 বসারুধিরসংপৃক্তাঃ সঙ্ক্ষায়ামিব তোয়দাঃ ॥৮॥
 পিশাচান্ পাক্ষিণো নাগান্ পশুংশ্চৈব সহস্রশঃ ।
 নিয়ন্ত্ৰচরতি বাৰ্ষেয়ঃ কালবভ্র ভারত ! ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

ভেনেতি । রৌদ্রেণ ভীষণেন । ররাস জগজ্জ । উৎপাতজ্বলদৈকুৎপাতমুৎপাদকমেবৈষঃ ॥৫॥
 তত ইতি । স্বত্ৰ চক্রেণৈব তেজসা ভাস্বরং দীপ্তিমৎ । তেষাং দানবাদীনাম্ ॥৬॥
 ভেনেতি । তেন চক্রেণ । ক্ষুদ্রাঃ প্রাণিনাং জাতয়ো হবিগাভাঃ । নিকৃভাঃ স্থিরাঃ ॥৭॥
 তজ্জেতি । বসা শরীরস্থো ধাতুবিশেষঃ । বসাকৃধিরৈঃ সংপৃক্তা লিপ্তাভাঃ ॥৮॥
 পিশাচানিতি । নিয়ন্ত্ৰ নাশয়ন্ত্ৰ, বাৰ্ষেয়ঃ কৃষ্ণঃ, চরতি স্ম ॥৯॥

ভারতভাবদীপঃ

বনে ইতি শেষঃ, “সাক্ষাতিতে” ইতি পাঠোহপি স এবাধঃ ॥১০-১১॥ ররাস শব্দঃ কৃতবান্

তাই তাহারা দহমান বন ও অল্পশরীরী কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
 ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করিতে লাগিল ॥৪॥

সেই দারুণ শব্দে ও অগ্নির শব্দে সম্পূর্ণ আকাশটাই যেন ঔৎপাতিকমেঘ
 দ্বারা গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥৫॥

তখন মহাবাহু কৃষ্ণ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবার জন্য উজ্জ্বল, বিশাল ও
 ভীষণ চক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥৬॥

তাহাতে দানব, রাক্ষস এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপর প্রাণীরা পীড়িত ও শত খণ্ডে
 ছিন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ আগুনের ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥৭॥

তখন সেই সকল দৈত্য কৃষ্ণের চক্রে বিদারিত হইয়ায় তাহাদের শরীর-
 গুলি বসা ও রুধিরে লিপ্ত হইল ; তাই তাহাদিগকে সঙ্ক্ষাকালীন মেঘের স্থায়
 দেখা যাইতে লাগিল ॥৮॥

মহারাজ ! কৃষ্ণ তখন যমের স্থায় সহস্র সহস্র পিশাচ, পক্ষী, নাগ ও পশুকে
 হত্যা করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ক্ষিপ্তং ক্ষিপ্তং পুনশ্চক্রং কৃষ্ণস্ত্যামিত্রঘাতিনঃ ।
 হিত্ত্বানেকানি সত্ত্বানি পাণিমেতি পুনঃ পুনঃ ॥১০॥
 তথা তু নিম্নতন্তুস্তা পিশাচোরগরাক্সান্ ।
 বভূব রূপমত্যাগ্ৰং সৰ্ব্বভূতান্ননস্তদা ॥১১॥
 সমেতানাস্ত সৰ্কেষাং দানবানাঞ্চ সৰ্ব্বশঃ ।
 বিজেতা নাভবৎ কশ্চিৎ কৃষ্ণপাণ্ডবয়োৰ্যুধে ॥১২॥
 তয়োৰ্বলাৎ পরিত্রাতুং তঞ্চ দাবং যদা হুবাঃ ।
 নাশকু বন্ শময়িতুং তদাভুবন্ পরাঙ্ঘুধাঃ ॥১৩॥
 শতক্রতুষ্ট সংপ্ৰেক্ষ্য বিমুখানমরাংস্তথা ।
 বভূব মুদিতো রাজন্ ! প্রশংসন্ কেশবাজ্জুনৌ ॥১৪॥
 নিবৃন্তেষ্থ দেবেষু বাণ্ডবাচশরীরিণী ।
 শতক্রতুং সমাভাষ্য মহাগভীরনিস্বনা ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

ক্ষিপ্তমিতি । সত্ত্বানি জঘন্ । অমিত্রঘাতিনঃ কৃষ্ণস্ত্যামিত্রঘাতিনঃ ॥১০॥
 তথেতি । তত্ কৃষ্ণ । সৰ্ব্বাণ্যেব ভূতানি আত্মানঃ বরুণাশি যন্ত তন্ত ॥১১॥
 সমেতানামিতি । সমেতানামুপস্থিতানাম্, সৰ্কেষাং দেবানাং দানবানাঞ্চ মধ্যে কশ্চি-
 দশি, যুধে যুদ্ধে, কৃষ্ণপাণ্ডবয়োৰ্বিজিতা নাভবৎ ॥১২॥
 তয়োৰ্বিতি । তয়োঃ কৃষ্ণাজ্জুনয়োঃ । দাবং বনম্ । শময়িতুং কৃষ্ণাজ্জুনাবিতি শেবঃ ॥১৩॥
 শতেতি । শতক্রতুরিষ্টঃ । মুদিতঃ পুজবীরত্বদর্শনানন্দিতঃ ॥১৪॥
 নিবৃন্তেষিতি । অশরীরিণী অশরীরিগ্রন্থক্ । সমাভাষ্য লঘোধ্য ॥১৫॥

কৃষ্ণ বার বার চক্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অথচ সে চক্র বার বারই অনেক
 জন্ত ছেদন করিয়া পুনরায় তাঁহার হাতে আসিতে লাগিল ॥১০॥

সৰ্ব্বভূতাত্মা কৃষ্ণ সেইভাবে পিশাচ, নাগ ও রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে
 লাগিলে, তখন তাঁহার আকৃতি অতি ভয়ঙ্কর হইল ॥১১॥

কিন্তু উপস্থিত দেবগণ ও দানবগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই যুদ্ধে কৃষ্ণ ও
 অজ্জুনকে জয় করিতে পারিলেন না ॥১২॥

যখন দেবগণ কৃষ্ণ ও অজ্জুনের পরাক্রমে সে ঋগুবনকে রক্ষা করিতে
 পারিলেন না, বা তাঁহাদিগকে নিরস্ত্রও করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা
 পরাঙ্ঘু হইলেন ॥১৩॥

কিন্তু ইন্দ্র তখন দেবগণকে পরাঙ্ঘু দেখিয়া, আনন্দিত হইয়া, কৃষ্ণ ও অজ্জুনের
 প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥১৪॥

ন তে সখা সন্নিহিতস্তক্কো ভূজগোত্তমঃ ।
 দাহকালে খাণ্ডবস্ত কুরুক্ষেত্রং গতো হুসৌ ॥১৬॥
 ন চ শক্যো যুধা জেতুং কথঞ্চিদপি বাসব ! ।
 বাহুদেবার্জুনাবেতো নিবোধ বচনাম্মম ॥১৭॥
 নরনারায়ণাবেতো পূৰ্বদেবো দিবি ঐশ্রতো ।
 ভবানপ্যভিজানাতি যদ্বীয়ো যৎপরাক্রমৌ ॥১৮॥
 নৈতো শক্যো দুরাধৰ্ষৌ বিজেতুমজিতৌ যুধি ।
 অপি সৰ্বেষু লোকেষু পুরাণার্য্যিসত্তমৌ ॥১৯॥
 পূজনীয়তমাবেতাবপি সৰ্বৈঃ সুরাসুরৈঃ ।
 যক্ষরাক্ষসগন্ধৰ্ব্বনরকিন্নরপন্নগৈঃ ॥২০॥
 তস্মাদিতঃ সুরৈঃ সার্কং গন্তুমহসি বাসব ! ।
 দিষ্টং চাপ্যনুপশ্যেতৎ খাণ্ডবস্ত বিনাশনম্ ॥২১॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । তক্কস্তাসন্নিহিতত্বাদেব যুধাকং যুদ্ধং নিশ্চয়োজনমিতি তাৎ ॥১৬॥
 অথ ভবানুমানরক্ষার্থমেব যুদ্ধং সপ্রয়োজনমিত্যাহ—নেতি । যুধা যুদ্ধেন ॥১৭॥
 কথং জেতুং ন শক্যাবিত্যাহ—নরোত । পূৰ্ব্বং দেবো পূৰ্ব্বদেবো । দিবি স্বর্গে ॥১৮॥
 নেতি । সৰ্ব্বস্তামেব যুধি অজিতৌ অসম্ভাবিতজয়ো, ঋষিসত্তমদেব ॥১৯॥
 কিঞ্চ যুদ্ধমিদমকারণ্যমেব যুধাকমিত্যাহ—পূজনীয়তমাবিতি । অপি চার্ধে ॥২০॥
 তস্মাদিতি । দিষ্টং দৈবং দৈবপ্রযুক্তমিত্যাৎ । অনুপশ্য পথ্যাণোচয় ॥২১॥

দেবতারা নিবৃতি পাইলে, একটা দৈববাণী ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া মহাগভীর
 শব্দে এই কথা বলিল—॥১৫॥

“দেবরাজ ! আপনার সখা নাগরাজ তক্ক খাণ্ডবদাহের সময়ে এখানে ছিলেন
 না, তিনি পূর্বেই কুরুক্ষেত্রে গিয়াছেন ॥১৬॥

আপনারা যুদ্ধ করিয়া কোন প্রকারেই এই কৃষ্ণার্জুনকে জয় করিতে পারিবেন
 না ; তাহার কারণ আমার নিকট শুনুন ॥১৭॥

ইহারা পূর্বে স্বর্গে নর-নারায়ণ নামে বিখ্যাত দেবতা ছিলেন ; সুতরাং
 ইহাদের যতটুকু শক্তি বা পরাক্রম আছে, তাহা আপনিও জানেন ॥১৮॥

ইহারা প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ, দুর্দম এবং সর্বত্র অপরাজিত ; সুতরাং ইহাদিগকে
 ত্রিভুবনের মধ্যে কোন লোকই যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে না ॥১৯॥

ঋষিশ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহারা সমস্ত দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নর, কিন্নর ও
 নাগদিগের পূজনীয় ॥২০॥

ইতি বাক্যমুপশ্রুত্য তথ্যমিত্যমরেশ্বরঃ ।
 ক্রোধামর্মো সমুৎসৃজ্য সম্প্রতস্তে দিবং তদা ॥২২॥
 তং প্রস্থিতং মহাত্মানং সমবেক্ষ্য দিবৌকসঃ ।
 সহিতাঃ সেনয়া রাজম্ননুজগ্মুঃ পুরন্দরম্ ॥২৩॥
 দেবরাজং তদা যাস্তং সহ দেবৈরবেক্ষ্য তু ।
 বাহুদেবাজ্জুনৌ বীরৌ সিংহনাদং বিনেদতুঃ ॥২৪॥
 দেবরাজে গতে রাজন্ ! প্রহর্যৌ কেশবাজ্জুনৌ ।
 নির্বিশঙ্কং বনং বীরৌ দাহয়ামাসতুস্তদা ॥২৫॥
 স মারুত ইবাব্রাণি নাশয়িত্বার্জুনঃ স্মরান্ ।
 ব্যধমচ্ছরসংঘাতৈর্দেহিনঃ খাণ্ডবালয়ান্ ॥২৬॥

ভারতকৌমুদী

ইতীতি । তথ্যম্ এতদ্বক্তব্যং সত্যম্, ইতি মত্বেতি শেষঃ । অমর্মঃ অসহিষ্ণুতা ॥২২॥
 তমিতি । দিবৌকসঃ অন্ত্রে দেবাস্থিঃ ॥২৩॥
 দেবেতি । সিংহস্তেব নাদো যস্মিন্ কৰ্ম্মণি তদ্যথা তথা ॥২৪॥
 দেবেতি । নির্বিশঙ্কং নির্ভয়ং যথা স্মৃত্যুত্থা, বনং খাণ্ডবম্ ॥২৫॥
 স ইতি । মারুতো বায়ুঃ, অত্রাণি মেঘানিব । নাশয়িত্বা প্রস্থাপ্য । ব্যধমৎ ব্যনাশয়ং,
 শরাণাং সংঘাতৈঃ সমূহৈঃ । খাণ্ডবালয়ান্ খাণ্ডববাসিনঃ ॥২৬॥

অতএব দেবরাজ ! আপনি অন্ত্রান্ত্র দেবগণের সহিত এস্থান হইতে চলিয়া
 যাইতে পারেন । এখন ইহাই পর্যালোচনা করুন যে, এই খাণ্ডবদাহ দৈব-
 প্রযুক্ত ॥২১॥

দেবরাজ এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া 'ইহা সত্য' এইরূপ মনে করিয়া ক্রোধ ও
 অসহিষ্ণুতা পরিত্যাগপূর্বক তখনই স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥২২॥

তখন অন্ত্রান্ত্র দেবতারা দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সৈন্তগণের সহিত
 তাঁহার অনুগমন করিলেন ॥২৩॥

এদিকে কৃষ্ণ ও অৰ্জুন দেবগণের সহিত দেবরাজকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া
 সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥২৪॥

মহারাজ ! দেবরাজ চলিয়া গেলে, মহাবীর কৃষ্ণ ও অৰ্জুন আনন্দিত হইয়া
 নির্ভয়চিত্তে খাণ্ডববন দহন করাইতে লাগিলেন ॥২৫॥

বায়ু যেমন মেঘ সরাইয়া দেয়, সেইরূপ অৰ্জুন দেবগণকে সরাইয়া দিয়া
 বাণসমূহ দ্বারা খাণ্ডববাসী জন্তুগণকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন ॥২৬॥

ন চ স্ম্য কিঞ্চিচ্ছক্লোতি ভূতং নিশ্চরিতুং ততঃ ।
 সংছিগ্ৰহমানমিষুভিরশ্রুতা সব্যসার্চনা ॥২৭॥
 নাশরু বংশচ ভূতানি মহাস্তাপি রণেহজ্জুনম্ ।
 নিরীক্ষিতুমমোঘাঙ্কং যোদ্ধুং কাপি কৃতো রণে ॥২৮॥
 শতৈকৈকেন বিব্যাধ শতেনৈকং পতন্ত্রিণাম্ ।
 ব্যসবন্তেহপতন্নয়ৌ সাক্ষাৎ কালহতা ইব ॥২৯॥
 ন চালভন্ত তে শস্য রোধঃস্ত বিষমেষু চ ।
 পিতৃদেবনিবাসেষু সন্তাপশ্চাপ্যজায়ত ॥৩০॥
 ভূতসংঘাশ্চ বহবো দীনাশ্চ কুর্মহাস্থনম্ ।
 রুরুদুর্বারগাশ্চৈব তথা যুগতরক্ষবঃ ॥৩১॥
 তেন শব্দেন বিত্রেয়র্গঙ্গোদধিচরা বামাঃ ।
 বিগ্ধাধরগগাশ্চৈব যে চ তত্র বনৌকসঃ ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । ভূতং প্রাণী, নিশ্চরিতুং নির্গতম্ । অশ্রুতা বাণান্, সব্যসার্চনা অজ্ঞানেন ॥২৭॥

নেতি । ভূতানি প্রাণিনঃ । যোদ্ধুং প্রহর্তুম্ কৃতঃ অশরুবন্, কৃতোহপি নেত্যর্থঃ ॥২৮॥

শতমিতি । অজ্ঞান একেন শরণে, পতন্ত্রিণাঃ কৃত্রাণাঃ পক্ষিণাং শতং বিব্যাধ, শরাণাং
 শতেন চ পতন্ত্রিণাং মধ্যে বৃহন্তমেকং বিব্যাধ । বাসবো নিশ্চরণাঃ ॥২৯॥

নেতি । তে পতন্ত্রিণঃ, শস্য হুখম্, রোধঃস্ত নদীতীরেষু, বিষমেষু উন্নতানতস্থানেষু,
 পিতৃনিবাসেষু শ্মশানেষু, দেবনিবাসেষু দেবালয়েষু ন চালভন্ত ॥৩০॥

ভূতেতি । ভূতসংঘা মহিষাদিপ্রাণিসমূহাঃ । বায়বাঃ হস্তিনঃ । তবক্ষুঃ কুর্মহাভ্যঃ ॥৩১॥

অনবরত বাণক্ষেপকারী অজ্ঞানের বাণে ছিন্ন হইতে থাকায় কোন প্রাণীই
 থাকুববন হইতে নির্গত হইয়া যাইতে পারিল না ॥২৭॥

বড় বড় প্রাণীরাও যুদ্ধে অমোবাস্ত্র অজ্ঞানের প্রাণী দৃষ্টিপাতও করিতে পারিল
 না, কি করিয়া আর প্রহার করিবে ॥২৮॥

অজ্ঞান এক একটা বাণ দ্বারা এক একশত ক্ষুদ্র পক্ষীকে এবং এক একশত বাণ
 দ্বারা বৃহৎ এক একটা পক্ষীকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন; তখন তাহারা সাক্ষাৎ
 কৃতান্তনিহতের স্থায় প্রাণশূন্য হইয়া অগ্নির ভিতরে পড়িতে লাগিল ॥২৯॥

তদ্রত্য পক্ষিগণ নদীতীর, উচু-নীচ স্থান, শ্মশান এবং দেবালয়—ইহার কোন
 স্থানেই শাস্তি পাইল না, সর্বত্রই তাহাদের অশান্তি হইতে লাগিল ॥৩০॥

বহুতর প্রাণী কাতর হইয়া গুরুতর আত্মনাশ করিতে লাগিল এবং হস্তী, হরিণ
 ও ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সকল রোদন করিতে থাকিল ॥৩১॥

ন কৃষ্ণনং মহাবাহো ! নাপি কৃষ্ণং জনার্দনম্ ।
 নিরৌক্ষিতুং বৈ শক্নোতি কশ্চিদযোদ্ধুং কুতঃ পুনঃ ॥৩৩॥
 একায়নগতা যেষাপি নিষ্পেতুস্তত্র কেচন ।
 রাক্ষসা দানবা নাগা জয়ে চক্রেন তান্ হরিঃ ॥৩৪॥
 তে তু ভিন্নশিরোদেহাশ্চক্রবেগাদগতাসবঃ ।
 পেতুরন্থে মহাকায়াঃ প্রদীপ্তে বহ্নরেতসি ॥৩৫॥
 স মাংসরুধিরৌঘৈশ্চ বসাত্শিচাপি তর্পিতঃ ।
 উপর্য্যাকাশগো ভূত্বা বিধূমঃ সমপগত ॥৩৬॥
 দীপ্তাক্ষো দীপ্তজিহ্বাশ্চ সম্প্রদীপ্তমহাননঃ ।
 দীপ্তোজ্জ্বলকেশঃ পিঙ্গাক্ষঃ পিবন্ প্রাণভৃতাং বসাম্ ॥৩৭॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

তেনেতি । গন্ধোদধিচরা অতিদূরবন্তিনোহপীত্যর্থঃ, বাবা মংস্তাঃ ॥৩২॥
 নেতি । যোদ্ধুং কুতঃ পুনঃ শক্নোতি অ কুতোহপি নেত্যর্থঃ ॥৩৩॥
 একেতি । একায়নগতা একশ্রেণীস্থিতাঃ । নিষ্পেতুরূপস্থিতাঃ ॥৩৪॥
 ত ইতি । গতাসবো নির্গতপ্রাণাঃ । বহ্নরেতসি অগ্নৌ ॥৩৫॥
 স ইতি । সঃ অগ্নিঃ । বিধূমো ধূমশূন্যঃ । অত্র দীপ্তাক্ষাদিকং প্রজ্জলিতাগ্নিরাশেবেব
 তন্তংস্থানে কল্লিতম্, পরত্র “শরীরবান্ ভটী ভূত্ব”ভ্যক্তে: ॥৩৬—৩৭॥

ভারতভাবদীপঃ

॥৫—৩১॥ গন্ধোদধিচরা ইতি অতিদূরবাসোল্লক্ষণম্ ॥৩২—৩৩॥ একায়নগতাঃ সম্বীভূতাঃ

সেই শব্দে অতিদূরবর্তী মংস্তাগণ এবং তত্রত্য বিজ্ঞাধরগণও অত্যন্ত ভীত
 হইল ॥৩২॥

কোন প্রাণীই অজ্ঞানের বা কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ হইল না ;
 স্মৃতরাং তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আর সমর্থ হইবে কি করিয়া ॥৩৩॥

তখন যে কোন দানব, রাক্ষস, বা নাগ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সে স্থানে উপস্থিত
 হইতে লাগিল, কৃষ্ণ চক্র দ্বারা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন ॥৩৪॥

তাহারা এবং বিশাল দেহ অগ্ন্যাগ্ন প্রাণীরা কৃষ্ণের চক্রের বেগে মস্তক ও
 দেহ বিদীর্ণ হওয়ায় প্রাণশূন্য হইয়া প্রজ্জলিত অগ্নির ভিতরে পড়িতে
 লাগিল ॥৩৫॥

অগ্নি প্রাণিগণের বসা পান করিয়া এবং মাংস ও রুধির দ্বারা তৃপ্ত হইয়া,
 আকাশে উঠিয়া, ধূমশূন্য, দীপ্তনয়ন, দীপ্তজিহ্বা, দীপ্তমুখ, দীপ্তকেশ এবং পিঙ্গল-
 নয়ন হইলেন ॥৩৬—৩৭॥

তাং স কৃষ্ণার্জুনকৃতাং হৃদাং প্রাপ্য হৃতাশনঃ ।

বভূব মুদিতস্তৃপ্তঃ পরাং নিরুতিমাগতঃ ॥৩৮॥

তথাহুহুরং ময়ং নাম তক্ষকস্ত নিবেশনাৎ ।

বিপ্রদ্রবস্তং সহসা দদর্শ মধুসূদনঃ ॥৩৯॥

তময়িঃ প্রার্থয়ামাস দিধক্ষুর্বাৎসারিধিঃ ।

শরীরবান্ জটা ভূত্বা নদগ্নিব বলাহকঃ ॥৪০॥

জিহ্বাংস্বর্বাঙ্গদেবস্তং চক্রমুগ্ধম্য বিষ্ঠিতঃ ।

স চক্রমুগ্ধতং দৃষ্ট্বা দিধক্ষুস্তক্ষ পাবকম্ ॥৪১॥

অভিধাবার্জুনেত্যেবং ময়দ্রাহীতি চাত্রবীৎ ।

তস্ত ভীতশ্বনং শ্রুত্বা মা ভৈরিতি ধনঞ্জয়ঃ ॥৪২॥

প্রত্যুবাচ ময়ং পার্থো জীবয়স্মিব ভারত ! ।

তং ন ভেতব্যমিত্যাহ ময়ং পার্থো দয়াপরঃ ॥৪৩॥ বিশেষকম্

ভারতকৌমুদী

ভাবিতি । তাং বসাদিরূপাং, হৃদাময়তম্, তৎ ৭ তুষ্ণিকরত্বাদিতি ভাবঃ ॥৩৮॥

তথিতি । নিবেশনান্তবনাৎ । বিপ্রদ্রবস্তং পলায়মানম্ ॥৩৯॥

তমিতি । নদন্ বলাহকো মেঘ ইবেতি প্রাথনাবাক্যস্বরগাতীথে সাম্যম্ ॥৪০॥

জিহ্বাংস্বরিতি । বিষ্ঠিতঃ অবস্থিতঃ । স ময়ঃ । দিধক্ষুস্তম্যাদ্যনং দৃষ্টুং বিচ্ছদম্ । হে
অর্জুন ! অভিধাব মাং প্রতি ক্রতমাগচ্ছ । অতিশয়েনাধাসাৎ ‘ন ভেতব্যম্’ ইতি
পুনরুক্তম্ । পার্থোহর্জুনঃ ॥৪১—৪৩॥

অগ্নি কৃষ্ণার্জুন-সম্পাদিত সেই বসারূপ অমর লাভ করিয়া আনন্দিত, তৃপ্ত এক
অত্যন্ত সুস্থ হইলেন ॥৩৮॥

সেই সময়ে ময়নামে একটা অশুর তক্ষকের ভবন হইতে দ্রুত পলায়ন
করিতেছিল, এই অবস্থায় কৃষ্ণ তাহাকে দেখিতে পাইলেন ॥৩৯॥

এদিকে বায়ুসারিধি অগ্নিও তাহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, মৃষ্টিমান ও
জটাধারী হইয়া, গর্জনকারী মেঘের আয় গম্বীর স্বরে তাহাকে প্রাথনা করি-
লেন ॥৪০॥

তখন কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়া চক্র উত্তোলনপূর্বক অবস্থান
করিলেন । সেই সময়ে কৃষ্ণের চক্র উত্তোলিত হইয়াছে, অগ্নিও দগ্ধ করিবার
ইচ্ছা করিতেছেন ইহা দেখিয়া ময়দানব বলিল—‘অর্জুন ! সহস্র আশ্রুন,

(৪০) স্নোকাৎ পরম্ ‘বিজ্ঞায় দানবেস্তাণাং ময়ং বৈ শিষ্টানাং বয়ম্’ ইত্যর্চমধিকং
কতিপরপুস্তকে দৃষ্টতে । (৪১)...চক্রমুগ্ধম্য বিষ্ঠিতঃ । (৪২) অভিধাবার্জুনেত্যেবম্... ।

তং পার্থেনাভয়ে দত্তে নমুচেভ্রাতিবঃ ময়ম্ ।

ন হস্তমৈচ্ছদাশাহঃ পাবকো ন দদাহ চ ॥৪৪॥

তবনং পাবকো ধীমান্ দিনানি দশ পঞ্চ চ ।

দদাহ কৃষ্ণপার্থাভ্যাং রক্ষিতঃ পাকশাসনাং ॥৪৫॥

তস্মিন্ বনে দহ্মানে ষড়্গর্ভিন দদাহ চ ।

অশ্বসেনং ময়ক্লেব চতুরঃ শার্ঙ্গকান্স্থথা ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বনি

ময়দর্শনে ময়দানবত্ৰাণে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

ভমিতি । নমুচেদানবস্ত । পরাৰ্হ উভয়ত্রাপি অর্জুনগৌরবরক্ষাপ্রবণত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৪॥

তদ্বিতি । রক্ষিতঃ স্বরূপেণ স্থাপিতঃ, পাকশাসনাদিত্রাং ॥৪৫॥

তস্মিন্বিতি । ষট্ প্রাণিনঃ । অশ্বসেনং তক্ষকপুত্রম্ । শার্ঙ্গকান্ খঞ্জনপক্ষিণঃ ॥৪৬॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বনি ময়দর্শনে একবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ১০।

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

১০৪—৩৭। কৃত্যং দত্তাম্, হৃদাং অন্তোজ্ঞনম্ ১৩৮—৪৫। শার্ঙ্গকান্ পক্ষিবিশেষান্ ১৪৬।

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বনি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে একবিংশত্যধিকদ্বিশত-

তমোহধ্যায়ঃ ১২২।

—:~:—

আমাকে রক্ষা করুন। তাহার সেই আর্তনাদ শুনিয়া অর্জুন বলিলেন—‘ভয়
নাই’। ইহাতে ময়দানব যেন জীবন লাভ করিল। তখন অর্জুন দয়াপরবশ হইয়া
আবারও বলিলেন—‘তুমি ভয় করিও না’ ॥৪১—৪৩॥

অর্জুন অভয় দান করিলে, নমুচির ভ্রাতা সেই ময়দানবকে কৃষ্ণও বধ করিতে
ইচ্ছা করিলেন না এবং অগ্নিও দগ্ধ করিলেন না ॥৪৪॥

এইভাবে কৃষ্ণ ও অর্জুন ইন্দ্রের হাত হইতে রক্ষা করিতে থাকিলে, অগ্নি পনর
দিন যাবৎ সেই খাণ্ডববন দগ্ধ করিলেন ॥৪৫॥

সেই খাণ্ডববন দাহের সময়ে অগ্নি, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, ময়দানব এবং
চারিটি খঞ্জনপক্ষী—এই ছয়টি প্রাণীকে দাহ করেন নাই ॥৪৬॥

—:~:—

(৪৫) কচিদ্বয়ং শ্লোকো নাস্তি । * ‘ষড়্বিংশত্যধিক...’, ‘অষ্টাবিংশত্যধিক...’,
‘...ত্রিংশদধিক...’, ‘...চতুঃপঞ্চাশদধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:—

জনমেজয় উবাচ ।

কিমর্থং শাস্ত্রকানর্ঘিন দদাহ তথা গতে ।

তস্মিন্ বনে দহ্মানে ব্রহ্মস্নেতং প্রচক্ষু মে ॥১॥

অদাহে হস্তসেনস্ত দানবস্ত ময়স্ত চ ।

কারণং কৌন্তিতং ব্রহ্মন্ ! শাস্ত্রকাণাং ন কৌন্তিতম্ ॥২॥

তদেতদভূতং ব্রহ্মন্ ! শাস্ত্রকাণামনাময়ম্ ।

কৌন্তয়স্বাণিসম্মদে কথং তে ন বিনাশিতাঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদর্থং শাস্ত্রকানর্ঘিন দদাহ তথাগতে ।

তন্তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি যথাভূতমবিন্দম্ ! ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

কিমর্থমিতি । তথা গতে তাদৃশামবস্থায়ামিত্যর্থঃ । প্রচক্ষু প্রকষণে ক্রীড়ি ॥১॥

অদাহ ইতি । শাস্ত্রকাণামদাহে কারণং ন কৌন্তিতমিত্যর্থঃ ॥২॥

ভদ্রিতি । অনাময়ং নিরুপদ্রবেতি তৎপথ্যম্ । অগ্নিনা সম্মদে সংঘর্ষে ॥৩॥

যদর্থমিতি । ভূতং জাতমনতিক্রম্যেতি যথাভূতং যথার্থমিত্যর্থঃ । অত্রৈবং পথ্যা-
লোচনীয়ম্—থাণ্ডববনং চিত্রম্, তরুলতাদীনামিব নানাবৃক্ষীনামপ্রমত্তাং । অগ্নিস্তবজানম্,
ধনগততরুলতাদীনামিব চিত্রগতনানাবৃক্ষীনাং দাহকত্বাৎ “ভিত্ত্যতে হৃদয়গ্রাহীশক্ত্যন্তে সর্ক-
সংশয়াঃ” ইত্যুক্তত্বাৎ । মন্দপালমুনির্যাদ্যাঃ, বীর্ষাঘোরেনৈব উপদেশদ্বায়েণ লম্বদমাধীনামুৎ-
পাদকত্বাৎ । জরিতা মায়া, জ্ঞানেন জীর্ণীকরণীয়ত্বাৎ অপ্রত্যক্ষানামপি কুপপপ্রবর্তনাং । বিলং
প্রবৃত্তিমার্গঃ, তৎপ্রবিষ্টানাং ধ্বংসাবশ্যত্বাৎ । আধুর্ঘ্যমোহঃ, বিলগতমানস্তেব প্রবৃত্তি-
মার্গগতস্ত গ্রাসনাং । ত্রেনো বিবেকঃ, আখোরিব মহামোহস্ত চর্যমাৎ । জরিতাঃ লম-
গুণী, অপ্রভাবেণ কামক্রোধাদীনামরীণাং জীর্ণীকরণাৎ । সার্বভৌকো দমগুণী, দ্বাভগতসারীণা-

জনমেজয় কহিলেন—‘ব্রাহ্মণ ! সেই থাণ্ডববন দহ্ম হইতে থাকায় তদ্রূপ
সমস্ত প্রাণীরই সেইরূপ অবস্থা ঘটিলে, অগ্নি শাস্ত্রক পক্ষী কয়টাকে দহ্ম করেন
নাই কেন ? ইহা আপনি আমার নিকট বিস্মৃতভাবে বলুন ॥১॥

অশ্বসেন ও ময়দানবকে দহ্ম না করার কারণ আপনি বলিয়াছেন ; কিন্তু
শাস্ত্রকদিগকে দহ্ম না করার কারণ বলেন নাই ॥২॥

ব্রাহ্মণ ! শাস্ত্রকপক্ষী কয়টির এই নিরুপদ্রবে থাকা আশ্চর্য্য ঘটবে ।
অতএব সেই অগ্নিসংঘর্ষের সময়ে সেই শাস্ত্রকপক্ষীর বিনষ্ট হয় নাই কেন,
‘তাহা বলুন’ ॥৩॥

ধৰ্মজ্ঞানাং মুখ্যতমস্তপস্বী সংশিতব্রতঃ ।

আসৌশ্রহৰিঃ শ্রুতবান্ মন্দপাল ইতি শ্রুতঃ ॥৫॥

স মার্গমাঞ্জিতো রাজমৃগীণামুর্দ্ধৱৈতসাম্ ।

স্বাধ্যায়বান্ ধৰ্মরতস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৬॥

স গন্ধা তপসঃ পারং দেহমুৎসৃজ্য ভারত ! ।

জগাম পিতৃলোকায় ন লেভে তত্র তৎকলম্ ॥৭॥

স লোকানকলান্ দৃষ্ট্বা তপসা নির্জিতানপি ।

পপ্রচ্ছ ধৰ্মরাজস্ত সৰ্বপস্থান্ দিবৌকসঃ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

শিব কৰ্ম্মশ্রিয়োগং সম্ভাবে চালনাৎ । শ্রবমিত্রো বৈরাগ্যগুণী, তরুণতাদিত্ত্বমাজ্ঞাত স্বাশ্রয়-
শ্চেন মিত্রাকরণাৎ । শ্রোণশ্চ তিত্তিকাগুণী, শ্রোণশ্চেব (কলমশ্চেব) শীতোকাহিসহনাৎ ।
ইখক মায়াকরণা জরিতয়া প্রবৃতিমার্গরূপে বিলে প্রবেশয়িতুং ক্লেশং প্রপুণ্ডমানানামপি শয়-
ণশাশিনালিনাং তত্র ন প্রবেশঃ, প্রতু্যত অগ্নিতুল্যজ্ঞানাবলম্বনেনাচিরাদেব মুক্তিলাভ ইতি
রূপকমুখেনাখ্যায়িকাতাপর্যায়মিতি ॥৫॥

ধৰ্ম্মেতি । মুখ্যতমঃ প্রধানতমঃ । শ্রুতবান্ শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ॥৫॥

স ইতি । মার্গং পদ্ধতিং রীতিমিতি যাবৎ । স্বাধ্যায়বান্ বেদপাঠী ॥৬॥

স ইতি । পিতৃলোকায় পিতৃলোকবাসায় । তৎ কলং বাসরূপং কলম্ ॥৭॥

স ইতি । লোকান্ পিতৃলোকান্, অকলান্ প্রতিবন্ধবাসান্ ॥৮॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! সেই অবস্থাতেও যে জন্তু অগ্নি
শার্ঙ্গকদিগকে দক্ষ করেন নাই, সে সমস্তই আমি যথাযথভাবে আপনার নিকট
বলিব ॥৪॥

ধৰ্ম্মজ্ঞদিগের মধ্যে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, তপস্বী, ব্রতচারী এবং শাস্ত্রজ্ঞানশালী মন্দপালনামে
বিখ্যাত এক মহর্ষি ছিলেন ॥৫॥

বেদপাঠী, ধৰ্ম্মনিরত, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয় সেই মন্দপাল উর্দ্ধৱৈত। ঋষিদিগের
রীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন ॥৬॥

মহারাজ ! সেই মন্দপাল তপস্তার পরপারে যাইয়া দেহ পরিত্যাগ
করিয়া পিতৃলোকে বাস করিবার জন্তু গেলেন ; কিন্তু তথায় সে ফল
পাইলেন না ॥৭॥

তপস্তার প্রভাবে পিতৃলোক প্রাপ্য হইলেও তাহা পাইলেন না দেখিয়া মন্দপাল
ধৰ্ম্মরাজের নিকটবর্তী দেবগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥

মন্দপাল উবাচ ।

কিমর্থমাকুতা লোকা মমৈতে তপসাজ্জিতাঃ ।

কিং ময়া ন কৃতং তত্র যম্মৈতৎ কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ॥১৯॥

তত্রোহং তৎ করিষ্যামি যদর্থমিদমাকুতম্ ।

ফলমেতস্য তপসঃ কথয়ধ্বং দিবৌকসঃ ! ॥২০॥

দেবা উচুঃ ।

ঋগিনো মানবা ব্রহ্মণ ! জায়ন্তে যেন তচ্ছৃণু ।

ক্রিয়াভিব্রহ্মচর্য্যেণ প্রজয়া চ ন সংশয়ঃ ॥২১॥

তদপাক্রিয়তে সৰ্ব্বং যজ্ঞেন তপসা স্ততেঃ ।

তপস্বী যজ্ঞকৃচ্চাসি ন চ তে বিগৃহ্যে প্রজা ॥২২॥

ত ইমে প্রসবস্থার্থে তব লোকাঃ সমারুতাঃ ।

প্রজায়স্ব ততো লোকানুপভোক্যসি পুঙ্কলান্ ॥২৩॥

ভারতকৌমুদী

কিমিতি । আবৃত্তাঃ পিহিতবায়াঃ । অৰ্জিতাঃ প্রাপ্তিযোগ্যা অপি ॥২০॥

তত্রোতি । তত্র কৰ্ম্মভূমৌ মৰ্ত্যালোকে গম্বা । হে দিবৌকসো দেবাঃ ! ॥২১॥

ঋগিন ইতি । ক্রিয়াভিরিত্যাদৌ ধাত্বেন ধনবানিত্যাদিবদভেদে তৃতীয়া । এবম্ যজ্ঞ-
ক্রিয়াস্বকমুণং দেবানাম্, ব্রহ্মচর্য্যাস্বকমুণম্বীণাম্, সন্তানাস্বকমুণক পিতৃণাম্ । আতিথ্যাস্বক-
মুণক যজ্ঞপানামিতি তু পুরাণান্তরেবুক্তম্ । তদেবঋগিনঃ সন্ত এব মানবা জায়ন্তে ॥২১॥

অথ কন্তেবাং পরিশোধনোপায় ইত্যাহ—তমিতি । অপাক্রিয়তে পরিশোধ্যতে । তত্র
যজ্ঞেন দেবকমুণম্, তপসা ঋষিকমুণম্, স্ততেঃ পিতৃকমুণম্, অপাক্রিয়তে । প্রজা সন্তানঃ ।
এবম্দেবানীমপি অং পিতৃকমুণগ্রস্ত এব স্তিত ইতি ভাবঃ ॥২২॥

মন্দপাল বলিলেন—“দেবগণ ! আমি তপস্তা করিয়া পিতৃলোক জন্ম
করিয়াছি, তথাপি আমার পক্ষেই ইহার দ্বার রুদ্ধ হইল কেন ? আমি মর্ত্যালোকে
কোন কার্য্য করি নাই, যাহার এই ফল হইল ? ॥২০॥

আমি মর্ত্যালোকে হাইয়া সে কার্য্য করিব, যাহার জন্ম এই দ্বার রুদ্ধ হইল ।
দেবগণ ! আমার এই তপস্তার ফল কি হইল বলুন” ॥২১॥

দেবগণ বলিলেন—“ব্রাহ্মণ ! মনুষ্যেরা যে ভাবে ঋণগ্রস্ত হইয়াই জন্ম গ্রহণ
করে, তাহা শুনুন—জন্ম হইতেই তাহাদের যজ্ঞ, তপস্তা ও সন্তান—এই ত্রিবিধ ঋণ
থাকে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥২১॥

তার পর, তাহারা যজ্ঞ, তপস্তা ও সন্তান দ্বারা সে সমস্ত ঋণই পরিশোধ করিয়া
থাকে । তবে আপনি তপস্তাও করিয়াছেন, যজ্ঞও করিয়াছেন বটে ; কিন্তু
আপনার সন্তান নাই ॥২২॥

পুমান্নো নরকাৎ পুত্রদ্রায়তে পিতরঃ শ্রুতিঃ ।

তস্মাদপত্যসন্তানে যতস্ব ব্রহ্মসত্তম ! ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা মন্দপালস্ত বচস্তেষাং দিবোকসাম্ ।

ক নু শীঘ্রমপত্যং স্মাদ্বহ্লক্ষেত্যচিন্তয়ৎ ॥১৫॥

স চিন্তয়ন্নভ্যগচ্ছৎ স্তবহুঃপ্রসবান্ খগান্ ।

শার্ঙ্গিকাং শার্ঙ্গকো ভূত্বা জরিতাং সমুপেষিবান্ ॥১৬॥

তস্মাৎ পুত্রানজনয়চ্চতুরো ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তানপাস্ত স তত্রৈব জগাম লপিতাং প্রতি ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

শ্রুতি ইতি । প্রসবন্ত পুত্রন্ত । লোকাঃ পিতৃলোকাঃ, সমাবৃতাঃ পিহিতবাহাঃ । অতএব প্রজায়ন্ত জায়মানং সন্তানরূপেণ জায়ন্ত পুত্রমুৎপাদয়েত্যর্থঃ । ততশ্চ পুত্রান্ প্রচুবান্, লোকান্ পিতৃলোকভোগস্থানানি উপভোক্তাসি ॥১৩॥

অজ্ঞার্থে শ্রুতিমপি প্রমাণয়তি—পুরায় ইতি । অপত্যন্ত সন্তানে বিস্তারযোগেৎপাদনে ॥১৪॥

তদ্বিতি । ক কস্তাং দ্রিয়াম্ । শীঘ্রং বহুলঞ্চ অপত্যং স্মাদিতি সত্বকঃ ॥১৫॥

স ইতি । স্তবহবঃ প্রসবাঃ সন্তানা যেষাং তান্ । জরিতাং নাম ॥১৬॥

তস্তামিতি । স মুনিঃ, মাত্রা জরিতয়া সহ, অগুগতান্ তান্ বালান্ স্ততান্, অপাস্ত

ভারতভাবদীপঃ

কিমর্থমিতি ॥১-৮॥ আবৃতাঃ প্রতিবিক্তভোগাঃ ॥২-১২॥ প্রজায়ন্ত প্রজেক্ষ্যং কুরু ॥১৩॥ অপত্যসন্তানে সন্তত্তেববিচ্ছেদে ॥১৪-১৫॥ জরিতাং নাম ভাষ্যাম্ ॥১৬॥ লপিতাং

সুতরাং আপনার সন্তান না থাকার জন্তাই আপনার পক্ষে পিতৃলোকের দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । অতএব আপনি পুত্র উৎপাদন করুন, তা'র পরে প্রচুর পরিমাণে পিতৃলোকবাসস্থ ভোগ করিবেন ॥১৩॥

এ বিষয়ে শ্রুতিও রহিয়াছে—‘পুত্র পিতাকে ‘পুং’-নামক নরক হইতে উদ্ধার করে’ । অতএব আপনি বহু পরিমাণে সন্তান জন্মাইবার জন্ত চেষ্টা করুন” ॥১৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি সেই দেবগণের সেই কথা শুনিয়া চিন্তা করিলেন—‘কোন্ দ্বার গর্ভে সত্ত্বর বহুতর সন্তান জন্মিতে পারে’ ॥১৫॥

তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রচুর সন্তানশালী পক্ষিগণের মধ্যে গেলেন এক সেখানে বাইয়া খঞ্জনপক্ষী হইয়া জরিতানায়ী কোন খঞ্জনপক্ষীগীর সহিত রমণ করিলেন ॥১৬॥

এক তাহার গর্ভে চারিটা বেদবাদী পুত্র জন্মাইলেন । তাহার পর, সেই

বালান্ হতানগুগতান্ সহ মাত্ৰা মূনির্বনে ।

তস্মিন্ গতে মহাভাগে লপিতাং প্রতি ভারত ! ॥১৮॥

অপত্যস্নেহসংযুক্তা জরিতা বহুচিন্তয়ৎ ।

তেন ত্যক্তানসংত্যাজ্যানুযৌনগুগতান্ বনে ॥১৯॥

ন জহৌ পুত্রশোকাক্তা জরিতা খাণ্ডবে স্ততান্ ।

বভার চৈতান্ সজ্জাতান্ স্বরক্ত্যা স্নেহবিক্রবা ॥২০॥ (কলাপকম্)

ততোহয়িং খাণ্ডবং দন্ধুমায়াস্তং দৃষ্টবানৃষিঃ ।

মন্দপালশ্চরংস্তস্মিন্ বনে লপিতয়া সহ ॥২১॥

তং সঙ্কল্পং বিদিত্বায়েজ্ঞাত্বা পুত্রাংশ্চ বালকান্ ।

সোহভিতুষ্ঠাব বিপ্রধির্ত্রাক্ষণৌ জাতবেদসম্ ॥২২॥

পুত্রান্ প্রতি বদন্ ভীতো লোকপালং মহৌজসম্ ।

মন্দপাল উবাচ ।

ভ্রময়ে ! সৰ্বলোকানাং মুখং ভ্রমসি চব্যাবাট্ ॥২৩॥ (যুগ্মকম্)

ভারতকৌমুদী

বিহার, ভ্রম্যে খাণ্ডবে বনে, লপিতাং নামাপরাং শালিকাঃ প্রতি পুত্রাঃপাদকৃত্যুৎ অগায় ।
তেন মূনিনা । আস্তানা তু অসংত্যাজ্যান্ । স্বরক্ত্যা নিজপক্ষিকৌবিকানিষ্ঠাচোপযোগি-
ভতুলকণাচ্ছায়ণেন । স্নেহেন বিক্রবা বিহ্বলা ॥১৭—২০॥

ভূত ইতি । তস্মিন্ বন এব লপিতয়া সহ চরন্তি সখ্যঃ ॥২১॥

ভ্রমতি । পুত্রান্ প্রতি ভীতঃ সন, মহৌজসঃ জাতবেদসময়ম, লোকপালং বহরিত
মন্দপালমুনি জরিতার সহিত অগুগত (ডিমের ভিতরে স্থিত) সেই শিশু পুত্র
চারিটাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই খাণ্ডববনেই লপিতানায়ী অপর যজ্ঞনপাক্ষিপীর
সহিত রমণ করিতে গেলেন । তিনি লপিতার দিকে চলিয়া গেলে, সন্তানস্নেহ-
শালিনী জরিতা অনেক বার চিন্তা করিল যে, 'এই মুনিপুত্র কয়টি এখনও ডিমের
ভিতরে রহিয়াছে ; তথাপি মুনি ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বটে, আমি ত ত্যাগ
করিতে পারিব না ।' এইরূপ ভাবিয়া পুত্রশোকাক্তা জরিতা পুত্র কয়টাকে
পরিত্যাগ করিল না, বরং স্নেহে বিহ্বল থাকিয়া আপন ব্যক্তি দ্বারাই তাহাদের
ভরণ-পোষণ করিতে লাগিল ॥১৭—২০॥

তাহার পর, একদা মন্দপালমুনি সেই খাণ্ডববনেই লপিতার সহিত বিচরণ
করিতে থাকিয়া দেখিলেন অগ্নি খাণ্ডববন দন্ধ করিতে আসিতেছেন ॥২১॥

বিশ্রমি মন্দপাল অগ্নির সেই সঙ্কল্প জানিয়া, পুত্রগণকে বালক মনে
করিয়া এবং তাহাদের জন্ত ভীত হইয়া, মহাতেজা অগ্নিকে 'লোকপাল' বলিয়া

স্বমন্তঃ সর্বভূতানাং গৃহচরসি পাবক ! ।

স্বামেকমাছঃ কবয়স্ত্র্যামাছত্রিবিধং পুনঃ ॥২৪॥

স্বামষ্টধা কল্পয়িত্বা যজ্ঞবাহমকল্পয়ন্ ।

স্বয়া বিশ্বমিদং সৃষ্টিং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥২৫॥

স্বদৃতে হি জগৎ কৃৎস্নং সন্তো নশ্যেদ্ধুতানন ! ।

তুভ্যং কৃষ্টা নমো বিপ্রাঃ স্বকর্ষবিজিতাং গতিম্ ॥২৬॥

গচ্ছন্তি সহ পত্নীভিঃ স্তুতৈরপি চ শাস্তীম্ ।

স্বাময়ে ! জলদানাছঃ খে বিষক্তান্ সবিহ্যতঃ ॥২৭॥ (মুখকম্)

ভারতকৌমুদী

সম্বদঃ । সর্কেবাং লোকানাং দেবানাম্, “অগ্নির্বে দেবানাং মুখম্” ইতি শ্রুতেঃ । হব্যং
তুভ্যদিকং বহসি হোমানাবিতি হব্যবাট্ ॥২২—২৩॥

স্বমিতি । গৃহচরসি জীবাত্মরূপেণ । একং পাকাদিকর্ষণেনৈকরূপং ভৌমম্ । ত্রিবিধং
যজ্ঞে দক্ষিণাগ্নি-গার্হপত্যাহবনীয়ভয়। তেদাং ॥২৪॥

স্বামিতি । অষ্টধা অষ্টম্ হোমকুণ্ডেবষ্টপ্রকারম্, যজ্ঞবাহং যজ্ঞসম্পাদকম্ ॥২৫॥

স্বদৃতি । স্বদৃতে বিনা । নশ্রেং, জঠরানলাভাবেন ভুক্তদ্রব্যপাকাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ।
নমো নমস্কারম্ । স্বকর্ষবিজিতাং নিজকর্ষপ্রাপ্যাম্ । শাস্তীং স্বর্গাদৌ চিরস্থায়িনীম্ ।
খে আকাশে, বিষক্তান্ লগ্নান্, সবিহ্যতো জলদান্ মেঘান্ ॥২৬—২৭॥

ভারতভাবদীপঃ

নামাপরাং ভাষ্যাম্ ॥১৭॥ তান্ বালানপাত্তেতি সম্বদঃ ॥১৮—২২॥ মুখমিতি জীবরূপেণ
ভৌকৃত্বম্ ॥২৩॥ গৃহ ইতি ব্রহ্মরূপেণাগোচরত্বম্, ত্রিবিধং দিব্যং ভৌমমৌর্ধ্যক ॥২৪॥ অষ্টধা
পকভূতান্নানা সূর্য্যচন্দ্রযজমানরূপেণ চ, যজ্ঞবাহং যজ্ঞনির্কাহকম্ ॥২৫॥ স্বয়া সজ্ঞপেণ বিনা
নশ্রেং অদর্শনং গচ্ছেং নিরখিষ্টানকল্পমায়োগাদিত্যর্থঃ । কন্নিগাং স্বমেব গতিরিত্যাহ—তুভ্যমিতি
স্তব করিতে লাগিলেন । মন্দপাল বলিলেন—“অগ্নি ! তুমি সমস্ত দেবতার মুখ,
তুমি যজ্ঞকার্য্যে হব্য বহন করিয়া থাক ॥২২—২৩॥

অগ্নি ! তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়েই গৃহভাবে বিচরণ কর । জ্ঞানীরা তোমাকে
এক এবং ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন ॥২৪॥

মহর্ষিরা তোমাকে অষ্টবিধ কল্পনা করিয়া যজ্ঞসম্পাদক করিয়া থাকেন এবং তুমি
এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ—এই কথা বলিয়া থাকেন ॥২৫॥

অগ্নি ! তুমি না থাকিলে সমস্ত জগৎ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায় ।
ব্রাহ্মণেরা তোমাকে নমস্কার করিয়া স্ত্রী-পুত্রের সহিত আপন কর্ম অনুসারে
চিরস্থায়িনী গতি লাভ করিয়া থাকেন । আবার মহর্ষিরা তোমাকে আকাশস্থ
বিহ্যৎসমব্বিত মেঘ বলিয়া থাকেন ॥২৬—২৭॥

দহন্তি সৰ্বভূতানি হন্তো নিজমা হেতয়ঃ ।
 জাতবেদস্ত্যৈবেদং বিশ্বং সৃষ্টং মহাদ্বাতে ! ॥২৮॥
 তবৈব কশ্ম বিহিতং ভূতং সৰ্বং চবাচরম্ ।
 জগ্যাপো বিহিতাঃ পুন্সং জায় সৰ্বা মদং জগৎ ॥২৯॥
 জায় হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 তমেব দহনো দেব ! ত্বং ধাতা ত্বং বৃহস্পতিঃ ॥৩০॥
 ত্বমশ্বিনৌ যমো মিত্রঃ সোমশ্চুমসি চানিলঃ ।
 বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং দ্বতস্তদা তেন মন্দপালেন পাবকঃ ॥৩১॥
 ভূতোয তস্য নৃপতে ! নানৈবমিততেজসঃ ।
 উবাচ চৈনং প্রীতাত্মা কামিন্টং করবাণি তে ॥৩২॥ (যুগ্মকম্)

দহন্তীতি ! হেতয়ো জ্ঞানীঃ । হে জাতবেদঃ ! অগ্নে ! সৰ্বং ব্রহ্মরূপেণ ॥২৮॥

তবেতি । চবাচরং বিহিতং সৰ্বং ভূতং প্রাণী, তবৈব কশ্ম সৃষ্টিঃ । পুন্সং জয়ি আপো
 জলম্, জয়েব বিহিতাঃ, “অগ্নেয়পঃ” ইত্যাদিভ্যঃ । তথা পদবস্তুরূপে জয়ি, ইদং সৰ্বং
 জগৎ স্বিতমিতি শেষঃ, “ত্বমশ্বিনৌতক” ইত্যাদিভ্যঃ ॥২৯॥

জয়ীতি । অগ্নি দেবপিতৃজাতকে ব্রহ্মণি, এতং দেবেভ্যো দেহঃ যুতাদি, কব্যং পিতৃভ্যো
 দেবমত্মাদি চ, যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতং ভবতি । দহনো বহিঃ ॥৩০॥

অমিতি । অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ । পাবকোহগ্নিঃ । এনং মন্দপালম্ ॥৩১॥ ৩২॥

ভারতভাবদীপঃ

১২৬। পালনং সংহারশ্চ তদৈব কৰ্মণী ইত্যাহ— অমিতি ১২৭। হেতয়ো জ্ঞানীঃ, জগৎসৃষ্টিঃ
 স্বত এব ইত্যাহ—জাতবেদ ইতি ১২৮। তদেবেতি কশ্মবিধায়ণো বৈদেচপি তবৈব
 বাক্যম্, “নিঃশিস্তমেতদ্বদে” ইত্যাদিভ্যঃ, আপ হি ভূতাকরোপলক্ষণম্, অগ্নি

অগ্নি ! তোমা হইতে শিখা নির্গত হইয়া সমস্ত বস্তুকে দগ্ধ করিয়া
 থাকে এবং তুমিই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছ ॥২৮॥

অগ্নি ! স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমার সৃষ্টি, তুমিই তোমাত্রে প্রথমে
 জল সৃষ্টি করিয়াছিলে এবং তোমাত্রেই এই সমস্ত জগৎ বহিয়াছে ॥২৯॥

আর দেব ! তোমাত্রেই যথানিয়মে হব্য ও কব্য বহিয়াছে এবং তুমিই
 অগ্নি, তুমিই ধাতা এবং তুমিই বৃহস্পতি ॥৩০॥

তার পর তুমিই অশ্বিনীকুমার, তুমিই যম, তুমিই মিত্র, তুমিই চন্দ্র এবং

(৩১) অশ্বিনৌ যমো মিত্রঃ

২৬৬ (৪)

ভমব্রবীন্দ্রপালঃ প্রাঞ্জলির্ব্যবাহনম্ ।

প্রদহন্ খাণ্ডবং দাবং মম পুত্রান্ বিসর্জয় ॥৩৩॥

তথৈতি তৎ প্রতিশ্রুত্য ভগবান্ হব্যবাহনঃ ।

খাণ্ডবে তেন কালেন প্রজ্জ্বাল দিধক্ষয় ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ময়-
দর্শনে শাক্ককোপাখ্যানে দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

ভারতকৌমুদী

ভগ্নিভি । হব্যবাহনময়ম্ । কিমব্রবীদিত্যাহ প্রদহন্নিত্যাদি । দাবং বনম্ ॥৩৩॥

তথৈতি । তথা ইত্যুক্ত্য, ভমব্রপালপ্রাধিতং প্রতিশ্রুত্য ভগবান্ হব্যবাহনো বহিঃ,
তেনৈব কালেন, দিধক্ষয় অপরান্ প্রাণিন এব দক্ষু মিচ্ছয়া, খাণ্ডবে বনে, প্রজ্জ্বাল । প্রতি-
শ্রুত্যাভুসারেণ শাক্ককাণাং পরিত্যাগেচ্ছা তু স্থিতৈবেতি ভাবঃ ॥৩৪॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসম্বাখ্যায়ামাদিপর্বণি ময়দর্শনে দ্বাবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

অধিষ্ঠানে ॥২০॥ হব্যাদিপ্রতিষ্ঠা ভোক্তৃভেদে ফলদাতৃভেদে চ ত্রয়েব ইত্যাহ—দ্বয়ীতি
॥৩০—৩৩॥ খাণ্ডবে বনে, তেন হেতুনা, কালে দাহবেলায়াম্, শাক্ককাণাং দিধক্ষয় ন
প্রজ্জ্বাল ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে দ্বাবিংশত্যাধিক-

দ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২২॥

—:~:—

তুমিই বায়ু” । বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালমুনি এইরূপ স্তব করিলে, অগ্নি-
দেব সেই অমিততেজা মহর্ষির প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে
বলিলেন—“মহর্ষি ! আপনার কোন্ অভীষ্ট সম্পাদন করিব ?” ॥৩১—৩২॥

তখন মন্দপালমুনি কৃতাজ্জলি হইয়া অগ্নিদেবকে বলিলেন—“দেব ! আপনি
খাণ্ডববন ত দগ্ধ করিবেন, কিন্তু আমার পুত্রকয়টিকে পরিত্যাগ করিবেন” ॥৩৩॥

‘তাহাই হইবে’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভগবান্ অগ্নি অস্ত্রাস্ত্র প্রাণীকে
দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় সেই সময়েই খাণ্ডববনে জলিয়া উঠিলেন ॥৩৪॥

—:~:—

* ‘...সপ্তবিংশত্যাধিক...’, ‘...উনত্রিংশদধিক...’, ‘...দ্বাত্রিংশদধিক...’, ‘...পঞ্চ-
পঞ্চাশদধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ত্রয়োবিংশতাব্দিকশততমোঃধ্যায়ঃ

—১৩২—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ প্রজ্জলিতে বহৌ শার্ঙ্গকাহ্নে বদুঃখিতাঃ ।

ব্যথিতাঃ পরমোদ্ভিগ্না নাঞ্চিহ্মুঃ পরায়ণাঃ ॥১॥

নিশম্য পুত্রকান্ বালান্ মাতা তেষাং তপস্বিনী ।

জরিতা হুঃখশোকানি বিলাপ কৰ্ণধিতা ॥২॥

ভারতৌবাচ ।

অয়মগ্নির্দহন্ত কল্মষিত আয়ানি নীমণাঃ ।

জগৎ সন্দীপয়ন্তীমো মম হুঃখবিবৰ্দ্ধনঃ ॥৩॥

ইমে চ মাং কল্মষন্তি শিশবো মন্দচেতসঃ ।

অবহাশ্চরণেহীনাঃ পূৰ্বেনাং নঃ পরায়ণাঃ ॥৪॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । ব্যথিতা অগ্নিকরণপ্রসবণাৎ সমুদ্ভাভাঃ । পরায়ণাঃ হৃৎকম ॥১॥

নিশম্যেতি । পুত্রকান্ বালান্, নিশম্য পর্যালোচ্য । তপস্বিনী দীনা ॥২॥

অয়মিতি । কল্মঃ কল্মষনম্, “কল্মো বীকদি দোম্যলৈ কচ্ছে শুদ্ধবনে তুণে” ইতি হেম-
চন্দ্রঃ । জগৎ দৃষ্টমানং সৰ্বং স্থানম্, সন্দীপয়ন্তীমো আলোকয়ন্তী ॥৩॥

ইম ইতি । মন্দচেতসঃ শিশুভাদেবোন্মজ্জানাঃ, অবহাঃ পতংপরপুচ্ছাঃ, চরণেহীনাঃ, নঃ
অশ্রাকম্, পূৰ্বেষাং পুরুষাণাম্, পরায়ণাঃ বংশরক্ষকভ্যাং পরমাত্মভ্যাঃ, ইমে চ শিশবঃ পুত্ৰাঃ,
মাং কল্মষন্তি স্নেহেনাকর্ষন্তি । অত এতান্ সিংহাং গচ্ছ ন শক্যোমতি ভাবঃ ॥৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর অগ্নি প্রজ্জলিত হইলে, সেই খঞ্জন-
শাবক কয়টী হুঃখিত, সমুপ্ত এবং অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন হইল, কিন্তু কাহাকেও রক্ষক
পাইল না ॥১॥

তখন তাহাদের মাতা জরিতা বালক পুত্রকয়টির বিবয় পর্যালোচনা
করিয়া হুঃখে ও শোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥২॥

জরিতা বলিল—“আমার হুঃখবৰ্দ্ধক এই ভয়ঙ্কর অগ্নি সমস্ত স্থান
আলোকিত করিয়া শুদ্ধ বন দহন করিতে করিতে এই দিকেই আসিতেছে ॥৩॥

এদিকে আমার এই শিশুপুত্রকয়টির এখন পর্যাশ্রয় ও জ্ঞান অম, পুচ্ছ
বা চরণ জন্মে নাই ; অথচ ইহারাই আমাদের পূৰ্বেপুরুষগণের পরম অবলম্বন ।
সুতরাং ইহারাই আমাকে আকর্ষণ করিতেছে ॥৪॥

ত্রাসয়ংচায়মায়াতি লেলিহানো মহীৰুহান্ ।
 অজাতপক্ষাশ্চ স্ত্রতা ন শক্তাঃ সরণে মম ॥৫॥
 আদায় চ ন শক্নোমি পুত্রাংস্তরিতুমাঙ্গনা ।
 ন চ ত্যক্তুমহং শক্তা হৃদয়ং দৃয়তীব মে ॥৬॥
 কং তু জহ্যামহং পুত্রং কমাদায় ব্রজাম্যহম্ ।
 কিম্ মে স্মাৎ কৃতং কৃত্বা মনুষ্যং পুত্রকাঃ ! কথম্ ॥৭॥
 চিন্তয়ান বিমোক্ষং বো নাশ্বিগচ্ছামি কিঞ্চন ।
 ছাদয়িষ্যামি বো গাত্রেঃ করিষ্যে মরণং সহ ॥৮॥
 জরিতারো কুলং হেতজ্জ্যেষ্ঠৈর্হেন প্রতিষ্ঠিতম্ ।
 সারিসৃকঃ প্রজায়েত পিতৃনাং কুলবর্ধনঃ ॥৯॥

ভারতকৌমুদী

জাসয়ন্তি । লেলিহানঃ পুনঃ পুনলিহন্ গ্রসন্ । সরণে গমনে ॥৫॥
 আদায়েতি । তরিতুম্ এতদ্বনমতিক্রমতুম্ । দৃয়তীব উপায়াভাবাধীনীর্ণত ইব ॥৬॥
 তর্হি যং ককিদ্বেকমাদায় গচ্ছত্যাহ কমতি । জহ্যং ত্যজেষ্ম । কিং কার্যং কৃত্বা,
 মে কৃতং সাধু করণং হু স্মাৎ । হে পুত্রকাঃ ! যুগ্ম বা কথং কিং মনুষ্যম্ ॥৭॥
 চিন্তয়ানেতি । বিমোক্ষং বিমোক্ষোপায়ম্, বো যুগ্মাকম্ । বো যুগ্মান্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

তত ইতি । পরায়ণং ত্রাতারম্ ॥ নিশমা আলোচ্য ॥২॥ কক্ষং বনম্ ॥৩॥ কর্ষয়ন্তি
 পীড়য়ন্তি, অবর্হা অজাতপক্ষাঃ, পরায়ণাত্রাতারঃ ॥৫॥ সরণে গমনে ॥৬॥ তরিতুং বনং
 গচ্ছিতুম্, “নিঃসারয়িতুমন্ততঃ” ইতি পাঠে, অস্থতো নিরয়িদেপে ॥৭॥ কিং স্থিতি । কিং

কিন্তু এই ভয়ঙ্কর অগ্নি সমস্ত প্রাণীকেই উদ্বিগ্ন করিয়া বৃক্ষসকল গ্রাস
 করিতে করিতে এদিকেই আসিতেছে ; অথচ আমার পুত্রকয়টির এখনও
 পাখা উঠে নাই, সুতরাং উহারা নিজেরা চলিয়া যাইতে পারিবে না ॥৫॥

আমিও নিজে উহাদের সকলকে লইয়া এই বন অতিক্রম করিতে সমর্থ
 হইব না, কিংবা ত্যাগ করিয়া যাইতেও পারিব না । অতএব আমার হৃদয়
 যেন বিদৌর্ণ হইয়া যাইতেছে ॥৬॥

তাঁর পর, আমি কোন্ পুত্রটিকেই বা ত্যাগ করিয়া যাইব, কোন্ পুত্রটি-
 কেই বা লইয়া যাইব এবং কি করিলেই বা আমার ভাল করা হইবে (তাহা
 বুঝিতেছি না) । পুত্রগণ ! তোমরাই বা কি ভাল মনে কর ? ॥৭॥

আমি ত চিন্তা করিয়াও তোমাদের মুক্তির কোন উপায় দেখিতেছি না

সুতরাং আমি আপন অঙ্গে তোমাদিগকে আবৃত করিব, তাহার পর এক
 সঙ্গে মরিব ॥৮॥

স্বম্মিত্রস্তপঃ কুর্গাদ্দ্রোণে ব্রহ্মবিদাং বরঃ ।

ইত্যেবগুক্তঃ। প্রযযৌ পিতা বো নিয়র্গঃ পুরা ॥১০॥ (যুগ্মকম্)

কম্পাদায় শক্যোয়ং তর্জুং কষ্টাপহৃতমা ।

কিম্ কৃতা কৃতং কার্য্যং ভবেদিতি চ বিহ্বলা ।

নাপশ্যৎ স্বধিয়া মোক্ষং স্বস্ততানাং তদালয়াৎ ॥১১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং ক্রবাণাং শাস্ত্রাস্তে প্রত্যাচুরথ মাতরম্ ।

স্নেহমুৎসৃজ্য মাতস্বং পত যত্র ন হব্যবাট্ ॥১২॥

অশ্বাস্বিহ বিনক্ষেয় ভবিতারঃ স্ততাস্তব ।

হুয়ি মাতবিনষ্টায়াং ন নঃ স্তাৎ কুলসন্ততিঃ ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

জরিতারাবিতি । জরিতারি-সারিসৃক-স্বম্মিত্র-দ্রোণাখ্যাস্তদ্বারাণ্ডে শাস্ত্রকাঃ । কুল-
বর্দ্ধনঃ প্রজায়েত ভবেৎ । ব্রহ্মবিদাং বরো ভবেৎ । বো যুগ্মকম্ । নিয়র্গে নিদ্দয়ঃ ॥১০॥

কমিতি । কম্পায়ম্ । কষ্টা কষ্টবায়িনী, উদমা প্রধানা, ঈয়মাশং, তর্জুং শক্যা । কিং
কার্য্যং কৃতা, কার্য্যং কৰ্ত্তব্যং কৃতং ভবেৎ । ঘটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥১১॥

এবমিতি । যত্র হব্যবাট্ অগ্নির্নাস্তি, তত্র পত গচ্ছ ॥১২॥

অশ্বাস্বিতি । নঃ অশ্বাকম্, কুলস্য সন্ততিঃ বিচ্ছেদঃ । অশ্বাকঃ বিনাশসম্ভবাৎ ॥১৩॥

‘জ্যেষ্ঠ বলিয়া জরিতারির উপরে আমার বংশ প্রতিষ্ঠিত হইবে, সারিসৃক
পৈতৃককুলবর্দ্ধক হইবে, স্বম্মিত্র তপস্যা করিবে এবং দ্রোণ ব্রহ্মজ্ঞজ্যেষ্ঠ হইবে’
এই কথা বলিয়া তোমাদের নিদ্দয় পিতা বহুকাল পূর্বে চলিয়া গিয়াছেন” ॥১০॥

আমি কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া ক্লেশদায়িনী এই গুরুতর বিপদ
হইতে উদ্ধার পাইতে পারি এবং কি করিলেই বা কৰ্ত্তব্য করা হইবে ইত্যাদি
ভাবিয়া জরিতা আকুল হইয়া আপন বুদ্ধিতে সে স্থান হইতে পুত্রদিগের
মুক্তির কোন উপায় দেখিল না ॥১১॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মাতা জরিতা এইরূপ বলিতে লাগিলে, পুত্রগণ
তাহাকে বলিল—“মা ! আপনি স্নেহ ত্যাগ করিয়া যেস্থানে অগ্নি নাই সেই
স্থানে যান ॥১২॥

কারণ, আমরা এখানে বিনষ্ট হইলেও আপনার অপর পুত্র হইতে পারিবে,
কিন্তু মা ! আপনি বিনষ্ট হইলে, আমাদের বংশ না থাকিতেও পারে ॥১৩॥

(১১)...গন্তং কষ্টাপহৃতমা-

অদ্রবেক্ষ্যৈতত্ত্বভয়ং ক্ষেমং স্যাদনং কুলস্য নঃ ।

তদৈ কৰ্ত্ত্বং পরঃ কালো মাতরেণ ভবেত্ত্ব ॥১৪॥

মা ত্বং সৰ্ববিনাশায় স্নেহং কাৰ্য্যঃ স্তুতে পুনঃ ।

নহীদং কস্য মোঘং স্যাল্লোককামস্য নঃ পিতৃঃ ॥১৫॥

জরিতোবাচ ।

ইদমাথোবিলং ভূমৌ বৃক্ষস্যাস্ত্র সমীপতঃ !

তদাবিশধ্বং জ্বরিতা বহ্নেরত্র ন বো ভয়ম্ ॥১৬॥

ততোহহং পাংশুনা ছিদ্ৰমপিধাস্ত্রামি পুত্রকাঃ ! ।

এবং প্রতিকৃতং মন্যে দ্রলতঃ কৃষ্ণবজ্রনঃ ॥১৭॥

তত এগ্যাম্যতীতেহগৌ বিহন্তুং পাংশুসঞ্চয়ম্ ।

রোচতামেম বো বাদো মোক্ষার্থঞ্চ হৃতাশনাৎ ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

অস্থিতি । অদ্রবেক্ষ্য পৰ্যালোচ্য । পর উত্তমঃ ॥১৪॥

মেতি । ইদমশ্বত্বপাদনরূপম্ । মোঘং ব্যর্থম্ । লোককামস্য লোকাখ্যস্বর্গেচ্ছাঃ ॥১৫॥

ইদমিতি । আথোমুখিকস্ত, বিলং গৰ্ভঃ । বো যুযাকম্ ॥১৬॥

তত ইতি । ছিত্রং ছিত্রমুখম, অপিধাস্ত্রামি আবহিষ্ঠামি । কৃষ্ণবজ্রনোহগৈঃ ॥১৭॥

তত ইতি । বিহন্তুম্ অপসারয়িতুম্ । এষ বাদো মম বাক্যম্ ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

কৃত্বা কৃতকৃত্য। স্যামিত্যর্থঃ ॥১৭—৮॥ প্রজায়েত প্রজারূপেণোৎপত্তেত ॥২—১০॥ গন্তুং লভিতুম্ ॥১১॥ পত গচ্ছ ॥১২—১৪॥ নোহস্মাকম্, সৰ্ববিনাশায় সৰ্বোদ্যং বিনাশায়, স্তুতেষু

মা ! এই দুই দিক্ পৰ্যালোচনা করিয়া যাহাতে আমাদের বংশের মঙ্গল হয়, তাহা করিবার পক্ষে আপনার এ-ই উত্তম সময় ॥১৫॥

আপনি সৰ্ববিনাশের জগা পুত্রের উপরে স্নেহ করিবেন না ; আমাদের স্বর্গকামী পিতার এই পুত্রোৎপাদনকার্য্য কখনও ব্যর্থ হইবে না” ॥১৫॥

জরিতা বলিল—“পুত্রগণ ! এই গাছের নিকটে মাটিতে ইছুরের একটি গর্ত আছে ; তোমরা উহার ভিতরে সন্ধর প্রবেশ কর ; তাহা হইলে আর তোমাদের ভ্রূণগুণের ভয় হইবে না ॥১৬॥

কেন না, তোমরা প্রবেশ করিলে পর আমি মাটি দিয়া উহার মুখ আবৃত করিয়া ফেলিব । এইরূপ করিলেই প্রজ্বলিত অগ্নির প্রতীকার হইবে । ইহা আমি মনে করি ॥১৭॥

তার পর আগুন চলিয়া গেলে ঐ মাটি সরাইয়া ফেলিবার জন্য আমি

শার্ঙ্গকা উচুঃ ।

অবহান্ মাংসভূতান্ নঃ ক্রব্যাদাখুবিনাশয়েৎ ।

পশ্যমানা ভয়মিদং প্রবেষ্টুং নাত্র শঙ্কমঃ ॥১৯॥

কথমগ্নিন নো ধক্ষ্যেৎ কথমাখুর্ন নাশয়েৎ ।

কথং ন স্ম্যৎ পিতা মোষঃ কথং মাতা প্রিয়েত নঃ ॥২০॥

বিল আখোবিনাশঃ স্মাদগ্নেরাকাশচারণঃ ।

অগ্নবেক্ষ্যেত্তত্ত্বয়ং শ্রেয়ান্ দাহো ন ভক্ষণম্ ॥২১॥

গহিতং মরণং নঃ স্মাদাখুনা ভক্ষিতে কিল ।

শিষ্টাদিষ্টঃ পরিত্যাগঃ শরীরস্য ভূতানাং ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্ব্বনি ময়-
দর্শনে জরিতাবলাপে ত্রয়োবিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

অবহানিতি । অবহান্ অল্পপন্নপুচ্ছান্ । ক্রব্যং মাংসভোজী, আখুম্ ষিকঃ ॥১৯॥

কথমিতি । মোষো ব্যর্থসন্তানোৎপাদনঃ । প্রিয়েত জীবোদভাথঃ ॥২০॥

বিল ইতি । বনে স্থিতো আখোঃ, উপরিস্থিতো অগ্নে বত্যাশয়ঃ ॥২১॥

গহিতমিতি । শিষ্টাদিশিষ্টাং দেবহেনোৎকৃষ্টাদিভাথঃ, হস্তঃ অভিশযিতঃ ॥২২॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভাগ্যভাট্টা-শ্রীহংগদাসসিকান্ববগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপৰ্ব্বনি ময়দর্শনে ত্রয়োবিংশত্যধিকাবিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

আবার আসিবা । অগ্নি হইবে মুক্তলাভের জন্য আমার এই কথায় তোমরা
সম্মত হও ॥১॥

শার্ঙ্গকগণ বলিল—“মা ! আমাদের পাখা হয় নাই ; সুতরাং আমরা
এখনও মাংসপিণ্ডমাত্র ; এ অবস্থায় মাংসভোজী হইয়া আমাদেরকে নষ্ট করিবে ;
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আমরা এ গর্ভে প্রবেশ করিতে পারিব না ॥১৯॥

উপরে থাকিলে অগ্নি আমাদেরকে কেন দক্ষ করিবে না ? আবার গর্ভে
প্রবেশ করিলেই ইত্বরই বা কেন খাইবে না ? তুই প্রকারেই পিতার চেষ্টা কেন
ব্যর্থ হইবে না ? মাতা বা কি করিয়া বাঁচিবেন ? ॥২০॥

গর্ভে ইত্বর হইতে মৃত্যু এবং উপরে আকাশচারা অগ্নি হইতে মৃত্যু ; এই
তুই পক্ষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিতেছি—আমাদের দক্ষ হওয়াই ভাল, কিন্তু
ভক্ষিত হওয়া নহে ॥২১॥

* ‘...অষ্টাবিংশত্যধিক...’, ‘...ত্রিংশদধিক...’, ‘...ত্রয়োবিংশত্যধিক...’, ‘...ষট্টিংশ-
দধিক...’ ইতি পাঠভেদাঃ ।

চতুর্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—ঃ—

জরিতোবাচ ।

অশ্মাদ্বিলাম্বিততমাখুং শ্যেনো জহার তম্ ।

স্কুদ্রং পদ্ম্যং গৃহীত্বা চ বাতো নাত্র ভয়ং হি বঃ ॥১॥

শার্ঙ্গকো উচুঃ ।

ন হতং তং বয়ং বিদ্যঃ শ্যেনেনাখুং কথঞ্চন ।

অগ্নেহপি ভবিতারোহত্র তেভ্যোহপি ভয়মেব নঃ ॥২॥

সংশয়ো বহিরাগচ্ছেদদৃষ্ঠং বায়োনিবর্তনম্ ।

মৃত্যুর্নো বিলবাসিভ্যো বিলে শ্মাত্র সংশয়ঃ ॥৩॥

ভারতকৌমুদী

অশ্মাদিতি । নিষ্পাত্তং নির্গতম্, আখুং মুখিকম্, শ্যেনো হিংস্রঃ পক্ষী ॥১॥

নেতি । অগ্নেহপি আখবঃ, ভবিতারঃ স্বাতারঃ, অত্র বিলে ॥২॥

সংশয় ইতি । অত্র বহিরাগচ্ছেদিত্যাথে সংশয়ঃ । যেন হি এতদ্বিগ্গামিনো বায়োনিব-
র্তনং পরিবর্তনং দৃষ্টম্ । বিলবাসিভ্যো জন্তুরেভ্যঃ ॥৩॥

ভারতভাবদীপঃ

মেহং মা কাযীরাত মথকঃ ॥১৫—১৭॥ বিহস্তঃ দূরাকষ্টম্, বাদো বচনম্ ॥১৮॥ কব্যাদাখুঃ
মাংসাদ উদুকঃ, পদ্মানাঃ পদ্মস্তঃ ॥১৯॥ মোখো নিফলাপত্যোৎপত্তিঃ, ত্রিয়েত জীবাত
॥২০—২১॥ শিষ্টাদিষ্টঃ শিষ্টৈয়াদিষ্টঃ ॥২২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বাণ নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে অয়োবিংশত্যধিকদ্বিশততমো-

ঃধ্যায়ঃ ॥২২৩॥

—ঃ—

কেন না, ইছরে খাইলে আমাদের মৃত্যু গহিত হইবে । সূতরাং উৎকৃষ্ট
অগ্নি হইতে মৃত্যুই আমাদের অভীষ্ট ॥২২॥

—ঃ—

জরিতা বলিল—“সেই স্কুদ্র ইছরটি যখন এই গর্ভ হইতে নির্গত হইয়াছিল,
তখন একটা শ্যেনপাক্ষী পা ছুঁখানা দিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া
গিয়াছে । সূতরাং এ গর্ভে তোমাদের কোন ভয় নাই” ॥১॥

শার্ঙ্গকগণ বলিল—“শ্যেনপক্ষী কখনও সে ইছরটিকে নিয়া যায় নাই,
ইহা আমরা জানি । তা’র পর, এই গর্ভে অগ্নি ইছরও ত থাকিতে পারে ।
সূতরাং তাহা হইতে আমাদের ভয় ত হইবেই ॥২॥

তা’র পর, এদিকে আগুন আসিবে কি না সন্দেহ ; কারণ, বায়ু ফিরিয়া

নিঃসংশয়াৎ সংশয়িতো মৃত্যুর্মাতবিশিষ্যতে ।

চর খে ত্বং যথান্যায়ং পুত্রানাপ্যসি শোভনান্ ॥৪॥

জরিতোবাচ ।

অহং বেগেন তং যান্তুমদ্রাক্ষং পততাং বরম্ ।

বিলাদাখুং সমাদায় শ্চেনং পুত্রা মহাবলম্ ॥৫॥

তং পতন্তুং মহাবেগাত্তারিতা পৃষ্ঠতোহঙ্গগাম্ ।

আশিষোহস্তু প্রযুজ্ঞানা হরতো মুষিকং বিলাৎ ॥৬॥

যো নো দ্বেষ্টারমাদায় শ্চেনরাজ ! প্রধাবসি ।

ভব ত্বং দিব্যাস্থায় নিরমিত্রো হিরণ্যয়ঃ ॥৭॥

স যদা ভক্ষিতস্তেন শ্চেনেনাখুঃ পতজ্জিণা ।

তদাহং তদনুজ্ঞাপ্য প্রত্যাপায়াং পুনর্গৃহম্ ॥৮॥

ভারতকৌমুদী

নিরিতি । নিঃসংশয়ান্নৃত্যতঃ । বিশিষ্টতে ত্রৈয়ম্বেন মজ্ঞতে । খে আকাশে ॥৪॥

অহমিতি । পততাং পক্ষিণাম্ । হে পুত্রাঃ ! ॥৫॥

তমিতি । তং শ্চেনম্, পতন্তুং গচ্ছন্তম্ । প্রযুজ্ঞানা, শক্রনাশকত্বাদিত্যাশয়ঃ ॥৬॥

আশীঃপ্রকারমাহ য ইতি । নিরমিত্রঃ শত্রুশূন্যঃ, হিরণ্যয়ঃ স্বর্ণময়দেহঃ ॥৭॥

স ইতি । অতজ্ঞাপ্য গমনানুজ্ঞাং কারয়িত্বা । প্রত্যাপায়াং প্রত্যগচ্ছম্ ॥৮॥

ভারতভাবদীপঃ

অন্যাদিতি ১১—২২ । বহুবাগচ্ছেদিত্যত্র সংশয়ঃ যতো বায়োঃ সকাশাৎকেনিবর্ত্তনং গিয়াছে । কিন্তু গন্তে প্রবেশ করিলে, গন্তবাসী জন্তু হইতে যে আমাদের মৃত্যু হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥৩॥

অতএব মা ! নিশ্চিত মৃত্যু হইতে সন্দিদ্ধ মৃত্যু ভাল । সুতরাং আপনি যথানিয়মে আকাশে চলিয়া যান ; আবার সুন্দর পুত্র পাইবেন” ॥৪॥

জরিতা বলিল - “পুত্রগণ ! পক্ষিশ্রেষ্ঠ মহাবল শ্চেনপক্ষী গন্ত হইতে সেই ইছুরটিকে লইয়া যে বেগে চলিয়া গিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি ॥৫॥

সে যখন গন্ত হইতে ইছুরটিকে লইয়া মহাবেগে যাইতেছিল, তখন আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাহার পিছনে পিছনে গিয়াছিলাম ॥৬॥

“শ্চেনরাজ ! যে তুমি আমাদের শত্রুকে লইয়া চলিয়াছ, সেই তুমি স্বর্গে যাইয়া শত্রুশূন্য এবং স্বর্ণময়দেহ হইও” ॥৭॥

তার পর যখন সেই শ্চেনপক্ষী সেই ইছুরটিকে ভক্ষণ করিল, তখন আমি তাহার অনুমতি লইয়া পুনরায় গৃহে আসিলাম ॥৮॥

প্রবিশদ্বং বিলং পুত্রাঃ ! বিশ্রুকা নাস্তি বো ভয়ম্ ।

শ্যেনেন মম পশ্যন্ত্যা হত আশ্বর্মহাঅনা ॥৯॥

শাস্ত্রকা উচুঃ ।

ন বিদ্যাহে হতং মাতঃ ! শ্যেনেনাশ্বং কথঞ্চন ।

অবিজ্ঞায় ন শক্যামঃ প্রবেক্টং বিবরং ভুবঃ ॥১০॥

জরিতোবাচ ।

অহং তমভিজ্ঞানামি হতং শ্যেনেন নৃষিকম্ ।

নাস্তি বোহত্র ভয়ং পুত্রাঃ ! ক্রিয়তাং বচনং মম ॥১১॥

শাস্ত্রকা উচুঃ ।

ন ত্বং মিথ্যোপচারেণ মোক্ষয়েথা ভয়াঙ্কি নঃ ।

সমাকুলেষু জ্ঞানেসু ন বুদ্ধিকৃতমেব তং ॥১২॥

ভারতকৌমুদী

প্রবিশদ্বমিতি । বিশ্রুকা বিশ্বস্তাঃ সন্তঃ । আশ্বর্ম্বিকঃ ॥৯॥

নেতি । ন বিদ্যাহে বয়ং ন জানীমঃ । অবিজ্ঞায় স্বয়মিতি ভাবঃ ॥১০॥

অহমিতি । বচনং বচনান্তসারেণ কাণ্যম্ ॥১১॥

নেতি । হে মাতঃ ! ত্বম্, মিথ্যোপচারেণ মিথ্যোপক্লাসেন, নোহস্মান্, ভয়াং, ন মোক্ষয়েথা মোচয়িতুং প্রবর্ত্তেথাঃ । এতদ্বিষয়কেষু জ্ঞানেষু, সমাকুলেষু সন্দেহেন বিশ্বলেষু সংশ্বে, তদ্বিলপ্রবেশনম্, অস্মাকং বুদ্ধ্যা কৃতং নৈব উচিতমিতি শেষঃ ॥১২॥

ভারতভাবদীপঃ

দৃষ্টম্ ॥৩--৬॥ দিব্যমাস্ত্রায় নিরমিত্রো নিঃশত্রুর্ভব অক্ষয়ঃ স্বর্গস্তেহস্থিতি ভাবঃ । হিরণ্যয়ো দিব্যদেহঃ ॥৭॥ প্রভূতপায়াঃ প্রভাগতবাহাশ্চি ॥৮--১১॥ ন স্বমিতি । অস্মাংস্তাক্তা গন্ত-মিচ্ছন্ত্যাস্তব মিথৈব অয়মুপচারো ন বাস্তব ইতি ভাবঃ । সমাকুলেষু সন্দিগ্ধেষু জ্ঞানেষু জাতব্যাকার্যেষু তং বিলপ্রবেশনম্, বুদ্ধিকৃতং বুদ্ধিমদাচরিতং নৈব, বিলৈ শত্রুসম্ভাবশঙ্কায়ং

অতএব পুত্রগণ ! তোমরা বিশ্বস্ত হইয়া গর্তে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নাই । কারণ, আমার সাক্ষাতেই শ্যেনপক্ষী ইহুরটিকে লইয়া গিয়াছিল” ॥৯॥

শাস্ত্রকগণ বলিল--“মা ! আমরা নিজেরা জানি না যে, কখনও শ্যেনপক্ষী ইহুরকে নিয়াছে । সুতরাং নিজেরা না জানিয়া আমরা গর্তে প্রবেশ করিতে পারি না” ॥১০॥

জরিতা বলিল, “আমি জানি যে, শ্যেনপক্ষী ইহুরটিকে নিয়াছে । সুতরাং পুত্র-গণ ! তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা আমার বাক্যানুসারে কার্য্য কর” ॥১১॥

শাস্ত্রকগণ বলিল--“মা ! আপনি মিথ্যা বলিয়া আমাদিগকে ভয় হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবেন না । ও বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকায় ইচ্ছা-পূর্ব্বক গর্তে প্রবেশ করা আমাদের উচিত নহে ॥১২॥

ন চোপকৃতমস্ম্যাদিন চাস্মান্ বেথ য়ে বয়ম্ ।

পীড্যমানা বিভর্ষ্যস্মান্ কা সতী কে বয়ং তব ॥১৩॥

তরুণী দর্শনীয়াসি সমথা ভর্তু রেষণে ।

অনুগচ্ছ পতিং মাতঃ ! পুত্রানাংস্যসি শোভনান্ ॥১৪॥

বয়মং সমাবিশ্য লোকানাংস্যাম শোভনান্ ।

অথাস্মাম দহেদগ্নিরায়াস্ত্বং পুনরেব নঃ ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা ততঃ শাস্ত্রী পুত্রানুৎসৃজ্য ঋগুবে ।

জগাম ত্বরিতা দেশং ক্ষেমমগ্নেরনাময়ম্ ॥১৬॥

ততস্তীক্ষ্ণাচ্চিরভ্যাগাত্বরিতো হব্যবাহনঃ ।

যত্র শাস্ত্রী বভূবুস্তে মন্দপালস্য পুত্রকাঃ ॥১৭॥

ভারতকৌমুদী

নেতি । কিঞ্চ, অস্মাদিত্ত্বং ন কিঞ্চিৎপকৃতম্, শিষ্টম্ভাং ; অথ বয়ং য়ে, তানস্মান্ ন বেথ জানাসি । মহাবিপূত্রা বয়ম্ অগ্নিনা ন দাহ্য এবেতি ভাবঃ । পীড্যমানা অগ্ন্যাঘাতানা-
দিনা ক্লিষ্টমানা বম্, অস্মান্ বিভর্ষি ; অথ চ সতী বম্ অস্মাকং সতী, বয়ঞ্চ তব কে । ক্ষণ-
ভজুবাস্তুচ্ছ এবায়ং জননীপুত্রাদিসমস্ত হ্রীতি ভাবঃ ॥১৩॥

তরুণীত । দর্শনীয়ী সুন্দরী : এষণে অগ্নেষণে । অনুগচ্ছ অগ্নয় ॥১৪॥

বয়মিতি । অথ পক্ষান্তরে । অয়াঃ আগচ্ছোঃ । নঃ অস্মাকং সমীপে ॥১৫॥

এবমিতি । অগ্নেরনাময়ম্ অগ্নেরূপভবব্রাহ্মতম্, অতএব ক্ষেমং মঙ্গলম্ ॥১৬॥

ভারতভাবদীপঃ

সত্যং বনাং তত্র প্রবেশো ন যুক্ত ইতি ভাবঃ ॥১২॥ ন চোতি । অস্মান্ অগ্নে বোপকর্তৃনু
ভূতভাব্যপকারশূন্যান্ কিম্যতি বিভর্ষি, বয়ং তব কে ন কেহপীতাদিঃ, ত্বং বা সতী অস্মাকং
কা ন কাপি মাতৃসদৃশস্য ভ্রাতৃকল্পিতাদিত্যর্থঃ ॥১৩--১৪॥ অয়াঃ আগচ্ছোঃ, নোহস্মান্

আমরা আপনার কোন উপকার করি নাই ; তাঁর পর আমরা কে
তাহাও আপনি জানেন না ; অথচ আপনি উৎকর্ষ পাওয়া আমাদেরকে
পালন করিতেছেন ! কিন্তু আপনিই বা আমাদের কে এবং আমরাই বা
আপনার কে ? ॥১৩॥

মা ! আপনি যুবতি এবং সুন্দরী ; স্তত্রাং পতির অগ্নেষণে সমর্থ ।
অতএব আপনি সেই পতির অগ্নেষণ করুন, তাহার সুন্দর পুত্র পাঠিবেন ॥১৪॥

আমরা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মনোহর স্বর্গ লাভ করিব ; অথবা অগ্নি
আমাদেরকে দহ না করিলে, আপনি আপনার আমাদের নিকট আসিবেন ॥১৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—শাস্ত্রকগণ এইরূপ বলিলে, ত্বরিতা পুত্রগণকে ঋগুবে-
বনে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নির উৎপাতশূন্য মঙ্গলময়স্থানে সন্ধর চলিয়া গেল ॥১৬॥

ততস্তং জ্বলিতং দৃষ্ট্বা জ্বলনং তে বিহঙ্গমাঃ ।

জরিতারিস্ততো বাক্যং শ্রাবয়ামাস পাবকম্ ॥১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাদিপৰ্বণি ময়-
দৰ্শনে শাস্ত্রকোপাধ্যানে চতুৰ্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥ *

—:~:—

পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ।

—:~:—

জরিতারিরুবাচ ।

পূরতঃ কৃচ্ছ্ৰকালশ্চ ধীমান্ জাগতি পুরুষঃ ।

স কৃচ্ছ্ৰকালং সম্প্রাপ্য ব্যথাং নৈবেতি কহিচিৎ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

তত ইতি । হব্যবাহনোহগ্নিঃ । বভূবুয়িতি অণ্ডে: প্রয়োগঃ ॥১৭॥

তত ইতি । জ্বলনমগ্নিম্ । তে বিহঙ্গমাঃ শাস্ত্রকা ভীতা ইতি শেবঃ ॥১৮॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতসাধা-শ্রীহরিদামদিকান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদী-সমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি ময়দৰ্শনে চতুৰ্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥১০॥

—:~:—

পূরত ইতি । ধীমান্ পুরুষো জ্ঞানী জনঃ, কৃচ্ছ্ৰকালশ্চ আগমিস্থতঃ কষ্টকালশ্চ, পূরতঃ
পূৰ্ব্বেমেব, জাগতি ততঃ স্বমোচনায় সতর্কো ভবতি । অতোহস্মাভিরপি অগ্ন্যাগমাৎ পূৰ্ব্বেমেব
সতর্কৈতবিতবায়িত্যাশয়ঃ ॥১৯॥

ভারতভাবদীপঃ

১১৫—১৬। তত ইতি । অগ্নিদাহাৎ প্রাগেব তক্ষকবৎ জরিতাপি গতা, অতো দাহাৎ যদ্বেব
মুক্তা ইতি পূৰ্ব্বোক্তমবিকল্পম্ ॥১৭—১৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে চতুৰ্বিংশত্যধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২২৪॥

—:~:—

তাহার পর, যে স্থানে সেই মন্দপালের পুত্র শাস্ত্রকগণ রহিয়াছিল তীক্ষ্ণ-
শিখাশালী অগ্নি সহরই সেই দিকে আসিয়া পড়িল ॥১৭॥

তদনন্তর সেই শাস্ত্রকগণ প্রজ্বলিত অগ্নিকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল,
তখন জরিতারি অগ্নিকে এইরূপ বাক্য শুনাইতে লাগিল ॥১৮॥

—:~:—

জরিতারি বলিল—“বুদ্ধিমান্ লোক কষ্টের সময় উপস্থিত হইবার পূর্বেই
সতর্ক হয় । সুতরাং কষ্টের সময় উপস্থিত হইলে সে কখনও দুঃখ পায় না ॥১৯॥

* ‘...উনত্রিংশদধিক...’, ‘...একত্রিংশদধিক...’, ‘...চতুত্রিংশদধিক...’, ‘...সপ্তপঞ্চাশ-
দধিক:...” ইতি পাঠান্তরাণি ।

যন্ত কৃচ্ছ্ৰ মনুপ্রাপ্তং বিচেতা নাবধ্যতে ।

স কৃচ্ছ্ৰ কালে বাহিতো ন শ্রেয়ো বিদ্যতে মহৎ ॥২॥

সারিসৃক উবাচ ।

ধীরস্তমসি মেধাবী প্রাণকৃচ্ছ্ৰমিদঞ্চ নঃ ।

প্রাজ্ঞঃ শুরো বহুনাং হি ভবত্যেকো ন সংশয়ঃ ॥৩॥

স্তম্বমিত্র উবাচ ।

জ্যেষ্ঠদ্বাতা ভবতি বৈ জ্যেষ্ঠো মুকৃতি কৃচ্ছ্ৰতঃ ।

জ্যেষ্ঠশ্চেচ্চ প্রজ্ঞানাতি কনীয়ান্ কিং করিষ্যতি ॥৪॥

দ্রোণ উবাচ ।

হিরণ্যরেতাশ্চরিতো ভলম্মায়াতি নঃ কয়ম্ ।

সপ্তজিহ্বাননঃ কুরো লেলিহানো বিসর্পতি ॥৫॥

ভারতাকৌমুদী

য ইতি । বিচেতা মনুবুধিঃ । শ্রেয়ো মঙ্গলম্, বিদ্যতে লভতে ॥২॥

ধীর ইতি । বহুনাং মধ্যে এক এব জনঃ, প্রাজ্ঞঃ শূরস্তবতি । অস্মাকং চতুর্ণাং মধ্যে
তথৈব সমিত্যস্মাৎ প্রাণকৃচ্ছ্ৰাদম্ হৃদয়েত্যশয়ঃ ॥৩॥

জ্যেষ্ঠ ইতি । ত্রাতা বক্ষকঃ । মুকৃতি মোচয়তি । প্রজ্ঞানাতি বিপদিত্বাপায়ম্ ॥৪॥

ভারতভাবদীপঃ

অত্র সংসারাটব্যং মতামোহানলবাগ্ন্যভ্যাং যাতাপি ন জাতুং সমর্থ, কিন্তু সৰ্কে স্বার্থ-
কামা এবেতি সংস্রুচ্য ত্রিধিঃ এব সৰ্কাংস্ত্রাতুং সমর্থ ইতি অন্বয়ধ্ব্যায় সূচ্যতে, কথাপক্ষে
তু স্পষ্ট এবার্থঃ । তত্র ভবিত্যহি ন শিতকামাদিশক্লগণ আহ—পূরত ইতি । মরণাৎ
প্রাগেব জ্ঞানাৎ যতিতনাম, ততশ্চ মরণব্যথাং জানী ন প্রাপ্নোতি, “ন তস্ত প্রাণা উৎ-
ক্রামন্ত্যজৈব সমবনীয়ন্ত” ইতি শ্রেয়সিতি আন্তর্য্যাক্তম্ । কৃচ্ছ্ৰকাসো মরণকালঃ,
ব্যথাং প্রাণোৎক্রমণপীড়াম্ ॥৪॥ এতদেব ব্যতিক্রমমুখেনাহ—যদ্বিতি । বিচেতাঃ অজিত-
চিন্তঃ, বাহিতো দেহান্তরে নিপাত্য বর্ণনা বশীকৃতঃ, মহৎ শ্রেয়ো মোক্ষম্ ॥২॥ উক্তব্যথা
নাশঃ সংসারাদেব ভবতি ইত্যম্বয়ব্যতিরেকাভ্যামাহ স্বাত্ম্যম্—ধীর ইতি । ধীরো ধ্যানবান্,

আর, যে অল্পবুদ্ধি লোক বিপদ আসিবার পূর্বে তাহা বুঝিতে পারে না, সে,
সেই বিপদের সময়ে দুঃখভোগ করে এবং বিশেষ মঙ্গললাভ করিতে পারে না” ॥২॥

সারিসৃক বলিল—“আপনি বুদ্ধিমান এবং মেধাবী; এদিকে আমাদেরও
এই প্রাণের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । বহুলোকের মধ্যে একটীমাত্র লোকই
বুদ্ধিমান ও বীর হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই” ॥৩॥

স্তম্বমিত্র বলিল—“জ্যেষ্ঠই কনিষ্ঠদিগের রক্ষক হইয়া থাকেন এবং জ্যেষ্ঠই
কনিষ্ঠদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করেন । সুতরাং জ্যেষ্ঠ যদি বিপদ নিবা-
রণের উপায় না জানেন, তবে কনিষ্ঠ কি করিবে” ॥৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং সম্ভাষ্য তেহন্যোন্মং মন্দপালস্ত পুত্রকাঃ ।

ভৃকৃবুঃ প্রয়তা ভূত্বা যথাগ্নিং শৃণু পার্থিব ! ॥৬॥

জরিতারিরুবাচ ।

আত্মাসি বায়োজ্জ্বলন ! শরীরমসি বীরুধ্যাম্ ।

যোনিরাপশ্চ তে শুক্রং যোনিশ্চুমসি চান্দ্রসঃ ॥৭॥

হিরণ্যোতি । হিরণ্যরেতো অগ্নিঃ । কয়ং গৃহম্ । লেলিহানো গ্রাসন ॥৫॥

এবমিহ । সম্ভাষ্য আলপা । প্রয়তাঃ সংযতচিত্তাঃ । তথা শৃণুত্বার্থঃ ॥৬॥

অথ “তস্মাৎ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশোহগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অস্ত্যঃ পৃথিবী” ইতি ত্রয়োব্যুৎপাদেণ ত্রৈলোক্যমগ্নিঃ স্ত্রোতি অগ্নোতি । হে জলন ! অগ্নে ! যৎ বায়োরাত্মা আত্মজোহসি । বীরুধ্যাম্ উজ্জ্বলৌষধীনাম্, শরীরমসি, অত্থোজ্জ্বলত্বাশ্রয়-পক্ষেপতি ভাবঃ । যোনিঃ পৃথিব্যাঃ কারণীভূতাঃ, অপো জলক, তে তব, শুক্রং বীৰ্য্যম্, অতএব ত্বম্, অস্তসে জলজ, যোনিঃ কারণমসি ॥৭॥

ভারতভাবদীপঃ

মেধাবী উহাপোহকুশলঃ অতন্ত্রমেব অশ্মান্ পাহীতি ভাবঃ ॥৩॥ স্বদন্তগ্রহং বিনা নাস্তি তরণোণায় ইত্যাহ জ্যেষ্ঠ ইতি ॥৪॥ দ্রোণবাক্যে কয়ং গৃহম্, অধ্যাত্মজ—হরতীতি হিরণ্যং বিষয়বাসনা সৈব রেতো বীজং যন্ত স মোহো মরণকালিকঃ কয়ং দেহগেহমেবেতি । সপ্ত-জিহ্বাঃ—“কালী মনোজবা ধূম্রা ককালী লোহিতা তথা । ক্ষুণ্ণিকানী বিশ্বকুচিঃ সপ্তজিহ্বা বিভাবসোঃ” পক্ষে পক্ষেজিহ্বাণি বুদ্ধিমনসী চ তদযুক্তম্ আননং মুখং ভোগসাধনং যন্ত সঃ । লেলিহানো গ্রাসয়ন্ত, বিসর্পতি ব্যাপ্নোতি, অতঃ স্বমোক্ষায় স্বয়মেব যতিতব্যমিতি ভাবঃ ॥৫—৬॥ এবমধিকারিণমুখাপা অগ্নিস্ততিব্যাঞ্জনং তত্ত্বমুপদিশতি “ত্রৈলোক্যাত্মজতং ত্বম্” ইত্যুপসংহারেহগ্নিবাক্যং, তত্র মুখাত্মজবিজ্ঞাপিকাং সমষ্টাপাসনাং জরিতারিরাহ—আত্মাসীতি স্বাত্ম্যম্ । বায়োঃ পুত্রাত্মনঃ “বায়ুর্বে গোতম ! তৎসুক্রং বায়ুরেব ব্যাষ্টিবায়ুঃ সমষ্টিঃ” ইতি ক্রতেঃ । আত্মাসি আত্মস্বরূপমসি, শরীরমসি বীরুধ্যামিতি বিরাড়াশ্রয়মুক্তম্ বীরুধ্যং যোনিঃ পৃথ্বী আপশ্চ তে তব শুক্রং বীজং স্বভূতপন্নম্ । “অগ্নেরাপঃ অস্ত্যঃ পৃথিবী” ইতি চ ক্রতেঃ । আপশ্চে শুক্রমত্যস্ত বাখ্যা যোনিশ্চুমসি চান্দ্রস ইতি । যথা বায়োরাত্মা অস্ত্ররীকং মরীচিশক্তিম্, বীরুধ্যং যোনিঃ পৃথ্বী মরণশক্তি । “যৎ পৃথিব্যা অধস্তাং তদাপো যৎ দিব উপরিষ্ঠাং তদন্তঃ” তথাচ সৌকস্টিক্রক্কা ভবতি । “অদোহস্তঃ পরেণ দিবং জ্যোঃ

দ্রোণ বলিল—“প্রজ্বলিত অগ্নি সহর আমাদের বাসস্থানের দিকে আসিতেছে এবং সপ্তজিহ্ব ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ঐ অগ্নি গ্রাস করিতে করিতে বিস্তৃত হইতেছে” ॥৫॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! সেই মন্দপালের পুত্রগণ পরস্পর এই-রূপ আলপ করিয়া, সংযতচিত্ত হইয়া, যে ভাবে অগ্নির স্তব করিল, তাহা শুনি—॥৬॥

উৰ্দ্ধ্বাধশ্চ সৰ্পন্তি পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতন্তথা ।

অচ্চিমন্তে মহাবীৰ্য্য ! রশ্ময়ঃ সবিতুর্যথা ॥৮॥

সারিসৃক উবাচ ।

মাতা প্রণকী পিতরং ন বিদ্যঃ পক্ষা জাতা নৈব নো ধূমকেতো ! ।

ন নন্দ্রাতা বিগতে বৈ তদন্যস্তস্মাদস্ম্যংক্রাহি বালান্ধ্রমগ্নে ! ॥৯॥

যদগ্নে ! তে শিবং রূপং যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ ।

তেন নঃ পরিরক্ষ স্বমর্তান্ বৈ শরণৈষণঃ ॥১০॥

ত্বমৈবৈকস্তুপসে জাতবেদো নান্যস্তপ্তা বিগতে গোষু দেব ! ।

ঋষীনস্মান্ বালকান্ পালয়স্ব পরেণাস্মান্ প্রৈহি বৈ হবাবাহ ! ॥১১॥

ভারতকৌমুদী

ইদানীং ব্যষ্ট্ররূপেণ স্তোতি উৰ্দ্ধমিতি । হে মহাবীৰ্য্য ! যথা সবিতুঃ সূর্য্যস্ত রশ্ময়ঃ, তথা তে তব, অচ্চিমঃ শিখাঃ, উৰ্দ্ধম্ অধঃ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চ, সৰ্পন্তি প্রসরন্ত ॥৮॥

ব্যষ্ট্ররূপেণৈব স্বাভ্যাং স্তোতি মাতোত । প্রহীনা অদর্শনং প্রাপ্তা ॥৯॥

যদ্বিতি । হে অগ্নে ! তে তব, যৎ, শিবং মঙ্গলকরং রূপম্, যে চ তে সপ্ত হেতয়ঃ শিখাঃ, ত্বম্, তেন শিবেন রূপেণ হেতিসপ্তকেন চ, আস্তান্ শরণৈষণশ্চ নঃ অস্মান্ পরিরক্ষ ॥১০॥

ভারতভাবদীপঃ

প্রতিষ্ঠাস্তরীকং মরীচয়ঃ পৃথিবী মরো যা অধস্তাং হ্রা আপঃ” ইত্যৌগবেয়ে স্রুতা লোকসৃষ্টি-
কল্পা ভবতি । “স ইমান্ লোকানসৃজতাস্তো মরীচিমঃমাপ” ইত্যুপক্ৰমা অত্র লোকাশ্রয়েন
স্ততিঃ ন লোককল্পেহন ইত্যাতঃ সমষ্টাপাসনায়াদেব তাৎপৰ্য্যম্ ॥৭—৮॥ অত্র অনধিকারী
সারিণী সূক্তে সৃষ্টিগা গল্পগজৌ যস্য সঃ সারিসৃকো বাহুভোগাসক্তো জীবঃ ব্যষ্ট্ররূপমেবাগ্নিং
প্রার্থয়তে—মাতোতি । প্রহীনা অদর্শনং গত্যা ॥৯॥ শিবং শান্তং লোকহিতক, তেতয়ো

জরিতারি বলিল—“অগ্নি ! তুমি বায়ুর পুত্র এবং উজ্জ্বল লতার শরীর ;
আর পৃথিবীর কারীগীভূত জল তোমারই বাধী ; সুতরাং তুমি জলের কারণ ॥৭॥

হে মহাবীৰ্য্য ! সূর্য্যের রশ্মির তায় তোমার শিখা সকল উজ্জ্বল, নিম্নে,
পৃষ্ঠে ও পার্শ্বে গমন করিয়া থাকে” ॥৮॥

সারিসৃক বলিল—“হে ধূমকেতু ! হে অগ্নি ! আমাদের মাতা দৃষ্টির
অগোচর হইয়া গিয়াছেন, পিতার সংবাদ জানি না এবং এখনও আমাদের
পাখা জন্মে নাই, আমরা বালক । সুতরাং তুমি ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের
রক্ষক নাই ; অতএব তুমিই আমাদেরগকে রক্ষা কর ॥৯॥

অগ্নি ! আমরা তোমার উদ্ভাপে উদ্ভূত এবং তোমার শরণাগত ; সুতরাং
তোমার যে মঙ্গলময় রূপ এবং সাতটি শিখা আছে, তাহা দ্বারা আমাদেরগকে
রক্ষা কর ॥১০॥

(১০)---তেন নঃ পরিণাহি স্বমর্তান্ নঃ শরণৈষণঃ ।

স্বম্মিত্র উবাচ ।

সৰ্বমগ্নে ! স্বমৌবেকস্বয়ি সৰ্বমিদং জগৎ ।

স্বং ধারয়সি ভূতানি ভুবনং স্বং বিভৰ্ষি চ ॥১২॥

স্বমগ্নির্ব্যবাহস্বং স্বমেব পরমং হবিঃ ।

মনীষিণস্তাং জ্ঞানন্তি বহুধা চৈকধাপি চ ॥১৩॥

স্বক্। লোকাংস্ত্রীনিমান্ হব্যবাহ ! কালে প্রাপ্তে পচসি পুনঃ সমিক্ৰঃ ।

স্বং সৰ্বস্মা ভুবনস্মা প্রসূতিস্বমেবাগ্নে ! ভবসি পুনঃ প্রতিষ্ঠা ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

পুনরবৈত বৈতরূপাভ্যাং কৌত স্বমিতি । হে দেব ! ভূতো বেদো যস্যং স এক এব স্বম্ । “তদেতস্মদন্তো ভূতস্ত নিশ্চিতং যদ্বদঃ” ইতি শ্রুতে: “এবমেবাভিতীয়ম্” ইতি শ্রুতে: । তপসে সৰ্বভূতাত্মা উদ্দেশ্য: । তথা গোষু পৃথিবীষু, অগ্নিঃ, তপস্বী, ন বিজ্ঞতে, জীবানামপি তবৈব রূপত্বাৎ “তস্বমসি” ইতি শ্রুতে: । হে হব্যবাহ ! স্বমন্তান্ বালকান্ স্ববীন্ পালয়স্ব ; পরেণ পরমেণ পালকতয়া বহুরূপেণেত্যর্থঃ, অস্মান্, প্রৈহি প্রাপুহি ॥১১॥

ত্রিভিঃ পরব্রহ্মরূপেণ স্তোতি সৰ্বমিতি । হে অগ্নে ! স্বমেক এব সৰ্বম্, “সৰ্বং স্বমিদং ব্রহ্ম” ইতি শ্রুতে: । ইদং সৰ্বং জগৎ স্বয়ি তিষ্ঠতি, “তস্মিন্নোতক্” ইত্যাদিশ্রুতে: । অত-
এব স্বং ভূতানি প্রাণিনো ধারয়সি । বিক্ৰ স্বং ভুবনমেব বিভৰ্ষি ॥১২॥

স্বমিতি । স্বং জাঠরোহগ্নিঃ, বিক্ৰ স্বং বাহো হব্যবাহোহগ্নিঃ, সৰ্বাত্মবস্বং স্বমেব পরমং হবিঃ । অপি চ মনীষিণো জ্ঞানিনঃ, অং বহুধা ভীতরূপেণ, এতথা ব্রহ্মরূপেণ চ জ্ঞানন্তি, “তস্বমসি” ইতি শ্রুতে: ॥১৩॥

ভারতভাবদীপঃ

জালাঃ পূৰ্ব্বোক্তাঃ ॥১০॥ গোষু রবিরশ্বিষু । রবিষপি স্বমেব ইত্যর্থঃ । পরেণাস্মান্ অস্মন্তো দূরে প্রৈহি, পরেণ ইতি এনবক্ৰম্ ॥১১॥ এবং বাষ্ট্যপাসনাসিদ্ধস্ত সার্ক্যোপাসনাং “সৰ্বং স্বমিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদিশাস্ত্রহসিদ্ধাং শাণ্ডিল্যবিজ্ঞাদিরূপাং স্বম্মিত্রাত্মাঃ সৰ্বপ্রাণি-
সমুদায়সথা আহ সৰ্বমিত্যাদিনা, স্বচীদং কনকে কুণ্ডলাদিবৎ ॥১২॥ বহুধা কার্যরূপেণ, একথা কারণরূপেণ ॥১৩॥ জীন্ লোকানিতি ব্রহ্মাণ্ডোপলক্ষণম্, পচসি সংহরসি, সমিক্ৰঃ

দেব ! তোমা হইতে বেদ জন্মিয়াছে এবং একমাত্র তুমিই তপস্কার উদ্দেশ্য ;
আবার পৃথিবীতে তোমা ভিন্ন অগ্নি তপস্বী নাই । অগ্নিদেব ! আমরা বালক
ঋষি ; সুতরাং তুমি আমাদেরকে রক্ষা কর এবং তুমি বহুরূপে আমাদের
আশ্রয় হও” ॥১১॥

স্বম্মিত্র বলিল—“অগ্নি ! এক তুমিই সমস্ত এবং তোমাতেই এই সমস্ত
জগৎ রহিয়াছে । সুতরাং তুমি সমস্ত প্রাণীকে, এমন কি সমস্ত জগৎটাকেই
ধারণ করিতেছ ॥১২॥

দেব ! তুমি ভিতরের ও বাহিরের অগ্নি এবং তুমিই উৎকৃষ্ট হবি ; আর
জ্ঞানীরা এক তোমাকেই বহুরূপে এবং একরূপে জানিয়া থাকেন ॥১৩॥

দ্রোণ উবাচ ।

ত্বমসং প্রাণিভির্ভুক্তম্ অন্তর্ভূতো জগৎপতে ! ।

নিত্যং প্রবৃদ্ধঃ পচসি হ্রয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

ভারতকৌমুদী

সৃষ্টেতি । হে হব্যবাহ ! অস্মিন্ জীন্ লোকান্ সৃষ্টা, পুনঃ কালে প্রাপ্তে সতি সমিদ্ধো স্বাদশাদিত্যরূপেণ উদ্যোক্তঃ সন্ পচসি সংহরসি । কিকায়ৈ ! ত্বম্, সৰ্বত্র ভুবনস্ত, প্রসৃতিঃ প্রসৃতিবৎ পালয়িতা, পুনঃস্বমেব চ প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ো ভবসি, “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি” ইত্যাদিশ্রুতঃ ॥১৪॥

বিরাটপ্ৰভৃতিরূপৈঃ স্তোতি—অমিতি । হে জগৎপতে ! ত্বম্, প্রাণিভির্ভুক্তমসং, “অন্ততে-
হন্তি চ ভূতানি তন্মাদয়ং তদুচ্যতে” ইতি শ্রুতঃ । কিঞ্চ জীবরূপেণান্তর্ভূতঃ । অপি চ
নিত্যং হিতঃ, প্রবৃদ্ধো ব্যাপী চ, পচসি কালরূপেণ সংহরসি, “যৎ প্রয়ন্তি” ইতি শ্রুতঃ ।
সর্বত্র হ্রয়ি প্রতিষ্ঠিতম্, “তান্ময়োভম্” ইত্যাদিশ্রুতঃ ॥১৫॥

ভারতভাবদীপঃ

ভষোক্ত্যুপেন প্রবৃদ্ধঃ, অত্র হেতুং শ্রোতঃ দর্শয়তি—ত্বং সৰ্বত্রোতি । প্রসৃতিরূপস্তিহানম্,
প্রতিষ্ঠা লয়স্থানম্, এতেন “এব যোনিঃ সৰ্বত্র প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্” ইতি শ্রুতের্থো
দর্শিতঃ ॥১৪॥ যত্ন নাস্তুঃপ্রজামিত্যাদিশ্রুতিপ্রাসঙ্গ্যং তুরীয়ং নিবিশেষং তদেভৎ “জ্ঞোণো ব্রহ্ম-
বিদ্যাং বর” ইত্যুপক্রমাৎ “ব্রহ্মৈতদ্ব্যাহতং হ্রয়” ইত্যয়িনাপি জ্ঞোণৈব স্ততস্বাচ্চ জ্ঞোণবাক্যস্ত
বিষয় ইতি জায়তে । অত্র চ নাস্তুঃপ্রজাদিবাধ্যাত্মো ন চ দৃষ্টতে ; অতঃ কষ্টমেভৎ, প্রতিবলে-
নৈব স্পষ্টীকৃত্যঃ । ত্বমসংমিতি । হে জগৎপতে ! ত্বমসং । “অন্ততেহন্তি চ ভূতানি তন্মাদয়ং তদু-
চ্যতে” ইতি শ্রুতঃ বিরাড়সি, কিমসৌ নিত্যঃ ? ন ইত্যাহ— প্রাণিভির্ভুক্তমিতি । প্রাণঃ সৃজাত্মা
স উপাস্তত্বেন অস্তি যেবাং তে প্রাণিনঃ সৃজোপাসকাঃ তৈর্ভুক্তমুপসংহতম্ । এতেন স্থূলস্ত
সৃষ্টে লয় উক্তঃ । তথা অন্তর্মধ্যে ভূতানি সৃজশরীরগতকাপি অপকীকৃতবিষয়াদীনি যন্ত স ত্বং
অন্তর্ভূতৌহসি ভূতলয়স্থানমপ্যসি, এতেন সৃজস্ত কারণে বিলাপনমুক্তম্ । অতএব হে জগতঃ
স্থূলস্থল্লেখকাব্যস্ত পতে ! সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্র ! ত্বং নিত্যং প্রবৃদ্ধৌহসি, কার্য্যকারণব্রহ্মণোঃ
লোপাধিকরূপাধিতির্যোতাবাবিভাবাহুসারি প্রবৃদ্ধত্বম্ ; নিরূপাধিকস্ত তু নিত্যমেব তৎ । হ্রয়ি
তদ্বৎ প্রতিষ্ঠিতং সর্বং কার্য্যকারণাত্মকং ব্রহ্মামিবোরগাদিকস্মীদুতং ত্বং পচসি সংহরসি ।
এবঞ্চ—“নাস্তুঃপ্রজাঃ ন বাহুঃপ্রজাঃ নোভয়তঃ প্রজাম্” ইত্যাদিশ্রুতের্থঃ স্থূলস্থল্লেখকারণ-
রূপাতীতং নিষ্কলং শিবশক্ত্যভিধেয়ং প্রতিপাদিতম্ ॥১৫॥ সৃষ্টা ইতি । হে তুষ্ণ ! তুষ্ণ ! সর্বো-

দেব ! তুমি এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া, আবার কাল উপস্থিত হইলে উদ্যোক্ত
হইয়া সংহার করিয়া থাক এবং মাতার স্থায় সমস্ত জগতের পালন কর, আর সমস্ত
জগতের আশ্রয়রূপে অবস্থান কর” ॥১৪॥

দ্রোণ বলিল—“জগদীশ্বর ! তুমিই প্রাণিগণের ভুক্ত অন্ন এবং তুমিই জীবাত্মা ;
আবার তুমিই নিত্য ও সর্বব্যাপী কালরূপে সংহার কর এবং তোমাতেই সমস্ত
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥১৫॥

সূর্য্যো ভূত্বা রশ্মিভর্জাতবেদো ভূমেরস্তো ভূমিজাতান্ রসাংশ্চ ।

বিশ্বানাদায় পুনরুৎসৃজ্য কালে বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা ভাবয়সীহ শুক্র ! ॥১৬॥

স্বস্ত এতাঃ পুনঃ শুক্র ! বীরুধো হরিতচ্ছদাঃ ।

জায়ন্তে পুষ্করিণ্যশ্চ স্তভদ্রশ্চ মহোদধিঃ ॥১৭॥

ইদং বৈ সদ্মা তিগ্মাংশো ! বরুণস্ত পরায়ণম্ ।

শিবস্ত্রাতা ভবাম্মাকং মাহস্মানগ্ বিনাশয় ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

সর্কোৎপাদকস্বরূপেণ ভৌতি—সূর্য্য ইতি । হে শুক্র ! শুক্র ! চিৎস্বরূপভয়া নির্মলেনি
যাবৎ, জাতবেদঃ ! অয়ে ! স্বং সূর্য্যো ভূত্বা, রশ্মিভিঃ কিরণৈ, ভূমে: সকাশাদস্তো জলম্,
বহান্ সর্কান্ ভূমিজাতান্ রসাংশ্চ, আদায় পুনঃ কালে উৎসৃজ্য, বৃষ্ট্যা বৃষ্ট্যা ইহ জগত্যাম
ভাবয়সি শস্ত্রাদীহুৎপাদয়সি ॥১৬॥

স্বস্ত ইতি । হে শুক্র ! অয়ে ! সূর্য্যরূপাদেব স্বস্ত: সকাশাৎ, পুনর্যোতাঃ, হরিতচ্ছদা
হরিষর্পজাঃ, বীরুধো লতাঃ, পুষ্করিণ্যা জলাশয়াশ্চ জায়ন্তে, স্তভদ্র: প্রাণিনামতীবরমঙ্গল-
করো মহোদধিশ্চ জায়তে, বৃষ্টিবশাদেবেতি ভাবঃ ॥১৭॥

ইদমিতি । হে তিগ্মাংশো ! তীক্ষ্ণকিরণ ! অয়ে ! ইদং মহোদধিরূপম্, বরুণস্ত
জলাধিপতেঃ, পরায়ণং পরমাত্ময়ভূতম্, সদ্মা গৃহম্ । এতৎসৃজ্যকতয়া স্বয়তিমহানেবেতি
ভাবঃ । স্বমাম্বাকম্, অস্ত শিবো মঙ্গলকরঃ, ত্রাতা বক্ষকস্ত ভব । অস্মান্ মা বিনাশয় ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

পাধিকালুভূতহীন ! স্বং সূর্য্যো ভূত্বা রসানাদায় পুনরুৎসৃজ্য কালে বৃষ্ট্যা ভাবয়সীতি লব্ধঃ । স্বং
ভূম্যাদীনং রসান্ লভ্যানি আদায় সংহত্য সূর্য্যঃ কারণাত্মা ভূত্বা বীজমাত্ররূপেণ স্থিত্বা পুনঃ
প্রবোধকালে বৃষ্ট্যা চিৎসত্তাপ্রদানেন পৃথিব্যাদীনি জনয়সীত্যর্থঃ ॥১৬॥ এতাঃ রসস্ত ব্রহ্মসত্তায়া
আশ্রয়শ্চেন দৃষ্টমানাঃ সং সং ইতি প্রত্যয়বিষয়ভূতা বীরুদাদয়ো জড়পদার্থা অপি স্বস্ত এবোৎ-
পন্না ইত্যর্থঃ । তেন প্রধানাদে: কারণজং নিরস্কম্ । স্তভদ্রশ্চৈত্যত্র “সমুদ্রশ্চ” ইতি পাঠে
মহোদধিশব্দেন মহাস্তি ব্রহ্মাণ্ডাধিঃস্থিতানি উদকানি ধীয়ন্তেহস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অনেক-
ব্রহ্মাণ্ডভূক্তিসংগুটাত্ময়ভূতো জলাবরণরূপঃ সমুদ্রো গ্রাহঃ, তচ্চ আবরণান্তরাধামপ্যুপলক্ষণম্
॥১৭॥ এক পরাপরব্রহ্মরূপেণাশ্রিত্ব স্বভা উপস্থিতভয়নিবৃত্তিং প্রার্থয়তে—ইদমিতি । তিগ্মাংশো !
তীক্ষ্ণকরবহু ! সন্দের লগ্ন শরীরম্, বরুণস্ত রসনেন্দ্রিয়াধিপতে: পরায়ণম্ অত্যন্তালম্বনম্, পক্ষি
দেহেন হি সর্করসাধাদো লভ্যতে, অতঃ শিব: অন্তরাত্মা অম্বাকং ত্রাতা ভব ॥১৮॥ সাগরস্ত

অগ্নিদেব ! তুমি সূর্য্য হইয়া কিরণ দ্বারা পৃথিবী হইতে জল এবং পৃথিবী-
জাত সমস্ত রস গ্রহণ করিয়া, যথাসময়ে সেগুলিকে আবার বর্ষণ করিয়া, সেই
প্রচুর বৃষ্টি দ্বারাই এই জগতে শস্ত্রপ্রভৃতি জন্মাইয়া থাক ॥১৬॥

অগ্নিদেব । তোমা হইতেই আবার এই সকল হরিষর্গপত্রসম্পন্ন লতা এবং
জলাশয় জন্মিয়া থাকে, আর জগতের মঙ্গলকারী মহাসমুদ্রও জন্মিয়া থাকে ॥১৭॥
হে তীক্ষ্ণকিরণ ! এই মহাসমুদ্রই বরুণদেবের পরম আশ্রয় গৃহস্বরূপ ।

পিঙ্গাক্ষ ! লোহিতগ্রীব ! কৃষ্ণবস্ত্র ! ছত্ৰাশন ! ।

পরেণ প্রৈহি মুঞ্চাস্মান্ সাগরস্ত গৃহানিব ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তো জাতবেদা দ্রোণেন ব্রহ্মবাদিনা ।

দ্রোণমাহ প্রতীতাত্মা মন্দপালপ্রতিজ্ঞয়া ॥২০॥

অগ্নিরুবাচ ।

ঋষির্দ্রোণস্তুমসি বৈ ব্রহ্মৈতদ্ব্যাক্তং ত্বয়া ।

ঈক্ষ্মিতং তে করিষ্যামি ন চ তে বিগতে ভয়ম্ ॥২১॥

মন্দপালেন বৈ যুয়ং মম পূৰ্ব্বং নিবেদিতাঃ ।

বৰ্জ্জয়েঃ পুত্রকান্ মহ্যং দহন্ দাবমিতি স্ম হ ॥২২॥

ভারতকৌমুদী

ব্যাটীকপেণ স্তোভি—পিঙ্গৈতি । কৃষ্ণো দক্ষত্বাৎ কৃষ্ণবর্ণো বস্ত্রা পদ্ম যস্ত তৎসম্বোধনম্ । পরেণ পরদাহোদ্দেশেন প্রৈহ প্রাতিষ্ঠেৎ, কিং সাগরস্ত গৃহান্ অভ্যন্তরস্থগর্ভানিব অস্মান্, মুঞ্চ পরিত্যজ ॥১৯॥

এবমিতি । ব্রহ্মবাদিনা দ্রোণেনাপীত্যর্থঃ, জরিতাবিশ্রান্তভিবিষপি ব্রহ্মজ্ঞেন বদনাৎ, এবমুক্তো জাতবেদা অগ্নিঃ প্রতীতাত্মা সন্তুষ্টচিত্তঃ সন, মন্দপালে এষাং পিতরি যা প্রতিজ্ঞা পূৰ্ব্বোক্তা প্রতিশ্রুতিস্তয়া হেতুনা, সন্নিহিতবাদ্রোণমেবাহ স্ব ॥২০॥

ঋষিরিতি । ত্বয়েতাপলক্ষণং যুযাভিরিতিার্থঃ, এতৎ স্তুতিরূপম্, মরি ব্রহ্মজ্ঞপ্রতিপাদকং বাক্যম্, ব্যাক্ততমুক্তম্ । তেনাহং প্রীতোহস্মীতি ভাবঃ । ত ইতাপ্যাপলক্ষণং যুযাকমিতি তাৎপৰ্য্যম্ ॥২১॥

মন্দেতি । স্বং দাবং খাণ্ডবং দহন্, মহ্যং মম, পুত্রকান্ বৰ্জ্জয়েমিতি বৃহৎ নিবেদিতাঃ ॥২২॥

দেব ! তুমি আজ মঙ্গলময় হইয়া আমাদের রক্ষক হও ; কিন্তু আমাদের বিলম্ব করিও না ॥১৮॥

হে পিঙ্গলনয়ন ! হে লোহিতকণ্ঠ ! হে কৃষ্ণবস্ত্র ! হে ছত্ৰাশন ! তুমি অশ্রু বস্ত্র দক্ষ করিবার জগু প্রস্থান কর, আর সমুদ্রগর্ভস্থ গর্তের দ্বায়া আমাদের বিলম্ব করিও না ॥১৯॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ব্রহ্মবাদী দ্রোণও এইরূপ বলিলে, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি মন্দপালের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তদনুসারে নিকটবর্তী দ্রোণকে কহিলেন ॥২০॥

অগ্নি বলিলেন—“তুমি দ্রোণ-ঋষি এবং তোমরা আমাদের পরব্রহ্ম মনে করিয়াই এই সকল স্তব করিয়াছ ; সুতরাং আমি তোমাদের অভীষ্ট সম্পাদন করিব এবং তোমাদের কোন ভয় নাই ॥২১॥

তোমাদের পিতা মন্দপালমুনিও পূর্বে তোমাদের বিষয় আমার নিকট

ভৃশ্চ তদ্বচনং দ্রোণ ! স্বয়া যচ্চেহ ভাবিতম্ ।

উভয়ং মে গরীয়স্তু ক্রুহি কিং করবাণি তে ।

ভৃশং প্রীতোহস্মি ভদ্রং তে ব্রহ্মান ! স্তোত্রেণ সত্তম ! ॥২৩॥

দ্রোণ উবাচ ।

ইমে মার্ক্জারকাঃ শুক্র ! নিত্যমুদ্বৈজয়ন্তি নঃ ।

এতান্ কুরুষ্ব দন্ধাংস্ত্বং হতাশন ! সবান্ধবান্ ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা তৎ কৃতবানগ্নিরভ্যনুজ্ঞায় শাস্ত্ৰকান্ ।

দদাহ খাণ্ডবং দাবং সমিদ্ধো জনমেজয় ! ॥২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রায়াং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপর্বণি ময়-
দর্শনে শাস্ত্রকোপাখ্যানেন পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

ভারতকৌমুদী

তন্তেতি । গরীষো গরীয়স্বাদলজ্বনীয়ম্ । বটপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৩॥

ইম ইতি । হে শুক্র ! অয়ে ! । মার্ক্জারকা ইত্যনেন কামাদয়ঃ সূচ্যন্তে ॥২৪॥

তথেন্তি । তৎ শাস্ত্রকাণাং বর্জনং মার্ক্জারকাণাং দহনঞ্চ । সমিদ্ধ উদীপ্তঃ ॥২৫॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাণ্য-শ্রীকৃষ্ণদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপর্বণি ময়দর্শনে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

ভারতভাবদীপঃ

গৃহান্ নদীপ্রবাহানিব অনভিভাব্যান্ ষাভিভাবকাংশ্চ জ্ঞাত্বা মুঞ্চ ॥২১॥ প্রতীতাত্মা কুঃ
৥২০—২১॥ মছং ময় ॥২২—২৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপর্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে পঞ্চবিংশত্যধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২২৫॥

জানাইয়াছেন যে, ‘আপনি খাণ্ডব দগ্ধ করিবেন—করুন ; কিন্তু আমার পুত্রকয়টাকে
ত্যাগ করিবেন ॥২২॥

জ্ঞোণ ! তাঁহার সেই বাক্য এবং তোমরা এখন যে সকল বাক্য বলিলে, এ
ছ-ই আমার নিকট গুরুতর । অতএব বল তোমাদের কি করিব ? ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ !
তোমাদের স্তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদের মঙ্গল হউক” ॥২৩॥

জ্ঞোণ বলিল—“অগ্নিদেব ! এই বিড়ালগুলি সর্বদাই আমাদের উদ্বিগ্ন জন্মায় ;
অতএব আপনি বন্ধুবর্গের সহিত উহাদিগকে দগ্ধ করুন” ॥২৪॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ জনমেজয় ! অগ্নিদেব শাস্ত্রকগণের কথায়
অমুমোদন করিয়া তাহা করিলেন ; পরে প্রজ্বলিত হইয়া খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে
থাকিলেন ॥২৫॥

* ‘...জিংশদধিক...’, ‘...ষাজিংশদধিক...’, ‘পঞ্চজিংশদধিক...’-অষ্টপঞ্চাশ-
দধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোঃধ্যায়ঃ ।

—:~:—

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

মন্দপালোহপি কৌরব্য ! চিন্তয়ামাস পুত্রকান্ ।

উক্তাপি চ স তিগ্মাংশুঃ নৈব শস্মাধিগচ্ছতি ॥১॥

স তপ্যমানঃ পুত্রার্থে লপিতামিদমব্রবীৎ ।

কথং নু শক্তাঃ সরণে লপিতে ! মম পুত্রকাঃ ॥২॥

বর্দ্ধমানে হৃতবহে বাতে চান্ত প্রবায়তি ।

অসমর্থী বিমোক্ষায় ভবিষ্যন্তি মমাত্মজাঃ ॥৩॥

কথং নু শক্তা ত্রাণায় মাতা তেষাং তপস্বিনী ।

ভবিষ্যতি হি শোকাক্তা পুত্রত্রাণমপশ্যতী ॥৪॥

কথমুডয়নেহশক্তান্ পতনে চ মমাত্মজান্ ।

সন্তপ্যমানা বহুধা বাশমানা প্রধাবতী ॥৫॥

ভারতকৌমদী

মন্দেতি । উক্তাপি পুত্ররক্ষণং প্রার্থ্যাপি । তিগ্মাংশুঃ শব্দং ১।

স ইতি । সরণে গমনে, শক্তাঃ কথং চ সমর্থী জাতাঃ কিম্ ২।

বর্দ্ধমান ইতি । হৃতবহে অগ্নৌ, বাতে বায়ৌ । প্রবায়তি প্রবহতি সতি ৩।

কথমিতি । তপস্বিনী দীনা । পুত্রাণাং ত্রাণং ত্রাণোপায়ম্, অপশ্যতী অপশ্যতী ৪।

কথমিতি । পতনে ভূমাবেবাপসরণে । বাশমানা আর্জুনস্বরেণ শস্যমানা । “বাসু শব্দে”

ইত্যন্ত প্রয়োগঃ । প্রধাবতী ইত্যন্ততঃ সত্রাসং গচ্ছতী বর্ষত ইতি শেষঃ ৫।

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহারাজ ! মন্দপালমুনিও পুত্রদের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । কারণ, তিনি অগ্নির নিকট সেইরূপ প্রার্থনা করিয়াও শাস্তি পাইতেছিলেন না ॥১॥

তিনি পুত্রদের জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া লপিতাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন—
“লপিতা ! আমার পুত্রগণ চলিতে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছে কি ? ২।

আগুন বাড়িয়া উঠলে এবং বায়ু বহিতে থাকিলে, আমার পুত্রেরা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না ৩।

তাহাদের দুর্বল মাতা কি করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ; সে পুত্রগণের রক্ষার উপায় না দেখিয়া শোকাক্ত হইয়াই পড়িবে ৪।

হায় ! আমার পুত্রগণকে উড়িতে বা চলিতে অসমর্থ দেখিয়া তাহাদের মাতা কেবল সন্তাপ করিবে, আর্জুনস্বরে বহুবার চীৎকার করিবে এবং এদিক্ ওদিক্ ছুটাছুটি করিবে ৫।

জরিতারিঃ কথং পুত্রঃ সারিসৃকঃ কথঞ্চ মে ।
 স্তম্বমিত্রঃ কথং দ্রোণঃ কথং সা চ তপস্বিনী ॥৬॥
 লালপ্যমানং তম্বুযিং মন্দপালং তথা বনে ।
 লপিতা প্রত্যাবাচেনং সাসূর্যমিব ভারত ! ॥৭॥
 ন তে পুত্রেষবেক্ষাস্তি যানুদীমুস্তবানসি ।
 তেজস্বিনো বীৰ্য্যবন্তো ন তেষাং হ্রলনাস্তয়ম্ ॥৮॥
 হুয়ামৌ তে পরীতাশ্চ স্বয়ং হি মম সন্নিধৌ ।
 প্রতিশ্রুতং তথা চেতি হ্রলনেন মহাত্মনা ॥৯॥
 লোকপালো ন তাং বাচমুক্তা মিথ্যা করিষ্যতি ।
 সমর্থাস্তে চ সংসর্তুং ব্যোত তেহস্বস্থমানসম্ ॥১০॥

ভারতকৌমুদী

জরিতারিষিতি । কথং কৌদুশাবসঃ, তিষ্ঠতীতি সর্কত্র শেষঃ ॥৬॥
 লালপ্যমানমিতি । তথা লালপ্যমানং পুনঃ পুনর্লপন্তং বদন্তম্ ॥৭॥
 নেতি । অবেক্ষা ভয়সম্ভাবনা । তত্র হেতুমাহ—যানিত্যাदि । জলনাদয়েঃ ॥৮॥
 স্বয়মিতি । তে পুত্রাঃ পরীতা রক্ষণীয়ত্বেন জাপিতাঃ । মম সন্নিধাবুক্তমিতি শেষঃ ॥৯॥
 লোকেতি । লোকপালোহরিঃ, তাং নির্ভয়দানসমর্থানাং বাচমুক্তা মিথ্যা ন করিষ্যতি ।
 তে তব পুত্রাশ্চ সংসর্তুং ততোহপসর্তুং সমর্থাঃ । অতএব তে অস্থস্থমানসং ব্যোতু বিপরীতং
 ভবতু স্বস্থস্থমানসমেব ভবতিত্যর্থঃ ॥১০॥

পুত্র জরিতারি কি অবস্থায় রহিয়াছে, সারিসৃক কেমন আছে, স্তম্বমিত্র এবং
 দ্রোণই বা কিভাবে আছে, আর সেই দানী জরিতাই বা কি করিতেছে” ॥৬॥

মন্দপালমুনি বনের ভিতরে বারবার সেইরূপ বলিতে লাগিলে, লপিতা অসূয়ার
 সহিতই যেন এইরূপ বলিতে লাগিল—॥৭॥

“তোমার পুত্রদের সম্বন্ধে কোন ভয়ের সম্ভাবনা নাই । কেন না, তুমিই
 যাহাদিগকে ঋষি বলিয়াছ ; সুতরাং তাহারা তেজস্বী ও বলবান্ হইয়াছে ;
 অতএব তাহাদের অগ্নিভয় হইতে পারে না ॥৮॥

তার পর, তুমি নিজেই আমার নিকট বলিয়াছ যে, তুমি অগ্নির নিকট তাহাদের
 বিষয় জানাইয়াছিলে, ওখন মহাত্মা অগ্নি তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন বলিয়া
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥৯॥

সুতরাং অগ্নি লোকপাল হইয়া সেইরূপ কথা বলিয়া কার্যের বেলায় মিথ্যা
 করিবেন না । বিশেষতঃ তোমার পুত্রেরা সরিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে ; সুতরাং
 তোমার মন সুস্থ হউক ॥১০॥

(১০) সমর্থ বহুব্রুতেন তেন তে স্বস্থস্থমানসম্ ।

তামেব তু মমামিত্রাং চিন্তয়ন্ পরিতপ্যসে ।

ঋৎ ময়ি ন তে স্নেহো যথা তন্ত্ৰাং পুরাভবৎ ॥১১॥

নহি পক্ষবতা ত্রায়াং নিস্নেহেন ব্রহ্মজ্ঞানে ।

পীড়্যমান উপদ্রষ্টুং শক্তেনাত্মা কথঞ্চন ॥১২॥

গচ্ছ ত্বং জরিতামেব যদর্থং পরিতপ্যসে ।

চরিত্যাম্যহমপ্যেকা যথা কুপুরুষাশ্রিতা ॥১৩॥

মন্দপাল উবাচ ।

নাহমেবং চরে লোকে যথা ভ্রমভিমন্তসে ।

অপত্যহেতোবিচরে তচ্চ কৃচ্ছ গতং মম ॥১৪॥

ভারতকৌমুদী

ভামিতি । অমিত্রাং সপত্নীম্ । পুরা তৎসহবাসকালে ॥১১॥

নহীতি । পক্ষবতা একস্তাং রমণ্যাং পক্ষপাতশালিনা, অগ্ৰজ ব্রহ্মজ্ঞানে রমণ্যাম্, নিস্নেহেন স্নেহশূন্যেন, পূৰ্ব্বাং রমণীমেব গন্ত্যঃ শক্তেন পুরুষেণ, পীড়্যমানঃ তদ্ভাবং প্রদর্শয়তা স্নিগ্ধমানঃ, আত্মা আত্মীয়ঃ অন্তরমণীভার্থঃ, কথঞ্চনাপি উপদ্রষ্টুং নহি জ্ঞায়াম্ । “শক্যং স্বমাংসাধিত্তিরপি স্তুপ্রতিহন্তম্” ইতি ভাষ্যোদাহরণবদ্রোপপত্তিঃ ॥১২॥

এতদ্বক্তেঃ ফলমাহ—গচ্ছেতি । যথা কুপুরুষাশ্রিতা অন্তনায়িকৈতি শেষঃ ॥১৩॥

নেতি । যথা কামসুখলভায় । তচ্চাপত্যম্, কৃচ্ছগতং কষ্টপ্রাপ্তম্ ॥১৪॥

ভারতভাবদীপঃ

মন্দপাল ইতি । উক্তা মম পুত্ৰান্ মা দদ্য ইতি প্রাখ্যাপি ॥১॥ শরণে গৃহে কথং হু ন কথমপি ॥২—৪॥ উভয়ৌরনে উর্দ্ধপতনে, পতনে ত্রিধাগ্গমনে, বাণমানা কদতী ॥২—৮॥ পরীতাঃ জাপিতাঃ ॥২॥ সমক্ষমিতি । হে স্বহৃ ! তে তব মানসং তেন হেতুনা বদ্ধকৃত্য-লক্ষণে বক্ষণে সমক্ষমভিমুখং ন কিঞ্চ তামেবেত্যাদিস্পষ্টোহর্থঃ ॥১০—১১॥ নহীতি । পক্ষ-বতা মহায়বতা, ব্রহ্মজ্ঞানে নিঃস্নেহেন নিতয়াং স্নেহবতা শক্তেন চ পীড়্যমান আত্মা পুত্রদার-রূপঃ কথঞ্চন উপদ্রষ্টুং উপেক্ষিতুং না হৈ জ্ঞায়াম্ ॥১২॥ অতস্বং জরিতামেব গচ্ছ ইত্যধি-

কিন্তু তুমি আমার সেই সপত্নীকে চিন্তা করিয়াই পরিতপ্ত হইতেছ ; অতএব নিশ্চয়ই পূর্বে তাহার উপরে তোমার যেমন স্নেহ ছিল, আমার উপরে তেমন স্নেহ হয় নাই ॥১১॥

প্রথম স্ত্রীর উপরে অনুরাগী, দ্বিতীয় স্ত্রীর উপরে অনুরাগহীন, অথ চ সে দ্বিতীয় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতেও সমর্থ ; এমন অবস্থায় সে দ্বিতীয় স্ত্রীর সহিত দেখা করা পুরুষের কোন প্রকারেই উচিত নহে ॥১২॥

অতএব তুমি যাহার জন্য পরিতপ্ত হইতেছ, সেই জরিতার নিকটেই যাও । আমিও কুপুরুষাশ্রিত রমণীর ত্রায় একাকিনীই বিচরণ করিব” ॥১৩॥

মন্দপাল বলিলেন—“তুমি যাহা মনে কর, আমি সে ভাবে জগতে বিচরণ

ভূতং হিহা চ ভাব্যার্থে যোহবলম্বেৎ স মন্দধীঃ ।

অবমন্তেত তং লোকো যথেষ্টসি তথা কুরু ॥১৫॥

এম হি প্রহ্লদমগ্নিলে'লিহানো মহীরুহান্ ।

আবিগ্নে হৃদি সন্তাপং জনয়ত্যশিবং মম ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তৰ্ভ হি বাক্যং সা শ্রদ্ধা লপিতা দুঃখিতাভবৎ ।

সান্দ্রয়ামাস চ পুনঃ পতিং পতিপরায়ণা ॥১৭॥

তস্মাদ্দেশাদতিক্রান্তে জ্বলনে জরিতা পুনঃ ।

জগাম পুত্রকান্বেব জরিতা পুত্রগৃহিনী ॥১৮॥

সা তান্ কুশলিনঃ সৰ্বান্ বিমুক্তান্ জাতবেদসঃ ।

রোরুয়মাণান্ দদৃশে বনে পুত্রান্ নিরাময়ান্ ॥১৯॥

ভারতকৌমুদী

অথ মদগর্ভেহপি তে পুত্রা ভবিষ্যন্তীত্যাহ—ভূতমিতি । অবলম্বেয়ির্ভবং কুর্য্যাৎ ॥১৫॥

এম ইতি । লেপিহানো গ্রসন্ । আবিগ্নে উদ্ভিগ্নে । অশিবম্ অমঙ্গলাশঙ্কা ॥১৬॥

ভর্কুরিতি । সান্দ্রয়ামাস, যিযাহং তং নিবর্তয়িতুমিতি ভাবঃ ॥১৭॥

তস্মাদিতি । তস্মাজ্জরিতারিপ্রভৃতাপ্রিতাৎ । জ্বলনে বহৌ । পুত্রগৃহিনী তৎ-
স্নেহাকুলা ॥১৮॥

ভারতভাবদীপঃ

ক্ষিপ্যাহ—গচ্ছতি ॥১৩॥ এবং কামবৃত্তো নাহং চেষে ন চরামি ॥১৪॥ ভূতং জরিতায়া-
মপত্যম্ । ভাব্যার্থে অগ্নি জনয়িতব্যো অপত্যে ॥১৫—১৭॥ জরিতা নামতঃ জরা সঞ্জাতা
করি না । আমি সন্তানের জগাই বিচরণ করি, সে সন্তান আমার বিপদে
পড়িয়াছে ॥১৪॥

যাহা হইয়া রহিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের উপরে
নির্ভর করে, সে ব্যক্তি অল্প বুদ্ধি ; সুতরাং মানুষ তাহাকে অবজ্ঞা করে । অতএব
তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর ॥১৫॥

হায় ! এই প্রজ্বলিত অগ্নি তরুলতাপ্রভৃতি গ্রাস করিতে থাকিয়া আমার
উদ্ভিগ্ন হৃদয়ে দুঃখ ও অমঙ্গলের আশঙ্কা জন্মাইতেছে” ॥১৬॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন - পতিব্রতা লপিতা পতির কথা শুনিয়া দুঃখিত হইল
এবং পুনরায় পতির নিকট অনুনয় করিতে লাগিল ॥১৭॥

এদিক সেই স্থান হইতে আগুন সরিয়া গেলে, পুত্রস্নেহাকুলা জরিতা পুনরায়
স্বপ্ন পুত্রদের নিকট উপস্থিত হইল ॥১৮॥

(১৫)....যোহবলম্বেত মন্দধীঃ....। (১৭) অয়ং লোকঃ সর্বত্র ন দৃশ্যতে ।

(১৮)....জরিতা পুত্রগৃহিনী ।

অশ্রুণি মুমুচে তেবাং দৰ্শনাং সা পুনঃ পুনঃ ।
 একৈকশো নতান্ সৰ্ব্বান্ ক্রোশমানাহম্পদ্যত ॥২০॥
 ততোহভ্যগচ্ছৎ সহসা মন্দপালোহপি ভারত ! ।
 অথ তে সৰ্ব্ব এবেতং নাভ্যনন্দংস্তদা স্মৃতাঃ ॥২১॥
 লালপ্যমানমেকৈকং জরিতাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ।
 ন চৈবোচুস্তদা কিঞ্চিৎকৃত্বাণি সাধ্বসাধু বা ॥২২॥

মন্দপাল উবাচ ।

জ্যেষ্ঠঃ স্মৃতস্তে কতমঃ কতমস্তস্য চানুজঃ ।
 মধ্যমঃ কতমশ্চৈব কনীয়ান্ কতমশ্চ তে ॥২৩॥
 এবং ব্রহ্মস্তুং দুঃখার্থং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ।
 কৃতবানপি বস্ত্যাগং নৈব শাস্তিমিতো লভে ॥২৪॥

ভারতকৌমুদী

সেতি । জাতবেদসো বহুঃ । প্রোক্ষয়মাণান্ ভৃশং কদতঃ, দদৃশে দদর্শ ॥১০॥
 অশ্রুণীতি । নতান্ কৃতনমস্কারান্ । ক্রোশমানা আহ্বয়ন্তী, অধপদ্যত প্রাপ্তা ॥২০॥
 তত ইতি । নাভ্যনন্দং ন সম্মানিতবন্তঃ, তন্নিদ্রিতানিবন্ধনবৈমনস্কাদিত্যাশয়ঃ ॥২১॥
 লালপ্যতি । লালপ্যমানং পুনঃ পুনঃ লপন্তং বদন্তম্ । পুনঃ পুনঃ বদন্তমিতি শেষঃ ॥২২॥
 জ্যেষ্ঠ ইতি । মধ্যমোহত্র তৃতীয় এবং বিবক্ষিতঃ ॥২৩॥
 এবমিতি । বো যুয়াকম্ । ইতোহমুত্র নৈব শাস্তিং লভে লক্ণবান ॥২৪॥

সে উপস্থিত হইয়া দেখিল পুত্রেরা সকলেই কুশলে আছে, অগ্নি হইতে মুক্ত হইয়া সুস্থ রহিয়াছে : কিন্তু অত্যন্ত রোদন করিতেছে ॥১০॥

তখন তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়ায় জরিতা বার বার অশ্রু মোচন করিল ;
 ক্রমে তাহারা এক একটা আসিয়া নমস্কার করিতে লাগিলে, জরিতা তাহাদিগকে
 ডাকিয়া ডাকিয়া কোলে করিতে থাকিল ॥২০॥

তাহার পর মন্দপালমুনিও সম্বর সে স্থানে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু তখন সে
 পুত্রেরা তাহার সম্মান করিল না ॥২১॥

তথাপি মন্দপালমুনি পুত্রদের মধ্যে এক এক জনকে এবং জরিতাকে লক্ষ্য
 করিয়া বার বার অনেক কথা বলিলেন ; কিন্তু তাহারা তাহাকে ভাল বা মন্দ
 কিছুই বলিল না ॥২২॥

মন্দপাল বলিলেন—“জরিতা ! কোনটী তোমার জ্যেষ্ঠপুত্র, কোনটী তাহার
 পরে জন্মিয়াছিল, কোনটী তৃতীয় এবং কোনটীই বা কনিষ্ঠ ? ॥২৩॥

আমি দুঃখার্থ হইয়া এইরূপ বলিতেছি, তথাপি তুমি শ্রুতান্তর দিতেছ না

(২৪) কৃতবানপি হি ত্যাগম্....।

জরিতোবাচ ।

কিন্ন, জ্যেষ্ঠেন তে কার্য্যং কিম্নস্তুরজেন তে ।
কিং বা মধ্যমজ্ঞাতেন কিং কনিষ্ঠেন বা পুনঃ ॥২৫॥
যাং ত্বং যাং সৰ্ব্বতো হীনামুৎসৃজ্যাসি গতঃ পুরা ।
তামেব লপিতাং গচ্ছ তরুণীং চারুহাসিনীম্ ॥২৬॥

মন্দপাল উবাচ ।

ন স্ত্রীণাং বিদ্যতে কিঞ্চিদন্যত্র পুরুষাস্তুরাৎ ।
সাপত্নকন্যতে লোকে নান্যদর্থবিনাশনম্ ।
বৈরাগিদীপনৈকৈব ভ্রশমুদ্বেষগকারি চ ॥২৭॥
সুত্রতা চাপি কল্যাণী সৰ্বলোকেষু বিশ্রুতা ।
অরুন্ধতী মহাত্মানাং বশিষ্ঠং পর্যাশঙ্কত ॥২৮॥

ভারতকৌমুদী

কিন্নিতি । অনন্তরজেন দ্বিতীয়েন । মধ্যমজ্ঞাতেন তৃতীয়েনৈতৎ ॥২৫॥

যামিতি । পুরা অং সৰ্বতো হীনং আমুৎসৃজ্য যাং গতাহীনীত্যম্বয়ঃ ॥২৬॥

নেতি । স্ত্রীণাং পুরুষাস্তুরাৎ পুরুষাস্তুরসেবনাং, অন্যত্র অন্যৎ, কিঞ্চিদপি গর্হিতং ন
বিদ্যতে । তথা লোকে সাপত্নকং সপত্নীবিদ্বেষম্, স্ততে বিনা, অন্যৎ, কিঞ্চিদপি,
অর্থবিনাশনং কাৰ্য্যনাশকম্, বৈরাগিদীপনং শত্রুতানলোত্তেজকম্, ভ্রশমুদ্বেষগকারি চ ন
বিদ্যতে । অতন্তদুভয়মপি স্ত্রীণাং ত্যাগ্যমিতি ভাবঃ । যট্টপাদোহয়ং শ্লোকঃ ॥২৭॥

সপত্নীবিদ্বেষণার্থবিনাশে দৃষ্টান্তমাহ—সুত্রতেতি । সুত্রতা শাস্ত্রোক্তনিয়মবতী, কল্যাণী
পত্ন্যর্মজলকারিণীপি । পর্যাশঙ্কত পারদারিকত্বেন সন্দ্বিষ্টবতী ॥২৮॥

কেন ? আমি তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র যাইয়া কিছুতেই শাস্তি
পাই নাই” ॥২৪॥

জরিতা বলিল “জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইবে, তাহার পরবর্তী
দ্বারাই বা কি হইবে এবং তৃতীয় ও কনিষ্ঠ দ্বারাই বা কি হইবে ? ॥২৫॥

আমি সর্বপ্রকারেই নিকৃষ্ট। কি না, তাই আপনি আমাকে ত্যাগ করিয়া
পূর্বে যাহার নিকট গিয়াছিলেন, সেই যুবতি ও চারুহাসিনী লপিতার নিকটেই
যান” ॥২৬॥

মন্দপাল বলিলেন—“জরিতা! অণু পুরুষের সেবা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের
গর্হিত কার্য্য কিছুই নাই এবং তাহাদের সপত্নীবিদ্বেষ ব্যতীত অণু কোন
কার্য্যই সেরূপ কার্য্যনাশক নহে, বৈরানলোদ্দীপক নহে এবং অত্যন্ত উদ্বেষ-
জনকও নহে ॥২৭॥

বিশুদ্ধভাবমত্যন্তং সদা প্রিয়হিতে রতম্ ।

সপ্তবিমধ্যগং ধীরমবমেনে চ তং মুনিম্ ॥২৯॥

অপধ্যানেন সা তেন ধুমারুণসমপ্রভা ।

লক্ষ্যালক্ষ্যা নাভিরূপা নিমিত্তমিব পশ্যতি ॥৩০॥

অপত্যহেতোঃ সম্প্রাপ্তং তথা ত্বমপি মামিহ ।

ইচ্ছমেবং গতে হি ত্বং সা তথৈবাত্ম বর্ততে ॥৩১॥

নহি ভার্য্যেতি বিশ্বাসঃ কার্য্যঃ পুংসা কথঞ্চন ।

নহি কার্য্যমনুধ্যাতি নারী পুত্রবতী সতী ॥৩২॥

ভারতকৌমুদী

বিশুদ্ধেতি । বিশুদ্ধভাবং নির্দোষচরিত্রম্ । অবমেনে অরুদ্ধতীতি পূর্বাভ্যুত্তিঃ ॥২৯॥

অপেতি । সা অরুদ্ধতী, তেন অপধ্যানেন অবজরা তন্নবন্ধনপাপেনেত্যর্থঃ, ভূতপূর্ব-গৌরবর্ণাপি ইদানীং ধুমারুণসমপ্রভা, লক্ষ্যালক্ষ্যা কদাচিদদৃশ্যা, কদাচিদদৃশ্যা, নাভিরূপা নাতি-মনোজ্ঞাকৃতিশ্চ সতী, নিমিত্তং স্বকীয়তদ্ব্রবণায়াঃ কারণম্, পশ্যতীত্বপৰ্যালোচয়তীত্ব । অত-স্তথাপি তথৈব ভবিত্যেতি ভাবঃ ॥৩০॥

অপত্যেতি । ত্বমপি, অপত্যহেতোরেব লপিতাং সম্প্রাপ্তং গতং মাম্, তথা অরুদ্ধতীত্ব-দেব ইহ পারদারিকং শব্দস ইতি শেষঃ । এবমিথম্বেব, ময়ি ইষ্টং দদিতং পুত্রগণম্, গতে প্রাপ্তে সতি, ত্বমিব, সা লপিতাপি, তথৈব পারদারিকমাশঙ্কমানৈব বর্ততে ॥৩১॥

ভারতভাবদীপঃ

অজ্ঞাঃ সা জরিতা সর্কেস্ত্রিয়ব্যাধুনা ॥১৮—২৭॥ স্ত্রীণামমুত্র পরলোকে পুরুষাশ্রয়াদৃশে সাপ-
ত্বকঞ্চ স্বতে অমৃতং তৃতীয়মর্থনাশনাং পুরুষার্থঘাতকং নাশ্তি ॥২৭॥ তদ্ব্যতীতং নিমিত্তং বৈরাগ্যীতি ।
এতচ্চ অপরিহায্যং সত্যানামপীত্যাহ—সূত্রতেতি ॥৩০—৩২॥ নিমিত্তং ভর্তৃলক্ষণমিব পশ্যতি
কপটেন, অতএব নাভিরূপা প্রচ্ছন্নবর্ণী । তেন হেতুনা লক্ষ্যা অলক্ষ্যা চ ॥৩০॥ ইষ্টম্ আশুং
তথা অরুদ্ধতীত্ব শঙ্কমানা ত্বমিব সাপি তথৈব, ময়ি অপত্যহেতোব্যাপনে সতি সা লপিতাপি

ব্রতচারিণী জগদ্বিখ্যাতা অরুদ্ধতীদেবী ভর্তার মঙ্গলাখিনী হইয়াও সেই ভর্তা
মহাত্মা বশিষ্ঠদেবকে পারদারিক বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন ॥১৮॥

নির্দোষ চরিত্র, সর্বদা স্ত্রীর প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত, সপ্তবিদগের অন্তর্গত এবং
জ্ঞানী বশিষ্ঠমুনিকে তিনি অবজ্ঞাও করিয়াছিলেন ॥২৯॥

সেই অবজ্ঞার ফলে অরুদ্ধতীদেবী ধুমারুণবর্ণা, কখনও দৃশ্যা, কখনও অদৃশ্যা
এবং অমনোহরমূর্ত্তি হইয়া নিজের সেই দ্রবস্ত্রের কারণই যেন পর্যালোচনা
করিতেছেন ॥৩০॥

আমি সন্তানোৎপাদনের জন্তই লপিতার নিকট গিয়াছিলাম ; পুত্ররাজ তুমিও
অরুদ্ধতীর মতই আমাকে আশঙ্কা করিয়াছ ; আবার প্রিয় পুত্রগণের নিকট আমি
আসিলে, তোনারই মত যে লপিতাও আমাকে আশঙ্কা করিতেছে ॥৩১॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততস্তে সৰ্ব্ব এবৈনং পুত্রাঃ সম্যগুপাসতে ।

স চ তানাত্মজান্ সৰ্ব্বানাত্মসমিতুমুগতঃ ॥৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি ময়-
দৰ্শনে শাস্ত্রকৌপাধ্যানে ষড়্বিংশত্যধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

—:~:—

সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায় ।

—:~:—

মন্দপাল উবাচ ।

যুগ্মাকমপবৰ্গার্থং বিজ্ঞপ্তো জ্বলনো ময়া ।

অগ্নিনা চ তথৈত্যেবং প্রতিজ্ঞাতং মহাত্মনা ॥১॥

ভারতকৌমুদী

অতএবোপসংহরতি—নহীতি । কার্যং কৰ্ত্তব্যং তৰ্হুঃ প্রসাদং নাহুধ্যাতি ন চিন্তয়তি ॥৩২॥

তত ইতি । ততো মন্দপালস্তাপতোঃপাদিনমাত্রোদেগ্ৰবোধং পরম্ । এনং পিতরং
মন্দপালম্ । উপাসতে অভিবাদনাদিনা সম্মানিতবন্তঃ ॥৩৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসদিকান্তবাসীশতট্টাচার্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি ময়দৰ্শনে ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

—:~:—

যুগ্মাকমিতি । অপবৰ্গার্থম্ অগ্নিতো মূল্যার্থম্ । জননঃ অগ্নিঃ ॥১॥

ভারতভাবদীপঃ

উধৈব বৰ্ত্ততে ॥৩১॥ অতঃ স্ত্রীণাম্ আশ্রো নাস্তীত্যাহ—নহীতি । কার্যং তৰ্হুঃপ্রবাহি
অহুধ্যাতি মনসি কৰোতি ॥৩২—৩৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আদিপৰ্বণি নৈলকণ্ঠ্যে ভারতভাবদীপে ষড়্বিংশত্যাধিকদ্বিশত-
তমোহধ্যায়ঃ ॥২২৬॥

অতএব ভাৰ্য্যা বলিয়া বিশ্বাস করা কোন প্রকারেই পুরুষের উচিত নহে । কেন
না, নারী পুত্রবতী হইয়া আর ভৰ্ত্তার কার্য্যের চিন্তা করে না” ॥৩২॥

তাহার পর, সেই পুত্রেরা সকলেই মন্দপালমুনির সম্মান করিল এবং মন্দ-
পালমুনিও সমস্ত পুত্রকেই আশ্বস্ত করিতে উদ্যত হইলেন ॥৩৩॥

—:~:—

মন্দপাল বলিলেন—“পুত্রগণ ! তোমাদের মুক্তির জন্ত আমি অগ্নিকে
জানাইয়াছিলাম : তখন মহাত্মা অগ্নিও ‘তাহাই হইবে’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-
ছিলেন ॥১॥

* ‘...একত্রিংশদধিক...’, ‘...দ্বয়ত্রিংশদধিক...’, ‘...ষট্‌ত্রিংশদধিক...’, ‘...উনষট্‌-
ধিক...’ ইতি পাঠান্তরাণি ।

অয়ের্বচনমাজ্জায় মাভুধ্বজতাক বঃ ।

ভবতাক পরং বীর্যং পূর্বং নাহমিহাগতঃ ॥২॥

ন সন্তাপো হি বঃ কার্য্যঃ পুত্রকা হৃদি মাং প্রতি ।

ঋষীন্ বেদ হৃতানোহপি ব্রহ্ম তদ্বিতিতক বঃ ॥৩॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাশ্বাস্ত তান্ পুত্রান্ ভার্য্যামাদায় স ষ্টিজঃ ।

মন্দপালন্ততো দেশাদন্যং দেশং জগাম হ ॥৪॥

ভগবানপি তিগ্মাংস্ত্যঃ সমিহঃ খাণ্ডবং ততঃ ।

দদাহ সহ কৃষ্ণাভ্যাং জনয়ন্ জগতো ভয়ম্ ॥৫॥

বসামেদোবহাঃ কুল্যাস্তত্র পীত্বা চ পাবকঃ ।

জগাম পরমাং তৃপ্তিং দর্শয়ামাস চার্জ্জুনম্ ॥৬॥

ততোহস্তরৌক্ষান্তুগবানবতীৰ্য্য পুরন্দরঃ ।

মরুদগণৈর্বৃতঃ পার্থং কেশবক্ষেদমব্রবীৎ ॥৭॥

ভারতকৌমুদী

অয়েরিতি । ধ্বজতাকং পাতিত্রাতাম্ । তদ্ব্যপ্রভাবাদেব পুত্রস্থিতিসম্ভব ইত্যশয়ঃ ॥২॥

নেতি । বো যুযাকম্, ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞানম্, তেন হৃতানেন বিদিতং জাতম্ ॥৩॥

এবমিতি । আশ্বাস্ত নিজনির্দোষতাজ্ঞাপনেন তেষাঞ্চ শক্ত্যুন্নেথেন প্রসাদ ॥৪॥

ভগবানিতি । তিগ্মাংস্ত্যয়ঃ, সমিহঃ প্রজ্ঞনিতঃ । কৃষ্ণাভ্যাং কৃষ্ণার্জুনাভ্যাম্ ॥৫॥

বসেতি । কুল্যাঃ ক্ষুদ্রাঃ কৃত্রিমানদীঃ । তাং তৃপ্তম্, দর্শয়ামাস জ্ঞাপয়ামাস ॥৬॥

তত ইতি । পুরন্দর ইন্দ্রঃ । মরুদগণৈর্দেবসমূহৈঃ । পার্থমর্জুনম্ ॥৭॥

সুতরাং অগ্নির সেই প্রতিজ্ঞা, তোমাদের মাতার ধাম্বিকতা এবং তোমাদের বিশেষ প্রভাব জানিয়াই আমি পূর্বে এখানে আসি নাই ॥২॥

অতএব পুত্রগণ! তোমরা আমার বিষয়ে কোন ছুঃখ করিও না । অগ্নিও তোমাদিগকে ঋষি বলিয়া জানিয়াছেন এবং তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয়ও তিনি অবগত হইয়াছেন” ॥৩॥

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মন্দপালযুনি পুত্রগণকে এইভাবে আশ্বস্ত করিয়া, তাহাদিগকে এবং জরিতাকে লইয়া, সে স্থান হইতে অগ্নি স্থানে চলিয়া গেলেন ॥৪॥

এদিকে ভগবান্ অগ্নিও প্রজ্জলিত হইয়া, সকলের ভয় জন্মাইতে থাকিয়া, কৃষ্ণ ও অর্জুনের সাহায্যে খাণ্ডববন দহ করিতে লাগিলেন ॥৫॥

অগ্নি সে স্থানে প্রাণিগণের বসা ও মেদের স্রোত পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন এবং সে তৃপ্তির বিষয় অর্জুনকে জানাইলেন ॥৬॥

(৪) এবমাশ্বাসিতান্ পুত্রান্... । (৫)...জনয়ন্ জগতো হিতম্ ।

কৃতং যুবাভ্যাং কশ্মেদমমরৈরপি দুষ্করম্ ।

বরং বৃগীভ্যং তৃষ্ণোহস্মি দুর্লভং পুরুষেষুহি ॥৮॥

পার্থস্তু বরয়ামাস শক্রাদস্ত্রাণি সর্বশঃ ।

প্রদাতুং তচ্চ শক্রস্তু কালং চক্রে মহাত্ম্যতিঃ ॥৯॥

যদা প্রসন্নো ভগবান্ মহাদেবো ভবিষ্যতি ।

তদা তুভ্যং প্রদাশ্যামি পাণ্ডবাস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥১০॥

অহমেব চ তং কালং বেৎশ্যামি কুরুনন্দন ! ।

তপসা মহতা চাপি দাশ্যামি ভবতোহপ্যহম্ ॥১১॥

আগ্নেয়ানি চ সর্বাণি বায়ব্যানি চ সর্বশঃ ।

মদৌয়ানি চ সর্বাণি গ্রহীষ্যসি ধনঞ্জয় ! ॥১২॥

বাস্তদেবোহপি জগ্রাহ প্রীতিং পার্থেন শাশ্বতীম্ ।

দদৌ স্ত্বরপতিশ্চ বরং কৃষ্ণায় ধীমতে ॥১৩॥

ভারতকৌমুদী

কৃতমিতি । ইদং খাণ্ডবদাহনরূপম্ । বৃগীভ্যং যুবাভ্যামিতি শেষঃ ॥৮॥

পার্থ ইতি । শক্রাদিস্ত্রাং । সর্বশঃ সর্বাণি । কালং ভাবিনং কক্ষিৎ সময়ম্ ॥৯॥

কোহসৌ কাল ইত্যাহ—যদেতি । হে পাণ্ডব ! অৰ্জুন ! সর্বশঃ সর্বাণি ॥১০॥

অথ কদাসৌ ভগবান্ প্রসন্নো ভবিষ্যতীতি কথং জ্ঞাতুমীত্যাহ—অহমেবেতি । বেৎশ্যামি জ্ঞাশ্যামি । মহতা তপসা চ অহমপি ভবতো দাশ্যামি নিজাস্ত্রাণীতি শেষঃ ॥১১॥

আগ্নেয়ানীতি । সর্বশঃ সর্কৈঃ প্রকারৈঃ প্রয়োগোপসংহারোপদেশৈঃ সহেত্যর্থঃ ॥১২॥

তাহার পর, ভগবান্ দেবরাজ দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া কৃষ্ণ ও অৰ্জুনকে এই কথা বলিলেন—৭॥

“আপনারা দেবগণেরও দুষ্কর এই কায্য করিয়াছেন; অতএব আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি : সুতরাং জগতে মানুষের দুর্লভ বর আপনারা গ্রহণ করুন” ৮॥

তখন অৰ্জুন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু ইন্দ্র তাহা দান করিতে স্বীকৃত হইয়া একটা সময় নির্দিষ্ট করিলেন ৯॥

“অৰ্জুন ! ভগবান্ মহাদেব যখন তোমার উপরে প্রসন্ন হইবেন, তখন আমি তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দান করিব ১০॥

কুরুনন্দন ! আমিই সে সময় জ্ঞানিতে পারিব । তোমার গুরুতর তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া তখন আমিও তোমাকে সমস্ত অস্ত্র দান করিব ১১॥

ধনঞ্জয় ! তখন তুমি আমার সমস্ত আগ্নেয় অস্ত্র এবং সমস্ত বায়ব্য অস্ত্র গ্রহণ করিবে” ১২॥

এবং দত্তা বরং তাভ্যাং সহ দেবৈর্মরুৎপতিঃ ।

হুতাশনমমুজ্জাপ্য জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥১৪॥

পাবকশ্চ তদা দাবং দধু। সমুগপক্ষিণম্ ।

অহানি পঞ্চ চৈকঞ্চ বিবরাম হুতপিতঃ ॥১৫॥

জধু। মাংসানি পীত্বা চ মেদাংসি রুধিরাণি চ ।

মুক্তঃ পরময়া প্রীত্যা তাবুবাচাচ্যুতার্জুনো ॥১৬॥

যুবাভ্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং তপিতোহস্মি যথাস্থম্ ।

অনুজানামি বাং বীরো : চরতং যত্র বাঙ্হিতম্ ॥১৭॥

এবং তৌ সমমুজ্জাতৌ পাবকেন মহাত্মনা ।

অর্জুনো বাস্তদেবশ্চ দানবশ্চ ময়স্তথা ॥১৮॥

ভারতকৌমুদী

বাস্তদেব ইতি । পার্থেন অর্জুনেন সহ, শাস্ত্রতীং চিরস্থায়ীনিম্ ॥১৩॥

এবমিতি । মরুৎপতিদেবরাজঃ । হুতাশনমগ্নিম্ । ত্রিদিবং স্বর্গম্ ॥১৪॥

পাবক ইতি । দাবং খাণ্ডববনম্ । মুগপক্ষিঃ সহেতি সমুগপক্ষিণম্ । পঞ্চ চৈকক্ষেতি বড়িতার্থঃ । এতচ্চ শাক্তিকব্যাপারং পরং বেদিতবাম্ । তেন তথ্যাপারং পূর্বং নবাহানি পরঞ্চ বড়হানীতি মিলিত্য পঞ্চদশাহানীত্বার্থঃ । ততশ্চ “অহানি দশ পঞ্চ চ” ইতি পুরোক্ত্যা সহ ন বিরোধঃ ॥১৫॥

জধু ইতি । জধু। ভক্ষয়িত্বা । “যপি চাদো জঘিঃ” ইত্যদেৰ্জঘ্যাদেশঃ ॥ ৬।

যুবাভ্যামিতি । পুরুষাগ্র্যাভ্যাং পুরুষশ্রেষ্ঠাভ্যাম্ । চে বীরো ! বাং যুবাম্ ॥১৬॥

এবমিতি । মহাত্মনা পাবকেন অগ্নিনা, তৌ কৃষ্ণার্জুনৌ, এবং সমমুজ্জাতৌ । হে

কৃষ্ণ ও অর্জুনের সহিত চিরস্থায়ী প্রণয় প্রার্থনা করিলেন ; ইন্দ্র ও কৃষ্ণকে সেই বর দান করিলেন ॥১৭॥

দেবরাজ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ বর দান করিয়া, অগ্নিদেবের অনুমতি লইয়া, দেবগণের সহিত পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন ॥১৪॥

তাঁর পর, অগ্নিদেবও পশুপক্ষিগণের সহিত খাণ্ডববন দধু করিয়া, অত্যন্ত তৃপ্ত হইয়া, ষষ্ঠ দিনে বিরত হইলেন ॥১৫॥

অগ্নিদেব খাণ্ডববনস্থ প্রাণিগণের মাংস ভক্ষণ করিয়া এবং রক্ত ও মেদ পান করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বলিলেন—॥১৬॥

“আপনারা আমাকে যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করাইয়াছেন ; অতএব হে বীরযুগল ! আমি আপনাদিগকে অনুমতি দিতেছি, আপনারা এখন যেখানে ইচ্ছা করেন, সেই খানেই যাইতে পারেন” ॥১৭॥

মহাত্মা অগ্নিদেব কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এইরূপ অনুমতি দিলেন ; তাহার পর

পরিক্রম্য ততঃ সৰ্বে ত্রয়োহপি ভরতৰ্ষভ ! ।

রমণীয়ে নদীকূলে সহিতাঃ সমুপাবিশন্ ॥১৯॥ (যুগ্মকম্)

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি

ময়দৰ্শনে বরপ্রদানে সপ্তাবংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥ *

সমাপ্তক্ষেদমাদিপৰ্ব ॥০॥

—:~:—

ভারতকৌমুদী

ভরতৰ্ষভ ! ততশ্চ অৰ্জুনো বাহুদেবশ্চ তথা ময়ো দানবশ্চ এতে ত্রয়ঃ সৰ্বেহপি, পরিক্রম্য
পাদক্ষেপেণ গম্বা, সহিতাঃ সম্মিলিতাঃ সন্তঃ, রমণীয়ে নদীকূলে সমুপাবিশন্ ।

অত্র সম্মেলনপূৰ্ব্বকসমুপবেশনাভিধানেন সংলাপস্থচনয়া সভাবিষয়কসংলাপস্থচনান্ভাবি-
সভাপৰ্ক স্থচিতমিতি বেদিতব্যম্ ॥১৮—১৯॥

ত্রি-পঞ্চ-নাগেন্দ্রমিতে শকাৰ্কে আষাঢ়মাসে দিবসে চতুৰ্থে ।

নবোদিতা ভারতকৌমুদীয়াং গতাদিপৰ্ব্বাধিকৃত্য সমাপ্তিম্ ॥১॥

কোটালিপাণ্ডে বিষয়ে বিভাতি গ্রামো মহানুনশিরাভিধানঃ ।

ভক্ত্য-গন্ধাধর-শম্ম-সুহৃদঃ কান্তপঃ শ্রীহরিদাসশম্মা ॥২॥

চিরমুনশিরানিবাসিনা কলিকাতানগরপ্রবাসিনা ।

নহু তেন শিবপ্রসাদভো রচিতা শ্রীহরিদাসশম্মা ॥৩॥

ইতি মহামহোপাধ্যায়-ভারতচাৰ্য্য-শ্রীহরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচাৰ্য্যবিরচিতায়াং মহাভারত-
টীকায়াং ভারতকৌমুদীসমাখ্যায়ামাদিপৰ্বণি ময়দৰ্শনে সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥০॥

সমাপ্তক্ষেদমাদিপৰ্ব ॥০॥

—:~:—

ভারতভাবদীপঃ

যুগ্মকমিতি ॥১॥ মাতৃধৰ্ম্মজ্ঞতাঞ্চ বঃ মাতুঃ, বঃ যুগ্মংসবাস্তবতয়া ধৰ্ম্মজ্ঞতাং যুগ্মদীয়াং পরমং
ধৰ্ম্মজ্ঞানং মাতৃরজ্ঞীতি বিজ্ঞায়ত্যাখঃ ॥২॥ ব্রহ্ম ভবেদাস্তসিদ্ধম্ ॥৩—১৬॥ চরতং যত্র বাহিত-
মিত্যনেন অপ্রতিহতগতিত্বং ত্রয়োহপি দন্তং ময়েত্যাখঃ ॥১৭—১৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামাদিপৰ্বণি শ্রীমৎপদ্মবাক্যপ্রমাণ-
মধ্যমাধুৰ্য্যবচনচতুৰ্দ্ধয়বংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দস্মৃতিস্মৃতিশ্রীনাটকবিয়চিত্রে ভারতভাবদীপে

আদিপৰ্ব্বাংশপ্রকাশে সপ্তবিংশত্যাধিকদ্বিশততমোহধ্যায়ঃ ॥২২৭॥

কৃষ্ণ, অৰ্জুন ও ময়দানব—ইহারা তিন জনই যাইয়া, মনোহর নদীতীরে সম্মিলিত
হইয়া উপবেশন করিলেন ॥১৮—১৯॥

আদিপৰ্ব্বের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥০॥

—:~:—

* '...ব্যক্তিগণধিক...', '...চতুর্বিংশত্যাধিক...', '...সপ্তবিংশত্যাধিক...', '...ষষ্ঠ্যাধিক ...'

ইতি পাঠান্তরাণি ।

4

.

